শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ সংখ্যা – ১ – ১০,
১৩ – ১৫, ১৭ – ৫০,

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর ১৩৪৮ - ১৩৪৯
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরসাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

বিংশ বর্ষ—পূর্ব্বার্দ্ধ

(১৩৪৮ শ্রাবণ হইতে মাঘ ১৩৪৮)

—: :—

সমজ্য-সম্পাদক

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

—:():—

ঢাকা মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত
এবং কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীকবিভূষণ
ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ—৪৫৫

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ত্রিংশ বর্ষ 'গৌড়ীয়'পূর্ব্বার্দ্ধের

P29546

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদধারার উপদেশামৃত	১।১
'গৌড়ীয়'র ত্রিংশবর্ষে প্রবেশ	১।২
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মধ্যাহ্নলীলা [২৯শে আষাঢ়, শ্রীধাম-গৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়-সম্পাদকের অভিভাষণ]	১।৬
শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় (প্রথম প্রসঙ্গ— শ্রীপাট খেতুরী, আবির্ভাব ও বৈরাগ্যলীলা), (দ্বিতীয় প্রসঙ্গ—শ্রীচৈতন্যপ্রভুর বাতুল); (তৃতীয় প্রসঙ্গ—শ্রীবৃন্দাবনের পথে); (চতুর্থ প্রসঙ্গ—শ্রীবৃন্দাবনে); (পঞ্চম প্রসঙ্গ—শ্রীল লোকনাথ গোস্বামিপ্রভু)	১।৯, ২।২২, ৩।৩৮, ৯-১০।১৫৬, ১১-১২।১৬৭
ইহার ভ্রম-সংশোধন	১১-১২।১৮০, ১৩-১৪।২১৬
"শ্রীভক্তিসন্দর্ভে" পরিপ্রশ্ন	১।১১, ৩।৪৩
ভারতের বাহিরে বৈষ্ণবধর্ম্মের নিদর্শন	১।১৩
সাহিত্য-সমালোচনা	১।১৪
প্রচার-প্রসঙ্গ [লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ, ৩২শে আষাঢ়, ১৬ই জুলাই, ১৯৫১; শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক উৎসব]	১।১৬
নিমন্ত্রণ-পত্র (শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব-উপলক্ষে)	১।১৬
শ্রীশ্রীরূপানুগ-ধারা	২।১৯
শ্রীবলদেবের অভ্যুত্থান ও কৃপাবিতরণ	২।২৪
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী	২।২৮
শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-প্রচার [শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামি-মহারাজের নিউ-দিল্লীর 'টাউন-হলে' ও 'তাল-কটোরা ক্লাবে' "বিশ্বসমস্যা ও উহার সমাধান" এবং "সনাতন-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা—২২-২৩।৭।৫১ ; এলাহাবাদের 'হিন্দুসাহিত্য-সম্মিলন-হলে' ও 'আনন্দভবনে' "Religion, Formal & Practical" ও "Sanatan Dharma" সম্বন্ধে বক্তৃতা—২৬-২৭.৭।৫১]	২।৩৩
শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক-উৎসব-পঞ্জী (৩রা আগষ্ট হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)	২।৩৪
বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা (শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসবোপলক্ষে)	২।৩৪
"শ্রীনাম বিনা কিছু নাহিক আর, চৌদ্দভুবন মাঝে"	৩।৩৫
শ্রীপদামৃতসমুদ্র	৩।৪৫
শ্রীগৌড়মণ্ডলে শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যভাস্করের শুভবিজয় [শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ব্রজমণ্ডল হইতে গৌড়মণ্ডলে শুভবিজয়, শ্রীল তীর্থগোস্বামি-মহারাজের এলাহাবাদ, গয়া, কাশী, পাটনা প্রভৃতি স্থানের টাউনহল ও হরি-সভা প্রভৃতিতে বক্তৃতা]	৩।৫২
ইহার মুদ্রাকর-প্রমাদ	৪।৭০
বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা [২৫শে শ্রাবণ, ৩২শে শ্রাবণ ও ৭ই ভাদ্র]	৩,৫৩
নির্য্যাণ (শ্রীযুক্ত চিন্তামণি দাসাধিকারী—১০ই শ্রাবণ, ২৬শে জুলাই, ১৯৫১, কটক)	৩।৫৩
শ্রীশ্রীনন্দ-যশোমতী-বন্দন	৪।৫৫
শ্রীযশোমতী-নন্দন	৪.৫৬
শ্রীমধুকণ্ঠ ও শ্রীস্নিগ্ধকণ্ঠের সংলাপ	৪।৫৮
শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতী ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ	৪।৬৩
শ্রীনন্দমহোৎসব	৪।৭০
শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণীতে শ্রীগুরুস্বরূপ	৫।৭১
শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কএকটী বৈশিষ্ট্য ও কৃপার নিদর্শন	৫।৭২
দীনের নিবেদন	৫।৮৬
শ্রীশ্রীগুরুপূজার একটি অর্ঘ্য	৫।৮৭
(ইহার ভ্রম-সংশোধন)—৬।১১৮,	
শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব (নিমন্ত্রণ-পত্র)	৫।৯৪
শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব	৫।৯৪

প্রবন্ধের নাম সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ (সাধক শ্রীশ্রীরাধারাণীর দাস) ৬।৯৫
শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ৬।৯৬
বিজয়া ৬।১০১
বৈষ্ণবশিক্ষামালা (নবপ্রবেশ-শিক্ষার—প্রথম ৩টি) ৬।১০৪
শ্রীবিদগ্ধমাধব ও শ্রীললিত-মাধব নাটকদ্বয়-সম্বন্ধে বক্তব্য (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীহস্তলিখিত অপ্রকাশিত প্রবন্ধ) ৬।১১১
সাধুবৈষ্ণবাদ ৬।১১৫
শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব ৬।১১৭
শ্রীগৌরবাণী ৭-৮।১১৯
কাম ও প্রেম ৭-৮।১২০
শ্রীবাসস্থান প্রাপ্তি ৭-৮।১৩৩
শ্রীপাদ ভক্তিনিলয় প্রভুর নির্য্যাণ ৭-৮।১৩৪
অভিনন্দন (শ্রীশ্রীআচার্য্যপ্রকটতিথিতে বিভিন্ন স্থান হইতে প্রেরিত অভিনন্দনপত্রসমূহ) ৭-৮।১৩৫
সাময়িক-প্রসঙ্গ [শ্রীধামে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-মহোৎসব, বিদেশে প্রচার, শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-মহোৎসব, শ্রীধামে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব] ৭-৮।১৩৬
পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৯-১০।১৩৯
শ্রীকার্ত্তিকব্রত ৯-১০।১৫৫
সূর্য্যগ্রহণ ৯-১০।১৬০
নিমন্ত্রণ-পত্র (শ্রীমায়াপুরগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব-উপলক্ষে) ৯-১০।১৬১
শ্রীমায়াপুরগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক-উৎসবপঞ্জী ৯-১০।১৬২
ছুঁই ও ছুঁড়ি ১১-১২।১৬৩
“কেশা”, “গাইয়া”, “কেও” ১১-১২।১৬৪
“কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া !” ১১-১২।১৭১
শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীঊর্জ্জব্রত ১১-১২।১৭৩
বিবিধ-প্রসঙ্গ (শ্রীমায়াপুরগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনোৎসব, শ্রীধাম-মায়াপুরে ও কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের বিরহোৎসব) ১১-১২।১৭৯
শ্রীপাদ-বৃন্দাবন-প্রাপ্তি (শ্রীপাদ প্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী—২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫১) ১১-১২।১৮০

প্রবন্ধের নাম সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
সংবাদে (শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরদাস—২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫১) ১১-১২।১৮০
শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভু ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ বিভু ১৩-১৪।১৮১
শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর ১৩-১৪।১৮৭
শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর ১৩-১৪।১৯০
শ্রীল গদাধরদাস প্রভু ১৩-১৪।১৯৬
শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত ১৩-১৪।২০০
শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু ১৩-১৪।২০১
শ্রী শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-মহামহোৎসব ১৩-১৪।২১২
বিবিধ-প্রসঙ্গ [শ্রীবহুলাষ্টমী, শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী ও শ্রীগোপাষ্টমী, শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্য, শ্রীগদাধরদাস ঠাকুর ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব-তিথিপূজা, শ্রীউত্থান-একাদশী ও শ্রীগৌরকিশোর-বিরহোৎসব—শ্রীধামমায়াপুরে] ১৩-১৪।২১৫
প্রচার-প্রসঙ্গ [শ্রীমদাচার্য্য প্রভুর প্রচার] ১৩-১৪।২১৬
শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-বিরহতিথিপূজা [শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসবে প্রদত্ত শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ—শ্রীচৈতন্যমঠ, ১০ই কার্ত্তিক, ১৩৫৮, শ্রীউত্থান-একাদশী] ১৩-১৪।২১৭
প্রশ্নোত্তর-মালা [শ্রীহরিনামাশ্রিত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষক নাম পাইতে পারেন কি ? স্ত্রীলোককে ‘গুরু’ বলা যায় কি ? তিনি পারেন কিনা ? প্রসাদ পরিবেশন ও ভক্তিগ্রন্থ-ব্যাখ্যাদিতে তিনি অধিকারী কিনা ? শ্রীনামাশ্রিত অর্চ্চন ও ভোগরন্ধনে অধিকারী কি ? শ্রীযোগপীঠে গৌড়ব্রাহ্মণের দ্বারা ভোগরন্ধন ও অর্চ্চন কেন করা হয় ? শ্রীচৈতন্যমঠে অদীক্ষিত ব্যক্তির অর্চ্চনে অধিকার নাই কেন ? লৌকিক-ব্রাহ্মণগণের সেবোপকরণ সেবায় লাগে কি ? বস্ত্রাবৃত দেহে থাকিয়া, অর্চ্চন ও পুষ্পচয়ন করা যায় কিনা ? দ্বাদশীতে শ্রীবিগ্রহ-স্নান কি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ? ঐ দিন কি চরণামৃত পান করা হইবে না ? গৃহ- ও মাধুকরী ভিক্ষার পার্থক্য কি ? মাধুকরী সেবা ও ভোগমোহনের দ্রব্যের পার্থক্য কি ? শ্রীমজ্জনের পূজাকালে উর্দ্ধপুণ্ড্রতিলকধারণ অক্ষুণ্ণ কিরূপে সম্ভব ? ১৩-১৪।২২৩

প্রবন্ধের নাম সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
গৃহব্রতধর্ম্মে অপরাধ ১৬-১৭।২২৭
শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামিপ্রভু ১৮।২৩৭
শ্রীল সারঙ্গদাস ঠাকুর ১৮।২৪০
গৃহস্থের মঙ্গললাভের একমাত্র উপায় ১৮।২৪১
প্রশ্নোত্তর-গুচ্ছ [মনুষ্যকে শ্রীবিগ্রহ সজ্জায় সজ্জিত করিয়া অভিনয় করা শাস্ত্রসম্মত কিনা এবং তদ্দ্বারা অহংগ্রহোপাসনার প্রশ্রয় দেওয়া হয় কিনা? শ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদবৃন্দের অভিনয়াদি করিবার কথা—যাহা ‘শ্রীচৈতন্যভাগবত’ ও ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে’ দৃষ্ট হয়, তাহার অনুকরণ কি সকলে করিতে পারেন? অভিনয়ার্থ সজ্জিত জীবের পাদদেশে তুলসী-প্রদান ও তাহার উচ্ছিষ্টাদি-ভোজন শাস্ত্রসম্মত কি?] ১৮।২৪৪
বাক্যাবাক্য [চরম সাধ্য-সাধন কি? শ্রদ্ধার লক্ষণ কি? কুটিলতা ও সরলতার পার্থক্য কি? শিথিলতায় অসুবিধা হয় কিনা? সাধকের কর্ত্তব্য কি? ভক্তি কি শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে? শ্রদ্ধা ও ভক্তি কি একই তাৎপর্য্যপর? কোন্ শাস্ত্রে বিশ্বাস করা যাইবে? কেবল ভক্তিপথ ব্যতীত কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গে কি ‘শ্রদ্ধা’-শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে? দেখা যায় ভক্তি হয় কি? শ্রদ্ধা হইলে কি হৃদয়দৌর্ব্বল্য থাকে? “সর্ব্বত্র তত্ত্বং” এই শ্লোকস্থ ‘শ্রদ্ধা’-শব্দের তাৎপর্য্য কি? বিষয়াসক্তি যায় কিসে? শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে কি লোকে ভাগবতধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই? বহুবিধ সাধন-পদ্ধতির যে কোন একটিতেই কি মঙ্গল হইবে না? গোলোকে বাস কি?] ১৮।২৪৬
বিবিধ-প্রসঙ্গ [শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল মধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব, শ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথি-পূজার আগমনী কথা, বিভিন্ন মঠ-পরিদর্শন, বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রচার ইত্যাদি] ১৮।২৪৮
নিমন্ত্রণ-পত্র—[শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের জন্মোৎসব] ১৮।২৫০
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ ১৯-২০।২৫১
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকাশিত সংলাপ ১৯-২০।২৫৭
বিরহ-তিথিপূজা [শ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামি-প্রভুর বিরহ-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ] ১৯-২০।২৫৯
শ্রীচৈতন্যমঠে বিরহতিথিপূজা ১৯-২০।২৬২গ
শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী ১৯-২০।২৬৩
শ্রীশ্রীরূপসনাতন-স্তোত্রম্ ১৯-২০।২৬৩
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সর্ব্বশেষ-বাণী ১৯-২০।২৭০
শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু ২১-২৩।২৭১,২৪-২৫।৩১৭
ইহার ভ্রম-সংশোধন ২৪-২৫।৩১৯
বিবিধপ্রসঙ্গ—[শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীমহেশপণ্ডিতের বিরহতিথি-পূজা, সভায় শ্রীদশমূলশিক্ষা] ২১-২৩।৩০৮
“কৃষ্ণ আকর্ষিল-যদি, সরলে জানন সেই” ২৪-২৫।৩০৯
বিবিধ-প্রসঙ্গ [শ্রীমথুরা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি] ২৪-২৫।৩২০

চিত্রসূচী

চিত্র সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ৪।৭২
[illegible] শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ৬।১১২
[illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ৬।১১৭
[illegible] শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ১৯-২০।২৫৩
শ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামি-মহারাজের সমাধি-মন্দির ১৯-২০।২৫৯
শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-পীঠ ১৯-২০।২৬২গ
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি-মন্দির ১৯-২০।২৬২গ
শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি-মহারাজের সমাধি-মন্দির ১৯-২০।২৬২ঘ
শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-পীঠ ১৯-২০।২৬২ঘ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

বিংশ বর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

(বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ মাঘ হইতে শ্রাবণ ১৩৪৯)

সমগ্র-সম্পাদক
মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

ঢাকা মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌স্ হইতে শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত
এবং কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীকবিভূষণ
ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীগৌরাব্দ—৪৫৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিংশবর্ষ 'গৌড়ীয়ে'র উত্তরার্দ্ধের

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
কৃপাপ্রার্থনা	২৬-২৭।৩২১
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-ঠাকুরাণী	২৬-২৭।৩২২
✓শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু	২৬-২৭।৩২৯
শ্রীশ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর	২৬-২৭।৩৩৪
শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় [ষষ্ঠ প্রবন্ধ— শ্রীল নরোত্তমের দীক্ষাপ্রাপ্তিলীলা]	২৬-২৭।৩৩৮
শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু	২৬-২৭।৩৪০
সংশোধন ও সংযোজন	২৬-২৭।৩৪১
শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীব্যাসপূজা [নিমন্ত্রণ-পত্র]	
বিবিধ-প্রসঙ্গ [শ্রীধামে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শ্রীল রঘুনাথদাস, শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব-উৎসব]	২৬-২৭।৩৪২
শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের বাণী	২৮-২৯।৩৪৩
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলার চরম উপদেশ	২৮-২৯।৩৪৪
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকাশিত সংলাপ [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও রসকীর্ত্তন-শ্রবণপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ]	২৮-২৯।৩৪৭
শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু	২৮-২৯।৩৬০
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ	২৮-২৯।৩৬৩
শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ [শ্রীল-রসিকানন্দ-প্রভু-কৃতম্]	২৮-২৯।৩৬৬
বিবিধ প্রসঙ্গ [শ্রীধামে শ্রীনিত্যানন্দ-আবির্ভাব-উৎসব, ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল (গৌরাব্দ ৪৪৫) ইত্যাদি, নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পত্রী]	২৮-২৯।৩৬৬
শ্রীগৌরনামকীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য	৩০-৩১।৩৬৯
শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৩০-৩১।৩৭০
বিশ্বে শ্রীচৈতন্য [শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীহস্তলিখিত অপ্রকাশিত প্রবন্ধ]	৩০-৩১।৩৭১
✓শ্রীচৈতন্যের শ্রীরূপ	৩০-৩১।৩৭৪
Lord Gauranga	৩০-৩১।৩৮২
অর্দ্ধশতাব্দীর পূর্ব্বে শ্রীগৌরাবির্ভাব	৩০-৩১।৩৮৩
নবপ্রকাশিত শ্রীভক্তিসাহিত্য [The Teachings and Philosophy of Lord Chaitanya ; সঙ্কলক শ্রীশ্রীভক্তি-বিনোদ-শ্রীরূপসংরক্ষ , শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গ্রন্থ : শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ)]	৩০-৩১।৩৮৪
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার ৩৮তম বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণ	৩২-৩৩।৩৮৭
গৌড়ীয়মিশনের সভার অধিবেশন	৩২-৩৩।৩৯১
বৈষ্ণব-সদাচার ও শিষ্টাচার	৩২-৩৩।৩৯২
ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র [৪৪৬ গৌরাব্দ]	৩২-৩৩।৪০০
ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল [৪৪৬ গৌরাব্দ]	৩২-৩৩।৪০১
শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব [প্রাপ্ত]	৩২-৩৩।৪০২
সৎ ও মহৎ	৩৪-৩৫।৪০৩
ইহার ভ্রম-সংশোধন	৩৬-৩৭।৪১৩
শ্রীশ্রীরামানন্দ গোস্বামিপ্রভু	৩৪-৩৫।৪১৬
শ্রীল ঠাকুর অভিরাম-গোপাল	৩৬-৩৭।৪১৭
শ্রীভক্তিচিন্তা বা শ্রীনামহট্ট-মার্জ্জনের শতমুখী	৩৬-৩৭।৪২০, ৩৮।৪৪৪, ৪৩।৫১০
বঙ্গীয় নববর্ষ ও জাগতিক পরিস্থিতি	৩৬-৩৭।৪৩২
শ্রীশ্রীজাহ্নবাদেবী	৩৮।৪৩৭
বেদের জ্ঞান	৩৮।৪৩৯
ইহার ভ্রম-সংশোধন	৩৯-৪০।৪৬৪
পরিপ্রশ্নের উত্তরে	৩৮।৪৪৮
শ্রীল রায়-রামানন্দ	৩৯-৪০।৪৪৯

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
সাময়িক-প্রসঙ্গ [শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণীর আবির্ভাব-উৎসব, পুরী হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবের কলিকাতায় শুভাগমন ও বিভিন্ন মঠে শ্রীল রায়-রামানন্দ-প্রভুর তিরোভাব-উৎসব]	৩৯-৪০|৫৬৪
শ্রীনামের মহত্ত্ব	৪১|৫৬৫
শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় [সপ্তম প্রসঙ্গ—ভজনশিক্ষাপ্রাপ্তিলীলা ও 'ঠাকুর মহাশয়'-নাম-প্রাপ্তি]	৪১|৫৬৭
অন্যাভিলাষ	৪১|৫৭১
শ্রীপুরুষোত্তম-মাস	৪১|৫৭৫
সাময়িক-প্রসঙ্গ [শ্রীল রায়-রামানন্দ প্রভুর বিরহোৎসব—শ্রীধামে, শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও শ্রী[illegible]গৌড়ীয়মঠে; পাটনায় প্রচার, শ্রীভাগবতজনানন্দমঠে বিরহোৎসব]	৪১|৫৭৬
শ্রীমহত্তের সবই শ্রীভগবৎকৃপা	৪২|৫৭৭
শ্রীপদ্মপুরাণোক্ত শ্রীতুলসীস্তব	৪২|৫৮১
"ইঙ্গিত বুঝা" ও "ইঙ্গিতে বুঝা"	৪২|৫৮৩
সাময়িক প্রসঙ্গ (কুচবিহার ও রংপুরে প্রচার)	৪২|৫৮৪
কৃপণ	৪৩|৫৮৫
শ্রীপদ্মপুরাণোক্ত শ্রীগঙ্গাস্তব	৪৩|৫৮৭
"ব্যাধ! না জীব না মর"	৪৩|৫৮৯
সাময়িক-প্রসঙ্গ [শ্রীল তীর্থগোস্বামি-মহারাজের পুরীতে অবস্থান]	৪৩|৫৯২
প্রার্থনা	৪৪-৪৫|৫৯৩
শ্রীযমুনাষ্টকম্ [শ্রীল-রূপগোস্বামিপ্রভু-কৃতম্]	৪৪-৪৫|৬০০
সাময়িক-প্রসঙ্গ [শ্রীপাদ কৃষ্ণমোহন দাসাধিকারী প্রভুর নির্বাণ, রায় বাহাদুর শ্যামাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের স্বধাম-গমন ও শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ প্রভুর মেদিনীপুরে প্রচার]	৪৪-৪৫|৬০১
বিজ্ঞপ্তিপত্র [শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের বার্ষিক উৎসব—উৎসব-পঞ্জী]	৪৪-৪৫|৬০২
অদোষদর্শিতা ও গুণগ্রাহিতা	৪৬|৬০৩
শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র	৪৬|৬১০
ইহার নাম-সংশোধন	৪৮-৪৯|৬৫৪
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম	৪৭|৬১৩
"মন যে পাগল মোর"	৪৭|৬১৭
শ্রীল গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর সম্বন্ধে প্রাচীন পদাবলী	৪৮-৪৯|৬২১
শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বাম্যষ্টকম্ (শ্রীল-সনাতন-গোস্বামি-প্রভু-রচিতম্)	৪৮-৪৯|৬২২
শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামি-দশকম্ (শ্রীল-রূপগোস্বামি-বিরচিতম্)	
শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বাম্যষ্টকম্ (শ্রীল-লোকনাথ-গোস্বামি-প্রভু-রচিতম্)	৪৮-৪৯|৬২৭
শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী	৪৮-৪৯|৬২৯
শ্রীভক্তিবিনোদ-শতবার্ষিকী ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ	৪৮-৪৯|৬৩২
শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত	৪৮-৪৯|৬৪২
বিবিধ-প্রসঙ্গ [পণ্ডিত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বধাম-গমন]	৪৮-৪৯|৬৫৪
বিগত বর্ষকাল 'গৌড়ীয়ে'র কীর্ত্তন	৫০|৬৫৫
শ্রীশ্রীল দামোদর-স্বরূপ গোস্বামিপ্রভু	৫০|৬৬০
বিবিধ-প্রসঙ্গ [বার্ষিক মহোৎসব—শ্রীপুরুষোত্তমে, শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে ও শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে; বিরহোৎসব—শ্রীগোদ্রুমে, শ্রীপুরুষোত্তমে ও শ্রীব্রজানন্দসুখদ-কুঞ্জে; শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-মহোৎসব]	৫০|৬৭৪

চিত্র-সূচী

চিত্র	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক	চিত্র	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
আসনে উপবিষ্ট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ	২৮-২৯|৩০৫	অধ্যাপক-বেশে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু	২৮-২৯|৩০৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরসাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১০ই শ্রাবণ, ১৩৪৮; ২৬শে জুলাই, ১৯৪১ { ১ম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার উপদেশামৃত

"কেবল দৈহিক-কার্য্য সম্পন্ন করিতে যে বিশ্রামাদি আবশ্যক, তদতীত অন্য সকল সময়ে আকুতির সহিত নাম করিলে নামাপরাধ ক্ষয় হয়। • • • কেবল মুখে নামতত্ত্ব বিচার করিলে বা শাস্ত্র-পাঠে অবগত হইলে কোন কাজ হয় না, কার্য্যে পর্য্যবসিত হইলেই ফল পাওয়া যায়। • • অপরাধ পরিত্যাগের সহিত যত্ন-সহকারে নাম করিলে অল্পদিনের মধ্যেই নাম সুখকর বোধ হয়। ক্রমশঃ সুখ এরূপ বৃদ্ধি হয় যে, নামকে আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না, তখন স্বভাবেই নামের একান্ত আশ্রয় হইয়া পড়ে।"

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ

"সাধুকৃপা দ্বিবিধ বৃত্তি। যাঁহারা প্রকৃত সাধুকৃপা গ্রহণ করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে শরণাগতি প্রবল হয়, দেহস্মৃতি বিনষ্ট হয়, সংসারী ও বিষয়িগণের ন্যায় বিষয়-লাম্পট্য, উপাধি-লাম্পট্য ও চিরকাল সংসারে বদ্ধ থাকিবার পিপাসা বিদূরিত হইয়া যায়।"

—শ্রীল গৌরকিশোর

"বৈরাগ্য-ধর্ম্মে অপ্রবৃত্তির বশতে আসক্ত না হইয়া ভগবদনুশীলনে ব্যস্ত হও। কিন্তু সাবধান! ভগবদনুশীলনের ছলনায় প্রাকৃত-সহজিয়া গৃহব্রত বা ফল্গু বৈরাগী হইও না। নিজকে নিজে বঞ্চনা করিও না।

—শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

> "প্রতিপদবিক্ষেপে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্য হওয়া চাই, mechanical আনুগত্য নহে, routine-বদ্ধ আনুগত্য নহে। আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় শ্রীনামাচার্য্য ও শ্রীনাম-প্রভুর দ্বারা নিয়মিত হইবে। প্রতি পদবিক্ষেপে কর্ণের দ্বারা পরিসেবিত শ্রীগুরুদেবের বাণীর সহিত নিজের আচরণকে মিলাইতে হইবে। যাহা আমরা শ্রবণ করি, কীর্ত্তন করি, দর্শন করি, আস্বাদন করি, ঘ্রাণ করি, অথবা স্পর্শ করি, তদ্দ্বারা কি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ও শ্রীনামের সেবা হইতেছে, অথবা ঐ-সকল আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের পথে চলিয়াছে?—ইহা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও শুভানুধ্যায়ী বৈষ্ণবের নিকট সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ও তৎসঙ্গে তাঁহার কীর্ত্তিত বাণীর কষ্টিপাথরে নিজের আচার-বিচার পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে।"
>
> —শ্রীল পুরীগোস্বামী ঠাকুর

'গৌড়ীয়ে'র বিংশবর্ষে প্রবেশ

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরী প্রভুপাদগণের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীরূপানুগ-শুদ্ধহরিকথা-কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত প্রপঞ্চে, কুতর্ক, সংশয়, ভয় ও সকল বিপদ-সঙ্কুল পৃথিবীতে, অশেষ-তাপতপ্ত মায়াবদ্ধকে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-সঞ্জীবনী-ধারা 'গৌড়ীয়ে'র মধ্য দিয়া পূর্ণ ঊনবিংশ বর্ষ প্রবাহিত হইবার পর বিংশবর্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। এই কলিহত দুর্দ্দিনে পারমার্থিক পত্রের এইরূপ দীর্ঘকাল অপ্রতিহতভাবে শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনের গৌরবময় ইতিহাস বড়ই দুর্লভ। ইহার মূলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ভূরি কৃপাশক্তি বিদ্যমান। কারণ—

কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তা'র প্রবর্ত্তন॥
তাহা প্রবর্ত্তাইলা তুমি,—এই ত' প্রমাণ।
কৃষ্ণ-শক্তি ধর তুমি,—ইথে নাহি আন॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৭।১১-১২)

শ্রীকৃষ্ণ-শক্তি শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরীর অতিমর্ত্ত্য শক্তি-সঞ্চারেই 'গৌড়ীয়' ঊনবিংশ বর্ষ যাবৎ সাফল্যের ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন; নতুবা পারমার্থিক-ব্রুব আনুকল্পিক কত পত্রিকা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিন্দার উপজীবিকা লইয়া অসংখ্যের ন্যায় আবির্ভূত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল।

মনে পড়ে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠে তাঁহার নিজ-ভজন-মন্দিরের আলমারী (Almirah)-তে সজ্জিত 'গৌড়ীয়ে'র দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া অনেক সময় বলিতেন,—"গৌড়ীয়ের প্রচারের ইতিহাসে যে কথা আলোচিত হইতেছে, তাহা একদিন সমগ্র পৃথিবীর আলোচনার বিষয় হইবে। যাহারা বর্ত্তমানে 'গৌড়ীয়' স্পর্শ করিতেও শিহরিয়া উঠে, তাহাদের বংশধরগণও একদিন 'গৌড়ীয়ে'র নিকট ঋণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীকে গৌড়ীয়-পাঠের পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু ডক্টর সর্ব্বাধিকারী গৌড়ীয় পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে লিখিয়াছিলেন,—"আপনি যখন পুনরায় আমার নিকট গৌড়ীয় পাঠাইবেন, তখন তাহার সহিত আপনারা একখানা অভিধান পাঠাইয়া দিবেন; কারণ 'গৌড়ীয়ে' যে-সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহার অধিকাংশই আমার জানা কোন অভিধানে নাই।"

ইহার উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ ডক্টর সর্ব্বাধিকারীকে বলিয়াছিলেন,—"বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিধানে এই সকল শব্দের অর্থ পাইবেন না। শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে-সকল নিষ্কপট সেবোন্মুখ বালক-ব্রহ্মচারী মঠের ড্রেন পরিষ্কার করেন, বাসন মাজেন, ঝাড়ু দেন ও মহাপ্রভুর বাগান চাষ করেন, তাঁহাদের নিকট ঐসকল শব্দের অর্থ ও কথার মর্ম্ম দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে যে-কোন জাগতিক পণ্ডিত ব্যক্তি 'গৌড়ীয়ে'র তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ 'গৌড়ীয়ে'র শব্দ বা ভাষা কঠিন নহে, উহার তাৎপর্য্য 'গৌড়ীয়ে'র সেবকগণের নিকট বুঝিয়া লইতে হয়।" একদিন শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামি-প্রভু স্বদেশীয় কোন পণ্ডিত ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন,—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।"
(চৈ চ অ্য ৫।১৩১-১৩৩)

'গৌড়ীয়ে'র তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার এই যে সাধারণ আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের নিকট আবৃত না হইলেও আধ্যক্ষিক সাহিত্যিকগণও স্বীকার করেন যে, অনেকে বিষয়ের কাঠিন্যকেই ভাষার কাঠিন্য বলিয়া ভুল করেন। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"অনেকের ধারণা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বইটির ভাষা কটমট এবং যৎপরোনাস্তি দুর্ব্বোধ। যাঁহারা এই কথা বলেন, হয় তাঁহারা বইখানি জীবনে কখনও দেখেন নাই, নতুবা বলিতে হইবে যে, দার্শনিক আলোচনা তাঁহাদের ভাল লাগে না। বিষয়ের কাঠিন্যকে ইঁহারা ভাষার কাঠিন্য বলিয়া ভুল করেন।" 'গৌড়ীয়' সম্বন্ধেও সেইকথা। নিরানব্বই জনই বিষয়ের কাঠিন্যকে ইহার ভাষার কাঠিন্য বলিয়া ভুল করেন; আর অনেকেরই দার্শনিক বিচার ও সিদ্ধান্তে রুচি নাই; কারণ, বর্ত্তমান যুগীয় সমাজে কি বালক, কি যুবক, কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ একটা অদ্ভুত সাহিত্যের পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে অবস্থিত আছেন যে, তত্ত্ববিচারের গন্ধ পাইবামাত্রই তাঁহাদের শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। পরমার্থের মধ্যে যদি লীলাকথার আবরণে প্রাকৃত-সাহজিক চিন্তাস্রোতের অনুকূল গল্পের বাহুল্য থাকে, তবেই তাহাদের রুচির অনুকূল হইতে পারে। বস্তুতঃ শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-শ্রীজীব-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীকবিরাজ-শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার বিচার এই যে,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৮।১৫)
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
(চৈঃ চঃ আঃ ২।১১৭)

একবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পৃথিবী-বিখ্যাত ও সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ অধ্যাপক জীবনবেলায় অবসরপ্রাপ্ত কোন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিকট কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। উক্ত অধ্যাপক মহোদয় বাঙ্গালার একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উক্ত অধ্যাপককে 'গৌড়ীয়' সাময়িক পত্র-সাহিত্য আলোচনা করিয়া তত্ত্ববৈভবসমূহের সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইবার পরামর্শ প্রদান করিলে অধ্যাপক মহোদয় বলেন যে, তিনি সাহিত্যাদিবৎ হইতে 'গৌড়ীয়' পাঠ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু গৌড়ীয়ের কথা বুঝিতে পারেন না।

বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক ব্যক্তিগণও 'গৌড়ীয়ে'র সিদ্ধান্তকথা বুঝিতে অসমর্থ হইলেও 'গৌড়ীয়ে'র সমালোচনার তাঁহারা অনেকেই বুঝিতে পারেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; এমন কি, বিশ্ববিখ্যাত উক্ত অধ্যাপকও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন। এইজন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময় 'গৌড়ীয়ে' সমালোচনামূলক প্রবন্ধই অধিক প্রকাশ করিবার উপদেশ প্রদান করিতেন। কারণ, যাঁহারা তত্ত্বকথা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাও গৌড়ীয়ের সুতীব্র ভাষায় আকৃষ্ট হইয়া বাহ্যিকভাবেও 'গৌড়ীয়ে'র আদর করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান তর্করত্ন, তর্কবাগীশ, অনেক মহামহোপাধ্যায়, ডি-লিট্, ডক্টর প্রভৃতি উপাধিধারিগণ 'গৌড়ীয়ে'র ঐরূপ ভাষা উপলব্ধি করিয়াছেন। একসময় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছিলেন,—"'গৌড়ীয়ে'র সম্পাদককে আশীর্ব্বাদ-সূত্রে পাঠাইয়া দিলে তিনি রুষ্ট হইয়া আসিতে পারিতেন। তাঁহার ভাষার কি তীব্রতা!" তাঁহারই কোন সাহিত্যিক শিষ্য 'গৌড়ীয়ে'র ভাষাকে 'চাবুক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

এই ঊনবিংশ বর্ষকাল 'গৌড়ীয়ে'র প্রচারফলে অন্ততঃ উচ্চ-শিক্ষিতও 'গৌড়ীয়' অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কোন কোন অকৃতজ্ঞ সাহিত্যিক 'গৌড়ীয়' হইতে স্বয়ং অনেক তথ্য আহরণ করিয়া 'গৌড়ীয়ে'র নিকট কৃতজ্ঞতা বা ঋণ স্বীকার করে নাই এবং উহা তাহাদের স্বকৃত-গবেষণালব্ধ তথ্য বলিয়া চালাইয়া মৌলিক গবেষকের প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করিয়াছে। 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় কোন কোন লেখক শ্রীশ্রীধরস্বামী, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীমধ্বাচার্য্য সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য প্রচার করিয়াছেন, কোন কোন গ্রন্থকার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তাদি সম্বন্ধে

যে-সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বরং গৌড়ীয়ের আত্মার খণ্ডন, অথচ তাঁহারা সেই বিষয়ে গৌড়ীয়ের মৌলিকত্ব-গুণাবলীও স্বীকার করেন নাই। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' লিখিতে গিয়া 'গৌড়ীয়'র তৃতীয় বর্ষ মাত্র দেখিয়া লিখিয়াছেন,—'পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনেক প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে।' শ্রীহরিদাস গোস্বামী তাঁহার 'বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ' পত্রিকায় 'গৌড়ীয়'র প্রশংসা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সমসাময়িক প্রায় প্রত্যেক পত্রেই অল্প ও ব্যক্তিগতভাবে 'গৌড়ীয়'র নামের উল্লেখ রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "শ্রীসজ্জনতোষণী" পত্রিকাই গৌড়ীয়বৈষ্ণব-জগতের বা পারমার্থিক বিষয়ে সর্বপ্রথম সাময়িক পত্রিকা। শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার প্রভৃতি কেহ কেহ ইহাকে "দ্বিতীয় বৈষ্ণব সাময়িক পত্রিকা" ও লিখিয়া সমাজে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারে প্রথম উদ্যোগী পত্রিকা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং 'শ্রীনিত্যানন্দদায়িনী পত্রিকা'কে প্রথম পত্রিকা বলিয়াছেন। এই উক্তি সম্ভবতঃ পরলোকগত হারাধন দত্তের লিখিত 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা'র প্রথম বর্ষের ৩৭ পৃষ্ঠার বিবরণের অনুকৃতি মাত্র। বস্তুতঃ 'শ্রীনিত্যানন্দদায়িনী পত্রিকা' সাময়িক পত্রিকা নহে। 'শ্রীনিত্যানন্দদায়িনী-সভা'র সম্পাদক পরলোকগত শ্রীরাধাবিনোদলাল গোস্বামী মহাশয় কিছু কিছু প্রাচীন গ্রন্থ, যেমন— '[illegible]', 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত', '[illegible]' প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া তিন মাস অন্তর অন্তর খণ্ডে খণ্ডে উহা প্রকাশ করিতেন। উহা ১২৭৭ সালের বৈশাখ হইতে ১২৮০ সাল পর্য্যন্ত মাত্র চারি বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা সাময়িক পত্রিকার কোন কার্য্য হয় নাই, ইহাকে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থ ও নিবন্ধের বিভিন্ন অংশ বলা যাইতে পারে। এজন্যই বোধ হয়, বিমানবাবু বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,—"'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা নব্য বঙ্গের ধর্ম-আন্দোলনের ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছিল।"

উক্ত লেখক ১২৯১ বঙ্গাব্দে 'সজ্জনতোষণী প্রথম প্রকাশিত হয়'; লিখিয়াছেন, ইহা ভুল; এইরূপ অনেক স্থলেই তিনি তাঁহার ঐতিহাসিক পুস্তকের মধ্যে ভুল করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন,—"শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা প্রথমে ১২৮৮ সালের বৈশাখ মাসে [illegible] বাহির হয়।" অন্য স্থানে লিখিয়াছেন,—"বাঙ্গালী বৈষ্ণব-সমাজের কোন পত্রিকা ছিল না। * * একমাত্র এই 'সজ্জনতোষণী'-পত্রিকা ব্যতীত আর কোন পারমার্থিক পত্রিকা ছিল না। সম্প্রতি অনেক ব্যক্তির 'সজ্জনতোষণী'-এইরূপ পারমার্থিক উত্তেজনা আনিয়াছেন যে; তৎফলে আজকাল এতগুলি পত্রিকার উদয় হইল। ইহা সকলেই অবগত।"

'শ্রীসজ্জনতোষণী'-পত্রিকার ৩য় হইতে ১৬শ বর্ষ-পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সম্পাদন করেন। সেই ধারা অবলম্বন করিয়াই শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের পর (১৩২১ বঙ্গাব্দ হইতে) শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-[illegible] ১৭শ বর্ষ হইতে ২৪শ বর্ষ-পর্য্যন্ত অর্থাৎ আট বৎসরকাল (১৩২৮ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত) 'শ্রীসজ্জনতোষণী' সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৭ই ভাদ্র 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের নিয়ামকত্বে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই 'গৌড়ীয়'র সেবা প্রকাশ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তাঁহার অভিপ্রায় পরিবর্ত্তনের ফলে কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে 'গৌড়ীয়' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১ম সংখ্যা 'গৌড়ীয়' তিন ফর্ম্মায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং উহার matter ফর্ম্মার শেষের দিক হইতে make-up হইয়াছিল। 'গৌড়ীয়'র ১ম সংখ্যায় 'আবার কেন?', 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব', 'প্রাচ্য-প্রসঙ্গ', 'বহু-লিপি', 'পরমার্থে জেহাদ' প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এইসকল প্রবন্ধ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের লিখিত। 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' প্রবন্ধে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,— [illegible]

"শ্রীগৌড়ীয়ের আর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের আর্ত্তি-নাশক-কল্পেই গৌড়ীয়ের আদি প্রকাশ। গৌড়ীয়ের চির সুপ্রকাশে কৃষ্ণাবির্ভাব-ধ্বনি এখন হইতেই অনুক্ষণ ধ্বনিত হইতে থাকুক। তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের সজ্জ কলিকাতা নগরমধ্যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাবোৎসব-লীলা আসিতেছে। বর্ষেক পূর্ব্বে শ্রীরাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরবিগ্রহ বৈষ্ণবাচার্য্যের আসনে প্রকটিত হইয়াছেন। এক বৎসর পূর্ব্বে ঐ আসনে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রকটিত হইয়াছেন। আজ বর্ত্তমান বর্ষ

ঐ মঠে 'গৌড়ীয়' পারমার্থিক-পত্র 'গৌরাঙ্গ-কথা' নাম ধারণ করিলেন। ব্রজব্যাপিক গৌড়ীয় অবতারে অপূর্ব্ব ভাব-ধারাকে ক্রমশঃ বহিঃপ্রজ্ঞা-বিহীন সম্বোধন করিয়া গৌড়ীয়-কীর্ত্তনমুখে অবোধবোধ প্রাদুর্ভূত ও অপ্রতিহত সেবা-ধারা ধারণ করিয়া প্রাণের ব্যাকুলতা নিবেদন করিয়াছেন।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের 'গৌড়ীয়'-সম্বন্ধে স্বলিখিত আর একটী প্রবন্ধ ১৪শ বর্ষ গৌড়ীয়ের ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই ১৪শ বর্ষের 'গৌড়ীয়ে'র ২২শ সংখ্যা প্রকাশিত হইবার সময়ে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করেন। তাঁহার স্বহস্তলিখিত এই প্রবন্ধটিতে শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় কীর্ত্তন-প্রচারের মধ্যে যে 'গৌড়ীয়ে'র আবির্ভাব, তাহা স্পষ্টভাবে বিলিখিত হইয়াছে। সর্ব্বত্র সকল লোকসমাজে বাংলা ও অন্যান্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ধারার কথা বিস্তারিত হউক, ইহাই ছিল শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একান্ত মনোবৃত্তি।

"শ্রীচৈতন্যদেবের চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে পঞ্চম শতাব্দীতে শুদ্ধভক্তির প্রবর্ত্তমান প্রচারাঙ্কুর ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের শ্রীবিগ্রহরূপ-সত্তার পুনরাবির্ভাব হইতে বিকাশ লাভ করিয়াছে। • • • ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের প্রচারিত গীতিগুচ্ছ ও পরমার্থ-সাহিত্য অবাধে, ইহ দেশে ও অন্যদেশীয় ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তিত হউক। তাঁহার ভাষায় 'শরণাগতি', বাঙ্গ-ভাষায় 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' প্রভৃতির ফলে শুদ্ধদেশবাসী নিশ্চয়ই পরমার্থপথের সন্ধান পাইতে পারিবেন। গৌড়ীয় ভক্তিগবেষণা 'গৌড়ীয়ে'র আনন্দ বর্দ্ধন করুন। সকল আশ্রমের গৌড়ীয়গণ শ্রীচৈতন্য-সেবায় মুক্ততা লাভ করুন। পৃথিবীতে যত কথা বর্ত্তমানে চলে, ভাগবত যত্নে তাহা পরিপূর্ণ হউক।—এই কথা সমগ্র মানবজাতির নিরপেক্ষ-ধর্ম্মের নির্দ্দেশ হউক। 'বৈষ্ণব' ও 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' বিষয়ে সুধীগণের আলোচনা বহু হউক। তাঁহারা নিরপেক্ষ-ধর্ম্মের বিজয়পতাকা বহন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীহরিনাম ও শ্রীভাগবত-গ্রন্থকে একই বস্তু জানুন। অনুক্ষণ শ্রীভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তন ও তদ্-বিচারমূলা বৃত্তি গৌড়ীয়গণের ও বিশ্ববাসীর অনুশীলনীয় হউক। যাবতীয় দুর্বিচারের কুজ্ঝটিকা আপনা হইতেই শ্রীভাগবতার্থ-সমালোচনায় সম্পাদনে মায়াবাদ হইতে নিবৃত্তি হইবে।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সাময়িক পত্রিকাসম্বন্ধে তাঁহার একটী পত্রে এইরূপ বলিয়াছেন,—

"করুণাবতারী শ্রীচৈতন্যদেব পরম দয়াপরবশ হইয়া জড়-হরিকথার দুর্ভিক্ষে পীড়িত জগতে মহাদানের পসরা উন্মুক্ত করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জনগণের আর অন্য কোন কৃত্য নাই—কেবল মহাবদান্যের কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানের পসরা লইয়া দ্বারে দ্বারে বিতরণ। তাহাই তাঁহাদের প্রেমময় জীবনের কৃষ্ণসেবা-জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়। বহির্ম্মুখগণের অন্যাভিলাষী যাহারা স্বীয় ভোগ-কার্য্যে গ্রহণ করে, মনুষ্য-বিমর্দ্দিনী তাহারা কলঙ্করূপে প্রাপ্ত হয়। তাহাদের বহির্মুখ শরীর যাতনা-ময় হইয়া থাকে। তাহারা ভাগবতপাঠ, কীর্ত্তন-ব্যবসায়, মঠ-ব্যবসায় প্রভৃতিকে কখনও কখনও জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় করিয়া অপরাধী ও নরক-পথের যাত্রী হয়। বহুদেশের অনভিজ্ঞ পাঠকগণ 'গৌড়ীয়'কে সাময়িক পত্র-মাত্র বিবেচনা করিয়া অপরাধ উপস্থিত করিয়াছেন।"

ইতঃপূর্ব্বে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের প্রচারকল্পে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সাময়িক পত্রিকা 'শ্রীসজ্জনতোষণী' লোকলোচনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অন্যোপাসক সম্প্রদায়ের নানাপ্রকার ধর্ম্মবিপর্য্যয়ে অভিভূত করিয়া 'তোষণী' কএক বৎসর যাবৎ লোক-সমাজে আগমন করিতে না পারিলেও বর্ত্তমান ব্যাধির অবসানান্তে পরে পুনরায় ইংরেজী ভাষায় সেই 'সজ্জনতোষণী' প্রচারিত হইয়াছেন।

বিশ বৎসর পূর্ব্বে 'গৌড়ীয়' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হইয়া গৌড়দেশের ভাগ্যক্রমে বহু মনীষীর নিকট শুদ্ধভক্তির কথাকে পরম আদরের বস্তু করিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ছয় বৎসর পূর্ব্ব হইতে 'দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ' প্রকাশিত হইয়া প্রত্যহই ভগবৎসেবা-বিমুখ মলিন-হৃদয় নরনারীগণের নির্ম্মলতা এবং সেবোন্মুখ সজ্জনগণের হৃদয়ে আনন্দোৎসব বিধান করিতেছেন।

বিগত বর্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়াবির্ভাবনক্ষত্র দৈনিকারম্ভ হইতে 'ভাগবত'-পত্র প্রকাশিত হইয়াছেন। প্রতিপক্ষে 'ভাগবত' হিন্দী-ভাষাভিজ্ঞগণের আনন্দ বিধান করিতেছেন।

উৎকলদেশেও 'পরমার্থী' প্রভৃতিকে ওড্রভাষিক জনগণের হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্টের সহায়তা করিয়াছেন।"

—(কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ৮ই ভাদ্র, ১৩৩২, জন্মাষ্টমীদিবসে লিখিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পত্র)

একটি কথা 'গৌড়ীয়'র পাঠকমাত্রেরই 'গৌড়ীয়' পাঠকালে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, পরিদৃশ্যমান সমাজনৈতিক জগতের অস্মিতা, ধারণা, আচার, বিচার, অভিনিবেশ, ধর্মাধর্ম হইতে মনোযোগ প্রত্যাকর্ষণ পূর্ব্বক উহার বিপরীত বস্তুই এই বৈকুণ্ঠশব্দের অবতার। ইহা চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া প্রদর্শন করিবার জন্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রথম বর্ষ 'গৌড়ীয়'র ৭ম সংখ্যায় "বিচার-আদালতে মানবসাধারণ বনাম গৌড়ীয়"র মধ্যে গৌড়ীয়ের বৈশিষ্ট্য জানাইয়াছেন। অনন্ত, অখণ্ড বিশ্বের কথা লোকদৃষ্টে, খণ্ডিত ও প্রতিবিম্বিত জগতে বিপরীত বলিয়া মনে হয়। সার্ব্বকালিক শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবার অঞ্জন চক্ষে পরিধান করিলে তখন ঐ প্রতিবিম্ব-জগতের স্বরূপ এবং আমাদিগকে যে নিজ-ধাম, কাল ও পাত্রের দিকে অভিসার করিতে হইবে, তাহার স্বরূপ উপলব্ধ হয়। 'গৌড়ীয়'র প্রচ্ছদপটে যে চিত্রটি প্রকাশিত হইতেছে, তাহা হইতেই 'গৌড়ীয়'র উদ্দেশ্য এবং 'গৌড়ীয়'র প্রথম পৃষ্ঠার ললাটদেশে শ্রীরূপানুগগণের যে দুইটি সূক্ত শ্রীশ্রীল আচার্য্যবর্য্যের শ্রীহস্তে লিখিত হইয়াছে, তাহাই 'গৌড়ীয়'র বিচার-ধারা নির্দেশ করিতেছে। প্রত্যেক 'গৌড়ীয়'-পাঠকের সেই বিষয়ে তুরীয় দৃষ্টি ও অবিচ্ছিন্ন গতি রাখিয়া 'গৌড়ীয়' পাঠ করিলে 'গৌড়ীয়'-পাঠ সাফল্যমণ্ডিত হইবে। 'গৌড়ীয়'র সেবকগণও সর্ব্বক্ষণ সেই বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-প্রভুর অহৈতুকী কৃপা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসলীলা

[গত ২৯শে আষাঢ়, ১৩৪৮, রবিবার, শ্রীধাম-গৌড়ীয়মঠে শ্রীভাগবত-শ্রবণ-সভায়
'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের অভিভাষণের মর্ম]

অদ্য পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের জগন্মঙ্গলময়ী শ্রীসন্ন্যাসবেশ-লীলার একটি স্মারক-তিথি। আমরা সম্ভোগময়-প্রমত্ত, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-মায়ামৃগের অন্বেষণে রত দুর্গত জীব। এই যে জগৎ ভোগ করিবার দুর্দ্দমনীয়া পিপাসা, যাহা জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া আমাদের উপর আধিপত্য করিতেছে, সেই দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিবার জন্য পরম কৃপা বিস্তারপূর্ব্বক শ্রীআচার্য্যবিগ্রহ ও শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহগণ কখনও দীক্ষাগুরুরূপে, কখনও বা শিক্ষাগুরুরূপে, কখনও বা স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ হইয়াও শ্রীআচার্য্যবিগ্রহের লীলা প্রকটনপূর্ব্বক সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কার করিয়া থাকেন। পূর্ণতম শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহ হইয়াও সাধক-ভক্তের ভাব লীলাচ্ছলে শ্রীগৌর-লীলারই বৈশিষ্ট্য। পূর্ণতম শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহের পরিপূর্ণ-প্রকাশ সম্ভোগ-চেষ্টা বিপ্রলম্ভের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া ঐ লীলা প্রকাশিত হয়।

বিষ্ণুবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস-লীলা-প্রকটনের কি আবশ্যক ছিল? পরমহংসশ্রেষ্ঠগণের আদর্শ যে শ্রীশিব-ব্রহ্মাদি, তাঁহারা যাঁহার শ্রীপাদপদ্মার্চ্চন করিবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত, সেই শ্রীভগবানের সাংকোচিত সন্ন্যাসলীলা-প্রকটনের কি আবশ্যক ছিল? অথবা পরমহংসগণের শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীল ঈশ্বর পুরী প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবতগণের সন্ন্যাসলীলা প্রকাশ করিবারই বা কি প্রয়োজনীয়তা ছিল? এই সকল শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ ও শ্রীআচার্য্য-বিগ্রহের সন্ন্যাসলীলা-দর্শনে সুধীগণেরও বুদ্ধি বিমোহিত হইয়াছে। প্রাচীন ও অর্বাচীন বৈদান্তিক, নৈয়ায়িক, দিগ্বিজয়ী সার্ব্বভৌম পণ্ডিতগণেরও চিত্ত-বিভ্রম উপস্থিত হয়।

অদ্বিতীয় বৈদান্তিক ও বৈয়াসিক কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণেরও সম্মানিত শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসলীলায় বিবাদিত হইয়াছিলেন,—

ভট্টাচার্য্য কহে,—ইঁহার প্রৌঢ়-যৌবন।
কেমতে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম হইবে রক্ষণ॥
নিরন্তর ইঁহাকে বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য-অদ্বৈত-মার্গে প্রবেশ করাইব॥
কহেন যদি, পুনরপি যোগপট্ট দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম-সম্প্রদায়ে আনিয়া॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।৭৪-৭৬)

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় পরম সদাচার-পরায়ণ, শ্রীবেদ-সন্ন্যাসী, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরই যখন স্বয়ং শ্রীভগবানের প্রতিও এইরূপ আধ্যক্ষিক চিন্তাস্রোতের উদয় হইয়াছিল, অথবা যখন শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর সন্ন্যাসলীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার শিষ্যনামধারী সন্ন্যাসী রামচন্দ্র পুরীর শ্রীগুরুদেবের ও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি আধ্যক্ষিক বিচার উপস্থিত হইয়াছিল, তখন অর্ব্বাচীন, পাষণ্ডী যে-সকল অবৈধ-প্রকৃতি ব্যক্তি জগতে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের যে শ্রীবিষয় ও শ্রীআশ্রয়বিগ্রহের সন্ন্যাসলীলায় বাধা দুষ্ট ও বঞ্চিত হইতে হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরমহংসচূড়ামণি জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীআচার্য্য-লীলা প্রকট করিবার বহু বৎসর পরে সন্ন্যাস-লীলা বিস্তার করেন। সন্ন্যাস-লীলা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে যিনি আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন, তিনি কি তখন অর্থাৎ তাঁহার ব্রহ্মচারি-লীলায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ছিলেন না, সন্ন্যাসী হইয়াই কি তিনি পরে বড় হইয়া গেলেন ? অথবা সন্ন্যাস-আশ্রম, যাহা বদ্ধ ও মুমুক্ষু জীবের আশ্রিত; তাহাই কি বাস্তব পরমহংসগণের ভূষণস্বরূপ বা সার্থকত্ব ?

নিত্যসিদ্ধ আশ্রয়বিগ্রহগণের সন্ন্যাসলীলা সাধক জীবের সন্ন্যাস-চেষ্টার মত নহে; বাহ্যদৃষ্টিতে এক হইলেও অন্তরে সম্পূর্ণ পৃথক্। দীর্ঘ বা বিবিদিষা-সন্ন্যাস দূরে থাকুক, সর্ব্বোত্তম বা বিদ্বৎ-সন্ন্যাস অপেক্ষাও নিত্যসিদ্ধ গুরুবর্গের সন্ন্যাস-লীলায় আরও অনেক বড় কথা আছে। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

প্রভু বলে,—"শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
'সন্ন্যাসী' আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইনু শিখা সূত্র মুড়াইয়া॥
'সন্ন্যাসী' করিয়া জ্ঞান ছাড়' মোর প্রতি।
কৃপা কর' যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৪৩-৪৬)

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস-লীলা প্রকটন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীতি গান করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,—

পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ॥
সেই বেষ কৈল এবে বৃন্দাবনে গিয়া।
কৃষ্ণ-নিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৩।৮-৯)

শ্রীকৃষ্ণবিরহে বিক্ষিপ্তাবস্থারূপ যে অতিশয় দৈন্য অর্থাৎ বিপ্রলম্ভোন্মাদ, তাহাই আমাদের নিত্যসিদ্ধ গুরুবর্গের চরিতে সন্ন্যাসলীলারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অত্যন্ত প্রীতির পাত্রকে না পাইয়া অথবা তাঁহার সেবায় অতৃপ্ত হইয়া এ জগতেও অনেকে বলিয়া থাকেন,—"আমি যোগী হইয়া চলিয়া যাইব, এদেশে আর থাকিব না।" প্রাকৃত বিরহই যখন লোকটিকে 'যোগী' করিয়া দেয়, তখন অপ্রাকৃত বিরহ যে তাহা অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ অনন্ত তীব্রতা প্রকাশ করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? আশ্রয়বিগ্রহগণের অন্তরে অতিশয় বিরহের যে অপ্রাকৃত অনন্ত আবেগনিধি প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহাই বাহিরে সময় সময় শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ-লীলাময় সন্ন্যাসাদির মধ্যে প্রকাশিত হয়। তাঁহারা সেই লীলা প্রকট করিয়া সর্ব্বজীবকে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতে আহ্বান ও আকর্ষণ করেন। শ্রীআশ্রয়বিগ্রহের ভাব-অঙ্গীকারকারী স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলেন,—

অহমেব কচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৩।৮২ সংখ্যাধৃত উপপুরাণবচন)

হে ব্রহ্মন্! কোন কোন কলিযুগে আমি সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয়-পূর্ব্বক পাপহত মানবগণকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইব।

আমরা নিশ্চল, প্রস্তর, জড় হইয়া গিয়াছি। যেমন অচেতন ঘড়িতে চাবি দিলে তাহা কিছুক্ষণ চলে, আবার দম ফুরাইয়া গেলেই উহার সাময়িক কর্ম-তৎপরতা বন্ধ হইয়া যায়, আমাদের হরিভক্তির পরিচয়ও সেইরূপ। দম-দেওয়া ভক্তির (?) নাটা কতক্ষণ থাকে, আর উহার মূল্যই বা কি? যাহা স্বভাবে হইতে, অন্তরাত্মা হইতে প্রকটিত না হয়, তাহা সাময়িক একটু বাধা-বিপত্তি বা বিপদ-আপদে কর্ম-তৎপরতা হারাইয়া ফেলে। আর যাহা প্রকৃত স্বভাব ও আত্মধর্মের বৃত্তি, তাহা বাধা-বিপত্তির মধ্যে আরও উদ্দীপিত ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। জগতের যে-সকল অসুবিধা ও বাধা-বিপত্তি প্রতিনিয়ত আমাদের সম্মুখীন হইতেছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের পরমকৃপার নিদর্শন। তোতাপাখীর মত ইহা মুখে আবৃত্তি করিয়া বলা এক কথা, আর অন্তরে অনুভব করিয়া সেই কৃপার বায়ুতে পাল তুলিয়া দিয়া শ্রীহরিভজনের জীবন-তরী ভাসাইয়া দেওয়া আর এক কথা। যাঁহারা সত্য সত্যই শ্রীহরিভজন করেন, তাঁহাদের নিকট প্রতিকূল বলিয়া কোন অবস্থা নাই, সমস্তই তাঁহাদের ভজনের অনুকূল। শ্রীশ্রীল আচার্যদেব সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিবার অব্যবহিত পূর্বে 'গৌড়ীয়ে' যে পত্রটী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই বিচারের পূর্ব সাক্ষ্য পাওয়া যায়,—

"কৃষ্ণের বড়ই কৃপা ও আমার পরমসৌভাগ্য যে, যাঁহাদের গতি কোন কালেই নাই—একান্ত নিত্যাবর্তনেই ও অসত্যে অভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণ-কর্তৃকও আমার মত • • জীবাধম হৃদ্যজ্ঞানে পরিত্যক্ত হওয়ায় পুরস্কারস্বরূপ হরিভজনের অপূর্ব সুখ ও সুযোগ পাইয়াছে। • • "নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্বদেবময়ো হরিঃ। যেন নীতো দশামেতাং নির্বেদশ্চাত্মনঃ প্লবঃ।" "তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্।"—ইত্যাদি ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবতের বাণীই সত্য ও নিত্যকাল আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে আত্মস্বরূপে প্রকাশিত হইয়া আমার অনুসর্তব্য পথা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ ও উপদেশ করিতেছেন।"

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায়ও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শত্রু, পাষণ্ডী, হিন্দু, এমন কি শ্রীনবদ্বীপের যে-সকল ব্যক্তিরে উক্ত [illegible] সংকীর্তন-বিরোধী শ্রীগৌর-হরির কৃপা [illegible] করিয়া [illegible] ছিলেন, তাঁহারাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে বিধর্মী কাজির নিকট অভিযোগ, শ্রীগৌরসুন্দরের সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুৎসা-রটনা ও সর্বপ্রকারে বিরুদ্ধাচরণ করিতে ত্রুটী করে নাই। কিন্তু সেই সকল প্রতিকূল অবস্থাও হরিভজনকারীর নিকট পরম অনুকূল,—এই শিক্ষা বিতরণ করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। এক দুর্বুদ্ধি বিপ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তনে প্রবেশ না পাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে "তোমার সংসার-সুখ বিনষ্ট হউক"—এই বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু সেই বিপ্রের শাপ শুনিয়া পরম উল্লাস হইয়াছিল (চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৫০-৫৩)।

প্রতিকূল অবস্থা যত অধিক হয়, ততই হরিভজনকারীর ভজনের স্পৃহা ততই দৃঢ় এবং অগ্নি-পরীক্ষায় স্বর্ণের হইয়া যেমনই সুবর্ণের ন্যায় ততই অধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইহা সাধারণ নিকৃষ্ট সাধকেও দেখিতে পাওয়া যায়, নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদগণের কথা আর কি?

শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে, শ্রীলগৌরকিশোর প্রভু কৌপীন-গ্রহণের [illegible] পরিত্যাগপূর্বক গোপীর অনুগতগণের গণে গণিত হওয়া। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শরণাগতিতে—

[illegible] বৈরাগ্য-প্রকাশিয়া [illegible]
[illegible] বিষয়ী হইয়া যাকি [illegible]
[illegible] নবীন ভবন [illegible]
[illegible] দিলে মুখী অশি [illegible]
[illegible] যেমন তেমন আমার [illegible]
আমার শ্রীগুরুদেবের আর্তনাদ—[illegible]
[illegible] কৌপীন [illegible] এ পাপি-গ্রহণ করে [illegible]
[illegible] বিষয় [illegible]
[illegible] পাইব [illegible] যে তাঁহারা [illegible]
[illegible] যেমন হরিব তাঁর পায় [illegible]

[illegible] উপদেশ-রত্ন শুনিয়া তাহাই গৌড়ীয়গণের কৌপীন-গ্রহণের রহস্য। অনুরূপ শ্রীকৃষ্ণানুশীলন [illegible] শ্রীল [illegible] শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ [illegible] গৌড়ীয়গণের [illegible] শ্রীল [illegible] শ্রীরূপানুগ [illegible] শ্রীকৃষ্ণ-নাম-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে [illegible] হইয়াছে।

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।"

—শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের এই শ্লোক হইতে বিপ্রলম্ভাত্মক ভজনের শ্রীপুরীধারা সরোজ-ধারার ন্যায় শ্রীগৌড়ীয়-ভজন-জগতে প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীপুরীধারা শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার সহিত সমীপপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর বন্যা প্রকট করিয়াছেন। সেই শ্রীচৈতন্যবাণীর আবির্ভাব-স্থান শ্রীপুরী—শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীপুরী, শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীক্ষেত্র। পুরীতেই শ্রীচৈতন্যবাণী আবির্ভাবলীলা প্রকাশ করিয়াছেন—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী তাঁহারই 'সন্দেশ' শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের লেখনীমুখে ও হৃদয়শ্রীক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়াছেন। অভিন্ন শ্রীমথুরাপুরী শ্রীযোগমায়াপুরীতে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের আবির্ভাব। অতএব 'পুরী' নামটির অনেক সার্থকতা আছে। শ্রীমথুরার প্রতি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামিপ্রভুর এত টান কেন? 'মথুরানাথ' নাম উচ্চারণ করিতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী প্রভু বিপ্রলম্ভপ্রেমে বিহ্বল হইতেন। শ্রীশ্রীপুরী-ভক্তিবিনোদ-ধারার শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ হইতে সেই স্বাভাবিক ভজন-মন্ত্র অবতীর্ণ হইয়া শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী সুধানিধি-পরম্পরায় শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরীপাদ পর্য্যন্ত প্রকটিত হইয়াছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের মহাবদান্যময়ী সন্ন্যাস-লীলার তাৎপর্য্য আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীব কি করিয়া অবধারণ করিবে? সাধক-জীবের বৈরাগ্য ও সিদ্ধসিদ্ধ ভক্তবর্গের বৈরাগ্যলীলায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে। শ্রীকৃষ্ণবিরহে বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহারা যে-সকল চেষ্টা করেন, আধ্যক্ষিক চর্ম্মচক্ষু তাহা সম্পূর্ণ অন্যরূপে দর্শন করিয়া থাকে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মের নিকট এই প্রার্থনা যে তাঁহার এই অভিমর্ত্ত্য শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানলীলা আমাদিগকে নিরন্তর পালন করুন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়

প্রথম-প্রসঙ্গ

শ্রীপাট খেতরী : আবির্ভাব ও বৈরাগ্যলীলা

মূর্ত্তৈব ভক্তিঃ কিময়ং কিমেষ
বৈরাগ্যসারস্তনুমান্ নৃলোকে।
সম্ভাব্যতে যঃ কৃতিভিঃ সদৈব
তস্মৈ নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায়॥

"এই মহাপুরুষ কি মূর্ত্তিমতী ভক্তি, অথবা বৈরাগ্যের সার বিগ্রহ ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন! কৃতিপুরুষগণ যাঁহাকে দর্শন করিয়া সর্ব্বদা এইরূপ বিচার করেন, সেই শ্রীল নরোত্তম প্রভুকে আমি প্রণাম করি।"—আচার্য্যবর্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এইরূপে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম করিয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের লালগোলা ঘাট ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া তথা হইতে ষ্টীমারে প্রায় দুই ঘণ্টার পথ 'প্রেমতলী-ঘাট' পদ্মাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহারই কিছু দূরে 'প্রেমতলী' নামক গ্রাম। কিংবদন্তী, প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরহরি তাঁহার প্রেমবন্যার বিকাশে ঐস্থানে বিতরণ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্তস্থানের নাম 'প্রেমতলী' হইয়াছে। প্রেমতলী হইতে প্রায় দুই মাইলের মধ্যে শ্রীপাট খেতুরী বা খেতরী। এখনও রাজপ্রাসাদের বিরাট ধ্বংসাবশেষসমূহ দৃষ্ট হয়। এক সময় প্রায় তিন শত বিঘা জমি লইয়া খেতুরীর রাজবাটী বিস্তৃত ছিল। প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ-সমূহ দর্শকের হৃদয়ে অতীতের স্মৃতি, শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ শ্রীখেতুরীর মহামহোৎসব,—যাহাতে সহস্র সহস্র ভাগবত-গণের সম্মেলন ও সংকীর্ত্তন-বন্যার প্লাবন হইয়াছিল,—সেই স্মৃতি এখনও হৃদয়ে জাগাইয়া দেয়। এখনও এই স্থানে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দবংশী শ্রীজাহ্নবাদেবীর নিয়ামকত্বে শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের স্থাপিত—

"শ্রীগৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন।
শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীরাধারমণ॥"

—এই ছয় শ্রীবিগ্রহ প্রেমভক্তগণের মনোভিলাষ-রূপে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বামে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও দক্ষিণে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বিরাজিতা। সর্ব্বদক্ষিণে শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধারমণ ও শ্রীরাধাকান্ত। শ্রীব্রজমোহন শ্রীবিগ্রহের পরিবর্ত্তে এখন শ্রীগোপীনাথ শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। এই ছয় শ্রীবিগ্রহই শ্রীমতী সহ বিরাজিত। শ্রীমন্দিরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে প্রায় সার্দ্ধ-বিহস্ত-পরিমিত দীর্ঘ একটি চক্রপ্রস্তর অবস্থিত আছে। কিংবদন্তী, এই স্থানে বসিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীহরিনাম করিতেন। স্থানটি বর্ত্তমানে একটি টিনের চালা ও সুরম্য প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে। নিকটেই 'শ্রীরাধাকুণ্ড' নামক একটি ক্ষুদ্র জলাশয় এখন পানায় আবৃত হইয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রকটিত নির্ম্মল শুদ্ধভক্তিসুধাসরিৎ বর্ত্তমানে এই-স্থানে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে,—যেন ইহাই ঘোষণা করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও উচ্চ ভিটাসমূহ সমৃদ্ধিশালিনী রাজপুরীর প্রাচীন নিদর্শন প্রকাশ করিতেছে। এই স্থান হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে 'ভজনটুলী' বা 'ভজনস্থলী' নামক স্থানে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বৈষয়িক সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জনে ভজন করিতেন,—এইরূপ কিংবদন্তী প্রচারিত রহিয়াছে। 'ভজনস্থলী'টি খুব নির্জ্জন ও মনোরম স্থান। এখানে একটি বিশাল অশ্বত্থ-বৃক্ষ যেন সংসার-দাবদগ্ধ জীবকে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীপাদপদ্মের রূপ-ছায়া-প্রদানের জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই বৃক্ষটি শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের সমকালীন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

পদ্মাবতী নদী হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে, বোয়ালিয়া হইতে প্রায় দশ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে শ্রীখেতুরী বা শ্রীখেতরী অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। আধুনিক রাজসাহী অঞ্চলে একজন 'কায়স্থ'-পদবিক বড় জমিদার শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীনারায়ণীকে পিতা ও মাতৃরূপে অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় মাঘী শুক্লা পঞ্চমী-তিথিতে, অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-তিথিবাসরে, অথবা কোন কোন মতে মাঘী পূর্ণিমা দিবসে অবতীর্ণ হন।

শ্রীকৃষ্ণানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপুরুষোত্তম। ইঁহারা উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ। ইঁহাদের উপাধি ছিল 'মজুমদার'। খেতরী একজন অহিন্দু বাদশাহের অধীন ছিল। শ্রীকৃষ্ণানন্দ এই বাদশাহকে কর দিতেন।

শ্রীনরোত্তমের আবির্ভাবে শ্রীখেতুরীতে সর্ব্বমঙ্গলের আবির্ভাব হইল। সকলের মনেই যেন শ্রীভক্তিদেবী প্রবিষ্টা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণানন্দ শুভদিনে পুত্রের অন্নপ্রাশনোৎসবের বিপুল আয়োজন করিলেন। এক পরম ভাগ্যবান্ বৈষ্ণব সেইসময় সেই অতিমর্ত্ত্য শিশুর দর্শন লাভ করিয়া দিব্যজ্ঞানে বিভাবিত হইলেন এবং শিশুর 'শ্রীনরোত্তম' নাম নির্দ্ধারণ করিলেন। কারণ, ইনি মনুষ্য নহেন, মনুষ্যকুলের উদ্ধারকর্ত্তা জগদ্গুরু মহাপুরুষ।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণানন্দ যখন পুত্রের মুখে অন্ন প্রদান করিবার চেষ্টা করিলেন, তখন শিশু কিছুতেই সেই অন্ন গ্রহণ করিলেন না। পুনঃ পুনঃ চেষ্টাসত্ত্বেও সকলেই বিফল-মনোরথ হইলেন। উক্ত বৈষ্ণব তখন শ্রীকৃষ্ণানন্দকে বলিলেন যে, এই শিশুরূপী মহাভাগবতবর শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদান্ন ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করিবেন না। শ্রীকৃষ্ণানন্দের গৃহে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের প্রাচীন সেবা ছিল। তাঁহার প্রসাদ আনয়ন করিয়া যখন শিশুর শ্রীমুখে প্রদান করা হইল, তখন শিশু তাহা সাদরে গ্রহণ করিলেন। এইভাবে শিশুর অন্নপ্রাশনোৎসব সম্পন্ন হইল।

শ্রীনরোত্তমের মনোহর রূপ, সুকোমল মূর্ত্তি, সুমধুর বাক্য সকলেরই মনঃপ্রাণ আকর্ষণ করিত। অতি অল্প বয়সেই শ্রীনরোত্তম ব্যাকরণ ও সংস্কৃতশাস্ত্রে অদ্ভুত প্রতিভা প্রদর্শন করিলেন। পণ্ডিতগণ ও সামাজিকগণ সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন,—'শ্রীভগবানের প্রেরিত মহাপুরুষ ব্যতীত এরূপ সমস্ত গুণ একাধারে কখনও মর্ত্ত্য মানবে থাকিতে পারে না। নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ভগবচ্ছক্তি জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।' বাল্যকাল হইতেই রাজকুমার শ্রীনরোত্তমের বৈরাগ্যের ভাব এবং শ্রীকৃষ্ণকথা, শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীহরিনাম ও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে প্রীতি দর্শন করিয়া খেতুরীবাসিগণ চমৎকৃত হইলেন। রাজকুমারের বৈষয়িক কার্য্যে উদাসীনতা ও শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবে স্বাভাবিকী আসক্তি লক্ষ্য করিয়া রাজা শ্রীকৃষ্ণানন্দ ও পুত্রবৎসলা শ্রীনারায়ণী চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পুত্রকে সর্ব্বক্ষণ সন্নিকটেই রাখিতেন তাঁহাদের

সন্দেহ-আশঙ্কা দূর হইল না। মাতাপিতা পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীল নরোত্তম নির্জনে প্রেমাবিষ্ট চিত্তে ব্যাকুল অন্তরে শ্রীগুরুদেব নিকট সেবা প্রার্থনা করিতে করিতে অশ্রু-প্রবাহে সিক্ত হইতেন। কখনও বা তিনি বিরহবিকল প্রায় পরিমূঢ় হইয়া মৃতপ্রায় অবস্থায় থাকেন, এইরূপ বলে করিয়া—'হা গৌরাঙ্গ! হা নিতাই! হা অদ্বৈত!'—এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে করিতে তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতেন, কখনও বা সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে এইরূপভাবে প্রার্থনা জানাইতেন,—

"গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে পুলক শরীর।
'হরি, হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদের করুণা হইবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পীরিতি॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥"

"শ্রীভক্তিসন্দর্ভ"-পরিপ্রশ্ন

[১]

প্রশ্ন—'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' ও তাঁহার আকর কি?

উত্তর—'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ'—'শ্রীভাগবতসন্দর্ভ' বা নামান্তর 'ষট্সন্দর্ভে'র অন্তর্গত পঞ্চম সন্দর্ভ। (১) তত্ত্বসন্দর্ভ, (২) ভগবৎসন্দর্ভ, (৩) পরমাত্ম-সন্দর্ভ, (৪) কৃষ্ণসন্দর্ভ, (৫) ভক্তিসন্দর্ভ ও (৬) প্রীতিসন্দর্ভ। তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও শ্রীকৃষ্ণ এই চারিটি সন্দর্ভে সম্বন্ধজ্ঞান, শ্রীভক্তিসন্দর্ভে অভিধেয় ও শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে প্রয়োজন-তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। এই ছয়টি সন্দর্ভকে একত্রে 'শ্রীভাগবতসন্দর্ভ' বলা হয়। এই ভাগবতসন্দর্ভের আকর-রূপে শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভু শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর কারিকা-গ্রন্থকে নির্দেশ করিয়াছেন।

প্রঃ—এই কারিকা-গ্রন্থ কিরূপে প্রকাশিত হইলেন?

উঃ—শ্রীল সনাতনগোস্বামি-প্রভু বারাণসীতে ও শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু প্রয়াগে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত যে-সকল সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা বহু ভক্তিগ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের সংগৃহীত শ্রীগৌরমুখোদ্গীর্ণ সেই সকল সিদ্ধান্ত ও বিচার দাক্ষিণাত্যের কাবেরীতট-নিবাসী শ্রীবেঙ্কটেশ ভট্টের পুত্র শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকট অধ্যয়ন-সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। তাহারই সার পুনরায় সংগ্রহ করিয়া শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভু শ্রীরূপ-সনাতনের সন্তোষের জন্য এক কারিকা-গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রঃ—শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুই যদি সন্দর্ভ রচনা করিয়া থাকেন, তবে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু কেন আবার তাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন?

উঃ—সেই পূর্বগ্রন্থ অর্থাৎ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভু যে গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহাতে কোথাও যথাক্রমে, কোথাও বিপরীতক্রমে, কোথাও বা খণ্ডিতভাবে শ্রীভাগবতসিদ্ধান্তসমূহ সংগৃহীত ছিল। শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভু সেইসকল পর্যালোচনা করিয়া ক্রমবিন্যাস-পূর্বক 'শ্রীভাগবতসন্দর্ভ' রচনা করিয়াছেন।

প্রঃ—'সন্দর্ভ' কাহাকে বলে?

উঃ—গ্রন্থন, রচনা, পরস্পর-সঙ্গতি, সংগ্রহ, বিস্তার প্রভৃতি 'সন্দর্ভ' শব্দের পর্যায়-শব্দ। এই গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের সঙ্গতি নিরূপিত হইয়াছে।

প্রঃ—শ্রীভক্তিসন্দর্ভে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে?

উঃ—ইহাতে প্রধানতঃ এই কয়টি মূল বিষয় আলোচিত হইয়াছে:—(১) কাহাকে ভক্তি করিব? (২) কেন ভক্তি করিব? (৩) কে ভক্তি করিবেন? ও (৪) কাহাকে ভক্তি বলে?

প্রঃ—'সম্বন্ধ' শব্দের অর্থ কি?

উঃ—শাস্ত্র ও শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বস্তুর সহিত প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদক-রূপ যে সংযোগ, সম্পর্ক, সংসর্গ বা Relation আছে, তাহারই নাম সম্বন্ধ। নিখিল শাস্ত্র যে বাস্তব-বস্তু-প্রতিপাদনের জন্য প্রবৃত্ত, সেই বস্তুই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। সেই সম্বন্ধ-তত্ত্ব পূর্ণ, সনাতন, পরমানন্দ-লক্ষণ ও পরমতত্ত্বরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধ-পর্য্যায়ে পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবান্—এই ত্রিবিধ আবির্ভাবে আবির্ভূত।

প্রঃ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ কি একই বস্তু অর্থাৎ একই বস্তুর বিভিন্ন নামমাত্র, বস্তুতঃ কি কোন ভেদ নাই?

উঃ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবান্ একই বস্তু বটে, কিন্তু সাধকের প্রতীতিভেদে তাঁহাদের আবির্ভাবের অর্থাৎ প্রকাশের তারতম্য আছে। সেই পরমতত্ত্বের শক্তি-ব্যতীত যে পরিচয়, তাহাই তাঁহার ব্রহ্মাবির্ভাব। জীবশক্তি ও মায়াশক্তি দ্বারা যে পরিচয় এবং যে-স্থানে স্বরূপশক্তির পরিচয় হয়, তাহাই পরমাত্ম-প্রতীতি। আর যেখানে কেবল স্বরূপশক্তির পূর্ণ পরিচয়, তাহাই ভগবদাবির্ভাব। এই ত্রিবিধ আবির্ভাবের মধ্যে ভগবদাবির্ভাবই শ্রেষ্ঠ; কেননা তাহাতে স্বরূপশক্তির পূর্ণ পরিচয় আছে। এজন্য ব্রহ্মাবির্ভাবকে অস্পষ্ট, পরমাত্মাবির্ভাবকে আংশিক ও ভগবদাবির্ভাবকে পূর্ণ প্রতীতি বলা হয়।

প্রঃ—যদি ভগবদাবির্ভাবকে শ্রেষ্ঠ বলা হইল, তাহা হইলে ব্রহ্ম-পরমাত্মা কি ভিন্ন বস্তু হইয়া পড়িলেন না?

উঃ—একই সূর্য্যকে বহুদূর হইতে দেখিলে কেহ জ্যোতিঃপুঞ্জমাত্র দর্শন করে; যাহাদের সূর্য্যের জ্যোতির্দ্বারা চক্ষু ঝলসাইয়া না যায়, তাহারা পৃথক্ পৃথক্ রশ্মিপুঞ্জরূপে সূর্য্য দর্শন করিয়া থাকে; আবার সূর্য্যলোকবাসিগণ সূর্য্য-মণ্ডলে অবস্থান করিয়া পরিপূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট সূর্য্য দর্শন করিতে পারে। ইহা যেমন অবস্থান ও দ্রষ্টার দর্শনযোগ্যতাক্রমে একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতি, তদ্রূপ একই অদ্বয়জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতিই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবান্।

প্রঃ—ভগবদাবির্ভাবের মধ্যে কি পুনরায় প্রকাশের তারতম্য আছে?

উঃ—ভগবদাবির্ভাবের মধ্যেও প্রকাশের তারতম্য আছে। শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম ভগবদাবির্ভাব। ইহা শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রঃ—'সম্বন্ধ' ও 'সম্বন্ধী' শব্দের মধ্যে পার্থক্য কি?

উঃ—'সম্বন্ধ' শব্দের তাৎপর্য্য পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। নিখিল শাস্ত্রের মুখ্যপ্রতিপাদ্যরূপী অদ্বয়জ্ঞান পরমানন্দ-স্বরূপ বাস্তব-বস্তুতেই সম্বন্ধ আছে বলিয়াই সেই পরতত্ত্ব-বস্তুই সম্বন্ধী।

প্রঃ—জীবশক্তি ও মায়াশক্তিদ্বারা পরমাত্মার যে পরিচয় হয়, সেই জীবশক্তি ও মায়াশক্তির পরিচয় কি?

উঃ—পরমাত্মার বিভূতি গণনাকালে জীবসমূহকে তটস্থা শক্তি-মধ্যে ও মায়াকে বহিরঙ্গা আবরণী শক্তিরূপে গণনা করা হইয়াছে। জীব ভগবান্কে বিস্মৃত হওয়ায় সেই দোষে মায়া তাহার স্বরূপ আবরণ করিয়াছে। জীবের এই হরি-বৈমুখ্যই মায়াপ্রবেশের ছিদ্রস্বরূপ।

প্রঃ—জীব ভগবান্কে ভুলিয়া যাইবার পর তাহাকে মায়া আবরণ করিয়াছে। তাহা হইলে কি ঐসকল জীব কোনদিন ভগবানের সেবারত ছিল?

উঃ—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু বলিতেছেন,—

"অনাদিপরতত্ত্বজ্ঞান-সংসর্গাভাবময়-তদ্বৈমুখ্যলব্ধছিদ্রয়া-তন্মায়য়াবৃতস্বরূপজ্ঞানানাম্"—অর্থাৎ কোনদিনই নিত্য-বহির্মুখ জীবের ভগবৎস্মৃতি ছিল না। ইহারাই নিত্যবদ্ধ জীব। যাঁহারা নিত্যমুক্ত জীব, তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই শ্রীভগবানের চরণে নিত্য উন্মুখ। কোনদিনই তাঁহাদের ভগবদ্-বিস্মৃতি ঘটে নাই।

প্রঃ—নিত্যবদ্ধ জীব কি অনন্তকালই বদ্ধ থাকিবে?

উঃ—নিত্যবদ্ধ জীবের ভগবত্তত্ত্বের সংসর্গাভাব আছে। এজন্য সংসার-দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎসাম্মুখ্য লাভ করিতে পারেন।

প্রঃ—'সংসর্গাভাব' কাহাকে বলে?

উঃ—নৈয়ায়িকগণ দুই প্রকার অভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—(১) অন্যোন্যাভাব ও (২) সংসর্গাভাব। সংসর্গাভাব—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব-ভেদে তিন প্রকার। জীবের পরতত্ত্বজ্ঞানের অভাবটিই প্রাগভাব-বিশেষ, অর্থাৎ ভগবানের সম্বন্ধের অভাবটি পূর্ব্বে ছিল, পরে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে।

ভারতের বাহিরে বৈষ্ণবধর্ম্মের নিদর্শন

ভারতের বাহিরে শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীবৈষ্ণবরাজ শ্রীশিবের পূজার অনেক প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ হইতে বহু বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারক ভারতের বাহিরে গমন করিয়া শ্রীবিষ্ণুর শ্রীঅর্চ্চাবতার প্রকাশ, পূজাদি প্রচার, শ্রীরামায়ণ, শ্রীমহাভারত ও শ্রীভাগবতের লীলাকথা ও উপদেশ-সমূহ প্রচার করিয়াছিলেন। এসিয়া মহাদেশের কয়েকটি স্থানে যে বিশেষভাবে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। মালয় উপদ্বীপ ও ভারতমহাসাগরের উত্তর-পূর্ব্ব-ভাগে, এসিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব-ভাগে যে দ্বীপপুঞ্জ আছে, তাহা 'দ্বীপময় ভারত' বা 'ইন্দোনেসিয়া' (Indonesia) নামে পরিচিত। ঐসকল স্থানের মধ্যে কেবল মালয় উপদ্বীপ বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্গত। অপর দ্বীপগুলি প্রায়ই হল্যাণ্ডের অধীনে। প্রাচীন যুগে সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপ—এই তিন স্থানেই সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল। যবদ্বীপে অতি সুন্দর দণ্ডায়মান শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি ও গরুড়-বাহন শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছেন। যবদ্বীপে প্রায় চারি কোটি লোকের বাস। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অনেকেই বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এখন ইহারা কিন্তু অন্যধর্ম্মাবলম্বী হইলেও পূর্ব্বপুরুষগণের আচার ও বিচার সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এখনও ইহারা শ্রীরামায়ণ ও শ্রীমহাভারতের গীতি গান করিয়া রাত্রি জাগরণ করে ও সংস্কৃত ভাষার নাম ব্যবহার করিয়া থাকে।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বলেন, যবদ্বীপের প্রাচীন মন্দিরসমূহ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়। ঐসকল মন্দির 'দিয়েঙ' (Dieng) নামক একটি স্থানে বিরাজিত। এই মন্দিরসমূহ বৌদ্ধ মন্দির নহে, উহা ব্রহ্মণ্য-দেব সপার্ষদ শ্রীবিষ্ণুর মন্দির বলিয়াই জানা যায়। এই সময়েরও বহু পূর্ব্বে যবদ্বীপে ও বোর্ণিয়ো দ্বীপে সংস্কৃত অনুশাসনে দৃষ্ট হয় যে, এই সকল স্থানে বিপুলভাবে বিষ্ণুর অর্চ্চন হইত ও ভারতবর্ষ হইতে বহু প্রচারক এই স্থানে আগমন করিতেন।

যবদ্বীপের প্রম্বানানের শ্রীবিষ্ণু, শ্রীশিব ও শ্রীব্রহ্মার মন্দির প্রাচীন ভারতের অদ্ভুত কীর্ত্তি। তথায় ধনুর্দ্ধারী শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীবলদেবের শ্রীমূর্ত্তি, গদা-ধারণকৃত শ্রীহনুমানজীর শ্রীমূর্ত্তি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছেন।

প্রম্বানান্ মধ্য যবদ্বীপে অবস্থিত। এখানে একটি প্রাকার-পরিবেষ্টিত স্থানে শ্রীবিষ্ণু, শ্রীশিব ও শ্রীব্রহ্মার তিনটি বিরাট্ অদ্ভুত মন্দির দেখা যাইতেছে। এই তিন দেবতার মন্দিরের সম্মুখে ইহাদের তিনটি বাহনের জন্য ছোট ছোট তিনটি মন্দির আছে। শ্রীবিষ্ণুর মন্দিরের সম্মুখে শ্রীগরুড়ের মন্দির, শ্রীশিবের মন্দিরের সম্মুখে তাঁহার বৃষভ-নন্দীর মন্দির ও শ্রীব্রহ্মার মন্দিরের সম্মুখে হংসের মন্দির। প্রম্বানানের মন্দিরে এই তিন দেবতার শ্রীমূর্ত্তি এখনও বিদ্যমান আছেন। এই মন্দিরত্রয়ের বারান্দায় ও মন্দিরের গাত্রে, প্রস্তরে খোদিত শ্রীরাম-লীলা ও শ্রীকৃষ্ণ-লীলার বহু চিত্র রহিয়াছে। শ্রীবিষ্ণু-মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা এবং শ্রীশিব ও শ্রীব্রহ্মার মন্দিরে শ্রীরাম-লীলা-সমূহ অঙ্কিত আছে। কেহ কেহ বলেন, ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন শ্রেষ্ঠ মন্দির-সমূহেও শ্রীরাম-লীলা ও শ্রীকৃষ্ণ-লীলার এত সুন্দর আলেখ্যসমূহ দৃষ্ট হয় না। এই সকল প্রাচীন মন্দির অত্যন্ত জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। ডাচ্ (Dutch) রাজ-সরকারের সৌজন্যে এইগুলি সংস্কৃত হইয়াছে।

কম্বোজ বা কম্বোডিয়া দেশে 'অঙ্কোর-ভট্' (Angkor-Vat) নামক স্থান। এই 'অঙ্কোর-ভট্'এর বিরাট্ মন্দির মধ্যযুগে ভারতের বাহিরেও যে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। খৃষ্টজন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের প্রচারকগণ কম্বোজে গমনাগমন করিতেন। কিংবদন্তী এই যে,—কম্বু নামক এক ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তানগণ 'কম্বুজ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তাহা হইতেই ঐ জাতি ও দেশের নাম কম্বুজ বা কম্বোজ ও ইংরেজীতে Cambodia হয়। দ্বিতীয় জয়বর্ম্মা পরমেশ্বর নামক এক রাজা (৮০২—৮৬৯ খৃঃ) বিরাট্ কম্বোজ-সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। রাজা যশোবর্ম্মা প্রায় ৯০০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কোর থোম (Angkor Thom) নামক এক রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্থানের নিকটে দ্বিতীয় সূর্য্যবর্ম্মা (১১১২—১১৫২ খৃঃ)

অঙ্কোরভটের সুবৃহৎ দর্শন-মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। কম্বোজের ভাষায় সংস্কৃত 'নগর' শব্দ 'অনকর', 'অঙ্গর' বা 'অঙ্কোর' রূপ ধারণ করে ও 'ভট্' শব্দে মন্দিরকে বুঝায়। সমচতুষ্কোণ মন্দিরের চতুর্দিকে দৈর্ঘ্যে এক-এক দিকে এক এক মাইল করিয়া পরিখা-বেষ্টিত। পরিখা উত্তরণের জন্য দুইটি সেতু আছে,—একটি পূর্ব্বদিকে আর একটি পশ্চিম-দিকে। পরিখার পরে মন্দিরের বহির্ভাগের প্রাকার প্রত্যেক দিকে এক মাইল করিয়া লম্বা। এই প্রাচীরের পরে ভিতরে পর পর তিনতালা অতিক্রম করিয়া মূল মন্দিরে উপনীত হওয়া যায়। মন্দিরের ভিতরের প্রাচীর অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি অলিন্দ আছে। ইহাতে শ্রীরামায়ণ, শ্রীমহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীরামলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক অনেক চিত্র খোদিত রহিয়াছে।" ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, ভারতের বাহিরেও শ্রীরামায়ণ, শ্রীমহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের বহুল প্রচার হইয়াছিল। দ্বিতীয় সূর্য্যবর্ম্মার রাজত্বকাল (১১১২—১১৫২ খৃঃ) শ্রীরামানুজাচার্য্যের অভ্যুদয়ের প্রায় সমসাময়িক বলা যায়।

যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের ন্যায় শ্যামদেশেও শ্রীরামায়ণ, শ্রীমহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণের প্রচলন হইয়াছিল। প্রাচীনকালে শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা (কোচিন-চীনের প্রাচীন নাম), যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ এই সমস্ত যেন মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, বঙ্গদেশ প্রভৃতির ন্যায় ভারতেরই অংশরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। তাই শ্যাম-দেশের ভাষায় স্থানের নামে, মানুষের নামে, রাজার নামে সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। শ্যামের সম্প্রতি পরলোকগত রাজার নাম ছিল প্রজাধিপক সপ্তমরাম। ইহার পূর্ব্বে রাজার নাম ছিল বজ্রায়ুধ ষষ্ঠরাম। রাজ্যের নগরের নাম অযোধ্যা। এই সকল প্রমাণ হইতেও জানা যায় যে, এই স্থানে বৈষ্ণবধর্ম্মের সুবহুল প্রচার হইয়াছিল।

সাহিত্য-সমালোচনা

গত আষাঢ় মাসের (১৩৪৮) 'প্রবাসী' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন "বাংলার বাহিরে শ্রীচৈতন্যমত (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে)" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"মহাপ্রভুর প্রেমের ধর্ম্ম ব্রহ্মদেশ হইতে দেরা ইস্মাইল খাঁ পর্য্যন্ত সারা ভারতকে প্লাবিত করিল। পূর্ব্ব আসামে রাজা স্বর্গনারায়ণ (১৪৯৭—১৫৩৯) ও পশ্চিম আসামে রাজা নরনারায়ণ (১৫২৮—১৫৮৪) এই ধর্ম্মের প্রভাবে বৈষ্ণব হইলেন। (E. R. E., II, 135 p.)

বেরার প্রদেশে চৈতন্যধর্ম্মাবলম্বী বৈষ্ণব এখনও অনেক আছেন। (E. R. E., II, 54 p.)

জয়পুর হাইকোর্টের বিচারপতি শীখপন্থের সর্দ্দার খুশহাল সিংহ† গৌড়ীয়-গোস্বামীর শিষ্য।

মধ্যভারত ছত্রপুরের মহারাজ বিশ্বনাথ সিংহজী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব। * * * বাজীরাওয়ের সময়েই নাকি ছত্রপুর প্রদেশে বঙ্গীয় বৈষ্ণব-মত ছড়াইয়া পড়ে। ছত্রসিংহ চৌবে প্রভৃতি মহাত্মগণ এই কাজের সহায়তা করেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের সময়েই সুরতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের মঠ স্থাপিত হয়। সুরতে দুইটি গৌড়ীয় মঠ। বড়টির অধিকারী ভক্তদাস মহন্ত ও ছোটটির অধিকারী একজন উড়িয়া মহন্ত। উড়িয়া মহন্তরা প্রায়ই রামানন্দের শিষ্য।"

—(বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, III, ২১০)।

"গুজরাতে গ্রামে গ্রামেও অনেক গৌড়ীয়-বৈষ্ণব আছেন। সুরত জেলার নওসারী, বুলসার প্রভৃতি স্থানেই তাঁহাদের অনেকের বাস। নওসারীর নিকটে সিসোদরা-সুপা, আটগ্রাম, চৌবিসিয়া, সরগোড়-পারডী প্রভৃতি গ্রামে বাংলা কীর্ত্তন শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি।

---

† ইংরেজী ১৯২৭ সালের ১৬ই অক্টোবর ইনি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের জয়পুরে অবস্থান-কালে অনেক উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। ইনি বৃন্দাবনস্থ শ্রীরামকৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য। 'গৌড়ীয়' ৬ষ্ঠ বর্ষ ১৪শ ও ১৫শ সংখ্যা ও "সরস্বতী-সংলাপ" (১ম খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

তাঁহাদের সীমায় প্রবেশ নাই। ইহারাই খাঁটি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের শিষ্য আছেন। তাঁহারা পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় কীর্ত্তন করিতেন।

বেলুচিস্থান কোয়েটার মধ্যেও কিছু শ্রীচৈতন্যভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। এখন বোধ হয় তাঁহারা লুপ্ত হইয়া গিয়াছেন। সিন্ধু শিকারপুরে এখনও এইরূপ বৈষ্ণব কিছু আছেন। এই সব স্থান হইতে অনেকে বৃন্দাবন আসেন, কেহ কেহ নবদ্বীপ পর্য্যন্ত যাত্রা করেন।"

গত আষাঢ় মাসের 'ভারতবর্ষে' 'বৈষ্ণব-কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের—

"* * * এত প্রেম কথা
রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি' লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হ'তে! আজ তার নাহি অধিকার
সে সঙ্গীতে। * * *"

কবিতার সমালোচনা করিতে যাইয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেও আর এক প্রকার প্রাকৃত সহজিয়া-মত প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। যথা,—"যে সকল কবি প্রাকৃত-কান্তা-প্রেমের মধ্য দিয়া এই অপ্রাকৃত-উজ্জ্বল প্রেমের দিব্যানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির নাম উল্লেখযোগ্য।"

এক প্রাকৃত সাহিত্যিক যে আর এক প্রাকৃত সাহিত্যিকের সমালোচনা বা তাঁহার সহিত সাময়িক মতভেদ স্থাপন করেন, বস্তুতঃ তাহা মতভেদ নহে; কারণ, উভয়েরই চিত্তবৃত্তি সমজাতীয়। প্রাকৃতের সাহায্যে অপ্রাকৃতের দিকে অভিযানের চেষ্টা প্রাকৃত-সহজিয়া-মতবাদ।

প্রচার-প্রসঙ্গ

লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামী ঠাকুরের কৃপাদেশে লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রবীণতম প্রচারকাগ্রণী ও ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থগোস্বামিমহারাজ গত ২৬শে আষাঢ় (১১।৭।৫১), শনিবার পাঞ্জাব এক্সপ্রেসে কলিকাতা হইতে [illegible] সহকারী সম্পাদক শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসৌরভ, বি-এল্ প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দের সহিত যাত্রা করিয়া পরদিন প্রাতে লক্ষ্ণৌ জংশনে উপনীত হন। পথিমধ্যে পাটনা, কাশী প্রভৃতি ষ্টেশনে ভক্তগণ শ্রীল গোস্বামিমহারাজকে সম্বর্দ্ধনা করেন। পাটনা হইতে শ্রীপাদ ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ ভক্তিভাস্কর, শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারীজী, শ্রী[illegible]পুরুষোত্তমদাস ব্রহ্মচারীজী, শ্রীপাদ অনিরুদ্ধ দাসাধিকারী প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণবগণ শ্রীল গোস্বামিমহারাজের অনুগমন করেন। শ্রীমধুমঙ্গল বাবু, শ্রীপ্রভুনাথ সাঁই প্রভৃতি গৃহস্থভক্ত ও মঠবাসিগণ ষ্টেশনে শ্রীল গোস্বামিমহারাজকে অভিনন্দিত করেন। প্রয়াগ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব, বি-এ, দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠের উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ব্রজমোহনদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীপাদ সেবানন্দ প্রভু, শ্রীপাদ জ্যোতির্ভাস্কর প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীল গোস্বামিমহারাজকে লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করেন এবং সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতিনিধি ও শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গোস্বামী-পূজিত অর্চ্চা-বিগ্রহ শ্রীল গোস্বামিপাদকে শ্রীমঠে লইয়া আসেন। মঠপ্রাঙ্গণে শ্রীল গোস্বামিমহারাজের আদেশে শ্রীপাদ রূপবিলাস প্রভু, শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারীজী, শ্রীপাদ ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ ভক্তিভাস্কর হিন্দীতে ও তৎপরে শ্রীল তীর্থগোস্বামিমহারাজ ইংরাজীতে 'শ্রীবিগ্রহ' ও 'শ্রীহরিনাম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। দিল্লী হইতে শ্রীপাদ যশোদানন্দ প্রভু, কাশী হইতে পণ্ডিত শ্রীপাদ বিষ্ণুদেবের ব্রজবাসী প্রভু উৎসবে যোগদান করেন। তৎপর দিবস শ্রীল গোস্বামিমহারাজ শ্রীনৈমিষারণ্যে শুভবিজয় করিয়া শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গোস্বামী কীর্ত্তন ও ভক্তগণ শ্রীনৈমিষারণ্য পরিক্রমা করেন।

শ্রীনৈমিষারণ্য হইতে লক্ষ্ণৌ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গত ৩২শে আষাঢ় (১৭ই জুলাই, ১৯৫১), বুধবার, শ্রীলোকনাথ-গোস্বামি-প্রভুর তিরোভাব-তিথিতে শ্রীশ্রীল ভক্তি-প্রসাদপুরী

গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে, শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের সর্ব্বসংঘপতির সেবোদ্যোগে ও শ্রীল তীর্থগোস্বামিমহারাজের নেতৃত্বে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর প্রকট-সংকীর্ত্তনোৎসব সম্পাদিত হন। পণ্ডিত শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণরাগতীর্থ প্রভু শ্রীল গোস্বামিমহারাজের আদেশে বৈষ্ণব-হোম সম্পাদন করেন। শ্রীল ত্রিদণ্ডিগোস্বামিমহারাজ পাঠ, ব্যাখ্যা এবং 'শ্রীবিগ্রহ ও পৌত্তলিকতা' সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় একটি মূল্যবান্ অভিভাষণ প্রদান করেন। তৎপর দিবস (১৭ই জুলাই) প্রাতে শ্রীল তীর্থগোস্বামিমহারাজকে অগ্রণী করিয়া লক্ষ্মণাবতী নগরীতে একটি বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন বহির্গত হয়। তৎপর দিবস (১৮ই জুলাই) শ্রীল গোস্বামিমহারাজ লক্ষ্ণৌর কান্যকুব্জ-কলেজ হলে 'সনাতন ধর্ম' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়া দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠে যাত্রা করেন। শ্রীল গোস্বামিমহারাজ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অন্যান্য মঠসমূহ দর্শন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবারম্ভের পূর্ব্বে কলিকাতায় শুভবিজয় করিবেন।

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক উৎসব

গত ২৯শে আষাঢ় রবিবার শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর বিরহ-বাসরে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের পঞ্চদশ দিবস-ব্যাপী উৎসব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে সংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবকালে মধ্যে মধ্যে নগর-সংকীর্ত্তন হইয়াছে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রত্যহ ইষ্টগোষ্ঠী, 'গৌড়ীয়', 'নদীয়া-প্রকাশ' ও শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর 'পত্রাবলী' ইত্যাদি আলোচিত হইয়াছে।

গৌরপার্ষদ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর বিরহ-বাসরে প্রাতঃকাল মহামহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। বহু ভক্ত, সজ্জন ও ভদ্রমহিলা-পরিবৃত সভায় শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের ভজনের গূঢ়রহস্য, 'উৎসব' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য, বর্ত্তমান বিশ্বের শোচনীয় দুরবস্থা, বাস্তবশান্তি-লাভের একমাত্র উপায় ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অসমোর্দ্ধ-দানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-মিশন

(১৮৬০-সালের ২১ আইনমতে রেজেষ্টারীকৃত)

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার
১৬এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। বাং ১৮।৩।৫৮

বিপুল-সম্মান-পুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১৮ই শ্রাবণ, ৩রা আগষ্ট, রবিবার হইতে ১৯শে ভাদ্র, ৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত 'গৌড়ীয়মিশনে'র সর্ব্বসংঘপতির সেবা-উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদনে বার্ষিক শ্রীহরিস্মরণ-মহোৎসব-উপলক্ষে অখিল-লোক-মঙ্গলের জন্য বাস্তবিক-কল্যাণী শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-তিথিপূজা কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবতধর্ম্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

মহাশয়, কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে সর্ব্বসংঘপতির সমস্তবর্গ পরমানন্দিত হইবেন।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সেক্রেটারী, সর্ব্বসংঘপতি

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতোৎসব-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরসাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

২০শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৭ই শ্রাবণ, ১৩৪৮; ২রা আগষ্ট, ১৯৪১ | ২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীরূপানুগ-ধারা

"শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার, সেই মহাশয়॥"

—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু। শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর রচিত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি" শ্লোক দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু 'গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলা কেমনে' (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১।৮৪)—এইরূপ যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই জানা যায় যে, শ্রীরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ নিজজন। শ্রীল কবিকর্ণপূরগোস্বামিপ্রভু এজন্যই 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে'র নবম অঙ্কে বলিয়াছেন,—

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে॥

নিজের প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, স্বাভাবিক মনোজ্ঞরূপবিশিষ্ট ও নিজের অনুরূপ,—একমূর্ত্তি স্বীয় বিলাস-রূপ শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুতে শ্রীমহাপ্রভু ভক্তিরসশাস্ত্র বিস্তার করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীল রূপপ্রভুও 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন,—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য॥

হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণাদ্বারা সামান্য কাঙ্গালরূপ আমি

শ্রীভক্তিগ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদকমল আমি বন্দনা করি।

শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপপ্রভুর শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইয়াও নিজেকে শ্রীরূপের অনুগ বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক শ্রীরূপানুগত্যের অপরোক্ষ্য স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন,—

নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় স্বনামামৃতসেবিনে।
যদ্রূপাশ্রয়ণাৎ যত্র লেভে ভক্তিমিমাং জনঃ॥

যাঁহার শ্রীরূপের আশ্রয় হইতে এই ব্যক্তি তদীয় ভক্তি লাভ করিয়াছে, সেই স্বনামামৃতসেবী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে নমস্কার।

'স্বনামামৃতসেবী' শব্দের দ্বারা শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভু শ্রীনামভজনই শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট ও শ্রীরূপানুগ-ধারার বৈশিষ্ট্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুও তাঁহার 'শ্রীনামাষ্টকে' গাহিয়াছেন,—

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥

নিখিল বেদের সারভাগ উপনিষদ্রত্নমালার প্রভাবলীর দ্বারা তোমার শ্রীপাদপদ্মের শেষসীমা নিত্য নীরাজিত হইতেছে, মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন। অতএব হে শ্রীহরিনাম, আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু গাহিয়াছেন,—

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিতনিজধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদিযত্নম্‌।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥

(বৃঃ ভাগবতামৃত ১।১।৯)

যাহা হইতে নিজধর্ম্ম, ধ্যান ও পূজাদি-চেষ্টা বিরত হইয়া যায়, এইরূপ আনন্দস্বরূপ শ্রীমুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এই শ্রীনাম যে-কোনরূপে গৃহীত হইলেই (নামাভাস মাত্রেই) প্রাণিগণকে মুক্তি দান করিয়া থাকেন এবং ইহাই একমাত্র পরম অমৃতস্বরূপ, ইঁহা আমার জীবন এবং ইহা আমার ভূষণ।

"শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু"র মঙ্গলাচরণে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রকাশ-বিগ্রহ নিজ-অগ্রজ শ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভুকে এইভাবে বন্দনা করিয়াছেন,—

বিশ্রামমন্দিরতয়া তস্য সনাতনতনোর্মদীশস্য।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর্ভবতু সদায়ং প্রমোদায়॥

এই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু সনাতন-তনু মদীশ্বরের বিশ্রাম-মন্দিরস্বরূপ হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করুন।

শ্রীরূপানুগ-ধারার মূর্ত্তিস্বরূপ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের দৈনন্দিন আচরণে শ্রীকৃষ্ণভজনের প্রকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই শ্রীরূপানুগ-[illegible]গণের আরাধ্য।

করোঁয়া-মাত্র হাতে, কাঁথা, ছিঁড়া-বহির্ব্বাস।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ত্তন-উল্লাস॥
আট প্রহর কৃষ্ণভজন, চারি দণ্ড শয়নে।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমে, সেহ নহে কোন দিনে॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৯।১২৯-১৩১)

শ্রীশ্রীরূপানুগবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে 'অনুভাষ্যে' বলিয়াছেন—

"এতাদৃশ-বৈরাগ্যবিশিষ্ট জীবনে তাঁহারা কখনও ভক্তি-রসশাস্ত্র লিখিয়া কৃষ্ণভজন করিতেন, কোন-সময়ে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন এবং কোন-সময় শ্রীগৌর-লীলা-শ্রবণ-মননাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণভজন করিতেন। প্রাকৃত সহজিয়াদিগের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রবল যে, ভক্তিশাস্ত্র-লিখন-পঠনাদি পরিত্যাগ করিয়া নিজ-মূর্খতা-সাধনোদ্দেশে শাস্ত্রাদি হইতে বিরাগলাভই 'ভক্তির' সাধন। শ্রীরূপানুগ-ভক্তের তাদৃশ কথায় আস্থা নাই; তবে সাধকের শাস্ত্রলিখন-পঠনাদিতে যদি অর্থোপার্জ্জন, স্বাহারমূলে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ, জড়ীয় প্রতিষ্ঠা বা পূজা, লাভ বা অন্য কোন তুচ্ছ অবান্তর উদ্দেশ্য থাকে,—যাহা 'উপশাখা' নামে কথিত, তাহা হইলে সেরূপ গ্রন্থাচার্য্য-পরায়ণের কখনও মঙ্গল হয় না। প্রকৃত শ্রীরূপানুগের এরূপ তুচ্ছ অন্যাভিলাষমূলক কর্ম্মবাসনা নাই।"

শ্রীরূপানুগ-চিত্তবৃত্তির কথা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার একটী পত্রে বলিয়াছেন,—

"বেদোপনিষদে লিপিবদ্ধ আছে যে, সর্বশক্তিমান্ ভগবানের নির্দিষ্ট শক্তি লাভ করিয়া আধিকারিক দেবগণ নিজ-নিজ শক্তির পরিচালনা করেন। আবার সেই শক্তি পুনর্গৃহীত হইলে তাঁহাদের নিজ-নিজ শক্তি থাকে না। শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ নিজ শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকর-স্থানে সকল মহিমার আরোপ করেন। আমরাও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীরূপ, শ্রীভক্তিবিনোদ ও শ্রীগুরু-পাদপদ্মের উদ্দেশ্যেই সকল কার্য করি। ভক্তিপথ ছাড়িয়া দিলে অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা আমাদিগকে গ্রাস করে।"

(কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ১৩৩৪ সনের ২৫শে শ্রাবণের তারিখে লিখিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পত্র)

শ্রীরূপের দুইজন শ্রেষ্ঠ ভৃত্য শ্রীল রঘুনাথ ও শ্রীল শ্রীজীব প্রভু। তাঁহারা বহুরূপিণী ভুবনমোহিনী জড়প্রতিষ্ঠাশা-রূপা শ্বপচরমণীর নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্য শ্রীরূপানুগ-ধারার সাধক-জীবকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু 'শ্রীব্রজবিলাসস্তবের' প্রথম শ্লোকেই আত্মোদ্দেশচ্ছলে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

প্রতিষ্ঠারজ্জুভির্বদ্ধং কামাদ্যৈর্বর্ত্মপাতিভিঃ।
ছিত্ত্বা তাঃ সংহরন্ত্যেতান্ পান্তু মাং মুনীঃ॥

কাম-ক্রোধাদি ছয়জন বাটপাড় প্রতিষ্ঠারজ্জুদ্বারা আমাকে বদ্ধ করিয়াছে। শ্রীসনাতন শ্রীরূপের নিজজনগণ সেই বন্ধ ছেদন করিয়া তাঁহাদিগকে সংহারপূর্বক আমাকে রক্ষা করুন।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'শ্রীমুক্তা-চরিত' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীগুরু-প্রণামে শ্রীরূপানুগধারার ভজনীয় স্থান, কাল, পাত্র ও ভজনের বস্তু ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো। রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

'শ্রীমুক্তাচরিতের' উপসংহারে শ্রীল রঘুনাথ শ্রীরূপানুগত্যে নিত্যস্থিতি প্রার্থনা করিয়া গাহিয়াছেন,—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপ-পদাম্ভোজ-ধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

আমি দন্তে তৃণ ধারণ পূর্বক পুনঃ পুনঃ এই প্রার্থনা করিতেছি যে, জন্মে জন্মে যেন শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের ধূলি হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে পারি।

শ্রীল রঘুনাথ এই শ্লোকেই অব্যবহিত পরে শ্রীল শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে 'মনঃকৌশিকতত্ত্ব' এবং শ্রীমন্ত্রের পদ ও শ্রীরূপানুগ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর নিকট দয়া প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহা হইতেও শ্রীরূপানুগবর্গের চিত্তবৃত্তির-ধারা সুধী সেবকগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীরূপানুগ-চিত্তবৃত্তিতে সম্ভোগবাদের লেশমাত্রও নাই। বিপ্রলম্ভাত্মক ভজনই তাঁহাদের জীবন বা সত্তা। শ্রীল রঘুনাথ প্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দশকে শ্রীরূপপ্রভুর বিরহে উৎকণ্ঠিত হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন,—

অপূর্ব-প্রেমাব্ধেঃ পরিমলপয়ঃ ফেননিবহৈঃ
সদা যো জীবাতুর্যমিহ কৃপয়াসিঞ্চদতুলম্।
ইদানীং দুর্দৈবাৎ প্রতিপদবিপদ্দাব-বলিতো
নিরালম্বঃ সোঽয়ং কমিহ তমৃতে যাতু শরণম্॥
শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরীন্দ্রোঽজগরায়তে।
ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতুরহিতস্য মে॥
ন পশ্যতি যদি স্নেহাত্তেন কিং তত্র দোষঃ
স কিল কুলিশসারৈর্বিধাত্রা ব্যধায়ি।
অয়মপি পাদপদ্মাঙ্কতর্কেণ দৃষ্টঃ
প্রকটকাননতামঃ কো মহত্ত্বাবৈ॥

(শ্রীপ্রার্থনাশ্রয়চতুর্দশকম্, ১০—১২)

আমার জীবনের জীবনস্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু অপূর্ব প্রেম-সমুদ্রের পরিমল-সলিলের ফেনসমূহের দ্বারা সর্বদা আমাকে যেরূপ সিক্ত করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই; সম্প্রতি দুর্দৈববশতঃ প্রতিমুহূর্তে বিপদরূপ দাবানলের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি। অতএব এখন সেই শ্রীরূপপ্রভু ব্যতীত এ ব্যক্তি আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? আমার জীবনস্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর বিরহে মহাগোষ্ঠ শূন্যের ন্যায়, গিরিরাজ শ্রীগোবর্ধন অজগরের ন্যায় ও শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্র-মুখের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। যদি আমার দেহ তৎক্ষণাৎ দ্বারা পতিত না হয়, তাহাতে দেহের কোন দোষ নাই; কারণ আমার এই দেহকে বিধাতা বজ্রসারের দ্বারা নির্মাণ করিয়াছেন। অথবা আমি গাঢ় তর্কের দ্বারা আর একটী কারণ দেখিতে পাইয়াছি,—আমা

ভিন্ন আর কে এইরূপ দুঃখভার বহন করিবে? আমি যেন শ্রীরাধামাধবের কীর্ত্তি প্রচার করিতে করিতে, শ্রীরাধারাণের সানুরাগ ত্বদীয় শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে করিতে এবং ব্রজের দধি ও জল ভোজন করিতে করিতে শ্রীগোবর্দ্ধন-তটবর্ত্তী কুঞ্জে শ্রীবার্ষভানবীর যে সরোবর, তাহাতেই সর্ব্বকাল বাস করিতে পারি। হে নাথ, হে শ্রীরূপ, শ্রীগিরিবরকুঞ্জে বাস করিয়া অগ্রে কে যাবে! তৎপশ্চাৎ হে কৃষ্ণ! এই নামদ্বয় উচ্চারণ এবং ব্রজের দধি ও জল পান করিতে করিতে আমার দিন অতিবাহিত হউক। ৬

ইহাই শ্রীরূপানুগগণের ভজন-বিধান। শ্রীরূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামি-মহারাজের ভজন-লীলার মধ্যেও ঐ বিচারেরই বাস্তব অনুবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরূপানুগগণ সর্ব্বদা মনঃশিক্ষাচ্ছলে জীবের প্রতি কৃপা বিতরণপূর্ব্বক পদ্যামৃতধারা শ্রীশ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-গোবর্দ্ধনের ভজনা করেন ও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন। ইহাই 'মনঃশিক্ষা'য় শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু জ্ঞাপন করিয়াছেন।

'মনঃশিক্ষা'র উপসংহার-শ্লোকে শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামিপ্রভু 'সগণ-শ্রীরূপানুগ' শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন,—

মনঃশিক্ষাদৈকাদশক-বরমেতন্মধুরয়া
গিরা গায়ত্যুচ্চৈঃ সমধিগত-সর্ব্বার্থততি যঃ।
সযূথঃ শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণাতুলভজনরত্নং স লভতে।

যিনি মনঃশিক্ষাপ্রদ এই একাদশ শ্লোকের যাবতীয় অর্থ সম্যক্ অবগত হইয়া মধুর বচনে ইহা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন, তিনি শ্রীসনাতন-গোস্বামী ও শ্রীগোপাল-শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামী এবং শ্রীজীবগোস্বামি-প্রমুখ যূথের সহিত শ্রীরূপগোস্বামীর অনুগত হইয়া এই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অনুপম ভজনরত্ন লাভ করেন।

বহরমপুর হইতে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর যে 'স্তবাবলী' গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 'শ্রীবিদ্যাভূষণ-কৃতটীকা', এক টীকায় অভিনব পাষণ্ড বহু স্থান পাইয়াছে। উক্ত টীকাকারের অর্ব্বাচীন মতে 'শ্রীরূপানুগত্য ব্যতীত শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তি হইতে পারে না,' এরূপ বিচার আধুনিক বিচার বলিয়া কথিত হইয়াছে। উক্ত টীকাকার শ্রীরূপানুগ-বর শ্রীরঘুনাথের 'স্তবাবলীর' টীকা লিখিবার অভিনয় করিয়া শ্রীল রঘুনাথগোস্বামিপ্রভুর চিন্তাধারা হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। ইনি জনৈক অপরবিদ্যাভূষণ; শ্রীগৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য পরবিদ্যাভূষণ অর্থাৎ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শিক্ষা-শিষ্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভুর আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট।

শ্রীরূপের অন্তরঙ্গ অনুগত ভৃত্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপের যে দৈন্যাত্মক স্তব করিয়াছেন, তাহা শ্রীরূপ-প্রভুর বিরহবাসরে শ্রীরূপানুগ সাধুজনের চরণ-ধূলি-প্রার্থিগণ সঙ্কীর্ত্তন করিতে পারেন—

অমিত-ভবদবাগ্নৌ দহ্যমানং চিরান্মাং
কথমপি কলয়িত্বা পূর্ণকারুণ্যমূর্ত্তিঃ।
নিজসহজজনান্তে স্বীচকারেশ্বরো য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ১ ॥

চিরকাল অসীম সংসারতাপে দহ্যমান আমাকে যে কোনও প্রকারে উদ্ধার করিয়া যে কারুণ্যঘনমূর্ত্তি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর স্বীয় নিজজনসিদ্ধ দাসের শ্রীপাদপদ্মে স্থাপন পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে বা শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার অভীষ্টদেব সেই শ্রীকৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহ পরম-পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুকে এই শ্রীবৃন্দাবনে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ১ ॥

নিখিলজন-কুপূয়ং মাং কৃপাপূর্ণচেতা
নিজচরণসরোজ-প্রান্তদেশে প্রণীয়।
নিজভজনপথব্যাবর্ত্তনাদ্ ভূরিশো য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ২ ॥

যে দয়ার্দ্রচিত্ত নিখিল জনগণের মধ্যে কুৎসিত আমাকে দীন ও হীন ভক্তগণের শ্রীপাদপদ্মের প্রান্তদেশে আনয়ন করিয়া পুনঃ পুনঃ নিজভজনপথে রক্ষা করিয়াছেন, সেই পরমরূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে বা শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার অভীষ্টদেব সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ পূজ্যপাদ শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভুকে এই শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যকাল সেবা করি ॥ ২ ॥

অশুচিমধৃতচিত্তং সন্ততং ভক্তিযোগে
বিহিতবিদিতমন্তং অতত্ত্বাচারবন্তং।
অকৃপণকৃপয়াঢ্যঃ পাতি মাং পাতকিনং য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ৩ ॥

অপবিত্র, ভক্তিযোগে সর্ব্বদাস্থিরচিত্তহীন, সাধুসদাচারাদি জানিয়াও অতত্ত্বাচরণরূপ অপরাধ-পরায়ণ এবং বিষয়-

P29596

প্রাণিগণের মধ্যে অধম ও পাতকী আমাকে যে করুণাসাগর স্বীয় মহতী করুণাদ্বারা সর্ব্বদা রক্ষা করেন, সেই মহারূপবান্ ক্রীড়াবিনোদী শ্রীকৃষ্ণদেবকে, বা শ্রীকৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহ পূজ্যপাদ শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুকে আমি এই শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যকাল ভজনা করি ॥ ৩ ॥

অতিমুনিমতিবৃন্দাং বৃন্দকা-কাননীয়াং
নিজচরিতসুধানাং বন্ধুবৃন্দস্পৃহানাম্ ।
বিধুরিব বিধুরং মাং তাক নদ্যাক্ষেদ্ য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ৪ ॥

চন্দ্র যেরূপ ধরাধামিকে প্রকাশ করে ও সিন্ধুকে পালন অর্থাৎ সিন্ধুর আনন্দ বর্দ্ধন করে, তদ্রূপ যিনি আমার ন্যায় বিকল জীবকে মুনিগণেরও বুদ্ধির অগম্য, অথচ শ্রীব্রজবাসী বন্ধুগণের হৃদয়রূপ সিন্ধুর আনন্দবৃদ্ধিকর শ্রীবৃন্দাবনীয় নিজ-চরিতসুধারাশি সম্যগ্‌রূপে প্রকট করিয়া দেখাইয়াছেন, সেই মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে, পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠবিগ্রহ পূজ্যপাদ শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভুকে আমি এই শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য সেবা করি ॥ ৪ ॥

স্বপদ-নখরবিন্দুং তাপদগ্ধে মদন্তে
মুকুরমলিত-ভক্ত্যা যঃ পরিস্ফূর্ত্তয়েচ্চ ।
অপি কিমপি করিষ্যে যস্ত চিন্তামণিং মে
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ৫ ॥

যিনি তাপদগ্ধ আমার হৃদয়ে স্বীয় শ্রীচরণ-নখর-চন্দ্রমা বিতরণ করিয়াছেন, যিনি অব্যভিচারিণী ভক্তিদানে আমার চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জন করিতেছেন, যিনি কোন তুচ্ছ বস্তু প্রার্থনা করিলেও সাক্ষাৎ চিন্তামণিই দান করেন, সেই মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে, বা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমস্বরূপ পূজ্যপাদ শ্রীল-রূপগোস্বামিপ্রভুকে আমি নিত্য ভজনা করি ॥ ৫ ॥

অহহ মৃতমিবাদ্য মাং প্রসাদামৃতাব্ধেঃ
জনয়দ্ বলিতবান্যঃ পাদপদ্মাবলম্বে ।
তদপি কলিত-লৌল্যং স্নেহদৃষ্ট্যা যুতো য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ৬ ॥

যিনি আমার ন্যায় মৃতপ্রায় জীবকেও প্রসাদরূপ অমৃত-প্রদানে অমৃত করিয়াছেন, যিনি বালকস্বভাবচাপল্যবিশিষ্ট বা মূর্খ আমাকেও শ্রীপাদপদ্মাবলম্বন দান করিয়াছেন, এবং তাহাতেও পুনরায় চঞ্চলতা দেখিয়া স্নেহদৃষ্টিদ্বারা আবরণ বা রক্ষা করিয়াছেন, সেই কোটি কোটি মাতৃবাৎসল্য-বিজয়ী মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে বা শ্রীকৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহ পূজ্যপাদ শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুকে আমি এই শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য ভজনা করি ॥ ৬ ॥

অহমতিশয়তপ্তো যঃ কৃপাপূরিত-স্নৌ-
রহমতিশয়শীতঃ পাপ্মনাং পাবকো যঃ ।
অহমসুলভমানান্ যেষাঞ্চা যদং য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ৭ ॥

আমি অত্যন্ত তপ্ত, কিন্তু যিনি কৃপাপূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল; আমি অতিশয় শীতল বা অলস, আর যিনি পাপসমূহের বা আলস্যাদির পক্ষে অগ্নিতুল্য অর্থাৎ আত্যাপহারক; আমার ন্যায় অজ্ঞানীও আর নাই, কিন্তু যিনি সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ বেদ—সেই মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে, অথবা শ্রীকৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহ শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুকে আমি এই শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য সেবা করি ॥ ৭ ॥

নিজজনপদদাসা বিপ্রযুক্তাঙ্ঘ্রিকস্তে
প্রণয়বিনয়জালৈঃ কর্ষতে যৈঃ সদাং ।
অথ চ বিপথগামং ত্রায়তে মধ্বিব য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ৮ ॥

যিনি স্বীয় জনগণরূপ রজ্জুদ্বারা মুক্ত জীবকুলকে নিরোধ করেন এবং তাঁহাদের প্রণয়গর্ভ বিনয়-জালে স্বয়ংই আবদ্ধ হন; অথচ যিনি বিপথে বিচরণশীল আমার ন্যায় জীবকেও উদ্ধার করেন, সেই মহারূপবান্-শ্রীকৃষ্ণদেবকে বা শ্রীকৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহ শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুকে আমি এই শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য ভজনা করি ॥ ৮ ॥

উজ্জ্বল-ভুবন-ভগ্নং যঃ সদা মে বিধাতা
নিবিবদপি স্বকীয়ং পাদপদ্মং নিষেব্যম্ ।
অরুণদ-কৃপয়া যৎপ্রেমতঃ সর্ব্বদা য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ৯ ॥

যিনি আমার শৈশবকালের নিত্য মঙ্গল সর্ব্বদা বিধান করিতেছেন, যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সত্যই আমার পরম-সেব্য, যিনি উদারকৃপাদ্বারা সর্ব্বদা নিজ প্রেমভক্তি বিতরণ করিতেছেন, সেই মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে বা শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন-বিগ্রহ পরম পূজ্যপাদ শ্রীল-রূপগোস্বামি-প্রভুকে আমি এই শ্রীবৃন্দাবনে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৯ ॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ

'শ্রীচৈতন্য-প্রভুর বাতুল'

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর গৃহত্যাগলীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা-সম।
এ-সব বান্ধিতে নারিলেক যাঁর মন॥
দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিবা কে মতে?
জন্মদাতা পিতা নারে 'প্রারব্ধ' খণ্ডাইতে।
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হঞাছে ইঁহারে।
চৈতন্যপ্রভুর 'বাতুল' কে রাখিতে পারে?"
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।৩৮-৪১)

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয়-সম্বন্ধেও তাহারই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীল নরোত্তম রাজা, পিতা, অমাত্য, প্রজাবৃন্দ ও আত্মীয়-স্বজনের অত্যধিক স্নেহ ও আদর-যত্ন দেখিতে পাইয়া চিন্তান্বিত হইলেন ও কি করিয়া অবিলম্বে শ্রীব্রজের পথে অভিসার করিবেন, তজ্জন্য অধিক ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। খেতরী গ্রামে শ্রীকৃষ্ণদাস নামক শ্রীকৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। খেতরীর সমস্ত লোকই তাঁহার শ্রীহরিভক্তির দৃঢ়তা ও আদর্শ চরিত্র দর্শন করিয়া তাঁহাকে সম্মান করিতেন, কেহই তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিতেন না। শ্রীনরোত্তম সেই শ্রীকৃষ্ণদাস বিপ্রের নিকট প্রত্যহই গমন করিয়া নির্জ্জনে শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার পার্ষদবৃন্দের অদ্ভুত চরিতকথা শ্রবণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীনরোত্তমকে শ্রীগৌরসুন্দরের আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের অদ্ভুতচরিত, শ্রীগদাধর, শ্রীশ্রীবাস, শ্রীস্বরূপ, শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীমুরারি, শ্রীহরিদাস, শ্রীনরহরি শ্রীল লোকনাথ, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথাদি গোস্বামিবৃন্দের শ্রীচৈতন্য-প্রীতির কথা শ্রবণ করাইতেন, প্রসঙ্গক্রমে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর কথাও বলিতেন।

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীনরোত্তমের চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শ্রীশ্রীরূপসনাতনাদি-সহ ভুবনমঙ্গল কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গ লাভ হইল না, তাঁহাদের সেবা করিতে পারিলাম না,—এইরূপভাবে খেদ করিতে করিতে অশ্রু-গঙ্গায় স্নাত হইয়া শ্রীনরোত্তম অহোরাত্র যাপন করিতে লাগিলেন। আপনাকে শত শত ধিক্কার প্রদান করিতে করিতে বিরহ-সমুদ্র-হৃদয়ে অনাহারে অনিদ্রায় দিবারাত্র অতিবাহিত করিতেন। শ্রীনরোত্তম শ্রীগৌরপার্ষদগণের দর্শন ও সঙ্গলাভের জন্য আর্ত্তি-ক্রন্দন করিতে করিতে নিবেদন করিতেন—

হরি হরি! কি মোর করমগতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপদ, না ভজিনু তিল-আধ,
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ॥
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ, শ্রীজীব, লোকনাথ।
ইঁহা সবার পাদপদ্ম, না সেবিনু তিল আধ,
আর কিসে পুরিবেক সাধ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ,
যেঁহো কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহাতে না হৈল মোর চিত॥
সে সব ভকত-সঙ্গ, যে করিল তার সঙ্গ,
তার সঙ্গে কেনে নহিল বাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙা'নু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস॥

এইরূপ আর্ত্তি-ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় একদিন শ্রীল নরোত্তম নিদ্রাভিভূত হইলেন। শ্রীগৌর—রায় স্বপ্নযোগে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইলে শ্রীনরোত্তম নিজ

মস্তকে শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মযুগল ধারণ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর বিস্তৃত বাহুযুগলের দ্বারা শ্রীনরোত্তমকে গাঢ়ালিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া মেঘের মধুর বাক্যে বলিলেন,—"নরোত্তম! তোমার আর্ত্তিক্রন্দনে আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। তুমি চিন্তা করিও না, অচিরেই তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষিত শ্রীব্রজে গমন করিতে পারিবে ও তথায় আমারই নিজজন, আমার অভিন্নবিগ্রহ, বিরক্তশিরোমণি শ্রীলোকনাথের শিষ্যত্ব লাভ করিয়া তোমার অভীষ্ট-ধন লাভ করিতে পারিবে। তোমার দ্বারা আমার অনেক কার্য্য আছে। তুমি আমার অন্তর্দ্ধানের পর জগতে শ্রীউজ্জ্বল-রসময়ী ভক্তি প্রচার করিয়া আমার মনোহভীষ্ট পূর্ণ করিবে। আমার অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীসনাতন-রূপাদি গোস্বামিগণের অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহাদেরই প্রচারিত শুদ্ধভক্তি তোমার দ্বারা জগতে পুনরায় বিস্তারিত হইবে।"

শ্রীগৌরসুন্দরের এই সকল বাণী শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীনরোত্তম ধ্যান-সমাধি হইতে উত্থিত হইলেন। প্রভুর অদর্শনে শ্রীনরোত্তমের হৃদয়ে বিরহসিন্ধু আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; অধিকতর ব্যাকুল হইয়া ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন এবং 'শ্রীগৌর, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীশ্রীবাস, শ্রীগদাধর, শ্রীগোস্বামিবৃন্দ'—এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। শ্রীনরোত্তম ব্যাকুল অন্তরে গাহিলেন,—

হরি হরি! বিফলে জনম গোঁয়াইনু।

মনুষ্যজনম পাইয়া,　　রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু॥

গোলোকের প্রেমধন,　　হরিনাম-সংকীর্ত্তন,
রতি না জন্মিল কেনে তায়।

সংসার-বিষানলে,　　দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায়॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই,　　শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।

দীনহীন যত ছিল,　　হরিনামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥

হা হা প্রভু নন্দসুত,　　বৃষভানু-সুতা-যুত,
করুণা করহ এইবার।

নরোত্তমদাস কয়,　　না ঠেলিহ রাঙা পায়,
তোমা বিনে কে আছে আমার॥

ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি পুনরায় স্বপ্ন-সমাধিতে আবিষ্ট করিয়া শ্রীনরোত্তমের নিকট উপস্থিত হইলেন। এবার শ্রীনরোত্তম শ্রীমায়াপুর শ্রীনবদ্বীপের গঙ্গাতটে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর, শ্রীশ্রীবাস, শ্রীহরিদাস, শ্রীস্বরূপ, শ্রীনরহরি, শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীমুরারি প্রভৃতি গোষ্ঠীর সহিত শ্রীসংকীর্ত্তনযজ্ঞের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করিলেন। এই অদ্ভুত রূপ দর্শন করিয়া শ্রীনরোত্তমের নয়ন-যুগল হইতে গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে থাকিল। শ্রীগৌরহরি বাৎসল্যভরে শ্রীনরোত্তমকে ভূমি হইতে উঠাইয়া শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈতের শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া বলিলেন,—"শ্রীপাদ! তোমাদের সেবা-ব্যাকুল নরোত্তমকে শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার অনুমতি প্রদান কর।" শ্রীগৌর-পার্ষদগণ শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞা পাইয়া সানন্দে শ্রীনরোত্তমকে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য অনুমতি দান করিলেন। শ্রীনরোত্তম শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীচরণে বিলুণ্ঠিত হইলে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীনরোত্তমের শিরে শ্রীপাদপদ্ম-যুগল স্থাপন করিলেন। শ্রীনরোত্তম গদ্গদ-স্বরে আনন্দে বিহ্বল হইয়া গাহিতে লাগিলেন,—

নিতাই-পদ-কমল,　　কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই,　　রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥
সে-সম্বন্ধ নাহি যার,　　বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে,　　মজিল সংসার-সুখে,
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা,　　নিতাই-পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি' মানি।
নিতাই-করুণা হবে,　　ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পা'বে,
ধর নিতাই-চরণ দু'খানি॥
নিতাই-চরণ সত্য,　　তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী,　　নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীনরোত্তমকে ভূমি হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক শ্রীগৌরভক্তির প্রেমে অভিষিক্ত করিলেন এবং শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার আদেশ দিলেন। তৎপরে শ্রীনরোত্তম শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে লুণ্ঠিত হইয়া কৃপা প্রার্থনা করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু শ্রীনরোত্তমের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ভূমি হইতে উঠাইলেন এবং শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক বলিলেন,—"তুমি শ্রীবৃন্দাবনে গমন কর। তথায় আমার নিজজন শ্রীলোকনাথের আশ্রয় লাভ করিয়া তুমি কৃতকৃতার্থ হইবে।"

শ্রীনরোত্তম শ্রীগদাধর, শ্রীশ্রীবাস, শ্রীনরহরি প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্তগণের শ্রীচরণ-ধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহাদের কৃপা-প্রার্থনা করিলেন। সকলেই শ্রীনরোত্তমকে শ্রীব্রজগমনের অনুমতি প্রদান ও তাঁহাকে প্রেমাবেশে আলিঙ্গন করিয়া প্রচুর কৃপা করিলেন। শ্রীনরোত্তম গদগদস্বরে গাহিতে লাগিলেন,—

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র;
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
অদ্বৈত-আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলসই মোর॥
বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস-আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত-পুরাণ॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মনোনিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনে চৌতারা, তাহে মোর মনোঘেরা,
কহে দীন নরোত্তমদাস॥

সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় শ্রীনরোত্তমের ধ্যান-সমাধি ভঙ্গ হইল। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। শ্রীনরোত্তম চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার মঙ্গলের চিহ্নসমূহ দর্শন করিলেন। শ্রীনরোত্তম বুঝিতে পারিলেন, সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর যখন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন অচিরেই তিনি শ্রীব্রজধামে গমন করিয়া শ্রীগৌর-পার্ষদগণের কৃপা লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীবলদেবের অসুর-দলন ও কৃপা-বিতরণ

আগামী ২২শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার শ্রীবলদেব-পূর্ণিমা বা শ্রীশ্রীবলদেব-প্রভুর আবির্ভাব-তিথি। শ্রীরাখী-তিথির আগমনী-গীতি কীর্ত্তন করিয়া ভূলোকে প্রতিফলনের গোলোকের এই সর্ব্বশুভদা ভুবনমঙ্গলী তিথির আবির্ভাব হয়।

শ্রীবলদেব সমগ্র চিৎ বা শক্তির অধিদেবতা। শ্রীবলদেবের কৃপায় এই জগতে সাধক জীবের জন্য তিনটি অপার করুণাময় সাধনবল কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর ভাষায় তাহা এই,—

"ভক্ত-পদধূলি আর ভক্ত-পদজল।
ভক্তভুক্তশেষ,—এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥"
(শ্রীচৈ-চঃ অন্ত্য ১৬।৬০-৬১)

ভক্তগণের 'শ্রীপাদরজঃ,' 'শ্রীপাদজল' ও 'শ্রীঅধরামৃত'— এই তিনটি অপ্রাকৃত বস্তু, সাধকের চিত্ত-বিধানকারী। শ্রীশ্রীবলদেব-নিত্যানন্দের কৃপায় এই তিনটি অপ্রাকৃত বস্তুতে স্বাভাবিকী প্রীতির উদয় হয়। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে 'ধন', শ্রীগৌরচন্দ্রকে 'পতি' অর্থাৎ 'প্রভু', শ্রীযুগলকিশোরকে 'প্রাণ' ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে 'বল' বলিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দে কোন ভেদ নাই। বলই—'ধন', ধনই—'বল'। প্রাকৃত জগতের অর্থনীতিবিদ্‌গণও 'ধন'কেই 'বল' ও 'বল'কেই 'ধন' বলেন। অতএব সমগ্র চিদ্বলের অধিদেবতাই—শ্রীবলদেব প্রভু। এজন্যই শ্রুতি (মুণ্ডক ৩।২।৪) গাহিয়াছেন,—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥

এই পরমাত্মা চিত্তহীন ব্যক্তির দ্বারা কখনই লভ্য নহেন। বিষয়মদমত্ত প্রমাদ অর্থাৎ ভগবদ্বিস্মৃতি অথবা তপস্যা বা সন্ন্যাসাদির দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি শ্রবণাদি সাধনের দ্বারা যত্ন করেন, তাঁহার এই আত্মাই সেই ব্রহ্মধামে প্রবেশ করিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব শ্রীব্রজে যে অসুর-মারণাদি নৈমিত্তিক লীলা করিয়াছিলেন, তাহা সাধকদিগের পক্ষে নিত্যলীলার প্রতিকূলরূপে প্রতিভাত। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সাধকগণকে সেই সেই নৈমিত্তিক লীলার মধ্যে নিজ-নিজ অনর্থনাশের চেষ্টার অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন। শ্রীনাম-ভজনকারী সাধক প্রথমেই শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-নাম-প্রভুকে সম্বোধন করিয়া শ্রীহরির নিকট অনন্যমনঃ প্রতিকূল-বর্জ্জনশক্তি প্রার্থনা করিবেন। তাহা করিতে পারিলেই সাধকের চিত্ত শোধিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যে-সকল অসুরকে বধ করিয়াছেন, চিত্তাগারে সেই সকলের উৎপাত দূর করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-নাম-প্রভুর নিকট সকাতরে ক্রন্দন করিয়া বলিলে শ্রীনাম-প্রভু সেই সকল অনর্থ নিশ্চয় দূর করেন। আর যে-সকল অসুরকে শ্রীবলদেব নাশ করিয়া থাকেন, সেই অনর্থগুলি সাধক নিজ-চেষ্টায় দূর করিবেন। ইহাই ব্রজভজনের রহস্য।

শ্রীবলদেব যে-সকল অসুর বধ করিয়াছেন, শ্রীশ্রীনাম-সাধক উহাদিগকে শ্রীনামভজনের মহা-প্রতিকূল জানিয়া নিজে যত্নাগ্রহে দূর করিবেন। দৈন্য সফল হইলে অবশ্য কৃষ্ণকৃপা হয়। দৈন্যটীও শ্রীবলদেবের কৃপোদ্ভাসিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা না হইলে হৃদয়ে অকপট দৈন্যের উদয় হয় না, দম্ভ-দৈন্যের বিনাশ হয় না। কপট-দৈন্য আর এক প্রকার অসুরবিশেষ। উহার অন্তরে দম্ভোপশমের প্রাচুর্য থাকে। আর অকপট দৈন্য—শরণাগতি ও বিপ্রলম্ভভাবেরই অভিব্যক্তিবিশেষ। শ্রীব্রজভজন বা তথা শ্রীভক্তিযোগের প্রতিকূলতার প্রতীক-স্বরূপ অসুরগণ শ্রীবলদেবের আবির্ভাবে মুহূর্ত্তের মধ্যেই বিনষ্ট হয়, তখন ক্রমশঃ অনুরাগীগণের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। এই প্রক্রিয়াটী অত্যন্ত গূঢ় ও একমাত্র শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার অধিগম্য।

শ্রীবলদেব-প্রভু 'ধেনুকাসুর'কে বধ করেন। শ্রীগোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের নিকট 'তালবনা' বা 'তারসী' নামক প্রদেশে বহু তালবৃক্ষ-সমাকীর্ণ একটী সুবৃহৎ কানন আছে। ঐ তালবনে অনেক তালফল পড়িয়া থাকিত। ধেনুকাসুর গর্দ্দভের রূপ ধারণ করিয়া তাহার সঙ্গিগণের সহিত ঐ ফলগুলিকে রক্ষা করিত, তাহার ভয়ে কোন প্রাণীই ঐ ফল ভক্ষণ করিতে পারিত না। ঐ অসুর নর-মাংস ভোজন করিত। একদিন সখাগণের ইচ্ছানুসারে শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঐ বনে প্রবেশ করিয়া একহস্তে গর্দ্দভাসুরের পশ্চাৎ দিকের পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক উহাকে বিঘূর্ণিত করিয়া বিনাশ করিলেন। (ভাঃ ১০।১৫।২৮-৩৮)

'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা'য় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীবলদেবের এই ধেনুকাসুর-বধের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"বৈষ্ণবতত্ত্বে স্থূলবুদ্ধির নিতান্ত প্রয়োজন। যাহারা সম্প্রদায় কল্পনা করিয়া অখণ্ড বৈষ্ণবতত্ত্বকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা স্থূলবুদ্ধি। ঐ স্থূলবুদ্ধি গর্দ্দভস্বরূপ ধেনুকাসুর। মিষ্ট তালফল গর্দ্দভ স্বয়ং খাইতে পারে না, অথচ অপর লোকে খাইবে তাহাতেও বিরোধ করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের পূর্ব্বাচার্য্য-মহোদয়-কর্ত্তৃক যে-সকল পরমার্থ-গ্রন্থ রচিত আছে, স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাহা নিজে বুঝিতে পারে না এবং অপরকে দেখিতে দেয় না। বিশেষতঃ তারবাহী বৈধভক্তগণ স্থূলবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া উচ্চাধিকারের যত্ন পান না। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম অনন্ত উন্নতিগর্ভ হওয়ায়, বৈধকাণ্ডে যাঁহারা আবদ্ধ থাকিয়া রাগতত্ত্বের অনুভব করিতে যত্ন না পান, তাঁহারা সাধারণ কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় জনগণের তুল্য হইয়া পড়েন। অতএব গর্দ্দভরূপী ধেনুকাসুর বধ না হইলে বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতি হয় না।"

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তারবাহিত্ব-রূপ স্থূলবোধ অথবা স্থূলবুদ্ধি, সদ্জ্ঞানাভাব, মূঢ়তাজনিত জড়তা ও স্বরূপজ্ঞান-বিরোধকে ধেনুকাসুরের প্রতীক বলিয়াছেন। স্ব-স্বরূপ, নাম-স্বরূপ ও উপাস্যস্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞান ও অবিদ্যাই ধেনুকাসুর; তাহা সাধক বহু যত্নে দূর করিবেন।

একদিন শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের সহিত বনে গোচারণ করিতেছিলেন, এমন সময় 'প্রলম্ব' নামক অসুর

শ্রীরামকৃষ্ণকে হরণ করিবার জন্য গোপ-রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইল। গোপবালকগণ শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণকে নায়ক স্থির করিয়া 'হরিণাক্রীড়ন' নামক ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ ক্রীড়ার নিয়মানুসারে যাহারা পরাজিত হইবে, তাহারা জেতৃগণকে পৃষ্ঠে বহন করিবে। তদনুসারে প্রলম্ব শ্রীবলদেবকে বহন করিতে লাগিল। এই সুযোগ পাইয়া প্রলম্ব শ্রীবলরামকে পৃষ্ঠে লইয়া নির্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক বহু দূরে গমন করিল। ইহা দেখিয়া শ্রীবলদেব নিজের ভার বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন; তখন প্রলম্ব আসুরিক শরীর ধারণ করিল। শ্রীবলদেব প্রলম্বের মস্তকে দৃঢ় মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিলেন। তাহাতে প্রলম্বাসুর রক্ত বমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। (শ্রীভাঃ ১০।১৮।১৭-২৯)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রলম্বাসুরবধ-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মবাদীদিগের ব্রহ্মতত্ত্বে আস্বাদ নাই অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাযুজ্যরূপ মোক্ষানুসন্ধানটী নিতান্ত আত্মচৌর্য্যরূপ দোষবিশেষ, যেহেতু তাহাতে কিছুমাত্র আনন্দ নাই। তাহাতে জীবেরও কোন লাভ নাই এবং ব্রহ্মেরও কোন প্রকার উদ্দেশ্য সাধন হয় না। ঐ মত বিশ্বাস করিতে গেলে সমস্ত দৃশ্য জগৎকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, ব্রহ্মে সম্পূর্ণ উদাসীনতা আরোপ করিয়া তাঁহার সত্তার প্রতি ক্রমশঃ সংশয় উৎপন্ন হয়, সাবধানে আলোচনা করিলে জীবসত্তার নাস্তিত্ব এবং একটী অমূলক অবিদ্যার কল্পনা করিতে হয় এবং বস্তুতঃ সমস্ত সাধনচেষ্টা ও বিচার নিরর্থক হইয়া পড়ে। ঐ মতটী সময়ে সময়ে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রলম্বাসুররূপে প্রবেশ করতঃ আত্মচৌর্য্যরূপ অনর্থের বিস্তার করে। ইহাই বৈষ্ণবদিগের শ্রীভক্তিতত্ত্বের বাধক প্রতিবন্ধক।"

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্ত্রী-লাম্পট্য, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশারূপ অনর্থকে প্রলম্বাসুরের প্রতীক বলিয়াছেন। 'স্ত্রী বা পুরুষ-সঙ্গ-লাম্পট্য, অর্থলোভ, বিত্ত-চেষ্টা, নিজের সম্মানাদি অভিমান-বৃদ্ধি, জীব পূজা-প্রাপ্তি, প্রতিষ্ঠা-লাভ—এই সমস্তই প্রলম্বরূপ। ইহাদিগকে সাধক নিজ যত্নাগ্রহে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় দূর করিবেন। ইহারা শ্রীনামভজনের মহা-প্রতিকূল। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'মনঃশিক্ষা'য় যে রীতিতে স্ত্রী-লাম্পট্য, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সাধক সেই রীতি অবলম্বন করিয়া নিজ যত্নাগ্রহের সহিত ঐ অনর্থকে দূর হইতে বিদূরিত করিলে শ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাবের উপলব্ধি হইবে।

শ্রীবলভদ্র-প্রভু স্বীয় বাহুদ্বয়ের মুষ্টির দ্বারা মল্লক্রীড়াস্থলে মুষ্টিক ও কূট নামক কংস-নিয়োজিত-মল্লকে বিনষ্ট করেন। (শ্রীভাঃ ১০।৪৪।২৪-২৫)

চাণূর, মুষ্টিক, কূট প্রভৃতি মল্লগণ নাস্তিক্যবাদের প্রতীক কংসের চর। অতএব নাস্তিকতার বিচার হইতে যে দৈহিক বল বা মনোবলকে শ্রেষ্ঠ বলা হয় এবং শ্রুতির "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—এই মন্ত্রের অনর্থ করিয়া 'প্রাকৃত বল'কেই 'বল' বলা হয়, সেই মতবাদরূপ কংসানুচরগুলিকে শ্রীবলভদ্র বিনাশ করিয়া থাকেন। সাধক নিজ যত্নাগ্রহে ঐ মতবাদের সহচরী প্রাকৃত মনোবৃত্তি-সমূহকে হৃদয় হইতে বিদূরিত করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ কংসকে নিহত করিলে কংসের 'ভাই' কঙ্ক, ন্যগ্রোধ প্রভৃতি আট ভ্রাতা কংসের বধ পরিশোধ করিবার জন্য ক্রোধভরে শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে প্রধাবিত হইল। শ্রীবলদেব অস্ত্রের দ্বারা উঁহাদিগকে নিহত করিলেন। শ্রীবলদেব নাস্তিক্যবাদের সমস্ত বন্ধু ও সুহৃদ্গণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। সাধকও শ্রীবলদেব-কৃপায় নিজ যত্নাগ্রহে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি বহুরূপিণী মর্ত্ত্যবুদ্ধি, যাহা নাস্তিক্যবাদের সহচরী, উঁহাদিগকে বিদূরিত করিবেন।

অহঙ্কারী রাজগণ শ্রীবলদেবকে অক্ষক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ অথচ আসক্ত মনে করিয়া শ্রীরুক্মিণীদেবীর ভ্রাতা রুক্মিকে শ্রীবলদেবের সহিত অক্ষক্রীড়ায় নিযুক্ত হইয়া শ্রীবলদেবকে পরাজিত করিবার পরামর্শ প্রদান করিলেন। রুক্মি পরাজিত হইলেও এবং 'শ্রীবলদেব ধর্ম্মানুসারে পণ জয় করিয়াছেন'—এইরূপ 'আকাশ-বাণী' হইলেও শ্রীবলদেবকে উপহাস করিয়া বলিলেন,—"তুমি গোরক্ষক বনচারী, অক্ষক্রীড়া কি জানিবে?" শ্রীবলদেব মুদ্গরের দ্বারা রুক্মিকে সংহার করিয়াছিলেন। (শ্রীভাঃ ১০।৬১।৩৬)

অন্যাভিলাষী তার্কিকগণ রুক্মির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ-শক্তিকে দৈহিক সম্বন্ধে দর্শন করিয়া স্বকপটে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীবলদেব বা শ্রীগুরুদেবকে অক্ষক্রীড়ায় অর্থাৎ বৈষয়িক

কার্য্যে অনিপুণ কল্পনা করিয়া শ্রীমদাচার্য্যপাদপদ্মকে অক্ষক্রীড়ায় টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিবার দুষ্প্রবৃত্তি পোষণ করে এবং শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীমদাচার্য্যপাদপদ্মের দ্বারা অক্ষক্রীড়ায় পুনঃ পুনঃ পরাজিত, এমন কি, তৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার দৈবনির্দ্দেশ প্রাপ্ত হইলেও প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইবার ভয়ে শ্রীবলদেবের জয় স্বীকার করে না। তখন শ্রীবলদেবের দ্বারা ঐরূপ কূটনীতি ও নাস্তিকতার প্রতীক রুক্মির সংহার হয়। শ্রীনামসাধক ঐরূপ কূটনীতি ও নাস্তিকতাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মুষলের দ্বারা স্বীয় হৃদে সংহার করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করিয়াছেন জানিয়া নরকাসুরের সখা 'দ্বিবিদ' নামে এক মহাশক্তিশালী বানর সখার ঋণ শোধ করিবার জন্য গোকুলের নগর, গ্রাম, গোয়ালার অগ্নিপ্রয়োগে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করিল। ঋষিশ্রেষ্ঠগণের আশ্রমের বৃক্ষসকলের উৎপাটন, তথায় মল-মূত্র-পরিত্যাগ এবং যজ্ঞাদি দূষিত করিতে লাগিল। নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্বজনগণের বিদ্বেষই তাহার ধর্ম্ম হইয়া উঠিল। শ্রীবলরাম রৈবতক-পর্ব্বতে রমণীগণের মধ্যে বসিয়া 'বারুণী' পান করিতেছিলেন। ঐ স্থানে শ্রীবলদেবের সম্মুখে নিজ গুহ্য স্থান দেখাইয়া ভ্রূভঙ্গী দ্বারা রমণীগণকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল। শ্রীবলদেব সেই দ্বিবিদকে বধ করেন। (শ্রীভাঃ ১০।৬৭)

দ্বিবিদ এক সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের সখা সুগ্রীবের সেনানায়করূপে শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিয়াছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্রও শ্রীবৈকুণ্ঠ-অভিযানকালে দ্বিবিদকে কলিযুগ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সুগ্রীবের আনুগত্যে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সেবার অভিনয় করিলেও এবং শ্রীবিষ্ণুর পুত্ররূপ (শ্রীবরাহদেবের ঔরসে, পৃথিবীর গর্ভজাত) নরকাসুরের (বাণ, কংস প্রভৃতিরও মিত্র) সহিত মিত্রতা করিলেও শ্রীরামাদি শ্রীরামচন্দ্রের অংশী শ্রীরোহিণী-নন্দনের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করিয়া নিহত হইল। শ্রীবলদেবের এই লীলায় সাধকগণের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবার অভিনয়, এমন কি, বৈষ্ণবের সহিত মিত্রতা করিয়াও যদি অসৎসঙ্গের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া কেহ শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীমদাচার্য্যপাদপদ্মের বিরোধ করে, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বকৃত শত-শত সেবার অভিনয়, সেবানায়কত্ব ও ধর্ম্মবীরত্ব সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়। শ্রীনাম-ভজনকারী সাধক নিজ মঙ্গলার্থে ঐরূপ সেবার অভিনয়কারী অন্যাভিলাষীদিগের সঙ্গ হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিয়া শ্রীবলদেবপ্রভুর কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে হরিভজন করিবেন। পূর্ব্বে যথেষ্ট সেবাবীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াও যদি পরে সেই শ্রীগুরুপাদের অভিন্নস্বরূপের প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধি উপস্থিত হয়, তবে তাহাতে সমস্ত সুকৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

এক সময়ে শ্রীবলদেবপ্রভু শ্রীনৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রোমহর্ষণ উচ্চ ব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, শ্রীবলদেবকে দেখিয়া অভ্যুত্থানাদি কিছুই করিল না। তখন লোকশিক্ষক শ্রীবলদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—

কস্মাদসাবিমান্ বিপ্রানধ্যাস্তে প্রতিলোমজঃ।
ধর্ম্মপালাংস্তথৈবাস্মান্ বধমর্হতি দুর্ম্মতিঃ॥
ঋষের্ভগবতো ভূত্বা শিষ্যোঽধীত্য বহূনি চ।
সেতিহাস-পুরাণানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বশঃ॥
অদান্তস্যাবিনীতস্য বৃথাপণ্ডিতমানিনঃ।
ন গুণায় ভবন্তি স্ম নটস্যেবাজিতাত্মনঃ॥
এতদর্থো হি লোকেঽস্মিন্নবতারো ময়া কৃতঃ।
বধ্যা মে ধর্ম্মধ্বজিনস্তে হি পাতকিনোঽধিকাঃ॥
(শ্রীভাঃ ১০।৭৮।২৪-২৭)

প্রতিলোমজাত এই রোমহর্ষণ এই সমস্ত বিপ্রগণকে ও ধর্ম্মপালক আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া ব্যাস উচ্চাসনে উপবেশন করিয়াছে, সেই অপরাধে এই দুর্ম্মতি নিশ্চয়ই বধযোগ্যরূপে গণ্য হইতেছে। ভগবান্ শ্রীব্যাসদেবের শিষ্য হইয়া বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যেহেতু এই ব্যক্তি দম, বিনয় ও জিতেন্দ্রিয়তাবর্জ্জিত ও বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমানগ্রস্ত হইয়াছে, সেইজন্য ইহার অধীত ইতিহাস-পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রসকল নটের অধীত শাস্ত্রাদির ন্যায় কোনরূপ গুণেরই উৎপাদক না হইয়া কেবল জীবিকা-নির্ব্বাহাদি কার্য্যের নিমিত্তমাত্রই হইয়াছে। আমি এরূপ ধর্ম্মধ্বজিগণের দমনার্থই ইহলোকে অবতীর্ণ হইয়াছি। ইহারা বিশেষভাবে আমার বধযোগ্য, যেহেতু সাক্ষাৎ পাপরত ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও ইহারা অধিক পাপানুষ্ঠান করিয়া থাকে।

যদি কেহ নিজেকে বক্তা, পাঠক, কর্ত্তা, এমন কি সদ্গুরুর শিষ্য বিবেচনা করিয়াও শ্রীমদাচার্য্যপাদপদ্মের সম্মান না করে, তবে সেইরূপ পাষণ্ডিগণকে শ্রীবলদেব সংহার করিয়া

থাকেন। সাধকগণ সর্ব্বাগ্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা-কামনারূপ অনর্থকে শ্রীবলদেবের কৃপায় নিজ-হৃদয় হইতে দূরে রাখিবেন।

দ্বিবিদ পূর্ব্বে বনবাসীর পূয, রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র, সুরা ও মাংস বর্ষণ করিয়া ঋষিগণের যজ্ঞ দূষিত করিত। শ্রীবলদেব হল ও মুষলের দ্বারা ঐ বানরকে বিনষ্ট করেন।

যাহারা নানাপ্রকার কুৎসিৎ অত্যাচার করিয়া শুদ্ধ কীর্ত্তনযজ্ঞের বাধা সৃষ্টি করে, শ্রীবলদেব তাহাদিগকে হল ও মুষলের দ্বারা বিনাশ করিয়া থাকেন। হৃদয়ে অন্যাভিলাষ ও কপটতাদি অনর্থ থাকিলে আমরা শ্রীশ্রীনামসংকীর্ত্তনযজ্ঞকে নানাভাবে উদ্বেগ প্রদান করিতে বাধ্য হই। আমাদের সাধক জীব হৃদয়ে শ্রীবলদেবের কৃপায় ঐসকল অন্যাভিলাষ ও অনর্থ হৃদয় হইতে বিদূরিত করিবেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন,—শ্রীবলদেব প্রভু কৃপাপূর্ব্বক হলচালনা করিয়া জীবের হৃদয়ক্ষেত্রকে কর্ষণ করিলেই দুর্ব্বারণীয় অন্যাভিলাষরাশি বিদূরিত এবং তথায় শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-বাঞ্ছাঙ্কুর প্রকাশিত হইতে পারে। প্রাবৃট্‌কালে শ্রীবলদেব প্রভু আবির্ভূত হইয়া জীবের হৃদয়ক্ষেত্রে হলচালনাপূর্ব্বক প্রচুর কৃপাবারি বর্ষণ ও ভক্তিলতাবীজ রোপণ করিয়া থাকেন; তাহাতে জীব-হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিরূপ শ্রাবণ-শস্যের উদ্গম হয়।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যপ্রভু-বিরচিত "শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী" গ্রন্থ সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রথম পদ্যানুবাদ-গ্রন্থ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীরামানন্দ বসুর পিতামহ গুণরাজ-খান-উপাধিক শ্রীমালাধর বসু "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" নামে ১৩৯৫-১৪০২ শকাব্দায় অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৪৭৩-১৪৮০ সালে শ্রীমদ্ভাগবতের এক পদ্যানুবাদ-গ্রন্থ রচনা করেন। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং ঐ গ্রন্থ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া ৪০১ শ্রীচৈতন্যাব্দে অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র শেষ তিন স্কন্ধের পদ্যময় সারানুবাদ, উহা আক্ষরিক অনুবাদ নহে; কিন্তু শ্রীভাগবতাচার্য্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ। ১ম-৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সারানুবাদ হইলেও শেষ তিন স্কন্ধের আক্ষরিক অনুবাদ বলা যাইতে পারে। প্রথম নব স্কন্ধের সারানুবাদের মধ্যেও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য এইরূপ অদ্ভুত নৈপুণ্যের সহিত নিবদ্ধ হইয়াছে যে, তাহা পাঠ করিলে সংস্কৃত-ভাষায় অজ্ঞ ব্যক্তিও শ্রীমদ্ভাগবতের মূল তাৎপর্য্য ও রহস্য অবগত হইতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রত্যেক স্কন্ধের মূল শ্লোক ও শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যপ্রভুর পদ্যানুবাদ উদ্ধৃত হইতেছে।

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥
(শ্রীভাঃ ১।১।৩)

নিগমকল্পতরু-বিগলিত ফল।
শুকমুখে পতিত অমৃত-মধুতর॥
ক্ষিতিতলে নিপতিত ভাগবত নাম।
পিয় হে ভাবুক আই রসিক সুজন॥

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥
(শ্রীভাঃ ২।৩।২০)

গর্ত্ত-তুল্য তার দুই শ্রবণ-বিবর।
কেশবচরিত্র যার নহিল গোচর॥
যে জিহ্বায় গোবিন্দমহিমা নাহি গায়।
ভেক-জিহ্বা সদৃশ সে কিবা ফল তায়॥

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥
(শ্রীভাঃ ৩।৩৩।৭)

যাহার জিহ্বায় নাম দৈবতে তোমার।
জাতি বা সবার শ্রেষ্ঠ যদি বা চণ্ডাল॥
সর্ব্বতপ সর্ব্বযজ্ঞ সর্ব্বতীর্থস্নান।
সর্ব্ববেদ পড়িল সেই সে মতিমান্॥

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে॥
(শ্রীভাঃ ৪।৩।২৩)

বসুদেব নাম সত্ত্ব বিশুদ্ধ বিজ্ঞান।
তাহাতে পরম ব্রহ্ম বৈসে ভগবান্॥
সেই বাসুদেব নাম করিতে চিন্তন।
শরীরে প্রণাম করি কোন প্রয়োজন॥

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥
(শ্রীভাঃ ৫।১২।১২)

শুন, রহূগণ তত্ত্ব কহিব তোমারে।
তপ যোগ যজ্ঞ করি না পাই তাঁহারে॥
দান ব্রত গৃহত্যাগ সন্ন্যাস বিধানে।
অগ্নি জল সূর্য্য সেবা তীর্থ পর্য্যটনে॥
সাধুজন-পদরজ অভিষেক বিনে।
সে কৃষ্ণ না পাই যাগ বিবিধ বিধানে॥

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্মণি যুজ্যমানঃ॥
(শ্রীভাঃ ৬।৩।২৫)

যত যত মহাজন প্রায় বেদ-জড়।
বিষ্ণুমায়া-বিমোহিত সে-সকল নর॥
অতএব আমি মহাকর্ম্মপরায়ণ।
মধু-পুষ্প-সম ফল কর্ম্ম আরোহণ॥

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্॥
(শ্রীভাঃ ৭।৫।৩০)

এই ঘোর গৃহ-কীট সংকল্প যেখানে।
অবিজিতেন্দ্রিয় জনার দুয়ারে গোয়ানে॥
চর্ব্বিত চর্ব্বণ করে বাঁধিয়ে বিষয়।
কৃষ্ণপদে তার চিত্ত কোন কালে নয়॥

জন্মকর্মবয়োরূপবিদ্যৈশ্বর্য্যধনাদিভিঃ।
যদ্যস্য ন ভবেৎ স্তম্ভস্তত্রায়ং মদনুগ্রহঃ॥
মানস্তম্ভনিমিত্তানাং জন্মাদীনাং সমন্ততঃ।
সর্ব্বশ্রেয়ঃপ্রতীপানাং হন্ত মুহ্যেত মৎপরঃ॥
(শ্রীভাঃ ৮।২২।২৬-২৭)

আমি যারে অনুগ্রহ করি।
তার ধননাশ করি,　　বান্ধব বিচ্ছেদ করি,
সেই যায় ভবকূপ তরি॥
ধনমদ হয় যার,　　তার বাড়ে অহঙ্কার,
সেহ কিছু তত্ত্ব নাহি মানে।
যে পুন আমার দাস,　　তার করি মদ নাশ,
তারে দণ্ড করি সে কারণে॥
যারে অনুগ্রহ করি,　　তার ধন পুত্র হরি,
সেই জন বান্ধব আমার।

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥
(শ্রীভাঃ ৯।৪।১৮-২০)

কৃষ্ণপদযুগে মন কৈল নিয়োজনে।
হরিগুণ বিনে আন না কহে বদনে॥
করযুগে করে কৃষ্ণ মার্জ্জন লেপনে।
হরিকথা বিনে আর না শুনে শ্রবণে॥
দুই চক্ষে দেখে সদা মুকুন্দ-মন্দিরে।
ভকত-শরীর সদা পরশে শরীরে॥
গোবিন্দ-চরণ-শ্রীতুলসী আঘ্রাণ।
তাহা বিনে নাসিকায় না জানিল আন॥
মুকুন্দ-নৈবেদ্য অন্নপান উপহার।
তাহা বিনে রসনায় না সেবিল আর॥
পদযুগে কৈল হরিক্ষেত্র পর্য্যটন।
নিরবধি করে শিরে চরণ বন্দন॥
গন্ধমাল্য মাধবের দাস্যভাবে পরে।
সুখভোগ-হেতু কিছু বিলাস না করে॥
নিরবধি উত্তম-শ্লোকের জনে মতি।
কভু অন্য চিত্ত না চিন্তিল নরপতি॥

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্ ।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥
(শ্রীভাঃ ১০।৪৭।৬১)

বৃন্দাবনে যত আছে গুল্মলতাগণে ।
গোপীর চরণ-ধূলি করয়ে সেবনে ।
তৃণ এক হয়া জন্ম হউ মোর তাথে ।
পরম গোপীর শক্তি কোন মতে ॥
স্বজন বান্ধব আর্য্যকুল ধর্ম্ম ছাড়ি ।
ভজিল মুকুন্দপদ দৃঢ় ভক্তি করি ॥
যে পদবী অন্বেষণ করে শ্রুতিগণে ।
হেন কৃষ্ণপদ গোপী লভিল আপনে ॥

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥
স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥
(শ্রীভাঃ ১১।৫।৪১-৪২)

দেব ঋষি পিতৃগণ না হয় অধীন ।
না হয় কিঙ্কর কারো না থাকয়ে ঋণ ॥
সর্ব্বধর্ম্ম পরিহরি ভেজি সর্ব্বকর্ম্ম ।
সর্ব্বভাবে সেবে যেবা মুকুন্দ-শরণ ॥
নিজ চরণারবিন্দ ভজিতে ভজন ।
সর্ব্বধর্ম্ম পরিহরি যে করে চিন্তন ॥
তার মধ্যে দৈবযোগে কায় কদাচিত ।
কোনমতে হয় যদি বিকর্ম্ম উদিত ॥
হৃদয়ে প্রবেশ করি আপনে শ্রীহরি ।
সর্ব্বপাপ হরে তার নিজ কৃপা করি ॥

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য ।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য ॥
(শ্রীভাঃ ১২।৪।৪০)

দুস্তর সংসার ঘোর সাগর তরিতে ।
অন্যধনে যদি বাঞ্ছা হয় কার চিতে ॥
আন নৌকা নাহি কৃষ্ণকথা-রস বিনে ।
বহুবিধ দুঃখ দূর হবে তারণে ॥

'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' গ্রন্থে 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র ১০ম, ১১শ ও ১২শ স্কন্ধের মূলের অধ্যায়-সংখ্যা যথাযথভাবে রক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু অপর স্কন্ধ-সমূহের অধ্যায়-সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের মূলে ১৯টী অধ্যায়, কিন্তু তৎস্থলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতে মাত্র ৩ অধ্যায়, ২য় স্কন্ধের ১০ অধ্যায়ের স্থলে ২ অধ্যায়, ৩য় স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ের স্থলে ৮ অধ্যায়, ৪র্থ স্কন্ধের ৩১ অধ্যায়ের স্থলে ৮ অধ্যায়, ৫ম স্কন্ধের ২৬ অধ্যায়ের স্থলে ৮ অধ্যায়, ৬ষ্ঠ স্কন্ধের ১৯ অধ্যায়ের স্থলে ৩ অধ্যায়, ৭ম স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের স্থলে ৫ অধ্যায়, ৮ম স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ের স্থলে ৫ অধ্যায় এবং ৯ম স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ের স্থলে ৪ অধ্যায়। ১০ম; ১১শ ও ১২শ স্কন্ধের অধ্যায়-সংখ্যা মূল শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় যথাক্রমে ৯০, ৩১ ও ১৩টিই আছে।

'শ্রীভাগবতাচার্য্য' শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত উপাধি বা পদবী। ইঁহার নাম—শ্রীরঘুনাথ পণ্ডিত। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী গ্রন্থের ভণিতায় দৃষ্ট হয়—

"কৃষ্ণ-গুণ-কথা ভাই শুন সাবধানে ।
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী রঘুনাথ-গানে ॥"
(১ম স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়)

"রঘুনাথ পণ্ডিতের মধুর বাণী ।
গীতছন্দে কহি কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী ॥"
(১০ম স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়)

ব্রাহ্মণ কুমার শ্রীরঘুনাথ অতি বাল্যকাল হইতেই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে শ্রদ্ধা ও শুদ্ধ ভাগবতগণের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর রামকেলি গ্রামে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনকে কৃপা করিয়া শান্তিপুরে কয়েকদিন অবস্থান-পূর্ব্বক কুমারহট্ট ও পানিহাটী হইয়া বরাহনগরে শ্রীরঘুনাথের ভবনে পদার্পণ করেন। শ্রীল রঘুনাথ একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইয়াই শ্রীপাদের আতিথ্য-সৎকার করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুও প্রেমাবিষ্ট হইয়া রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত প্রেমানন্দে নৃত্য ও শ্রীরঘুনাথের গুণ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে "ভাগবতাচার্য্য" উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয়—

তবে প্রভু আইলেন বরাহ-নগরে।
মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি' ভাগবত লাগিলা পড়িতে॥
শুনিয়া তাহান ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥
'বল বল' বলে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায়॥
সেই বিপ্র পড়ে পরানন্দে মত্ত হৈয়া।
প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া॥
ভক্তির মহিমা-শ্লোক শুনিতে শুনিতে।
পুনঃ পুনঃ আছাড় পড়েন পৃথিবীতে॥
হেন সে করেন প্রভু প্রেমের প্রকাশ।
আছাড় দেখিতে সর্ব্বলোকে পায় ত্রাস॥
এই মত রাত্রি তিন প্রহর-অবধি।
ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণনিধি॥
বাহ্য পাই বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
সন্তোষে বিপ্রেরে করিলেন আলিঙ্গন॥
প্রভু বলে,—"ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে॥
এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য্য'।
ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য॥"
বিপ্র প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি'।
সবে করিলেন মহা-হরি-হরি-ধ্বনি॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৫।১১০-১২১)

শ্রীমহাপ্রভু যাঁহাকে শ্রীভাগবতাচার্য্য-পদবী প্রদান করেন, তিনি যে কিরূপ পণ্ডিত তাহা সহজেই অনুমেয়। বিদ্যানগরের দেবানন্দ পণ্ডিত সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ তদানীন্তন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও শ্রীমদ্ ভাগবতের আচার্য্য ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই দেবানন্দ শ্রীমদ্ভাগবতের অদ্বিতীয় ব্যাখ্যাতা ও আচার্য্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন; তথাপি শ্রীমহাপ্রভু সেই দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যা কুসিদ্ধান্তপর বলিয়া ক্রোধলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর শ্রীরঘুনাথকে 'শ্রীভাগবতাচার্য্য' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই শ্রীল রঘুনাথ বিদ্বৈষ্ণবসভায় 'ভাগবতাচার্য্য'-নামে সুপরিচিত হন। শ্রীভাগবতাচার্য্য শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য, ইহা তিনি তাঁহার গ্রন্থে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছেন,—

"পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীগদাধর নামে।
যাহার মহিমা ঘোষে এ তিন ভুবনে॥
কলিকালে কৃপাতে করিলা অবতার।
অশেষ পাতকী জীব করিতে উদ্ধার॥
বৈকুণ্ঠনায়ক কৃষ্ণচৈতন্য-মূরতি।
তাঁহার অভিন্ন তনু সহজ শকতি॥
মোর ইষ্টদেব গুরু সে দুই চরণ।
যেই ধন থাকে মোর সেই সে জীবন॥"
(প্রেমতরঙ্গিণী, ১ম স্কঃ ১ম অঃ)

গ্রন্থের প্রারম্ভে সংস্কৃত মঙ্গলাচরণেও শ্রীভাগবতাচার্য্যপ্রভু নিজ-গুরুদেব শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর বন্দনা ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য বৈশদ্যরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

বন্দে নিত্যমনন্তভক্তিনিবহৈঃ ভক্তপ্রিয়ং সদ্গুরুম্
শ্রীমচ্ছ্রীলগদাধরং দ্বিজবরং কৃত্যৈককরুণাকৃতিম্।
শ্রীমদ্ভাগবতং বিলোক্য রুচিরাং ভক্তিপ্রদাং শ্রীহরৌ
কুর্ব্বে কৃষ্ণচরিত্রপদ্যরচনাং বৈষ্ণবানাং মুদে॥ ১॥
এষা ভাগবতী গদাধরপদাম্ভোজৈকসম্ভাবিতা,
সর্ব্বৌঘাঘবিনাশিনী প্রতিজনপ্রাণামৃতস্যন্দিনী।
নানাবর্ণনয়াতিভাতিবিবুধাহৃতা গভীরাশয়া,
কৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী হরতু বঃ সন্তাপমন্তর্বহিঃ॥ ২॥
শ্রীমদ্ভাগবতাব্ধিনির্মথিতং পীযূষসম্বোধিনী
বর্ণৈরেব বিনির্ম্মিতা স্বপতেঃ শ্রীমৎপদাম্ভোরুহাৎ।
শ্রোত্রৈঃ কৃষ্ণ-গুণানুকীর্ত্তনপরানালোক্য সজ্জনানাং
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী বিজয়তে ভাগবতোল্লাসিনী॥ ৩॥
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যৈঃ প্রেমভক্তিবিবৃদ্ধয়ে।
গীয়তে পরমানন্দং শ্রীগোবিন্দকথামৃতম্॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমদ্গদাধর-শাখা-বর্ণনে শ্রীভাগবতাচার্য্যপ্রভুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন—

শ্রীগদাধরপণ্ডিত-উপশাখা মহোত্তম।
তাঁর শাখাগণ কিছু করি যে গণন॥
শাখাশ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবতাচার্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১২।৭৮-৭৯)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি ১০ম পরিচ্ছেদে ১১৩-১১৪শ সংখ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ শাখা-বর্ণন-প্রসঙ্গেও শ্রীভাগবতাচার্য্য প্রভুর নাম উল্লেখ আছে। শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র ২০৩ সংখ্যায় 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'-রচয়িতা শ্রীগৌরাঙ্গের অত্যন্ত প্রিয় শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য প্রভুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—

নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ॥

'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা' ১৪৯৮ শকে অর্থাৎ ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। প্রেমতরঙ্গিণীর শ্লোকের সংখ্যা প্রায় ২০,০০০। আধুনিক প্রাকৃত সাহিত্যিকগণও একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন,—"যে-সকল গুণ থাকিলে অনুবাদ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, ইহাতে তাহার সকলগুলিই পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠক ইহাতে মূল-গ্রন্থপাঠে অভিলষিত ফল-লাভে চরিতার্থ হইবেন। অধিকন্তু স্বামিপাদ ও গোস্বামিদিগের ব্যাখ্যায় অনভিব্যক্ত অনেক তত্ত্বই এই অনুবাদে সন্নিবিষ্ট। গ্রন্থের ভাষা সরল, মনোজ্ঞ ও প্রাঞ্জল।"

অন্য এক সাহিত্যিক লিখিয়াছেন,—"চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীভাগবতাচার্য্য ভাগবতের পদ্যানুবাদে যেরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, অদ্যাপি সে চিত্র দুর্লভ।"

আর একজন সাহিত্যিক লিখিয়াছেন,—"প্রাচীন অনেক 'মৌলিক' কবি ভাগবতাচার্য্যের মত ভাষা-জ্ঞান ও সূক্ষ্ম ছন্দ-বোধ পাইলে বর্ত্তাইয়া যাইতেন।"

গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণীর যে প্রচুর আদর ছিল, তাহা তৎপরবর্ত্তিকালের বৈষ্ণবসাহিত্য হইতেও সংগ্রহ করা যায়। শ্রীযদুনন্দনদাস লিখিয়াছেন,—

বন্দে ভাগবতাচার্য্যং গৌরাঙ্গপ্রিয়পার্ষদম্।
যেনাকারি মহাগ্রন্থো নাম্না প্রেমতরঙ্গিণী।

শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীভক্তিরত্নাকরের ১ম তরঙ্গে ভাগবতাচার্য্যকে ৬৪ মহান্তের অন্যতম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন,—

ভাগবতাচার্য্য, বাণীনাথ ব্রহ্মচারী।
চৈতন্যদাসাদি ভক্তি অধিকারী॥
(শ্রীভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ ৪০৬)

কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠে গঙ্গার তীরে বরাহনগরের মালীপাড়া-পল্লীতে শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যপ্রভুর শ্রীপাট অবস্থিত। শ্রীপাটে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণবিগ্রহ বিরাজিত। নিকটেই একটী ক্ষুদ্র কুটীর। কিংবদন্তী, এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথের নিকট শ্রীভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীপাটের গৃহগুলি জীর্ণপ্রায় সংস্কারবিহীন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা ইংরেজী ১৯২৫ সালের ২৯শে জানুয়ারী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে শ্রীগৌড়ীয়মণ্ডল-পরিক্রমাকালে এই স্থানের দর্শনসৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। এখন এই স্থানের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে; এমন কি, শ্রীমদ্ভাগবতের শুদ্ধ সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তে অনেক নব্য বিরুদ্ধমতের আবির্ভাব হইয়াছে, শুনিতে পাওয়া যায়। সকলই শ্রীভগবদিচ্ছা। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীভাগবতাচার্য্যপ্রভু ও শ্রীভাগবতাচার্য্য-পাঠ-সম্বন্ধে তাঁহার শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকায় (৯ম বর্ষ, ১২ সংখ্যা; ইং ১৮৯৮) এইরূপ লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণগণ ও গৌরগণ বিচার করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, শ্রীরাধিকার শ্যাম-মঞ্জরীনাম্নী সখী গৌরাবতারে ভাগবতাচার্য্য। কৃষ্ণলীলায় শ্যামমঞ্জরী শ্রীরাধাকৃষ্ণকে কৃষ্ণগান অর্থাৎ কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করাইতেন। তিনিই গৌরলীলায় ভাগবতাচার্য্য হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীভাগবত শ্রবণ করাইয়া নিজ-সেবা সম্পন্ন করিয়াছেন। কৃষ্ণ-লীলায় শ্রীরাধা তাঁহাকে ঐ সেবা দান করেন। গৌরলীলায় শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী তাঁহাকে স্বীয় শাখায় লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের যথাযোগ্য সেবা দান করিয়াছিলেন। সেবার লক্ষণ এই যে, যখন শ্রীগৌরাঙ্গ সপার্ষদে বরাহনগরে তাঁহার কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন তখন পাদ্য-অর্ঘাদি-দান-সেবা অবলম্বন না করিয়া ভাগবতাচার্য্য স্বীয় নিত্য সেবা যে ভাগবত-পাঠ তাহাই করিতে লাগিলেন। সখীদিগের শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবাই কর্ত্তব্য, ইহাই এই লীলায় প্রদর্শিত হইল।"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যেরূপ জগতে তাঁর "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" গ্রন্থের প্রকাশ করেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী গ্রন্থও জগতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সময়ে সেই গ্রন্থ অতিশয় দুর্লভ ও লিপিকারের

নানাপ্রকার ভ্রম-প্রমাদ পরিপূর্ণ ছিল। তিনি সজ্জন-তোষণী'তে লিখিয়াছেন,—

"শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য-কৃত কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণীনামা পুস্তিকা অতিশয় দুর্লভ। আমাদের নিকটে তাহার যে একটি প্রতিলিপি আছে, তাহা লিপিকারের ভ্রমে পরিপূর্ণ, অনেকস্থলে অর্থ-বোধ হয় না। যদি কোন মহাত্মার নিকট আর একখানি প্রতিলিপি থাকে, তবে তাহা কৃপা করিয়া আমাদিগকে দিলে আমরা ঐ গ্রন্থের একটা বিচার করিতে পারি। আমরা কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক বৈষ্ণবগণকে জানাইতেছি যে, তাঁহারা এবিষয়ে আমাদের প্রতি একটু কৃপা-কটাক্ষ করেন।"

বর্ত্তমান গৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীশ্রীল ঠাকুরের সেই মনোহভীষ্ট পরিপূরণকল্পে শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন কলেবর গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীগৌরপার্ষদ-কৃত শ্রীগৌরবিহিত দুইটি সুপ্রাচীন পদ্যানুবাদ (শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী) নিজ সম্পাদনে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় শ্রীগৌরলীলার দুইটি উৎকৃষ্ট সুপ্রাচীন গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণলীলার পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ও ভক্তগণের নিত্য পাঠ্য ও আস্বাদ্য।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-প্রচার

অজ্ঞান-লোকোদ্ধারবিধানের জন্য প্রচারকবর ত্রিদণ্ডিপাদপ্রবর শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ গত ২২শে ও ২৩শে জুলাই অপরাহ্ন ৭ ঘটিকায় নিউ-দিল্লীর টাউন-হলে ও আলকটোরা ময়দানে যথাক্রমে World crisis & its solution (বিশ্ব-সমস্যা ও উহার সমাধান) এবং "সনাতনধর্ম" সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। মিঃ ডি, এম্, সুন্দরম্ ও রায়বাহাদুর এস্, কে, সেন গোস্বামীজীর শ্রীমুখে শ্রৌতবাণী শ্রবণাভিলাষে ও সাধারণ শিক্ষিত সমাজকে আকর্ষণের উদ্দেশে সভার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। সংবাদ ও বঙ্গ-পত্রিকা লিখেন গোস্বামীজীর ত্রিলোকপাবনী শ্রৌতবাণী-গঙ্গাধারা শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রকেই সঞ্জীবিত করিয়াছে।

শ্রীল গোস্বামী মহারাজ শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম দর্শন করিয়া তৎপরে শ্রীধাম শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। এলাহাবাদে 'হিন্দু-সাহিত্য-সম্মিলন-হলে' ও 'আনন্দ-ভবনে' গত ২৪শে ও ২৫শে জুলাই অপরাহ্নে শ্রীল গোস্বামী মহারাজ "Religion Formal & Practical" ও "Sanatan Dharma" সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় দুইটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ রণেন্দ্রনাথ এ্যাড্‌ভোকেট ও যুক্তপ্রদেশের এ্যাড্‌ভোকেট-জেনারেল ডক্টর নারায়ণপ্রসাদ আস্থানা যথাক্রমে শ্রীগোস্বামীজীর শ্রৌতবাণী-শ্রবণপিপাসু হইয়া উক্ত অধিবেশনদ্বয়ের সভাপতিত্ব করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কাশীতে 'শ্রীসনাতন-শিক্ষা'র বাণী প্রচার করিতেছেন।

শ্রীল গোস্বামী মহারাজের প্রচারবার্ত্তা পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের অনেক দৈনিক পত্রসমূহে প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমদ্ভাগবতোৎসব উপলক্ষে বাগবাজার শ্রীসারস্বত-শ্রবণসদনে অনর্গল শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব-পঞ্জী

[১৮ই শ্রাবণ, ৩রা আগষ্ট হইতে ১৯শে ভাদ্র, ৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত]

১৮ই শ্রাবণ, ৩রা আগষ্ট, রবিবার—শ্রীপবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস।

১৯শে শ্রাবণ, ৪ঠা আগষ্ট, সোমবার—শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর বিরহ উৎসব। শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণোৎসব।

২২শে শ্রাবণ, ৭ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার—শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাবোৎসব।

৩০শে শ্রাবণ, ১৫ই আগষ্ট, শুক্রবার—শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস।

৩১শে শ্রাবণ, ১৬ই আগষ্ট, শনিবার—শ্রীনন্দোৎসব।

১লা ভাদ্র, ১৮ই আগষ্ট, সোমবার—শ্রীঅন্নদা একাদশীর উপবাস।

১০ই ভাদ্র, ২৭শে আগষ্ট, বুধবার—গৌড়ীয়মিশনের আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব ও শ্রীমদ্বৈষ্ণব-পতি শ্রীগৌড়েশ্বরের অর্চ্চন।

১২ই ভাদ্র, ২৯শে আগষ্ট, শুক্রবার—শ্রীললিতা সপ্তমী।

১৪ই ভাদ্র, ৩১শে আগষ্ট, রবিবার—শ্রীরাধাষ্টমী-ব্রত।

১৬ই ভাদ্র, ২রা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার—শ্রীপার্শ্বৈকাদশী ও শ্রীপদ্মা-একাদশীর উপবাস। শ্রীশ্রীশ্রবণা-দ্বাদশীর উপবাস ও শ্রীবামনদ্বাদশী ব্রত।

১৭ই ভাদ্র, ৩রা সেপ্টেম্বর, বুধবার—গৌড়ীয়মিশনের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবশতক-বর্ষ-পূর্ত্তি-প্রকটমহোৎসব। সাধারণ মহা-মহোৎসব।

১৮ই ভাদ্র, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার—শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব ও শ্রীঅনন্তচতুর্দ্দশী-ব্রত।

১৯শে ভাদ্র, ৫ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার—শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব ও শ্রীভাগবত-মহোৎসব। প্রোষ্ঠপদী পৌর্ণমাসী। সংকীর্ত্তনোৎসব-পূর্ত্তি।

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান *

উষঃকালে—মঙ্গলারাত্রিক ও মঙ্গলোদয়-সংকীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ, ভক্তিগ্রন্থ-ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন

মধ্যাহ্নে—ভোগারাত্রিক-সংকীর্ত্তন ও শ্রীমহাপ্রসাদ-সম্মান।

অপরাহ্ণে—ভক্তিগ্রন্থালোচনা, ইষ্টগোষ্ঠী ও সদাচার-শিক্ষা।

সন্ধ্যায়—সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ব্যাখ্যা বা পরমার্থ-বিবৃতিনী বক্তৃতা।

রাত্রিতে—সংকীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ-সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী।

---

* দৈবাদুর্য্যোগে ও উপবাস-দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তন-যোগ্য।

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব

উপলক্ষে

[১৮ই শ্রাবণ (১৩৪৮), ৩রা আগষ্ট (১৯৪১) হইতে ১৯শে ভাদ্র, ৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত]

বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

তারিখ—২৫শে শ্রাবণ (১০ই আগষ্ট) রবিবার অপরাহ্ণ ৩। ঘটিকার সময় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইবেন।

পথ—কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, আপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, ষ্ট্রাণ্ড রোড, নিমতলা ষ্ট্রীট, জোড়াবাগান ষ্ট্রীট, [illegible] ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, আপার চিৎপুর রোড, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, [illegible]-বোস ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়

☞ আগামী ৩২শে শ্রাবণ, ১৭ই আগষ্ট, রবিবার বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে পুনরায় নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভাগবতোৎসব-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমার্থ-সাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীচৈতন্যচন্দ্র [illegible]
'নিত্য' [illegible]

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৪শে শ্রাবণ, ১৩৪৮; ৯ই আগষ্ট, ১৯৪১ { ৩য় সংখ্যা।

"শ্রীনাম বিনা কিছু নাহিক আর, চৌদ্দভুবন মাঝে"

দেবীধামের নিম্নভাগে সপ্তলোক ও ঊর্দ্ধে সপ্তলোক। নিম্নভাগে (১) অতল, (২) বিতল, (৩) সুতল, (৪) তলাতল, (৫) মহাতল, (৬) পাতাল ও (৭) রসাতল এবং ঊর্দ্ধভাগে (১) ভূঃ, (২) ভুবঃ, (৩) স্ব, (৪) মহঃ, (৫) জন, (৬) তপঃ ও (৭) সত্য-লোক। এই দেবীধামেই সত্যলোক পর্য্যন্ত চৌদ্দভুবন বিরাজিত। শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥
(গীঃ ৮।১৬)

হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত লোক বা লোকবাসীই পুনরাবর্ত্তনশীল অর্থাৎ তাঁহাদের পুনর্জন্ম সম্ভব। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে আশ্রয় করিলে পুনর্জন্ম হয় না।

চতুর্দ্দশ ভুবনের প্রত্যেকটীই ভয়াদিসঙ্কুল। সত্যলোক বা ব্রহ্মার লোক চতুর্দ্দশ ভুবনের শেষভাগে অবস্থিত এবং তাহা দেবীধামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক হইলেও তথায় ব্রহ্মা দৈত্যভয়ে ভীত হন। ব্রহ্মার আয়ু দ্বিপরার্দ্ধকাল, তথাপি তাঁহাকে কালভয়ে ভীত হইতে দেখা যায়। স্বর্গলোকে যে সুখ, তাহা অপেক্ষাও মহর্লোকে কোটিগুণ অধিক সুখ। আবার জনলোকে মহর্লোক অপেক্ষা অধিক সুখ। তদপেক্ষা তপোলোকে কোটিগুণ অধিক সুখ। আবার তাহা অপেক্ষা সত্যলোকে অধিক সুখ; তথাপি সেখানেও দৈত্যভয় ও যমভয় আছে। রসাতল হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত চৌদ্দভুবনের প্রত্যেক প্রাণীই নানাভাবে ও নানা আকারে সুখের অনুসন্ধান করিতেছে। শত-শত জন্মকৃত [illegible] স্বধর্মের দ্বারা সত্যলোক লাভ করিয়াও সত্যলোকবাসিগণ পর্য্যন্ত নিত্য অখণ্ড আনন্দ বা পরা শান্তির কামনা করেন। ঊর্দ্ধ

সপ্তলোকের শেষ সীমায় সত্যলোকেও যখন শ্রীহরিভক্তির আশ্রয়-ব্যতীত নিস্তার নাই, দৈন্যতা ও মমতা হইতে নিষ্কৃতি নাই, তখন উক্ত সপ্তলোকের সর্ব্ব নিম্নে অবস্থিত ভূর্লোকে যাহা মনুষ্যের আবাস-স্থান, তথায় চিরশান্তির আশা করা বৃথা।

মনুষ্য মোহগ্রস্ত হইয়াই সুখের রঙিন স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। অজ্ঞান শিশুও নৈসর্গিকভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা করে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতিকূলতা উপস্থিত হইলে ক্রন্দনাদির দ্বারা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমুহূর্ত্তেই অধিকতর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সুখের আশা পোষণ করিয়া থাকে। বাল্যকালে কোথায় কি আমোদ, প্রমোদ, ক্রীড়া-কৌতুক, উত্তম ভোজন প্রভৃতি পাওয়া যাইবে, তজ্জন্য উৎকণ্ঠা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সময় সময় শারীরিক বা পারিপার্শ্বিক নানাপ্রকার বিঘ্ন আসিয়া সেই সুখানুসন্ধানে বাধা প্রদান করে। বিদ্যাভ্যাসকালে যাহার বিদ্যাশিক্ষার প্রতি রুচি নাই, সেই বালক-বালিকা কবে এই দুঃখময় জীবনের অবসান হইবে, এইরূপ আশাপথের দিকে তাকাইয়া থাকে। আবার যে বালক-বালিকার বিদ্যাভ্যাসে অনুরাগ পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ উহাতেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভ হয়, তাহারা কিরূপে অধিক সম্মান বা প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, সেই আশার পাথেয় লইয়া উত্তরোত্তর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পথে অভিযান করে। বিদ্যার্জ্জনের পর কর্ম্মকারী আপনার বিদ্যার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া কি করিয়া অধিক অর্থ সংগ্রহ, সম্মান ও প্রতিষ্ঠাতেই নানাভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে এবং বিবাহাদি করিয়া সুখময় জীবন যাপন করিবে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণের সুখমনোহর স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে নানাপ্রকার আধি, ব্যাধি, দৈবদুর্ব্বিপাকের আবর্ত্তে পতিত হইয়াও উত্তরোত্তর ইন্দ্রিয়তর্পণেরই স্বপ্ন-প্রহেলিকায় প্রধাবিত হইয়া থাকে। দেখিতে দেখিতে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। নানারোগ-গ্রস্ত, এমন কি, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলেও তন্মধ্যেও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কোন-না-কোনরূপ আশায় পাইবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হয়। "জনম মরণ জরা, এ সংসারে আছে ভরা"—ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও এবং সময় সময় অনুভব করিয়াও এই অসার জগৎকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। কখনও কখনও মনে হয়, যদি চিরদিন চিরযৌবন রক্ষিত হইত, যদি এই জগতে পরিবর্ত্তনশীলতা, আধি, ব্যাধি, দৈবদুর্ব্বিপাকাদি না থাকিত, তবে বড়ই ভাল হইত অর্থাৎ "ভোগ যদি থাকা, থাকা যদি ভোগ"—এই জড়ের মধ্যেই চিরকাল আবদ্ধ থাকিবার অদ্ভুত পিপাসা দৃষ্ট হয়; জ্ঞানের আলোকের আভাসও যেন কোনদিন অন্ধ-মোহের অন্ধকারকে বিনাশ না করে, এজন্যই বহির্ম্মুখতার প্রশ্রয় ও প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। এসংসারে জরাব্যাধি না থাকিলে যে আমরা অধিকতর বঞ্চিত হইতাম অর্থাৎ এই জড়জগতে আরও অধিক আসক্ত হইয়া থাকিতাম, দুঃখময়ও জড়জগৎ ব্যতীত অন্য কোনও রাজ্য আছে, তাহার অস্তিত্বের ইঙ্গিতও হৃদয়ে প্রাপ্ত হইতাম না,—এইরূপ বিচারের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আমরা এই জড়জগতের দুঃখ ও দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করি না। বস্তুতঃ পদে পদে দেখিতে পাইতেছি, এই চতুর্দ্দশ ভুবনে বাস্তব সুখ বা আনন্দ বলিয়া কিছুই নাই। যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি মুহূর্ত্তের মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া যায়, পরে আশা ও অশান্তি আনয়ন করে, অধিক কি, স্বর্গলোক হইতে সত্যাদি লোকের শ্রেষ্ঠ পদবীসমূহেও যে সুখভোগ আছে, তাহাও যখন 'বড়ি বলিয়া থাকিতে থাকিতেই' বিনষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ শতবৎসরেই হউক, আর দ্বিপরার্দ্ধকালেই হউক, মনুষ্যের পরিমিত আয়ুষ্কালেই হউক, আর ব্রহ্মার পরিমিত আয়ুষ্কালেই হউক, যখন বিনষ্ট হয়, তখন সেই সুখের অনুসন্ধান করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সময় নষ্ট করে? এজন্য বৈষ্ণবকবি গাহিয়াছেন,—

শীত আতপ বাত বরিষণ
এ দিন যামিনী জাগি' রে,
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখলব লাগি' রে।

এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন
ইথে কি আছে পরতীতি রে,
কমলদলজল, জীবন টলমল
ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

এসংসার সারহীন, এতে মজে অর্ব্বাচীন,
ইহাতে বিরক্ত মহাশয়।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ ভজে, রাধাকৃষ্ণে সেবে মজে,
নিরন্তর কৃষ্ণদাস্যাশ্রয়।

ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

জীবন অনিত্য জানহ সার,
তাহে নানাবিধ বিপদ ভার,
নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি,
থাকহ আপন কাজে।
কৃষ্ণনাম-সুধা করিয়া পান,
জুড়াও ভকতিবিনোদ-প্রাণ,
নাম বিনা কিছু নাহিক আর,
চৌদ্দভুবন-মাঝে।

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ ভক্তবর্গের শ্রীপাদপদ্মের কৃপাঞ্জন-শলাকায় যাঁহাদের চক্ষু ঈষৎ উন্মীলিতও হইয়াছে, তাঁহাদের হৃদয়ে এই সকল বিচার সর্ব্বদা দেদীপ্যমান থাকে। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ এই জগৎকে পান্থশালার ন্যায় অনুভব করিয়া কিরূপে সমগ্র জীবনীশক্তিকে একমাত্র মূল-প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিবেন, তাহার অধ্যবসায়েই জীবনযাপন করেন। এই চেষ্টা কেবলমাত্র সাধনের [illegible], ইহা অন্য কোন উদ্দেশ্যের জন্য নহে বা অন্য উদ্দেশ্য ইহার দ্বারা সাধন করিতে হইলে "ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ" হইতে হয়,—এইরূপ বিচারপর হইয়া তাঁহারা তাঁহাদের সমগ্র চেষ্টাকে হরিভজনের অনুকূল করিয়া থাকেন। তাঁহারা গৃহেই থাকুন বা বনেই থাকুন, সর্ব্বদাই মূল-প্রয়োজনের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ অনুভব করেন যে,—"শ্রীনাম বিনা কিছু নাহিক আর, চৌদ্দভুবন-মাঝে।"

এই পৃথিবীতে নানা কারণে মনুষ্য সংসারভোগ হইতে বঞ্চিত হন। কেহ শারীরিক বা আর্থিক অক্ষমতা-নিবন্ধন, কেহ বা উৎকট বৈরাগ্য-তপস্যাদিতে আত্মনিয়োগ করায় সংসারের সুখভোগ করিতে পারেন না। আবার যাঁহারা সংসারের সুখভোগ করিয়াছেন বলিয়া অপরের নিকট প্রতিভাত হন, তাঁহারাও ঐ-সুখকে চিরস্থায়ী করিতে পারিতেছেন না বলিয়া অভিযোগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রীহরিনাম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা অক্ষম ভোগী বা সক্ষম ভোগী অথবা অক্ষমত্যাগী বা সক্ষমত্যাগী কোন দলেরই অন্তর্গত নহেন।

যাহাদের হৃদয়ে অন্যাভিলাষ আছে, তাহারা হরিভজনের অভিনয় করিতে আসিয়া অনেকসময় ভাবিয়া থাকেন,—"এ সংসারের কোনই সুখভোগ করিতে পারিলাম না, এই মনুষ্যজন্মটা নিরর্থক চলিয়া গেল।" সংসারে জরাব্যাধি দেখিয়া সময় সময় ইহাদের শ্মশানবৈরাগ্যের উদয় হয় বটে, কিন্তু আবার জগতের বহু লোককে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার প্রতি ধাবিত দেখিয়া তাহার ভাগ্যে ঐসকল সুখলাভ ঘটিল না বলিয়া হৃদয়ে অনুশোচনাও করিয়া থাকে। ইহাই অন্যাভিলাষিতার ধর্ম। বস্তুতঃ এই চৌদ্দভুবনে—এই জন্ম-মৃত্যুর আবাসস্থলী চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত বস্তুসমূহ অবস্থান শ্রীনামপ্রভু ব্যতীত সমস্তই অসার, ইহা সর্ব্বক্ষণ উপলব্ধির বিষয় হয় না। ভুবনমঙ্গলাবতার শ্রীনামপ্রভু ব্যতীত চৌদ্দভুবনে আর কি পরমানন্দময় বস্তু আছে? জগতের যে কোন বস্তু-প্রাপ্তির জন্যই আমরা লোভ বা অধ্যবসায়বিশিষ্ট হই না কেন, সেই বস্তু প্রাপ্ত হইলেও তাহা চিরকাল থাকিবে না। ইহা বিচারের দ্বারা বুঝিলেও হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ সজীব রাখিতে পারি না। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ এ জগতে অবতীর্ণ হইয়া কেবল এই কথা জানাইয়া দেন,—

"নাম বিনা কিছু নাহিক আর,
চৌদ্দভুবন-মাঝে।"

এই জীবন অনিত্য, জগতে আমার যে-কয়দিন এ জগতে থাকা যাইবে, তাহাও অসংখ্য বিপদসঙ্কুল। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই কএকটী নির্দিষ্ট দিন বা নির্দিষ্ট মুহূর্ত্ত যত্নের সহিত নামাশ্রয় করিয়া নবধা ভক্তির যাজন করিবেন।

"থাকহ আপন কাজে"—এই বাক্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বহির্ম্মুখ সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকিবার জন্য বলেন নাই। 'আপন কাজে' বলিতে আত্মার কার্য্য বা বৃত্তি যে ভক্তি, তাহাতে নিবিষ্ট থাকিবার কথাই বলিয়াছেন। আত্মার একমাত্র কার্য্যই—নবধা ভক্তি-যাজন। ইহাই প্রত্যেকের আপন আপন কাজ। নবধা ভক্তির অনুকূল কার্য্যসমূহই প্রত্যেকের আপন কাজ; তদ্ব্যতীত অন্য যাবতীয় কার্য্যই পরের বা জড়ের কার্য্য, তাহা আত্মা বা চেতনের কার্য্য নহে। চেতন সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণনামসুধা পান করিবার জন্য ব্যস্ত। জীব শ্রীকৃষ্ণনাম-সুধা পান করিতে থাকিলে শ্রীভক্তিবিনোদের প্রাণ শীতল হয় অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট পূর্ণ হয়। শ্রীগুরুদেব বা শ্রীনামাচার্য্য এই অনিত্য চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে কৃপাপূর্ব্বক জগন্মঙ্গল শ্রীনামাবতারের স্বরূপ প্রকাশ করেন। পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের

কৃপায় ভুবনমঙ্গল শ্রীনাম জগতে বিঘোষিত হন। শ্রীনামাচার্য্য প্রভু যখন জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার দ্বারা চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন, তখন জীবের সমস্ত দুর্বৃত্তিগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তখন জীব কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠাশারূপ অন্যাভিলাষ-চরিতার্থ করিবার জন্য আর জীবনধারণ করেন না। কারণ, তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতি-নীরাজিতপাদপঙ্কজ শ্রীনামপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম ব্যতীত আর কোন লোভনীয় বস্তু চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে নাই। অতএব যাঁহারা সেই শ্রীনামপ্রভুর সেবায় আকৃষ্ট হন, তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণের জন্যই তাঁহার লোভ উপস্থিত হয়।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়

তৃতীয়-প্রসঙ্গ

শ্রীবৃন্দাবনের পথে

শ্রীব্রজমণ্ডলে গমন করিয়া শ্রীগৌরপার্ষদগণের সঙ্গ ও তাঁহাদের শ্রীমুখবিগলিত শ্রীউপদেশামৃত পান করিবার জন্য শ্রীল নরোত্তমের চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কি করিয়া তিনি শ্রীব্রজধামে অচিরে গমন করিতে পারিবেন, প্রতিমুহূর্ত্তেই সেই সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। যদিও স্বপ্ন-সমাধিতে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনরোত্তমকে দর্শন দান করিয়া শ্রীব্রজমণ্ডলে গমনের অনুমতি-প্রদান ও শক্তি-সঞ্চার করিয়াছিলেন, তথাপি উৎকণ্ঠার স্বভাববশতঃ শ্রীল নরোত্তমের মন শ্রীব্রজমণ্ডলাভিমুখে যাত্রা না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই স্থির হইতে পারিল না। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় শ্রীনরোত্তমের শ্রীব্রজে অভিগমনের একটী পরম সুযোগ অচিরেই উপস্থিত হইল। রাজা শ্রীকৃষ্ণানন্দ রাজকার্য্য-উপলক্ষে অকস্মাৎ গৌড়ে গমন করিলেন। শ্রীল নরোত্তম ইহাকে শুভক্ষণ মনে করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই শ্রীব্রজমণ্ডলের অভিমুখে যাত্রা করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু হৃদয়ের ভাব সঙ্গোপনে রাখিলেন। শ্রীকৃষ্ণানন্দ শ্রীল নরোত্তমের উদাস-ভাব লক্ষ্য করিয়া পুত্র কোথাও চলিয়া না যায়, এজন্য কএকজন প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পুত্রগতপ্রাণা স্নেহময়ী শ্রীনারায়ণীও শ্রীল নরোত্তমকে নয়নমণি করিয়া রক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর একদিন শ্রীল রঘুনাথকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, শ্রীল নরোত্তম শ্রীব্রজে যাত্রার প্রাক্কালে উহারই অনুসরণ করিলেন—

"বৃন্দাবন দেখি' যবে আসিবে নীলাচলে।
তবে তুমি আমা-পাশ আসিহ কোন ছলে॥
সে ছল সেকালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণকৃপা যাঁ'রে, তাঁ'রে কে রাখিতে পারে॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৪০-২৪১)

শ্রীল নরোত্তম কৌশলে শ্রীনারায়ণীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং কোন ছলে প্রহরীকে বঞ্চনা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার একবার ইচ্ছা হইল যে, অভিন্ন-শ্রীব্রজধাম শ্রীনবদ্বীপের তীর্থসমূহ ভ্রমণ ও শ্রীনবদ্বীপবাসী শ্রীগৌরভক্তগণকে দর্শন করিয়া তিনি পরে শ্রীব্রজমণ্ডলাভিমুখে যাত্রা করেন; কিন্তু আবার ভাবিলেন, রাজা শ্রীকৃষ্ণানন্দ গৌড়ে গমন করিয়াছেন, যদি তিনি কোনরূপে সন্ধান প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে শ্রীনরোত্তমের শ্রীব্রজে গমনের আশা চিরতরে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে; যখন শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপা হইলে তিনি পরে শ্রীব্রজবাসী গোস্বামিবর্গের কৃপাশীর্ব্বাদ লইয়া শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের তীর্থসমূহে শ্রীগৌর-প্রণয়ী ভক্তগণের সহিত ভ্রমণ করিবেন,—এইরূপ বিচার করিয়া তিনি আপাততঃ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল-ভ্রমণের ইচ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছদ্মবেশে বনপথ দিয়া শ্রীব্রজমণ্ডলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পনর দিনের পথ অতিক্রম করিবার পর তিনি অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। অবধূতবেশ ধারণ করিয়া ব্রজের পথে চলিতে চলিতে শ্রীল নরোত্তম যে কত আর্ত্তি-ক্রন্দন ও প্রেমবিকার প্রকাশ করিলেন, তাহা বলিয়া শেষ

কথা যায় না। অতীব উৎকণ্ঠার সহিত তিনি কখনও শ্রীগৌরহরির নিকট প্রার্থনা করিয়া গাহিতেন,—

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
এ ভব-সংসার ত্যজি'   পরম আনন্দে মজি'
আর কবে ব্রজভূমে যাব॥
সুখময় বৃন্দাবন,   কবে হবে দরশন,
সে-ধূলি লাগিবে কবে গায়।
প্রেমে গদগদ হৈঞা,   রাধাকৃষ্ণ নাম লৈয়া,
কান্দিয়া বেড়াব উভরায়॥
নিভৃতে নিকুঞ্জে যাঞা,   অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈয়া,
ডাকিব 'হা রাধানাথ' বলি'।
কবে যমুনার তীরে,   পরশ করিব নীরে,
কবে পিব করপুটে তুলি'॥
আর কবে এমন হব,   শ্রীরাসমণ্ডলে যাব,
কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
বংশীবট-ছায়া পাঞা,   পরম আনন্দ হঞা,
পড়িয়া রহিব তার ছায়॥
কবে গোবর্দ্ধনগিরি,   দেখিব নয়ন ভরি'
কবে হবে রাধাকুণ্ডে বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে,   এ দেহ পতন হবে,
কহে দীন নরোত্তমদাস॥

শ্রীল নরোত্তম এইরূপ আর্ত্তি-ক্রন্দন করিতে করিতে ব্রজের পথে চলিতে চলিতে অবশেষে কোন গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেঘাবরণ ভেদ করিয়া যেরূপ সূর্য্যদেবের করকান্তি ফুটিয়া উঠে, সেরূপ শ্রীল নরোত্তমের ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া তাঁহার উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইতে লাগিল। গ্রামবাসিগণ বুঝিতে পারিলেন,—"ইনি নিশ্চয়ই কোন রাজপুত্র, সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া উদ্দেশে তাঁর কোথায় চলিয়াছেন?" গ্রামবাসিগণ শ্রীল নরোত্তমের পরিচয় ও গন্তব্যের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং কেনই বা তিনি এরূপ অল্পকালে সংসারের প্রতি উদাসীন হইয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শ্রীল নরোত্তম কোথায়ও অপেক্ষা বা লোকের কথায় কোন উত্তর প্রদান না করিয়া কেবল শ্রীশ্রীগৌরহরির শ্রীচরণে কাতরক্রন্দন-সহকারে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন—

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
ফলমূল বৃন্দাবনে,   খাঞা দিবা অবসানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন॥
শীতল যমুনাজলে,   স্নান করি' কুতূহলে,
প্রেমাবেশে আনন্দিত হঞা।
বাহুর উপর বাহু তুলি',   বৃন্দাবনে কুলি কুলি,
'কৃষ্ণ' বলি' বেড়াব কান্দিয়া॥
দেখিব সঙ্কেতস্থান,   জুড়াবে তাপিত প্রাণ,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরি,   কাঁহা গিরিবরধারি,
কাঁহা নাথ বলিয়া ডাকিব॥
মাধবীকুঞ্জের'পরি,   সুখে বসি' শুকশারী,
গাইবেক রাধাকৃষ্ণ-রস।
তরুমূলে বসি' তাহা,   শুনি' জুড়াইব হিয়া,
কবে সুখে গোঙাব দিবস॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ,   শ্রীমতী রাধিকা-সাথ,
দেখিব রতন-সিংহাসনে।
দীন নরোত্তমদাস,   করয়ে দুর্ল্লভ আশ,
এমতি হইবে কতদিনে॥

শ্রীল নরোত্তম এইরূপ আর্ত্তি-গীতি গাহিতে গাহিতে ব্রজের পথে চলিতে চলিতে যখন ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সেই ভাববিহ্বলতা দেখিয়া বিভিন্ন দেশের লোক মনে মনে নানাপ্রকার বিতর্ক করিলেন—"এ কি কোন রাজপুত্র অথবা দেবতা? এইরূপ অল্পকালে ইনি কি জন্য এরূপ বৈরাগ্যের বেশ গ্রহণ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন? ইঁহার মাতাপিতা কি প্রকারে প্রাণধারণ করিয়া আছেন? বিধি নিশ্চয়ই নির্দ্দয়, নতুবা এইরূপ বালককে কেন তিনি মাতাপিতার অঙ্কদেশ হইতে অপসারিত করিয়া এইরূপ কঠোর কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন?" বিভিন্ন দেশ ও গ্রামের লোক মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার বিতর্ক করিয়া শ্রীনরোত্তমকে শয্যা, আসন, ভোজন, ভূষণ প্রভৃতি প্রদানের জন্য অত্যন্ত উদ্গ্রীব হইলেন। কিন্তু কবে তিনি শ্রীব্রজভূমি প্রাপ্ত হইবেন, কেবল এই চিন্তা—এই ভাবনা—এই ধ্যান করিতে করিতেই শ্রীল নরোত্তম ভোজন-শয়নাদির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইলেন। তিনি সারাদিন হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে পদব্রজে চলিতেন, রাত্রিকালেও

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-নামপ্রভুর শ্রীচরণে আর্তি-ক্রন্দন করিতে করিতে রাত্রি অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার সমস্ত শরীর ধূলায় ধূসরিত, নেত্রে অশ্রুধারা, 'কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ! কোথায় শ্রীযমুনা, শ্রীমথুরা, শ্রীবৃন্দাবন' এইরূপ আর্তি-বিলাপ। অরুণোদয় হইবামাত্র যখন তিনি ব্রজের পথে পাগলপারা হইয়া চলিতেন, তখন তাঁহার পশ্চাতে গ্রাম্য লোকসকল ধাবিত হইত। শ্রীল নরোত্তম দিগ্বিদিগ্-জ্ঞানহারা হইয়া গাহিতেন—

হরি হরি! কবে হ'ব বৃন্দাবনবাসী।
নিরখিব নয়নে যুগলরূপরাশি॥
ত্যজিয়া শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হ'বে অঙ্গ॥
ষড়্‌রস-ভোজন দূরে পরিহরি'।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী॥
পরিক্রমা করিয়া বেড়াব বনে বনে।
বিশ্রাম করিব যাই' যমুনা-পুলিনে॥
তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে।
(কবে) কুঞ্জে বৈঠব হাম বৈষ্ণব-নিকটে॥
নরোত্তমদাস কহে করি' পরিহার।
কবে বা এমন দশা হইবে আমার॥

শ্রীল নরোত্তমকে বিভিন্ন দেশবাসী ও গ্রামবাসী আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই শয়ন-ভোজনাদির জন্য নানাবিধ উপকরণ উপস্থিত করিয়া তাঁহার সেবা করিবার চেষ্টা করিতেন, ততই শ্রীল নরোত্তমের বৈরাগ্য ও কৃষ্ণবিরহ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত। তিনি শ্রীরূপসনাতনলীলা প্রকট করিয়া শ্রীব্রজের পথে চলিয়াছেন, তাঁহার কি আর শয়নভোজনের দিকে কি কখনও দৃষ্টি থাকিবে? শ্রীকৃষ্ণবিরহে সর্ব্বদাই তাঁহার মৃত্যুবোধ হইতেছে। তিনি যে-প্রয়োজনের অভিসারে চলিয়াছেন, তজ্জন্যই তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা ব্যাকুল। গ্রামবাসিগণের প্রদত্ত উপকরণ দর্শন করিয়া তিনি দৈন্যভরে বিপ্রলম্ভভাবে এইরূপ প্রার্থনা করিতেন,—

আর কি এমন দশা হব।
সব ছাড়ি' বৃন্দাবনে যাব॥
আর কবে শ্রীরাসমণ্ডলে।
গড়াগড়ি দিব কুতূহলে॥
আর কবে গোবর্দ্ধনগিরি।
দেখিব নয়নযুগ ভরি'॥
শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান।
করি' কবে জুড়াব পরাণ॥
আর কবে যমুনার জলে।
মজ্জনে হইব নির্ম্মলে॥
সাধুসঙ্গে বৃন্দাবনে বাস।
নরোত্তমদাস করে আশ॥

বহু স্থান অতিক্রম করিয়া ও সমস্ত তীর্থ দর্শন করিয়া শ্রীল নরোত্তম অল্পদিনের মধ্যে শ্রীমথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে শ্রীযমুনাদর্শনে তাঁহার হৃদয়ে আর্তির উদ্দীপন হইল। তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখবিগলিত শ্রীপদ্মপুরাণের একটি স্তব উচ্চারণ করিয়া শ্রীযমুনার বন্দনা করিলেন,—

চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী॥

চিদানন্দসূর্য্য-স্বরূপ নন্দনন্দনের সর্ব্বদা প্রেমের পাত্রী, দ্রবব্রহ্মরূপিণী, পাপনাশিনী, জগতের মঙ্গলকারিণী, সূর্য্যপুত্রী যমুনা আমাদের শরীরকে পবিত্র করুন।

শ্রীল নরোত্তম শ্রীযমুনাদেবীকে প্রণাম করিয়া প্রথমেই 'বিশ্রাম-ঘাটে' আগমন করিলেন এবং সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী কৃপার কথা স্মরণ করিয়া শ্রীবিশ্রামতীর্থে শ্রীযমুনায় স্নান সমাপন করিয়া তথায় অবস্থান করিলেন। প্রায় একপ্রহর রাত্রি অতিক্রান্ত হইবার পর শ্রীবিশ্রামতীর্থ অনেকটা লোকশূন্য হইল। শ্রীল নরোত্তম প্রেমাবেশে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে অতি শুদ্ধাচারী এক পরম বৈষ্ণব মাথুরবিপ্র শ্রীকৃষ্ণকে নানাপ্রকার সামগ্রী ভোগ লাগাইয়া 'বিশ্রামঘাটে' আসিয়া শ্রীল নরোত্তমকে দেখিতে পাইলেন। মাথুরবিপ্র মহাশয় শ্রীল নরোত্তমকে অতীব বাৎসল্যের সহিত সেই প্রসাদ গ্রহণ করাইলেন। উক্ত ব্রাহ্মণ শ্রীল নরোত্তমকে শ্রীব্রজমণ্ডলে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীল নরোত্তমও মাথুরবিপ্রকে শুদ্ধ ও একান্ত বৈষ্ণব জানিয়া তাঁহার নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ করিলেন এবং শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণের দর্শন কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে, তাহা তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যাকুল-হৃদয়ে জিজ্ঞাসা

করিলেন। সেই বৈষ্ণব-বিপ্র অত্যন্ত কাতরভাবে জানাইলেন যে,—শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীকাশীশ্বর, শ্রীরঘুনাথ-ভট্ট লীলা-সঙ্গোপন করিয়াছেন। ইঁহাদের সঙ্গোপনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র 'শ্রীরূপসনাতন' নাম উচ্চারণ করিয়া আপনাকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক শ্রীনরোত্তম ক্রন্দন করিতে করিতে অশ্রুগঙ্গায় অবগাহন করিলেন ; কখনও বা শ্রীব্রজের ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণের কৃপাভিক্ষা করিতে লাগিলেন ; কখনও বা হায় হায়! 'ইঁহাদের দর্শন ভাগ্যে ঘটিল না,'—এই বলিয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। অতিশয় দৈন্যাত্মক বিরহ-বিলাপ করিতে করিতে কখনও অচৈতন্যপ্রায় হইয়া রহিলেন। কি করিয়া শ্রীব্রজধামে শ্রীশ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের সেবা লাভ করিবেন, তজ্জন্য ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে প্রার্থনা করিলেন,—

কবে কৃষ্ণধন পাব,　　হিয়ার মাঝারে থোব,
জুড়াইব তাপিত-পরাণ।
সাজাইয়া দিব হিয়া,　　বসাইব প্রাণপ্রিয়া,
নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান॥
কবে মোর হইবে সুদিন।
সে প্রাণনাথের সঙ্গে,　　কবে বা ফিরিব রঙ্গে,
সুখময় যমুনাপুলিন॥
ললিতা-বিশাখা লঞা,　　তাঁহারে ভেটিব গিয়া,
সাজাইয়া নানা উপহার।
সদয় হইয়া বিধি,　　মিলাইবে গুণনিধি,
হেন ভাগ্য হইবে আমার॥
দারুণ বিধির নাট,　　ভাঙ্গিল প্রেমের হাট,
তিলমাত্র না রাখিল তার।
কহে নরোত্তমদাস,　　কি মোর জীবনে আশ,
ছাড়ি' গেল ব্রজেন্দ্রকুমার॥

যাঁহারা শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে দান করিতে পারেন, সেই শ্রীরূপ-সনাতনপ্রভু অন্তর্দ্ধানলীলা প্রকাশ করিয়াছেন জানিয়া শ্রীব্রজেন্দ্রকুমারও শ্রীল নরোত্তমকে পরিত্যাগ করিয়াছেন,—এইরূপ বিরহে ও দৈন্যে উৎকণ্ঠিত হইয়া শ্রীল নরোত্তম যখন আর্ত্তি-ক্রন্দন করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন, তখন সেই মাথুরবিপ্র শ্রীল নরোত্তমকে অনেক-ভাবে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন এবং শ্রীশ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিবর্গের গোপন চরিত্র-প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিয়া শ্রীনরোত্তমের ধৈর্য্য-সম্পাদনে যত্ন করিলেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে,—এইরূপ সময় শ্রীনরোত্তম স্বপ্ন-সমাধিতে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীরঘুনাথভট্ট ও শ্রীকাশীশ্বর এই কয়েকজন শ্রীগৌরপার্ষদের দর্শনপ্রাপ্ত হইলেন। শ্রীনরোত্তম ইঁহাদের দর্শন পাইয়া তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে বিলুণ্ঠিত হইলেন। তাঁহারাও পরমাদরে শ্রীনরোত্তমের প্রতি কৃপাবর্ষণ করিয়া অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলেন। স্বপ্ন-সমাধি ভঙ্গ হইবার পর শ্রীনরোত্তম আরও অধিকতর অধৈর্য্য হইয়া শ্রীরূপের শ্রীচরণে অভিলাষ বিরহ-বিজড়িত চিত্তে প্রার্থনা করিতে করিতে গাহিলেন,—

শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ,　　সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণ-ধন,　　সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন॥
সেই মোর রসনিধি,　　সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত, সেই তপ,　　সেই মোর মন্ত্র জপ,
সেই মোর ধরম করম॥
অনুকূল হ'বে বিধি,　　সে-পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সে-রূপমাধুরীরাশি,　　প্রাণ-কুবলয়-শশী,
প্রফুল্লিত হ'বে নিশিদিনে॥
তুয়া-অদর্শন-অহি,　　গরলে জারল দেহী,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা! প্রভু কর দয়া,　　দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ॥

শ্রীনরোত্তমের চেষ্টা দেখিয়া শ্রীমাথুরবিপ্র চমৎকৃত হইলেন। বিপ্রমহাশয় প্রকৃত মহাভাগবতের দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন জানিয়া আপনাকে ভাগ্যবিশিষ্ট জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং শ্রীনরোত্তমের সুখবিধান করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। প্রভাত হইবামাত্র তিনি শ্রীনরোত্তমকে নিজ গৃহে লইয়া যাইতে চাহিলেন ; কিন্তু শ্রীনরোত্তম শ্রীব্রজবাসীর কৃপাপ্রার্থনা করিয়া কেবল ইহাই বলিতে লাগিলেন, "ব্রজবাসিগণ! আমাকে কৃপা করুন যেন গোস্বামিগণের

শ্রীরূপ-দর্শন লাভ করিতে পারি, আমার এই মনোবাসনা যেন পূর্ণ হয়।"

উক্ত ব্রাহ্মণবিপ্র শ্রীনরোত্তমকে শ্রীবৃন্দাবনের পথের কথা জানাইয়া একজন ব্রজবাসীকে পথপ্রদর্শকরূপে সঙ্গে দিয়া দিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের পথে চলিতে চলিতে শ্রীনরোত্তম কেবল ভাবিতে লাগিলেন, "শ্রীগোস্বামী শ্রীল প্রভু লোকনাথ এই পতিত কিঙ্করকে কৃপাকর্ষণ করিয়া শ্রীব্রজমণ্ডলে আনয়ন করিয়াছেন, তিনি কি পুনরায় এ পতিতাধমকে আত্মসাৎ করিবেন? শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু প্রভৃতি শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণপ্রেমের যে-সকল খনি শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদের কৃপালব কি মস্তকের ভূষণ করিতে পারিব? তাঁহারা কি এ অযোগ্য পতিত কিঙ্করের শিরোপরি নিজকরে শ্রীপাদপদ্ম-ধূলির অভিষেক করিবেন? এ অনাথকে প্রভু শ্রীলোকনাথ ও তাঁহার মিত্রবর্গ কি 'সনাথ' করিবেন? প্রেমধনের ধনী আচার্য্য শ্রীনিবাস প্রভু কি আমার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবঞ্চিত দীনহীনকে মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিবেন? শ্রীরূপানুগবর বৈষ্ণবগণ কি আমাকে তাঁহাদের নিত্য কৈঙ্কর্য্যে নিযুক্ত করিবেন?"

শ্রীল নরোত্তমের গৃহত্যাগলীলা ও ব্রজে গমন-সম্বন্ধে কোন কোন চরিত-লেখক অন্যরূপ ইতিহাসও প্রদান করিয়াছেন। যে-সকল লেখকের কোন কোন কথায় সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বিচার কিংবা তাঁহাদের গ্রন্থে নানাপ্রকার প্রক্ষিপ্ত বিষয়ের অবতারণা দৃষ্ট হয়, সেই সকল লেখকের বর্ণিত ইতিহাস নির্বিচারে গ্রহণ করা যায় না। কোনও বৈষ্ণব-মহাত্ম-চরিত-লেখককে প্রাকৃত সাহিত্যিকগণের অনেকেই প্রাচীন অর্থাৎ ১৭০০ খৃষ্টাব্দ বা তৎপূর্বের লেখক বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। এমন কি, তিনি শ্রীজাহ্নবাদেবীর মন্ত্রশিষ্য বলিয়া পরিচিত, অথচ তাঁহার গ্রন্থে স্থানে স্থানে এইরূপ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও বৈষ্ণবাপরাধব্যঞ্জক উক্তি আছে যে, তাহা পাঠ করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করিতে হয়,—হয় এই গ্রন্থ শ্রীজাহ্নবাঠাকুরাণীর শিষ্যের লেখনী-প্রসূত নহে, না হয় ইহাতে পরবর্ত্তিকালের দুষ্টপ্রকৃতি অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবাচার্য্য ও সৎসিদ্ধান্তের প্রতি অশ্রদ্ধা-আনয়নের জন্য নানাপ্রকার কাল্পনিক বিষয় প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে।

শ্রীল নরোত্তমের গৃহত্যাগলীলা-সম্বন্ধে কোন এক বিবরণ পাওয়া যায় যে, খেতরী-নিবাসী বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণদাসের মুখে শ্রীগৌর ও শ্রীগৌরপার্ষদগণের কথা শ্রবণ করিয়া রাজকুমার শ্রীনরোত্তম 'কবে আমার শ্রীগৌর ও শ্রীগৌর-পরিকরগণের লীলাস্থান শ্রীবৃন্দাবন দর্শন হইবে',—এইরূপ উৎকণ্ঠার সহিত পদ্মাবতী নদীর তীরে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। সময় সময় ভাববিহ্বল হইয়া দেখিতে পাইতেন যে, পদ্মাবতীর পরপারে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর সংকীর্ত্তনমণ্ডলীর মধ্যে নৃত্য করিতেছেন। শ্রীনরোত্তম একদিন পদ্মানদীতে স্নান করিতে গিয়া গৃহে ফিরিতেছেন না দেখিয়া রাজা ও রাণী উভয়েই চিন্তান্বিত হইলেন এবং বহু লোকজন সমভিব্যাহারে পদ্মার ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে,—একটি বালক তথায় উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন, কিন্তু সেই বালকের শরীরের বর্ণ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অপর লোক শ্রীনরোত্তমকে চিনিতে না পারিলেও শ্রীনারায়ণী নিজ পুত্রকে চিনিতে পারিলেন। পুত্রকে গৃহে আনিয়া নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রীনরোত্তম বলিলেন যে, পদ্মাবতীতে স্নান করিবার পর তাঁহার হৃদয়ে এক গৌরবর্ণ শিশু প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি কিছুতেই গৃহে থাকিবেন না, তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে না দিলে তাঁহার প্রাণ থাকিবে না। মাতাপিতা পুত্রের এই কথা শুনিয়া মনে করিলেন, নিশ্চয়ই পদ্মাবতীর তীরস্থ নির্জ্জন স্থান হইতে কোন অপদেবতা শ্রীনরোত্তমের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। দেশ-দেশান্তর হইতে অনেক অর্থব্যয়ে বহু ওঝা আনয়ন করা হইল। রোজা ওঝাগণ সকলেই একবাক্যে বলিলেন—"এই বালকের শরীরে ভূত প্রবেশ করে নাই; ইনি কোন দিব্যভাবে বিভাবিত হইয়াছেন।" তখন রাজা শ্রীকৃষ্ণানন্দ পুত্রের মহা বায়ুব্যাধি হইয়াছে মনে করিয়া পুত্রকে শিবাঘৃত ব্যবহার করাইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু শ্রীনরোত্তম রাজাকে বৃথা জীবহত্যা করিতে নিষেধ করিলেন এবং তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবন যাইতে দিলেই তাঁহার সমস্ত ব্যাধি সারিয়া যাইবে, জানাইলেন। ইহাতে রাজা ও রাণী উভয়েই রাজকুমারের বিরহে বিষভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন এবং শ্রীনরোত্তম তাঁহাদের বধের ভাগী হইবেন, জানাইয়া পুত্রকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। একদিন রাজকুমার শ্রীনারায়ণীকে বলিলেন,—"মা! তুমি যদি আমাকে শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে না দাও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই পলাইয়া যাইব।" এই কথায় মাতা-পিতা অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া রাজকুমারের জন্য প্রহরীর

ব্যবস্থা করিলেন। তখন শ্রীনরোত্তম দেখিলেন, তিনি এইরূপ বসিয়া ভাল করেন নাই। এবার মনে মনে স্থির করিলেন যে, গৃহে বিষয়ীর প্রায় অবস্থান করিয়া আত্মীয়স্বজনকে বঞ্চনা করিতে হইবে।

এদিকে রাজা কৃষ্ণানন্দ যে জায়গীরদারের অধীনে খেতরীর রাজ্য পালন করিতেন, সেই অহিন্দু জায়গীরদার লোকমুখে কৃষ্ণানন্দের একটী উপযুক্ত পুত্র হইয়াছে শুনিয়া নরোত্তমকে আনিবার জন্য কৃষ্ণানন্দের নিকট দূত পাঠাইলেন। জায়গীরদারের আজ্ঞা, কাজেই কৃষ্ণানন্দ পুত্রকে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন ও তাঁহার সঙ্গে বহু লোকজন দিলেন। শ্রীনরোত্তম জায়গীরদারের ঐরূপ আহ্বানকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা জ্ঞান করিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া মাতাপিতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। পুত্রের গমনকালে মাতা বলিয়া দিলেন,—"তুমি শীঘ্রই চলিয়া আসিও, আসিলেই তোমার বিবাহ হইবে।"

পথে যাইতে যাইতে রাত্রি উপস্থিত হইলে প্রহরিগণ সকলেই নিদ্রাগত হইল, কিন্তু শ্রীনরোত্তমের চক্ষে নিদ্রা নাই। তিনি উহাকে শুভক্ষণ মনে করিয়া পলায়ন করিলেন। পরদিবস প্রভাতেই এই কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। রাজা ও রাণী পুত্রের বিরহে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীনরোত্তমকে ধরিয়া আনিবার জন্য শত-শত মুদ্রা ব্যয় করিয়া সর্ব্বত্র লোক প্রেরিত হইল। অবশেষে শ্রীনরোত্তম একদল লোকের দ্বারা ধৃত হইলেন; কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও কেহই তাঁহাকে ফিরাইতে পারিল না, প্রহরী ও সৈনিক-পুরুষগণও বালকের নিকট পরাস্ত হইল। অগত্যা তাহারা রাজকুমারের সঙ্গে অর্থসহ একজন লোক দিলেন। কিন্তু শ্রীনরোত্তম কিরূপে অচিরে শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়া শ্রীগৌর-পার্ষদবৃন্দের শ্রীপাদপদ্মের কৃপামৃতে সিক্ত হইবেন, কেবল অহর্নিশ ভাবনা করিতে করিতে আহার-নিদ্রা সমস্তই পরিত্যাগ করিলেন। দুই-তিন-দিন উপবাসের পর তিনি অতি সামান্য প্রসাদ গ্রহণ করিতেন এবং বৃক্ষতলে পতিত হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে 'কোথা যাইব, কোথা গেলে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীলোকনাথের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন পাইব?'—এই বলিয়া ক্রন্দন করিতেন। তাঁহার এই ভাব দেখিলে পাষাণও বিগলিত হইত। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া একদিন স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর এক গৌরকান্তি ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া শ্রীনরোত্তমের নিকট একটি দুগ্ধপূর্ণ ভাণ্ড রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে স্বপ্নাবস্থার মধ্যে শ্রীশ্রীসনাতন-রূপ শ্রীনরোত্তমের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রদত্ত দুগ্ধ পান করিতে বলিলেন। স্বপ্ন-সমাধি ভঙ্গ হইবামাত্র শ্রীনরোত্তম শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীরূপসনাতনের বিরহে ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীব্রজের পথেই শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাভিষিক্ত হইয়া শ্রীনরোত্তম শ্রীবারাণসীতে শ্রীসনাতনশিক্ষাস্থলী প্রভৃতি দর্শন করিয়া ক্রমে অতিশয় বিহ্বলাবস্থায় শ্রীমথুরায় উপনীত হইলেন এবং ক্ষেত্রপাল শ্রীভূতেশ্বর ও শ্রীকেশব জন্মস্থান দর্শন করিয়া শ্রীবিশ্রামঘাটে আগমন করিলেন। তখন শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-বিশ্ব পালন করিতেছিলেন। অন্তর্যামী শ্রীশ্রীজীবপ্রভু শ্রীনরোত্তম বিশ্রামঘাটে উপস্থিত হইয়াছেন জানিয়া তথায় শ্রীনরোত্তমকে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন।

শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে পরিপ্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন—অনাদি পরতত্ত্বজ্ঞানের অভাবে কি অনর্থের উদয় হয়?

উত্তর—কর্ম্মপথে আসক্তিই উহার প্রধান অনর্থ।

আত্মাপরিজ্ঞানময়ো বিবাদো
হ্যস্তীতি নাস্তীতি ভিদার্থনিষ্ঠঃ।
ব্যর্থোঽপি নৈবোপরমেত পুংসাং
মত্তঃ পরাবৃত্তধিয়াং স্বলোকাৎ॥

(ভাঃ ১১।২২।৩৪)

শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—"আমি জীবমাত্রের পরম আশ্রয়। কিন্তু আমা হইতে বিমুখতাবশতঃ বিষ

চেতনবস্তুগণের অস্ফূর্তি-হেতুই দেহাদি-অতিরিক্ত যে আত্মার অস্তিত্ব আছে, এই নিশ্চয়ে এবং দেহাদি-অতিরিক্ত যে আত্মার অস্তিত্ব নাই, এই পক্ষদ্বয়ের তর্কাবলম্বিত বিবাদ যদিও নিরর্থক, তথাপি বহির্মুখতা থাকাকাল পর্য্যন্ত ঐ বিবাদের নিবৃত্তি হয় না।"

প্রঃ—এই বিবাদ বা তর্ক হইতে উদ্ধার পাইয়া ভগবৎ-সাম্মুখ্যরূপ সংস্রবযুক্ত সুখময় অবস্থা কিরূপে লাভ হয়?

উঃ—তর্কস্রোতের ঘূর্ণিপাক হইতে জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য পরমকরুণাময় শাস্ত্রাবতার জগতে অবতীর্ণ। ইহাই শ্রৌতপথ। সেই শাস্ত্রাবতার দ্বিবিধ—(১) গ্রন্থভাগবতরূপী ও (২) ভক্তভাগবতরূপী।

প্রঃ—সকলেই কি এই শাস্ত্রাবতারের কৃপায় কৃতার্থ হইতে পারেন?

উঃ—দুই প্রকার জীব সংসার-দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া কৃতার্থ হন—(১) যে-সকল জীব স্বাভাবিকভাবে পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশতঃ শরণাগতির অবস্থানে যোগ্যতাবিশিষ্ট, আর (২) যে-সকল জীব এই জন্মে নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষগণের সকাশে তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে পারেন। ইঁহারা উভয়েই যোগ্যতাবান্।

প্রঃ—মহতের কৃপাদৃষ্টি কি কোন কারণবশতঃ হয়?

উঃ—তাঁহাদের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি অহৈতুকী-ভাবেই হইয়া থাকে, যেমন পূর্ব্বজন্মের কোন সাধন না থাকিলেও নলকূবর ও মণিগ্রীবের প্রতি শ্রীনারদের বিশেষ কৃপা হইয়াছিল। এই বিশেষ কৃপা খুবই দুর্লভ। আবার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিফলেও মহতের কৃপা ও সাধুসঙ্গ লাভ হয়,—যেমন প্রহ্লাদ (পূর্ব্বজন্মে বসুদেব শর্ম্মা) পূর্ব্বজন্মে শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীতে যে-কোনরূপে উপবাস ও রাত্রিজাগরণ-ফলে মহাসুকৃতি লাভ করিয়া অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর ভার্য্যা কয়াধুর গর্ভে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীনারদের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন।

প্রঃ—ভগবৎসাম্মুখ্য ও ভগবদনুভব এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়?

উঃ—উপদেশ শুনিবামাত্রই যুগপৎ ভগবৎসাম্মুখ্য ও ভগবদনুভব ঘটে। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হয় যে, শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ শ্রবণমাত্রেই শ্রীহরি সদ্য সদ্যই হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন; সেইজন্য তাঁহাদের অন্য উপদেশ-ন্যাসের আর অপেক্ষা নাই। ঐ শ্লোকে 'কৃতিভিঃ' শব্দের দ্বারা জন্মান্তরীণ অথবা বর্ত্তমান জন্মে প্রাপ্ত সংস্কার ও প্রাপ্ত-মহৎকৃপাবিশিষ্ট যোগ্যতাবান্ জীবের কথাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। 'সদ্যঃ' শব্দে শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝায়। তাঁহাদের অবশ্য অপর উপদেশের শ্রবণও ভগবানের লীলাচরণের ন্যায় অতীব রুচির উদ্দীপক হয়, যেমন শ্রীপ্রহ্লাদ প্রভৃতির চরিত্রে দৃষ্ট হয়।

প্রঃ—হরিকথা-শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই যদি যুগপৎ ভগবৎ-সাম্মুখ্য ও ভগবদনুভব ঘটে, তবে তাহা সকল ক্ষেত্রেই দৃষ্ট হয় না কেন?

উঃ—শাস্ত্রশ্রবণমাত্রই ভগবৎসাম্মুখ্যের ও ভগবদনুভবের উপযোগিতা বিদ্যমান হইলেও অর্থাৎ অনুরাগোৎপাদনে সামর্থ্যযুক্ত হইলেও কাল, কর্ম্ম ও মায়াদি দোষ প্রবল থাকিলে শ্রবণের সহিতই যুগপৎ ভগবৎসাম্মুখ্য ও ভগবদনুভব হয় না। শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ এই কথা দৈত্যবালকগণের শিক্ষার জন্য বলিয়াছিলেন,—

নৈতন্মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ
সম্প্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধু তীব্রম্।
কামাতুরং হর্ষশোকভয়ৈষণার্ত্তং
তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃশামি দীনঃ॥

(ভাঃ ৭।৯।৩৯)

হে বৈকুণ্ঠনাথ! তোমার শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাকথায় আমার মন সম্যগ্‌রূপে প্রীত হয় না, যেহেতু পিত্তদুষ্ট রসনায় যেরূপ মিছরি ভাল লাগে না, সেইরূপ বহির্মুখপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট দুর্ব্বার হর্ষশোকভয়াদি দ্বারা চালিত হইয়া আমার অভীষ্ট-লাভ-বাসনায় কামাতুর মন সর্ব্বদা স্থির। সেইরূপ মনের দ্বারা আমি তোমার তত্ত্ব কিরূপে বিচার করিতে সমর্থ হইব?

যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্‌বুদ্ধিঃ সদ্গুরৌ তথা।
অনেকজন্মজনিতপুণ্যরাশিফলং মহৎ।
সৎসঙ্গ-শাস্ত্রশ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১ম অনুচ্ছেদ-ধৃত
শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-বচন)

যেকালে হৃদয় পাপরাশিতে মলিন থাকে, তৎকালে শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি এবং সদ্গুরুতে সদ্‌বুদ্ধি হয় না। অনেক জন্মের মহাসুকৃতিফলেই সৎসঙ্গ এবং শাস্ত্র-শ্রবণ হইতে প্রেমলাভ হয়।

ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্‌।
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্ত্তনং স্মরণং তথা॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৫৩ অনুচ্ছেদ-ধৃত
স্কন্দপুরাণ-বচন)

এই জগতে মূঢ়, কুটিলচিত্ত, পাপী জনগণেরই শ্রীগোবিন্দের প্রতি ভক্তি এবং তাঁহার কীর্ত্তন ও স্মরণচেষ্টা হয় না।

অনেকজন্মসংসারচিতে পাপসমুচ্চয়ে।
নাক্ষীণে জায়তে পুংসাং গোবিন্দাভিমুখী মতিঃ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৭১ অনুচ্ছেদ-ধৃত
বিষ্ণুধর্ম-বচন)

বহুজন্মরূপ সংসার হইতে উৎপন্ন পাপরাশি বিনষ্ট না হইলে জীবগণের শ্রীকৃষ্ণাভিমুখী মতি উদিত হয় না।

প্রঃ—কামাতুর, বিষয়াসক্ত, বিষয়ানুরাগী, বিত্তবিচ্ছেদে শোক, বিত্তবিচ্ছেদকর আক্রমণকারীতে ভয়, পাপদুষ্ট ব্যক্তিগণও অসাধু বলিয়া তাহাদের শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি ও সৎসঙ্গে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যাই ত' পৃথিবীতে অধিক। ইহাদের মঙ্গল তবে কি করিয়া হইতে পারে?

উঃ—পিত্তদুষ্ট রসনায় মিছরি ভাল না লাগিলেও উহাই আদরের সহিত প্রত্যহ সেবন করিতে করিতে যেরূপ পিত্তরোগ দূর হয় ও পরে মিছরি মিষ্ট বলিয়া অনুভব হয়, তদ্রূপ শ্রীনামপ্রেমবিলসিত হরিকথা পাপমলিন চিত্তে ভাল না লাগিলেও উহাই পুনঃ পুনঃ সদ্বৈদ্যের (সদ্গুরুর) শাসনাধীনে আদরের সহিত শ্রবণ করিতে করিতে অনর্থ-রোগের উপশম হইতে থাকিলে রুচিকর বোধ হয়।

প্রঃ—নিত্যমঙ্গলের প্রতি অরুচি বা বহির্ম্মুখতা-ব্যাধিকে নির্ম্মূল করিবার অমোঘ উপায় কি?

উঃ—বহির্ম্মুখতা-ব্যাধিকে নির্ম্মূল করিতে হইলে বিপরীত দিক্‌ হইতে চিকিৎসা করা প্রয়োজন। সদ্বৈদ্যগণ ব্যাধির নিদান ধরিয়া চিকিৎসা করেন, তাহা হইলে ব্যাধি চিরতরে নির্ম্মূল হয়। বহির্ম্মুখতা-ব্যাধি নির্ম্মূল করিতে হইলে উন্মুখতা প্রয়োজন, বৈমুখ্য দূর করিতে হইলে সাম্মুখ্যই আবশ্যক। উন্মুখতার পূর্ণতা ভগবদ্ভক্তিতে দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত আরও দুইটী ভগবদুন্মুখতার ভাব আছে, তাহা 'কর্ম্মার্পণ' ও 'জ্ঞান'। 'কর্ম্মার্পণ' সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন, তদপেক্ষা 'জ্ঞান' শ্রেষ্ঠ এবং 'ভগবদ্ভক্তি' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভক্তিকে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়, তাহা মতবাদবিশেষ নহে। বস্তুতঃ বহির্ম্মুখ অবস্থা দূর করিয়া কেবল ক্লেশনিবৃত্তিই প্রয়োজন হইতে পারে না। ব্যাধি দূর হইলে স্বাস্থ্যলাভ হয় বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যলাভ করিয়া যথেচ্ছ বিচরণ, ভজন-সম্পাদন প্রভৃতি বিচিত্র সুখকর কার্য্য করিতে না পারিলে কেবলমাত্র ক্লেশনিবৃত্তিকে পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভের আদর্শ বলা যায় না। সাক্ষাৎ ভক্তির এমনই মাহাত্ম্য যে, তাহার আভাসেও পরমমঙ্গলের উদয় হয়; আভাস দূরে থাকুক, যাহা অপরাধরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহারও মহাপ্রভাব দৃষ্ট হয়। অতএব যাহার আভাসের দ্বারা জীব এতটা কৃতার্থ হইতে পারে, সেই সাক্ষাৎ ভক্তির কথা আর কি? অতএব ভক্তিই—'অভিধেয়'।

শ্রীপদামৃতসমুদ্র

শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর 'শ্রীপদামৃতসমুদ্র' নামক গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীরাধামোহন শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুর বংশধর; কাহারও মতে পৌত্র, কোনও মতে প্রপৌত্র, কাহারও মতে বৃদ্ধপ্রপৌত্র। কোন কোন পরবর্ত্তী বৈষ্ণবপদকর্ত্তা, যেমন 'শ্রীপদকল্পতরু'র সমাহর্ত্তা শ্রীগোকুলানন্দ সেন ওরফে শ্রীবৈষ্ণবদাস শ্রীরাধামোহন ঠাকুরকে 'শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

শ্রীআচার্য্য-প্রভু-বংশে শ্রীরাধামোহন।
কে কহিতে পারে তাঁ'র গুণের বর্ণন॥
যাঁহার বিগ্রহে গৌর-প্রেমের বিলাস।
যেন শ্রীআচার্য্যপ্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ॥

গ্রন্থ কৈলা 'পদামৃতসমুদ্র' আখ্যান।
অখিল আদরে লোক, তাহা করি' গান॥

(শ্রীপদকল্পতরু, গ্রন্থারম্ভ-প্রকরণ)

'শ্রীপদ্যামৃতসমুদ্রে'র মঙ্গলাচরণে শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর পুত্র শ্রীগোবিন্দগতি ও তাঁহার পুত্রগণকে বন্দনা করিয়াছেন। ইহা হইতে বিচার করা যায় যে, শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর প্রপৌত্র ছিলেন। যাঁহারা শ্রীল রাধামোহনকে 'পৌত্র' বলিতে চাহেন, তাঁহাদের বিচার 'শ্রীপদ্যামৃতসমুদ্রে'র মঙ্গলাচরণের শ্লোক পাঠ করিলে অসমীচীন মনে হয়।

নিম্নে শ্রীপদ্যামৃতসমুদ্রের মঙ্গলাচরণের শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত হইল,—

শ্রীগুরুং জগদানন্দং বিভুং বন্দে মহাপ্রভুম্ ।
তং চৈতন্যতনুং পূর্ণং রাধিকাকৃষ্ণবিগ্রহম্ ॥ ১ ॥
দয়োদ্ধৃতজগজ্জনঃ সুবর্ণনবগৌরদ্যুতিঃ
স্বভক্তনামোৎসবঃ প্রবরভক্তিদাতা প্রভুঃ ।
কলৌ কলিতবিগ্রহো দ্রবৎকৃষ্ণভাবান্বিতঃ
সনাতনতনুর্দ্দধা জয়তি কোঽপি লোকাশ্রয়ঃ ॥ ২ ॥

পঙ্গুর্যতি ব্রহ্মাণ্ডং মূর্খো বেদার্থবিদ্ভবেৎ ।
কৃপালেশেন যস্যাহং বন্দে তং জগদীশ্বরম্ ॥ ৩ ॥

বন্দে তং জগদানন্দং গুরুং চৈতন্যদায়কম্ ।
গীতবেদার্থ-বিস্তারে প্রবৃত্তো যৎকৃপাশয়া ॥ ৪ ॥

গুরোঃ প্রকাশকং শ্রীমৎকৃষ্ণাখ্যং সর্বসিদ্ধিদম্ ।
'প্রসাদ'-পদসংযুক্তং বন্দেঽহং করুণার্ণবম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীগোবিন্দগতিং বন্দে বিদিতং ভুবি সর্বতঃ ।
তৎপুত্রাণাঞ্চ সর্বেষাং পাদপদ্মমহর্নিশম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীনিবাসাচার্য্যবরং সভক্তং সনরোত্তমম্ ।
সরামচন্দ্র-গোবিন্দকবিরাজমহোদয়ে ॥ ৭ ॥

রূপসনাতনৌ বন্দে ভট্টযুগং পুনঃ পুনঃ ।
শ্রীজীবং রঘুনাথঞ্চ সর্বাভীষ্ট-প্রদায়কম্ ॥ ৮ ॥
শ্রীচৈতন্যমহং বন্দে সাবধূতং প্রভুং বরম্ ।
সাদ্বৈতং করুণাসিন্ধুং সগণং সস্বরূপকম্ ॥ ৯ ॥

আমার অজ্ঞানতিমিরনাশক ও দয়ামৃতদায়ক শ্রীগুরুদেব, ভবসাগর হইতে নিস্তারপূর্ব্বক প্রেমবিতরণাদি করিতে সমর্থ, কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে যাঁহার মিলনরূপে আগ্রহ আছে, সেই অতি প্রসিদ্ধ স্বীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীল জগদানন্দপ্রভুকে আমি কায়মনোবাক্যে দণ্ডবৎপ্রণত হইয়া বন্দনা করিতেছি ॥ ১ ॥

অথবা :—

শ্রীচৈতন্যতনু, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে বিখ্যাত, কলিযুগপাবনাবতারী, নানাশক্তিবিশিষ্ট, প্রেমদানাদি দ্বারা জগতের আনন্দবিধানকারী, শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে আমি দণ্ডবৎপ্রণত হইয়া বন্দনা করি ॥ ১ ॥

যিনি স্বীয় অহৈতুকী করুণা দ্বারা জগজ্জীবকে উদ্ধার করেন, যাঁহার কনকোজ্জ্বল গৌরকান্তি দীপ্যমান, যিনি নিজ ভক্তগণের নামের আনন্দোৎসব বিধান করেন, সেই অখিললোকসমূহের আশ্রয়স্বরূপ, ভক্তভক্তিদাতা, কলিযুগে অবতীর্ণ, কৃষ্ণভক্তিরসার্দ্রিতহৃদয় স্বীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভু বা শ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভু যাঁহার নিত্য তনু, সেই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু জয়যুক্ত হউন ॥ ২ ॥

যাঁহার কৃপালেশ-প্রভাবে পঙ্গু ব্যক্তিও ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে পারে এবং মূর্খও বেদার্থ জানিতে পারে, আমি সেই শ্রীজগদীশ্বরকে অথবা ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

যাঁহার কৃপা লাভ করিবার আশায় শ্রীজয়দেব, শ্রীবিদ্যাপতি-প্রমুখ মহাজনগণের রচিত গীতরূপ বেদার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই শ্রীগুরুদেব শ্রীল জগদানন্দ প্রভুকে আমি বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

শ্রীগুরুদেবের প্রকাশক, সর্বসিদ্ধিদাতা, কৃপাসিন্ধু, স্বীয় কৃপাপাত্র ভক্তগণ সহিত শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি। অথবা শ্রীগুরুদেবের প্রকাশক, সর্বসিদ্ধিদাতা করুণাসাগর, 'প্রসাদ'-পদসংযুক্ত শ্রীকৃষ্ণনামক প্রভুকে অর্থাৎ স্বীয় পিতৃদেব শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুরকে আমি বন্দনা করি ॥ ৫ ॥

পৃথিবীতে সর্বত্র বিখ্যাত শ্রীমদাচার্য্যপ্রভুর আত্মজ শ্রীগোবিন্দগতি ও তাঁহার (শ্রীগোবিন্দগতির) সকল পুত্রগণের শ্রীপাদপদ্ম আমি অহর্নিশ বন্দনা করি ॥ ৬ ॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল রামচন্দ্র ও শ্রীল গোবিন্দ কবিরাজ ও স্বীয় ভক্তগণসহ শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম আমি আশ্রয় করিতেছি ॥ ৭ ॥

সর্বাভীষ্টপ্রদানকারী শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীভট্টযুগ, শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথকে আমি পুনঃ পুনঃ বন্দনা করিতেছি ॥ ৮ ॥

শ্রীরাধাং কৃষ্ণচন্দ্রঞ্চ ললিতাদি-সখীগণম্ ।
বৃন্দাদেবীঞ্চ তৎস্থানং বন্দে তৎস্থানবাসিনম্ ॥ ১০ ॥
বিদ্যাপতিচণ্ডীদাসৌ জয়দেবকবীশ্বরঃ ।
লীলাশুকঃ প্রেমযুক্তো রামানন্দশ্চ সম্মতঃ ।
শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্রোহন্যসিদ্ধকৃষ্ণকবীনকঃ ।
পৃথিব্যাং বহুকালেষু বর্তন্তে সিদ্ধরূপিণঃ ।
এতান্ বিজ্ঞবরান্ বন্দে সপ্তবারিধি-তুল্যকান্ ।
যেষাং সংস্মৃতিমাত্রেণ সর্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১১ ॥
সর্বাভীষ্টপ্রদাতৄংশ্চ সর্বসিদ্ধি-বিধায়িনঃ ।
সর্বভাগবতান্ বন্দে দন্তে তৃণধরো হ্যহম্ ॥ ১২ ॥
আচার্যপ্রভুবংশোংশ্চ বন্দতে তৎকুলোদ্ভবঃ ।
কোহপি দুষ্টঃ পরিবারাংস্তজ্জন্মকগস্থানলাৎ ॥ ১৩ ॥
ক্বাহং দুর্মতিকঃ ক্বেদং স্পর্শনং রসবারিধেঃ ।
কিন্তু সম্ভাব্যতে তত্র মহদাজ্ঞা বরং বলম্ ॥ ১৪ ॥

আলোচ্য গীতশাস্ত্রাণি মহতানাং কৃতানি চ ।
সংগৃহ্যন্তে সুগীতানি কীর্তনকালোচিতাঃ ॥ ১৫ ॥
পূর্বোক্ত-গীতকর্তৄণাং কদাচিদ্গানগোচরম্ ।
ন লভ্যতে যত্র গীতং লিখিত্বা যদি তৎপদম্ ।
যোজাদি রচনং কৃত্বা তত্র তেষাং কৃপাবলৈঃ ।
করুণাসাগরাঃ যে শ্রোতারোহদোষদর্শিনঃ ।
সংস্কৃতানি চ শোধ্যানি গীতানি করুণার্ণবাঃ ।
তদা যদি ভবেত্তত্র দূষকস্য দয়ালুতা ॥ ১৬ ॥
পদামৃতসমুদ্রাখ্যঃ মহতগীতসংগ্রহঃ ।
শ্রোতৄণাং জনয়ানন্দং কুর্যাত্তদমৃতাংশতঃ ॥ ১৭ ॥

নিম্নলিখিত স্ব-বিরচিত পদ্যটিতে শ্রীরাধামোহন ঠাকুর শ্রীশ্রীগুরু-কৃষ্ণের কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন—

ভবোঽহমতিকাতরো জনহস্তানা দূষিতে
তথাপি মত দোষণাবরবর্ণং কুর্বন্তো ।

আমি অবধূত-শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীল অদ্বৈতাচার্যপ্রভু ও শ্রীল স্বরূপদামোদর-প্রভুর সহিত সগণ করুণাসাগর শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুকে বন্দনা করিতেছি ॥ ৯ ॥

অভীষ্টদেবী শ্রীরাধাকে, সর্বনায়কশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে, শ্রীললিতাদি সখীগণকে, শ্রীবৃন্দাদেবীকে, তাঁহাদের নিত্য আবাসস্থান শ্রীগোলোকবৃন্দাবনধামকে এবং ব্রজবাসী ভক্তবৃন্দকে আমি বন্দনা করিতেছি ॥ ১০ ॥

শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীচণ্ডীদাস, অপ্রাকৃত কবিকুলসম্রাট্ শ্রীজয়দেব, প্রেমযুক্ত শ্রীলীলাশুক বা শ্রীবিল্বমঙ্গল, আনন্দদানকারী শ্রীরামানন্দ, শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ প্রমুখ নিত্যসিদ্ধ শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলাবর্ণনকারী কবিগণ পৃথিবীতে বহুকালের মধ্যেও অভিব্যক্ত। যাঁহাদের সম্যক্ স্মরণ মাত্রই সর্বসিদ্ধি সাধিত হয়, সপ্তসমুদ্রতুল্য সেই সকল শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞগণকে আমি বন্দনা করি ॥ ১১ ॥

দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া আমি সর্বাভীষ্টপ্রদাতা ও সর্বসিদ্ধিবিধানকারী ভাগবতবৃন্দকে বন্দনা করিতেছি ॥ ১২ ॥

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর বংশকে ও তাঁহার জন্মজনিত পরিবারকে তৎকুলোদ্ভূত কোনও দূষিতান্তঃকরণ দুষ্ট ব্যক্তি বন্দনা করিতেছে ॥ ১৩ ॥

কোথায় আমি দুর্মতি-মূঢ়, আর কোথায় রসবিবেচনে লোভ. অযোগ্য আমি এই রসামৃতসিন্ধু স্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! কিন্তু আমার পক্ষে অসম্ভব হইলেও মহাজনগণের আদেশে তাহা সম্ভব হইতে পারে; কারণ, মহদাজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ বল ॥ ১৪ ॥

শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীচণ্ডীদাসাদি মহাজনগণের রচিত গীতিশাস্ত্রসমূহ দর্শন করিয়া সংকীর্তনে গীয়মান সুমধুর গীতিসমূহ যথাক্রমে এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইতেছে ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীচণ্ডীদাসাদি পূর্বোক্ত গীতকর্তৃগণের গীতিসমূহ যদিও পূর্ণই আছে, তথাপি আমার ন্যায় জীবের গীতান্বেষণ-কালে আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ কদাচিৎ কোনও গীতি, গীতাংশ বা গীতির এক পাদ পাওয়া যায় নাই। সেই সকল স্থলে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া তাঁহাদের কৃপাবলে সেইসকল গীতাংশ বা গীতির পাদ আমি যোজনা করিয়া দিয়াছি। কিন্তু হে অদোষদর্শী শ্রোতৃবৃন্দ, তজ্জনিত আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। জ্ঞানহীন ও দুর্বল আমার রচনাত্রুটি সর্বদাই বিদ্যমান আছে। অতএব, হে করুণাসাগর শ্রোতৃবর্গ, আপনারা সংস্কৃত গীতিসকল শোধন করিয়া লইলেই আমার প্রতি আপনাদের কৃপা প্রদর্শিত হইবে ॥ ১৬ ॥

'পদামৃতসমুদ্র' নামক মহতবৃন্দের রচিত এই গীতিসংগ্রহ-গ্রন্থ তাঁহাদের মহিমায় শ্রোতৃগণের হৃদয়ানন্দ বিধান করুন ॥ ১৭ ॥

নিস্পৃহা ভবিতা কৃপাপ্রণয়লোকনস্থৈঃ প্রভো
তথা কৃষ্ণ যথা ভবচ্চরণানি প্রাপিষি ॥ ১৮ ॥
লবার্দ্ধমপি মানসং মম নৈব ভীতিং ভজেৎ
কথং ভবদুপাসনা ভবতু সর্ব্বকালাত্ত মে।
তথা কৃষ্ণ যথা ভবচ্চরণপদ্ম-সম্পনা
ভবেন্নিশমত্র হি স্বপদভাগ্যদিব্যৈঃ প্রভো ॥ ১৯ ॥
অনন্তরসনাধিকং বিষয়ভূরিভব্যাশনা
সুখং বত ভবিষ্যতীত্যনিশমত্র মন্মানসম্।
ক্ষণং তব পদাম্বুজং স্মরতি নৈব পাপাত্মকং
তথা কৃষ্ণ জগদ্‌গুরো চরণপদ্মযুক্তং ভবেৎ ॥ ২০ ॥
অনন্যবরপাপিনামতিগরিষ্ঠপাপাত্মনঃ
কুকর্মভবরোগতঃ শমনদণ্ডপাত্রস্য মে।
ত্বমেব করুণার্ণবঃ শরণদশ্চ সংসারিণঃ
প্রকৃষ্টকরুণাং প্রভো বিতর যাদবেন্দ্রপ্রিয় ॥ ২১ ॥

প্রসীদ ময়ি পামরে কুজনগুরুপাপাশয়ে
সমুদ্ধর ভবার্ণবাৎ করুণ কর্ণধার প্রভো।
সদৈব পতিতস্য নিজপ্রবরদোষসঙ্ঘেষ্বমুং
জনং প্রিয়জনার্দনাশ্রিতপদাম্বুজাবং ভব ॥ ২২ ॥

সুদুষ্টমপি মাং জনং সুখয ভক্তিহীনং পরং
স্বকর্মভবরোগতপ্তবিতপ্তময় দুর্বাসনম্।
কুরু ত্বদুপাসনা-ভজন-ভাগ্যদানাৎ প্রভো
যদূত্তম শরণদ ব্রজবিনোদ ভক্তপ্রিয় ॥ ২৩ ॥

প্রভো ন হি ভবোদ্ভবপ্রবিতমর্থ সীমাস্মহে
কলাপ্যসমভূষণপ্রগতিশীলপাটচ্চরাঃ।
ন মৎসম্ভবকর্তৃকং কুশলিতাস্তি সেবাধনা-
বমুং কুরু জনং কৃপাপ্রবলপাপসংঘাবৃতম্ ॥ ২৪ ॥

হে প্রভো, ভবরূপ মহাদাবায় নানা বিষয়চক্রে পরিভ্রান্ত হইয়া অত্যন্ত কাতর এই মন পীড়িত হইয়াছে। যাঁহার নামাভাস-বলে মহাপাপ পলায়ন করে, সেই আপনার শ্রীনামের কীর্তনরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ অত্যাশ্চর্য্য সাধন আমি অবলম্বন করিয়াছি। অতএব আপনি আপনার কৃপাপ্রাপ্ত সর্বোত্তম ভাগবতগণের দ্বারা আমাকে এইরূপে শাসিত ও অনুগৃহীত করুন যাহাতে আমি আপনার ভজনবলে যত্নপূর্ব্বক আপনার শ্রীনাম-গ্রহণরত থাকিয়া প্রাণ ধারণ করি ॥ ১৮ ॥

হে পরমকারুণিক শ্রীগুরুদেব বা শ্রীকৃষ্ণ, আমার মন ক্ষণার্দ্ধকালও বহির্বিষয় হইতে ভীতিপ্রাপ্ত হয় না। এতাদৃশ মনঃকল্প আমি কিরূপে আপনার সেবা লাভ করিব? হে প্রভো! যাহাতে আপনার কমলে পতিত ভক্তবৃন্দের সৌভাগ্যস্বরূপ সৌভাগ্যদায়কের জন্য অহর্নিশ আপনার শ্রীচরণপদ্মে আমার মতি সংলগ্ন-সন্নিষ্ঠ থাকে এইরূপে কৃপা করুন ॥ ১৯ ॥

'বিষয় ভোগ করিলে সুখ হইবে'—এই আশায় আমার মন সর্ব্বক্ষণ পরম হইতেও অতি উৎকৃষ্ট বিষয়রূপ ভোজন ভোগ করিয়াছে। আমার পাপাত্ম মন ক্ষণমাত্রও আপনার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে না। হে জগদ্‌গুরো! যাহাতে আমার এতাদৃশ দুষ্ট মন সতত আপনার শ্রীপাদপদ্মস্মরণে যুক্ত হয়, এইরূপ কৃপা করুন ॥ ২০ ॥

আমি অনন্য মহাপাপিদিগের মধ্যেও অতিশয় পাপিষ্ঠ, আমার কুকর্ম ও পাপজনিত রোগের জন্য আমি যমদণ্ডের পাত্র। হে যাদবেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ! হে প্রিয়! (অথবা হে যাদবেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় শ্রীগুরুদেব!) আপনি করুণাসাগর, একমাত্র আপনিই আমার ন্যায় সংসারবদ্ধ জীবের আশ্রয়স্থল। হে প্রভো! আপনি আমাকে আপনার প্রকৃষ্টকৃপা বিতরণ করুন ॥ ২১ ॥

হে প্রভো! হে করুণাময়! হে কর্ণধার! আপনি আমার ন্যায় পামর, কুজন, গুরু-পাপাশয় জনের প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি সর্বদাই স্বীয় মহাদোষরাশি দ্বারা ভবসমুদ্রে নিমজ্জিত। হে প্রিয়! হে জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ! (অথবা শ্রীজনার্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হে শ্রীগুরুদেব!) আমি সংসারনিস্তারক আপনার শ্রীপাদপদ্মরূপ তরণি আশ্রয় করিলাম। আপনি আমাকে ভবসমুদ্র হইতে উদ্ধার করুন ॥ ২২ ॥

হে প্রভো, যদূত্তম, শরণাগতপালক, ব্রজবিনোদ, ভক্তপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ! অথবা ভক্তগণের জীবনস্বরূপ অতিপ্রিয় শ্রীগুরুদেব! স্ব-কর্মফলজনিতসংসারপ্রপীড়িত দুর্বাসনাগ্রস্ত অতিশয় ভক্তিহীন নানাদুঃখকর্ষিত আমাকে কৃপা করিয়া আপনার সেবাসৌভাগ্য প্রদানপূর্বক সুখী করুন ॥ ২৩ ॥

হে প্রভো শ্রীকৃষ্ণ! (পক্ষান্তরে শ্রীগুরুদেব!) উৎপথে প্রবর্তিশীল, বাটপাড় অর্থাৎ বঞ্চক আমার ন্যায় দস্যুবৃত্তি

দয়া তব সুবিদিতা পতিতজনবিনিস্তারিণী
ভবাচিত্তচিত্তপ্রকামদূষকশোধিনী ।
অতঃ প্রপতিতে ময়ি ভবসমুদ্রে ভবে
দয়াং কুরু যথা প্রভো চরণপঙ্কজভক্তির্ভবেৎ ॥ ২৫ ॥
ইদং হৃদয়বর্ণনপ্রথিতমেব পদ্যাষ্টকং
গুরোশ্চরণমাধুরী-স্মরণবিস্মিতো যঃ পঠেৎ ।
স তস্য করুণার্ণবঃ কৃপণবৎসলো দ্রুতং প্রভুঃ
করোতি করুণাং স্বয়ং কলিকৃতাপরাধেঽপি হি ॥ ২৬ ॥

বর্দ্ধমান-কাটোয়া রেলওয়ে লাইনে দাঁইহাট ষ্টেশন হইতে চাখন্দি বা চাকন্দি গ্রাম। এই স্থান ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত। এখানে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু আবির্ভূত হন। শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব-ভূমী চাখন্দিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

বঙ্গদেশের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমার শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য নামে পরিচিত ছিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর নন্দকুমারকে বিধর্ম্মিগণের সঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু নন্দকুমার ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া শ্রীগুরুদেবের আদেশ লঙ্ঘন করায় শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর নন্দকুমারের আচরণের অনুমোদন করিতে পারেন নাই। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের অভিযোগে নন্দকুমারের ফাঁসি হইয়াছিল। আরও শুনা যায় যে, পুঁটিয়ার রাজা রবীন্দ্র-নারায়ণ পূর্ব্বে শাক্ত ছিলেন, কিন্তু শ্রীল রাধামোহন পুঁটিয়ার রাজপণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রবিচারে বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া রাজা রবীন্দ্রনারায়ণকে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

কথিত আছে যে, নন্দকুমারের ফাঁসির তিন বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে, শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর সংস্কৃতশাস্ত্রে ও শ্রীগোস্বামিশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ও তদানীন্তন বৈষ্ণবাচার্য্য এবং একজন শ্রেষ্ঠ পদাবলীবিদ্যাবিশারদ ও পদকর্ত্তা ছিলেন। শ্রীপদামৃতসমুদ্রের মঙ্গলাচরণ-পাঠে (১৩নং শ্লোক) জানা যায় শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর শ্রীবিদ্যাপতি শ্রীচণ্ডীদাসাদি পদকর্ত্তৃগণের কোনও কোন গীতির অসম্পূর্ণ পদ সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১১২৫ বঙ্গাব্দে গৌড়মণ্ডলে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের স্বকীয়া ও পরকীয়া উপাসনার সিদ্ধান্ত লইয়া এক ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদের মীমাংসা করিবার জন্য একটি বিরাট্ বিচার-সভা আহ্বান করা হইয়াছিল। শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর পরকীয়া উপাসনার পক্ষ সমর্থন করিয়া জয়পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১১২৫ বঙ্গাব্দের ১৭ই ফাল্গুন তারিখে মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারে তাহা রেজিষ্ট্রি করা হয়।

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে যেরূপ বঙ্গভাষায় রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃতটীকা রচনা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরাধামোহন ঠাকুরও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ‘শ্রীপদামৃতসমুদ্র’ নামক সাতশতপদবিশিষ্ট বাংলা পদসংগ্রহগ্রন্থের সংস্কৃত টীকা রচনা করেন। শ্রীপদামৃতসমুদ্রের সংস্কৃত টীকার নাম ‘মহাভাবানুসারিণী’।

শ্রীপদামৃতসমুদ্রে মোট ৭৪৬টী পদের মধ্যে শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরের স্বরচিত পদের সংখ্যা ২২৮। বাকী

অপরাধী ব্যক্তি কখনও আপনার সমাচরিত উজ্জ্বল, প্রসিদ্ধ ভজনমার্গের উপায়-প্রবেশেও উপনীত হইতে সমর্থ নহে। অতএব মাদৃশ দীনজনকে আপনার উরুকৃপা-পাশসমূহ দ্বারা সমাযুক্ত করিয়া রাখুন ॥ ২৪ ॥

হে প্রভো শ্রীকৃষ্ণ! (পক্ষান্তরে শ্রীগুরুদেব!) আপনার কৃপা সর্বজনসুবিদিতা, পতিতজনসমূহকে নিস্তারকারিণী ও অবিদ্যাদ্যাবিদ্ধবিমুক্ত জনগণের কামক্রোধাদিপ্রবৃত্তিদূষিত চিত্তের শোধনকারিণী। অতএব অতীব দুর্বিষহ সংসার-সমুদ্রে নিপতিত আমাকে এইরূপ কৃপা করুন, যেন আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার (অহৈতুকী অপ্রতিহতা) ভক্তি হয় ॥ ২৫ ॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মবিন্যস্তমনা অন্যান্য কাম্যকথাদিতে আস্থাহীন যে ব্যক্তি এইরূপ প্রেমবিগলিত বিশুদ্ধ নির্মলচিত্তে স্বয়ং প্রকাশিত পদ্যাষ্টক (শ্রদ্ধার সহিত) পাঠ করেন, তিনি কলিকৃত বিবিধাপরাধযুক্ত হইলেও দীনবৎসল, করুণাবারিধি প্রভু (পক্ষান্তরে শ্রীগুরু) তাঁহাকে পরম করুণা বিতরণ করেন ॥ ২৬ ॥

পদসমূহের মধ্যে শ্রীগোবিন্দদাসের রচিত পদাবলীর সংখ্যা ২৭০। অবশিষ্ট ২০৮টি পদ শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীল সনাতন, শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীজ্ঞানদাস, শ্রীবলরামদাস, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীবল্লভদাস, শ্রীচম্পতি, শ্রীনয়নানন্দ প্রভৃতি পদকর্ত্তৃগণের পদাবলী হইতে সংগৃহীত।

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণ উভয় লীলা-বিষয়ক পদই রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার রচিত কতিপয় সংস্কৃত পদও 'শ্রীপদামৃতসমুদ্রে' দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত পদসমূহ শ্রীজয়দেবের অনুসরণে রচিত। স্থানে স্থানে শ্রীবিল্বমঙ্গলের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র দুই একটি শ্লোক, যাহা শ্রীমহাপ্রভু আস্বাদন করিতেন, তাহারও পদানুবাদ 'শ্রীপদামৃতসমুদ্রে' পাওয়া যায়। যেমন,—

হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্, ৪০ শ্লোক ও
শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২।৬৫)

তুড়ী।

কাঁহা মোর প্রাণ-নাথ মুরলী-বদন।
কাঁহা মোর গুণ-নিধি আনন্দ-বদন॥
কাঁহা মোর প্রাণ-বন্ধু নবঘন-শ্যাম।
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বর কোটি কোটি কাম॥
কাঁহা মোর মৃগমদ-কোটিন্দু-শীতল।
কাঁহা মোর নবযুব সুখ-নিরমল॥
ঐছন প্রলাপিতে ভেল মূরছিত।
এ রাধামোহন পহুঁ বিরহ-চরিত॥

শ্রীপদামৃতসমুদ্রের মঙ্গলাচরণের অব্যবহিত পরেই শ্রীল জয়দেব-গোস্বামীর 'শ্রীগীতগোবিন্দে'র শ্রীদশাবতার-স্তোত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার অব্যবহিত পরেই শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু-কৃত তিনটি সঙ্গীত সংগৃহীত দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে শেষোক্ত সঙ্গীতটি এই,—

দামোদররতিবর্দ্ধনবেশে।
হরিনিষ্কুটবৃন্দাবিপিনেশে॥
রাধে জয় জয় *মাধব-দয়িতে।
গোকুলতরুণীমণ্ডলমহিতে॥ জ॥
বৃষভানূদধি-নব-শশিলেখে।
ললিতাসখি-গুণ-রমিত-বিশাখে॥
করুণাং কুরু ময়ি করুণাভরিতে।
সনকসনাতন-বর্ণিত-চরিতে॥

(শ্রীপদামৃতসমুদ্র, ৫২ নং পদ)

এই পদটি বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'স্তবমালা'র সংস্করণে ও বহরমপুরের শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সংস্করণে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুকৃত 'শ্রীস্তবমালা'র অন্তর্গত করা হইয়াছে অর্থাৎ এই পদটি শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর রচিত বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর এই পদটিকে শ্রীসনাতন-গোস্বামিপ্রভুর রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ও তাঁহার টীকাতে লিখিয়াছেন,—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বসুখলালিত্যঃ সর্ব্বশক্তিবরীয়ান্ শ্রীরাধিকায়াঃ সর্ব্বোৎকর্ষত্বজ্ঞাপকং সর্ব্বাস্বাদন-জ্ঞাপকং শ্রীমৎসনাতনগোস্বামিকৃতং 'দামোদররতিবর্দ্ধনবেশে' ইত্যাদি গীতম্। • • • সনকেতি সনাতনগোস্বামিকং দ্যোতি সনকেন সনকাদপি বা আদৃতো যঃ সনাতনাখ্যো গোস্বামী তেন বর্ণিতচরিতে ইতি॥"

শ্রীপদামৃতসমুদ্র-ধৃত শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভু-রচিত প্রথম পদটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কেয়ূর-হার-মণ্ডিতগাত্রম্॥
মৌক্তিক-লম্বিত-দুগ্ধ-বিনিন্দিত-
নির্মল-বনমালা-পরিমণ্ডিত।
মদকলাদিত-কান্তি-কলিত-
বদনাম্বুজ-নববিভ্রম-গতিত।
জয় জয় মরকত-কমল-সুন্দর।
বরচামীকর-পীতাম্বর-বর
বৃন্দাবনজনবৃন্দ-পুরন্দর॥ জ॥
মত্তপ্রকমলালিবিভিন্ন-
কেকিশিখণ্ডক-শেখর-মণ্ডল।

---

* বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত 'স্তবমালা'র সংস্করণে 'জয় জয় রাধে-মাধব-দয়িতে'—এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।

গুণবর্ণাকুল-গোষ্ঠবল্লভ-
চিত্ত-শিলীমুখ-পুলিত-বদন ॥
কলমুরলী-কল-পূর-বিচক্ষণ-
পশুপালাদিশদয়ানন্দন ।
শিশির-সনাতন-সনক-সনন্দন-
নারদ-বর্ণানন-কৃতবন্দন ॥

(শ্রীপদামৃতসমুদ্র, ২নং পদ)

এই পদের টীকাতেও শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাদ্বিতীয়-সনাতন-তনু-শ্রীমৎসনাতন-গোস্বামিকৃতং ‘গৌরসেবিত’ ইত্যাদি গীতমহং পূরয়ামি । * * * পক্ষে শ্রীসনাতনগোস্বামি-বিদিত-শিশিরসনকাদিভিঃ কৃতবন্দনেত্যর্থঃ ।”

শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভু-রচিত তিনটি পদ-সংগ্রহের পরেই শ্রীপদামৃত-সমুদ্রে শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর নিম্নোক্ত একটি স্বরচিত পদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ।

[illegible]-কন্দর্পকামৌ-
নিন্দিত-শশধর-নিরুপমনখরং
হৃদ্গত-তিমির-বিনাশক শিখরম্ ।
বন্দে রাধামাধব-চরণং
ভক্তজনানাং কেবলশরণম্ ॥ ধ্রু ॥
পরমানন্দকরভিমঞ্জলিতং
ব্রজযুবতীকুল-লোচন-রচিতম্ ।
অহমতিপামর-পাপবিলিপ্তো
রাধামোহন-নামক দুষ্টঃ ॥

(শ্রীপদামৃত-সমুদ্র, ৪নং পদ)

তৎপরে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মহাশয়ের পদ ও যথাক্রমে শ্রীনয়নানন্দ, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রভৃতি পদকর্ত্তগণের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবের জয়সূচক পদ তাঁহার পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থের প্রারম্ভে কীর্ত্তন করিয়াছেন । নিম্নে বঙ্গভাষায় রচিত তাঁহার কয়েকটি পদ উদ্ধৃত হইল,—

যথা-রাগেণ মঙ্গল-তালেন চ ॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র, দয়া কর মোরে ।
তোমার নিগূঢ় লীলা স্ফুরুক আমারে ॥ ধ্রু ॥
অলৌকিক লীলা লাগি' তোমার অবতার ।
অনন্ত অন্ত না পায় জীব কোন ছার ॥
ঐছে দয়া না করিলে কোন অবতারে ।
বড় বড় মহাপাপী তরাইলা সংসারে ॥
এ অধমে প্রভুর চরণ ধরি' কয় ।
রাধামোহনের যৈছে নিস্তার হয় ॥

(শ্রীপদামৃতসমুদ্র, ১২নং পদ)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত-গৌরভক্তবৃন্দের কৃপা প্রার্থনা করিয়া শ্রীরাধামোহন ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

শ্রীরাগ-একতালী-জলতালৌ ।
জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরভক্তগণ ।
কৃপা করি' মোর শিরে ধর শ্রীচরণ ॥ ধ্রু ॥
পাতকি-উদ্ধারহেতু এই অবতার ।
মো সম পতিত সংসারে নাহি আর ॥
নির্গুণ কৃপাসিন্ধু এই ত' নিশ্চয় ।
যাহাতে সংশয় যা'র, সেই যায় ক্ষয় ॥
সর্ব্বার্থসাধক কেবল কৃপালাভ ।
যাচে রাধামোহন তরাহ সংসার ॥

(শ্রীপদামৃতসমুদ্র, ১০নং পদ)

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের বন্দনা করিয়া শ্রীরাধামোহন ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

তোড়ী-দশকোশী-তালৌ ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব অবতার-সার ।
নাম-প্রেম দিয়া সকল তরাইল সংসার ॥ ধ্রু ॥
অধম দুর্গত জনের করিল উদ্ধার ।
এইত ভরসা চিত্তে বুঝি হবু পার ॥
এই বড় ডর হয় আমার অন্তরে ।
মো সম পাতকী নাহি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ॥
নিরপরাধী পাপী যত, তা'রা হৈল পার ।
সাপরাধ মহাপাপী বুঝি জীব ছার ॥
সকল খণ্ডিতে পারে করুণা তোমার ।
লোকে শাস্ত্রে শুনি' অতি-ভরসা আমার ॥
এমন উদ্ধার করি' দেখাও নিজ-বল ।
রাধামোহন গুণ গায় আর দুর্বল-সকল ॥

(শ্রীপদামৃতসমুদ্র, ১৩নং পদ)

'শ্রীপদামৃতসমুদ্র'র উপসংহারে শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণে আর্ত্তি নিবেদন করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। তথা হইতে নিম্নে কয়েকটী পদ উদ্ধৃত হইল—

বরাড়ীরাগ-রূপকতালো॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বাশ্রয়।
জয় শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রেমময়॥
জয় শ্রীল সনাতন কৃপাম্বু-জলদ।
জয় শ্রীল রূপ রসসম্পদ-নিলয়॥
জয় শ্রীগোপালভট্ট করুণাসাগর।
জয় শ্রীল রঘুনাথ কৃপাপূর্ণান্তর॥
শ্রীজীব গোসাঞি জয় দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি' কহে এ দীন পামরে॥
প্রকটিয়া আছএ এই ঘোর কলিকালে।
উদ্ধার করিবে মহাপাতকী সকলে॥
বিচার করহ যদি মোর অপরাধ।
এ রাধামোহনের তবে বড় পরমাদ॥

ধনি-বরাড়ীরাগ-দশকোশীতালো

শ্রীগুরুবৈষ্ণব তোমার চরণ শরণ না কৈনু আমি।
বিষয় বিষবিষে জ্ঞান মানি' খাইছোঁ হইয়া কামী এবে।
সেই বিষ দেহের ভাবিয়া মারিতে বড়ই বিপত্তি হইল।
জনমে জনমে এমত কতই আত্মঘাত পাপ কৈল॥
সেই অপরাধেতে অভিমানগর্ত্তে বাড়িল এ মায়াজালে।
তোমা না ভজিয়া আপনা খাইয়া আপনি ডুবিল হেলে॥
আর কতকাল এ দুখ ভুঞ্জিমু ভোগ-দেহ নাহি যায়।
সহিতে নারিয়া কাতর হইয়া ঝুরিয়াও ঠাঁই না পায়॥
ও রাঙাচরণ-শরণ কেবল বিচারিয়া এই দায়।
উদ্ধার করিয়া লহ দীনবন্ধু আপন চরণ-ছায়॥
আপনি সেবন অমৃত ভোজন করাইয়া মোরে রাখ।
এ রাধামোহন খতে বিকাইল দাস গণনে লেখ॥

শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডলে শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যভাস্করের শুভবিজয়

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-ভাস্কর শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক শ্রীঝুলনযাত্রোৎসব-উপলক্ষে শ্রীভাগবতী বাণী কীর্ত্তন করিবার জন্য শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব-তিথির প্রাক্কালে শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে শ্রীগৌড়মণ্ডলে শুভবিজয় করিয়াছেন।

শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ তীর্থ গোস্বামী মহারাজও যুক্তপ্রদেশের সর্ব্বত্র শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীবন্যায় প্লাবিত করিয়া এবং শ্রীকাশীধামে শ্রীসনাতনশিক্ষাস্থলীতে শ্রীহরিকথা প্রচার এবং শ্রীগৌরসুন্দরের দীক্ষালীলাক্ষেত্র ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সন্ন্যাসলীলাতীর্থ শ্রীগয়াধামে এবং তৎপরে পাটলিপুত্রে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীঝুলনযাত্রোৎসব আরম্ভের দিন ৩রা আগষ্ট শ্রীহরিবাসর-তিথিতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন।

শ্রীপাদ সাগর মহারাজও উড়িষ্যাপ্রদেশে শ্রীহরিকথা প্রচার করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ এলাহাবাদ হইতে কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়া শ্রীসনাতনশিক্ষা-স্থলীতে শ্রীসনাতনশিক্ষা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তথা হইতে ২৯শে জুলাই রাত্রে শ্রীগয়াধামে অবতরণ করেন। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কাশীনাথ বাবু প্রমুখ বিশিষ্ট কাশীবাসিগণ ও শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীল গোস্বামী মহারাজকে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীমঠে লইয়া আসেন। শ্রীল গোস্বামী মহারাজ অনর্গল শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন ও পরদিবস শ্রীবিষ্ণুপাদ-পদ্মের সমীপে নর্ত্তন-কীর্ত্তন এবং স্থানীয় টাউন-হলে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কাশীনাথ বাবুর সভাপতিত্বে একটী অভিভাষণ প্রদান করেন। ৩১শে আগষ্ট পাটনায় শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী প্রসাদ ভক্তিভাজন-প্রভু প্রমুখ গৃহস্থভক্ত ও মঠবাসী সেবকবৃন্দের দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া রাত্রিকালে গেট লাইব্রেরীতে ও ১লা আগষ্ট কদমকুঁয়ার 'শ্রীহরিসভা'য় "World crisis and our Duty" ও "সনাতনধর্ম" সম্বন্ধে যথাক্রমে বক্তৃতা প্রদান করেন। ২রা আগষ্ট পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে সমবেত বহু সজ্জনের নিকট ইংরেজীভাষায় অভিভাষণ ও সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীল মহারাজের শুভবিজয়ে যুক্তপ্রদেশবাসী পুনরায় সজীবতা লাভ করিয়া শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-পূর্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন।

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব-
উপলক্ষে
[১৮ই শ্রাবণ (১৩৪৮), ৩রা আগষ্ট (১৯৪১) হইতে ১৯শে ভাদ্র, ৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত]

বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৪।০ ঘটিকার সময় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের
শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইবেন।

[২৫শে শ্রাবণ (১০ই আগষ্ট) রবিবার]

পথ—কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, আপার চিৎপুর রোড্, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, ষ্ট্র্যাণ্ড্ রোড্, নিমতলা ষ্ট্রীট, দরমাহাটা ষ্ট্রীট, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, হ্যারিসন্ রোড্, আপার চিৎপুর রোড্, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

[৩২শে শ্রাবণ (১৭ই আগষ্ট) রবিবার]

পথ—কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, সেণ্ট্রাল এভিনিউ, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

[৭ই ভাদ্র (২৪শে আগষ্ট) রবিবার]

পথ—কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, [illegible] স্কোয়ার, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, হ্যারিসন্ রোড্, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ারের চারিধার, কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ারের চারিধার, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

নির্যাণ

গত ১০ই শ্রাবণ (১৩৪৮) ২৬শে জুলাই (১৯৪১), শনিবার শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত, কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠের ভূমিদাতা কটক-সহর-নিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি দাসাধিকারী শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সন্ধ্যা-আরাত্রিকের সময় শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে থাকিয়া শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবায় নানাভাবে আনুকূল্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ

অথর্ববেদান্তর্গত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "শ্রীচৈতন্যচরণামৃত" নামক সংস্কৃত ভাষ্য ও পণ্ডিত শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী "অমৃতবিন্দু" নামক বঙ্গানুবাদ সহ। চারি আনা।

মহাকবি শ্রীলোচনদাস ঠাকুর-কৃত

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত। পুষ্ট অক্ষরে উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার; উদ্ধৃত শ্লোকাংশের অন্বয়-অনুবাদ; স্থান, পাত্র, গান ও বিষয়-সূচী সহ। দুই টাকা আট আনা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটের পরবর্ত্তী গৌড়ীয়াচার্য্যগণের এবং প্রকট-কালীন ভক্তের চরিতসহ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডলের [illegible] বিবরণ ও ইতিহাস। প্রত্যেক অধ্যায়ের কথাসার, সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয়-মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, স্থান ও পাত্র-সূচী সহিত। তিন টাকা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

অষ্টাদশ পুরাণ, বিংশতি ধর্মশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, ষড়্দর্শন ও তন্ত্রাদির কল্যাণকর সদুপদেশ, বিদেশীয় ধর্মশিক্ষা ও বঙ্গদেশীয় প্রচলিত ধর্মসমূহের বিচার শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার সহিত শ্রেষ্ঠ যুক্তিপ্রমাণসমূহের দ্বারা সমর্থিত। অদ্বিতীয়, অপূর্ব্ব, অবশ্য পাঠ্য সার্ব্বভৌম গ্রন্থ। দুই টাকা

জৈবধর্ম্ম

ইহাতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের যাবতীয় সকল কথা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থেই গৌড়ীয়দর্শন, ভজনের সমস্ত তথ্য ও উপদেশ লাভ করা যায়। ৩য় সংস্করণ—দুই টাকা

শ্রীদশমূল-শিক্ষা

'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-সম্পাদিত

শ্রীচৈতন্যদেব যে দশটি মূলতত্ত্ব জগতে সকল জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সংস্কৃত শ্লোকে দশমূলরূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্যাকরণাচার্য্য [illegible]-কৃত উক্ত দশমূলের 'বিকাশিনী' টীকা; শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত দশমূল-নির্য্যাস, শ্রীআম্নায়-দশমূল, শ্রীগীতা-দশমূল, শ্রীভাগবত-দশমূল ও শ্রীচরিতামৃত-দশমূল বিস্তৃত ভূমিকা সহ। ভক্তি-সাধকমাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ। আট আনা।

কল্যাণকল্পতরু

'পরিমল' ভাষ্য সহিত

প্রাণিমাত্রেরই চিরমঙ্গল-লাভের জন্য এই গ্রন্থের গীতিসমূহ কণ্ঠহাররূপে ধারণ করা কর্তব্য। ১১শ সংস্করণ—দুই আনা।

শরণাগতি

'[illegible]' টীকা সহিত

সমস্ত বেদ, বেদান্ত ও সমগ্র ভক্তিশাস্ত্রের চরম মর্ম্মরহস্যপূর্ণ বাস্তব অভয়প্রদ জীবন-মাত্রের অবিনাশী গীতগ্রন্থ। ১০শ সংস্করণ—দুই আনা।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-বিরচিত

অণুভাষ্যম্

চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য। শ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামিঠাকুর সম্পাদিত। দুই টাকা।

'গৌড়ীয়'-পত্রের সম্পাদক-প্রণীত

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

বহু সাময়িক পত্রে উচ্চ-প্রশংসিত। 'আনন্দবাজার' বলেন—"এই পুস্তকখানিতে লেখকের প্রতিপাদ্য প্রকৃত সমন্বয়ের তত্ত্ব, [illegible] হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়-মতবাদের ইতিহাস, সম্প্রদায়ের প্রকৃত তথ্য ও সার্থকতা, 'সমন্বয়' শব্দের আধুনিক অপব্যবহার ও প্রকৃত তাৎপর্য্য, সর্ব্বধর্ম-সমন্বয় ও চিজ্জড়-সমন্বয়, সাম্প্রদায়িকতা ও ঐকান্তিকতার ভিত্তি, পৌরাণিক মতের বিরোধের সমন্বয়, বিবর্ত্ত-বাদমতের সমন্বয়বাদের আলোচনা এবং সমন্বয়বাদ সম্বন্ধে দার্শনিক প্রশ্ন প্রভৃতি বহু বিষয় নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। "[illegible]" শীর্ষক বিস্তৃত অধ্যায়টিতে গ্রন্থকার [illegible] যে-সকল বাস্তব নিদর্শনের প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। 'যুগান্তর' বলেন—"পৃথিবীর সমগ্র জীবের মধ্যে প্রকৃত প্রেমের সৃষ্টি সাধন করিতে হইলে বর্ত্তমান যুগে এইরূপ যুক্তিনিষ্ঠ ও যুক্তিমূলক গ্রন্থের বহুল প্রচার আবশ্যক। এই পুস্তকটি [illegible] চক্ষু উন্মীলন করিতে পারিবে বলিয়া আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি।" আট আনা

দ্বাদশ আল্‌বর্

ইহাতে 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের আদায় মুনি হইতে শ্রীরামানুজাচার্য্য পর্য্যন্ত বার জন আলোয়ারের আদর্শ চরিত-গাথা ও শিক্ষা সরল ভাষায় বর্ণিত। ।০

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমা (সচিত্র)

শ্রীব্রজমণ্ডলের মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন প্রভৃতি দ্বাদশবন-পরিক্রমার বিস্তৃত বিবরণ। [illegible] আনা

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীধাম-নবদ্বীপ সম্বন্ধে শ্রীগৌরপার্ষদ মহাজনগণের রচিত প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ। আট আনা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনন্দ-নন্দন-পর্ব্ব-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরসাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৩১শে শ্রাবণ; ১৩৪৮; ১৬ই আগষ্ট, ১৯৪১ { ৪র্থ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীনন্দ-যশোমতী-বন্দন

বন্ধূকারুণ-বসনং
সুন্দরকূর্চ্চং মুকুন্দন্যস্তনয়নম্।
নন্দং তুন্দিলবপুষং
চন্দনগৌরত্বিষং বন্দে॥

(শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু-কৃত শ্লোক)

যাঁহার বসন বান্ধুলিপুষ্পের ন্যায় অরুণ বর্ণ, যাঁহার ভ্রূযুগলের মধ্যভাগ পরমসুন্দর, যিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ শ্রীমুকুন্দ-ব্যতীত আর কিছুই দর্শন করেন না, চন্দন-সদৃশ গৌরকান্তিবিশিষ্ট স্থূল দিব্য শরীরধারী সেই শ্রীনন্দমহারাজকে আমি বন্দনা করি।

অঙ্কগ-পঙ্কজনাভাং
নবঘনাভাং বিচিত্ররুচিসিচয়াম্।
বিরচিত-জগৎ-প্রমোদাং
মুহুর্যশোদাং নমস্যামি॥

(শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু-কৃত শ্লোক)

যাঁহার ক্রোড়ে পঙ্কজনাভ শ্রীকৃষ্ণ সতত বিরাজমান, যাঁহার শ্রীবপু নবঘনের ন্যায় শ্যামবর্ণ, যিনি বিচিত্রকান্তিবিভূষিত বসন পরিধান করেন এবং যিনি নিখিলব্রহ্মাণ্ডের পরমানন্দ বিধান করেন সেই শ্রীমতী যশোদাদেবীকে আমি মুহুর্মুহু নমস্কার করি।

শ্রীযশোমতী-নন্দন

শ্রীব্রজপুরের মধ্যে মহারাজ শ্রীনন্দের আবাসভূমি-স্বরূপ এক মহানগর বিরাজিত। ঐ মহানগরের চতুর্দিকে কতকগুলি বন আছে। ঐ সকল বনে বহু বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ঐ সকল বনের মধ্যে 'বৃহদ্বন' নামে একটি বন আছে। এই সকল স্থান বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও অলৌকিক হইলেও শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে ভূলোকের অন্তর্গত (?) বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। চর্মচক্ষু মানব যেরূপ চক্ষুর পিত্তদোষবশতঃ শুক্লবর্ণ শঙ্খকেও পীতবর্ণ দর্শন করে, সেইরূপ অলৌকিক বস্তুকেও লৌকিক বলিয়া দর্শন করে। ইহা শ্রীভগবদিচ্ছা।

সেখানে দুইজন অধীশ্বর নিত্যই বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণের পিতৃভাবে একজন ও শ্রীকৃষ্ণের মাতৃভাবে আর একজন নিখিল কল্যাণখনিস্বরূপ। তাঁহাদের একজন শ্রীনন্দ ও অন্য শ্রীযশোমতীনামে খ্যাতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীবসুদেব ও শ্রীদেবকী অপেক্ষাও ঐ দুইজনের শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোমতীর সহিত নিত্য কৈশোর-দশাপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ শিশু ভাবে আবির্ভূত হইয়া নিরন্তর প্রমোদিত হইয়া রহিয়াছেন। কৈশোর-অবস্থার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের শৈশবাবস্থাও নিত্য। কিশোর-ভাব ও শিশুভাব একই পাত্রে একই সময়ে অবস্থান করিলেও এস্থানে কোনও বিরোধ উপস্থিত হয় না। অবিচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন শ্রীলীলাপুরুষোত্তমের অঘটিত লীলাশক্তির অসাধ্য কি আছে? শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ-প্রমুখ অবতারগণ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রকার লীলামাধুর্যের নিধিস্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা-প্রকাশ কেবল ভক্তবিনোদমাত্র। এতদ্ব্যতীত আর কোনও মুখ্য প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। এইরূপেই শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোদার বিস্ময়িত হইয়া লালনপালনাদি-বাৎসল্য-লীলা প্রকট করেন, শৈশবাদি-চৌর্য সম্পূর্ণ বাৎসল্যভাব বিস্তার করিবার জন্য কোথাও অদৃষ্টপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব ঐশ্বর্যের আচ্ছাদনকারী মাধুর্যের দ্বারা অলৌকিক বাল্য ও পৌগণ্ড প্রভৃতি ভাব ধারণপূর্বক জগতে যেন লৌকিকভাবে প্রকাশিত হন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কারণ

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোদার নিত্যসিদ্ধ সৌভাগ্য বর্ধন করিবার জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, ইহাই তাঁহার জন্ম-লীলা-সম্বন্ধে প্রথম কারণ। কলির-সন্ধ্যায় মহৎ সহস্র অসুরগণদিগের বিষম ভারে ধরিত্রীর শরীর যখন ভগ্ন হইয়া পড়ে, তখন পদ্মযোনি শ্রীব্রহ্মা পৃথিবীর ক্লেশ দর্শন করিয়া অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তে ক্ষীরোদকশায়ী শ্রীবিষ্ণুর নিকট পৃথিবীর ভার-মোচনার্থ প্রার্থনা করেন। সেই সময় ভগবান্ লৌকিকলীলা দ্বারা আপনার আত্মাকে পূতনাদি-বধে সংযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, ইহাই তাঁহার ভূলোকে অবতরণের দ্বিতীয় কারণ। শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামি-প্রভু তাঁহার 'শ্রী[illegible]বৃন্দাবন-চম্পূতে' এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু এই সিদ্ধান্তটি ব্যাখ্যা করিয়া 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' বলিয়াছেন,—

"স্বয়ং ভগবানের কর্ম নহে ভারহরণ।
স্থিতিকর্তা বিষ্ণু করেন জগৎ পালন।
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল।
ভারহরণ-কাল তাতে হইল মিশাল।

পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব-অবতার তাঁতে আসি' মিলে।
নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ-মন্বন্তরাবতার, যত আছে আর।
সবে আসি' কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ।
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে।
আনুষঙ্গ-কর্ম এই অসুর-মারণ।
যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ।
প্রেমরস-নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।

রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৪।৮-১৬)

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিয়া পিতৃ-মাতৃবর্গগণকে আবির্ভূত করান। শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ-গোপাঙ্গনাগণ যে-সময় আবির্ভূত হন, সেই সময় তাঁহাদিগের সহিত শ্রুতিগণ ও গোপগোপীদিগের গৃহে আবির্ভূত হন। কারণ, শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের আভিজাত্যের প্রতি শ্রুতিগণেরও কামনা ছিল এবং দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণেও একপত্নীব্রতধর শ্রীসীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের মনোহর রূপ দর্শন করিয়া শ্রীনন্দনন্দন গোপালের প্রতি অভিলাষ করিয়াছিল। এইজন্য তাঁহারা তপস্যাদের দ্বারা সিদ্ধদেহ ও তৎসৌভাগ্যভাজন দেহ লাভ করিয়া ব্রজ গোপগোপীদিগের গৃহে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিরুপমা শক্তিস্বরূপা অঘটনঘটনপটীয়সী ভগবতী শ্রীযোগমায়া শ্রীভগবানের দ্বারা প্রেরিত হইয়া [illegible] শ্রীগোকুলে অবতীর্ণ হইলেন।

বৃহৎরূপে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে শ্রীনন্দ, শ্রীযশোমতী প্রভৃতি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইলে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ সখা ও প্রেয়সীগণ অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর বিবিধ সাধনসিদ্ধ [illegible] ও মুনিদেবাদিবিধি গোপীগণ অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল নিকটবর্ত্তী হইলে পৃথিবী আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হইল। শ্রীভক্তগণের চিত্তের ন্যায় ভুবন সকল লোককে আমোদিত করিয়া প্রসন্ন হইল। শ্রীহরিভক্তগণের অন্তরের ন্যায় আকাশমণ্ডল সুনির্ম্মল হইল। দোষ-সন্দেহের অন্তকস্বরূপ ভাদ্রমাসে, তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষে, রোহিণী-নক্ষত্রে, উৎসবদায়িনী যামিনীর মধ্যভাগে জগজ্জনগণের আশ্রয়স্বরূপ যোগেশ্বরেশ্বর স্বপ্রকাশতত্ত্ব আবির্ভাব-লীলা বিস্তার করিলেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের তপঃপ্রভাবে উৎপন্ন সৌভাগ্যফলের দ্বারা শ্রীবসুদেব ও শ্রীদেবকী প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের পিতৃমাতৃভাব উপলব্ধি করেন। ভগবান্ শ্রীবাসুদেবস্বরূপে উক্ত পিতা ও মাতার সম্বন্ধে স্বীয় আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়া শ্রীবসুদেব ও শ্রীদেবকীর পুত্রাভিমান অল্পকাল প্রকাশ করেন। পশ্চাৎ যাঁহাদের পিতৃভাব ও মাতৃভাব নিত্যসিদ্ধ, সেই শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোদাতেও স্বকীয় পরিপূর্ণরূপে শ্রীগোবিন্দস্বরূপে পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইবার লীলা প্রকট করেন।

আত্মারামানপুচ্ছবিকৈর্ভক্তিযোগে বিধাতুং-
[illegible] স্বভক্তান্।
দৈত্যানীকৈর্দ্দলিতভুবাং শীতভাবং করিষ্ণু-
র্ভূমিদেবো ব্রজপতিগৃহে আত্মবৎ প্রাদুরাসীৎ॥

নিজ মধুরচরিত্রদ্বারা আত্মারাম মুনিগণকে ভক্তিযোগে নিযুক্ত, বিবিধ লীলারসাবিস্তার করিয়া ভক্তগণকে আনন্দিত এবং দৈত্যসমূহের ভারে অতিশয় ভারাক্রান্তা পৃথিবীকে ভারনির্মুক্ত করিবার জন্য মূর্ত্তিমান্ আনন্দস্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরি শ্রীব্রজরাজগৃহে নবোজাত বালকের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইলেন।

অনাঘ্রাতং ভূতৈর্নবমপহতং গোপসদনবিদৈন-
মধুপৈঃ নীরেরুহশতদলৈর্নীলকণ্ঠৈঃ।
অদৃষ্টৈঃ কেনাপি ক্বচন চ চিদানন্দময়ো
যশোদায়াঃ ক্রোড়ে কুবলয়মিবৌজস্তদভবৎ॥

চিদানন্দময়ীরূপিণী শ্রীমতী যশোদার ক্রোড়ে সেই মূর্ত্তিমান্ আনন্দস্বরূপ তেজোময় শ্রীহরি নীলকমলসদৃশ শোভমান হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তকবিগণ এই উজ্জ্বলনীলমণিরূপ কুবলয়কে আঘ্রাণ-বা আস্বাদন করিতে সমর্থ হন নাই, প্রাচীন-মহাকবিস্বরূপ অলিগণও এই নীলপদ্মের (শ্রীযশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের) সৌরভ (চরিতামৃত) আস্বাদন (বর্ণন) করিতে পারে নাই, প্রাকৃত কোন জলাশয়েও এই কুবলয় উৎপন্ন হয় নাই, প্রপঞ্চবর্জিত জগৎস্বরূপ ভক্তসমূহদ্বারাও এই কুবলয় স্পৃষ্ট হয় নাই, প্রপঞ্চবর্জিত কোন ব্যক্তিই এমন কি ব্রহ্মাও ইহার দর্শন পান না।

নিত্যালয়ে শতি সূতিকাগৃহমিবে মাতা সমং সর্ব্বতঃ
মত্তো বালশিশুস্বভাবসহজং চঞ্চল্য বালো হরিঃ।
[illegible] কর্ণোৎপলৈঃ সহ-
[illegible] প্রোজ্জ্বলতোজ্জ্বলাম্॥

মাতা শ্রীযশোদার সহিত সমস্ত সূতিকাগৃহস্থিত পরিজনগণ নিদ্রিত হইলে সদ্যোজাত শিশুরূপী শ্রীহরি স্বভাবতঃ সরলস্বরে ক্রন্দন করিতেছিলেন। তাহাতে এইরূপ বোধ হইতেছিল, যেন ধ্বনিরূপ শ্রীভগবানের কণ্ঠে

সমীপে উপগত হইয়া শ্রীহরির জৌবলীলামহোৎসবের প্রারম্ভেই মঙ্গলঘোষণা করিয়াছেন। কারণ, এই ওঙ্কার পুরাকালে শ্রীব্রহ্মার শ্রীমুখপদ্ম হইতে নির্গত হইয়াছিল ও ইহা সর্ব্বমঙ্গলের আকরস্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণের সেই ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্রজপুর-বাসিনী রমণীগণ জাগরিত হইলেন এবং দেখিলেন যেন শিশু অরুণপদ্ম-দেহোজ্জ্বল শিশু, স্বভাবসিদ্ধ স্বীয় সৌন্দর্য্যমণ্ডিত ও অতুলনীয় মাধুর্য্যতয়া অতীব কমনীয়রূপে বিরাজমান। তৎকালে বালক যেন নিখিলসৌন্দর্য্যাদির স্বীয় রূপচ্ছটাদ্বারা সূতিকাগৃহকে বিদ্যুদ্দীপ্তিসম্পাত করিয়া সেই গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবীর দ্বারা পূজিত হইতেছিলেন। শিশুর দিব্য শ্রীঅঙ্গ যেন উজ্জ্বলনীলকান্তমণির অনুরূপ, তমালতরুর পল্লবতুল্য, নব-জলধরবৎ স্নিগ্ধ, ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মীর কস্তুরিকাতিলক-স্বরূপ, সৌভাগ্যসম্পদের নিত্য কজ্জলস্বরূপ ও সর্ব্বজনচিত্তাকর্ষক-রূপে প্রতিভাত। এতদ্ব্যতীত বালক সমস্ত মঙ্গল বিধান-পূর্ব্বক সূতিকাগৃহকে যেন সর্ব্বমঙ্গলসংযুক্ত করিয়াছেন। তিনি বালক হইলেও নবচূর্ণকুন্তলধারী। কোমল অথচ অতীব কমনীয় করাঙ্গুলিদ্বারা 'মৎস্য' 'অঙ্কুশাদি' ভগবচ্চিহ্ন-সকল গোপন করিবার নিমিত্তই যেন শ্রীকরকমল মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বালক নিমীলিত-নয়নে শয়ন করিয়াছিলেন। অতঃপর সূতিকাগৃহবাসিনী রমণীগণের আনন্দ-সূচক শব্দে জননী শ্রীযশোদাদেবী জাগরিত হইলেন। পরে পুত্র জন্মিয়াছেন জানিয়া পুত্রকে দেখিবার জন্য নিজে দৃষ্টিপাত করিয়া বালকের উজ্জ্বল, চিক্কণ শ্রীবিগ্রহে নিজদেহ অবলোকন করত তাহা অন্য কোন বালকাপহারিণী যোগিনী হইবে, এই বিশ্বাসে চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া 'তুমি দূরে গমন কর' এইরূপ বলিতে বলিতে শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীনামস্মরণ পূর্ব্বক সেই রমণীকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং ঐ বালকের শ্রীবদন সন্দর্শন করিয়া নেত্রাশ্রুবিন্দুবর্ষণে যেন মুক্তাহার উপঢৌকন দিয়াছিলেন।

শ্রীমধুকণ্ঠ ও শ্রীস্নিগ্ধকণ্ঠের সংলাপ

[শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীমধুকণ্ঠ ও শ্রীস্নিগ্ধকণ্ঠের সংলাপময়ী শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা-কথা শ্রীগোপাল-চম্পূতে বর্ণন করিয়াছেন]

শ্রীগোকুলে গোষ্ঠাধিপতি শ্রীনন্দ-মহারাজের সপ্তপ্রকোষ্ঠ পুরী বিরাজিত। তথায় প্রাতঃকাল হইতে সকল সময়ই নানাপ্রকার কার্য্যকলাপের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র প্রকাশিত হয়। যখন শ্রীব্রজরাজ শ্রীনন্দ ও শ্রীব্রজেশ্বরী শ্রীযশোমতী সর্ব্ব-সাধুজন-পূজিতা সভায় শ্রেষ্ঠ সভাসদ্‌গণের সহিত মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠ নামক দুইজন মহাত্মা সূতপুত্রের শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাদি-লীলাকথা শ্রবণার্থ উৎকণ্ঠিত হইলেন। এরূপ ব্যবস্থা হইল যে—একদিন মধুকণ্ঠ বক্তা ও স্নিগ্ধকণ্ঠ শ্রোতা হইবেন, পরের দিন স্নিগ্ধকণ্ঠ বক্তা ও মধুকণ্ঠ শ্রোতা হইবেন। মধুকণ্ঠ-বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া তিনিই প্রথমে কথা আরম্ভ করিলেন।

শ্রীমধুকণ্ঠ কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রহ্মা, দেবর্ষি শ্রীনারদ, শ্রীবেদব্যাস, শ্রীশুকদেব গোস্বামী, শ্রীপরীক্ষিৎ, শ্রীউগ্রশ্রবা ও শ্রীশৌনকাদি ঋষির জয়গান ও বন্দনা করিয়া কথা আরম্ভ করিলেন।

শ্রীমধুকণ্ঠ—সমস্ত শ্রুতি ও পুরাণাদি-শাস্ত্রে যে যদুবংশের মহত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, সেই বংশের অবতংসস্বরূপ শ্রীদেবমীঢ় মথুরায় বাস করিতেন। তাঁহার দুইটি ভার্য্যা ছিল, তন্মধ্যে প্রথমা পত্নী ক্ষত্রিয়া ও দ্বিতীয়া পত্নী বৈশ্যা। ঐ পত্নীদ্বয়ের গর্ভে যথাক্রমে দুইটি পুত্র হইয়াছিল—একজনের নাম 'শূর' ও দ্বিতীয়ের নাম 'পর্জ্জন্য'। শূর হইতে শ্রীবসুদেব আবির্ভূত হন। পর্জ্জন্য বৈশ্যজাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া গো-প্রতিপালন-কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং মহাবনে বাস করেন। পর্জ্জন্য বাল্যকাল হইতেই ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিতেন; তাঁহাদিগের মনোরথ

পূর্ণ করিয়া সকল বস্তু দান করিতেন; বৈষ্ণব জানিয়া তাঁহাদিগের সহিত প্রীতি করিতেন ও যাবজ্জীবন শ্রীহরির পূজায় নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহার মাতৃবংশ আভীর-বংশের বলিয়া প্রসিদ্ধ। পর্জন্য গৌরব ও নিজের অর্জিত ঐশ্বর্য্যের দ্বারা অন্যান্য সাধারণ বৈশ্যজাতিকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি নিজের আশ্রিত দেশকে পালন করিয়া সকলের সম্মান, যথাকালবর্ষণতঃ ফলসম্পত্তি দান করিয়া সকল লোককে প্রীণিত ও পর্জন্য অর্থাৎ মেঘ-সাদৃশ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বংশে প্রহ্লাদ, প্রতিজ্ঞায় ধ্রুব, মহিমায় পৃথু, সজ্জন প্রতি ভীষ্ম, ধর্ম্মজ্ঞদের প্রতি শঙ্কর, গৌরবে ব্রহ্মা ও তেজে শ্রীহরির তুল্য ছিলেন। তাঁহার পত্নী সকল গুণে শ্রেষ্ঠা হইয়া তাঁহার 'বরীয়সী' নামটী সার্থক করিয়াছিলেন। তাঁহার উপনন্দ, অভিনন্দ, নন্দ, সনন্দ ও নন্দন নামক পঞ্চ পুত্র সকল লোকের সুখবিধান করিতেন। শ্রীনন্দ যেরূপ মধ্যম ছিলেন, তদ্রূপ পিতা, মাতা ও সর্ব্বসাধারণের প্রীতি শ্রীনন্দেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। সুমুখ নামক একজন প্রধান গোপ সেই শ্রীনন্দকে পরমবর্ত্তী একটী কন্যা সম্প্রদান করেন। শ্রীউপনন্দ পিতৃদেবের আজ্ঞানুসারে শ্রীবসুদেব প্রভৃতি মহানুভবগণের সমক্ষে নিজ কনিষ্ঠ শ্রীনন্দকে গোকুলের রাজত্ব দান করিয়া 'গোকুলরাজ' নামে সম্মানিত করেন।

শ্রীস্নিগ্ধকণ্ঠ—সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শ্রীমান্ উপনন্দ ও সর্ব্বকনিষ্ঠ শ্রীনন্দন এই দুইজনের মধ্যে বলিয়া অভিনন্দ, নন্দ ও সনন্দ এই তিনজনই মধ্যম হয়। অতএব কে মধ্যম এবং কিরূপেই বা তাহার সাধকত্ব হইতে পারে?

মধুকণ্ঠ। আত্মজ বংশপ্রবরেণ পুত্রী-
কৃতেন তুষ্টিং ভজতে স এষঃ।
ইতি স্বয়ং বেত্তি ন কেন মৈত্রীং
জিনত্তি কোঽয়ং মনসে মহেতি॥

আমার পুত্রকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে আপনার পুত্র করিয়া ইনি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন। ইহা স্ফুট জানিয়াও যিনি তাঁহার সহিত মিত্রতা-বন্ধন ছিন্ন করেন না, তিনি কে? নিজমুখে বর্ণনা করুন। (শ্রীনন্দ মহারাজের মনের কথা মধুকণ্ঠ বলিলেন।)

স্নিগ্ধকণ্ঠ। নিশ্চয়ই ইনি শ্রীনন্দ।

মধুকণ্ঠ। হাঁ, আপনি সত্যই জানিতে পারিয়াছেন। শ্রীব্রজরাজ শ্রীনন্দ শ্রীবসুদেবকে সখ্যে করিবার জন্য পুত্রবিচ্ছেদাদি-দুঃখ সহ্য করিয়াছেন, অথচ ইঁহার চিত্ত অণুমাত্রও মিত্রতা হইতে চ্যুত হয় নাই।

স্নিগ্ধকণ্ঠ। তাহার পর, তাহার পর?

মধুকণ্ঠ। শ্রীপর্জন্য শ্রীগোবিন্দের পাদারবিন্দ-ভজনের জন্য শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার নিকট সংক্ষেপে সমস্ত শাস্ত্রের সারমর্ম জানিতে চাহিলে তিনি তাঁহাদিগকে উপদেশ করিলেন।

স্নিগ্ধকণ্ঠ। সেই সকল পরিপ্রশ্ন ও উপদেশ শুনিবার জন্য আমাদের চিত্ত ব্যগ্র হইয়াছে, কৃপাপূর্ব্বক বলুন।

মধুকণ্ঠ। একটী শ্লোকে সেই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর-সম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

কিং ভবমূলমদৃষ্টং কিং শরণং শ্রীহরের্ভক্তিঃ।
কিং প্রার্থ্যং তদ্ভক্তিঃ কিং সৌখ্যং তৎপদপ্রেম॥

শ্রীউপনন্দ-নন্দাদি পুত্রগণের পরিপ্রশ্ন—ভবের মূল কারণ কি?

শ্রীপর্জন্যের উত্তর—প্রাক্তন কর্ম।

প্রঃ—আশ্রয় কি?

উঃ—একমাত্র শ্রীহরিভক্তি।

প্রঃ—জগতের মধ্যে প্রার্থনীয় বস্তু কি?

উঃ—অহৈতুকী ভক্তি।

প্রঃ—সুখ কি?

উঃ—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম।

স্নিগ্ধকণ্ঠ। তারপর কি হইল?

মধুকণ্ঠ। শ্রীপর্জন্য বরীয়সী সহধর্ম্মিণীর সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলে শ্রীউপনন্দ ব্রজরাজ শ্রীনন্দের সভায় প্রবীণ মন্ত্রিরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীনন্দও শ্রীউপনন্দের মন্ত্রণা-গ্রহণকালে তাঁহার আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া প্রজা-পালন করিলেন। কিন্তু ব্রজরাজ শ্রীনন্দের কোন সন্তান জন্মগ্রহণ না করায় আত্মীয়-স্বজন সকলের মনই দুঃখ-ভারাক্রান্ত রহিল।

স্নিগ্ধকণ্ঠ। শ্রীনন্দরাজের প্রিয়তম উপনন্দাদি কেন 'পুত্রেষ্টি' প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করান নাই?

মধুকণ্ঠ। পুরোহিতাদির দ্বারা 'পুত্রেষ্টি'-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইলেও তাহা সফল হয় নাই।

স্নিগ্ধকণ্ঠ। ইহা কি প্রকার?

মধুকণ্ঠ। ব্রজরাজ শ্রীনন্দ এক সময় শ্রীব্রজেশ্বরীকে

বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার শোকাকুল আত্মীয়-স্বজন তাঁহার সন্তান-লাভের জন্য বহুবিধ অনুষ্ঠান করিয়া সফলকাম হইতে পারিবে না ; কারণ, তত্তৎ কর্মানুষ্ঠান হইতে জীব-সমূহের অদৃষ্ট প্রকটিত হয়, তৎফলেই প্রাণীর জন্ম বা দেহ-ধারণাদি হইয়া থাকে ; কিন্তু শ্রীব্রজরাজ যে-প্রকার পুত্রের জন্য অভিলাষী, সেইরূপ পুত্র কখনই অদৃষ্টের বশীভূত হইতে পারেন না। তিনি অদৃষ্টের নিয়ন্তা। অপিচ, অভিলষিত পুত্র ভিন্ন অন্যপ্রকার পুত্রের জন্য তাঁহার চিত্ত বিন্দুমাত্রও ব্যথিত হয় না। পারিজাতপুষ্পের নিকট আকাশপুষ্প আর কত সুমধুর হইতে পারে ? শ্রীব্রজরাজের প্রতি কল্পনার ও বেদের পরমাত্মা ফলস্বরূপ যে শ্রীনারায়ণের রূপ, তাহা হইতে আর অধিক মধুর কি হইতে পারে ?

মিত্রকণ্ঠ। শ্রীব্রজরাজের এই কথায় শ্রীব্রজেশ্বরী কি বলিয়াছিলেন ?

মধুকণ্ঠ। শ্রীব্রজরাজ-মহিষী সেই রূপের কথা অত্যন্ত আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীব্রজরাজ বলিলেন,—"আমি দেখিতেছি যে, শ্যামবর্ণ চঞ্চল-চারু-দীর্ঘ-নয়নযুক্ত একটি বালক তোমার হৃৎ-উদ্দীপনকারী বেণুধর বক্ষে ও ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছে, ইহা কি স্বপ্ন অথবা জাগরণ ?"

মিত্রকণ্ঠ। শ্রীব্রজেশ্বরী ইহার উত্তরে কি বলিলেন ?

মধুকণ্ঠ। শ্রীব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"হে নাথ ! আমারও এই প্রকার মনোবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তিকে অতিক্রম করিয়া স্ফূর্তি-প্রাপ্ত হইতেছে, কেবল বিশেষ লজ্জাহেতু আপনাকে নিবেদন করিতে পারি নাই। অতএব শ্রীনারায়ণের কোন-প্রকার সেবা-কার্য্যের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানই এ সময় কর্ত্তব্য।"

মিত্রকণ্ঠ। শ্রীব্রজরাজ কি বলিলেন ?

মধুকণ্ঠ। শ্রীব্রজরাজ শ্রীব্রজেশ্বরীকে শ্রীনারায়ণের সেবার প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শ্রীব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"শ্রীদ্বাদশী-ব্রত করিলে শ্রীনারায়ণের প্রকৃষ্ট সেবা হয়।" শ্রীব্রজরাজ শ্রীব্রজেশ্বরীর এই বাক্য বিশেষ সঙ্গত বিচার করিয়া সহর্ষে তাহা অনুমোদন করিলেন ও বলিলেন যে, তাঁহারও ঐপ্রকার উৎকণ্ঠার অপূর্ব স্ফূর্তি পাইয়াছে। তাঁহারা সেইদিন হইতেই নিরবচ্ছিন্নভাবে দ্বাদশীব্রত-অনুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প করিলেন। যখন তাঁহারা দুইজনে এইরূপ মন্ত্রণা করেন, তখন দেবতাদিগের দুন্দুভিধ্বনিতে সমস্ত স্থান মুখরিত হইয়া উঠিল।

[যখন সভায় মধুকণ্ঠ এইরূপ কথা বলিতেছিলেন, তখন সেই কথা শুনিয়া শ্রীব্রজরাজের অতীব স্মৃতির উদ্দীপনা হওয়ায় তাঁহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত দ্রবীভূত হইল, তিনি মধুকণ্ঠকে নিজের অলঙ্কারসমূহ বিতরণ করিলেন এবং শ্রীমতী ব্রজেশ্বরীও মহানীলকান্তমণির হারের কয়গাছি প্রদান করিলেন।]

মিত্রকণ্ঠ। (অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত) তারপর কি হইল ?

মধুকণ্ঠ। সেই দ্বাদশীব্রতের অনুষ্ঠানে এক বৎসর পূর্ণ ও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে শ্রীনারায়ণ স্বপ্নে উভয়েরই নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—"তোমাদের আমার উপরে অত্যন্ত আসক্তিময়ী ভক্তি আছে, তোমরা খেদ করিতেছ কেন ? যে পরমসুন্দর বসুনন্দ কুমার তোমাদের হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ পুত্ররূপে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইতেছেন, তিনি সর্ব্বদাই তোমাদের দুইজনের অনুগত হইয়া প্রতিক্ষণে নিজ-ভক্তি প্রবর্ত্তন করিবার জন্য তোমাদের ক্রোড়ে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। আমি যে সে-প্রকার বর্ণ, রূপ ও আকৃতি প্রকটিত করি, তাহা তোমাদের দুইজনেরই অংশ বা কলা। শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের নিজস্ব হইয়াই জন্মলীলা প্রকট করেন। অচিরেই তোমাদের সুমধুর অভিলাষ সাফল্যমণ্ডিত হইবে।" শ্রীভগবান্ এইকথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোদা উভয়েই জাগরিত হইয়া যেন অমৃতসিন্ধুকে অবগাহন করিলেন ও পরস্পর উহার আলাপন করিয়া আত্মীয়-স্বজনের নিকট ব্যক্ত করিলেন।

মিত্রকণ্ঠ। [বস্তুতঃ—শ্রীনারায়ণ যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের দুইজনেরই পুত্র। শ্রীগর্গমুনিও শ্রীব্রজরাজকে বলিয়াছিলেন,—'তোমার এই পুত্র পূর্ব্বে কখনও শ্রীবসুদেব-নন্দন হইয়া জন্মিয়াছিলেন।' ইহা হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ নন্দেরই আত্মজ, কিন্তু কোন কারণবশতঃ শ্রীবসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।] তৎপরে আগ্রহভরে মিত্রকণ্ঠ মধুকণ্ঠকে বলিলেন,—"তাহার পর, তাহার পর ?"

মধুকণ্ঠ। একদিন কোন এক তপস্বিনী এক ব্রাহ্মণ-বালকের সহিত শ্রীউপনন্দ-প্রমুখ ব্রজবাসিগণের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই দুইজনকে দেখিয়া তাঁহাদের মহাপ্রভাব ব্রজবাসিগণের হৃদয়ে অনুভূত হইল। ব্রজবাসিগণ

ইঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাপসী বলিলেন যে, তাঁহার নাম—'পৌর্ণমাসী'। তিনি সর্ব্বজ্ঞা, কুমারী হইয়াও সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কাষায়-বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন, তিনি তপস্বিনী ও দৈবজ্ঞা; আর ব্রাহ্মণ-বালকটীর নাম—শ্রীমধুমঙ্গল, তাঁহার স্বভাব শ্রীনারদের ন্যায়। ব্রজবাসিগণের ন্যায় দীনব্যক্তির নিকট ইঁহাদের আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাপসী বলিলেন যে, তাঁহাদের জীবন-স্বরূপ শ্রীনন্দের এক জগদানন্দদায়ক নন্দন জন্মগ্রহণ করিবেন। তাপসীর কথায় সকলে বিশেষ আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—"আমরা তোমাকে কৃষ্ণাজিরে (কৃষ্ণা—যমুনা, তাঁহার তীরে) একখানি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিব।" তাপসী কহিলেন,—"এই বাণীকে বেদবাণীতুল্য জ্ঞান করি। কৃষ্ণাজিরে বলিতে যমুনার নিকটে হইলেও কৃষ্ণ (শ্রীকৃষ্ণের) + অজিরে (নিকটে)—এইরূপ অর্থই লক্ষ্য করিতেছি, নিশ্চয়ই এই পুত্রটী 'কৃষ্ণ' নামে অভিহিত হইবেন।" সকলে সহর্ষে পৌর্ণমাসীকে ব্যবস্থা করিয়া কালিন্দীর তীরে একটী পর্ণকুটীর রচনা করিয়া তাপসীকে সেইস্থানে বাস করাইলেন। সেইদিন প্রদোষকালে দুর্দ্দান্ত কংসের কোপে শ্রীবসুদেব রোহিণীকে ব্রজে পাঠাইয়া দিলেন। রোহিণী একটী ঘোটকীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গোপনে ব্রজে গমন করেন। তিনি আসিবামাত্র ব্রজরাজের সভা সমস্ত শুভচিহ্নে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শ্রীমতী যশোদা ও শ্রীমতী রোহিণী গঙ্গা ও যমুনার ন্যায় মিলিতা হইয়া সুখাস্বাদন করিতে লাগিলেন। শ্রীযশোদা শ্রীরোহিণীর গর্ভিণীভাব পর্য্যালোচনা করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন। মাঘমাসে কৃষ্ণ-পক্ষের প্রতিপত্তিথিতে রাত্রিকালে শ্রীযশোদা শ্রীব্রজরাজের সেবা করিতেছিলেন। ঐ সময় তিনি তন্দ্রালু হইয়া স্বপ্ন-শুদ্ধ সত্ত্বের মধ্যে কোন একটী ব্যাপার দর্শন করিলেন। দেখিলেন—সেই বালকই কোন কুমারিকার দ্বারা নিজ অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া শ্রীব্রজরাজের হৃদয় হইতে শ্রীযশোমতীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া পুত্রের ন্যায় অবস্থান করিলেন। ইহার পর ঐ বালক যশোমতির হৃৎপদ্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সেই কুমারিকার ছায়ার মধ্যে অবস্থিত থাকিলেন। শ্রীব্রজরাজও সর্ব্বক্ষণ তাঁহার অন্তরে তাঁহার প্রবেশের চিহ্ন অনুভব করিলেন, কিন্তু কিছুই নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না।

স্নিগ্ধকণ্ঠ। তাহার পর, তাহার পর?

মধুকণ্ঠ। শ্রীযশোমতীর গর্ভ-লক্ষণ জানিতে পারিয়া ব্রজললনাগণ সমস্ত মাঙ্গলিক দ্রব্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। স্ফটিকপাত্রের মধ্যস্থিত প্রদীপ যেরূপ অন্তরে ও বাহিরে দীপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্রজেশ্বরীর গর্ভের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া জগতেও তদ্রূপ আত্মপ্রকাশ করিলেন।

স্নিগ্ধকণ্ঠ। তারপর কি হইল?

মধুকণ্ঠ। শ্রীযোগমায়া শ্রীরোহিণীর সপ্তম মাসের গর্ভ আকর্ষণ করিয়া দেবকীর সেইরূপ সাতমাসিক গর্ভ তাঁহাতে যোজনা করিয়া দিলেন। চতুর্দ্দশ মাসে শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত কালে শ্রীরোহিণী শশধরশোভাবিজয়ী শুভ্রবর্ণশালী এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। এই বালকের জাতকর্ম্ম ও নামকরণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য গুপ্তভাবে সম্পন্ন হইল। ঐ বালক জন্ম হইতে কনিষ্ঠের (শ্রীকৃষ্ণের) জন্ম-পর্য্যন্ত জড়ের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিলেন। যেমন শ্রীব্রজেশ্বরী যখন শ্রীকৃষ্ণকে মনোমধ্যে ধারণ করেন, সেই সময় তাঁহার ক্রোড়দেশে শ্রীবলদেব শয়ন করিলেই লোকে তাঁহাকে উন্মনিতের ন্যায় লক্ষ্য করিতেন। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতিথিতে বুধবারে রোহিণী-নক্ষত্রে শ্রীযশোমতীর প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মরাত্রিতে সমস্ত দেবতা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য উপস্থিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে সেই সময় অনেক অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীমতী যশোদা প্রসব-জ্ঞান-ব্যতীতই শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করিয়াছিলেন। কত কত আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। আচার্য্যগণ তাহাতে আশ্চর্য্যবোধ করিলেন না; কেন না, তাঁহারা জানিতেন, সর্ব্বাশ্চর্য্যের নিধি-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছেন। যোগমায়া বালা-শরীর ধারণ করিয়া কেবলমাত্র সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের গুণানুকূল আনুকূল্যবিধান করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার সূতিকা-শয্যায় অগ্রজ করিয়া স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন। ইহার পর সকলে দেখিতে পাইলেন—শ্রীবিষ্ণুর অনুজা সেই দেবী অংশরূপে প্রতিরূপে অনুধাবন করিয়াছেন।

স্নিগ্ধকণ্ঠ। তবে কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীবসুদেব ও শ্রীদেবকীর পুত্ররূপে চিন্তা করিব?

মধুকণ্ঠ। (স্বগত—দেবর্ষি নারদ আমাদের দুইজনকে মাধুর্য্যপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ঐশ্বর্য্য গোপন

করিতে বলিয়াছিলেন। অতএব গর্গমুনির সিদ্ধান্তই বিচার-পূর্ব্বক উপদেশ করি। কারণ, ঐ সিদ্ধান্ত নন্দাদি গোপগণও গ্রহণ করিয়াছেন।) প্রকাশ্যে মধুকণ্ঠ বলিলেন,—"আমি এ সভামধ্যে যখন শ্রীব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছি, তখন দেবর্ষির আজ্ঞাস্বরূপ আমার এই মর্য্যাদা-লঙ্ঘন তিনি নিশ্চয়ই সহ্য করিবেন, নতুবা আমার উপায় কি? দেখুন, ব্রজবাসীদের মর্য্যাদাই দেখবার। পুত্ররূপ আবির্ভাবের প্রতি পিতৃভাবময় দেহই বীজ। কেবল দেহ হইতে উৎপন্ন হইলেই পুত্রভাব লাভ হয় না। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার নাসিকা হইতে শ্রীবরাহদেবের ও হিরণ্যকশিপুর সভাস্তম্ভ হইতে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব হইয়াছে। ব্রহ্মার নাসিকা বা হিরণ্যকশিপুর সভাস্তম্ভের সহিত শ্রীবরাহদেবের ও শ্রীনৃসিংহদেবের পিতাপুত্র-সম্বন্ধ-বিষয়ক কোন প্রমাণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ব্রজবাসিগণের প্রেম-সম্পদরূপ ধনের অধীন হইয়াও সেই ধনকে অপরিহার্য্য বোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসীর পুত্রাদিরূপে বিরাজমান থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত শ্রীব্রজবাসের জীবনের কোনই প্রয়োজন নাই। মহাভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া নামে এক অঘটন-ঘটনপটীয়সী স্বরূপশক্তি আছেন। সেই মহাভগবান্ যোগমায়াকে দান করেন। আবার সেই যোগমায়াই নন্দপুত্রের অধীনরূপে পরিণত হইয়াছেন। শ্রীবসুদেব ও শ্রীদেবকীর অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের যে চতুর্ভুজরূপ স্ফূর্ত্তি পাইত, তাহাই বাহিরে আবির্ভূত হইয়াছেন। আবার শ্রীব্রজেশ্বর ও শ্রীব্রজেশ্বরীর অন্তরে যে কেবল দ্বিভুজমূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হইতেন, তাহাই তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যখন নৃশংস কংসের ভয়ে নিজাবির্ভাবিত চতুর্ভুজরূপের আচ্ছাদন-পূর্ব্বক দ্বিভুজরূপের আবির্ভাব করাইবার নিমিত্ত শ্রীদেবকীর ইচ্ছা হইল, ঠিক সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণের যে অপূর্ব্ব দ্বিভুজরূপ যোগমায়ার সহিত শ্রীযশোদার অন্তরে আগমন করিয়াছিলেন, ঐ দ্বিভুজরূপেই দেবকীর পার্শ্বে সন্নিধানপ্রাপ্ত হইয়া এবং চতুর্ভুজরূপকে অন্তরে আবৃত করিয়া যশোদাসুত শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন। যশোদা-পুত্রের জন্মের সঙ্গোপন ও চতুর্ভুজরূপের আবরণকার্য্য-বিষয়ে মায়া সাকাররূপে যশোদার গর্ভে থাকিয়াও নিরাকারভাবে [illegible]শক্তিহীন শরীর অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাহন হইয়াছিলেন। যোগমায়া যশোদার পুত্রকে সকলের অলক্ষ্যে আকর্ষণ করিয়া মথুরাপুরে লইয়া গেলেন ও যশোদাকে বিমোহিত করিলেন। সেই যোগমায়াই আবার সর্ব্বচিত্ত আকর্ষণের দ্বারা জননীর প্রসব-ভ্রম বিস্তার এবং নিজ বাহ্যরূপ প্রকটিত করিয়া প্রসূতি-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলেন। এই যোগমায়াই পূর্ব্বে দেবকীর গর্ভ হইতে রোহিণীর গর্ভে বলরামের সংক্রমণ-পূর্ব্বক অদ্ভুতভাবেই কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। ভগবানের যে সর্ব্বশক্তির অভিব্যক্তি আছে তাহাও তাঁহার প্রিয়জনের ইচ্ছারই অনুসরণ করিয়া থাকে, স্বেচ্ছাচারিতার অনুসরণ করে না।

স্নিগ্ধকণ্ঠ। কি আশ্চর্য্য! ইহার পর আর কি হইল?

মধুকণ্ঠ। সকল লোক মায়ানিদ্রায় অভিভূত হইলে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব উপদেশানুসারে শ্রীবসুদেব নবপ্রসূত বালককে নন্দগৃহেই আনয়ন করিয়া যশোদার কন্যার সহিত মিলিত করিলেন। শ্রীবসুদেবের নিজ গৃহে যে চতুর্ভুজরূপ আবির্ভূত হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব উপদেশবশতঃ তাহা তিনি ব্যক্ত করেন নাই। বিষ্ণুমায়া যে পুত্র জন্মিয়াছে, তাহাও বাক্যাদি কোন সঙ্কেত দ্বারাই ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। সুতরাং তিনি কন্যাতেই পুত্রত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। আর ঐ সমস্ত ঘটনাবিষয়েও শ্রীবসুদেব কোন অনুসন্ধান করেন নাই।"

স্নিগ্ধকণ্ঠ। শ্রীবসুদেব তাহা অনুসন্ধান না করুন, কিন্তু শ্রীব্রজরাজের গৃহে নিজের পুত্রকে পরিত্যাগ করিবার পর কি প্রকারে সেই পুত্রে ব্রজরাজের এতটা আত্মীয়তা সম্ভব হইয়াছিল? অথচ আগমাদি শাস্ত্রেও নন্দ-নন্দন, নন্দাত্মজ, নন্দসুত, নন্দতনয়, যশোদা-নন্দন প্রভৃতি নাম শুনিতে পাওয়া যায়। 'নন্দনন্দন'—এই নামটি বিপরীত-ভাবে পাঠ করিলেও এক প্রকারই অনুভূত হয়। শ্রীকৃষ্ণ যে নন্দেরই পুত্র, ইহা ত' সর্ব্বপ্রকারেই সিদ্ধ দেখা যায়। সেই ব্রজরাজের পুত্রকে লইয়া শ্রীবসুদেব কি প্রকারে প্রত্যাগমন করিলেন?

মধুকণ্ঠ। শ্রীবসুদেবের আগমনকালে তাঁহার চরণ যুগলের বন্ধন উন্মুক্ত হইয়া গেল, সকল লোক নিদ্রাগত হইল, অর্গল বাতায়ন উদ্ঘাটিত হইল, অনন্তদেব ছত্র হইলেন, যমুনা স্রোতোভাব (গভীরতা) ত্যাগ করিলেন এবং গোপরাজ শ্রীনন্দের গৃহ হইতে শ্রীমথুরা পর্য্যন্ত সমস্ত পথ শ্রীবসুদেবের গমনাগমনের জন্য সুগম হইল।

স্নিগ্ধকণ্ঠ। তাহার পর, তাহার পর?

মধুকণ্ঠ। শ্রীবসুদেব গচ্ছিত স্নেহের বশে শ্রীকৃষ্ণকে নন্দালয়ে গচ্ছিত রাখিয়া গমন করিলেন। শ্রীব্রজনাথ-পত্নী শ্রীযশোদা নীলকান্তমণির ন্যায় পুত্রের চন্দ্রবিনিন্দী শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন করিয়া আপনাকে চিরার্পিতের ন্যায় মনে করিলেন। ঐ বালক জগজ্জীবের সারাৎসারস্বরূপ, বহু বহু রূপ-সাগরের নিবিড়রূপ, লাবণ্য-জলরাশির বীজস্বরূপ ও স্বকীয় লীলাবলী-বিষয়ে অদ্ভুতমূর্তিময়। ঐ বালক যেরূপ জননীর সত্তায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনি আত্মীয়গণের হৃদয়েও স্বচ্ছপদার্থে প্রতিবিম্বের ন্যায় প্রতিফলিত হইয়াছিলেন। পতি-পুত্রবতী একজন প্রবীণা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী রোহিণীর আজ্ঞাক্রমে শ্রীনন্দকে সেই পুত্রের বৃত্তান্ত জানাইয়াছিলেন।

মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠ এইরূপভাবে শ্রীকৃষ্ণের জন্মসম্পত্তি বিস্তার করিলে ব্রজবাসিগণের আনন্দের সীমা থাকিল না। তখন শ্রীব্রজরাজ মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের মস্তকে করকমল স্থাপনপূর্বক বিবিধ অলঙ্কারাবলীর দ্বারা তাঁহাদিগকে ভূষিত করিলেন। সমস্ত সভ্যগণকে বহুবিধ অর্থের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন,—"অদ্য তোমরা তোমাদিগের স্ব স্ব গৃহে গমন কর। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এইরূপভাবে আগমন করিবে।"

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতী ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

গত পূর্ণিমা-তিথিতে (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮; ৭ই আগষ্ট, ১৯৪১) ঝুলনতিথির বেলা ১২টার পর যোড়াসাঁকোস্থিত ঠাকুর ভবনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ স্বধামে গমন করিয়াছেন। তিনি বিশ্বজনের কবি-প্রতিভায় বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া "বিশ্বকবি" নাম সার্থক করিয়াছেন। কবীন্দ্রকে শ্রীধাম-দুর্লভ শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস 'অপ্রাকৃত-কবিশ্রেষ্ঠ' ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তাঁহার তনয় গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সহিত কবীন্দ্র রবীন্দ্রের পূজনীয় আত্মীয়বর্গ ও স্বয়ং কবির একাধিকবার সাক্ষাৎকার ও নানাপ্রকার সংলাপাদি হইয়াছিল। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার আত্মচরিতে তাঁহার ছাত্রজীবনের ঘটনা-বর্ণন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"কলেজের পর অনেক দিনই আমি যোড়াসাঁকোয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে যাইতাম। আমার সতীর্থ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র) বড় দাদা সম্বন্ধে; শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও বড় দাদা। যদি কখন সংসারের মধ্যে আমার হৃদয়-বন্ধু থাকেন, তবে বড় দাদাই আমার হৃদয়-বন্ধু। তাঁহার উদার চরিত্র, স্বচ্ছ প্রেম ও সরলতা আমার হৃদয়ে সর্বদা জাগ্রত আছে। আমি তাঁহাকে দেখিলে সমস্ত বিষয়-দুঃখ ভুলিয়া যাই। তাঁহার নিকট বসিয়া আমি অনেক সংস্কৃত-গ্রন্থ আলোচনা করিতাম। সত্যেন্দ্রের সহিত আমার যথেষ্ট প্রীতি থাকিলেও দ্বিজেন্দ্র বাবুর স্বভাব-গুণে আমি সর্বদা আকৃষ্ট ছিলাম। তিনিও নির্বিবাদী, আমিও বিষয়-চিন্তা ছাড়িলে সুখে থাকি; সুতরাং তাঁহার সহবাস আমার বড় ভাল লাগিত, তত আর কাহারও সহবাস ভাল লাগিত না। আমি ঐ সময়ে হৃদয়ের চিন্তা দূর করিবার জন্য বিজ্ঞানে, বিশেষতঃ পরমার্থ-বিজ্ঞানের অনেক গ্রন্থ পাঠ করিতাম। বড় দাদাও আমার সঙ্গে সঙ্গে ঐ আলোচনায় সহায় থাকিতেন। কান্ট, গেটে, হেগেল, স্বইডেনবার্গ, সোপেন-হাউয়ার, হিউম, ভল্টেয়ার প্রভৃতি অনেক লেখকদিগের পুস্তক আলোচনা করিয়া পরমার্থতত্ত্ব-বিষয়ে আমার যে সিদ্ধান্ত হইল, তাহা বড় দাদা শুনিয়া বিশেষ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—'ভাই কেদার, তুমি গভীররূপে চিন্তা করিয়াছ। আমি তোমাকে ছাড়াইতে পারিতেছি না।' বড় দাদা বড় বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন। পরমার্থতত্ত্ব-জ্ঞানে তিনি একজন অদ্বিতীয় লোক।"

স্বনামধন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল

ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর যখন তাঁহার আত্মচরিতের প্রতিলিপি কৃপাপূর্ব্বক লেখাইতেছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইংরেজী ১৮৮১ সালে একদিন দ্বিজেন্দ্রবাবু যুবক রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া "ভক্তিভবনে" (শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কলিকাতা, ১৮১, মাণিকতলা ষ্ট্রীটস্থ ভবনের নাম) আসিয়াছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথের পরিধানে পাঞ্জাব-প্রদেশের ব্যক্তিগণের ন্যায় পোষাক ছিল। দ্বিজেন্দ্রবাবু রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ে রহস্যচ্ছলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বলিলেন,—"ইনি পাঞ্জাব হইতে আসিয়াছেন, ইঁহার নাম—'ভানুসিংহ'।" এই বলিয়া দ্বিজেন্দ্রবাবু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের হস্তে "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" নামক একখানি পুস্তক উপহার দিলেন। তখন শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তথায় উপস্থিত থাকিয়া এই বৃত্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সেই 'ভানুসিংহ'-নামধারী যুবক রবীন্দ্রনাথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্মুখে একটী গান করিলেন। উহার প্রথম চরণটি এই,—

"বাঁশরী বাজাতে [illegible],
বাঁশরী বাজি[illegible] কৈ ?"

শ্রীল প্রভুপাদ প্রসঙ্গক্রমে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সঙ্গীত-শ্রবণের প্রতি বীতস্পৃহা রবীন্দ্রবাবুর সুমিষ্ট স্বর শ্রবণ করিয়া পরে অনেকটা ক্ষীণ হইয়াছিল। ইহার বিশেষ কারণ এই যে, রবিবাবুর উচ্চারিত গানের পদগুলি অতি সুস্পষ্ট ছিল, কিন্তু 'মনোহরসাহী' প্রভৃতি পদাবলী-গায়কগণ যে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ গান করিতেন, তাহার শব্দগুলি শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বাল্যকালে অতিশয় অস্পষ্ট বোধ করিতেন। এজন্য কেবল সুর, মান ও তালের কসরতের উপর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অনুরাগ হয় নাই। শব্দকেই তিনি আদর করিতেন।

ইহার অনেক দিন পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন সঙ্গীত-চর্চা ও সঙ্গীত-বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তখন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'সজ্জনতোষণী'তে রবিবাবুকে অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

"আমরা রবীন্দ্রবাবু ও শ্রীশ বাবুকে আগ্রহপূর্ব্বক অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক বৈষ্ণবকীর্ত্তনের একখানি বৈজ্ঞানিক ইতিহাস বা ঐতিহাসিক বিজ্ঞানগ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণবদিগকে যেন বিশেষ সুখী করেন। ঐ গ্রন্থে সমস্ত রাগ-রাগিণী, তাল-মান ও কীর্ত্তনের সুর সমস্ত বিচারিত হইবে এবং রেণেটী, গরাণহাটী ও মনোহরসাহী কীর্ত্তনের আচার্য্যদিগের জীবনী এবং তৎপরবর্ত্তী মহাজনগণের সময় ও বিবরণ যতদূর পারেন, সংগ্রহ করিবেন।"

(সঃ তোঃ ২।৯)

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সহিত রবীন্দ্রনাথের কার্সিয়ং প্রভৃতি স্থানেও কএকবার সাক্ষাৎ ও আলাপাদি হইয়াছিল। একবার স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্র মাণিক্য-বাহাদুরের নিমন্ত্রণে হাইকোর্টের বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কার্সিয়ং গমন করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তৎসঙ্গে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর মহারাজ বীরচন্দ্রের বিশেষ অনুরোধে কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই তথায় অবস্থান করিয়া শিক্ষিত-সমাজে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতেছিলেন। এলাহাবাদ-প্রবাসী নীলকমল মিত্র মহাশয়ের পুত্র চারুচন্দ্র মিত্র সেই সময়ে কার্সিয়ংএ ছিলেন। চারুবাবুর সহিত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনেক সময়েই ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ হইত। চারুবাবুর জামাতা মিঃ কে, সি, দে ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ সেই সময়ে কার্সিয়ংএ চারুবাবুর বাসায় যাতায়াত করিতেন। এই সময়, অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৯৬ সালের জুলাই-আগষ্ট মাসে নূতনবাজারের 'ক্যাল্‌কাটা প্রেসে' দেবনাগর-অক্ষরে (মহামহোপাধ্যায়)* শিতিকণ্ঠ বাচস্পতির 'বিলাসিনী'-টীকা-সহিত 'শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-স্মরণমঙ্গল-স্তোত্র' ছাপা হইতে থাকে। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত কার্সিয়ংএ বসিয়াই 'শ্রীস্মরণমঙ্গলে'র প্রুফ সংশোধন করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কলিকাতায় চলিয়া আসিলে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর কার্সিয়ংএ ক্যাম্প-সাইডে থাকিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশে হরিকথা প্রচার করিতে থাকেন। এই সময়েই রবিবাবু কার্সিয়ংএ গিয়াছিলেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর রবিবাবুর জন্য নিজের থাকিবার বাড়ীটী প্রদান করিয়া অতিথি-সৎকার করিয়াছিলেন। কর্ণেল মহিম ঠাকুর রবিবাবুর বিশেষ পরিচিত ছিলেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ও কর্ণেল মহিমবাবু অনেক [illegible]

---

* পরে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রাপ্ত হন।

একত্রে বসিয়া রবিবাবুর সহিত নানাপ্রসঙ্গে আলাপ করিতেন। রবিবাবু সেই সময় ফরাসী-ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেছিলেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যদেবের বাস্তব চরিত-কথা শ্রবণ করিয়া রবিবাবু গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন।

যখন প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর পাশ্চাত্য-দেশে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী-প্রচারের অভিলাষ করেন, তৎপূর্ব্বে ইংরেজী ১৯২৮ সালের ১৮ই এপ্রিল শ্রীল প্রভুপাদের সহিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোস্থিত ভবনে আলাপ হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত [illegible] রবিবাবুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ছিল এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহপাঠী ছিলেন, তথা কার্সিয়াংএ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট রবিবাবু শ্রীচৈতন্যদেবের যে সকল কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া কবিবর অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত সম্মান ও অভ্যর্থনা করিয়া পাশ্চাত্যদেশে প্রচার করিতে হইলে যে-সকল বাধাবিঘ্ন আছে, তৎসম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন।*

রবিবাবু—পাশ্চাত্যে প্রচার কর্‌তে হ'লে অনেক প্রতিবন্ধক ও বাধা-বিঘ্ন আছে। গত কএক বৎসর য়ুরোপ ও আমেরিকায় 'Swami' নামের এরূপ অপব্যবহার হ'য়েছে যে, 'Swami' নাম শুন্‌লেই সে দেশের লোকের মনে বিতৃষ্ণ ভাবের উদয় হয়। বর্ত্তমানে ঐ দেশের কোন কোন উচ্চপদস্থ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভারতের কোন লোক এখন সেখানে গেলেই, তাঁ'রা যতই উপযুক্ত হ'ন্ না কেন, একটু সন্দেহের চক্ষে দেখেন। ইংলণ্ড নিজেকে অত্যন্ত উন্নত ও বুদ্ধিমান্, বিশেষতঃ 'প্রভুজাতি' মনে করেন ব'লে আমার মনে হয়—প্রথমমুখে সেখানে ভারতীয় ধর্ম্মের কথা আদরলাভ কর্‌বে না। ফ্রান্স পূর্ব্বে ভারতবাসীকে ভাল ব'লেই জান্‌তো, কোন ভারতবাসী সেখানে গেলে Intellectual Society মনে কর্‌তেন—তাঁ'রা gainer হবেন। কিন্তু অধিকাংশ অযোগ্য ব্যক্তির নানাপ্রকার ব্যাপারে তাঁ'দের এরূপ ধারণা জন্মেছে যে, ভারতের sentimentality imbibe ক'রে তাঁ'রাও servile mentalityতে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়্‌বেন; সুতরাং ভারতের Philosophy তাদেরই শোনা দায়। যে-সকল Indian Philosopher সেখানে exposition দিয়েছেন, তা'তে নূতন কিছু ত' নেই-ই, বরং উন্নত জার্ম্মাণী advanced thoughtকেও distort ক'রে ফেলেছেন। তা' ছাড়া ফ্রান্সের সাধারণ temperament is to taunt the foreigners. আমেরিকার এক section (less literate and females) এখনও ভারতের যোগমার্গ বা mysticismএর কথা-কৌতূহলে আদর করে। কিন্তু advanced society ততটা আদর করেন ব'লে মনে হয় না। জার্ম্মাণীতে ভাবুক ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আছেন। আমার বিশ্বাস হয়—সেখানে আপনাদের আদর হ'বে। আর সেখানে আদর হ'লে আমার মনে হয়—সমস্ত continentএ এই সকল কথা সমাদৃত হ'তে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদ—শ্রীচৈতন্যবাণী অন্যান্য লোকের কথার মত নয়। তাতে স্থান-কাল-পাত্রের কোনপ্রকার ব্যবধান, যা' জাগতিক সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে, তা' আস্‌তে পারে না। কোন প্রভুজাতি বা ভৃত্যজাতি-হিসাবে শ্রীচৈতন্যের বাণীর প্রচারক বা শ্রোতার মধ্যে ব্যবধান থাকা উচিত নয়। কারণ, শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম অহিন্দুর নিকট হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারের ন্যায় ব্যাপার নয়।

রবিবাবু—আপনারা ত' হিন্দুধর্ম্মের একটি শাখারূপেই সেখানে যাচ্ছেন?

শ্রীল প্রভুপাদ—আমরা হিন্দু বা অহিন্দু-ধর্ম্মের কোন শাখা বা প্রচারক নই। অহিন্দুর নিকট হিন্দুধর্ম্ম প্রচার কর্‌তে গেলেই 'সাম্প্রদায়িকতা'র প্রশ্ন আস্‌বে। তাঁ'রা বল্‌বেন, "আমরা যে ধর্ম্মে আছি, তা'তেই সত্য আছে; তোমার ধর্ম্মেও কিছুটা সত্য আছে। সুতরাং আমাদের পৈতৃক ধর্ম্ম ছে'ড়ে কেন বিধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌ব?" অথবা যদি কেউ কোন সত্যের বা ভাব-প্রবণতায় অনুপ্রেরিত হ'য়ে গ্রহণ করেন, তা'হ'লেও তিনি academic বুদ্ধি-গণ্ডী নিয়ে সেই ধর্ম্মকে বিচার কর্‌বেন। আমাদের কথা হ'চ্ছে—সনাতন ধর্ম্ম বা চেতনের ধর্ম্ম আনুষ্ঠানিক সত্যের কথা নয়, তা' অখণ্ড বাস্তবসত্য ও

---

* রবিবাবুর সহিত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কথোপকথনের মর্ম্মার্থ 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের দিনপঞ্জী হইতে প্রকাশিত হইল।

সর্ব্ব দেশ, কাল ও পাত্রকে অতিক্রম ক'রে তাঁর নিত্যসিদ্ধ সার্ব্বভৌমত্ব নিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পারে। সনাতন-ধর্ম—স্বরাট্, সার্ব্বভৌম, সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালিক।

রবিবাবু—তাত্ত্বিক বিচারের দিক্ থেকে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই কি প্রত্যেকের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে এরূপ দাবী করতে পারে না?

শ্রীল প্রভুপাদ—দাবী অনেকেই কিছু করতে পারেন, অনেকে ক'রেও থাকেন; কিন্তু দাবী করতে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত সেই দাবীকে রক্ষা করতে না পারলে সেইরূপ দাবীর মূল্য কি? আমার বক্তব্য হ'চ্ছে, অবিমিশ্র চেতনের যে বৈশিষ্ট্য, তা'র সঙ্গে মিশ্রচেতন বা চেতনাভাসের ধর্ম্মের একাকার করতে গিয়ে অনেকেই অসৎ-সাম্প্রদায়িকতার যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে ও পরস্পর সেই সাম্প্রদায়িকতা-মুক্তদিগকে যে চিৎসমন্বয়কারী সমদর্শিত্ব ব'লে বৃথা আরোপ করবার চেষ্টা করে, তা' কেবল আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা।

রবিবাবু—আপনি কি বলতে চা'ন যে, পাশ্চাত্ত্যদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার ক'রে আপনি অসাম্প্রদায়িক ব'লে পরিচিত হ'তে পারবেন? তাঁ'রা কি ভারতীয় সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মরূপে আপনার প্রচারিত মতের উপর দৃষ্টি-নিক্ষেপ করবেন না?

শ্রীল প্রভুপাদ—রবিকে যেরূপ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, জার্ম্মাণী, জাপান বা ভারতবর্ষ খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখবার চেষ্টা করে এবং তা'দের যে প্রাদেশিক সম্বন্ধ দিয়ে রবিকে দে'খে কেউ বা 'ইংলণ্ডের সূর্য্য', কেউ বা 'ফ্রান্সের সূর্য্য', কেউ বা 'আমেরিকার সূর্য্য', কেউ বা 'জার্ম্মাণীর সূর্য্য', কেউ বা 'জাপানের সূর্য্য', কেউ বা 'ভারতীয় সূর্য্য' ব'লে আখ্যা দিতে পারে, তা'রা তা'দের প্রাদেশিক দৃষ্টি নিয়ে বিচার করতে পারে; কিন্তু রবিতে এক অখণ্ড বস্তু, তিনি কোন সাম্প্রদায়িক-গণ্ডি-ঘেরা বাগানের দাবী ন'ন।

রবিবাবু—এ যুক্তি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মুখে-মুখে শুনতে পাওয়া যায়। সকলেই বলেন,—আমরা অখণ্ড সত্যের উপাসক। তথাপি সাম্প্রদায়িক ভেদ হয় কেন?

শ্রীল প্রভুপাদ—সকলেই অখণ্ড সত্যের উপাসক—একথা মুখে বললেও এবং তদ্রূপ যুক্তি দেখা'লেও যখন তা'দের যুক্তিসমূহকে ব্যবচ্ছেদ করা যায়, তখন বেশ দেখতে পাওয়া যায় যে, তা'রা গোপন-প্রদেশে যে-সকল জড়ের আবেষ্টন রেখে দিয়েছে, তা'তে জড়েরই নিত্য স্বভাবধর্ম্ম অখণ্ড থাকতে পারে না। যেখানে অন্যাভিলাষ, সেখানে কখনও সত্যের অখণ্ডতা ও বাস্তবতা নেই। পূর্ণচেতনে পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ ব্যতীত জড়ের অবশ্যম্ভাবী পতনের গতি কেউ অতিক্রম করতে পারে না। অতএব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কোন দেশের যে কোন ধর্ম্মই হো'ক না কেন, যদি তা'র সহিত কোন অন্যাভিলাষের মিশ্রণ থাকে—জড়ের কোন ছায়াপাত থাকে, তা'হ'লে কখনও তা' সার্ব্বভৌমপদে অধিষ্ঠিত হ'তে পারে না।

রবিবাবু—আপনি কি বলতে চান, শ্রীচৈতন্যের কথায় জড়ের কোন ছায়াপাত নেই? তা' কি বাঙ্গালীর সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নয়? বৈষ্ণবকবি কি জড়ের প্রতিচ্ছবি হ'তে অনুপ্রেরণা লাভ করেন নাই?

শ্রীল প্রভুপাদ—আপনাকে প্রার্থনা জানাচ্ছি, আপনি শ্রীচৈতন্যের কথার বৈশিষ্ট্য একবারেই অনুধাবন করতে পারবেন যে, জড়ের কোন ছায়ালেশ তাঁ'র বাণীতে বা তাঁ'র ধর্ম্মের অনুশীলনের মধ্যে নেই। প্রকৃত বৈষ্ণবকবি কখনও জড়ের প্রতিবিম্ব হ'তে অনুপ্রেরণা লাভ করেন না; কারণ, এই বিশ্ব বা প্রকৃতি চিদ্বিশ্বের হেয় প্রতিবিম্ব; চিদ্বিশ্ব এই প্রতিবিম্বের বিম্ব। বিশ্বরূপের বা বিরাটের উপাসকগণ এই প্রতিবিম্ব-বিশ্ব দে'খে বিম্বের এক একটী খণ্ডের বিচিত্রতায় মুগ্ধ হ'য়ে যে অস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসে অনুপ্রেরিত হয়, বৈষ্ণব-কবির চিত্তবৃত্তি সেরূপ ভাবনাশ্রয়ের অধীন না। এখানেই কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি প্রাকৃত কবিগণের সহিত অপ্রাকৃত-কবিকুলগুরু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর পার্থক্য। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের একনিষ্ঠ অনুসরণকারী। শ্রীমদ্ভাগবত (১।৫।১০-১১) বলেন,—

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ক্ষয়াঃ॥
তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥

মানস-সরোবরের কোমল-কমলবন-বাসী রাজহংসসমূহ যেরূপ কাককেলি-ক্ষেত্র বিচিত্র অন্নাদিপূর্ণ উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে কখনও আনন্দ প্রাপ্ত হয় না, সেরূপ অপ্রাকৃত-রসাভিজ্ঞগণ শব্দ-অলঙ্কারপূর্ণ হ'লেও হরিকথাহীন সাহিত্যকে তুচ্ছবোধে ত্যাগ করেন। যে সাহিত্যে শ্রীভগবানের মহিমার

ন্যাসমণী বর্ণিত আছে, প্রাকৃত ব্যক্তি যদি তা'তে প্রয়োজন দেখ্‌তে না পান, তবুও সেই বাক্যবিন্যাস লোকের অনর্থ বিনাশ ক'রে থাকে। সাধুগণ যদি বক্তা হন, তবেই সেই সব লোকে শুনতে পারেন। দেবর্ষি শ্রীনারদ প্রাকৃত কবিগণের শিক্ষার জন্য শ্রীব্যাসদেবকে আর একটী শ্লোক (শ্রীভা: ১।৫।১৬) বলেছিলেন,—

বিচক্ষণোঽস্যার্হতি বেদিতুং বিভোরনন্তপারস্য নিবৃত্তিতঃ সুখম্।
প্রবর্তমানস্য গুণৈরনাত্মনস্ততো ভবান্ দর্শয় চেষ্টিতং বিভো॥

পূর্ণ ও অখণ্ড রসের রসিক যে অপূর্ণ, খণ্ড, হেয়, প্রাকৃত বিষয় হ'তে প্রেরণা প্রাপ্ত হন না, প্রাকৃতকে পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত যে অপ্রাকৃতে অভিজ্ঞান হয় না, সেই কথাই এই শ্লোকদ্বারা জানিয়েছেন।

পুরীষকণবাহী মক্ষিকা যেমন মধুমক্ষিকার সৌভাগ্যের প্রতিযোগিতা করবার জন্য কাচপাত্রে সুরক্ষিত মধু নিজের আয়ত্ত বলে জ্ঞান ক'রে আস্বাদন করতে ব্যস্ত হয়, কিন্তু কোনদিন মধুর আস্বাদ পায় না, কখনও পেতে পারে না; চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের খণ্ড, প্রতিফলিত, ছলনাময়ী ছবিতে আত্মহারা বিরাটের উপাসকও সেরূপ অপ্রাকৃতের কথা বুঝতে পারে না। অপ্রাকৃত কবির স্বতঃ-গানের সর্বস্ব অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের সহজ-গীতির ঝঙ্কারে মুখরিত। তা' তাঁ'র অন্তরের নিজস্ব বৃত্তি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়,—

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তা'রে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥

ভাগবতধর্মের বৈশিষ্ট্য এই যে, সেখানে সম্ভোগবাদের কোন প্রকার আভাসও নেই।

মৃষা গিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্॥
তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং যদুত্তমশ্লোকযশোঽনুগীয়তে॥
(শ্রীভা: ১২।১২।৪৯-৫০)

যাঁ'তে উত্তমশ্লোক শ্রীহরির যশোরাশি অবিরাম কীর্তিত হয়, তা'ই নিত্য-নূতন, রুচির, রম্য, মানস-মহোৎসব ও শোকসমুদ্র-শোষক। যে সাহিত্য, যে কাব্যবৈভব বিচিত্র পদবিন্যাসে হ'লেও অধোক্ষজের জগৎপবিত্রকর যশোবর্ণনে পরাঙ্মুখ, সেরূপ কাব্য ও সাহিত্য কাকতুল্য সমাজপ্রিয়দের রতিবর্দ্ধক। পরমহংসগণের কথা দূরে থা'ক্, তা' হংসোপম জ্ঞানিগণেরও সেব্য নয়। পরমহংসগণ অপ্রাকৃত-মানসসরোবরেই আকৃষ্ট হন, অত সরকতায় তাঁ'দের আকৃষ্ট করতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত-সাহিত্য-সমুদ্রের এক একটী কণা নিয়ে জগতের সমস্ত সাহিত্য উদ্ভূত হ'য়েছে, হচ্ছে ও অনন্তকাল হ'তে থাকবে। সেই সাহিত্যসিন্ধুর কণার ছায়া বিরাটের কাব্য ও সাহিত্যামোদিগণকে বিভোর ক'রে দিয়েছে। সকল লৌকিক-সাহিত্যের সমন্বয়কারী শ্রীভাগবত-সাহিত্য অনুসরণ ক'রে ভারতের প্রাচীন সাহিত্যসমূহ সংবর্দ্ধিত হ'য়েছিল। শ্রীভাগবত-সাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি বেদসংহিতা-প্রকাশেরও বহু পূর্বের কথা। সেজন্যই সংহিতা-সাহিত্যের পরবর্তিকালে প্রচারিত পুরাণ-সাহিত্যের ন্যায় ঐতিহ্যের সঙ্গে বৈদিক কালের পূর্ববর্তী বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। সকল দেশের, সকল সম্প্রদায়ের লৌকিক-সাহিত্যিকগণের যাবতীয় কৃতি ও প্রবন্ধকাব্য সকলই যেন নৈমিষসাহিত্য-কুসুম-কাননের এক একটী শ্রীকৃষ্ণকণ্ঠোৎসব-মালিকা। এই নৈমিষসাহিত্যের সরস বীণ দিয়ে আদি-পুরাণী লোক-পিতামহ শ্রীব্রহ্মা "গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি" এর চতুর্মুখে কীর্তন ক'রে যেদিন সম্রাট্ শ্রীজগৎসুন্দরের আরতি করেছিলেন, সেদিন সেই আরতির শঙ্খ-সলিল দিয়ে ঋষিগণের মস্তকে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল। সেদিন পরবিদ্যার ঘাটে আদিকবিগণের মন্দিরে গৌড়ীয়গণ যে শঙ্খ-সলিল লুটে নিয়েছিলেন। শ্রীপদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী শ্রীগোবিন্দের জয়-দেওয়া-দেবতা সেই শঙ্খসলিল হ'তে সাহিত্য-সুরধুনীর ধারা এনেছিলেন—যে ধারা বিশ্বসাহিত্যকে ক্রোড়ীকৃত ক'রে সকল সাহিত্যের শিরোদেশে "দৃষ্ট্ স্বপদং তদহং ভবসায়ুম্" গান গেয়ে ভগবন্মন-নৃত্য করেছেন। গৌড়ের ভক্তগণের সভা-কবি জয়দেবের মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের অলৌকিক সম্রাট্ লীলাপুরুষোত্তমের ভজনময়ী 'পদাবলী', গুণরাজ খাঁর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', শ্রীরামানন্দ রায়ের 'নাটকগীতি', শ্রীশ্রীসনাতন-রূপ-রঘুনাথ-শ্রীশ্রীজীব-কবিকর্ণপূর-প্রমুখ অপ্রাকৃত কবিকুলের সার্বভৌম কাব্য ও সাহিত্যরাজি, শ্রীভাগবতাচার্য্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী', শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসের শ্রীভাগবতগান, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি গৌড়, মিথিলা ও উৎকলের রাজসভা-প্রাঙ্গণ মুখরিত ক'রে নৈমিষ-

সাহিত্যাদর্শরতীর জয় ঘোষণা ক'রেছে। সুতরাং শ্রীভাগবত-সাহিত্যই স্বরাটের সাহিত্য, গোলোকের সাহিত্য, মহা-বিশ্ব-সাহিত্য। বিশ্বরূপ বা বিরাটের সাহিত্য স্বরূপ বা স্বরাটের সাহিত্যের অবৈধ আনুকরণিক প্রতিযোগিতা ক'রে নিষ্ফলতারূপ ফলের পাশেই মাকালফলরূপে অথবা শালি-ধান্যবৃক্ষের পাশে শ্যামাঘাসরূপে যেন অপ্রাকৃত-ভাবে অন্ধকারের দ্বারা আলোর উজ্জ্বল্য-পুষ্টির ন্যায় শ্রীমদ্‌-ভাগবত-সাহিত্যেরই 'শ্রী' পুষ্ট ক'রেছে। তাই বিরাটের বিশ্ব-সাহিত্যের মধ্যে এখন 'বিশ্রী' ভাবের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পাওয়া যায়। আধুনিক সাহিত্যিকগণ 'শ্রী'কে অর্থাৎ স্বরূপশক্তিকে, সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ শ্রীভগবানের চিন্ময়-বিগ্রহের শরীরে একটা অনাবশ্যক বর্ণ বা মালাই মনে ক'রে থাকেন। তাই তাঁ'দের মধ্যে 'বিশ্রী'র প্রচলন খুব বেশী হ'য়ে পড়েছে। এমন কি, কুরুচিক কামক্রোধাসক্ত ব্যক্তিগণও অদ্বিতীয় রসময়গণের অনুকরণ ক'রে অপ্রাকৃত-রসময়ের হাবভাব, বেশ-ভূষায় সজ্জিত হওয়ার ধৃষ্টতা করছে। একমাত্র শ্রীনন্দনন্দনের, অদ্বিতীয় স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তমের যে-সকল নাম, কাল ও পাত্র একচেটিয়া, কৃত্রিম বহুপুরুষবাদী বাঙ্গালীর তা'ও তা' অবৈধভাবে গ্রহণ করবার চেষ্টা কর্‌ছে! আজ কএক বৎসর ধ'রে দেখ্‌ছি, মরণশীল মানুষের কর্মজীবিকে 'কাণ্ডারী', কর্ণ-ধাররূপে পার্থিব কারাগারে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগণকে 'হরিজন' প্রভৃতি নাম দিয়ে সাহিত্যে এর প্রচার হ'চ্ছে। এই সকল পরিভাষা বৈষ্ণবগণের নিকট হ'তে অবৈধভাবে অপহরণ ক'রে যাঁ'রা যেখানে সেখানে অপপ্রয়োগ কর্‌ছেন, তাঁ'রা সেজন্য দায়ী থাক্‌বেন। এ বিষয়ের চৌর্য একান্ত সহজ নয়।

রবিবাবু—আপনার কাছে অনেক নূতন কথা শুন্‌লাম; কিন্তু বৈষ্ণব-কবি ত' বলেছেন, "সবার উপরে মানুষ সত্য।" মানুষের পূজা—মহামানবের পূজার কথাই ত' বৈষ্ণব-কবিগণ গান করেছেন।

প্রভুপাদ—চণ্ডীদাসের নাম ক'রে, তাঁ'র ভণিতার অপ-ব্যবহার ক'রে অনেক কৃত্রিম চণ্ডীদাস অনেক কথা ব'লেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের চণ্ডীদাস ও বিশ্রী অচৈতন্য-দেবগণের 'প্রাকৃত সহজিয়া' চণ্ডীদাসের বিচার এক নহে। 'কর্ত্তাভজা' বা 'বাউল'দের মানুষপূজা বা মহামানব অর্থাৎ পূজা নাস্তিক্য মতবাদবিশেষ। বৌদ্ধের পূজা—জড়ের পূজা, চেতনের পূজা নয়। যিনি পূর্ণচেতনের যোগ আত্মা উপাসক, যিনি পূর্ণচেতনে সমগ্রভাবে বলি দিয়ে পূর্ণকে বশী ক'রে ভক্তির "ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"—এই মন্ত্রকে সার্থক করেছেন, তিনি অচেতন ন'ন; তাঁর সম্বন্ধেই শ্রুতি বলেছেন,—"আচার্য-দেবো ভব", শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন,—"আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ।" তিনি প্রাণিমাত্র নরকুলে নরাধমগণের একমাত্র উপাস্য। আমার ন্যায় সেবাবিমুখ নরাধম তাঁ'কে 'শ্রীনরোত্তম' ব'লে নিরস্ত হন। সেই শ্রীনরোত্তমের পূজাকে পাশ্চাত্য-ভাব-ধারা 'Hero-worship' মনে ক'রে ভ্রান্ত হ'য়ে থাকে। বস্তুতঃ তথাকথিত মহামানবের পূজা বা কোঁৎ ('Comte')-এর 'Supreme Being' এর ধারণা প্রভৃতি হ'তে অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-সাহিত্যিকের বিচার সম্পূর্ণ পৃথক্।

রবিবাবু—চণ্ডীদাস কি সহজিয়া ন'ন্?

প্রভুপাদ—শ্রীচৈতন্যদেবের চণ্ডীদাস সহজিয়া ন'ন্। অচৈতন্যদেবগণের সঙ্গীগণের কারখানায় দুই তথাকথিত চণ্ডীদাস—সহজিয়া। এখনও নদী-নবদ্বীপে তৃতীয় চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যাঁ'রা এইরূপ চণ্ডীদাসের অস্তিত্বকে বহুমানন করেন, তাঁ'দিগকে আমরা 'প্রাকৃত-সহজিয়া' বলি।

রবিবাবু—আমরা 'সহজিয়া' কথাটি শুনেছি, কিন্তু 'প্রাকৃত-সহজিয়া' কথাটি যেন নূতন বোধ হয়।

প্রভুপাদ—প্রাকৃত হ'তে অপ্রাকৃতে আরোহণ করা যায়, যাঁ'রা এরূপ মত পোষণ করেন, বা অপ্রাকৃতত্বে প্রাকৃতত্ব আরোপ, অথবা প্রাকৃতত্বে অপ্রাকৃতত্ব আরোপ করেন, তাঁ'দেরই আমরা "প্রাকৃত-সাহজিক" বলি। শ্রীচৈতন্য-দেবের সময়ের একটা ঘটনা আপনার কাছে বলি,—পূর্ব-বঙ্গের কোন গ্রাম্য-কবি এক সময় পুরীতে উপস্থিত হ'য়ে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত শ্রীভগবানাচার্যের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই কবি শ্রীমহাপ্রভু-সম্বন্ধে একখানি নাটক রচনা ক'রে শ্রীভগবানাচার্য ও অনেক বৈষ্ণবকে দেখিয়ে-ছিলেন। তা'তে কবি সকলের নিকট হ'তেই প্রশংসা লাভ কর্‌লেন; এমন কি, কেউ কেউ এই নাটকখানা শ্রীচৈতন্য-দেবকে শুনাবার জন্য বিশেষ উদ্গ্রীব হ'য়ে প'ড়েছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ রসসিদ্ধান্ত-সম্রাট্ শ্রীস্বরূপ-দামোদরের নিকট সাহিত্য-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হ'লে কোন

সাহিত্যিক বা কবিরই শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট কোন প্রকার গান, পদ, নাটক বা কাব্য শুনাবার বা দেখাবার অধিকার ছিল না। কারণ, শ্রীচৈতন্যদেব কোনপ্রকার তত্ত্ববিরোধ বা রসাভাস সহ্য কর্‌তে পার্‌তেন না। প্রকৃত বৈষ্ণব-সাহিত্যিক মাত্রেরই এইরূপ চিত্তবৃত্তি। শ্রীভগবানাচার্য্য যখন কবির পক্ষ থেকে শ্রীস্বরূপদামোদরের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবকে ঐ নাটকটী শুনাবার প্রস্তাব নিয়ে গেলেন, তখন শ্রীস্বরূপ-দামোদর বল্‌লেন,—তুমি উদার গোপ-প্রকৃতি, তোমার কাছে সবই ভাল মনে হয়; কিন্তু এই সকল 'যদ্বা তদ্বা' কবি'র কাব্য শুনে ভক্তগণের সুখ হয় না। যাঁ'দের জীবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যময় নয়—যাঁ'দের জীবন ও সাহিত্য-চর্চ্চা এক সুরে বাঁধা নয়—সাহিত্য-চর্চ্চাটা কেবল যাঁ'দের কোন-না-কোন অন্যাভিলাষ বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের একটা যন্ত্রমাত্র, তাঁ'দের কাব্যে সিদ্ধান্তবিরোধ, রসাভাসদোষ থাক্‌বেই থাক্‌বে। তাঁ'রা স্রোতঃপথে নিজের সত্তাকে পূর্ণভাবে ভাসিয়ে দিতে না পারায় কখনও কখনও কোন বৈষ্ণব-সাহিত্যিকের অনুকরণ ক'রে, অথবা বিদ্যুতের ঝলকে অনুপ্রাণিত হ'য়ে দু'চারটা আপাত-প্রতীত ভাল কথা ব'লে ফেল্‌তে পারে; কিন্তু যেখানে তাঁ'রা তাঁ'দের নিজ মনঃকল্পনার উচ্ছ্বাস এনে ফেলে সেখানে হয় তত্ত্ববিরোধ, না হয় রসাভাসদোষ ক'রে বসে। তাই এদের কাব্য-সাহিত্য শুন্‌তে শুদ্ধবৈষ্ণবগণের রুচি হয় না।" যে সাহিত্য শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত নয়, কেবল বহির্ম্মুখ জীবের কর্ণবিনোদনকারী, সে সাহিত্যকে 'সাহিত্য' না হ'লে 'সাহিত্যে'রই আর একটা কিছু বলা যেতে পারে। 'সাহিত্য' অর্থ হচ্ছে—'বিলাস'। চিদ্বিলাসই—প্রকৃত সাহিত্য, অচিদ্বিলাস বা চিদ্বিলাস-রাহিত্যে সাহিত্যের প্রকৃত সৌন্দর্য্য নেই। শ্রীস্বরূপদামোদর বল্‌তেন,—"শ্রীরূপ কিরূপ সুন্দর দুইটি নাটক লিখেছেন—'ললিতমাধব' ও 'বিদগ্ধমাধব'। এই নাটক শুনে শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরায় রামানন্দ কিরূপ আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করেছেন!" শ্রীস্বরূপদামোদরের এত উপদেশসত্ত্বেও সেই কবির পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় শ্রীভগবানাচার্য্য যখন স্বরূপদামোদরের নিকট আরও দুই তিন দিন এসে আবেদন জানালেন, তখন শ্রীস্বরূপ শ্রীভগবানাচার্য্যের অনুরোধ রক্ষা কর্‌বার জন্য বল্‌লেন,—'বেশ, তা' হ'লে একটা বৈষ্ণবসাহিত্য-সভার অধিবেশন হোক। সেখানে কবি তাঁ'র নাটক পাঠ ক'রে শুনাবেন।' নির্দ্দিষ্ট দিনে একটা বৈষ্ণবমজলিসে কবি তাঁ'র নাটকের 'নান্দী' শ্লোক পাঠ কর্‌লেন। এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনে' সকলেই কাব্যের প্রশংসা কর্‌তে থাক্‌লেন; কবির কর্ণে করতালির মধুস্রাবী রব সুধাবর্ষণ কর্‌তে থাক্‌লো। 'নান্দী' শ্লোকটীর তাৎপর্য্য এই,—'দারুমূর্ত্তি-শ্রীজগন্নাথদেব হচ্ছেন—দেহস্বরূপ, আর শ্রীচৈতন্যদেব হচ্ছেন—সেই দেহের দেহী অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ—'দেহ' ও শ্রীচৈতন্য—'দেহী'। নীলাচলে এই দেহ ও দেহীর একত্র সম্মিলন হ'য়েছে, তা'তে দারুমূর্ত্তি জগন্নাথও সজীব হ'য়ে উঠেছেন।' শ্রীল স্বরূপদামোদর কিন্তু আগাগোড়া চুপ ক'রে সব শুন্‌ছিলেন। তিনি লোকের ভোট নিয়ে কারও নিন্দা বা প্রশংসা কর্‌বার লোক ছিলেন না। তিনি নিরপেক্ষ লোক ছিলেন; তিনি সম্রাট্ সাহিত্য-সারথি, সিদ্ধান্তের সম্রাট্। তিনি কারও অভিমতের দিকে না তাকিয়ে নিরপেক্ষভাবে সেই সভায় কবিকে আহ্বান ক'রে বল্‌লেন,—"ওরে! তুমি কি করেছ! তোমার সাহিত্য, তোমার উপমা, তোমার অলঙ্কার—সব যে রসাতলে গিয়েছে! এত বড় সিদ্ধান্তবিরোধ—তত্ত্ববিরোধ করে বসেছ! বিভুবস্তুর দেহ-দেহীতে ভেদ ক'রেছ—অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহকে 'প্রাকৃত' ব'লে বিচার ক'রেছ! আর বিভুচৈতন্য শ্রীচৈতন্য-দেবকে স্ফুলিঙ্গকণার মত 'অণুচৈতন্য' বিচার ক'রেছ! তোমার সাহিত্য বিষ্ঠাগর্ত্তের ন্যায় হ'য়ে পড়েছে। তা'তে বিষ্ঠাভোজী কাক রমণ কর্‌তে পারে; কিন্তু মানস-সরোবরের মুনি পরমহংসকুল কখনই তোমার ঐ উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তের দিকে তাকাতে পারেন না। যদি মঙ্গল চাও, তবে—

যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে।
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ।

রবিবাবু—আপনাদের এই সকল কথা পাশ্চাত্যদেশে যেখানে যেখানে Comparative study of Religion বা Theosophy-centre আছে, সেখানে শুন্‌তে পারে। যদি চান, একজন ভাল Interpreter আপনাদের রাখ্‌তে হ'বে। তাঁ'কে আপনাদের Philosophyর বিশেষ বুঝিয়ে দিতে পার্‌লে তিনি সব রকমে সাহায্য কর্‌তে পার্‌বেন। আমিও Interpreter রেখে কাজ ক'রেছি।

প্রভুপাদ—কিন্তু একটী বিশেষ অসুবিধার কথা হচ্ছে এই যে, Interpreter unconditional surrender না করলে লোকাতীত রাজ্যের কথা বলতেই পারবেন না। বিশ্বরূপের কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাসকগণ সহজেই বলতে পারেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্যবাণীতে পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন না করা পর্য্যন্ত নিজের ও পরের উপকার করতে পারা যায় না। তোতাপাখীর মত প্রচারক বা ভাড়াটিয়া প্রচারক দিয়ে শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচার-কার্য্য চলে না।

রবিবাবু—আপনার এ কথা খুবই ঠিক। তবে একেবারে নূতন idea হ'লে লোকে তা' কখনই appreciate করতে পারে না, যদি মানুষের নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে ঐ জাতীয় চিন্তার একটা back-ground না পায়। সেটা create করাও খুব সময়সাপেক্ষ। কোন জিনিষকে deny করতে গেলে, তা'র একটা প্রতিযোগ বিপরীতভাবে ক্রিয়া করে। কিছুই অস্বীকার করা উচিৎ নয়। য়ুরোপ যেরূপ জড়-অনুভবের দিকে যাচ্ছে, সে দিকে একটু অগ্রসর হ'তে যতদিন না নিজেরা ধর্ম্মের জোর প্রয়োজন বোধ করে, ততদিন সুবিধা হ'বে না। আপনাদের কথায় আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। আমাদের দেশের কথা যতটা ঐ দেশে আলোচিত হয়, ততই ভাল। আমি দৈবযোগে একটা literature-এর মধ্য দিয়ে সেখানে অভ্যর্থিত হ'তে পেরেছিলাম। পাশ্চাত্ত্য অভিযানের অন্যান্য বিশেষ সংবাদের জন্য আপনি সুরেনের* সঙ্গে আলাপ করতে পারেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারাদি সম্বন্ধে অন্যান্য কিছু আলাপের পর কবিবর রবীন্দ্রনাথ শ্রীল প্রভুপাদকে অভিবন্দনাদি করিলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদ কবি-ভবন হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

---

* কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'George V Chair of Mental and Moral Philosophy' পদের জন্য মনোনীত, ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এম্-এ, পি-এইচ্, ডি।

শ্রীমদ্ভাগবতোৎসব

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক শ্রীভাগবতোৎসব-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামিঠাকুরের বাণী-প্রচারার্থ ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে মঠবাসী ও গৃহস্থ-ভক্তগণ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আমাদের সকলের প্রতিই অতিমাত্র কৃপালু হইয়া অকপট আত্মমঙ্গল-প্রার্থিমাত্রকেই পরিপ্রশ্ন ও তাঁহার বাণী-শ্রবণের অহৈতুক অযাচিত অধিকার প্রদান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব-তিথি-দিবসে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতোৎসব-কালে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সমগ্র 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে'র ব্যাখ্যা করিয়া শুদ্ধভক্তির স্বরূপ ও সিদ্ধান্তসমূহ সকলের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এ বৎসর শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব-উপলক্ষে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শ্রীকল্যাণকল্পতরু', 'শ্রীশরণাগতি' ও 'শ্রীগীতাবলী'-এর প্রচুর পরিমাণে বিতরিত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একটি বিশেষ মনোহভীষ্ট ছিল—শ্রীকল্যাণকল্পতরু ও শ্রীশরণাগতি গীতিসমূহ নাম মাত্রমূল্যে বিতরিত হয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেই মনোহভীষ্ট পূরণ করিতেছেন।

মুদ্রাকর-প্রমাদ

২০শ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা গৌড়ীয়ে ৫২ পৃষ্ঠায় "শ্রীশ্রীগোকুলভবনে শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যভাস্করের শুভবিজয়" শীর্ষক প্রচার-প্রসঙ্গের ২য় স্তম্ভের ২৫ পংক্তিতে 'কাশীবাসিগণ' স্থলে 'পদাশ্রিতগণ' ও ৩৭ পংক্তিতে 'শ্রীনারায়ণগৌড়ীয়মঠে' স্থলে 'শ্রীপ্রয়াগগৌড়ীয়মঠে' হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৬ই ভাদ্র, ১৩৪৮; ২৩শে আগস্ট, ১৯৪১ { ৫ম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণীতে শ্রীগুরু-স্বরূপ

শ্রীকৃষ্ণের সেব্য বা ভোক্তা অভিমান প্রবল; আর, শ্রীগুরুদেবের আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের উপকরণ বলিয়া অভিমান। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের বিলাসী, শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের মূল সম্পাদক। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন,—"শ্রীগুরুপাদপদ্মই শ্রীকৃষ্ণের **Head Custodian—Premier Servitor;** তিনি **Counter-whole,—Counter-part** নহেন।" —শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কএকটী বৈশিষ্ট্য ও কৃপার নিদর্শন

শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর শ্রীপাদাব্জ-ভৃঙ্গ বর্ত্তমানে শুদ্ধ শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের একমাত্র সংরক্ষক ও জীবনসর্ব্বস্ব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের কএকটী প্রত্যক্ষ বৈশিষ্ট্য,— যাহা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত উপনীত হইবার প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে বর্ত্তমান-কাল পর্য্যন্ত বিংশবর্ষাধিক কাল প্রত্যেক আচরণে ও ব্যাপারে দর্শন, শ্রবণ ও অনুভব করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে এবং অদ্য পর্য্যন্ত অপরিমিত-ভাবে তাঁহার যে অহৈতুকী কৃপাবৃষ্টি অজস্রধারে বর্ষিত হইতেছে, তাহাই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আবির্ভাব-বাসরে অনুস্মরণ করিয়া শ্রীশ্রীআচার্য্য-পূজার অর্ঘ্য রচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। শ্রীশ্রীভক্তি-বিনোদ-গৌর-সরস্বতী-প্রমুখ শ্রীপাদপদ্ম-রেণুগণ কৃপাপূর্ব্বক এ দীনাধমের মস্তকে কৃপাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া শক্তি-সঞ্চার করুন।

১৩২৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে (ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে) শ্রীরথযাত্রার প্রাক্কালে শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের 'শ্রীভক্তিকুটী'র সম্মুখে সংকীর্ত্তনমণ্ডলীর মধ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পার্ষদরূপে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদ-পদ্মদর্শনের সর্ব্বপ্রথম সৌভাগ্য লাভ হয়। প্রথম-দর্শনে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত কোন আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ হয় নাই। ১৩২৭ বঙ্গাব্দে মদীয় বর্ত্মপ্রদর্শক শ্রীগুরুদেব পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থগোস্বামী মহারাজ যখন ঢাকা নগরীর কোন এক ঠাকুর-বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদিন তাঁহার নিকট "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" অধ্যয়ন করিবার জন্য গমন করিয়া দেখিতে পাই যে, তিনি নিবিষ্ট-চিত্তে একখানি পত্র লিখিতেছেন। সেই পত্রের ভাষা ও ভাব দেখিয়া আমার হৃদয়ে এক বিস্ময় আনয়ন করে। শ্রীল তীর্থ-গোস্বামী মহারাজ সেই পত্রটী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মেই লিখিতে-ছিলেন। পত্র লিখিবার পর তিনি কৃপাপূর্ব্বক সেই পত্রটী পড়িয়া শুনাইলেন। তাহাতেই শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের শ্রীনামের সহিত শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীনাম সর্ব্বপ্রথমে কর্ণপুটে প্রবিষ্ট হইল। ঐ পত্রের মর্ম্ম ও ভাষা যতদূর স্মরণ আছে, তাহাতে ইহাই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, বর্ত্তমান-যুগে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ—শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য-মুকুটমণি এবং তাঁহারই নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তে সার্ব্বভৌম—শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব। তদানীন্তন ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে যে-দিন প্রথম গমন করি, সেইদিন হইতেই মঠের আবাল-বৃদ্ধ সকলের মুখেই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে শ্রীল প্রভুপাদের 'গণেশ' ও 'সার্ব্বভৌম' নামে অভিহিত করিতে শুনিয়াছি। কিন্তু নূতন লোক বলিয়া আমি তখন ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যখন ১৩২৮ বঙ্গাব্দে উর্জ্জাব্রত-কালে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ঢাকার 'রূপলালবাটী' নামক স্থানে একমাসকাল 'আত্মারাম' শ্লোকের ত্রিশ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া-

ছিলেন, তখন শ্রীল আচার্য্যদেবকে ঐসকল কথা লিপিবদ্ধ করিতে এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উচ্চারিত কোন কোন শ্লোকের পাদপূরণ করিতে দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব 'একজন পণ্ডিত ব্যক্তি' এইরূপ মনে হইয়াছিল। কিন্তু ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ১৩ই কার্ত্তিক শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার দিন শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপা-পূর্ব্বক আমার ন্যায় পতিতাধমকে সম্ভাষণ করিয়া কএকটি সেবার সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সেইদিন বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, ইনি সাধারণ পণ্ডিত নহেন। ইহার কিছুদিন পর যখন শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে'র একটি পঙ্‌ক্তি অজ্ঞানীজন কোন এক মঠসেবকের নিকট ব্যাখ্যা করিতে শুনিয়াছিলাম, তখন সেই ব্যাখ্যায় মৌলিকত্ব ও অন্তরে যে অকৃত্রিম অনুভবের পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহাতে আমার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে স্বমুখে কীর্ত্তন করিতে স্ব-কর্ণে শুনিয়াছিলাম যে,—"বর্ত্তমান-যুগে সমগ্র পৃথিবীতে শ্রীবাসুদেবের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের পণ্ডিত আর দ্বিতীয় নাই।" তর্কযুগের পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে পরিবর্দ্ধিত আমি শ্রীল প্রভুপাদের এই উক্তিটিকে প্রথম-মুখে অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিলেও যখন শ্রীশ্রীল-আচার্য্যদেবের কীর্ত্তিত সিদ্ধান্তাদি-শ্রবণের সৌভাগ্য হইল, তখন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণীকে বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া অনুভব করিলাম। ইহার অনেক পরে—যখন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের "গৌড়ীয়ভাষ্য" প্রণয়ন করেন, তখন সেই ভাষ্যের 'অনবদ্যোপাল-তথ্যে'র 'মঙ্গলাচরণে' "বাসুদেবানন্দ-বাক্যে থাকিয়াছো সদা লহ-নাম"—এই উক্তিটি দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে যে অপ্রাকৃত শ্রীভাগবত-নিষ্ণাত বলিয়া জানাইয়াছেন এবং সকলকে তাঁহার আনুগত্যে শ্রীভাগবতের সেবা করিতে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম। যে-কোন লোকের নিকট যখনই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের পরিচয় প্রদান করিতেন, তখনই শ্রীল প্রভুপাদকে এই কথাটী বলিতে শুনিয়াছি যে,—শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের পণ্ডিত বর্ত্তমান যুগে আর দ্বিতীয় নাই।

শ্রৌত-প্রণালীতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা শুনিয়াছি। প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার যে-সকল বৈশিষ্ট্য দর্শন করিয়াছি, তাহাই অত্র আলোচনা করিব। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতে সঙ্ঘের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ পূর্ণমাত্রায় অবস্থান করিয়াও আপনার নিজস্ব সত্তাকে এইরূপ পৃথগ্‌ভাবে রাখিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক আচরণের দ্বারা নিজের এমন একটী বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, অন্যান্য ব্যক্তি হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবের যে একটী বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষভাবে দর্শন ও অনুভব করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি কোনদিন কাহাকেও কোনরূপ স্তুতি, এমন কি, সম্মানিত বাক্যের দ্বারাও সন্তুষ্ট করেন নাই, বরং তৎস্থলে অপ্রিয় কঠোর সত্যবাক্যই বলিয়াছেন। তথাপি তাঁহার আচরণময় ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট সঙ্ঘের বহু ব্যক্তি অন্যান্য সুপুষ্পিত বাক্যের কর্ণরসায়নত্ব পরিত্যাগ করিয়াও তিক্ত ও কঠোর বাক্য শ্রবণের জন্য তাঁহার শ্রীচরণকমলে সন্নিহিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সঙ্ঘের মধ্যে থাকিয়াও নিজেকে কিরূপ পৃথগ্‌ভাবে রক্ষা করিতেন, তৎসম্বন্ধে অবান্তর কথাগুলি না বলিলেও কএকটি বহিরঙ্গ আচরণ অর্থাৎ যাহা সকলেই সকল সময় ন্যূনাধিক প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, উদাহরণ-স্বরূপে প্রকাশিত হইতে পারে। মঠে বহু বিষয়ী, ধনী ব্যক্তি কখন সাধারণ বাহিরের লোক-সূত্রে, কখনও বা মঠের শিষ্যসূত্রে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবদ্ভক্তের সেবার (?) উদ্দেশ্যে প্রদান করিতেন। অনেকেই সেই সকল দ্রব্য ভগবৎপ্রসাদের নাম করিয়া সাদরে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্তের মধ্যে এমন একটী দিনও দেখিতে পাওয়া যায় নাই যে, শ্রীল আচার্য্যদেব কখনও প্রসাদের নাম করিয়াও কোন অন্যাভিলাষী বিষয়ীর দত্ত গ্রহণ করিয়াছেন। অনেক সময়ই শ্রীপাদ জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয় বলিতেন যে, তাঁহার গৃহে যে-দিন তিনি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে প্রসাদ গ্রহণ করাইতে পারিবেন, সে-দিন তিনি জানিবেন যে, সত্য সত্যই তিনি নির্ব্বিষয়ী হইতে পারিয়াছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কোন বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করেন না দেখিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের গৃহস্থ ও ধনী শিষ্যগণ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে কোনরূপে তাঁহাদের অন্ন গ্রহণ করাইতে পারেন কিনা, সেজন্য তাঁহাদের অধিক যত্ন ও চেষ্টা ছিল। কিন্তু লোক-তোষণের বিনিময়ে স্ব-ভজনকে কোনরূপে বিক্রয় করা যাঁহার কোষ্ঠীতে কোনদিনই নাই, সেই

নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যবর্য্যের প্রভাব কেহই ভঙ্গ করিতে পারেন নাই। দুই একবার দেখিয়াছি, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত কোন কোন বিষয়ী ধনীর গৃহে গমন করিয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অহৈতুকী কৃপা করিয়া তথায় ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করিলে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভোজনের পরে তাঁহার আসনের হইতে দুই এক কণিকা প্রসাদ গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিতেন,—"শ্রীল প্রভুপাদ—'শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ'; শ্রীনিত্যানন্দ সমস্তই করিতে পারেন। আমরা ক্ষুদ্র জীব, আমাদের কেবল তাঁহার উচ্ছিষ্ট-গ্রহণের অধিকার আছে।" অনেক সময় দেখিতাম,—ঠাকুর-ঘর হইতে সদ্য আনীত নিবেদিত প্রসাদ তিনি কিছুই গ্রহণ করিতেন না, অথচ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবশেষ অকুণ্ঠিতচিত্তে গ্রহণ করিতেন। একদিন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলাম,—"শ্রীশ্রীল প্রভুপাদেরই দীক্ষিত শিষ্যগণ শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন করেন, তাঁহাদের নিবেদিত সামগ্রী আপনি গ্রহণ করেন না কেন? ভিন্ন বিরুদ্ধ-সম্প্রদায়ের ব্যক্তির নিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ করা বিধেয় নহে; কিন্তু আমাদের সতীর্থ ভ্রাতার নিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ না করিবার কারণ কি?" এই কথার উত্তর প্রথমমুখে তিনি প্রদান করিলেন না। কিন্তু কথা-প্রসঙ্গে তিনি একদিন বলিলেন যে,—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য নামে পরিচিত কর্ম্মাধিকারী বা অর্চ্চাধিকারী শ্রীবিগ্রহের নিকট নৈবেদ্য উপস্থিত করিলেই যে শ্রীকৃষ্ণ তাহা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কি? শ্রীগুরুদেবগণই শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করাইতে পারেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বা শুদ্ধবৈষ্ণবগণ যাহা গ্রহণ করেন, তাহা যে শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ, শ্রীভগবান্ গ্রহণ না করিলে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব কিছুই গ্রহণ করেন না। শ্রীভগবান্ গ্রহণ করিয়াছেন—কি না করিয়াছেন, সেইরূপ অনিশ্চিত ব্যাপারের মধ্যে না যাইয়া যাহা শ্রীভগবান্ নিশ্চয় গ্রহণ করিয়াছেন, সেই শ্রীমহামহাপ্রসাদ সম্মান করিলেই আমাদের মঙ্গলের উদয় হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শরণাগতি'তে গাহিয়াছেন,—

"তব নিজজন, প্রসাদ সেবিয়া
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন, পরম আনন্দে,
প্রতিদিন হ'বে তাহা॥"

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উচ্ছিষ্ট কেহ কোনদিন সচেষ্টা করিয়াও গ্রহণ করিতে পারেন না। তিনি স্বয়ং নিজ-পাত্র নিজে মার্জ্জন বা ধৌত করিয়া রাখেন অথবা উচ্ছিষ্ট-দ্রব্যাদি এমন স্থানে নিক্ষেপ করেন যে, যেন কেহ তাহার সন্ধান পাইতে না পারেন; অথচ মহাভাগবতগণের উচ্ছিষ্ট বিশেষ যত্নের সহিত অনুসন্ধান করিয়া তিনি স্বয়ং গ্রহণ করেন। এখনও শ্রীমায়াপুরে অবস্থানকালে প্রত্যহ তিনি শ্রীকোলদ্বীপে মহান্ লোক পাঠাইয়া শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করাইয়া আনেন, স্বয়ং তাহা গ্রহণ করেন এবং মহান্ ব্যক্তিগণকেও অপ্রাকৃত-বুদ্ধিতে তাহা গ্রহণ করিতে উপদেশ করেন। তিনি বলেন,—"যাহাদের সাধন-ভজনের বল নাই—যাহারা দুর্ব্বল, তাঁহারা যদি অপ্রাকৃতবুদ্ধিতে 'ভক্ত-পদধূলি আর ভক্ত-পদজল, ভক্ত-ভুক্তশেষ—এই তিন সাধনের বল' গ্রহণ করেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদের ভজনের উন্নতি হইবে।"

যেদিন হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি, সেইদিন হইতেই দেখিয়াছি যে, তিনি পঙ্‌ক্তি-ভোজন-বিষয়ে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। যাহারা অকপটে হরিভজন করে না, যাহারা বহির্ম্মুখ বিষয়ী, সেইরূপ ব্যক্তিগণের পঙ্‌ক্তিতে নির্ব্বিচারে উপবেশন করা অথবা সেইসকল বিষয়ে অধিক মনোযোগী বা উদাসীন থাকিয়া কেবলমাত্র উদর-পূর্ত্তির জন্য যে আগ্রহ, তাহা শ্রীল আচার্য্যদেব কোনদিনই অনুমোদন করিতেন না। যাঁহারা এইসকল বিষয়কে সামান্য বিষয় মনে করিতেন, তাঁহাদের কার্য্যকে আদর না করিয়া তিনি স্বয়ং সতর্ক থাকিবার লীলা সর্ব্বদাই প্রদর্শন করিতেন।

চিরদিনই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে মাধুকরীর প্রতি শ্রদ্ধাবান্ দেখিয়াছি। বিশ বৎসর পূর্ব্বেও দেখিয়াছি—এখনও দেখিতেছি। বিশ বৎসর পূর্ব্বের কথাও বলিতে পারি,—যে-যে মঠে মাধুকরী ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল ও ভোগের উপাদানাদি আছে, তিনি তথায় অত্যন্ত আদরের সহিত প্রসাদ গ্রহণ করিতেন এবং সর্ব্বত্রই মাধুকরী ভিক্ষার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেন। আমরা অনেক সময় যে-কোন উত্তম দ্রব্য পাইলেই প্রসাদের নাম করিয়া তাহা নির্ব্বিচারে গ্রহণ

করি ; কিন্তু এইরূপ ঔদাসীন্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবে কখনও দেখি নাই। "এই দ্রব্য কোথা হইতে আসিল, ইহা কি সাধুকরী ভিক্ষালব্ধ অথবা কোন অন্যাভিলাষী বিষয়ীর প্রদত্ত ?"—এই সকল বিচারে যে আমরা উদাসীন ও অমনোযোগী হই, এবং মহাপ্রসাদের নাম করিয়া অন্যাভিলাষিগণের প্রদত্ত বিষয় গলাধঃকরণ করি, ইহা যে আমাদের সময়ের অভাব বা দেহ-স্মৃতির অভাব-নিবন্ধন, তাহা নহে ; পরন্তু ইহা অত্যধিক দেহ-প্রীতি অথবা জিহ্বা-লাম্পট্যের নিকট শাস্ত্র ও গুরুবর্গের নির্দ্দিষ্ট ভজনানুকূল প্রবন্ধকে বলিদানের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত চেষ্টাবিশেষ।

সর্ব্বক্ষেত্রেই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের এই বৈশিষ্ট্য আমরা আগাগোড়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, তিনি ভজনটী যাহাতে নিখুঁত ও বাস্তব হয়, সে-বিষয়েই নিজের আদর্শ আচরণ প্রকট করিয়া সকলকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রণোদিত করেন। কোন বিষয়ে গোঁজামিল, শৈথিল্য ও অমনোযোগ তিনি সহ্য করিতে পারেন না। ইহাই তাঁহার সার্ব্বকালিক সত্তা। কাজেই দেহ-স্মৃতির অভাবের নামে আহার-বিহারাদিবিষয়ে ভজনানুকূল বিচারের প্রতি তিনি যেরূপ নিজে কোনদিন উদাসীন নহেন, অপরকেও সেইরূপ উদাসীন দেখিতে ইচ্ছুক নহেন।

কেহ কোনদিন তাঁহাকে কোনরূপ দ্রবিণ বা প্রতিষ্ঠার দ্বারা বিন্দুমাত্রও লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারেন নাই ও পারেন না। বিশ বৎসর কাল হইতে দেখিতেছি,—"যে না মাগে, তা'র হয় বিধাতা-নির্ম্মিত"—এই মহাজন-বাক্যকে সত্য করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্রবিণ ও প্রতিষ্ঠা তাঁহার সেবা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। কত-কত মহারথী দ্রবিণ ও প্রতিষ্ঠার এককণামাত্র পাইয়া কিরূপে নানাভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল ; কিন্তু একমাত্র শ্রীল আচার্য্যদেবকে দেখিয়াছি যে, তিনি অন্যাভিলাষিগণের অভিসন্ধি ধরিয়া নানাপ্রকার দৃষ্টান্তচ্ছলে বলিয়া দিতেন যে,—তাঁহারা কি ঘুষ দিয়া তাঁহার মুখ বন্ধ করিতে চাহিতেছেন ? ইহাতে কেহই তাঁহার নিকট কোনপ্রকার কপটতা করিতে সাহসী হইত না। যাহারা ঐরূপ ঘুষপ্রদানকারী ও ঘুষখোর, তিনি অনেক সময় তাহাদিগের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া থাকেন।

কোন কোন সেবকাভিমানীকে প্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়া কেহ কেহ তাহাদের নিকট হইতে অনেক সেবা আদায় করিয়াছেন। আবার কোন কোন সেবকাভিমানী কোন কোন ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠা, দ্রবিণ বা উত্তম সেবাদি-দানের দ্বারা করতলগত করিয়া স্ব-স্ব স্বার্থ সিদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতেই এই উভয়-শ্রেণীর কপটতাকে নানা দৃষ্টান্তচ্ছলে প্রকাশ করিয়া আত্মমঙ্গলপ্রার্থীকে সতর্ক করিয়া দিতেন। ঐরূপ কাহারও প্রহেলিকা কোনদিন তাঁহার সন্মুখীন হইতে সাহসী হয় নাই। ইহাও তাঁহার ব্যক্তিত্বের একটী প্রত্যক্ষ বৈশিষ্ট্য।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অভীষ্টানুসারে কীর্ত্তন বা প্রচারের প্রতি অধিক জোর দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই মহৎ উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নীরাগ-বক্তার পরিবর্ত্তে সরাগ-বক্তার সংখ্যাই অধিক বর্দ্ধিত হইবার উপক্রম হইতেছিল। যদিও "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়," "আচার-প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য"—ইত্যাদি মহাজনবাক্য অনেক সময় মুখে কীর্ত্তন করাও হইত, তথাপি পরিপূর্ণ অকপট আনুগত্যভাব রক্ষা করিতে না পারায়, সেই ছিদ্র পাইয়া মায়াদেবী কীর্ত্তন বা প্রচারকার্য্যকে কেবল পরেরই জন্য,—এইরূপ একটী বিমুখ-ভাবের দ্বারা কার্য্যতঃ ব্যক্তিগত জীবনের উপর যবনিকাপাত করিয়া সমষ্টিগত বা সঙ্ঘের জীবনকেও আক্রমণ করিবার যেন চেষ্টা করিয়াছিল। সেই সময় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সঙ্ঘের মধ্যে একটী বিপ্লবের সূচনা করিলেন। তিনি গৌড়ীয়ের ৪র্থ বর্ষে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ষোলবর্ষ পূর্ব্বে "কেন ভজন হয় না ?" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়া নিশ্চিন্ত ভজনাহম্মন্যতা জীবন স্রোতের প্রবাহে একটা বাধা দিলেন। তাহাতে অনেকেরই হৃদয়ে একটা নূতন ভাবনার স্রোতঃ প্রবাহিত হইল। নিশ্চিন্ত জীবনের মর্ম্মবন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। তখন অন্ততঃ চিন্তার বিষয় হইল যে, Platform-lecturer অর্থে Time-server নহে। শ্রোতার করতালি লোকসাধারণের জন্য সুযশকে সাময়িক অর্জ্জন করিয়া তৎপরেই মঠে-আসনে উহার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা—সেবা নহে। অর্থাৎ "যখন হস্তপদমুখাদির সঞ্চালন-বীর্য্য প্রকাশ করিয়া সম্প্রদায়ের মুখোজ্জ্বল (?) করিয়া দিয়াছি, তখন আমার জন্য ছাতা, বাহন, মঠের,

মনস্তত্ত্ব, ছায়ার ভাবনা, মূর্ত্তি, বিবিধ পরিচর্য্যা, প্রতিষ্ঠাদি চাই,"—এই মনোভাবের প্রতি যেন একটা তীব্র কষাঘাত যে প্রবন্ধ প্রদান করিলেন। এই সময় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিলেন,—'শ্রীগুরুদেবের বাক্যের অনুকীর্ত্তনকারীই তাঁহার কীর্ত্তনের প্রথম শ্রোতা এবং সেই সঙ্গে অপর শ্রোতা যোগদান করিবেন। কেবল অপরকে শুনাইতে গিয়া যদি নিজেকে 'দেউলিয়া' হইয়া পড়িতে হয়, তবে শ্রবণমুখে তিনি যে সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা জড়-প্রতিষ্ঠার সম্ভার-স্বরূপ প্রাকৃত বিষয় ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সঙ্ঘের মধ্যে নিশ্চিন্ত একটানা জীবন অথবা নিয়ম-বাঁধা কর্ত্তব্য-পালনরূপ কর্ম্মতৎপরতা যে প্রাকৃত ভাবেরই একটী মূর্ত্তি,—এই কথা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবই প্রথমে জানাইয়া দিয়া সঙ্ঘের মোহ-স্বপ্নকে ভাঙ্গিয়া দেন। তিনি নিয়ম-বাঁধা গুরুসেবার অভিনয়ের প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা করেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা'র বেদকাসুর-বধের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"ভারবাহী বৈধভক্তগণ স্থূলবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া উচ্চাধিকারের বর পান না। কিন্তু বৈধধর্ম্ম অনন্ত উন্নতি-গর্ভ হওয়ায়, বৈধকাণ্ডে যাঁহারা আবদ্ধ থাকিয়া রাগতত্ত্বের অনুভব করিতে বল না পান, তাঁহারা সামান্য কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় জনগণের পূজ্য হইয়া পড়েন। অতএব সর্ব্বতন্ত্রী বেদকাসুরবধ না হইলে বৈষ্ণবতত্ত্বের উন্নতি হয় না।" শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই উক্তি অবলম্বন করিয়া শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর প্রকৃত কিঙ্কর-সূত্রে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব স্থূলবুদ্ধিরূপ বেদকাসুরকে ভক্তি-সম্প্রদায়রূপ শ্রীবৃন্দাবন হইতে বিদূরিত করিবার চেষ্টা করেন। কেবল প্রকৃতির মোটাবুদ্ধি বা নিয়ম-বাঁধা কর্ম্মদক্ষতার দ্বারা উচ্চতর সোপানে আরোহণ করা-যায় না। ঐরূপ বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া যুগ-যুগব্যাপী হরিভক্তি-যাজনের অভিনয় করিলেও তদ্দ্বারা সামান্য কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় জনগণের পূজ্যাই কেবলমাত্র হইয়া থাকে। যাঁহারা অপ্রাকৃত সেবার স্বভাবে নিত্য উন্মুখ, তাঁহাদের সেবার অন্তরালে স্বাভাবিক দোষ বা ক্ষতি উপস্থিত হয় না। এইরূপ বিপ্লবী কথা কীর্ত্তন করায় কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের নিকট তাঁহাকে অপ্রিয় ও অত্যন্ত সমালোচক বলিয়া 'খেতাব' লাভ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার এই বিপ্লবী বাণীর দ্বারা অনেকেরই অনেক প্রকার অভ্যাসজনিত সুপ্রতিষ্ঠিত দুর্গগুলি আক্রান্ত হওয়ায় সমবীন ব্যক্তিগণের সমবেত চক্রান্ত তাঁহাকে বিব্রত করিবার চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিতে পারে নাই।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের মুখপত্ররূপে 'গৌড়ীয়'র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। একাধারে বিশ্ব সমাজকে ও প্রত্যেক জীবমাত্রকে শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তের প্রকৃত স্বরূপ-জ্ঞাপন ও তাহা সর্ব্বতোভাবে অনুশীলনের সুযোগ-দানের জন্য তিনি 'গৌড়ীয়ে' প্রতি সপ্তাহে তাঁহার একান্ত সমস্ত বাণীসমূহ প্রচার করিতেন ও করাইতেন। 'গৌড়ীয়' তাঁহার কীর্ত্তনের প্রধান যন্ত্র। কিন্তু সেই যন্ত্র-পরিচালনার পরিপূর্ণ দক্ষতা ও নিত্যনূতন কৌশল একমাত্র শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের মধ্যেই নিত্যসিদ্ধরূপে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া তাঁহার বৈশিষ্ট্য প্রচার করিয়াছে। গৌড়ীয়ের ৪র্থ বর্ষের ১ম সংখ্যায় 'কেন ভজন হয় না?' এই প্রবন্ধ হইতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব গৌড়ীয়ে একটা নূতন ভাবনা-ধারার প্রবর্ত্তন করিয়া সেই বর্ষ হইতে প্রতি সপ্তাহে যাহাতে সম্প্রদায়ের সেবকগণ চেতনবৃত্তি-বিকাশের নূতন নূতন ঔষধ ও পথ্য লাভ করিয়া বাস্তব চরম-মঙ্গলের পথে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তজ্জন্য অসামান্য যত্ন করিয়াছিলেন। 'গৌড়ীয়ে'র প্রত্যেকটী প্রবন্ধ যে প্রণতজনকারী শ্রীশ্রীমহামহাপ্রসাদ, তাহা শ্রীল আচার্য্যদেবই প্রত্যেক প্রবন্ধের শিরে এক একটী প্রসাদের নামকরণ করিয়া জানাইয়া দেন। প্রসাদের বৈচিত্র্য ও নবনবায়মান আস্বাদন যাঁহাতে প্রত্যেক পরিবেশনের মধ্যে অবস্থিত থাকে, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বক্ষণই উপদেশ প্রদান করিতেন। 'গৌড়ীয়ে'র মধ্য দিয়া সঙ্ঘের মঙ্গলের জন্য এইরূপ চিন্তা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটকালে একমাত্র শ্রীল আচার্য্যদেবেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। 'গৌড়ীয়ে'র প্রত্যেক প্রবন্ধের মৌলিকত্ব শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ ও কৃপায় অভিষিক্ত। ৪র্থ বর্ষের ২য় সংখ্যা হইতে প্রত্যেক প্রবন্ধের নামকরণ হয়, যেমন, 'আশ্বাসনা' শীর্ষনিবন্ধের নাম—পরমান্ন তক্র; "কেন ভজন হয় না?" শীর্ষক প্রবন্ধের নাম—তিক্ত শাক; "শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক"এর নাম হইল—বাসন্তী-খচিত, বাদামের বাটি; "কপট ও বঞ্চিত"—ক্ষার; "সময় নাই"—আদার মোরব্বা; "বিরক্ত"—রোটিকা ইত্যাদি। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ অবলম্বন করিয়া যখন ৪র্থ বর্ষের ১১শ সংখ্যায় "বঞ্চক বৈষ্ণব" নামক একটী প্রবন্ধ বাহির

হইল, তখন অজ্ঞানিদলের দুর্গে যেন আর একটী বিরাট বোমা পতিত হইল। ১২শ সংখ্যায় "বৈষ্ণব কি হিন্দু?" প্রবন্ধ তথাকথিত হিন্দু-সমাজের, এমন কি, সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের চিন্তাস্রোতে এক বিপ্লব উপস্থিত করিল। অতএব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্টানুসারে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আচার্য্যের কার্য্য করিতেছিলেন; কারণ, তিনি নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য। আমরা বিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে তাঁহাকে আচার্য্যোচিত সর্ব্ববিধ কার্য্য করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই পতিত ও জীবাধমকে যখন শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে মন্ত্র-দীক্ষার দ্বারা কৃতকৃতার্থ করেন, তখন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমাকে বলিলেন,—"শ্রীবাসুদেব প্রভু আপনার আচার্য্যের কার্য্য করিবেন।" ইহার অর্থ তখন বুঝিতে পারি নাই। ইহার কএকদিন পরে শ্রীগৌড়ীয়মঠে গমন করিলে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আমাকে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে 'উপনয়ন-সংস্কারে' সংস্কৃত করেন। তখন হইতে দেখিতে পাইয়াছি,—একমাত্র শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমস্ত দীক্ষিত শিষ্যের আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। শ্রীল আচার্য্যদেব স্বহস্তে সকলকে মন্ত্রাদি লিখিয়া দিতেন, শ্রীল প্রভুপাদ সকল সময় দিতেন না। তখনও মুদ্রিতাকারে মন্ত্র প্রদান কার্য্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। যখন শ্রীমন্ত্রসমূহ মুদ্রিত হইল, তখনও তাহা একমাত্র শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের তত্ত্বাবধানেই রহিয়াছিল এবং তিনিই কাপি লিখিয়া দিয়াছিলেন ও প্রুফ সংশোধন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবই শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে সকলকে অর্চ্চনের বিধি, অর্চ্চনসেবার প্রকার, নাম, মালাজাপ, নামাপরাধ প্রভৃতির কথা উপদেশ দিতেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের দ্বারা আচার্য্য-পরীক্ষার কাগজাদি দেখাইতেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবিচ্ছিন্ন পারমার্থিক বাস্তব বাণীর, ভক্তিসিদ্ধান্ত ও শব্দ-ভাণ্ডারের একমাত্র রক্ষকরূপে আমরা বরাবর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকেই দেখিতে পাইয়াছি। অধিক কি, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রবন্ধলিপি লিখিবার একমাত্র যোগ্যতম লেখকরূপে শ্রীল আচার্য্যদেবকে নির্দ্দেশ করিতেন এবং এজন্য তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণই নিজ-পার্শ্বে রাখিতেন। কারণ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধলিপি লিখিবার কালে শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরের ভাব অবিকৃত বাক্যে ও অপূর্ণাংশ পূর্ণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই লিখিয়া যাইতে পারিতেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্তরের ভাব ও অপূর্ণ অংশ পূর্ণ করিবার শক্তি-বৈশিষ্ট্য সম্প্রদায়ে আর কাহারও নাই,—এ কথা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া স্বয়ং সহস্রবার বলিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রচারিত সিদ্ধান্তবাণী হইতে অনেকেই তোতাপাখীর মত 'দেহ কিছু না, মন কিছু না',—এইরূপ কএকটী বুলি আয়ত্ত করিয়াছিলেন; অথচ ইহার ফলস্বরূপে দেহ ও মনের তোষণ ও পোষণ-কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন সত্যের অনুভব করিবার পরিচয় তাঁহাদের মধ্যে পাওয়া যায় নাই। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এইরূপ প্রাণহীন প্রচারকে বহুমানন না করিয়া আচরণ ও আত্মানুভূতি হইতে শ্রৌতবাণীর সেবোন্মাদিত যে সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রকটিত হয়, তাহাই কীর্ত্তন করিয়া স্বীয় অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছেন। চিদ্গাম্ভীর্য্য—পরিপূর্ণ সমুদ্র, তাহা কেবল কৃত্রিম ও অনুভূতিহীন বাগাড়ম্বরের অবাস্তব নিনাদের স্থান নহে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব যখন কোন হরিকথাকীর্ত্তন করিয়াছেন বা সিদ্ধান্তকথা বলিয়াছেন ও বলেন এবং অপর শত-শত প্রচারক যখন হরিকথা বলিবার অভিনয় করিয়াছেন বা করেন, তখন উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, তাহাই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আচার্য্যত্বের অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়া থাকে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কথা শুনিলেই বা কেন হৃদয়ে স্বাভাবিক আকর্ষণ ও আদর উপস্থিত হয়?—সে কথা যেন কখনও পুরাতন ও একঘেয়ে মনে হয় না, অতিশয় কঠোর নির্ম্মম হইলেও তাহার মধ্যে অতুলনীয় স্নেহ ও প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়; আর আমার কথা অপরে শুনা দূরে থাকুক, নিজেই শুনিলে মনে হয়—কথাগুলি যেন মরুভূমিসদৃশ হৃদয় হইতে শুষ্ক, নিরস, একঘেয়ে, সাজান ও লোক-দেখান আড়ম্বরের অভিব্যক্তির প্রতীকরূপে নির্গত হইতেছে। এখানেই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব যে 'শ্রীকৃষ্ণশক্তি' এবং 'শ্রীকৃষ্ণশক্তি বিনা যে কলিকালে নাম-প্রেমের প্রবর্ত্তন হয় না', তাহাই প্রমাণ করে।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আর একটি বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, তিনি শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কোনরূপ মর্য্যাদালঙ্ঘন কোনদিন সহ্য করিতে পারেন নাই ও পারেন না।

মনে পড়ে— একদিন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যাভিমানী এক ব্যক্তি ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে যেন একটু অহঙ্কারবশতঃই পায়ের উপর পা রাখিয়া উপবেশন করিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তিটি সম্প্রদায়ের কর্তৃপক্ষগণের অন্যতম। শ্রীল আচার্য্যদেব তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি চাপড় মারিয়া ঐ ব্যক্তিকে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিকট যেরূপভাবে বসিতে হয়, সেইরূপ-ভাবে বসাইয়া তবে শান্ত হইলেন। একসময় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে কোন এক পাষণ্ডী তার্কিক যুক্তি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে নানারূপ ঔদ্ধত্য-প্রকাশ ও মর্য্যাদা-হানিকর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল। ইহা দেখিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সমস্ত অঙ্গ ক্রোধে এইরূপ ভাব ধারণ করিল যে, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব পাছে কোন রূঢ়কথা বলিয়া ঐ ব্যক্তির প্রতিষ্ঠার লাঘব করেন, এজন্য লোকেন্দ্রিয়তোষণ-বহুমানলকারী তদানীন্তন গুরুসেবকশ্রেষ্ঠব্রুব কোন ব্যক্তিকে পুনঃ পুনঃ বাধা দিতে হইয়াছিল। এখনও যখনই ঐ পাষণ্ডীর কথা শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন, তখন তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া থাকে। ঐ পাষণ্ডী কিছুদিনের মধ্যেই কোন দুরারোগ্য রোগে ভুগিতে ভুগিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কোনদিনই হরিভজনার্থ আগত কোন ব্যক্তিকে নরকের পথের যাত্রী করিতে ও তাহাতে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। একবার 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট'এর কএকজন শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকরূপে কএকটী গৃহস্থ ভক্তকে [illegible] করিয়া রাখিবার সঙ্কল্প ও প্ররোচনা হইয়াছিল। এমন কি, তদানীন্তন কোন জীবহিংসক ব্যক্তি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া তাঁহার দ্বারাও আপাত-অনুমোদন-প্রতিম ভাব প্রকাশ করাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব দেখিলেন যে, যাহারা নিষ্কপটে হরিভজন করিতে আসিয়াছেন—হিংসিত হইতে আসেন নাই, তাঁহাদিগকে এইরূপভাবে হিংসা করা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কোনদিনই অন্তরের ভাব নহে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুমোদন-প্রতিম আদেশ অপেক্ষা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকৃত হৃদয়ের অনুশীলন যাহা, (অর্থাৎ জীবকে বঞ্চনা না করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত মঙ্গলের পথে পরিচালনা) তাহাই করিবার জন্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বদ্ধপরিকর হইলেন এবং ঐসকল ব্যক্তিকে গোপনে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন,—

"সামান্য প্রাকৃত অর্থের বিনিময়ে তোমরা নিজের কন্যাদিগকে বিক্রয় করিও না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী স্মরণ করিয়া ঐরূপ শত শত অনুরোধ, উপরোধকে দূরভাবে পরিত্যাগ কর এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট কাতরভাবে ক্রন্দন করিয়া জানাও যে, কোনদিন যেন ঐরূপ হিংসার যূপকাষ্ঠে বলি না হও।"

কাহারও কাহারও মত ছিল যে, হরিভজনার্থ আগত ব্যক্তিগণের ব্যক্তিগত জীবন দেখিবার প্রয়োজন নাই অথবা তাহাদিগের প্রতি অধিক কঠোর হইলে তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িবে, তাহাদের দ্বারা কাজ পাওয়া যাইবে না; আর কম্বলের লোম বাছিতে গেলে কম্বলের অস্তিত্বই থাকিবে না; অতএব হরিভজনার্থিগণের ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি-অবনতির দিকে না তাকাইয়া কাজ অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা অর্থাদি-সংগ্রহ করাইয়াই লওয়া উচিত, তাহা হইলে প্রচারের সাফল্য ও বহুস্থানে মঠাদির অট্টালিকা, বিত্ত-বৈভব ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। দালান-জমি, বিত্ত-বৈভবাদির বিস্তারাদিই যেন শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রচারের সাফল্য অথবা যিনি অধিক বাক্‌পটু, যিনি বহু লোককে মাতাইতে পারেন, যিনি অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন, তিনি তত বড় প্রচারক,—এইরূপ বিচারের বিরুদ্ধে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেই কিরূপ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা গৌড়ীয়ের ৮ম বর্ষের সময় হইতে তাঁহার কীর্ত্তিত উপদেশাদির মধ্যে দেখিতে পাই। শ্রীল আচার্য্যদেব চিরদিনই হরিভজনার্থিগণের ব্যক্তিগত জীবন যাহাতে প্রতিমুহূর্ত্তে উন্নতির সোপানে আরোহণ করে—যাহাতে শ্রীকৃষ্ণানুবর্ত্তিনী অনবদ্যা ভক্তির দ্বারা প্রকৃত-প্রস্তাবে বিমণ্ডিত হয়, তজ্জন্য তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রচারের প্রথম যুগ হইতেই প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসুকে ব্যক্তিগতভাবে নানাপ্রকার উপদেশাদি প্রদান করিতেন—কেবলই মৌখিক উপদেশ নহে, যাহাতে তাঁহারা বাস্তব হরিভজনের পথে অগ্রসর হইতে পারেন, তজ্জন্য যাবতীয় দুঃসহ পারিপার্শ্বিকতা তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে কখনও ত্রুটী বা কৃপণতা করিতেন না। অপরের ভাল হউক বা মন্দ হউক, তাহাতে আমার কি আসিয়া গেল, আমার লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা, আমার উদর চিরজীবী থাকিলেই হইল,—এইরূপ উদরম্ভরিতামূলক চিন্তাস্রোতঃ আমার ভাল

ব্যক্তিতে প্রবল থাকিলেও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য সর্ব্বদাই প্রত্যেক অকপট ভজনার্থীর ব্যক্তিগত বাস্তব মঙ্গলার্থে নিয়োজিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সত্তার একটী অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি প্রত্যেক সেবকাভিমানীর অন্তর তাঁহার স্বকীয় স্বরূপশক্তি দ্বারা ত্রিকালই দেখিতে পারেন। যেখানে অজ্ঞতাজনিত অপরাধ, সেখানে তাঁহার কৃপার কৃপণতা হয় না; কিন্তু যেখানে অন্যাভিলাষ ও কপটতাকে সংরক্ষণ করিবার অভিসন্ধিমূলক অবস্থান আছে, তথায় তিনি মৌনভাব ধারণ করেন। তিনি চিরদিনই নিষ্কপটের অকৃত্রিম বান্ধব এবং অন্যাভিলাষীর নিকট তাহাদের হৃৎকম্প-উদ্রেককারী ভয়ঙ্কর অন্তক-সদৃশ।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কাহারও বাহিরের পোষাককে বহুমানন করেন না—অন্তরকে আদর করেন। ইনি এম্-এ পি-এইচ-ডি কিংবা ইনি অমুক স্থানের জমিদার—কোটিপতি, সুতরাং তাঁহাদের তোষামোদ করিবার জন্য শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীনারায়ণ ও শ্রীবৈকুণ্ঠকে বলি দেওয়া যাইতে পারে, নতুবা তাঁহাদের অসন্তুষ্টিতে প্রচারের ক্ষতি হইয়া যাইবে,—এইরূপ বিত্তৈষাভিনিবেশজনিত ভয়ের লেশও কেহ কোনদিন তাঁহাতে দেখিতে পায় নাই। 'লোকভয়' বলিয়া কোন কথা তাঁহার কোষ্ঠীতে লেখা নাই। শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়তোষণ ব্যতীত বহির্ম্মুখ লোক-তোষণের দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের বিন্দুমাত্র চেষ্টাও কেহ কোনদিন তাঁহাতে লক্ষ্য করেন নাই। 'অভিনন্দন', 'প্রশস্তি', অর্থ কিংবা দৈহিক কর্ম্মবীরত্ব প্রভৃতির দ্বারা কেহ কোনদিন তাঁহার চিত্তবৃত্তির উপর অধিকার বিস্তার করিতে পারে নাই। নিষ্কপট হরিভজনার্থী অর্থ-সম্পদহীন, তথাকথিত বিদ্যাহীন, রূপহীন, স্বাস্থ্যহীন হইলেও তাঁহার অন্তরটি নিষ্কপট ও হরিভজনে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাকেই তিনি আদর করিয়াছেন ও করেন। পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল যে, যদি সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব বড় বড় এম্-এ বা মহামহোপাধ্যায় আসেন, তবেই সম্প্রদায়ের স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিচার-বৈশিষ্ট্য ইহাই প্রমাণ করিয়াছে,—যদি কতকগুলি কপটচিত্ত অন্যাভিলাষী এম্-এ, বি-এ বা নানাপ্রকার কর্ম্মবীরগণ আসিয়া সংখ্যার ভার বৃদ্ধি করে, তবে তদ্দ্বারা একটী কর্ম্মবীরের আখড়া সৃষ্টি হইতে পারে সত্য, কিন্তু অন্যাভিলাষরহিত শুদ্ধভাবে হরিভজনেচ্ছু ব্যক্তির দ্বারাই সম্প্রদায়ের স্থায়িত্ব রক্ষিত হয়। সেরূপ একটী ব্যক্তিদ্বারাই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করিতে পারে; আর অন্যাভিলাষী কোটি কোটি কর্ম্মবীর নিজেদেরই মঙ্গল করিতে পারে না, অপরের কি করিবে?

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের যেন সত্তার নিত্য বৈশিষ্ট্যরূপে একটী বিষয় আগাগোড়া আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত তিনি কোনদিনই লোকেন্দ্রিয়-তর্পণের নিকট বিন্দুমাত্রও আত্মসমর্পণ করেন নাই। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি তাঁহাকে এরূপ অনুরোধ জানাইয়াছেন, যাহা হরিভজনের অনুকূল বিচারে প্রতিষ্ঠিত নহে, শ্রীল আচার্য্যদেব কখনই তাহা স্বীকার করেন নাই অর্থাৎ জাগতিক ব্যক্তিদের নিকট অপ্রাকৃত ব্যক্তিদের সেবাকে তিনি কখনই বলি দেন নাই। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হইয়া বহু নামজাদা লোক, এমন কি, আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অনেক ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে "যশোমতী-নন্দন, ব্রজবর-নাগর" অথবা "ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন", "তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম" প্রভৃতি মহাজনপদ, যাহার সুর ও স্বরের মাধুরিমা বহির্ম্মুখ কর্ণের তৃপ্তিবিধান করে, সেই সকল সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়া শুনাইবার জন্য অনেক অনুরোধ জানাইয়াছেন। কিন্তু একমাত্র শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশ ও '[illegible]' ব্যতীত পৃথিবীর যত বড় লোকই হউন, কাহারও অনুরোধের নিকট তিনি কোনদিন শ্রীকৃষ্ণকর্ণ-রসায়ন ভজনানুকূল গীতিসমূহকে অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণভজনকে বিক্রয় করেন নাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মানিত ব্যক্তিগণের নিকট তিনি অভিমানী রূঢ় বা শিষ্টাচার-রহিত বলিয়া বিবেচিত হইবেন, অথচ তাঁহাদের একটুকু ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে পারিলেই অনেক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ ও কার্য্যসিদ্ধি হয়, সেদিকে দৃক্পাত না করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার হরিভজনের বিচার-বৈশিষ্ট্যকে সংরক্ষণ করিয়াছেন; অথচ আমরা ইহা সর্ব্বক্ষণই দেখিয়াছি যে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে "যশোমতীনন্দন", "মানস দেহ গেহ", "তাতল সৈকতে" প্রভৃতি কএকটী সঙ্গীত সর্ব্বদাই শ্রবণ করিতে বড় ভালবাসিতেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞা সর্ব্বক্ষণই শিরে ধারণ করিয়া, এমন কি, নিজ অস্বাস্থ্য-

লীলাভিনয়ের মধ্যেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে ঐ সকল সঙ্গীত শ্রবণ করাইতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে মধ্যাহ্নে, বিশ্রামে, ট্রেণে, যানে, নিজ-ভজন-মন্দিরে অথবা যে-কোন স্থানে স্বেচ্ছায় গুন্-গুন্ স্বরে বা উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতে শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু 'আপনি একখানা গান করুন, আমি শুনি'—এইরূপ ইন্দ্রিয়-লাম্পট্যের বশ্যতা স্বীকার করাইয়া কেহই তাঁহার শ্রবণপথে লোকেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য আবৃত্তি প্রদান করাইতে পারে নাই। ইহার দ্বারা তাঁহার শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের অব্যভিচারিতা-সংরক্ষণের প্রতি যে সুদৃঢ় নিষ্ঠা-বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়।

বহির্ম্মুখগণের জিজ্ঞাসা-কণ্ডূয়ন-পরিতৃপ্তির জন্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কোনদিনও আপাতরমণীয় জগদ্-বিষয়ক প্রশ্নাদির উত্তর প্রদান করিতে প্রস্তুত হন না। এজন্য লোকে কি ভাবিবেন, না ভাবিবেন—কে সন্তুষ্ট হইবেন বা না হইবেন, সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য অপেক্ষা লোকের প্রশ্নের নিষ্কপটতা, অকৃত্রিমতা ও অধিকার-বিচারের দিকেই সূক্ষ্ম-দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় তিনিও অকৃত্রিম, ইহা আমরা তাঁহার প্রত্যেক আচার-ব্যবহারের মধ্যে বিশ বৎসর যাবৎ লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। "অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ"—শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাণী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবে আমরা সমভাবে লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। একটি সামান্য দৃষ্টান্তের দ্বারাও বলা যাইতে পারে যে,—শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার জীবনে যাহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও দেখিয়াছেন বা একবারও যে-কথা কোন পুস্তকে বা কোন গ্রন্থে পাঠ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তিবিশেষের নাম-ধাম, নাড়ী-নক্ষত্র ও পঠিত বিষয়ের যাবতীয় তথ্য তিনি চল্লিশ বৎসর পরেও অটুট ও অবিকলভাবে বলিয়া যাইতে পারেন। আমরা স্কুল-কলেজে যাহা পাঠ করিয়াছি, তাহার অনেক কথাই পরীক্ষা-মন্দির পরিত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভুলিয়া যাই; কিন্তু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে দেখিয়াছি, একবার যাহা তাঁহার শ্রবণ ও দর্শন-পথে আসিয়াছে, তাহার একটি অক্ষরও কোনদিন তাঁহার স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্ত হয় না। শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীকুরেশাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যবৃন্দের স্মৃতিশক্তির কথা আমরা গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের স্মৃতিবৈভব আমাদের প্রত্যক্ষ দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছে।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব একাধারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্ত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহান্তের চরিত্র যুগপৎ রক্ষা করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষক হইয়াছেন। তিনি সন্তের ন্যায় ভজনে যেরূপ অভিনিবিষ্ট থাকেন, তদ্রূপ মহান্তের ন্যায় সম্প্রদায় সংরক্ষণ-কার্য্যও করিয়া থাকেন। এইরূপ যুগপৎ সন্ত ও মহান্তের আদর্শ সেবাকার্য্য তাঁহার উপর শ্রীভগবদিচ্ছায়ই ন্যস্ত হইয়াছে। সম্প্রদায়-সংরক্ষণ-কার্য্যের জন্য তিনি অন্যান্য শত-শত ব্যক্তির ন্যায় সেই পদ-প্রার্থী হন নাই। অধিক কি, মহামান্য উচ্চ আদালত যে তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্পত্তি-রক্ষণ-সেবার জন্য নিয়োগ করিয়াছেন, তাহাও শ্রীভগবদিচ্ছারই অযাচিত দান। তিনি শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর কথিত ও শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা 'গৌড়ীয়'র ললাটদেশে প্রচারিত শ্রীরূপানুগজনের যুক্তবৈরাগ্যের প্রকৃত আদর্শ জগতে প্রদর্শন করিয়া একাধারে সন্ত ও মহান্তের কার্য্য করিতেছেন। বিষয়াভিনিবেশ বা অন্যাসক্তি-জনিত যে ভয় বা শোক উপস্থিত হয়, তাহার ছায়াও তৎসম্মুখীন হইতে পারে না।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আর একটি বৈশিষ্ট্য সকলেই সর্ব্বক্ষণ লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য পরিষ্কার ও সুচিন্তাপূর্ণ। বিচারহীন ভাবুকতা অথবা অনভিজ্ঞতা কোনদিন তাঁহার নিকট ছলনা বিস্তার করিতে পারে নাই। কি স্নান, কি ভোজন, কি ভ্রমণ, কি কোন বস্তু-গ্রহণ বা পরিত্যাগ, কি আদান-প্রদান, কি শাসন—প্রত্যেক কার্য্যই তিনি শ্রীভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিচারের তৌলদণ্ডে অতি নিপুণভাবে ওজন করিয়া তৎপরে সেই কার্য্য করিয়া থাকেন। অতি সাধারণ কার্য্য, এমন কি, এক গ্লাস পানীয় জল কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করা উচিত বা না করা উচিত,—ইহা বিশেষভাবে ভক্তির আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্যের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তাঁহাকে বিচার করিতে দেখিয়াছি। তিনি যে কেবল নিজের জন্য ইহা করেন, তাহা নহে—প্রত্যেক আশ্রয়প্রার্থী নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিকে তিনি দৈনন্দিন প্রত্যেক কার্য্য শ্রীভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিচারের সূক্ষ্ম তৌলদণ্ডে পরিমাপ করিয়া তাহার হিসাব-নিকাশ করিবার উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সমগ্র চরিত্রটী যেন শ্রীহরিভজনের বাস্তব সিদ্ধান্তের মূর্ত্তবিগ্রহ। এই মরজীবনে একমাত্র শ্রীহরিভজনই করিতে হইবে, এতদ্ব্যতীত কোনপ্রকার অন্যাভিলাষ ও অন্য কোনকার্য্যে সময়ক্ষেপ করিবার সময় নাই—ইহা শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলেই হৃদয়ে সুদৃঢ়-ভাবে জাগিয়া উঠে। শ্রীহরিভজন ব্যতীত অন্যান্য উদ্যম ও বাহ্য বিষয়-চেষ্টা হৃদয়ে থাকিলে শ্রীহরিভজনই যে জীবনে মানবের একমাত্র নিত্য স্বাভাবিক কৃত্য—এরূপ সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় না। কিন্তু ক্ষণকালও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মের সম্মুখীন হইলে ঐ সিদ্ধান্তটী যেন হৃদয়ে আপনি জাগিয়া উঠে। ইহা তাঁহার ব্যক্তিত্বের আর একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য।

তাঁহার মনের প্রভাব তাঁহার ব্যক্তিত্বের একটী অপ্রতিহতী ও অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্যরূপে মৃতব্যক্তিতেও জীবন-সঞ্চার করিয়া থাকে। যখন অসৎসঙ্গের আবেষ্টনে আমরা মৃতপ্রায় হইয়া পড়ি অথবা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিমর্ষ ও প্রচণ্ড অমর্ষের দ্বারা অভিভূত হই ; তখনপথে কোন্ দিকে চলিতে হইবে, অবিবরে যেন দিশাহারা হইয়া পড়ি ; হৃদয়ে নিরুৎসাহ-ভাব আসিয়া আমাদিগকে আড়ষ্ট ও বিহ্বলতায় মূক করিয়া দেয়, বুদ্ধিযোগহারা হইয়া আমরা মায়ার ক্রীড়নক হইয়া থাকি, তখন ক্ষণকাল শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সঙ্গ-প্রভাব বিদ্যুতের ন্যায় আমাদিগের চিত্তরাজ্যে প্রভাব বিস্তার করে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতেই সকল আশ্রয়জন-প্রার্থী ন্যূনাধিক ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বাণীসমূহ—শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর অন্তরের বাণী—শ্রীচৈতন্যবাণীর মর্ম্মবাণী। কোটি কোটি বক্তার বক্তৃতা, পাঠ, ব্যাখ্যা প্রভৃতি শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হইলেও সেখানে যেন বক্তার ব্যক্তিগত হৃদয়ের অনুভব ও অন্তরের সন্ধান খুব কমই পাওয়া যায়; কিন্তু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের প্রকৃত অন্তর ও করুণার নিদর্শন তাঁহার বাণীরূপে তাঁহার শ্রীমুখপদ্ম হইতে উৎসারিত হয়। কাজেই সেই বাণীগুলি চেতনরাজ্যের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অপরের অনর্থরাশিকে বিধ্বংস করিয়া দিব্য পূর্ণ সামর্থ্য সঞ্চার করে। প্রাণের অমিয়ধারা সিঞ্চিত বাণী; ও অপরের নিকট হইতে ধার-করা কথা বা মন-দেওয়া অক্লেশ কথার মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের চেতনবাণীর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আর একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে পারা যায় যে, তিনি যে-কোন স্থান, কাল, পাত্রগত পরিবর্ত্তনকে বাস্তব শ্রীহরিভজনের সহিত accommodate করিয়া তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছারূপে বরণ করিবার আদর্শ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট শরণাগতির শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীহরিভজনই জীবনের সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত না হইলে স্থান-কাল-পাত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের জন্য অভিযোগ হরিভজনের অর্গলস্বরূপ হইয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনার প্রহেলিকা সৃষ্টি করে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদর্শের বৈশিষ্ট্য ঐ প্রহেলিকার অর্গলোদ্ঘাটন করিয়া দেয় এবং যে-কোন স্থান, কাল, পাত্রগত পরিবর্ত্তনকে শ্রীহরিভজনের সহিত accommodate করিবার স্বাভাবিক প্রবণতায় উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও পূর্ব্বাচার্য্যগণের বাণীসমূহের সঙ্গতি ও একতাৎপর্য্যপরতা প্রদর্শন করিয়া প্রত্যেক আচরণকে সেই সকল শ্রৌতবাণীর বাস্তব ও জীবন্ত মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত করিবার জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অভ্যস্ত আচার ও বিচারের আমূল পরিবর্ত্তন করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য। কোন আচার-ব্যবহারে আমরা কিছুকাল আগন্তুক কারণবশতঃ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া উহা পরিবর্ত্তন করিতে গেলে লোকের অভ্যস্ত মনোভাব ক্ষুণ্ণ হইবে অথবা লোকের নিকট সমালোচনার পাত্র হইতে হইবে,—এইরূপ আশঙ্কা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কোনদিন পোষণ করিতে দেন নাই। তিনি শ্রৌতবাণীর অনুসরণে শ্রীল সনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীব ও শ্রীল রঘুনাথ প্রভৃতি আচার্য্যবৃন্দের বাণী ও শিক্ষা যাহাতে অকপট হরিভজনপ্রার্থী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অথবা গৃহস্থ ও মঠস্থ সেবক-নির্ব্বিশেষে সকলেরই নিত্য আচরণেই সম্প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য নিরলসভাবে যে-সকল আচার ও প্রচার পুনঃপ্রবর্ত্তন ও পুনঃসংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার আচার্য্যত্বের একটী সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্যতম-আচার্য্য উজ্জ্বল [illegible] পূর্ণ সদাচারসংরক্ষণকারী হইলেও শ্রীভক্তিবিনোদধারা প্রত্যেক

আচার্য্যেরই যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্ব পরবর্তী আচার্য্যের আচার্য্য-বৈশিষ্ট্যের অবকাশ প্রকট করে, তাহা ভক্তিবিজ্ঞান চিরকালই স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের চরিত্র সেই ভক্তিবিজ্ঞানের ব্যাখ্যাস্বরূপ হইয়া তাঁহার আচার্য্যত্বের বৈশিষ্ট্যকে সম্প্রকাশিত করিয়াছে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনর্গল কীর্ত্তিত অর্থগর্ভ বাণীসমূহ আমার ন্যায় অপরাধ-কঠিন হৃদয়ে বহুবার বর্ষিত (?) হইলেও আমি কেবল তাঁহার সমস্ত বাণীর সাররূপে 'দেহ কিছু না, মন কিছু না'—এইরূপ অন্তঃসারহীন একটা ব্যতিরেক যৌক্তিক বিচারের বক্তা মাত্র হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু হৃদয়কে বিগলিত না করা পর্য্যন্ত যে শ্রীরূপানুগীয় ভক্তির প্রকাশ হয় না, তাহা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আচার্য্যত্বের বৈশিষ্ট্যরূপে সর্বক্ষণ আমার কর্ণে ঝঙ্কৃত করিয়া হৃদয় মথিত করিতেছে। দেহারামের প্রতি এরূপ ধিক্কার, শুদ্ধবৈষ্ণবকে দীনতাসেবীর অতিমর্ত্ত্য আবির্ভাবের দ্বারা বিতাড়িত করিবার এরূপ কৌশল এবং হৃদয়ে সর্বক্ষণ হরিজনার্থ আর্ত্তির জন্য অনর্থ্যের অনুভব করাইবার ইঙ্গিত আর কে প্রদান করিয়াছেন? এই যে বৈষ্ণবের সম্বন্ধে কথায় পূর্ব্বাচার্য্যগণের যাবতীয় শিক্ষা ও দীক্ষার মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা কি কেবল 'দেহ কিছু না, মন কিছু না' মুখে মাত্র বলিয়া অন্তরে ও কার্য্যে শুদ্ধবৈষ্ণবের দাস্যেই পর্য্যবসিত হইবে? হৃদয়ে এই জাগরণের বাণী কে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন? বাস্তব বৈষ্ণবের অবিরাম অশ্রুধারায় হৃদয়-পাষাণকেও দ্রব করিয়া দিতে হইবে, তাহাকেও গলাইতে হইবে,—এই হৃদ্যী মনোভাবে—এই বিচারের অভিমতই যে আমার সম্বন্ধে দৈনিক্য করিয়াছেন?

মহাভাগবতগণের নামে আমি কিরূপ মহাজন-গঞ্জনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং সেই অভ্যাস আমার নিশ্চিত স্বভাব ও নিত্যসঙ্গী হইয়া পড়িয়াছিল। কে আমাকে সেই অপরাধের অভ্যাসের দাস হইতে উদ্ধার করিয়া আমার বাস্তব-সত্যের দাস্যের দিকে অভিমুখী করাইয়াছেন? শ্রীবিগ্রহের সেবার প্রতি অনাদর ও নানাপ্রকার অর্চনা-পরাধের আবাহনে কি আমি অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম না? শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীনামব্রহ্ম ও শ্রীধাম শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা ও শ্রীবৈষ্ণব প্রভৃতি অতিমর্ত্ত্য অপ্রাকৃত-সমূহের প্রতি আমি কিরূপ অপরাধের ব্যবহার ও নানাপ্রকার ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। শ্রীহরিকথার অনুকূল স্থান, কাল ও পাত্রকে আমি হরিকথা-প্রচারকের অভিনয় করিতে করিতে আমার ভোগের সামগ্রীরূপে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, শ্রীধামকে আমার জড়ভোগের স্থান, শ্রীএকাদশী প্রভৃতি মাধব-তিথিকে ও সর্ববিধ ভগবৎসেবকগণকে আমার ভোগের ইন্ধন-সরবরাহকারীরূপে পরিণত করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন,—"ঠাকুর দাঁড় করাইয়া পয়সা নেওয়া, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যার বিনিময়ে কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করা, শ্রীহরিনাম বিক্রয় করা প্রভৃতি 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবা'র ন্যায় দুর্ব্বুদ্ধিবিশেষ।" আমি সেই সকল অপরাধেই অপরাধী। আমি কি অপরাধই না করিয়াছি! শ্রীমহাপ্রসাদকে 'ব্রহ্মবস্তু' জ্ঞান না করিয়া উহাকে আমার ভোগ্য চানার ডালনা বা মিঠাই, পুলাও প্রভৃতি বিচারে পর্যবসিত করিবার পাষণ্ড পর্য্যন্ত আমার মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়াছে। লোকের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ও আমার প্রতিষ্ঠালাভের বিনিময়ে আমি শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীচরণামৃত প্রভৃতিকে বিক্রয় করিতে একটুও দ্বিধাবোধ করি নাই। আমি 'শ্রীবিগ্রহ-পূজকে'র নাম করিয়া শ্রীবিগ্রহের অলঙ্কার-অপহরণ, অর্থ-অপহরণ, আত্মর্যবিগ্রহ ও বিত্তবিগ্রহ-রূপী শ্রীবিগ্রহকে 'প্রদর্শনীয় পুত্তলিকা' মনে করিয়া লোকের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ও অর্থাদি-সংগ্রহের জন্য কত অমার্জনীয় অপরাধই না করিয়াছি। অশ্রদ্ধালু, অর্থাভিলাষী বা বিধর্ম্মীকে শ্রীবিগ্রহ, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীমহাপ্রসাদের অসম্মান ও মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করিতে কতরূপেই না প্রশ্রয় দিয়াছি! আমার এই সকল অপরাধ আমি, শাসকের নিত্যাস্তিত্বের বিরুদ্ধে অভিযান আনয়ন করিয়া, আরও অবাধে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু এই সকল আচার্য্য-কেশরিরূপে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার আচার্য্যস্বরূপ প্রকট করিয়া আমাকে পদে পদে শাসন ও সুবন্ধনাময় কৃপারজ্জু দ্বারা উদ্ধার করিলেন। যদিও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ঐরূপ কঠোরতাকে আমি অকস্মাৎ পরিবর্তন মনে করিয়া "সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই"—এইরূপ প্রলাপোক্তি দ্বারা নিজের মাহাত্ম্য ও মঙ্গলকারীর অপযশ প্রচার করিতেছিলাম, তথাপি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের করুণার উৎস শতধারে বর্ষিত হইয়া আমার মঙ্গলবিধান করিয়াছে।

শ্রীমাধবতিথির সেবা, শ্রীতুলসীর সেবা, শ্রীগঙ্গার সেবা, শ্রীবৈষ্ণব-সেবা, গো-বিপ্র-অতিথি-পূজা, যাহা শ্রীমদ্ভাগবতে ও মহাজনগণের বাণীতে শ্রীহরিভজনের অনুকূল ও পরমসিদ্ধি বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণব-সমাজের মধ্যে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং আচরণমুখে পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিয়া কর্ম্মকাণ্ড ও শুদ্ধ ভক্তির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতাভিমানী গৃহস্থ আদি বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবার ছলনায় অথবা গো-বিপ্র-অতিথি-বৈষ্ণব-সেবাকে কর্ম্মকাণ্ডরূপে নির্দ্দেশ করিয়া স্ত্রী-পুত্রাদির পরিচর্য্যায় অর্থ-নিয়োগ ও ভজনানুকূল কার্য্যে বিত্তশাঠ্য অথবা মঠ-সেবকাভিমানে কায়-শাঠ্য বা শ্রমশাঠ্য পরিপোষণ-কল্পে শ্রীমদ্ভাগবত-বিহিত ভজনানুকূল কার্য্য হইতে বিরক্তিকে প্রশ্রয় দান করিয়া স্বেচ্ছায় যে পথে চলিতেছিলাম, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সেই পথে বাধা প্রদান করিয়া আমাকে শ্রীমদ্ভাগবত-বিহিত পথে পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহারই কৃপায় শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ ও বিরক্ত ভক্তগণের জন্য যে-সকল নিয়মাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও তাঁহার আচার্য্যদেবের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিয়াছে। ঐ সকলকে ঠিক “নিয়মাবলী' বলা যায় না, পরন্তু হৃদয়ের সহজ স্বাভাবিক সেবাবৃত্তির বিকাশে সেবকের যেরূপ নির্ম্মল চিত্তবৃত্তি ও আদর্শ জীবন গঠিত হয়, তাহারই পরিচয়।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কোনদিনই তাঁহার সতীর্থ ভ্রাতৃগণকে ছলনা বা তাঁহাদের সহিত কোনরূপ কপটতা করিয়া অপ্রিয় কঠোর সত্যকথা কীর্ত্তন করিতে বিরত হন নাই। কঠোর বাস্তব সত্যের উপাসকরূপে তাঁহার অভূতপূর্ব্ব ব্যক্তিত্ব সকল নিষ্কপট ও অন্যাভিলাষরহিত সেবকের হৃদয়ে অকুতো-ভয়তার সঞ্চার করিয়াছে। “দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল”—এই সাধারণ প্রবাদটী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময় কীর্ত্তন করিতেন। কিন্তু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কঠোর সত্যপরিপালন-ব্রতের প্রভাবেই যেন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ঐ মনোঽভীষ্টটী কার্য্যকরী হইয়াছে। কোনরূপ কপটতা বা অন্যাভিলাষ অধিকক্ষণ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের প্রভাবের নিকট গোপনে আত্মরক্ষা করিতে পারে না।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব—নির্ভীক, সমগ্র পৃথিবীর কোনরূপ বিভীষিকা অথবা ধন-বল-পূতনাসদৃশ শুদ্ধভক্তিবিরোধি-গণের আকাশ-পাতাল-আলোড়নময়ী চেষ্টা তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও আতঙ্কের সঞ্চার করিতে পারে নাই। ধন-বলাদির বিলাসের ক্ষুদ্রকীট-সদৃশ আত্ম-বিগ্রহ-বিরোধী ব্যক্তিগণ বাহিরে বিরোধের ও আক্রমণের ছলনা করিয়াও অন্তরে আতঙ্কগ্রস্ত; কেননা, তাহারা বিভীষিকাভিনিবেশে অভিনিবিষ্ট। কিন্তু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের এই প্রত্যক্ষ বৈশিষ্ট্যটী সর্ব্বক্ষণ দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে যে, তিনি ঐসকল বিরোধীর মৎসরতার বিভীষিকা-প্রদর্শনীর মধ্যেও সর্ব্বক্ষণ শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীবাদি গুরুবর্গের ও শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীপাদপদ্ম-মধু পান করিয়া স্বয়ং নির্ভীক ও সকলকে অকুতোভয় করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার এই প্রত্যক্ষ আচরণটী সর্ব্বক্ষণই প্রত্যক্ষ করাইয়া দিতেছে যে, তিনি ভয়সঙ্কুল ব্রহ্মাণ্ডের কোন অস্মিতায় বাস করেন না—শ্রীবৈকুণ্ঠ-শ্রবণ-কীর্ত্তনময় গোলোকের অস্মিতায় তাঁহার নিত্য অবস্থান।

আমাদের ইচ্ছানুরূপ ফল ফলিলে আমরা সন্তুষ্ট হই এবং তখন শ্রীভগবান্‌কে 'দয়াময়' বলিয়া ধন্যবাদ (?) দিয়া থাকি; আর ইচ্ছানুরূপ ফল না ফলিলে মৌখিকভাবে শ্রীভগবান্‌কে 'দয়াময়' বলিলেও অন্তরে অন্যরূপ ভাব পোষণ করি এবং তাঁহার ব্যবস্থাপিত অবস্থাকে সাদরে বরণ করিয়া লইতে আগ্রহান্বিত হই না। কিন্তু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের চরিত্রে সর্ব্বক্ষণই লক্ষ্য করিতে পারা যায় যে, তিনি মানুষের ইচ্ছানুযায়ী কোন 'ভাল' ও 'মন্দ'কে কোনদিনই 'ভাল' বা 'মন্দ' বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। 'শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত ফল দিলেন'—এই বাণী তাঁহার অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণভক্তিরই মহিমা ঘোষণা করিয়া তাঁহার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিয়াছেন। বিপদাপদে যে বিহ্বলতা বা প্রবলতম বিরুদ্ধবাদিগণের চক্রান্তের ফলে মহা-মহারথীরও যে বুদ্ধি-বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে, সেইরূপ বিহ্বলতা বা বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ের আভাসও শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণাশ্রিত শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সন্মুখীন হইতে সাহসী হয় নাই। ইহাও তাঁহার আচার্য্যত্বের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্তরের যথার্থ মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করিতেছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট ও বিশেষ সেবাকার্য্য ছিল—শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শুদ্ধ বিচার-ধারা পুনঃপ্রবর্ত্তন। কতকগুলি লোক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্টের দোহাই দিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যে-সকল উপশাখাকে শুদ্ধভক্তিপথ হইতে

সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেইগুলিকেই অর্থাৎ বহির্মুখ লোকতোষণের দ্বারা স্ব-স্ব লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদিসংগ্রহ ও ভক্তি-যাজনের একটা 'কাঠাম' মাত্র লোকচক্ষুর উপর স্থাপনকেই শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ঐরূপ চিত্তবৃত্তিকে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্তরের বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথগ্রূপে নির্ণয় করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণীর অনুরূপ বিচারে নিষ্কপট সেবকগণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যাহারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণীকে তাঁহার আচরণ হইতে পৃথক্ মনে করিতেছে, তাহারাই শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিচার, চিত্তবৃত্তি ও আচার-প্রচার হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিচার, চিত্তবৃত্তি ও আচার-প্রচারকে পৃথক্ মনে করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে এক নব্য-সম্প্রদায়ের স্রষ্টৃরূপে কল্পনা করিতে চাহে। বস্তুতঃ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচারে ইহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে যে, শ্রীচৈতন্যবাণীই 'শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী'-রূপে অবতীর্ণ। বাণীকে স্বীকার না করিয়া আপনাকে স্রষ্টৃ-অভিমানে বস্তুর পরিমাণ-কর্ত্তা বিচার করিলে বস্তু হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে। মহাপুরুষের বাণীর দ্বারাই মহাপুরুষের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়,—ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের বাণী। আপনাকে স্রষ্টা জানিয়া তাঁহার বপু মাপিয়া লইবার চেষ্টা করিলে বঞ্চিত হইতে হয়। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অন্তরই 'শ্রীচৈতন্যসরস্বতী'রূপে প্রকাশিত। "শ্রীসরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া, বিনোদের সেই সে বৈভব।"

যেরূপ শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে শ্রীভক্তিবিনোদ-অন্তরঙ্গব্রুব একদল শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আচার-বিচারে পার্থক্য দর্শন করিয়াছিল, তদ্রূপ আবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলার পরে আর একদল শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আচার-বিচারের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করিতেছে। এইরূপ অন্তরঙ্গব্রুবাভিমানিগণ শ্রীরূপানুগগৌড়ীয়সম্প্রদায়ের শ্রৌত-প্রণালীর বিচারধারা হইতে বিচ্যুত। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীগুরু-বর্গের মধ্যে ভেদ-কল্পনাকে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়াছেন।

যাহারা শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মধ্যে অন্তরে ভেদবাদী, তাহারা পাছে শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরোধী বলিয়া পরিচিত বা প্রমাণিত হয়, এই আশঙ্কায় অন্তরের ভাব গোপন করিবার জন্য সভা-সমিতিতে শ্রীভক্তিবিনোদের জয়গান বা তাঁহার সম্বন্ধে বক্তৃতা, অভিভাষণ কিংবা তাঁহার দুই একটী প্রবন্ধাদি পঠন-পাঠন করিবার অভিনয় করে। ইহা বিলাতী ধরণের আনুগত্যের ছলনা। সভা-সমিতিতে কাহারও জন্য শোক-প্রকাশ বা কাহারও দুই চারিটী প্রশংসা করিলেই আন্তরিক আনুগত্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং তাহা নিজের বাহাদুরি-বোলাবার উদ্দেশ্যে আনুগত্যের ছলনামাত্র আবরণ। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ঐরূপ কপটতার মূল ছেদ করিয়া প্রকৃত গুর্ব্বানুগত্যের স্বরূপনির্দ্ধারণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদের সেবার প্রকারের অনুসরণ লোভই—প্রকৃত 'শ্রীভক্তিবিনোদানুগত্য'। 'লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি'—'তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ'—এই চিত্তবৃত্তির সহিত শ্রীরূপাদি-শ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি যে অনুগতি, তাহাই প্রকৃত আনুগত্য; দুই একটী অভিনন্দন-পত্র বা বক্তার উচ্ছ্বাস কিম্বা কোন কার্য্য-উদ্ধারের জন্য কাহারও দোহাই দেওয়া বা জয়গান—প্রকৃত আনুগত্য নহে। ইহা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী ও আচরণ যুগপৎ প্রকাশ করিতেছে।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে যেরূপ মহাভাগবতবরের সেবাকে ভজনে উন্নতি-সাধকের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ভক্তিসাধকের অমোঘ ও অপরিহার্য্য কৃত্যরূপে বরণ করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলার পর—স্বীয় আচার্য্যলীলা প্রকট করিবার পরও তিনি সেই আচরণকে পরিপূর্ণভাবে নিজের সত্তার অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্যরূপে প্রকট রাখিয়াছেন। "আমি আজই যখন 'আচার্য্য' বা 'সর্ব্বেসর্ব্বা' হইয়া পড়িয়াছি, তখন আমার উপরে আর কে আছে? আমি আবার কাহার পরিচর্য্যা করিব? অপর বৈষ্ণবের পরিচর্য্যা করিতে গেলে লোকের নিকট আমার অধিকার নিম্নস্তর বলিয়া প্রমাণিত হইবে অথবা যদি পরিচর্য্যার ছলনা করিতে হয়, মুখে গুরুবর্গের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন বা তাঁহাদের জয়গানাদি করিলেই ত' হইতে পারে"—এইরূপ প্রতিষ্ঠাশাপ্রিয় ব্যক্তিগণের দুর্বিচার-প্রেরককে তিনি [illegible] সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে সর্ব্বতোভাবে নির্বাসিত করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বোত্তম-মহাভাগবতগণের

হইয়াও মহাভাগবতবর শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের সর্ব্বপ্রকার পরিচর্য্যার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের সেবার জন্য শ্রীধামোৎপন্ন সেবোপকরণ-প্রেরণ, শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের অন্তর্দ্ধানলীলা-ভিনয়কালে যখন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীব্রজমণ্ডলে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন প্রত্যহ তড়িদ্বার্ত্তা প্রেরণ করিয়া তাঁহার সংবাদ-গ্রহণ; তাঁহার অন্ত্যসেবার আনুকূল্য-বিধানের জন্য সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিতা ও স্বযত্নে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের পরিচর্য্যা; নিষ্কপট ভক্তগণের দ্বারা তাঁহার যাবতীয় সেবাসম্ভার-আহরণ; শ্রীল বাবাজী মহারাজ যখন মজিদপুরে শুভবিজয় করিয়াছিলেন, তখন তথায় অভিগমনপূর্ব্বক অনাহারে, অনিদ্রায়, অনিকেত থাকিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-দর্শন, বাণী-শ্রবণ ও তাঁহার সেবার জন্য প্রচেষ্টা; শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের উচ্ছিষ্ট বস্ত্র ও আসনের সহিত সম্মান প্রভৃতি আদর্শ প্রকট করিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অনুপূর্ব্ব আচার্য্যের স্বতঃসিদ্ধ গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীগুরুদেবের সেবাই যে প্রকৃত শ্রীগুরুসেবা,—ইহা একমাত্র শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। এদিকে যেরূপ তিনি স্বয়ং শ্রীব্যাসপূজা-প্রবর্ত্তন, শ্রীগুরুপাদপীঠ-প্রতিষ্ঠা, শ্রীগুরুদেবের প্রণাম-স্তোত্র রচনা ও সংকীর্ত্তন এবং সপার্ষদ শ্রীগুরুদেবের জয়াদি-দান ভক্তভক্ত-সঙ্ঘের মধ্যে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীগুরুসেবক বৈষ্ণবগণের পূজাও তিনি গুরুভক্তির অনুকূল বলিয়া বিশেষভাবে নিজের আচরণের দ্বারা প্রচার করিয়াছেন। প্রত্যেক নিষ্কপট শ্রীমঠসেবক বা শ্রীগুরুসেবক পৃথিবীতে যে সঙ্ঘের যেথা যেই অবস্থায় থাকুন না কেন, তাঁহার সর্ব্ববিধ সেবার জন্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণই সজাগ আছে। এই বৈশিষ্ট্য তাঁহাতে বিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছি। যাহারা শ্রীগুরুদেবের সেবা বাদ দিয়া অতি গুরুভক্তি প্রদর্শন করিবার পক্ষপাতী, সেইরূপ অসম্বন্ধিনী ভক্তির অভিনয়কে তিনি কোনদিনই আদর করেন না,—ইহা তাঁহার সত্তার একটী বৈশিষ্ট্য। 'শ্রী'হীন বা ত্রিদণ্ডিহীন গুরুদেবের পূজা—শ্রীরূপানুগানুগভক্তি গুরুপূজা নহে। গত ২৫শে শ্রাবণ (১৩৪৮) শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে তাঁহার ভজন-কক্ষে কএকজনের প্রতি এই উপদেশ প্রদান করিতে স্বকর্ণে শুনিয়াছি,—"আপনারা নিষ্কপটে আমাদের সহিত মিলেন বা ব্যতীত সকল বৈষ্ণবের জয়-গান করিবেন; এমন কি, শ্রীমঠের যে সকল কুকুর-বিড়াল শ্রীবৈষ্ণবগণের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেছে—অবৈষ্ণব-ভোজন হইতে বিরত রহিয়াছে, সেই সকল কুকুর-বিড়ালেরও যেন জয়-প্রদান করিতে হৃদয়ে দ্বিধা উপস্থিত না হয়। যাহারা ইহা না করিবে, তাহারা শ্রীশ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীব-বিরোধী। তাহাদের মুখ আমি দর্শন করিব না। তাহারা কপটতা করিয়া জয়-প্রদান করিলেও তাহা অচিরেই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।" পূর্ব্বে শ্রীভক্তিবিনোদানুগাভিমানী বহু ব্যক্তি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনামের পূর্ব্বে 'শ্রীপাদ' এবং কেহ কেহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীনামের পূর্ব্বেও 'শ্রীপাদ' লিখিতেন। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব 'বৈষ্ণবধর্ম্মে'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে Title-pageএ শ্রীল ঠাকুরের শ্রীনামের পূর্ব্বে 'শ্রীপাদ' শব্দটী উঠাইয়া দিয়া তথায় 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' শব্দটী লিখিয়াছিলেন এবং জানাইয়াছিলেন যে,—শ্রীগুরুবর্গ শ্রীবিষ্ণুকোটির অন্তর্গত, তাঁহাদের শ্রীনামের পূর্ব্বে 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' না লিখিলে শ্রীআচার্য্য-সম্মানলাঘব হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে কোন কোন শ্রীভক্তিবিনোদ-শিষ্য 'শ্রীপাদ' লিখিতেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশানুসারেই তাঁহাদিগের মধ্যেও নিষ্কপট ও নিঃসংশয় শ্রীভক্তিবিনোদ-সেবকগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীনামের পূর্ব্বে 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশানুসারে লিখিত "ওঁ বিষ্ণুপাদ ও শ্রীপাদ" প্রবন্ধে এই সকল সিদ্ধান্তের বিচার হইয়াছে। ইহা সমস্তই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকালের প্রথম-যুগের কথা।

প্রতীপ বিপ্রনাথ, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্য ও কল্পিত ভক্তিবিনোদানুগম্মন্য ব্যক্তি, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যের অর্চ্চন ও মহাপ্রসাদ-প্রসঙ্গ প্রভৃতি লইয়া সংবাদপত্রে নানাপ্রকার কুমতবাদ প্রচার করিয়াছিল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যেরূপ সিংহ-হুঙ্কারে উহার প্রতিবাদ করিয়া সৎসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবও সেইরূপ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেই সমস্ত ব্যক্তিগণের সেই সকল কুমতবাদ খণ্ড-বিখণ্ডিত করিয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আনুগত্যে আবাল্য গ্রন্থ-সংশোধন-সেবাকার্য্য করিয়াছিলেন। সেই শ্রীল প্রভুপাদই শত-সহস্রবার বলিয়াছেন যে, "শ্রীঠাকুরের ন্যায় আদর্শ গ্রন্থ-সংশোধক দেখিতে পাওয়া যায় না।" যাঁহার চক্ষুর নিকট হইতে কোন ভুল-ভ্রান্তি নিষ্কৃতি পায় না, তিনিই প্রকৃত আদর্শ গ্রন্থ-সংশোধক। শ্রীল প্রভুপাদ ঐ দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—"শ্রীঠাকুরের চক্ষু এড়াইবার কাহারও উপায় নাই। কাহার কোথায় গুরুভক্তিপথে চলিতে কিরূপ অসুবিধা হইতেছে, তাহা তিনি বলিয়া দেন।"

নিমন্ত্রিত কুটুম্ব বা অভ্যাগত ব্যক্তির ন্যায় মঠে আসিয়া সাময়িক কৌতূহল-নিবৃত্তি, বিশ্রামসুখ-উপভোগ বা জীবনের একঘেয়ে ভাব হইতে কিছুকাল বিরাম লাভ করিবার জন্য যাঁহারা মঠে গমন করিবার অভিনয় করিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট পরিপ্রশ্নের ছলনা করেন, শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাদিগের সহিত অধিক বাক্যালাপ না করিয়া বলিয়া থাকেন,—"মোক্ষর কুসুম, নিজের রূপ দেখাও।" এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটীর মধ্যেই সমস্ত আত্মমঙ্গলের কথা নিহিত রহিয়াছে। অভ্যাগতের সোজা না বুঝিয়া কেবল মুখে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপার প্রতি দোষারোপ করিলে কোনদিন কৃপা-লাভ হয় না। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবরের কৃপা পাইতে হইলে নিজের রূপ অর্থাৎ স্বরূপোদ্বোধনের জন্য প্রযত্ন করিতে হয়। সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদ্যনুশীলনে প্রযত্ন ও তজ্জন্য সমগ্র জীবনীশক্তি নিয়োগ না করিলে কেবল কুটুম্ব বা অতিথির ন্যায় মঠবাসী ও গৃহবাসী থাকিবার অভিনয় করিলে যে শ্রীআচার্য্য-কৃপা-লাভ হইতে পারে না,—ইহা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব নানাভাবে জানাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীহরি-সম্বন্ধী স্থান, কাল ও পাত্রের সার্ব্বকালিক সঙ্গ ও সেবায় আত্ম-নিয়োগের আদর্শ আচার ও প্রচার শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আচার্য্যত্বের একটি সুমহান্-বৈশিষ্ট্য। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম ও তত্তদ্ধামাশ্রয় ব্যতীত কখনও কোনস্থানে বাস করেন না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-কালে আমার ন্যায় অন্যাভিলাষী ব্যক্তি দার্জ্জিলিং, শিলং, সিমলা, মুসৌরী, দেরাদুন, দিল্লী, আগ্রা, বোম্বাই বা অন্যত্র ভারতের অথবা পাশ্চাত্যদেশের বিভিন্ন স্থানসমূহ পরিদর্শন করিয়া কৌতূহল-নিবৃত্তি অথবা জলবায়ু-পরিবর্ত্তন, অর্থসাহায্য ও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সেই সকল অন্যাভিলাষকে দূর হইতে বিদূরিত করিয়া স্বয়ং সর্ব্বদা শ্রীধামবাস, শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যে শ্রীহরিভজনানুকূল দেহ-সংরক্ষণ এবং সর্ব্বপ্রকারে শ্রীধামের সেবার আদর্শ প্রকট করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব যখন শ্রীহরিসেবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা প্রভৃতি মহানগরীতে বাস করেন, তখনও শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্য ব্যতীত অন্য কোন বস্তু কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে পারে না। কিছুদিন পূর্ব্বে একবার যখন তিনি শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছিলেন, তখন পূর্ণ চল্লিশ ঘণ্টাকাল উপবাসী থাকিয়া কলিকাতায় আসিবার পরও শ্রীধামোৎপন্ন কোন দ্রব্য সংগৃহীত না থাকায় তিনি আরও পূর্ণ একদিন উপবাসী থাকিয়া শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যই যে তাঁহার নিত্য সেব্য বস্তু, এই আদর্শ প্রকট করিয়াছিলেন। যদিও তিনি যে-স্থানের বস্তুই গ্রহণ করুন না কেন, তাঁহার অধিষ্ঠানে শ্রীধাম ও তৎপারিপার্শ্বিকতা ব্যতীত আর কিছুই নাই, তথাপি লোকশিক্ষার্থে তিনি ঐরূপ আচরণ প্রকট করিয়াছিলেন। কোন দূরবর্ত্তী স্থান হইতে কলিকাতা বা অন্য কোনস্থানে গমন করিলে তথাকার সেবকবৃন্দ পাছে তাঁহাকে অভ্যর্থনা বা অভিনন্দনাদি প্রদান করেন,—এইজন্য তিনি তাঁহার গমনাগমনের নির্দ্দিষ্ট সময়টি পর্য্যন্ত ব্যক্ত করেন না। তাঁহার আগমন-বার্ত্তা পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিলে সেবকগণ নিশ্চয়ই কলিকাতায় শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্য বা মধুকরীভিক্ষা-লব্ধ উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি নিজ শারীরিক ক্লেশ-স্বীকার করিয়াও কখনও স্বীয় আদর্শকে খর্ব্ব করেন না,—ইহা চিরকালই তাঁহার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য।

যিনি সদ্‌গুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রীহরিনাম প্রাপ্ত হইয়া নিষ্কপটে শ্রীনামের সেবা করিতেছেন, তিনি বিষয়বিকারী অথবা অপরাধী কোন বিপ্র- শ্রীবিগ্রহাদি স্পর্শ ও পরিবেশনের অযোগ্য, আর "[illegible]"— কলির কলিকাচারে সম্বন্ধে পতিত এই নীতি-অনুসারে যে-ব্যক্তি দীক্ষার অভিনয় ও সুব্যবসায় করিয়াছে, সে-ব্যক্তিই পাত্র, কেবল ও শ্রীহরিনামপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইতে উচ্চাধিকারে অবস্থিত—এইরূপ শ্রীস্বরূপ-রূপ-বিরোধী কাল্পনিক, স্মার্ত্তবাদকে শ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়াছেন। শ্রীহরিনামপ্রাপ্ত ব্যক্তি অন্যাভিলাষরহিত, নিষ্কপট ও অন্তরে

সুদৃঢ় হইলে পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষার অভিনয়কারী ব্যক্তি হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন। পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষাপদ্ধতি ও শ্রীহরিনামে বস্তুভেদ নাই। শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায় পঞ্চরাত্র ও ভাগবতমার্গের যে সমন্বয়বিধান করিয়াছেন, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব তাহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অর্পিত শ্রীমালিকায় তাঁহারই নিত্য কিঙ্করত্বে তাঁহার শ্রীমুখকৃত শ্রীহরিনাম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতিনিধি-বিচারে নিষ্কপট শ্রীহরিনাম-প্রার্থিগণকে প্রদান করেন। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, কোন কোন নিষ্কপট মহান্ ব্যক্তি কএক বৎসর যাবৎ একান্তভাবে শ্রীমঠের সেবা করিতেছেন এবং শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট শ্রীহরিনাম-প্রার্থী আছেন; কিন্তু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অর্পিত মালা সংগৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাকে শ্রীহরিনাম-দীক্ষাদির দ্বারা কৃপা করেন নাই।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যসঙ্গী শ্রীশ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীশ্রীজীবাদি গোস্বামিবৃন্দ অবতীর্ণ না হইলে যেরূপ শ্রীচৈতন্যবাণী জগতে প্রকাশিত হইয়াও অপ্রকাশিত থাকিতেন; শ্রীশ্রীগোস্বামিবৃন্দের পরে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু-প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দ জগতে আচার্য্যলীলা প্রকট না করিলে শ্রীশ্রীরূপানুগ-শিক্ষা-ধারা প্রকাশিত হইয়াও যেরূপ অপ্রকাশিত থাকিতেন, যেরূপ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল বলদেব, বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ গৌড়ীয়গণের আচার্য্য ও শিক্ষকরূপে আত্মপ্রকাশ না করিলে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়রূপ কল্পবৃক্ষ জগতে প্রকাশিত হইলেও তাহার অমৃতফল-লাভে জগৎ বঞ্চিত হইত, সেইরূপ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ - শ্রীগৌরকিশোর - শ্রীসরস্বতী-শ্রীপুরী আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ না করিলে 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে'র রুচি জগতে বর্দ্ধিত হইলেও আপামর-সাধারণ তাহাতে অভিষিক্ত হইতে পারিতেন না। শ্রীগোস্বামিবৃন্দ ও শ্রীরূপানুগ আচার্য্যবৃন্দের দ্বারা শ্রীশ্রীগৌরমনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ-কার্য্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াও অপ্রাকৃত বস্তুর অচিন্ত্য স্বভাব-বশতঃ যাহা কিছু অসম্পূর্ণ ছিল, তাহা শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পরিপূরণ করিয়াছেন। আবার শ্রীভক্তিবিনোদ পূর্ণভাবে শ্রীগৌর-মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করিয়াও অপ্রাকৃত সেবার স্বভাব-বশতঃ পরিতৃপ্ত হইতে না পারায় তাঁহার মনোঽভীষ্ট তাঁহারই আদেশে শ্রীগৌরবাণী পরিপূরণ করিয়াছিলেন। শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে যখন অন্যাভিলাষ ও জ্ঞান-কর্ম্মাবরণের প্রতীকসমূহ বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছিল, সেই সময় শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর কীর্ত্তন-যজ্ঞের যাজ্ঞিকগণকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আত্মপ্রকাশ হয়। তাঁহার আবির্ভাব না হইলে কর্ণধারহীন, শাসকহীন এই কোটি-কণ্টকাকীর্ণ কুতর্ক-সন্দেহ-সংশয়-সমস্যাপীড়িত জীবকুল কলিযুগে স্ব-স্ব বিদ্যা, বুদ্ধি অথবা তথাকথিত মানসিক বল বা তথাকথিত কায়িক সাধন-বলের দ্বারা অথবা চৈত্যগুরুর কৃপাবলের নামে নানাপ্রকার মনোধর্ম্মের আবাহনের দ্বারা আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হইত। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কেবলমাত্র ব্যতিরেকভাবে আচার-প্রচারের কথা প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, অন্বয়মুখে বাস্তব শ্রীকৃষ্ণানুশীলনের কথা প্রকাশও—তাঁহার আচার্য্যত্বের একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি প্রত্যেক হরিভজন-প্রার্থীর অকপট সহায়ক—নিত্যবান্ধব। এই বন্ধুহীন জগতে, এই 'মুখে মধু, অন্তরে বিষভরা' জনগণের রাজ্যে, এই হিংসার দাবানলকুণ্ডে, এই কামের অন্ধকূপে, এই মদের বাত্যাবিঘূর্ণিত আশ্রয়হীন অকূলপাথারে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম একমাত্র নিত্য ভরসার স্থল, একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র আশা ও আকাঙ্ক্ষার অবধি—কল্যাণকল্পতরুবর শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ-গৌর-সরস্বতীর কৃপার অবতার-স্বরূপ। এই অসার সংসারে—এই বন্ধুহীন জগতে যখনই নিজেকে দিগ্বিদিকহীন, 'কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়' ও নিরাশ্রয় বলিয়া মনে করি, তখনই যেন শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী তাঁহাদের বরাভয়-প্রদ শ্রীহস্তের দ্বারা মস্তকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন,—"তোমরা বন্ধুহীন হও নাই—তোমরা আশ্রয়বিহীন নহ; তোমাদের আশ্রয়দাতা আছেন; তোমরা—

শ্রীবাসুদেবানন্দ-সাথে,
থাকিয়াছো সদা সহ নাথ।"

দীনের নিবেদন

পতিতপাবন, আচার্য্য-তপন,
তোমার চরণতলে।
অপরাধগত, এই ভাগ্যহত,
আপন কাহিনী বলে॥
তুমি কৃপাময়, অনাথ-আশ্রয়,
কবে ইহা ধ্রুব জানি'।
অভয়চরণে, লইব শরণ,
সেবিতে শ্রীগৌরবাণী॥
বিষয়ে মলিন, আছি নিশিদিন,
নোঙর র'য়েছে পোঁতা।
জড়ের সেবায়, মায়ার 'আঠায়',
খাইনু আপন মাথা॥
কিসের নেশায়, কোন্ ছলনায়,
কাটিতেছে দিনগুলি॥
বিদেশে আসিয়া, কি সুখে মাতিয়া,
নিগড় লইনু তুলি'॥
হস্তিস্নান সম, ক্ষণিক যে মম,
শ্রবণের অভিনয়।
মরমে পশিয়া, আকুল করিয়া,
দেয় না ত' পরিচয়॥
ভকতিবিনোদ- গৌর-বাণীপদ,
পুরীরূপানুগধারা।
না ধরিয়া শিরে, আসি' বিষ্ঠানীরে,
বরিনু মায়ার কারা॥
না ভজিনু হায়; যা'তে মায়া যায়;
এমন কৃপার দানে।
শ্রীনামগ্রহণে, রতি নাহি মনে,
অপরাধে, অভিমানে॥
বৈষ্ণবের পায়, চিত্ত নাহি যায়,
তাহে না বিকানু মাথা।
তাঁহার লাগিয়া, হৃদয় শোধিয়া,
হ'ল না আসন পাতা॥

বিপদুদ্ধারণ, বৈকুণ্ঠ-চরণ,
সুদীন জনের বন্ধু।
শরণাগতিতে, একান্তমতিতে,
না পূজিনু কৃপাসিন্ধু॥
দিন চ'লে যায়, কি হ'বে উপায়,
বিষয়েতে আছি ভোর।
'সেবা যে হ'ল না', এ'ভাব জাগে না,
বহে না নয়নে লোর॥
অনর্থতারণ, তুমি সব জান,
আন সব কপটতা।
নাই যে যতন, আর্ত্তি-উপাসন,
কেবলই মৌখিকতা !!
কবে বা জাগিব, কাপট্য ত্যজিব,
বুঝিতে শ্রীগৌরবাণী।
দম্ভ ছাড়িয়া, সুদীন হইয়া,
করিয়া যুক্তপাণি॥
সেবার শিক্ষা, প্রকৃত দীক্ষা,
লইব চরণে তব।
আত্মতৃপ্তি ছাড়ি', কৃষ্ণতৃপ্তি বরি',
একনিষ্ঠ হ'য়ে র'ব॥
তব আবির্ভাব, চেতন-স্বভাব,
বন্দনা-গীতি গায়।
ভকতি-অঞ্জলি, সমর্পিবে বলি',
কত প্রাণ-ধারা ধায়॥
পতিতপাবন, এই দীনজন,
বেদনা-অশ্রুজলে।
রাতুল চরণে, এ পঙ্কিলমনে,
দুঃখের কাহিনী বলে॥
তুমি স্মরণীয়, চিরবরণীয়,
শ্রবণ-কীর্ত্তন তুমি।
কবে বা এমন, হ'বে অনুক্ষণ,
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥

শ্রীশ্রীগুরুপূজার একটী অর্ঘ্য

শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীশ্রীব্যাসপূজোৎসব-উপলক্ষে অকপট আত্মমঙ্গলপ্রার্থিগণের পরিপ্রশ্নের উত্তরমুখে সাধক-জীবনের যে-সকল সংশয় ও সমস্যার সমাধান ও শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্রাট্ শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথ-শ্রীশ্রীজীব-শ্রীকবিরাজ-শ্রীনরোত্তম-শ্রীবিশ্বনাথ-শ্রীবলদেব-শ্রীজগন্নাথ-শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী প্রভুপাদগণের অভিন্ন-বিগ্রহ-রূপে শ্রীগৌরবিহিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা স্বরূপসিদ্ধির জিজ্ঞাসু-আতুর জীবাত্মার পরম মঙ্গলজনক হওয়ায় অত্রত্য সজ্জনগণের নিকট পরিবেশন করিতেছি। শ্রীশ্রীগুরুপূজার অর্ঘ্যরূপে শ্রীবৈষ্ণবগণ ইহা গ্রহণ করিয়া পরিতুষ্ট হউন। গত ২৫শে শ্রাবণ (১৩৯৮), ১১ই আগষ্ট (১৯৯১) রবিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ভজন-মন্দিরে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, শ্রীপাদ অপ্রমেয় ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ শ্রীমঠবাসিগণ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের পদাব্জে কএকটী পরিপ্রশ্ন করেন।

শ্রীবিদ্যালঙ্কার প্রভু—'স্বধামগত', 'নিত্যধামগত' ও 'নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট' শব্দগুলির মধ্যে পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য কি আছে?

শ্রীল আচার্য্যদেব—'স্বধামগত' শব্দটী, যাঁহারা এ জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন, এইরূপ সর্ব্ব শ্রেণীর ব্যক্তির প্রতিই ব্যবহৃত হইতে পারে। চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ অতল হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত, অথবা বিরজা, ব্রহ্মলোক বা উহাদের অতীত বৈকুণ্ঠলোক বা গোলোক, যেখানেই প্রয়াণ হউক, সকলক্ষেত্রেই 'স্বধামগত' শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে।

বিদ্যালঙ্কার—'ধাম' বলিতে অপ্রাকৃত স্থানকে বুঝায়। অতল-বিতলাদি অধঃলোকে যাহারা গমন করে বা নরকস্থ হয়, তাহাদিগের প্রতিও কি 'স্বধামগত' শব্দ ব্যবহৃত হইবে?

আচার্য্যদেব—'ধাম' শব্দ জড়ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিও প্রযুক্ত হয়, যেমন 'দেবীধাম'। 'স্বধাম' বলিতে স্ব-স্ব পাপ-পুণ্যাদি কর্ম্মার্জ্জিত স্থান অথবা স্ব-স্ব শুদ্ধভক্তিসাধনলব্ধ বৈকুণ্ঠ-গোলোকাদি শ্রীধাম উভয়কেই বুঝায়।

বিদ্যালঙ্কার—তাহা হইলে কি 'ধাম' ও 'শ্রীধাম' শব্দের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে?

আচার্য্যদেব—হাঁ, 'ধাম' বলিতে যে-কোন স্থান, তাহা দেবীধামের অন্তর্গতও হইতে পারে; কিন্তু 'শ্রীধাম' বলিতে 'শ্রী' অর্থাৎ শ্রীস্বরূপশক্তির নিজস্ব স্থান বুঝায়। শ্রীস্বরূপশক্তি বা শ্রীযোগমায়ার ছায়াশক্তি মহামায়ার স্থানই—'দেবীধাম'।

বিদ্যালঙ্কার—'নিত্যধামগত' ও 'নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট'—এই দুইটী শব্দ কি একই তাৎপর্য্যপর, না উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে?

আচার্য্যদেব—শ্রীবৈকুণ্ঠে প্রেমসেবারহিত 'মোক্ষ' লাভ করিলে তাঁহাকে 'নিত্যধামগত' বলা যায়, আর যিনি গোলোকে প্রেমসেবা লাভ করেন, তাঁহাকে 'নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট' বলা যায়। রতির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত প্রেমভূমিকা লাভ দুর্ল্লভ।

পরিপ্রশ্ন—যদি কোন গুরুসেবক জনগণের বা সম্প্রদায়ের সেবায় রত গুরুবিরোধিগণের অত্যাচারে বা আক্রমণে অকস্মাৎ দেহত্যাগ করেন, তবে তাঁহার কি গতি হইবে? তিনি কি পরমমুক্ত পুরুষগণের ন্যায় গতি লাভ করিয়া থাকেন?

আচার্য্যদেব—যদি হিংসা বা প্রতিহিংসার ভাব হৃদয়ে না থাকে, একমাত্র শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে সমর্পিতাত্মা হন, তবেই তাঁহার শ্রেয়োগতি হইতে পারে; কিন্তু যদি ক্রোধ বা প্রতিহিংসার কোন ভাব মৃত্যুকালে হৃদয়ে থাকে, তবে মঙ্গল হইবে না। কারণ, ঐসকল রজস্তমোগুণের ক্রিয়া।

"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥"
(শ্রীগীঃ ৮।৫-৬)

শ্রীগীতার এই দুইটী শ্লোকানুসারে অন্তিমকালে হৃদয়ে যে-ভাব স্মরণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ করা যায়, তদুচিত লোকই লাভ হইয়া থাকে। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকালে তাঁহার অনুস্মরণের কথা বলিয়াছেন,—"তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর" (শ্রীগীঃ ৮।৭)। ক্রোধের প্রতিবিধান—ক্রোধ নহে। যেখানে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-প্রীতির নির্দ্দেশ, সেখানে মার খাইতে হয়, কিন্তু মার দিতে নাই। যাঁহার হৃদয়ে প্রীতি পূর্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছে, তাঁহাতে প্রতিহিংসার আভাসও নাই; তবে পাষণ্ডদলনের জন্য বাহিরে ক্রোধের আভাস থাকিতে পারে, কিন্তু অন্তরে কোন দৌরাত্ম্য থাকিবে না।

পরিপ্রশ্ন—তবে যে শ্রীহনুমদাদি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণের মধ্যেও [illegible] দৌরাত্ম্যের আভাস পাওয়া যায়?

আচার্য্যদেব—শ্রীহনুমদাদি নিত্যপার্ষদ। শ্রীরামলীলার সহায়ক শ্রীহনুমান্ শ্রীরামচন্দ্রের অসুর-বিনাশাদি-লীলার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। শ্রীহনুমান্ না হইলে শ্রীরামচন্দ্রের লীলাই প্রকাশিত হইত না। অতএব শ্রীহনুমানের লঙ্কাদহনাদি-কার্য্য দৌরাত্ম্য নহে, তাহা শ্রীরামচন্দ্রের লীলার অঙ্গস্বরূপ; কিন্তু আমাদের ন্যায় সাধক-জীবের পক্ষে অনুসরণীয় হইবে—শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আদর্শ। [illegible] বৈষ্ণব-দ্রোহ বিচার করিতে [illegible] নাই। [illegible] প্রতি [illegible] প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বৈষ্ণবনিন্দা-শ্রবণের [illegible] বহু নিষ্ঠুর প্রাণ 'দণ্ড' দিয়াছেন, কিন্তু ঠাকুর প্রতি প্রতিহিংসার প্রশ্রয় না করিয়া, কোন [illegible] দৌরাত্ম্য প্রদর্শন করেন নাই।

প্রশ্ন—শ্রীহরিদাস অবধ্য; সুতরাং তিনি আসুরিক দৌরাত্ম্য-প্রদর্শনের সুযোগ কিরূপে পাইবেন?

আচার্য্যদেব—শ্রীশিব-প্রমুখ শ্রীহরিদাসের বল হইতে ক্ষমতা অনন্তকোটিগুণে ও অতুলনীয়রূপে অধিক। তিনি সাক্ষাৎ শ্রীবৈষ্ণবী শক্তি। তাঁহার ভ্রুক্ষেপের আভাসে কোটি কোটি দল নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, তথাপি তিনি সেইরূপ প্রতিহিংসামূলক ক্রোধ প্রদর্শন না করিয়া নিজের উপরই সমস্ত অত্যাচারকে বরণ করিয়া লইয়া নিজের দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। শ্রীহরিদাস এই লীলাদ্বারা এই শিক্ষা দিয়াছেন,—সাধারণ জীবের জন্য বৈষ্ণবনিন্দা-শ্রবণে স্ব-প্রাণত্যাগ, অসমর্থপক্ষে স্থান-ত্যাগ কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন—স্থান-ত্যাগের দ্বারা কি কাপুরুষতা প্রকাশিত হয় না?

আচার্য্যদেব—শ্রীভগবদ্ভক্ত ভয়ে স্থান পলায়ন করেন না, পাছে তাঁহার ক্রোধভাবও অনর্থলক্ষী ক্রোধরূপে পরিণত হইয়া "বৈষ্ণবনিন্দকারীর প্রতি প্রতিহিংসার উদয় করায়, সেজন্যই তিনি স্থান ত্যাগ করেন; তিনি নিজহস্তে আইন গ্রহণ করেন না। কারণ, তিনি জানেন,—কামার্ণবশায়ীই যাহা বিধান করিবার, তাহা করিবেন। আর তিনি জানেন,—যে ব্যক্তি অনন্তকাল শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক ক্লেশ লাভ করিবে, সেই ব্যক্তিই বৈষ্ণবনিন্দা-পথে পতিত হয়। তিনি বৈষ্ণবনিন্দক বা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বিরোধিগণের ক্রিয়া, বাক্য, মূর্ত্তি প্রভৃতি দর্শন ও শ্রবণ করিয়া "অহো বিমূঢ়াত্মা যদি মৈল মহা-হান।" (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৮৪)—শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের এই বিচারের অনুসরণে বিমুখ-[illegible] শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণের দুঃখের পরাকাষ্ঠায় ক্লেশ চিন্তা করেন, নিজে আর হিংসা করেন না। হাইকোর্ট হইতেই ও উহাদের চরম দণ্ডের আদেশ হইয়া গিয়াছে—শাস্তির পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছে, নতুবা কেন শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিন্দা করিবে—তাহাদের তোষামোদ করিতে বাধিত হইবে? ইহা অপেক্ষা বিমূঢ়াত্মার চরম দণ্ড আর কি হইতে পারে? শ্রীবৈষ্ণবগণ শ্রীবলদেবের—শ্রীনিত্যানন্দের বৈষ্ণব। শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের নিন্দা-শ্রবণে স্থানত্যাগ কাপুরুষতা নহে—তেজস্বিতার পরাকাষ্ঠা। মহাভাগবতগণের বিদ্বেষে স্থান-ত্যাগ তেজস্বিতারই পরাকাষ্ঠা। এরূপ জীবের প্রভুত্ব-

বিধাতা ধর্ম্মরাজ যমই বিদুর-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আবার কাহাকে ভয় করিবেন? তথাপি তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ও বান্ধব পাণ্ডবগণের বিরোধাচরণকারী দুর্য্যোধনাদির সভায় বৈষ্ণববিদ্বেষ শ্রবণ না করিয়া স্থান ত্যাগ করেন। শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গমন করিয়া দুর্য্যোধনের প্রদত্ত রাজভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীবিদুরের ভিক্ষান্ন সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম শ্রীভীষ্ম হইতেও শ্রীবিদুর শ্রেষ্ঠ। ভীষ্ম বরং লোকশিক্ষার জন্য নীতিবাদের বহুমানন করিয়াছেন; আততায়ী দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া রাজদ্রোহিতা করা অপেক্ষা বরং সমরে পাণ্ডবগণের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন শ্রেয়োজ্ঞান করিয়াছেন এবং কুরুসৈন্যের প্রধান সেনাপতি হইয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের প্রতিও বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। নৈতিক ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেই প্রত্যহ "ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ" বলিয়া ভীষ্মের তর্পণ করিয়া থাকেন। এইরূপ নীতিবাদের শিক্ষক অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবিদুরের শ্রীভক্তিময়ী সেবাকে বহুমানন করিয়াছেন, কেননা তিনি ভক্তবৎসল শ্রীহরি। শ্রীভক্তির [illegible] কথা-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা
ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্।
ব্রজন্তি তৎ পারমহংস্যমন্ত্যং
যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্ম্মঃ॥

(শ্রীভাঃ ১।১৮।২২)

শ্রীহরিতে অনুরক্ত ধীরগণ অবিলম্বেই দেহাদিতে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া পারমহংস্যের শেষ সীমা প্রাপ্ত হন। সেই অবস্থায় প্রতিহিংসা বা মৎসরতা-বৃত্তি থাকে না বলিয়া ভগবানে নিষ্ঠা স্বভাবসিদ্ধরূপে বর্ত্তমান থাকে।

প্রশ্ন—তাহা হইলে শ্রীঅগস্ত্যমুনি কি প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্নকে ও শ্রীনারদ মণিগ্রীবকে অভিশাপ এবং শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শমীকমুনির গলদেশে মৃত সর্প প্রদান করেন নাই?

আচার্য্যদেব—এ সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বোত্তম হইবে—"অগস্ত্যস্ত ক্রোধান্তে শাপমাননয়া ন কোপঃ, কিন্তু বৈষ্ণবোচিতমহদাদরচর্য্যায়াঃ পরিত্যাগে শিক্ষার্থমেব দণ্ডঃ। তথৈব মহাপ্রহার্থায় শাপং দত্তবান্ [illegible] ইতিবৎ। অথ শ্রীপরীক্ষিতো ব্রাহ্মণাবমাননা তু শ্রীকৃষ্ণ [illegible] এব। তথৈব মেহঘস্য পরাবরেশো ব্যাসক্তচিত্তস্য গৃহেষ্বভীক্ষ্ণম্। নির্ব্বেদমূলো দ্বিজশাপরূপো যত্র প্রসক্তো ভয়মাশু ধত্ত ইতি তদুক্তেঃ। এবমেবান্যদ্ যোজনীয়ম্।" (শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৬ অনুচ্ছেদ)—নিজের অপমানের জন্য শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি শ্রীঅগস্ত্যের অভিশাপ—'ক্রোধ' নহে; কিন্তু বৈষ্ণবোচিত মহতের আদর ও পরিচর্য্যার অভাব দেখিয়া লোকশিক্ষার জন্য তিনি ঐরূপ করিয়াছিলেন,—ইহাই জানিতে হইবে। "শ্রীনলকূবর-মণিগ্রীবের প্রতি কৃপাপ্রকাশার্থই শাপ দিবার সময় এই গান করিয়াছিলেন", শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।১০।[illegible]-২২) বাক্য হইতে নলকূবর-মণিগ্রীবের প্রতি কৃপা-প্রকাশার্থই শ্রীনারদের অভিশাপ-লীলার কথা জানা যায়। গোকুলে নন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের সর্প-শাপকে নিগ্রহ বা বৈষ্ণবাবমাননার ফল বলা যায় না; উহা পরম কৃপার ফল। অগস্ত্যের অভিশাপে ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন গজেন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, তখন কুম্ভীরের দ্বারা গ্রস্ত হইয়া আর্ত্ত গজেন্দ্রের শ্রীহরির সাক্ষাৎকার হয়, ইহা শ্রীঅগস্ত্যের পরম অনুগ্রহ ব্যতীত নিগ্রহ নহে। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের ব্রাহ্মণের অবমাননাও তাঁহার ক্রোধের পরিচায়ক নহে। পরীক্ষিৎকে সেই ছলে নিজ পার্শ্বে গ্রহণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের যে ইচ্ছা হইয়াছিল, সেই ইচ্ছারই কার্য্য। ইহা শ্রীপরীক্ষিতের দৈন্যোক্তির মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে,—"কার্য্য-কারণ-নিয়ন্তা স্বয়ং ভগবানই আমাকে কৃপা করিয়াছেন; এতে আমি নিরন্তর গৃহে একান্ত আসক্ত, তাহার উপর আবার ব্রাহ্মণের অপমান করিয়া পাপাচরণ করিয়াছি; বোধ হয়, ভগবান্ ভাবিলেন যে, ভয়ই বিষয়াসক্ত ব্যক্তির নির্ব্বেদের কারণ; অতএব প্রতি নির্ব্বেদ না হইলে ত' তাঁহাকে পাইবার উপায় নাই; তাই তিনি নিজেই নির্ব্বেদ-লাভের মূল কারণ দ্বিজ-শাপরূপে রূপ ধারণ করিলেন।" শ্রীশ্রীজীব প্রভু অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিমান্ পুরঞ্জনের সম্বন্ধেও এইরূপ বিচার করিতে বলিয়াছেন।

প্রশ্ন—শ্রীভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা শ্রীঅর্জ্জুনাদির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়াই কি তিনি সাযুজ্য-মুক্তি অর্থাৎ নির্ব্বিশেষব্রহ্মে লীন হইয়াছিলেন? কারণ, শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

সম্পদ্যমানমাজ্ঞায় ভীষ্মং ব্রহ্মণি নিষ্কলে।
সর্ব্বে বভূবুস্তে তূষ্ণীং বয়াংসীব দিনাত্যয়ে॥

(শ্রীভাঃ ১।৯।৪৪)

নিষ্কল ব্রহ্মে শ্রীভীষ্মদেবকে বিলীন দেখিয়া যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ সকলেই দিবাবসানে পক্ষিগণের ন্যায় নীরব হইয়া অবস্থান করিলেন।

আচার্য্যদেব—শ্রীভীষ্মদেবের প্রকটলীলার পর অন্তর্দ্ধানপ্রাপ্তির রীতি-অনুসারে শ্রীঅর্জ্জুন-সখা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম-সেবাই লাভ হইয়াছিল। কারণ, শ্রীভীষ্ম তাঁহার নির্য্যাণকালে শ্রীকৃষ্ণকে নির্নিমেষনয়নে দর্শন করিতে করিতে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন,—

ত্রিভুবনকমনং তমালবর্ণং
রবিকরগৌরবরাম্বরং দধানে।
বপুরলককুলাবৃতাননাব্জং
বিজয়সখে রতিরস্তু মেঽনবদ্যা॥

(শ্রীভাঃ ১।৯।৩৩)

ত্রিলোকের মধ্যে একমাত্র সুন্দর তমালের ন্যায় নীলবর্ণ, প্রাতঃকালীন সূর্য্যকিরণের ন্যায় নির্ম্মলপীতবসনবিভূষিত, কুন্তল-রাশিদ্বারা আবৃতমুখকমলশোভিত শরীরধারী এই অর্জ্জুন-সখা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার অহৈতুকী ফলাভিসন্ধি-রহিতা রতি হউক।

প্রশ্ন—শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রকটলীলা করিতেছিলেন, তখন শ্রীভীষ্মের নির্য্যাণ হয়। অতএব তিনি কিরূপে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবেন?

আচার্য্যদেব—শ্রীকৃষ্ণ যখন এই প্রপঞ্চে লীলা বিস্তার করেন, তখন তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে গোলোকেও তিনি পরিকর সহ বিরাজিত থাকিয়া লীলা করিয়া থাকেন। অতএব ভীষ্মের শ্রীকৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তি প্রাপঞ্চিক লোকের অগোচর হইলেও অনন্ত ধামে প্রকাশমান সেই শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশান্তরে সম্ভব হয়। শ্রীভীষ্মদেব অপ্রকটলীলা-প্রকাশে লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন—বাণ-ভগিনী পূতনা যে ধাত্র্যুচিত গতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে অঘ-বকাদির গতির পার্থক্য কি?

আচার্য্যদেব—অঘ-বকাদি সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিয়াছে, কিন্তু বকাসুর-ভগ্নী পূতনা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কপটতা করিয়াও ধাত্রীর ন্যায় আচরণ করায় গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের অম্বিকা ও কিলিম্বিকা নামক যে অন্তরঙ্গা ধাত্রী আছেন, তাঁহাদের ন্যায় গতি লাভ করিয়াছিল। ইহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণেরই মহিমা পরিস্ফুট হইয়াছে। মুক্তি দুই প্রকার—'প্রেমসেবোত্তরা' ও 'সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা'। অম্বিকা ও কিলিম্বিকা 'প্রেমসেবাকারী ধাত্রী'। পূতনার হৃদয়ে কপটতা থাকায় প্রেমসেবা লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐরূপ সেবার ভাণ করায় ও তাঁহার দ্বারা হত হওয়ায় 'সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা' মুক্তি লাভ করিয়াছে। অঘ, বক, শিশুপাল, দন্তবক্রাদি নির্ব্বিশেষ-গতি লাভ করে; কিন্তু পূতনার গতি—নির্ব্বিশেষ-গতি নহে। পূতনা চতুর্ব্বিধ মুক্তির অন্যতম মুক্তি লাভ করিয়া গোলোকে অবস্থান করে; কিন্তু প্রেম-সেবকের ন্যায় সেবা প্রাপ্ত হয় না।

প্রশ্ন—শ্রীরাম-নৃসিংহাদি বিষ্ণুতত্ত্বের হস্তে নিহত অসুরগণ কি মোক্ষ লাভ করেন না?

আচার্য্যদেব— শ্রীকৃষ্ণ—হতারি-গতি-দায়ক, তাঁহার হস্তে নিহত অসুরগণই মুক্তি লাভ করে। অন্য ভগবৎস্বরূপের হস্তে নিহত জনগণ মুক্তি প্রাপ্ত হয় না, ঊর্দ্ধগতি স্বর্গাদি-ভোগ লাভ করিতে পারে।

প্রশ্ন—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ যেমন শ্রীঅর্জ্জুনাদি, তাঁহাদের হস্তে নিহত ব্যক্তিগণের গতি কিরূপ হয়?

আচার্য্যদেব—শ্রীবিষ্ণুর হস্তে নিহত হইলে যে গতি হয়, তদপেক্ষা তাঁহাদের গতি উন্নততর হইয়া থাকে। শ্রীরামাদি বিষ্ণুতত্ত্বের হস্তে নিহত ব্যক্তিগণের স্বর্গাদিভোগ-লাভ হইতে পারে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভক্ত শ্রীঅর্জ্জুনাদির হস্তে নিহত ব্যক্তিগণ চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

প্রশ্ন—কাঁহারা 'প্রেমসেবোত্তরা' মুক্তি লাভ করিবার অধিকারী?

আচার্য্যদেব—'সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা' মুক্তি আগত হইলেও যাঁহারা প্রেমসেবা ব্যতীত অন্য কিছুই চাহেন না, তাঁহারা সেই মুক্তি-লাভের অধিকারী। কেবল মুখে প্রেমসেবা চাহিলেই 'প্রেমসেবা'-লাভ হয় না। অনেকে মুখে প্রেম-সেবা চাহিতে পারেন, কিন্তু হৃদয়ে স্বাভাবিক প্রেম না থাকায় অন্যরূপ গতি লাভ হইতে পারে। যাঁহারা কোন-রূপ সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা মুক্তি চাহেন, তাঁহাদিগকে 'অনন্যভক্ত' বলা যায় না।

প্রশ্ন—প্রহ্লাদকে কি অনন্যভক্ত বলা যাইবে না?

আচার্য্যদেব— শ্রীপ্রহ্লাদ—প্রেমভক্ত। তিনি সমস্ত ভক্তের উপাদানস্বরূপ বা আদর্শ। ভক্তের তারতম্য-বিচারে ক্রমশঃ নিম্নদিক্ হইতে বিচার করিলে প্রথমেই—'ইন্দ্র'। শ্রীবামনরূপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ইন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর হইয়া কনিষ্ঠের দ্বারা জ্যেষ্ঠের সম্মানরূপ সদাচার-পালনের নিমিত্ত সর্ব্বদা ইন্দ্রের গৌরব বিধান করিয়াছেন।

প্রশ্ন—ইন্দ্র ত' সর্ব্বাপেক্ষা ভোগী দেবতা। তিনি কেন 'ভক্ত' বলিয়া বিবেচিত হইলেন এবং শ্রীবিষ্ণুই বা কেন ইন্দ্রের সেবা করেন?

আচার্য্যদেব—শ্রীবিষ্ণু পুণ্যফলপ্রদানকারী। ইন্দ্রের পিতা ও মাতার দীর্ঘকাল ব্যাপী তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শ্রীবিষ্ণু নিজ অংশমাত্র দ্বারা ইন্দ্রের ভ্রাতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ইন্দ্রকে যেন বঞ্চনা করিবার জন্যই কপট যাচ্ঞার দ্বারা বলিরাজের নিকট হইতে সর্ব্বরাজ্য আদায় করিয়া ইন্দ্রকে অর্পণ করিয়াছেন। ইন্দ্র উপেন্দ্রের পার্শ্বে নিজ আসনে আসীন থাকিয়া ও স্বীয় ছত্র-চামরাদি বিভূতির দ্বারা বিরাজিত হইয়া অবস্থান করেন। শ্রীবিষ্ণুকে ইন্দ্র তাঁহার ভোগ-সরবরাহকারিরূপে পূজা ও তজ্জন্য তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন বলিয়া এবং বিশেষ পুণ্যফলে উপেন্দ্রের পার্ষদ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে 'ভক্ত' বলা হয়। বস্তুতঃ ঐরূপ ভক্তি অব্যভিচারিণী 'ভক্তি' নহে। উপেন্দ্রও এজন্য নানাপ্রকার বঞ্চনার দ্বারা ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়তোষণ করিয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণু এজন্যই গোপগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত যে ইন্দ্রের চিরন্তনী পূজা, তাহা রহিত করিয়াছেন এবং শ্রীঅর্জ্জুনের দ্বারা ইন্দ্রের প্রিয় খাণ্ডব বন দগ্ধ করাইয়াছেন। ইন্দ্রের জন্য স্বর্গে অশান্তি, অপযশ, ব্রহ্মহত্যা পাপ ও নিত্য শত্রুর ভয় রাখিয়া দিয়াছেন।

প্রশ্ন—দেবতাগণ অপেক্ষাও মনুষ্য-শরীরকে ভক্তি-সাধনের অধিক অনুকূল বলা হয় কেন? দেবতা অপেক্ষা মনুষ্য কি প্রকারে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে?

আচার্য্যদেব—মনুষ্যের মধ্যে ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হন, দেবতাগণের মধ্যে স্বয়ংরূপের অবতার নাই। দেবতারা কোনদিন শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন দূরে থাকুন, শ্রীবাসুদেবের কথা জানেন না; যোগিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাও জানেন না। এজন্য দেবতাগণ অপেক্ষাও মনুষ্য শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন—সকল মনুষ্যই কি দেবতাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?

আচার্য্যদেব—ভারতবর্ষের মনুষ্যগণের ভাগ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, আদেশাবতার হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণতম সর্ব্বকারণকারণ শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে অবতীর্ণ হন। পৃথিবীর অন্য প্রদেশের মনুষ্যজাতির মধ্যে স্বয়ংরূপের অবতার হয় না। বিশেষভাবে কলিযুগের মনুষ্যগণের ভাগ্য অধিক। সর্ব্বাপেক্ষা least deserving (কম যোগ্যতাবিশিষ্ট) কলিযুগ Highest Recipient (সর্ব্বোচ্চ লাভবান্) হইয়াছে। যদি কোনভাগ্যে কলিজীবের শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা কম যোগ্যতাসম্পন্ন হইয়াও প্রয়োজন-পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে।

প্রশ্ন—ইন্দ্র হইতে শ্রেষ্ঠ কে?

আচার্য্যদেব—ইন্দ্র হইতে ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মার বিভিন্ন সাতটী জন্মক্রমে বাস্তব সত্যের প্রকাশ হয়।

প্রশ্ন—ব্রহ্মার যে সাতটী জন্ম কি কি?

আচার্য্যদেব—শ্রীব্রহ্মার প্রথম মানস জন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে ফেনপগণ, ফেনপগণ হইতে বৈখানস ও তাঁহাদের নিকট এই জ্ঞান লাভ করেন। শ্রীব্রহ্মার দ্বিতীয় চাক্ষুষ জন্মে শ্রীনারায়ণের কৃপায় শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীরুদ্র এবং শ্রীরুদ্র হইতে শ্রীবালখিল্যগণ সত্য লাভ করেন। শ্রীব্রহ্মার তৃতীয় বাচিক জন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে সুপর্ণ ঋষিগণের আচার-ধর্ম লাভ করেন। শ্রীব্রহ্মার চতুর্থ শ্রাবণ জন্মে আরণ্যক সহ বেদশাস্ত্রে সাত্বতধর্ম প্রচারিত হয়। শ্রীব্রহ্মার এই চারি প্রকার আবির্ভাবে সত্যযুগে ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রীব্রহ্মার পঞ্চম নাসত্য জন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে সনৎকুমার প্রভৃতি, ষষ্ঠ অণ্ডজ জন্মে বর্হিষৎ প্রভৃতি এবং সপ্তম পদ্ম জন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে শ্রীব্রহ্মা ও ক্রমে দক্ষ, আদিত্য, বিবস্বান্ মনু প্রভৃতি শ্রীভাগবতধর্ম্মে জ্ঞান লাভ করেন।

প্রশ্ন—কিন্তু ব্রহ্মাই কি বৈষ্ণব?

আচার্য্যদেব—ব্রহ্মামাত্রেই—'বৈষ্ণব'।

প্রশ্ন—ব্রহ্মা কি জীবকোটি অথবা বিষ্ণুকোটির অন্তর্গত?

আচার্য্যদেব—ব্রহ্মা দুই প্রকার—(১) ঈশ্বরভাবযুক্ত ও বেদাদির অমূর্ত্ত সূক্ষ্ম শব্দব্রহ্মাত্মক শরীরবিশিষ্ট 'হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম', আর (২) বেদাদির মূর্ত্ত ও তাঁহাদিগের প্রতি বহুপ্রদ স্থূল বা সমষ্টি-শরীরবিশিষ্ট 'বৈরাজব্রহ্ম'। যিনি ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য উপভোগ করেন, সেই ব্রহ্মরূপকে 'হিরণ্যগর্ভ' বলে, আর যিনি সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত, সেই পুরুষরূপের নাম—'বৈরাজ'।

বৈরাজরূপ ব্রহ্মা সৃষ্টি ও বেদ-প্রচারার্থ প্রায়ই চতুর্মুখ, অষ্টনেত্র ও অষ্টকর্ণ হইয়া প্রকাশিত হন। কখনও ভগবান্ শ্রীগর্ভোদশায়ী বিষ্ণু শ্রীব্রহ্মারূপে অবতীর্ণ হইয়া সৃষ্টি-কার্য্য করিয়া থাকেন। যে মহাকল্পে গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সেই সময় বৈরাজ ব্রহ্মা তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মলোকের সম্পত্তি উপভোগ করিয়া থাকেন। অতএব কল্পভেদে ব্রহ্মার ঈশ্বরত্ব ও জীবত্বের কথা ব্যক্ত হইয়া থাকে—

“ভবতো জীবত্বৈশত্বং ব্রহ্মণঃ কালভেদতঃ।”

(শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত—১৪)

প্রশ্ন—বর্ত্তমানে যিনি ব্রহ্মা আছেন, তিনি জীব না বিষ্ণু?

আচার্য্যদেব—এইরূপ কৌতূহলজনক প্রশ্ন অপ্রয়োজন। যিনি শ্রীগুরুদেব, তিনি কখনও ‘জীব’ নহেন—তিনি ‘বিষ্ণুপাদ’।

প্রশ্ন—বিজ্ঞাস্য এই যে, শ্রীগুরুদেব হইতে গুণাবতার ব্রহ্মা কি পৃথক্ নহেন?

আচার্য্যদেব—একই ব্যক্তিত্বের দুইটী কার্য্য। আমার শ্রীগুরুদেবকে আমি স্রষ্টা বা ধ্বংসকারিরূপে দর্শন করিব না, তাঁহার প্রেমিক-স্বরূপেই দর্শন করিব। তাঁহার রজোগুণ-বিভাবিত স্বরূপ লইয়া তিনি শ্রীগুরুমূর্ত্তিতে প্রকাশিত নহেন; তাঁহার বিশুদ্ধসত্ত্ববিভাবিত স্বরূপেই তিনি ‘শ্রীগুরুদেব’রূপে প্রকাশিত। আমার পূজনীয় পিতৃদেব বিধিরূপে আমার ভ্রাতৃগণকে উৎপাদন করেন, উহার গবেষণা করা আমার প্রয়োজন নহে।

প্রশ্ন—ব্রহ্মা কি গোলোকে আছেন?

আচার্য্যদেব—নিশ্চয়ই। এখনও শ্রীধামে ব্রহ্মার শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত। শ্রীব্রহ্মা—শ্রীরূপই। [illegible] তিনিই শ্রীগুরু। শ্রীব্রহ্মা—শ্রীমাধ্বগুরু। তিনি—[illegible] স্বরূপ-শক্তি। যাঁহারা শ্রীব্রহ্মাকে স্বীকার না করেন, তাঁহারা শ্রীগুরুবিরোধী—শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়সম্প্রদায়বিরোধী। বর্ষাণ বা শ্রীবৃষভানুপুরে পর্ব্বতরূপে ‘শ্রীব্রহ্মা’, নন্দগ্রামে ‘নন্দীশ্বর’-রূপে ‘শ্রীমহাদেব’ ও গোবর্দ্ধনে গিরিরাজ ‘শ্রীগোবর্দ্ধন’রূপে ‘শ্রীকৃষ্ণ’ বিরাজিত।

প্রশ্ন—ভাগবতসম্প্রদায়ে [illegible] নাম পাওয়া যায়, তাঁহারা কি সকলেই ব্রজে আছেন?

আচার্য্যদেব—যাঁহার যে রস, তিনি তথায় বিরাজিত। বৈকুণ্ঠই ‘গোলোক’, গোলোকই ‘বৈকুণ্ঠ’। বস্তুতে পার্থক্য নাই, রসে বৈচিত্র্য আছে। শ্রীরামানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে ‘শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিত-তনু’ দর্শন করিতেছেন, আবার শ্রীমুরারিগুপ্ত শ্রীরামচন্দ্ররূপে দর্শন করেন। শ্রীশ্রীসনাতনরূপ শ্রীগৌরসুন্দরকে ‘শ্রীরাধামাধব-মিলিত-তনু’রূপে দর্শন করেন, কিন্তু শ্রীবাসও ‘শ্রীযদুনাথ’রূপে দর্শন করিয়াছেন। অপ্রাকৃত তত্ত্ববিষয়ে অনধিকারোচিত অধিক কৌতূহলময় জিজ্ঞাসা-বশতঃ চরিতার্থ করিবার অভিলাষ অনেক সময় অবাস্তবিকতার দিকে লইয়া যাইতে পারে। যথাযথ বৈষ্ণবগুরু বৈকুণ্ঠে বা গোলোকে আছেন, শ্রীগুরুবর্গ বৈকুণ্ঠ বা গোলোকের অধিবাসী—এই সকল বিচার কেবলমাত্র নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-মূলক কৌতূহলনিবৃত্তির চেষ্টা করিলে মঙ্গলজনক হয় না। যথাযথ বৈষ্ণবগুরু যে কোন্ লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই চিন্তা করিবার অধিকার আমাদের নাই; তথায় ভগবদিচ্ছাই কার্য্যকরী।

প্রশ্ন—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই তিনটীই জ্ঞান-লাভের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট হইলে কেবল প্রণিপাত ও সেবা থাকিবে, পরিপ্রশ্ন হইবে না—ইহাই বা কিরূপ?

আচার্য্যদেব—সন্দেহ ত' মিটিবে। চিরকালই সংশয় ও সন্দেহে মীমাংসার অভাব থাকিলে, [illegible] প্রণিপাত ও সেবা হইতেছে না, ইহাই প্রমাণিত হয়। প্রণিপাত ও সেবাবৃত্তির সহিত পরিপ্রশ্ন করিলে অচিরেই সন্দেহের মীমাংসা হয়। শ্রীগীতায় যেমন শ্রীঅর্জ্জুন পরিপ্রশ্নের লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, তেমনই আবার বলিয়াছিলেন,—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

(শ্রীগীঃ ১৮।৭৩)

হে অচ্যুত! তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ দূর হইয়াছে, আমি স্বরূপস্মৃতি লাভ করিয়াছি, আমি স্থিরবুদ্ধি হইয়াছি, আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি, এখন তোমার আদেশ পালন করিব।

শ্রীগীতা আঠার অধ্যায়ে শেষ না করিয়া আঠার হাজার, আঠার লক্ষ, আঠার কোটি অধ্যায়েও ত' লেখা যাইত, তৎপরেও অনেক প্রশ্ন ও সন্দেহ থাকিয়া যাইত। আবার এই আঠার অধ্যায়ে সকল প্রশ্নের মীমাংসা পাওয়া যায়।

প্রশ্ন—'জানি' দার্ঢ্য লাগি' পুছে,—সাধুর স্বভাব'—এই বাক্যের তাৎপর্য্য কি ?

আচার্য্যদেব—শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভুর পরিপ্রশ্ন শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন যে, শ্রীসনাতন সমস্ত তত্ত্ব পূর্ণভাবে অবগত হইয়াও কেবল লোকশিক্ষার জন্য পরিপ্রশ্ন করিয়াছেন ; বিশেষতঃ সাধুগণের হৃদয়ে সর্ব্ববিষয়ের পূর্ণ মীমাংসা থাকিলেও তাঁহারা কোন উত্তমাধিকারী বা প্রেমিক ভক্তের শ্রীমুখে সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বমীমাংসিত সত্যে দৃঢ়তা লাভ করেন। শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভু, শ্রীঅর্জ্জুন, শ্রীপরীক্ষিৎ, শ্রীপৃথু, শ্রীনিমি-মহারাজ, শ্রীদেবহূতি, শ্রীউদ্ধব প্রভৃতি মহাজনগণের পরিপ্রশ্নের লীলা কেবল লোকশিক্ষা ও শ্রীভগবানের শ্রীমুখপদ্ম হইতে ভূতলে বাস্তব-সত্য বিনিঃসৃত করাইবার অহৈতুকী জীবদুঃখ-দুঃখিতারূপ মহান্ উদ্দেশ্যের জন্যই দৃষ্ট হয়। যাঁহারা সেবায় সম্প্রযুক্ত, শ্রীঅন্তর্যামী বা শ্রীচৈত্ত্যগুরুও তাঁহাদের সর্ব্বসংশয়ের মীমাংসা করিয়া দেন ; কারণ,—

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ,—এই দুই রূপ॥
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তা'তে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১।৪৭,৪৮)

যাঁহারা মনে করেন—অন্তর্যামী নাই, তাঁহারা যেকোন কোন মুহূর্ত্তে অপরাধে লিপ্ত হইতে পারেন, সেইজন্য তাঁহাদিগের হৃদয়েও তাঁহারা কোন সত্যের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হন না ; নিষ্কপট মহান্ সত্ত্ব যেখানেই দৃষ্টিগোচর, অন্তর্যামী শিক্ষাগুরু প্রতি পদবিক্ষেপে কৃপা করেন। সরল নিষ্কপটগণের যে পরিপ্রশ্ন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ ; আবার উত্তরদাতা এবং উত্তরও [illegible] বুদ্ধি অভিব্যক্তি। উত্তরদাতায় বুদ্ধি না হয়, [illegible] প্রতি শ্রদ্ধা চাই—ইহাই জানিতে হইবে। ভক্তি থাকিলে সদ্গতি হইবে, ভক্তি না থাকিলে তদ্ভাব আসিবে। যদি সংশয়ের মীমাংসা না হয়, তবে নিশ্চয়ই অপরাধ আছে। তবে পরিপ্রশ্ন যে হইবেই না, তাহাও নহে। অনেক মীমাংসা পূর্ব্ব-গুরুবর্গের লেখনীর মধ্যে পাওয়া যায় না, কিন্তু পরবর্ত্তী গুরুবর্গের শ্রীমুখে ও লেখনীতে পাওয়া যায়। যেমন, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নাম, নামাভাস, নামাপরাধ এবং যুক্ত-বৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য সম্বন্ধে জীবের সংশয়ের যেরূপ মীমাংসা এবং শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাকে যেরূপ উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন, এরূপ অন্য কোন আচার্য্য করেন নাই। সকলেই শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ও শ্রীগৌরশক্তি হইলেও প্রত্যেকে অন্য ব্যাসের জন্য কোন কোন বিষয় অবশিষ্ট রাখিয়া যান।

"পরম [illegible] পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণ।
বর্ণিতে সমর্থ হৈয়া না করে বর্ণন॥
রাখিলেন মধ্যে দু[illegible] করিতে।
বর্ণিবে যে কবিগণ তাঁহার নিমিত্তে॥"

(শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর)

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু শ্রীতোষণীতে শ্রীকৃষ্ণলীলা কতদিন প্রকট ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের তখন কত বয়স, শ্রীব্রজবাসীদিগের পরে কি হইল ইত্যাদি, যাহা অতিশয় গূঢ়ভাবে অপ্রকাশিত ছিলেন, তাহা প্রকাশ করিয়া শ্রীগোকুল-বাসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। সকলেরই সকল প্রশ্নের উত্তর মহাজনগণ সকল সময় প্রদান করেন না। অতিশয় নিগূঢ় অপ্রাকৃত বিষয় শুদ্ধ সজাতীয়াশয় স্নিগ্ধভক্তব্যক্তি ব্যতীত অন্যত্র প্রাকৃত ব্যক্তিগণের নিকট প্রকাশ করিতে নাই। ইষ্টগোষ্ঠী-সভায় যে-সকল পরিপ্রশ্ন হয়, তাহা শ্রবণ করিবার অধিকার সকলের না-ও থাকিতে পারে। আবার শ্রীগুরুবর্গ অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া অনেক নিগূঢ় বিষয়ও কীর্ত্তন করেন।

আগামী ১০ই [illegible] বুধবার শ্রীশ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যশক্তি শ্রীশ্রীসীতাদেবীর ও শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর্য্য শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব-তিথিপূজা।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

আগামী ১০ই ভাদ্র, ২৭শে আগষ্ট বুধবার শুক্লপঞ্চমীতে শ্রীল অদ্বৈত-শক্তি শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাববাসরে শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের প্রাকট্য-তিথি-উপলক্ষে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই উৎসবে শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ অভিন্নমূর্ত্তি শ্রীশ্রীমদাচার্য্যপাদপদ্মের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীমদাচার্য্যোপদিষ্ট-সম্বন্ধে আলোচনা, ইংরেজি, অভিভাষণ ও প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি-পাঠপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ সংকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ সাধিত হইবে। অকপট, অবৈষ্ণব শ্রদ্ধাবান্ ও নির্ম্মৎসর সজ্জন ও শুদ্ধবৈষ্ণবগণ এই উৎসবে অকৃত্রিম সেবার্থ যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হইবে। শুদ্ধ-হরিকীর্ত্তন ও মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারাই এই সংকীর্ত্তনোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীশ্রীহরিজনকিঙ্করাধম
শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ
সেক্রেটারী, গভর্ণিংবডি, গৌড়ীয়মিশন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী ও শ্রীনন্দোৎসব

শ্রীশ্রীমদ্গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যভাস্কর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাবোৎসব, শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী ও শ্রীনন্দোৎসব [illegible]-প্রতিষ্ঠিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীবলদেবা-বির্ভাব-তিথিতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুসরণে সকলেই নির্জ্জল-উপবাস-ব্রত পালনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে শ্রীতত্ত্বসম্বন্ধ-ব্যাখ্যা ও শ্রীবলদেব প্রভুর মহিমা শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী-তিথি-দিবসে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও রাত্রে অক্লান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অতুলন কত কত নবনবায়মান অমূল্য হরিকথা-সম্পৎ অবাধে ও অকৃপণভাবে বিতরণ করিতেছেন! সেই শ্রীকথামৃতপান করিয়া দৈবভাবাপন্ন ব্যক্তিমাত্রই অমর হইতেছেন, কেবল আসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণই সেই অমৃত হইতে বঞ্চিত হইয়া চতুর্দ্দিকে মৃত্যুর বিভীষিকা ও কংসের বিপ্লবের বীজাণুর বংশবৃদ্ধি করিয়া ধ্বংসমুখের দিকে অভিযান করিতেছে। অহো! শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কি করুণা। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রবণ করিয়াছিলাম যে, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের পণ্ডিত-সার্ব্বভৌম বর্ত্তমানে পৃথিবীতে আর নাই। যখন তিনি শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীভাগবত-প্রবর্ত্তনী ব্যাখ্যা করেন, তখন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেই বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে যেন তিনি বৈষ্ণবসভ্যের মধ্যে লীলাবিস্তার করিতে থাকেন। তাঁহার সেই তেজোময়ী বাণী, তাঁহার সেই নির্ভীক কঠোর-সত্য-প্রচারকারী [illegible] শ্রীমূর্ত্তি তখন বৈকুণ্ঠের এক অতিমর্ত্ত্য প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া সেবোন্মুখ-সম্প্রদায়ের নিকট আত্মপ্রকাশ করে। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের খনি শ্রীশ্রীভক্তি-বিনোদ-গৌর-বাণীর দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব যে-সকল সিদ্ধান্ত প্রখ্যাপন করেন, তাহা শ্রবণ করিলে অনন্ত কোটি জন্মের কপটবিষয় ভাব হইতে পলায়ন করে এবং তৎস্থলে সাক্ষাৎ তাঁহার অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যদেব ও ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যকে হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় কলিকাতা মহানগরীতে শ্রীমদ্ভাগবতোৎসব-উপলক্ষে প্রতি রবিবারেই সংকীর্ত্তনমণ্ডলী নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রামুখে সাফল্যের সহিত হরিকথা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শিষ্যবর্গ ও তদনুগত প্রচারকগণের নগরে নগরে শ্রীনামপ্রচার কলির ব্রহ্মাণ্ডকে তীর্থীভূত এবং নানাপ্রকার সম্বন্ধ ও অভিধেয় [illegible] পরমার্থিগণ অদ্ভুত বর্ণন করিতেছেন। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের ও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসমিতির প্রকাশিত নানাপ্রকার ভক্তিসাহিত্যও বিতরিত হইতেছে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের [illegible] প্রভৃতি নানাপ্রকার গ্রন্থ প্রচুর জীবকে কেবলমাত্র ভিক্ষামূল্যে বিতরিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-রাবির্ভাব-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরসাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥
—শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল ॥

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৩ই ভাদ্র, ১৩৪৮; ৩০শে আগষ্ট, ১৯৪১ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

হে প্রভো, আপনার শ্রীনাম শ্রীসচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ। আপনি গৌরশক্তিস্বরূপ, আপনি রূপানুগ-শ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার।

সাবরণ শ্রীশ্রীরাধারাণীর জয়

শ্রীরাধিকাপ্রভৃতয়ো নিতরাং জয়ন্তি
গোপ্যো নিতান্ত-ভগবৎ-প্রিয়তাপ্রসিদ্ধাঃ।
যাসাং হরৌ পরমসৌহৃদমাধুরীণাং
নির্বক্তুমীষদপি জাতু ন কোঽপি শক্তঃ ॥ —শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভু

যাঁহাদিগের শ্রীহরিতে পরমসৌহৃদমাধুরীকদম্বের স্বল্পমাত্রও কেহ নিরূপণ করিতে সমর্থ হন না এবং যাঁহারা অত্যন্ত ভগবৎপ্রেমাস্পদরূপে প্রসিদ্ধ, সেই শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীগণ জয়যুক্ত হউন।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী

ভক্তজনীয়া তিথিগণের শিরোমণি শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী। যিনি প্রণতজনের চিন্তামণি, শ্রীব্রজসুন্দরীগণের চূড়ামণি, শ্রীবৃষভানুরাজের কুলমণি ও শ্রীশ্যামসুন্দরের শান্তিমণি-স্বরূপিণী, সেই শ্রীমাধবদয়িতা শ্রীরাধার আবির্ভাব-তিথি সর্বশ্রীমাধব-তিথি অপেক্ষা গরীয়সী। শ্রীমাধব হইতে যেরূপ শাস্ত্রে শ্রীমাধবপ্রেষ্ঠ-জনের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রীমাধব-তিথি হইতে শ্রীমাধবদয়িতার আবির্ভাব-তিথির অধিক মহত্ত্ব শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। শ্রীপদ্মপুরাণে দেবর্ষি শ্রীনারদ সর্ব-শাস্ত্রজ্ঞগণের অগ্রণী মহাপ্রাজ্ঞ কমলযোনি শ্রীব্রহ্মাকে শ্রীরাধাষ্টমীর সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন যে, একমাত্র শ্রীশম্ভু ব্যতীত সর্বতিথির চূড়ামণিস্বরূপ শ্রীহরিদয়িতার প্রকট-তিথির কথা বর্ণন করিতে পারেন, এরূপ কেহ কোথাও নাই। শ্রীএকাদশী শ্রীমাধব-তিথি বলিয়া সর্বারাধ্যা; তাহা হইতেও শ্রীরাধাষ্টমীব্রতের অধিক মহত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

একাদশ্যাঃ সহস্রেণ যৎ ফলং লভতে নরঃ।
রাধাজন্মাষ্টমী পুণ্যং তস্মাচ্ছতগুণাধিকম্॥

(পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, ৭৮)

অর্থাৎ সহস্র একাদশীব্রত পালন করিয়া মনুষ্য যে ফল লাভ করেন, তাহা হইতেও শ্রীরাধাষ্টমীব্রত-পালনে শতগুণে অধিক তত্তুল্যা সুকৃতি লাভ হয়।

নন্দীশ্বর পর্বতের দক্ষিণদিকে 'বৃহৎসানু' বা বর্ষাণ নামে একটী পর্বত বিরাজিত। 'বৃহৎসানু' গিরির অধিত্যকায় শ্রীবৃষভানু নামে গোপরাজ সহধর্মিণী কীর্তিদার সহিত বাস করিতেন। তিনিও পর্বতস্থ গোপের ন্যায় পূর্ববাস পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগোকুলের নাতিদূরে 'রাওয়াল' নামক ব্রজ-গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করেন। রাওয়ালে শ্রীবৃষভানুরাজ ও মহিষী কীর্তিদার শ্রীমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরবৎসর ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমীতিথিতে অনুরাধা-নক্ষত্রে মধ্যাহ্নসময়ে আবির্ভূতা হন। শ্রীগোপালচম্পূতে শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু এতৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

সতাং বহুগুণভাবনয়া ন প্রাপ গোপবৃন্দাদিঃ।
কিন্তুদ্ভূতি-রাধা, নন্দীমনন্দনাৎ পূর্বম্॥

যা খলু শ্রীকৃষ্ণজন্মবর্ষানন্তরবর্ষে সর্বসুখ-সদে রাধামাধবি নক্ষত্রে জাতেতি রাধাভিধীয়তে॥

(গোপালচম্পূঃ, পূর্ব০, ১৫শ পূ০, ১১।২০)

সত্যই সেই শ্রীবৃষভানুগোপরূপ ক্ষীরসাগর বৎসপূরণ ঋতুর আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেও অমৃতপ্রকাশশালিনী শ্রীরাধিকা-রূপা লক্ষ্মীর আবির্ভাবহেতু তাহা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই কন্যা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বৎসরের পরবর্ষে সর্বসুখ-সংযুক্ত অনুরাধানক্ষত্রে জন্মলীলা আবিষ্কার করেন। এই হেতু সকলে তাঁহাকে 'শ্রীরাধিকা' বলেন। শ্রীরাধার আবির্ভাবের পর লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিতেন—তাঁহার সৌন্দর্য কিরূপ, তখন সেই সকল লোক শ্রীরাধার অপরূপ রূপ বর্ণন করিয়া বলিতেন—

নবেন্দুর্মূর্তির্বা কনককমলং * বক্ত্রমথ বা
চকোরৌ নেত্রে বা কিসলয়যুগং দৃষ্টিরথবা।
অশীবং রাধায়াং যদি কিতকুলায়াং ন ঘনতে
বিতর্কঃ কিং তর্হি প্রসৃতজিতয়াং তর্কপথা॥

(গোপালচম্পূঃ, পূর্ব০, ১৫শ পূঃ ২২ শ্লোক)

নবচন্দ্রমা অথবা মূর্তি; কনক-কমল অথবা বদন; চকোর-দ্বয় অথবা নেত্রযুগল; অমৃতযুগল অথবা দৃষ্টি; তুলনারহিতা শ্রীরাধাতে যদি এই প্রকারে বিবিধ কল্পনা সমর্থ না হইত, তাহা হইলে কি নবচন্দ্রমা প্রভৃতি উপমা ঘটিতে পারিত?

কৃষ্ণানুবর্ণপক্ষ্যানাং বয়োবৃদ্ধিঃ সমৃদ্ধাতি।
যথা চন্দ্রমসঃ পুষ্টিস্তথা তত্র কলাবপি॥

(গোপালচম্পূঃ, পূর্ব০, ১৫শ পূঃ ২৫ শ্লোক)

অবিকল শ্রীকৃষ্ণের মত শ্রীরাধিকারও বয়োবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। যেরূপ চন্দ্রের পুষ্টি হয়, সেইরূপ চন্দ্রকান্তিরও পুষ্টি ঘটিয়া থাকে।

শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীবৃষভানুরাজার যজ্ঞস্থলে শ্রীরাধার আবির্ভাবের কথা উক্ত হইয়াছে—

ইতি কন্যাপি সা যাগস্থানগতা পৃথিবীং ততঃ।
ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে অষ্টমীসংজ্ঞকে তিথৌ॥

---

* 'কমলমুকুলং' ইত্যানন্দবৃন্দাবনগোস্বামিপাঠঃ

বৃষভানোর্যজ্ঞভূমৌ জাতা সা রাধিকা দিবা ।
যজ্ঞার্থং শোধিতায়াঞ্চ দৃষ্টা সা দিব্যরূপিণী ।
রাজানন্দমনা ভূত্বা তাং প্রাপ্য নিজমন্দিরম্ ।
দত্তবান্ মহিষীং নীত্বা সা চ তাং পর্য্যপালয়ৎ ॥

(শ্রীপদ্মপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড ৭।৪০--৪২)

ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রীরাধিকা শ্রীবৃষভানুরাজের যজ্ঞস্থলে আবির্ভূতা হইলেন। যজ্ঞের জন্য শোধিত ভূমিতে সেই দিব্যরূপিণী শ্রীরাধা পরিদৃষ্টা হইলেন। শ্রীবৃষভানুরাজ তাঁহাকে পাইয়া আনন্দিত মনে নিজগৃহে লইয়া গেলেন এবং মহিষীর নিকট অর্পণ করিলেন। রাজমহিষী তাঁহাকে পরিপালন করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীরাধার অষ্টোত্তরশতনাম, যাহা একমাত্র ভগবতী শ্রীপৌর্ণমাসী ও শ্রীবৃন্দাদেবী অবগত আছেন এবং শ্রীরাধার যে অষ্টোত্তরশতনাম শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর পাঠ করেন, তাহা স্তবমালাতে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

(১) শ্রীরাধা, (২) শ্রীকৃষ্ণবনাধীশা, (৩) শ্রীমুকুন্দমধুমাধবী, (৪) শ্রীগোবিন্দপ্রেমীকুলমুখ্যা, (৫) শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী, (৬) শ্রীব্রজাঙ্গনাগণোত্তংসকোটি, (৭) শ্রীকার্ত্তিকদেবতা, (৮) শ্রীদামোদরপ্রেয়সী, (৯) শ্রীরাধিকা, (১০) শ্রীগার্ব্বকাম্যা, (১১) শ্রীঅদ্ভুতভক্তিতত্ত্বাভিজ্ঞা, (১২) শ্রীবৃষভানুকুমারিকা, (১৩) শ্রীকৃষ্ণপ্রাণমোহিনী, (১৪) শ্রীকোকিলাকোকিলাসিনী, (১৫) শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাভিজ্ঞা, (১৬) শ্রীবংশনাদাকুলাকৃষ্টা, (১৭) শ্রীসখীমণ্ডলীনাথা, (১৮) শ্রীললিতাজীবিতাধিকা, (১৯) শ্রীবিশাখাপ্রাণসর্ব্বস্ব, (২০) শ্রীকারুণ্যামৃতস্নেহা, (২১) শ্রীপৌর্ণমাসীসুহৃৎপ্রেমপাত্রী, (২২) শ্রীব্রজনন্দিতা, (২৩) শ্রীকুন্দলতানর্ম্মসখী, (২৪) শ্রীবৃন্দারণ্যবিহারিণী, (২৫) শ্রীবিশাখাসখ্যবিখ্যাতা, (২৬) শ্রীললিতাপ্রেমলালিতা, (২৭) শ্রীমধুবিনোদিনী, (২৮) শ্রীগোষ্ঠযুবরাজবিলাসিনী, (২৯) শ্রীগোবিন্দপ্রেমশিক্ষার্থিনীকৃষ্ণবিলাসকা, (৩০) শ্রীপ্রবোধিনীনিশামৃতমাধ্যাহ্নতত্ত্বদর্শিনী, (৩১) শ্রীচন্দ্রকান্তিচয়ী, (৩২) শ্রীসর্ব্বগর্ব্বকুলপাল্লী, (৩৩) শ্রীবল্লববধূবিভোদ্রমসুতাঙ্গমসৃণদ্যুতি, (৩৪) শ্রীলাস্যবিদ্যাপ্রখ্যাতা, (৩৫) শ্রীরাসক্রীড়াধিকারা, (৩৬) শ্রীমালোৎসবানুরোধন্যা, (৩৭) শ্রীকদলীতরুবন্যা, (৩৮) শ্রীগোবিন্দবক্ষবাসা, (৩৯) শ্রীব্রজবালাদিকদম্বা, (৪০) শ্রীরাজগোষ্ঠবিলাসীহৃদ্যোৎকণ্ঠাভিবর্দ্ধিনী, (৪১) শ্রীস্বামভক্তিপ্রদাস্থা, (৪২) শ্রীগান্ধর্ব্বা, (৪৩) শ্রীপ্রকৃতিবিশুদ্ধা, (৪৪) শ্রীগান্ধর্ব্বিকা, (৪৫) শ্রীকলাগর্ব্ববিদ্যাশিরশ্চূড়ান্তা, (৪৬) শ্রীমধুচূড়াবিলম্বিতা, (৪৭) শ্রীগোপীচূড়ামালিকা, (৪৮) শ্রীচারুগোরোচনাগৌরী, (৪৯) শ্রীনাসাগ্রমৌক্তিকাধরা, (৫০) শ্রীবিচিত্রপট্টমঞ্জীরকবেণীশিখারুচি, (৫১) শ্রীপাদপদ্মৈকবসন্তশ্রীনিকুঞ্জমধুর্ব্বিকা, (৫২) শ্রীচকোরিকাচন্দ্রমুখি-হরিহারিবিলোচনা, (৫৩) শ্রীকলানিধিমনোকেলিভৃঙ্গবৃন্দজ্বলা, (৫৪) শ্রীনাসিকাশিখরাগ্রবিলম্বীমুগ্ধমৌক্তিকা, (৫৫) শ্রীকস্তূরাবদ্ধকর্ণিকামধুস্বনা, (৫৬) শ্রীদন্তবিদ্রুমশিখা, (৫৭) শ্রীশিখণ্ডীস্বরপ্রিয়া, (৫৮) শ্রীকপোলমণ্ডলান্দোলিমণিকুণ্ডলমণ্ডিতা, (৫৯) শ্রীপীতাংশুকবর্ণবিনিন্দিতগন্ধমাধিমা, (৬০) শ্রীমণিকিঙ্কিণীমঞ্জীরপত্রবিদ্যোতিতাঙ্গা, (৬১) শ্রীগুণারবিন্দবিম্বোষ্ঠীনির্দ্ধৃতকপলদ্যুতি, (৬২) শ্রীমধুরবদনশ্রীনির্দ্ধীতকমলোদ্যমা, (৬৩) শ্রীমনোজ্ঞাতিকমলাবিলা, (৬৪) শ্রীমাধবস্বনতাড়িতা, (৬৫) শ্রীকালিন্দীকূলকুঞ্জশ্রী, (৬৬) শ্রীভাণ্ডীরবটমণ্ডনা, (৬৭) শ্রীবৃন্দাবনীপস্নেহা, (৬৮) শ্রীগোবর্দ্ধনবটপ্রিয়া, (৬৯) শ্রীবংশীবঙ্কিমশিখাবিহারগোবর্দ্ধমনোধরা, (৭০) শ্রীধ্বনিকাকলিবিস্ফুরিতনীবীবন্ধপ্রহারস্থা, (৭১) শ্রীমুকুন্দনেত্রানন্দীবিহারামৃতশীর্ষিকা, (৭২) শ্রীবিদগ্ধকুঞ্জকুসুমলাক্ষারসমত্তোৎসবা, (৭৩) শ্রীকৃষ্ণকণ্ঠকোমলোত্তোলীর্দ্ধবিহরণা, (৭৪) শ্রীমধুরাগশ্যামনিশ্বাসহিল্লোলামোলিতাভ্রূকা, (৭৫) শ্রীমদোদ্ধবনবনালেন্দুস্ফুরিতানন্দনাধরা, (৭৬) শ্রীঅনঙ্গগণরোধক্রতকঞ্চুলিকস্তুকনা, (৭৭) শ্রীলীলাপদ্মহেলাবাপনমর্ম্মলুণ্ঠিতকেশবা, (৭৮) শ্রীহরিবক্ত্রা-হরিপ্রাণ-হরিজনীমন্বেষিকা, (৭৯) শ্রীমাধবোৎসবপণ্ডিতা, (৮০) শ্রীকৃষ্ণবাহুপবালিকা, (৮১) শ্রীভক্তিকেলিবিলাসযোগসখীনিকবিলম্বিতা, (৮২) শ্রীআগীপূর্ব্বোদয়সমিলনোৎক-হরিবন্দিনী, (৮৩) শ্রীবৈষম্যবীজকলাঙ্কিতা, (৮৪) শ্রীবনবহ্নিনিবর্ত্তিনী, (৮৫) শ্রীমাধুচিত্রাঙ্কিতবিচিত্রীবিস্মীপবেষ্টিনী, (৮৬) শ্রীবৈষ্ণবীপ্রথমাচার্য্যা, (৮৭) শ্রীচন্দ্রকাপূর্ব্বচর্চ্চিতা, (৮৮) শ্রীপদ্মধারণলোভাদ্য-ভাগ্যাযুক্তবর্দ্ধিনী, (৮৯) শ্রীগোষ্ঠপ্রাণপ্রেমবত্যা, (৯০) শ্রীবীরাবীরাকৃষ্টবিদ্যা, (৯১) শ্রীতাম্রপ্রবালপটী, (৯২) শ্রীমুকুন্দসুমবাসিনী, (৯৩) শ্রীনিকুঞ্জমধ্যসংস্থানমাধবারম্ভকলক্রিয়া, (৯৪) শ্রীপ্রাকৃতশব্দনাশকণ্ঠা, (৯৫) শ্রীবিপ্রলম্ভবিলাসী, (৯৬) শ্রীপ্রাজ্ঞৎশালিতোন্মদা, (৯৭) শ্রীচন্দ্রাবলিবিভঞ্জিনী, (৯৮) শ্রীঅনাবর্ণিতকংসারিকাকুমারা, (৯৯) শ্রীমর্দ্দিনী,

(১০০) শ্রীচাটুকারহরিত্যাগপাতাম্বরকাতরা, (১০১) শ্রীমুক্তকেশপাশকন্যা-ললিতাকৌতুকমালিনী, (১০২) শ্রীবিপ্রযোগ-বাধাবিহ্বলিসন্দেশনন্দিতা, (১০৩) শ্রীবল্লবমিত্রাবীলাভো-ভাবকল্পিতা, (১০৪) শ্রীকলীগণাবলোকিতোপেন্দ্রহর্ষপ্রবর্ধিকা, (১০৫) শ্রীমঞ্জুলাচ্ছায়মাধুর্যবাসনাদ্বৈতজগদ্গুরু, (১০৬) শ্রীনিবৃত্তাভিনিক্রান্ত-ধরিত্রীপালনাধিপী, (১০৭) শ্রীমুক্তনির্বিকল্পলীলার্দি-কলাভিলাষবিলাসিনী, (১০৮) শ্রীনিজপ্রাণার্বুদ-শ্রেষ্ঠ-কৃষ্ণপাদনখাঞ্চলা।

শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুও শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তর-শতনাম কীর্তন করিয়াছেন,—(১) শ্রীশ্রীরাধা, (২) শ্রীগান্ধর্বিকা, (৩) শ্রীগোষ্ঠযুবরাজৈককামিতা, (৪) শ্রীগান্ধর্বা-রাধিকা, (৫) শ্রীচন্দ্রকান্তি, (৬) শ্রীমাধব-সঙ্গিনী, (৭) শ্রীদামোদরাদ্বৈত-সখী, (৮) শ্রীকার্তিকোৎকীর্তিদেশ্বরী, (৯) শ্রীমুকুন্দদয়িতাবৃন্দ-ধম্মিল্লমণিমঞ্জরী, (১০) শ্রীভাস্করোপাসিকা, (১১) শ্রীবার্ষভানবী, (১২) শ্রীবৃষভানুজা, (১৩) শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী-জ্যেষ্ঠা, (১৪) শ্রীশ্রীদামাবরজা, (১৫) শ্রীউত্তমা, (১৬) শ্রীকীর্তিদা-কন্যকা, (১৭) শ্রীমাতৃস্নেহপীযূষপুত্রিকা, (১৮) শ্রীবিশাখাসবয়াঃ, (১৯) শ্রীপ্রেষ্ঠবিশাখা-জীবিতাধিকা, (২০) শ্রীপ্রাণাদ্বিতীয়ললিতা, (২১) শ্রীবৃন্দাবনবিহারিণী, (২২) শ্রীললিতাপ্রাণলক্ষৈকরক্ষা, (২৩) শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী (২৪) শ্রীব্রজেন্দ্রগৃহিণী-কৃষ্ণপ্রায়-স্নেহনিকেতন, (২৫) শ্রীব্রজ-গো-গোপ-গোপালী-জীবমাত্রৈকজীবন, (২৬) শ্রীস্নেহলাভীর-রাজেন্দ্রা, (২৭) শ্রীবৎসলাচ্যুতপূর্বজা, (২৮) শ্রীগোবিন্দ-প্রণয়াধারসুরভী-সেবনোৎসুকা, (২৯) শ্রীধৃতনন্দীশ্বরক্ষেম-গমনোৎকণ্ঠিমানসা, (৩০) শ্রীস্বদেহাদ্বৈততাদৃষ্ট-ধনিষ্ঠাধ্যেয়-দর্শনা, (৩১) শ্রীগোপেন্দ্র-মহিষীপাকশালাবেদিপ্রকাশিকা, (৩২) শ্রীআয়ুর্বর্ধকরদ্যান্না, (৩৩) শ্রীরোহিণীঘ্রাতমস্তকা, (৩৪) শ্রীসুবলন্যস্তসারূপ্যা (৩৫) শ্রীসুবলপ্রীতিতোষিতা, (৩৬) শ্রীমুখরাদৃক্সুধানপ্ত্রী, (৩৭) শ্রীজটিলা-দৃষ্টিভীষিতা, (৩৮) শ্রীমধুমঙ্গল-নর্মোক্তিজনিত-স্মিতচন্দ্রিকা, (৩৯) শ্রীপৌর্ণমাসী-বহিঃখেলৎ-প্রাণপঞ্জরসারিকা, (৪০) শ্রীস্বগণাদ্বৈত-জীবাতু, (৪১) শ্রীস্বীয়াহঙ্কারবর্ধিনী, (৪২) শ্রীস্বগণোপেন্দ্র-পাদাব্জস্পর্শলম্ভনহর্ষিণী, (৪৩) শ্রীস্বীয়বৃন্দাবনোদ্যানপালিকীকৃতবৃন্দকা, (৪৪) শ্রীজ্ঞাতবৃন্দাটবী-সর্বলতাতরুমৃগদ্বিজা, (৪৫) শ্রীঈষচ্চন্দন-সংঘৃষ্ট-নবকাশ্মীরদেহভা, (৪৬) শ্রীজবাপুষ্প-প্রীতিহারি-পট্টচীনারুণাম্বরা, (৪৭) শ্রীচরণাব্জতলজ্যোতি-রুণীকৃতভূতলা, (৪৮) শ্রীহরিচিত্তচমৎকারিচারুনূপুরনিঃস্বনা, (৪৯) শ্রীকৃষ্ণশ্রান্তিহরশ্রোণীপীঠবল্গিতঘণ্টিকা, (৫০) শ্রীকৃষ্ণ-সর্বস্বপীনোদ্যৎকুচাঞ্চন্মণিমালিকা, (৫১) শ্রীনানারত্নোল্লসচ্ছঙ্খ-চূড়চারুভুজদ্বয়া, (৫২) শ্রীস্যমন্তকমণিভ্রাজন্মণিবন্ধাতিবন্ধুরা, (৫৩) শ্রীসুবর্ণদর্পণজ্যোতিরুল্লঙ্ঘি-মুখমণ্ডলা, (৫৪) শ্রীপক্কদাড়িমবীজাভদন্তাকৃষ্টশুকব্রজা, (৫৫) শ্রীঅব্জরাগাদি-সৃষ্টাব্জকলিকা-কর্ণভূষণা, (৫৬) শ্রীসৌভাগ্যকজ্জলাঙ্কাক্ত-নেত্রনিন্দিতখঞ্জনা, (৫৭) শ্রীসুবৃত্তমৌক্তিকামুক্ত-নাসিকা-তিলপুষ্পিকা, (৫৮) শ্রীসুচারু-নবকস্তূরীতিলকাঞ্চিতভালকা, (৫৯) শ্রীদিব্যবেণী-বিনির্ধূত-কেকিপিচ্ছবরস্তুতি, (৬০) শ্রীনেত্রান্ত-শরবিধ্বংসীকৃতচানূরবিদ্ধৃতি, (৬১) শ্রীস্ফুরৎকৈশোরতারুণ্য-সন্ধিবন্ধুরবিগ্রহা, (৬২) শ্রীমাধবোল্লাসকা, (৬৩) শ্রীউন্মত্ত-পিকোরুমধুরস্বরা, (৬৪) শ্রীপ্রাণায়ুত-শতপ্রেষ্ঠ মাধবোৎকীর্তিলম্পটা, (৬৫) শ্রীকৃষ্ণাপাঙ্গ-তরঙ্গোদ্যৎ-স্মিতপীযূষবুদ্বুদা, (৬৬) শ্রীপুঞ্জীভূতজগল্লজ্জা-বৈদগ্ধীদিগ্ধবিগ্রহা, (৬৭) শ্রীকরুণাবিদ্রবদ্দেহা, (৬৮) শ্রীমূর্তিমন্মাধুরীঘটা, (৬৯) শ্রীজগদ্গুণবতী-বর্গগীয়মানগুণোচ্চয়া, (৭০) শ্রীশচ্যাদিসুভগাবৃন্দ-বন্দ্যমানোরুসৌভগা, (৭১) শ্রীবীণাবাদনসঙ্গীত-রাসলাস্য-বিশারদা, (৭২) শ্রীনারদপ্রমুখোদ্গীত-জগদানন্দিসদ্যশা, (৭৩) শ্রীগোবর্ধন-গুহাগেহগৃহিণী, (৭৪) শ্রীকুঞ্জমণ্ডনা, (৭৫) শ্রীচণ্ডাংশুনন্দিনী-বদ্ধভগিনীভাববিভ্রমা, (৭৬) শ্রীদিব্যকুন্দলতানর্ম-সখ্যদামবিভূষিতা, (৭৭) শ্রীগোবর্ধনধরাহ্লাদি-শৃঙ্গাররসপণ্ডিতা, (৭৮) শ্রীগিরীন্দ্রধরবক্ষঃশ্রী, (৭৯) শ্রীশঙ্খচূড়ারিজীবন, (৮০) শ্রীগোকুলেন্দ্রসুতপ্রেমকামভূপেন্দ্রপত্তন, (৮১) শ্রীবৃষবিধ্বংসনর্মোক্তিস্বনির্মিত-সরোবরা, (৮২) শ্রীনিজকুণ্ডজলক্রীড়াজিত-সংকর্ষণানুজা, (৮৩) শ্রীমুরমর্দনমত্তেভবিহারামৃতদীর্ঘিকা, (৮৪) শ্রীগিরীন্দ্রধর-পারীন্দ্ররতি-যুদ্ধোরুসিংহিকা, (৮৫) শ্রীস্বতনূসৌরভোন্মত্তী-কৃতমোহনমাধবা, (৮৬) শ্রীদোর্মূলোচ্চলন-ক্রীড়া-ব্যাকুলীকৃতকেশবা, (৮৭) শ্রীনিকুঞ্জকুটীকৃষ্ণ-কথকেলি-কলোত্তমা, (৮৮) শ্রীদিব্যমল্লিকুলোল্লাসি-শয্যাকল্পিতবিগ্রহা, (৮৯) শ্রীকৃষ্ণবামভুজন্যস্ত-চারুদক্ষিণগণ্ডকা, (৯০) শ্রীসব্যবাহু-লতাবদ্ধ-কৃষ্ণদক্ষিণসদ্ভুজা, (৯১) শ্রীকৃষ্ণদক্ষিণচারূরুশ্লিষ্ট-বামোরুরম্ভিকা, (৯২) শ্রীগিরীন্দ্রধরদৃগ্বক্ষো-মর্দিসুস্তনপর্বতা, (৯৩) শ্রীগোবিন্দাধরপীযূষবাসিতাধরপল্লবা, (৯৪) শ্রীসুধাসঞ্চয় - চারূক্তি - শীতলীকৃত - মাধবা, (৯৫) শ্রীগোবিন্দোদ্গীর্ণতাম্বূল-রাগরজ্যৎকপোলিকা, (৯৬) শ্রীকৃষ্ণ-

সম্ভোগলক্ষ্মীকৃতমন্মথসখা, (৯৭) শ্রীগোবিন্দমার্জিতোদ্দাম-রতিপ্রস্বিন্নমুখা, (৯৮) শ্রীবিশাখা-বীজিত-ক্রীড়াশ্রান্তিনিদ্রালু-বিগ্রহা, (৯৯) শ্রীগোবিন্দচরণদ্বন্দ্ব-কাম্যানন্দজীবনা, (১০০) শ্রীস্বপ্রাণার্ব্বুদ-নির্ম্মঞ্ছ্যহরিপাদরজঃকণা, (১০১) শ্রীঅণুমাত্রাচ্যুতাদর্শ-শতধারাশ্রুলোচনা, (১০২) শ্রীনিত্যনূতন-গোবিন্দ-বক্ত্রশুভ্রাংশুদর্শনা, (১০৩) শ্রীনিঃসীমহরি-মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্যাদ্যেক-ভোগিনী, (১০৪) শ্রীসাপত্ন্যধাম-মুরলী-মাত্রভাগ্য-কটাক্ষিণী, (১০৫) শ্রীগাঢ়বুদ্ধিবলক্রীড়াজিত-বংশী-বিকর্ষিণী, (১০৬) শ্রীনর্ম্মোক্তিচন্দ্রিকোৎফুল্ল-কৃষ্ণকামাব্ধিবর্দ্ধিনী, (১০৭) শ্রীব্রজ-চন্দ্রেন্দ্রিয়গ্রাম-বিশ্রাম-বিধুশালিকা, (১০৮) শ্রীকৃষ্ণসর্ব্বেন্দ্রিয়োন্মাদি-রাধেত্যক্ষরযুগ্মকা।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীগোস্বামিপাদ 'শ্রীরাধারসসুধানিধি' গ্রন্থে শ্রীবার্ষভানবী দেবীর স্তব করিয়াছেন। তিনি যেরূপ 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে' শ্রীরাধাভাবকান্তিবিমণ্ডিত শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে অতুলনীয়া নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তদ্রূপ 'শ্রীসুধানিধি'তেও শ্রীরাধাপাদপদ্মনিষ্ঠার অমূল্য রত্নসমূহ আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই সকল রত্ন সাধারণ জীব দূরে থাকুক, শিবব্রহ্মাদি দেবগণও একমাত্র শ্রীরাধাজনের কৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে লাভ করিতে পারেন না। শ্রীল সরস্বতীগোস্বামিপাদ 'শ্রীসুধানিধি'র মঙ্গলাচরণে বলিতেছেন,—

ব্রহ্মেশ্বরাদি-সুদুরূহপদারবিন্দ-
শ্রীমৎপরাগ-পরমাদ্ভুত-বৈভবায়াঃ।
সর্ব্বার্থসার-রসবর্ষি-কৃপার্দ্রদৃষ্টে-
স্তস্যা নমোঽস্তু বৃষভানুভুবো মহিম্নে॥

যিনি ব্রহ্মেশ্বরাদি দেবগণেরও যাহা সুদুর্লভ সেই শ্রীপাদপদ্মের রেণুর পরমাদ্ভুত বৈভবে সদা ঐশ্বর্য্যবতী এবং সর্ব্বার্থসার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরসবর্ষিণী কৃপার্দ্র দৃষ্টিতে মহামাধুর্য্যশালিনী, সেই শ্রীবৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীরাধার মহিমাকে নমস্কার।

যো ব্রহ্ম-রুদ্র-শুক-নারদ-ভীষ্মমুখ্যৈ-
রালক্ষিতো ন সহসা পুরুষস্য তস্য।
সদ্যো বশীকরণচূর্ণমনন্তশক্তিং
তং রাধিকা-চরণরেণুমনুস্মরামি॥

যিনি ব্রহ্ম-রুদ্র-শুক-নারদ-ভীষ্ম-প্রমুখ মহাভাগবতবৃন্দের দ্বারাও সহসা দৃষ্ট হন না, সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সদ্য বশীকরণকারী অনন্তশক্তিসম্পন্ন চূর্ণবিশেষ সেই শ্রীরাধিকার শ্রীচরণরেণুকে আমি স্মরণ করি।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরী-প্রভুপাদগণ সকলেই শ্রীরাধানিজজন। শ্রীবার্ষভানবীর প্রতি তাঁহাদের সেবানিষ্ঠা মরজগতের কোনও ভাষা বা আদর্শ বর্ণন করিতে পারে না। শ্রীশ্রীরূপানুগাচার্য্যবর শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল রঘুনাথের স্বনিয়ম-দশকের অনুসরণে নিজ স্বনিয়মাষ্টক কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন,—

অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈর্বৈণিকমুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তমাম্।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্॥

নারদ প্রভৃতি মুনিগণ উচ্চৈঃস্বরে যাঁহাকে প্রবীণা বলিয়া এবং বেদসকল যাঁহাকে কৃষ্ণের প্রিয়তমা বলিয়া গান করেন, তাঁহাকে অনাদরপূর্ব্বক যে নির্ব্বোধ নিজের দাম্ভিকতাবশতঃ কেবলমাত্র গোবিন্দকে ভজনা করে, তাহার দুষ্টসংসর্গে আমি ক্ষণকালও থাকি না, এই আমার ব্রত।

অজাণ্ডে রাধেতি স্ফুরদভিধয়া সিক্তজনয়া-
ঽনয়া সাকং কৃষ্ণং ভজতি বত যো গৌরকৃপয়া।
পরং প্রক্ষাল্যৈতচ্চরণকমলে তজ্জলমহো
মুদা পীত্বা শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনম্॥

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে 'শ্রীরাধা' এই নামরূপ অমৃতসিক্ত ব্যক্তিই—শ্রীবৃষভানুনন্দিনী। একত্রে তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে যিনি শ্রীগৌরাঙ্গকৃপাবলে ভজন করেন, তাঁহার চরণকমল ধৌত করত সেই জল আনন্দসহকারে পান করি ও প্রতিদিন মস্তকে ধারণ করি।

যথালব্ধগ্রাসাশন-বসন-পাত্রাদিভিরহম্
সদার্থৈর্নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতিমনঙ্গং সনিয়মঃ।
বসামীশাক্ষেত্রে যুগল-ভজনানন্দিত-তনু-
র্মরিষ্যে বৈ কালে হরিজনপরাণাং পদতলে॥

আমার আর একটী ব্রত এই যে, যথালব্ধ গ্রাস, অন্ন, বসন ও পাত্রাদিদ্বারা সরলভাবে জীবননির্ব্বাহপূর্ব্বক সনিয়ম হইয়া শ্রীমতী রাধিকা-প্রকাশিত ক্ষেত্রে যুগলভজনানন্দিত শরীরে বাস করিব। মরণকাল উপস্থিত হইলে হরিজন-পরায়ণ বৈষ্ণবদিগের পদতলে দেহত্যাগ করিব।

শ্রীরাধানিত্যজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামিপ্রভু শ্রীগৌরবনে অবধূতবেশে বিপ্রলম্ভস্ফূর্তিচিত্তে সর্বদা 'কাঙ্গালিনীর ঠাকুরাণী' শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর নামকীর্তন করিয়া ভ্রমণ করিতেন। শ্রীগোদ্রুমে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গ লাভের জন্য তিনি স্বানন্দসুখদকুঞ্জে অনেক সময় উপস্থিত হইয়া নিম্নলিখিত গানটি কীর্তন করিতে করিতে বিচরণ করিতেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ যে-দিন স্বীয় শ্রীগুরুদেবের (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরপ্রভুর) প্রথম সাক্ষাৎকার লাভ করেন, সেই দিন তাঁহাকে ঐ গানটি কীর্তন করিতে করিতে শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জের দিকে অবধূতবেশে আসিতে দেখিয়াছিলেন। এজন্য এই গানটিকে তিনি নিজের অতিশয় প্রিয় সম্পত্তিরূপে যত্নে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে রাধে।
রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে॥
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ রাধে রাধে।
তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে॥
রাধে বৃন্দাবনবিলাসিনি রাধে রাধে।
রাধে কানুমনোমোহিনী রাধে রাধে॥
রাধে অষ্টসখীর শিরোমণি রাধে রাধে।
রাধে বৃষভানুনন্দিনি রাধে রাধে॥

(গোসাঞী) নিয়ম করে সদাই ডাকে রাধে রাধে।
(গোসাঞী) একবার ডাকে কেশীঘাটে, আবার ডাকে
বংশীবটে রাধে রাধে।
(গোসাঞী) একবার ডাকে নিধুবনে, আবার ডাকে
কুঞ্জবনে রাধে রাধে॥
(গোসাঞী) একবার ডাকে রাধাকুণ্ডে, আবার ডাকে
শ্যামকুণ্ডে রাধে রাধে।
(গোসাঞী) একবার ডাকে কুসুমবনে, আবার ডাকে
গোবর্দ্ধনে রাধে রাধে॥
(গোসাঞী) একবার ডাকে তালবনে, আবার ডাকে
তমালবনে রাধে রাধে।
(গোসাঞী) মলিন বসন দিয়ে গায় ব্রজের ধূলায়
গড়াগড়ি যায় রাধে রাধে॥
(গোসাঞী) মুখে রাধা রাধা বলে ভেসে নয়নের জলে
রাধে রাধে।
(গোসাঞী) বৃন্দাবনে কুলি কুলি, কেঁদে বেড়ায় রাধা বলি,
রাধে রাধে॥
(গোসাঞী) ছাপান্ন দণ্ড রাত্রিদিনে, জানে না রাধা-
গোবিন্দ বিনে রাধে রাধে।
তারপর চারিদণ্ড শুতি থাকে, স্বপনে রাধাগোবিন্দ দেখে
রাধে রাধে॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই রূপানুগ-চিত্তবৃত্তিতেই নিত্যোদ্ভাসিত। তাঁহার শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাদি সমস্তই শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেবারসে নিত্য অভিষিক্ত। তিনি আপনাকে শ্রীবার্ষভানবীদয়িতের অর্থাৎ প্রেষ্ঠের দাস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র লীলাটি—শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর শ্রীপদাব্জানুসরণ-কার্য্য। তাঁহার রচিত প্রবন্ধাবলী, পত্রাবলী, তাঁহার লিখিত পদাবলী, কথিত বক্তৃতাবলী অক্ষরপূর্ণ শ্রীরাধাদাস্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি 'কাঙ্গাল-দলের' কাণ্ঠী-নাট্য বা প্রাকৃতসহজিয়ার অচিদ্‌রাধ্যে চিত্তের আরোপকে কোনদিনই প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি তাঁহার 'প্রাকৃত-রসশতদূষণী', শ্রীউপদেশামৃতের 'অনুবৃত্তি' প্রভৃতি ও তাঁহার শত-শত অভিভাষণের মধ্যে সিংহ-হুঙ্কারে ঐ সকল নিরাস করিয়াছেন। কিন্তু তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'অনুভাষ্যে' শ্রীরূপের 'উজ্জ্বলনীলমণি'র বর্ণনা এবং শ্রীভ্রমরগীতা ও শ্রীমহিষীগীতায় যে পদ্যানুবাদ করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা-রসবিবৃতি'র মঙ্গলাচরণে তিনি তাঁহার হৃদয়কে ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন,—

গান্ধর্ব্বিকে! তুমি এই বিমুখ জনেরে।
দয়ার অযোগ্য জানি' একবার হেরে॥
করহ দয়িতের সেবারসে ডুবাইয়া।
চরণে আশ্রয় দিবে করুণা করিয়া॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে 'গৌড়ীয়ভাষ্যে'র মঙ্গলাচরণে তিনি সেই চিত্তবৃত্তি প্রকাশ করিয়াছেন,—

শ্রীবার্ষভানবী-দেবী-, দয়িত-দয়িতে সেবি',
যেন ছাড়ি অপরাধ মোর।

শ্রীব্রজপত্তনে বসি',　　　গান্ধর্বিকে, দিবানিশি,
সিদ্ধির সেবা পাই তোর॥

শ্রীরূপের 'উপদেশামৃতে' 'অনুবৃত্তি'র মধ্যেও তিনি তাঁহার চিত্তবৃত্তি অভিব্যক্ত করিয়া তাঁহার শ্রীরাধা-নিষ্ঠাধনত্ব প্রকাশ করিয়াছেন,—

শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি।
কৃষ্ণপ্রিয়মধ্যে তাঁ'র সম নাহি ধনী॥
মুনিগণ শাস্ত্রে রাধাকুণ্ডের বর্ণনে।
গান্ধর্বিকা-তুল্য কুণ্ড কহয়ে গণনে॥
নারদাদি প্রিয়বর্গে যে প্রেম দুর্লভ।
অন্য সাধকেতে তাহা কভু না সুলভ॥
কিন্তু রাধাকুণ্ডে স্নান যেই জন করে।
মধুর রসেতে তা'র স্নানে সিদ্ধি বরে॥
অপ্রাকৃতভাবে সদা যুগল-সেবন।
রাধাপাদপদ্ম লভে সেই হরিজন॥
শ্রীবার্ষভানবী কবে দয়িত-দাসেরে।
কুণ্ডতীরে স্থান দিবে নিজ-জন ক'রে॥

রূপানুগ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-ধারাবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীবার্ষভানবীর শ্রীচরণ-কমল-পরাগের প্রতি অনুরাগের কথা কেহই বা বলিতে পারেন, কাহাকেই বা বলা যাইবে, আর কাহারই বা প্রতীতি হইবে? শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যাঁহার শ্রীমুখে শ্রীরূপের "শ্রীরাধে ব্রজ বন রাধবন্দিতে" শ্লোক শ্রবণ করিতে করিতে পুলকিত হইতেন, যিনি শ্রীরূপ-রঘুনাথের প্রাণেশ্বরী শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর সেবালোভে উৎকণ্ঠিত হইয়া শ্রীশ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের পদাঙ্কানুসরণে শ্রীব্রজের বনে বনে শ্রীব্রজবনেশ্বরীর সেবার অন্বেষণ করিয়া থাকেন; যাঁহার চিত্তবৃত্তি শ্রীরাধামাধব-মহোৎসবে সর্ব্বদা বিভাবিত, তাঁহার কথা ক্ষুদ্র জীবকীট কি অবধারণ করিতে পারিবে? অতএব শ্রীরাধার শ্রীপাদপদ্মরেণুগণ জয়যুক্ত হউন। তাঁহাদের সেবার অনুসরণের জন্য কোটি কোটি জন্ম পরেও যেন লোভ উপস্থিত হয় এবং তাঁহাদেরই অনুগতি করিয়া যেন নিষ্কপটে এই আর্ত্তি নিবেদন জানাইতে পারি—

যত্র যত্র মম জন্মকর্মভির্নারকেঽথ পরমে পদেঽথ বা।
রাধিকা-রতিনিকুঞ্জমণ্ডলী তত্র তত্র হৃদি মে বিরাজতাম্॥
(শ্রীরাধারসসুধানিধি ২৬৮)

নরকে অথবা পরমপদে কর্ম্মবশতঃ যে-স্থানেই আমার জন্ম হউক না কেন, সেই সেই স্থানে শ্রীরাধার রতিনিকুঞ্জ-মণ্ডলী যেন আমার হৃদয়ে অবস্থান করে।

বিজয়া

শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ পীতাম্বর পদ্মপলাশ-লোচন ভগবান্ শ্রীহরি প্রজাপতি কশ্যপের গৃহের অন্ধকার নাশ করিয়া শ্রীঅদিতি-দেবীর ক্রোড়ে শ্রবণ-দ্বাদশীতে অভিজিৎ নক্ষত্রে মধ্যাহ্নে সর্ব্বশুভলগ্নে শ্রীবামনরূপে প্রকটে আবির্ভূত হন। এই দ্বাদশী "বিজয়া" নামে প্রসিদ্ধা। শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব-কালে শঙ্খ, দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, পণব, আনক প্রভৃতি বাদ্যের তুমুলধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। অপ্সরোগণ আনন্দে নৃত্য, গন্ধর্ব্বগণ গান এবং মুনি, দেব, মনু, পিতৃ ও অগ্নিগণ স্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন। সিদ্ধ, বিদ্যাধর, কিম্পুরুষ, কিন্নর, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস, সুপর্ণ, দেবানুচরগণ গান, প্রশংসা ও নৃত্য-সহকারে অদিতির আশ্রম পুষ্প-বর্ষণে সমাকীর্ণ করিয়াছিলেন। অদিতিদেবী চিচ্ছক্তি-প্রকটিত-তনু পরমপুরুষকে গর্ভসম্ভূত দেখিয়া একাধারে বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। প্রজাপতি কশ্যপ তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত জয়ধ্বনি করিলেন। শ্রীভগবানের যে বিগ্রহ ভূষণ ও আয়ুধসকলের সহিত নিত্যপ্রকাশমান, সেই অব্যক্ত চিৎস্বরূপ শ্রীবিগ্রহকেই তিনি প্রকাশ করিয়া মাতাপিতার গোচরে দিব্যগতি নটের ন্যায় বামন-ব্রাহ্মণকুমার হইলেন। মহর্ষিগণ সেই বামন-ব্রাহ্মণকুমার-দর্শনে প্রীত হইয়া কশ্যপকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তাঁহার জাতকর্ম্ম প্রভৃতি ক্রিয়া

সম্পন্ন করিলেন। শ্রীবামনদেবের উপনয়ন-কালে স্বয়ং সূর্য্যদেব সাবিত্রী-উপদেশ, বৃহস্পতি যজ্ঞসূত্র ও কশ্যপ মেখলা প্রদান করেন। পৃথিবী—কৃষ্ণাজিন, বনস্পতি—সোমদণ্ড, অদিতিদেবী—কৌপীনবসন ও স্বর্গ জগৎপতির ছত্র প্রদান করেন। ব্রহ্মা—কমণ্ডলু, সপ্তর্ষিগণ—কুশ ও সরস্বতী অক্ষমালা প্রদান করিয়াছিলেন। কুবের শ্রীবামনদেবকে ভিক্ষাপাত্র ও শ্রীভবানীদেবী তাঁহাকে ভিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণের দ্বারা প্রবর্ত্তিত অশ্বমেধ-যজ্ঞের যজমান বলির কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবামনদেব স্বৈশ্বর্য্যগৌরবে প্রতি পদক্ষেপে পৃথিবীকে অবনত করিতে করিতে বলিরাজের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন ও নর্ম্মদা নদীর উত্তর তীরে ভৃগুকচ্ছক্ষেত্রে বলির যজ্ঞের মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। মহারাজ বলি শ্রীভগবানের চরণ ধৌত করিয়া ঐ জল মস্তকে ধারণ করিলেন ও পরমতপস্বী-ব্রাহ্মণজ্ঞানে তাঁহাকে স্তব ও যাচকবোধে অভিলষিত দ্রব্য প্রার্থনা করিতেছিলেন। শ্রীবামনদেব 'ত্রিপাদ-ভূমি' যাচ্ঞা করিলেন। শ্রীবলি কিরূপে শ্রীবামনদেবের সেবা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকের অবিদিত নাই।

শ্রীবামনদেব ব্রহ্মকল্পে তিনবার আবির্ভূত হন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বাস্কলি-দৈত্যের যজ্ঞে, তৎপরে বৈবস্বত-মন্বন্তরে ধুন্ধু অসুরের যজ্ঞে গমন করেন এবং তৃতীয় বারে বৈবস্বত-মন্বন্তরে সপ্তম চতুর্যুগে কশ্যপ ও অদিতির পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। অদিতিনন্দনরূপেই বামনাবতার প্রকাশ করিয়া স্বর্গের পুনরুদ্ধার-মানসে বলির নিকট ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞা করেন।

বামনদেব সরল দাতা বলিকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন; বঞ্চক কিরূপে মঙ্গলময় ভগবানের অবতার হইতে পারেন? —ইহা কাহারও কাহারও নিকট সমস্যার বিষয় হইয়াছে। ভগবান্ বঞ্চকগণেরও বঞ্চকশিরোমণি। এই জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগ্যবস্তু বা কর্ম্মমার্গের বিচার লইয়া যাঁহারা জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে আত্মবঞ্চিত ও পরবঞ্চনাকারী তাহাদিগকে পৃথিবীর খণ্ডবস্তু হইতে বঞ্চিত করিয়া আত্ম-সমর্পণকারীকে অনন্ত নিজবস্তু-প্রদানের আদর্শ প্রদর্শনের জন্যই শ্রীবামনদেবের অবতার। শ্রীবামনদেব শ্রীবলিরাজের নিকট ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বলি অগ্রে বুঝিতে পারেন নাই যে, এই ভিক্ষুক সাধারণ ভিক্ষুক নহেন, তিনি অপ্রাকৃত 'বামনদেব'। কিন্তু অসুরদিগের পুরোহিত শুক্রাচার্য্য অসুরগণের গুরুর হিতের জন্য সর্ব্বস্বদানকারী বলিকে ঐরূপ দান করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"ত্রিভিঃ ক্রমৈরিমাঁল্লোকান্ বিশ্বকায়ঃ ক্রমিষ্যতি।
সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্॥"

(ভাঃ ৮।১৯।৩৩)

হে মূঢ়! তুমি বামনমূর্ত্তিকে একটী ক্ষুদ্র নর মনে করিতেছ, এবং ইনি ভিক্ষুক-সজ্জায় আসিয়াছেন বলিয়া ইঁহাকে বুঝিতে পারিতেছ না; কিন্তু ইনি সামান্য ব্যক্তি নহেন। ইঁহাকে দান করিতে গেলে তোমার সম্পত্তিতে কুলাইবে না। ইনি যখন পদ বিস্তার করিবেন, তখন দুই পদে সমস্ত গ্রহণ করিয়া লইবেন; তুমি তৃতীয় চরণের স্থান দিতে পারিবে না। তুমি বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব দিয়া কিরূপে থাকিবে?

বৈকুণ্ঠে ত্রিপাদ বিভূতি; এখানে মাত্র একপাদ। আমাদের দৃষ্টি একপাদযুক্তা। বামনদেব বলিকে কেবল-মাত্র স্বর্গ, মর্ত্ত্য দেখাইয়া সামান্য উপকার করিবেন না, বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত লইয়া যাইবেন। এখানে একটী স্থূল শরীর আর একটি সূক্ষ্ম শরীর। এই দুইটীর যে ব্যোম তাহা অতিক্রম করিয়া তৃতীয় ব্যোম বা চেতনের ব্যোমে। যিনি ভগবানে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেন, তিনি এই ত্রিপাদ বিভূতির রাজ্যের অধিকারী হন। সর্ব্বস্ব দান করা সত্ত্বেও মস্তক অর্থাৎ অহমিকা দান না করিলে, ভগবানের পাদপদ্মের অকপট বলি (উপহার) না হইলে ত্রিপাদ বিভূতির সন্ধান পাওয়া যায় না; ইহা প্রদর্শনের জন্যই আধ্যক্ষিকের নিকট যিনি ক্ষুদ্র খর্ব বলিয়া প্রতিভাত, তিনি তাঁহার বিক্রম প্রকাশিত করিয়া দুই পদের দ্বারাই বলির সমস্ত জাগতিক সম্পদ্ গ্রহণ করিলেন এবং বলির অবনত মস্তকে তৃতীয় পদ বিক্ষেপ করিলেন।

যাঁহারা বলিয়া থাকেন—"বামন যদি করুণাময় ভগবানের অবতারই হইবেন, তাহা হইলে অকাতরে ত্রিভুবন দানকারী বলিকে বন্ধনদুঃখভোগী এবং সুতলে স্থান প্রদান করিলেন কেন? তাহার উত্তর ভগবান্ শ্রীবামনদেবই প্রদান করিয়াছেন,—

ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্ণামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্।
যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাঞ্চাবমন্যতে॥

(ভাঃ ৮।২২।২৪)

শ্রীবামনদেব ব্রহ্মাকে বলিলেন,—"হে ব্রহ্মন্, যে অর্থ-বশতঃ লোকে মত্ত ও জড়বুদ্ধি হইয়া ত্রিজগৎ, এমন কি জগৎপতি আমাকেও অবজ্ঞা করে, আমি কৃপাপূর্ব্বক অনুগ্রহ করি, তাহাদের সেই অর্থই অপহরণ করিয়া থাকি,—

এষ দানবদৈত্যানামগ্রণীঃ কীর্তিবর্দ্ধনঃ ।
অজৈষীদজয়াং মায়াং সীদন্নপি ন মুহ্যতি ॥
ক্ষীণরিক্থশ্চ্যুতঃ স্থানাৎ ক্ষিপ্তো বদ্ধশ্চ শত্রুভিঃ ।
জ্ঞাতিভিশ্চ পরিত্যক্তো যাতনামনুযাপিতঃ ॥
গুরুণা ভর্ৎসিতঃ শপ্তো জহৌ সত্যং ন সুব্রতঃ ।
ছলৈরুক্তো ময়া ধর্ম্মো নায়ং ত্যজতি সত্যবাক্ ॥

(ভাঃ ৮।২২।২৮-৩০)

দানবদৈত্যদিগের অগ্রণী যশস্বী বলিরাজ দুর্জ্জয়া মায়াকে জয় করিয়াছেন। অতএব তিনি ঐশ্বর্য্যবিচ্যুত হইয়াও শ্রেয়োমার্গ হইতে চ্যুত হন নাই।

ধনশূন্য, স্বপদচ্যুত শত্রুগণকর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও বদ্ধ, জ্ঞাতিগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, বন্ধনাদি পীড়াপ্রাপ্ত, গুরুকর্ত্তৃক নিন্দিত ও অভিশপ্ত হইয়াও বলি এই সুব্রত-সত্য পরিত্যাগ করেন নাই। আমি কপটতাপূর্ব্বকই ধর্ম্ম বলিয়াছিলাম, তথাপি সত্যপ্রতিজ্ঞ বলি তাহা পরিত্যাগ করেন নাই।

বলিকে সুতল-প্রদানের কারণও ভগবান্ শ্রীবামনদেব বলিয়াছেন,—

এষ মে প্রাপিতঃ স্থানং দুষ্প্রাপমমরৈরপি ।
সাবর্ণেরন্তরস্যায়ং ভবিতেন্দ্রো মদাশ্রয়ঃ ॥
তাবৎ সুতলমধ্যাস্তাং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতম্ ।
যত্রাধয়ো ব্যাধয়শ্চ ক্লমস্তন্দ্রা পরাভবঃ ।
নোপসর্গা নিবসতাং সম্ভবন্তি মমেক্ষয়া ॥
ন ত্বামভিভবিষ্যন্তি লোকেশাঃ কিমুতাপরে ।
ত্বচ্ছাসনাতিগান্ দৈত্যাংশ্চক্রং মে সূদয়িষ্যতি ॥
রক্ষিষ্যে সর্ব্বতোঽহং ত্বাং সানুগং সপরিচ্ছদম্ ।
সদা সন্নিহিতং বীর তত্র মাং দ্রক্ষ্যতে ভবান্ ॥

(ভাঃ ৮।২২।৩১, ৩২, ৩৪, ৩৫)

অতএব এই বলিকে আমি দেবগণের দুর্লভ পদ প্রদান করিলাম। ইনি আমার আশ্রিত এই সাবর্ণিমনুর অধিকার-কালে ইন্দ্র হইবেন।

ঐ ইন্দ্রপদ প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইনি আমার পর্য্যবেক্ষণে যে-স্থলে আধি, ব্যাধি, ক্লান্তি, তন্দ্রা, পরাভব প্রভৃতি উপদ্রব বর্ত্তমান নাই, বিশ্বকর্ম্ম-বিরচিত সেই সুতল নামক লোকে অবস্থান করিবেন।

সেখানে লোকপালগণও আপনাকে পরাভূত করিতে পারিবেন না, অন্যের কথা আর কি বলিব; সেখানে আমার সুদর্শনচক্র আপনার আজ্ঞালঙ্ঘনকারী দৈত্যগণকে বিনাশ করিবে।

হে বীর, আমি অনুচর ও উপকরণ-সমূহের সহিত আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব। আপনিও আমাকে তথায় সর্ব্বদা নিকটে দেখিতে পাইবেন।

ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর কথা লৌকিক পণ্ডিত, মনীষিগণ কেন বুঝিতে পারেন না, তাহার কারণও শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—

পারং মহিম্ন উরুবিক্রমতো গৃণানো
যঃ পার্থিবানি বিমমে স রজাংসি মর্ত্ত্যঃ ।
কিং জায়মান উত জাত উপৈতি মর্ত্ত্য
ইত্যাহ মন্ত্রদৃগৃষিঃ পুরুষস্য যস্য ॥

(ভাঃ ৮।২৩।২৯)

যে মর্ত্ত্যজীব ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর মহিমার ইয়ত্তা কীর্ত্তন করিতে পারেন, তিনি পৃথিবীর ধূলিকণাও গণনা করিতে সমর্থ। ভবিষ্যতে উৎপন্ন কিংবা বর্ত্তমানে জাত কোন মনুষ্য তাঁহার মহিমার পারে গমন করিতে সমর্থ হইবেন বা হইয়াছেন কি? মন্ত্রদ্রষ্টা বশিষ্ঠ ঋষি এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

আমরা শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের আনুগত্যে ঋঙ্মন্ত্রে শ্রীশ্রীবামনদেবের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলা অনুকীর্ত্তন করিতেছি—"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংসুরে।" "ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্।"

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত

বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মালা

নবপ্রমেয়-সিদ্ধান্ত

(প্রথম গুটি)

প্রথম অধ্যায়

প্রশ্ন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আমাদিগকে কি আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন?

উত্তর। তাঁহার আজ্ঞা এই যে, শ্রীমধ্বাচার্য্য আমাদিগকে গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত যে নয়টী তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমরা বিশেষ যত্নসহকারে প্রতিপালন করিব।

প্র। গুরু-পরম্পরা কাহাকে বলে?

উ। গুরুদিগের আদিগুরু—ভগবান্। তিনি কৃপা করিয়া আদিকবি শ্রীব্রহ্মাকে তত্ত্বোপদেশ করেন। শ্রীব্রহ্মা হইতে শ্রীনারদ, শ্রীনারদ হইতে শ্রীব্যাস এবং ক্রমশঃ শ্রীব্যাস হইতে শ্রীমধ্বাচার্য্য সেই তত্ত্ব শিক্ষা করেন। এই গুরুশিষ্য-ক্রমে যে উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম—গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত উপদেশ।

প্র। শ্রীমধ্বাচার্য্য যে নয়টী তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন, তাহাদের নাম কি?

উ। তাহাদের নাম যথা—

(১) ভগবান্ একমাত্র পরমতত্ত্ব
(২) তিনি অখিল-বেদবেদ্য
(৩) বিশ্ব—সত্য
(৪) ভেদ—সত্য
(৫) জীব—শ্রীহরিদাস
(৬) জীবসকলের অবস্থাভেদে তারতম্য
(৭) ভগবচ্চরণপ্রাপ্তির নাম মোক্ষ
(৮) ভগবানের অমল ভজনই মোক্ষ-লাভের হেতু
(৯) 'প্রত্যক্ষ', 'অনুমান' ও 'শব্দ'—এই তিনটী প্রমাণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবান্ একমাত্র পরমতত্ত্ব

প্রশ্ন। ভগবান্ কে?

উত্তর। যিনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিক্রমে সমস্ত জীব ও জড়কে সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর-স্বরূপে তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এবং ব্রহ্ম-স্বরূপে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চিন্তাতীত, অথচ স্বশক্তি-প্রকাশিত সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে জীবের ভক্তি-বৃত্তির বিষয়ীভূত, তাঁহার নাম—ভগবান্।

প্র। ভগবানের শক্তি কি প্রকার?

উ। ভগবানের শক্তি আমরা সম্যক্ বর্ণন করিতে পারি না। যেহেতু সেই শক্তির সীমা নাই; আমরা সীমাবিশিষ্ট; তজ্জন্যই তাঁহার শক্তিকে 'পরা' শক্তি বলা যায়। যাহা আমাদের নিকট অত্যন্ত অসম্ভব, তাহা তাঁহার পরা শক্তির পক্ষে অবলীলাক্রমে সম্ভব। সমস্ত বিপরীত ধর্ম সেই শক্তির দ্বারা অবলীলাক্রমে চালিত হয়।

প্র। ভগবান্ তবে কি শক্তির অধীন?

উ। ভগবান্ একটী বস্তু এবং শক্তি একটী বস্তু, এরূপ নয়। দাহিকাশক্তি যেমন অগ্নি হইতে অভিন্ন, ভগবানের শক্তিও তদ্রূপ ভগবান্ হইতে অপৃথক্।

প্র। ভগবান্ যদি একমাত্র পরমতত্ত্ব, তবে মহাপ্রভু কৃষ্ণভক্তির উপদেশ কেন দিয়াছিলেন?

উ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টী ভগবানের নিত্য গুণ। কোন গুণের অধিক প্রকাশ এবং কোন গুণের অল্প প্রকাশ অনুসারে ভগবৎস্বরূপের উদয়ভেদ আছে। যেখানে ঐশ্বর্য্যপ্রধান-প্রকাশ, সেখানে পরব্যোমনাথ নারায়ণের উদয়। যেখানে শ্রী বা মাধুর্য্য বলবান্, সেখানে বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের উদয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণই ভগবত্তার সর্ব্বোত্তম প্রকাশ।

প্র। ভগবানের স্বরূপ কত প্রকার?

উ। স্বরূপ—একই প্রকার চিন্ময়, পরমসুন্দর, পরমানন্দময়, সর্ব্বাকর্ষক, লীলাময় ও বিশুদ্ধপ্রেমময়। জীবের

স্বভাব-ভেদে সেই নিত্যস্বরূপের অনন্ত উচ্চ-ভেদ আছে। সেই উচ্চ-ভেদসকলকে মায়াপ্রকৃতির জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ বলিয়া মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই নিত্যানন্দস্বরূপ।

প্র। শ্রীকৃষ্ণলীলা কি?

উ। চিজ্জগতের মধ্যে পরমরমণীয় বিভাগের নাম—শ্রীবৃন্দাবন; তথায় সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলা-সম্পাদকরূপ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণস্বরূপে বিরাজমান। জীবের আনন্দস্বরূপ প্রকাশিত হইলে তথায় পরমানন্দস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার সঙ্গিনীভাবে নিত্য-শ্রীকৃষ্ণলীলায় অধিকার লাভ হয়। সেই লীলায় শোক, জরা বা মৃত্যুর কোন অধিকার নাই। অমল চিদানন্দই সেই লীলার একমাত্র উপকরণ।

প্র। শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক কি?

উ। প্রতিবন্ধক দুইটী—জড়বুদ্ধি এবং জড়চিন্তাতীত হইয়াও নির্বিশেষ-বুদ্ধি।

প্র। জড়বুদ্ধি কি?

উ। জড়ীয় দেশ, কাল, দ্রব্য, আশা, চিন্তা ও কর্ম যে বুদ্ধিকে সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখে, তাহাকে জড়বুদ্ধি বলে। জড়বুদ্ধিক্রমে বৃন্দাবনধামকে জড়ীয় ভূমিরূপে বুদ্ধি করে; কালকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান তিন ভাগে বিকীর্ণ করে; নশ্বর দ্রব্যকেই দ্রব্য বলিয়া জানে; স্বর্গাদি অনিত্য সুখের আশা করে; জড় চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা করিতে পারে না; সভ্যতা, নীতি, বিজ্ঞান, শিল্প ও সাংসারিক উন্নতি প্রভৃতি সকল কর্মকে 'কর্তব্য' মনে করে।

প্র। নির্বিশেষবুদ্ধি কি?

উ। যে ধর্মদ্বারা জড় জগতে দ্রব্যসকল পরস্পর পৃথক্ থাকে, তাহাকে 'বিশেষ' বলে। জড়চিন্তা ত্যাগ করিবামাত্র যিনি ঐ বিশেষকে ত্যাগ করেন, তাঁহার বুদ্ধি নির্বিশেষ হইয়া পড়ে; তিনি আর স্বরূপ দেখিতে পান না, অগত্যা আপনাকে নির্বাণ বা ব্রহ্মলয়াবস্থায় লীন করেন। সেই অবস্থায় আনন্দ থাকে না; চিৎসুখ-রহিত হইলে প্রেম লোপ হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা জড়াতীত বটে, কিন্তু চিদ্বিশেষ-সম্পন্ন।

প্র। শ্রীকৃষ্ণলীলা যদি জড়াতীত, তবে দ্বাপরের শেষে পাশ্চাত্য (যুক্ত) প্রদেশে কিরূপে তাহা লক্ষিত হইয়াছিল?

উ। শ্রীকৃষ্ণলীলা জড়েন্দ্রিয়ের অগোচর বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে তাহা জড়জগতে প্রকট হয়। প্রকট হইয়াও তাহা জড়মিশ্র বা জড়ধর্মাধীন হয় না। শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট—উভয় অবস্থাতেই বিশুদ্ধ চিন্ময়। শ্রীকৃষ্ণলীলা—শুদ্ধ বৈকুণ্ঠগত, শ্রীবৃন্দাবননিষ্ঠ। তাহার প্রপঞ্চে প্রকট বা জীবজগতে উদয়—কেবল তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি ও অপার কৃপাহেতুক। প্রপঞ্চে প্রকটিত হইলেও তাঁহার লীলা হইতে জড়বুদ্ধি-ব্যক্তিগণ সহজে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাতে জড়বুদ্ধিদ্বারা দোষ দর্শন করে। জগাই-মাধাইর ন্যায় যাহারা জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হন, তাহারা সেই তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে নির্দোষ বলিয়া তাঁহাতে আসক্ত হন। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব না বুঝিলে জীবের মঙ্গললাভ হয় না।

প্র। বৈষ্ণবধর্মে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের শিক্ষা আছে। অন্যান্য ধর্মাশ্রিত ব্যক্তিদিগের কি হইবে?

উ। অন্যান্য ধর্মে যে ঈশ্বর, পরমাত্মা ও ব্রহ্মের উপাসনার শিক্ষা আছে, সে সমুদয় কৃষ্ণতত্ত্বের উদ্দেশক। জীবের ক্রমোন্নতিক্রমে অবশেষে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। অন্যধর্ম-সমূহ সম্পূর্ণতা লাভ করিলেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি হইয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে পারতম্যবুদ্ধিই জীবের চরম জ্ঞান।

তৃতীয় অধ্যায়

তিনি অখিলবেদ-বেদ্য

প্রশ্ন। ভগবত্তত্ত্ব কিরূপে জানা যায়?

উত্তর। জীবের স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানের দ্বারা জানা যায়।

প্র। স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান কি?

উ। জ্ঞান দুই প্রকার—স্বতঃসিদ্ধ ও ইন্দ্রিয়লব্ধ। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান—শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ জীবের সত্তাগত তত্ত্ব; তাহা চিদ্বস্তুমাত্রের ন্যায় নিত্য; তাহাকেই 'বেদ' বা 'আম্নায়' বলে। বদ্ধজীবের সহিত সেই সিদ্ধজ্ঞানরূপ বেদ ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাহাই স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান। সাধারণ লোকে যে বিষয়জ্ঞান সংগ্রহ করে, তাহা ইন্দ্রিয়লব্ধ।

প্র। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানে ভগবত্তত্ত্ব জানা যায় কি না?

উ। না। ভগবান্—সমস্ত জড়েন্দ্রিয়ের অতীত; তজ্জন্যই তাঁহাকে 'অধোক্ষজ' বলা যায়। ইন্দ্রিয় ও তদ্দ্বারা পুষ্ট মনোগত যুক্তি সর্বদাই ভগবত্তত্ত্ব হইতে অত্যন্ত দূরে থাকে।

প্র। যদি স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানদ্বারা ভগবান্ লভ্য হন, তবে

আমাদের যে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান আছে, তদ্দ্বারা তিনি লভ্য হউন, বেদ-শাস্ত্রাধ্যয়নের প্রয়োজন কি ?

উ। স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানরূপী বেদ সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মায় আছে। বদ্ধদশায় তারতম্যপ্রযুক্ত ঐ বেদ কাহারও বা প্রকাশিত হন, কাহারও বা আচ্ছাদিত থাকেন। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের উদ্বোধনকল্পে লিপিবদ্ধ বেদসমূহ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

প্র। আমরা শুনিয়াছি ভগবান্—ভক্তিগ্রাহ্য। তাহা হইলে তাঁহাকে জ্ঞানগ্রাহ্য কিরূপে বলিব ?

উ। যাহাকে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান বলে, তাহারই নাম 'ভক্তি'; পরতত্ত্বের সম্বেদনকে কেহ 'জ্ঞান' বলেন, কেহ 'ভক্তি' বলেন।

প্র। তবে ভক্তিশাস্ত্রে কেন জ্ঞানকে তিরস্কার করিয়াছেন ?

উ। স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানকে ভক্তিশাস্ত্র বিশেষ আদর করিয়াছেন; তাহা ব্যতীত জীবের আর শ্রেয়ঃ নাই। কেবল ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র জ্ঞান ও তদতিরিক্ত জ্ঞান অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের তিরস্কার দেখা যায়।

প্র। অখিল বেদশাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—তিনেরই কথা আছে, ইহার মধ্যে কাহার দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ?

উ। সমস্ত বেদবাক্যের সমন্বয় করিয়া দেখিলে ভগবান্ বই আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না। বৈদিক কর্ম্মিগণও চরমে ভগবান্‌কে উদ্দেশ করে। জ্ঞান পরিপক্ব অবস্থায় বিষয় ও নির্ব্বিষয় উভয়াত্মক ভাব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবান্‌কে লক্ষ্য করে। ভক্তি স্বভাবতঃ ভগবানের অনুশীলন করে, অতএব তিনি অখিল-বেদ-বেদ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ্ব—সত্য

প্রশ্ন। কেহ বলেন—এই বিশ্ব মিথ্যা, কেবল মায়া-নির্ম্মিত; ইহাতে বাস্তব কথা কি ?

উত্তর। এই বিশ্ব সত্য, কিন্তু নশ্বর। 'সত্য', 'নিত্য' এই দুইটী বিশেষণের অর্থ—পৃথক্; বিশ্ব নিত্য নয়, অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছায় কোন সময় নষ্ট হইতে পারে। বিশ্ব বাস্তব, মিথ্যা নয়। শাস্ত্রে কোন স্থলে বিশ্বকে যে মিথ্যা বলা হইয়াছে, তাহার দ্বারা কেবল ইহার নশ্বরত্ব বুঝাইবে।

প্র। মায়া কি ?

উ। ভগবানের যে একমাত্র পরাশক্তি আছে; তাঁহার অনন্ত বিক্রমের মধ্যে আমাদের নিকট তিনটী বিক্রমের পরিচয় আছে। সেই তিনটী বিক্রম—(১) চিদ্বিক্রম, (২) জীববিক্রম, (৩) মায়াবিক্রম। চিদ্বিক্রম হইতে ভগবত্তত্ত্বের স্বীয় স্ফূর্ত্তি ও প্রকাশ। জীববিক্রম হইতে অণুচৈতন্যরূপ অনন্ত জীব বিক্ষিপ্ত হইয়াছে; মায়াবিক্রম হইতে এই জড়ীয় বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। মায়াবিক্রম হইতে যাহা কিছু উদ্ভূত হইয়াছে, সেই সমুদয়ই নশ্বর এবং যখন উদ্ভূত হইয়াছে, তখন সেই সমুদয়ই সত্য।

পঞ্চম অধ্যায়

ভেদ—সত্য

প্রশ্ন। জীব ও ভগবান্ উভয়েই যখন চৈতন্যপদার্থ, তখন তাঁহাদের ভেদ কি কাল্পনিক ?

উত্তর। না। ভগবান্—বিভুচৈতন্য এবং জীব—অণুচৈতন্য, তাঁহাদের পরস্পর ভেদ কাল্পনিক নয়, কিন্তু বাস্তবিক। ভগবান্—স্বীয় মায়াশক্তির ঈশ্বর এবং জীব মায়ার অধীন।

প্র। ভেদ কত প্রকার ?

উ। দুই প্রকার—ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক।

প্র। ব্যবহারিক ভেদ কি প্রকার ?

উ। ঘট হইতে পটের ব্যবহারিক ভেদ আছে, কিন্তু উভয়ের কারণ যে মৃত্তিকা, সে অবস্থায় উভয়ের ভেদ নাই, এই ভেদের নাম ব্যবহারিক ভেদ।

প্র। তাত্ত্বিক-ভেদ কি প্রকার ?

উ। একবস্তু অন্যবস্তু হইতে কার্য্য ও কারণ, উভয় অবস্থায় যখন ভেদ স্বীকার করে, তখন তাহাকে 'তাত্ত্বিক' ভেদ বলে।

প্র। জীব ও ভগবানের যে ভেদ তাহা 'ব্যবহারিক,' না 'তাত্ত্বিক' ?

উ। তাত্ত্বিক।

প্র। কেন ?

উ। কোন অবস্থাতেই জীব ভগবান্ হইবে না।

প্র। তবে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের কিরূপে অর্থ করা যায় ?

উ। শ্বেতকেতুকে উপদেশ করা হইল যে, 'তুমি জীব, জড়-জাতীয় নহ, কিন্তু চৈতন্যজাতীয়। এইরূপ উপদেশ হইতে বুঝিতে হইবে না যে, তুমি বিভুচৈতন্য।'

প্র। তবে কি জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-বাক্য ব্যবহার করা যাইবে না?

উ। জীবপক্ষ হইতে বিচার করিলে ভেদই নিত্য হয়; ব্রহ্মপক্ষ হইতে বিচার করিলে অভেদ নিত্য হয়। অতএব ভেদ ও অভেদ—একই কালে নিত্য ও সত্য।

প্র। এরূপ বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত কিরূপে মানা যায়?

উ। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা বিরুদ্ধ-তত্ত্বসকলই সামঞ্জস্য লাভ করে; ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীবের পক্ষে তাহা অসম্ভব বোধ হয়।

প্র। তবে অভেদবাদের তিরস্কার কি জন্য শুনিতে হয়?

উ। অভেদবাদীরা কেবল অভেদকে নিত্য বলেন, ভেদকে অনিত্য বলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য ভেদকে নিত্য বলিয়া সংস্থাপন করায় অচিন্ত্য-'ভেদাভেদ-মত'ই যথার্থ নিশ্চিত হইয়াছে। ভেদাভেদবাদীর দোষ নাই; কেবল-ভেদবাদী বা কেবল-অভেদবাদীরা একপক্ষের পক্ষপাত-দোষে দূষিত।

প্র। কেবল-অভেদবাদ কাহাদের মত?

উ। নির্ব্বিশেষবাদীরাই কেবল-অভেদ স্বীকার করেন। সবিশেষবাদীরা কেবল-অভেদ স্বীকার করেন না।

প্র। সবিশেষবাদ কাহার মত?

উ। সবিশেষবাদ—সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মত।

প্র। বৈষ্ণবদিগের কয়টী সম্প্রদায়?

উ। চারিটী সম্প্রদায়—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও শুদ্ধাদ্বৈত।

প্র। ইহাদের মধ্যে কি কি বিষয়ে ভেদ?

উ। ইহাদের মধ্যে বাস্তব ভেদ নাই; ইঁহারা সকলে সবিশেষবাদী। ইঁহারা কেবল-অভেদবাদ মানেন না। ইঁহারা সকলেই ভগবৎপরায়ণ এবং ভগবদ্ভক্তি স্বীকার করেন। দ্বৈতবাদী বলেন যে, কেবল-অদ্বৈতবাদ—নিতান্ত অসম্মত; তিনি দ্বৈতবাদের নিত্যতা দেখাইয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যের এই মত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন যে, বিশেষ্য বস্তু—বিশেষণবিশিষ্ট; অতএব কেবলাদ্বৈত নহেন। দ্বৈতাদ্বৈত মতটী অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে কেবল-অদ্বৈতবাদকে তিরস্কার করেন। শুদ্ধাদ্বৈতমতও কেবল-অদ্বৈতকে তিরস্কার-পূর্ব্বক শুদ্ধরূপ বিশেষণদ্বারা নিজের প্রতিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভালরূপে বুঝিয়া দেখিলে উক্ত চারি মতে কোন ভেদ নাই।

প্র। তবে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কেবল মাধ্বমতকে কেন অঙ্গীকার করিলেন?

উ। মাধ্বমতের বিশেষ গুণ এই যে, কেবল-অদ্বৈতবাদরূপ ভ্রমকে অধিক স্পষ্টরূপে খণ্ডন করে। ঐ মতে অবস্থান করিলে অভেদবাদরূপ পীড়া অনেক দূরে থাকে। দুর্ব্বল মানবের নিস্তার করণের জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ঐ মতকে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা অন্য তিন মতের কোন প্রকার লঘুতা মনে করিতে হইবে না। সবিশেষবাদ যে মতে, যে-কোন প্রকারে থাকুক, অবশ্যই জীবের নিত্যমঙ্গল বিধান করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীব—হরিদাস

প্রশ্ন। জীবের নিত্যধর্ম্ম কি?

উত্তর। কৃষ্ণদাস্যই জীবের নিত্যধর্ম্ম।

প্র। জীবের বৈধর্ম্ম্য কি?

উ। অভেদবাদ স্বীকারপূর্ব্বক জীব নির্ব্বাণ অনুসন্ধান অথবা জড়গত সুখ বা সামর্থ্য অন্বেষণ করাই জীবের বৈধর্ম্ম্য।

প্র। সে-সমস্ত কার্য্যকে কেন বৈধর্ম্ম্য বলি?

উ। জীব—চিন্ময়; চিন্ময় বস্তুমাত্রেরই ধর্ম্ম—আনন্দ বা প্রীতি। নির্ব্বিশেষবাদে আনন্দ নাই। কেবল চরম নির্ব্বাণই একমাত্র প্রয়োজন। জড়ীয় বিশেষ-(বৈশেষিক) বাদে জীবের চিদ্ধর্ম্মের বিশেষ হানি। নির্ব্বিশেষবাদ বা জড়বাদ উভয়ই জীবের বৈধর্ম্ম্য।

প্র। জড়গত সুখ কাহারা অন্বেষণ করেন?

উ। ধর্ম্মজড় পুরুষগণই ধর্ম্মমার্গে স্বর্গাদি জড়সুখ অন্বেষণ করেন।

প্র। জড়গত সামর্থ্য কাহারা অন্বেষণ করেন?

উ। অষ্টাঙ্গ-যোগীদিগের মধ্যে যাহারা সিদ্ধ, তাহারা এবং হঠ-যোগিগণ বিভূতিরূপে জড় সামর্থ্যই অন্বেষণ করেন।

প্র। জড়জগতের সুখ বা নির্ব্বাণ তিরস্কৃত হইলে জীবের আর কি রহিল?

উ। জীবের নিত্যসুখ রহিল। প্রাগুক্ত দুই প্রকার সুখই সোপাধিক, নিত্যসুখানুভূতিই নিরুপাধিক।

প্র। নিত্যসুখানুভূতি কি?

উ। জড়সম্বন্ধরহিত জীবের যে শুদ্ধচৈতন্যগত কৃষ্ণানুশীলন-সুখ, তাহাই নিত্যসুখ।

সপ্তম অধ্যায়

জীবের তারতম্য

প্রশ্ন। সকল জীব কি এক প্রকার, না তাহাদের তারতম্য আছে?

উত্তর। তারতম্য আছে।

প্র। কতপ্রকার তারতম্য আছে?

উ। দুইপ্রকার তারতম্য—স্বরূপগত তারতম্য ও উপাধিগত তারতম্য।

প্র। জীবের উপাধি কি?

উ। কৃষ্ণবৈমুখ্যবশতঃ মায়াসমূহই জীবের উপাধি।

প্র। সকল জীবই কেন নিরুপাধিক না থাকিল?

উ। যাঁহারা দাস্য ব্যতীত আর কিছুই অঙ্গীকার করিলেন না, তাঁহারা স্বীয় স্বরূপগত নিরুপাধিকত্ব পরিত্যাগ করেন নাই; তাঁহাদের কৃষ্ণদাস্য নিত্য। যাঁহারা ভোগকে সার মনে করিয়া কৃষ্ণবিমুখতা স্বীকার করিলেন, তাঁহারা মায়ানির্ম্মিত এই কারাগাররূপ বিশ্বে আবদ্ধ হইলেন।

প্র। কৃষ্ণ যদি এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইতে জীবকে রক্ষা করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত; কেন তাহা না করিলেন?

উ। এবিষয়ে জীবের যদি স্বতন্ত্রতা না থাকিত, তাহা হইলে জীবের স্বরূপটী জড়সাম্য লাভ করিত; তাহাতে চিদ্বস্তুর যে স্বতন্ত্রানন্দ, তাহা লাভ হইত না।

প্র। জীবের স্বরূপ কি?

উ। জীব চিদ্বস্তু; দাস্যই তাহার ধর্ম্ম।

প্র। স্বরূপগত তারতম্য কত প্রকার?

উ। পঞ্চপ্রকার। চিজ্জগতে যে পাঁচটী নিত্যরস আছে, সেই সেই রসে অবস্থিত হইয়া জীবের স্বরূপগত তারতম্য।

প্র। পাঁচ প্রকার রস কি কি?

উ। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার।

প্র। ঐ পাঁচটী শব্দের অর্থ বলুন।

উ। (১) সম্বন্ধহীন কৃষ্ণানুরক্তির নাম—শান্তরতি; (২) সম্বন্ধযুক্ত কিন্তু মর্য্যাদাপূর্ণ কৃষ্ণানুরক্তির নাম—দাস্যরতি; (৩) সম্বন্ধযুক্ত, মর্য্যাদাহীন, অথচ বিশ্রম্ভযুক্ত কৃষ্ণানুরক্তির নাম—সখ্যরতি; (৪) সম্বন্ধযুক্ত, স্নেহপূর্ণ কৃষ্ণানুরক্তির নাম—বাৎসল্যরতি এবং (৫) সৌন্দর্য্যযুক্ত দাম্পত্য-প্রায় রতির নাম—শৃঙ্গার-রতি।

প্র। রতি ও রসে ভেদ কি?

উ। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী (চতুষ্টয়) যোগে রতি পুষ্ট হইলে নিত্যসিদ্ধ রসের উদয় হয়। রস—পরমানন্দস্বরূপ।

প্র। উপাধিগত তারতম্য কত প্রকার?

উ। তিন প্রকার, যথা—(১) আচ্ছাদিত-চেতন জীব, যেমন বৃক্ষাদি; (২) সঙ্কোচিত-চেতন জীব, যেমন পশু-পক্ষী; (৩) মুকুলিত-চেতন জীব, যেমন ভক্তিশূন্য নর।

প্র। মুক্ত ও বদ্ধভেদে জীব কত প্রকার?

উ। তিন প্রকার; যথা—(১) নিত্যমুক্ত অর্থাৎ জড়াতীত; (২) বদ্ধমুক্ত অর্থাৎ জড়ে আছে কিন্তু আবদ্ধ নয়; (৩) নিত্যবদ্ধ অর্থাৎ জড়ে আবদ্ধ।

প্র। ইহার মধ্যে কাহারা নিত্যবদ্ধ?

উ। আচ্ছাদিত-চেতন, সঙ্কোচিত-চেতন ও মুকুলিত-চেতন—এই তিন প্রকার জীবই নিত্যবদ্ধ।

প্র। বদ্ধমুক্ত জীব কত প্রকার?

উ। দুই প্রকার—(১) বিকচিত-চেতন অর্থাৎ সাধক-ভক্ত; (২) পূর্ণবিকচিত-চেতন অর্থাৎ ([illegible]) ভাবভক্ত।

প্র। নিত্যবদ্ধ ও বদ্ধমুক্ত জীবসকল কোথায় থাকে?

উ। এই মায়িক বিশ্বে।

প্র। নিত্যমুক্ত জীব কোথায় থাকে?

উ। চিজ্জগতে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে।

প্র। মুকুলিতচেতন জীবের তারতম্য কত প্রকার?

উ। অনেক প্রকার, তত্ত্বাবধান-প্রক্রিয়াদ্বারা তাহাদিগকে বহু-প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা—

(১) অসভ্য মূর্খ নর, যেমন—পুলিন্দ, শবরাদি।

(২) সভ্য, জড়বিজ্ঞান ও শিল্প-বিজ্ঞানাদি-সম্পন্ন নর—যাহার নীতি ও ঈশ্বর-বিশ্বাস নাই, যেমন—ম্লেচ্ছাদি।

(৩) নিরীশ্বর অথচ সভ্য-নীতিপরায়ণ নর, যেমন—বৌদ্ধাদি।

(৪) কল্পিত-ঈশ্বরবাদ-(বিশ্বাস)যুক্ত প্রীতি-পরায়ণ; যেমন—কর্ম্মবাদিগণ।

(৫) বাস্তব ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াও যে নর ভক্তি স্বীকার করে নাই।

(৬) নির্ব্বিশেষবাদ-পরায়ণ নর; ইহাকে জ্ঞানকাণ্ডী বলে।

প্র। ইহাদের তারতম্য কি প্রকার?

উ। আচ্ছাদিত-চেতন হইতে মুকুলিত-চেতন পর্য্যন্ত ভক্তিভাবের উপযোগিতার তারতম্যানুসারে ঐ সকল জীবের তারতম্য বিচারিত হয়। বিকচিত-চেতন ও পূর্ণবিকচিত-চেতনের যে তারতম্য, তাহা স্পষ্ট।

অষ্টম অধ্যায়

কৃষ্ণাপ্তি-লাভই মোক্ষ

প্রশ্ন। মোক্ষ কত প্রকার?

উত্তর। লোকে—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্যকে মোক্ষ বলে। তন্মধ্যে সাযুজ্যনির্ব্বাণ ও একত্ব-বাসনারূপ যে মোক্ষ-চিন্তা, তাহা নির্ব্বিশেষবাদের অন্তর্গত ভ্রমবিশেষ; জীবের তাহা চিন্তনীয় নয়, ব্রহ্ম-পক্ষ হইতে বিচার করিলে তাহা একপ্রকার সিদ্ধ হয়। যখন যুগপৎ ভেদাভেদই সত্য বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছে, তখন ভেদনাশক একমাত্র অভেদবাদ স্থায়ী হইতে পারে না।

প্র। তবে প্রকৃত মোক্ষ কাহাকে বলি?

উ। নিত্যরূপে কৃষ্ণচরণাশ্রয়-লাভকেই মোক্ষ বলি।

প্র। চরণাশ্রয়লাভকে কেন মোক্ষ বলিব?

উ। কৃষ্ণচরণাশ্রয় ও অজ্ঞানবন্ধ-মোচন যুগপৎ উপস্থিত হয়। মোচন-কার্য্যটি ক্ষণিক উপস্থিত হইয়া অবসান করত পর্য্যবসিত হয়। কৃষ্ণচরণামৃতপানানন্দই নিত্যস্বরূপে অবস্থিত; অতএব আর কাহাকে মোক্ষ বলিব?

প্র। একটী উদাহরণ দিয়া বলুন।

উ। দীপ প্রজ্বলিত হওয়া ও অন্ধকার-নাশ যুগপৎ উদিত হয়। অন্ধকার-নাশ—মোক্ষস্থানীয় তত্ত্ব এবং দীপালোক কৃষ্ণচরণামৃতস্থানীয় তত্ত্ব। দীপালোক—নিত্য; আর অন্ধকার-নাশ নিত্য নয়, কোন সময় হইয়া থাকে; আলোক-প্রকাশই নিত্যতত্ত্ব।

নবম অধ্যায়

অমল কৃষ্ণভজনই মোক্ষজনক

প্রশ্ন। কৃষ্ণচরণামৃতপানরূপ মোক্ষ কি করিলে পাওয়া যায়?

উত্তর। অমল কৃষ্ণভজন করিলে কৃষ্ণচরণামৃত লাভ হয়।

প্র। অমল কৃষ্ণভজন কাহাকে বলে?

উ। জড়বদ্ধজীব কৃষ্ণদাস্য লাভের জন্য যে সাধারণ মলশূন্য ভজন করেন, তাহারই নাম অমল কৃষ্ণভজন।

প্র। কৃষ্ণ-ভজনের মল কি কি?

উ। ভোগবাঞ্ছা, নির্ব্বিশেষগতি-বাসনা ও সিদ্ধিকামনা—এই তিনটী ভজন-মল।

প্র। ভোগবাঞ্ছা কাহাকে বলে?

উ। ঐহিক ইন্দ্রিয়সুখভোগ, পারত্রিক স্বর্গাদিভোগ ও শুষ্কবৈরাগ্যগত শান্তিসুখ, এই তিনপ্রকার ভোগবাঞ্ছা।

প্র। ইন্দ্রিয়-বিষয়-ত্যাগ, পরকালে সুখজনক ধর্ম্মত্যাগ ও বৈরাগ্য বিসর্জ্জন করিলে কিরূপে দেহরক্ষা হইবে, জগতের মঙ্গল সাধিত হইবে এবং বিষয়গ্রহণজনিত কষ্ট নিবৃত্তি হইবে?

উ। ইন্দ্রিয়বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে না, জগন্মঙ্গল-জনক ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে না এবং শান্তিজনক বৈরাগ্যকে অনাদর করিতে হইবে না। তত্তদ্বিষয়ে যে ভোগবাঞ্ছা ও আগ্রহ তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে।

প্র। তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হয়?

উ। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন পর্য্যন্ত সমস্ত শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কার্য্য কর। ঐসকল কার্য্য এইরূপে কর, যেন তদ্দ্বারা তোমার কৃষ্ণ-ভক্তির সাক্ষাৎ অনুশীলন-কার্য্যের সুন্দর সাহায্য হয়; কোন প্রকারেই যেন তদ্দ্বারা ঐ অনুশীলনের প্রতিবন্ধকতা না হয়। যে কিছু অবসর পাও তাহাতে সাক্ষাৎ অনুশীলন-কার্য্যের দ্বারা ভক্তিবৃত্তির পুষ্টি কর; তাহা হইলে কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও বৈরাগ্য একত্র তোমার পরমোন্নতির সাধক হইবে।

প্র। জড়ীয় কর্ম্মসমূহই চিত্তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ, তাহা করিতে গেলে কিরূপে চিৎস্বভাবের পুষ্টি হইবে?

উ। সমস্ত বিষয়ে বিষয়জ্ঞানে ও বিষয়-সম্বন্ধে কৃষ্ণভক্তি-

অনিত্য ভাববিশেষকে মিশ্রিত কর। শ্রীবিগ্রহ-সেবায় সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিযুক্ত কর; কৃষ্ণ-প্রসাদ-সেবন, কৃষ্ণগুণানু-কীর্ত্তন, কৃষ্ণচরণ-স্পৃষ্ট তুলসীচন্দন আঘ্রাণ, কৃষ্ণকথার শ্রবণ, কীর্ত্তন, কৃষ্ণসেবী ব্যক্তি ও বস্তুর স্পর্শন ও দর্শন ইত্যাদি ক্রিয়াসকলদ্বারা তোমার আত্মার কৃষ্ণানুরক্তি উদ্দীপিত কর। ক্রমশঃ সকল কর্ম্মই কৃষ্ণার্পিত হইলে তাহারা ভাবোদয়ের বাধক না হইয়া সাধক হইয়া পড়িবে।

প্র। যদি শরীর-যাত্রার জন্য সামান্য কর্ম্ম স্বীকার করি এবং অভ্যাসদ্বারা বাসনা নিবৃত্তি করি, তাহা হইলে জ্ঞান-সমাধিক্রমে কৃষ্ণ-ভক্তি উজ্জ্বলরূপে সাধিত হইতে পারে কি না?

উ। না। চিরকাল ইন্দ্রিয়-বিষয় লইয়া আছে, যম, নিয়ম ও প্রত্যাহার-বিষয়ে চেষ্টা করিলেও তাহার ইন্দ্রিয়-বিষয়-নিবৃত্তি দুর্ঘট; যেহেতু রাগকে যতক্ষণ আর একটী সুন্দর বিষয় না দেখাইবে, সে পর্য্যন্ত রাগ পূর্ব্ববিষয় ত্যাগ করিবে না। রাগের স্রোতোমুখে যদি উৎকৃষ্ট বিষয় রাখ, তবে তাহাকে অবলম্বন করত তদগত হইয়া পড়িলে পূর্ব্ব-বিষয় সহজেই পরিত্যক্ত হইবে। অতএব পূর্ব্বে যে প্রণালী উক্ত হইয়াছে, তাহাই অমল কৃষ্ণভজন।

প্র। তবে সমল কৃষ্ণভজন কাহাকে বলি?

উ। কর্ম্মাগ্রহবুদ্ধি, যোগচেষ্টা ও নির্ব্বিশেষ-মুক্তিবাঞ্ছার সহিত যে কৃষ্ণভজন তাহা 'সমল'; তদ্দ্বারা কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি লাভরূপ মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না।

প্র। অমল কৃষ্ণভজনের সংক্ষেপ ব্যবস্থা বলুন।

উ। নিষ্কপটভাবে শরীর ও সংসারযাত্রা-কার্য্যে যাহা কিছু তৎপর হইয়া করা যায়, তাহাকে কৃষ্ণভক্তির সহকারিরূপে 'গৌণী ভক্তি' বলিয়া অবলম্বন কর, যে কিছু অবসর পাও তাহাতে কৃষ্ণভক্তির সাক্ষাৎ অনুশীলন কর।

প্র। সাক্ষাৎ অনুশীলন কত প্রকার ও কি কি?

উ। নব প্রকার; যথা—(১) শ্রবণ; (২) কীর্ত্তন; (৩) স্মরণ; (৪) পাদসেবন; (৫) অর্চ্চন; (৬) বন্দন; (৭) দাস্য; (৮) সখ্য; (৯) আত্মনিবেদন।

প্র। এ সকল অনুশীলনদ্বারা কি হইবে?

উ। ভাবোদয়ক্রমে প্রেমোদয় হইবে।

প্র। প্রেম কি?

উ। বাক্যের দ্বারা বলা যায় না, তাহা রস; অতএব আস্বাদনদ্বারা অবগত হও।

প্র। সাধনকালে কি কি বিষয়ে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য?

উ। বিকর্ম্ম, অকর্ম্ম, কর্ম্মজড়তা, শুষ্কবৈরাগ্য, শুষ্কজ্ঞান ও অপরাধ হইতে সতর্ক হইতে হয়।

প্র। বিকর্ম্ম কতগুলি ও কি কি?

উ। বিকর্ম্ম অনেক প্রকার, নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রবল পাপ, যথা—(১) দ্বেষ, (২) নিষ্ঠুরতা, (৩) ক্রূরতা, (৪) জীবহিংসা, (৫) পরস্ত্রীলোভ, (৬) ক্রোধ, (৭) পরদ্রব্য-লোভ, (৮) স্বার্থপরতা, (৯) মিথ্যা, (১০) অবমাননা, (১১) গর্ব্ব, (১২) চিত্তবিভ্রম, (১৩) অপবিত্রতা, (১৪) অন্যায়-কার্য্য ও (১৫) পরের অপকার।

প্র। অকর্ম্ম কি কি?

উ। নাস্তিকতা, অকৃতজ্ঞতা ও মহৎসেবার অভাব।

প্র। কর্ম্ম কি?

উ। পুণ্যকর্ম্ম-সকলকে কর্ম্ম বলে; পুণ্যকর্ম্ম অনেক প্রকার, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান—(১) পরোপকার, (২) গুরুজনের সেবা, (৩) দান, (৪) ধর্ম্মবুদ্ধি, (৫) সত্য, (৬) পবিত্রতা, (৭) সরলতা, (৮) ক্ষমা, (৯) দয়া, (১০) অধিকার অনুসারে কার্য্য করা, (১১) যুক্তবৈরাগ্য ও (১২) অপক্ষপাত বিচার।

প্র। কর্ম্মজড়তা কি?

উ। পুণ্যকর্ম্মদ্বারা যে জড়ীয় [illegible], তাহাকে যথেষ্ট মনে করিয়া চিন্ময়বৃত্তি লাভ হইতে পরাঙ্মুখ হওয়ার নাম কর্ম্ম-জড়তা।

প্র। শুষ্ক বৈরাগ্য কি?

উ। চেষ্টা করিয়া যে বৈরাগ্য আচরণ হয়, তাহারই নাম শুষ্ক বা ফল্গু-বৈরাগ্য; ভক্তি বৃদ্ধি হইলে যে বৈরাগ্য স্বতঃ উপস্থিত হয়, তাহার নাম বিরক্তি—'যুক্তবৈরাগ্য'।

প্র। শুষ্কজ্ঞান কি?

উ। যে জ্ঞান চিত্তত্ত্বের বিশেষকে দেখিতে না পায়, তাহার নামই শুষ্কজ্ঞান।

প্র। অপরাধ কত প্রকার?

উ। অপরাধ দুই প্রকার—সেবাপরাধ ও নামাপরাধ।

প্র। অমল-ভজন সংক্ষেপতঃ কি প্রকার?

উ। অনাসক্তভাবে সংসার স্বীকার করত গুরুজ্ঞান-লাভপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে জীব মঙ্গল হয়।

দশম অধ্যায়

শব্দ, প্রত্যক্ষ, অনুমান—তিনটী প্রমাণ

প্রশ্ন। প্রমাণ কি?

উত্তর। যাহাদ্বারা সত্য নিরূপিত হয়, তাহাকে প্রমাণ বলে।

প্র। প্রমাণ কয় প্রকার?

উ। তিন প্রকার।

প্র। কি কি?

উ। শব্দ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান।

প্র। শব্দপ্রমাণ কাহাকে বলি?

উ। স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানাবতারস্বরূপ অখিল-বেদই শব্দ-প্রমাণ,—ইহাই সর্ব্বপ্রমাণশ্রেষ্ঠ; যেহেতু ঐ প্রমাণ ব্যতীত প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না।

প্র। কেন প্রত্যক্ষ ও অনুমানদ্বারা 'ঈশ্বর ও পরলোক' লক্ষিত হয় না?

উ। ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানসকলই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ; অনুমান কেবল তদুপরি কোন প্রকার ব্যাপ্তি-বোধ। ইহারা কেবল জগতের জ্ঞান দান করিতে পারে।

প্র। তবে পরমার্থতত্ত্বে প্রত্যক্ষ ও অনুমান কেন স্বীকার করি?

উ। শব্দপ্রমাণ দ্বারা যাহা লব্ধ হয় তাহার পারিপাট্য-সিদ্ধিকার্য্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান কার্য্যকারক হইয়া থাকে।

শ্রীবিদগ্ধ-মাধব ও শ্রীললিত-মাধব নাটকদ্বয়-সম্বন্ধে বক্তব্য

[শ্রীশ্রীরূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
শ্রীহস্তলিখিত অপ্রকাশিত প্রবন্ধ]

শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়-রসাচার্য্য শ্রীমদ্রূপগোস্বামী এই দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া[illegible] শকাব্দা ১৪৫৪ শ্রীগোকুলে বসিয়া মহাত্মা সনাতনাগ্রজ 'বিদগ্ধ-মাধব' গ্রন্থ * রচনা করেন। আবার ১৪৫৯ শকাব্দায় শ্রীভদ্রবনে জ্যৈষ্ঠ মাসের চতুর্থী তিথিতে রবিবারে 'শ্রীললিত-মাধব' গ্রন্থ † সমাপ্ত করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডে যে আখ্যায়িকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার প্রথম বৎসরেই শ্রীরূপ গোস্বামী নীলাচলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকটে আসিয়াছিলেন। যথা, অন্ত্যলীলার অনুবাদে—

প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয়-মিলন।
তা'র মধ্যে দুই নাটকের বিধান শ্রবণ॥

১৪৩৮ শকাব্দায় অন্ত্যলীলা আরম্ভ হয়। সেই বৎসরেই শ্রীরূপগোস্বামী নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করেন; যথা, অন্ত্য প্রথমে—

এথা প্রভু-আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন।
কৃষ্ণলীলা-নাটক করিতে হৈল মন॥
বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিলা।
মঙ্গলাচরণ নান্দী-শ্লোক তথাই লিখিলা॥
পথে চলি' আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে।
কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে॥

• • •

---

* নন্দসিন্ধুবাণেন্দুসংখ্যে সংবৎসরে গতে।
বিদগ্ধমাধবং নাম নাটকং গোকুলে কৃতম্॥

নন্দেষুবেদেন্দুমিতে শকাব্দে
শুক্রস্য মাসস্য তিথৌ চতুর্থ্যাম্।
দিনে দিনেশস্য হরিং প্রণম্য
সমাপয়ং ভদ্রবনে প্রবন্ধম্॥

শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদবর ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

উড়িয়াদেশে সত্যভামাপুর-নামে গ্রাম।
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিলা বিশ্রাম॥
রাত্রে স্বপ্নে দেখে,—এক দিব্যরূপা নারী।
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিলা কৃপা করি'॥
"আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হ'বে বিলক্ষণ॥"
স্বপ্ন দেখি' রূপ-গোসাঞি করিল বিচার।
সত্যভামার আজ্ঞা—পৃথক্ নাটক করিবার॥
ব্রজপুর-লীলা একত্র কৈরাছি ঘটনা।
দুইভাগ করি' এবে করিমু রচনা॥

* * *

আর দিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা।
সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা॥
"কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি' কৃষ্ণ কভু না যান কাহাঁতে॥"
এত কহি' মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
রূপ-গোসাঞি মনে কিছু বিস্ময় হইলা॥
"পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিল।
জানিলু, পৃথক্ নাটক করিতে প্রভু' আজ্ঞা হৈল॥
পূর্ব্বে দুই নাটক ছিল একত্র রচনা।
দুইভাগ করি' এবে করিমু ঘটনা॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য ১ম পঃ ৩৫, ৩৬, ৪০-৪৭,
৬২-৬৬, ৬৮-৭০)

একদিবস শ্রীমহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া শ্রীরূপের গ্রন্থ আলোচনা করেন। তাহাতে ললিত-মাধবের দ্বিতীয়াঙ্ক পর্য্যন্ত বিচারিত হইয়াছিল। বিদগ্ধমাধব তখন একপ্রকার সমাপ্ত হইয়াছিল। ললিত-মাধবের চতুর্থাঙ্ক হইতেও দুই একটি শ্লোক পঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, ১৪৩৮ শকাব্দাতেই বিদগ্ধ-মাধব ও ললিতমাধবের বহুলাংশ বিরচিত হইয়াছিল। কিন্তু বিদগ্ধ-মাধব গ্রন্থের শেষে লেখা আছে যে, ঐ গ্রন্থ ১৪৫৪ শকাব্দায় সম্পূর্ণ হয়। তাহার ৫ বৎসর পরে ললিতমাধব সমাপ্ত হয়। তখন শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রায় ৪ বৎসর অপ্রকট হইয়াছেন। এই অব্দের-বিচারে শ্রীরূপ-গোস্বামীর প্রায় বিংশতি বৎসর বিলম্ব হয়।

এই দুইখানি নাটকগ্রন্থ শ্রীরূপগোস্বামীর পারমার্থিক বিভাবনা-শক্তির অপূর্ব্ব ফল। বিদগ্ধ-মাধবের সর্ব্বত্রই পারকীয় পরম-রসের পরাকাষ্ঠা। রাধাকৃষ্ণের পরম উজ্জ্বল-রসের ইহাতেই বিশ্রাম। গোলক-লীলাই যে ব্রজ-লীলা তাহা ইহাতে প্রবীণরূপে প্রকাশিত আছে। নিত্যলীলাতে যাহা যাহা আবশ্যক, সেই সমুদায় বিদগ্ধ-মাধবে প্রচুররূপে আছে। রাধাকৃষ্ণের নিত্য পারকীয় রসের অপূর্ব্বরূপ অবস্থান এই গ্রন্থে লক্ষিত হয়। যাঁহারা সেই সর্ব্বোচ্চ রসে রসিক, তাঁহাদের এই নাটকপাঠে পরমসুখোদয় হয়। ঐ রসিকগণ দুইপ্রকার, অর্থাৎ একান্ত-আস্বাদক ও সর্ব্বাঙ্গ-আস্বাদক। একান্ত-আস্বাদকেরা প্রায়ই কেবল বিদগ্ধ-মাধবের বিশেষ আদর করিয়া ললিত-মাধবকে শুষ্কবৎ-প্রলাপ-রূপ সম্ভ্রম করিয়া থাকেন। সর্ব্বাঙ্গ-আস্বাদকগণ উভয় গ্রন্থের তাৎপর্য্য বোধ করিয়া উভয় গ্রন্থে সমান সুখ লাভ করেন। যে-পর্য্যন্ত উভয় গ্রন্থের তাৎপর্য্যবোধ না হয়, সে পর্য্যন্ত ললিত-মাধবের আদর হয় না।

ভক্ত সৌ • • দাস ললিত-মাধব পাঠ করিয়া শ্রীমতী রাধিকার বনপ্রবেশ-বার্ত্তায় ও পরে সত্যভামারূপে কৃষ্ণের সহিত বিবাহে সুখ না পাইয়া শ্রীরূপগোস্বামীর নিম্নলিখিত শ্লোকের ভাব-বিরোধ-দৃষ্টে খেদান্বিত হন।

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র-মিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুর-মুরলী-পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিন-বিপিনায় স্পৃহয়তি॥

ভক্ত সৌ • • র চিত্তে যে সংশয় ও দুঃখ হইয়াছে, তন্নিবৃত্তির জন্য আমরা ঐ উভয় গ্রন্থ ভাল করিয়া আলোচনা করত এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, উভয় গ্রন্থেরই একই সিদ্ধান্ত ও তাৎপর্য্য। শ্রীরূপের কৃত উভয় গ্রন্থেই তুল্যরূপে পারকীয় পরমরসে সিক্ত। বিদগ্ধ-মাধবে ঐ রসের অন্বয়-রূপে আলোচনা, আবার ললিত-মাধবে ঐ রসের ব্যতিরেক-ভাবে আলোচনা। যাঁহারা রাধাকৃষ্ণের অপার অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-রসে স্নিগ্ধ, তাঁহাদের উভয় গ্রন্থেই অখণ্ড রসপ্রাপ্তি হয়। ব্রজে যেরূপ সম্ভোগ-রস বৃদ্ধির জন্য বিপ্রলম্ভের উদয় এবং রাধার একান্ত প্রেম উজ্জ্বল করিবার জন্য শ্রীচন্দ্রাবলীর প্রতিপক্ষতা, সেইরূপ দ্বারকায় ভাবভেদে নব-বৃন্দাবনে উদাত্ত নায়কের লালিত্য উদয়ের দ্বারা নূতন

প্রকারের সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ অঙ্কিত করিয়াছেন। যে-রূপেই হউক, স্বকীয় রসে সমর্থা রতি নাই, কেবল সমঞ্জসা রতির উৎপন্না হইতে পারে, তাহাই এই নব-বৃন্দাবন-লীলায় প্রকাশ করিয়া ব্রজের নিত্য পারকীয় রসের প্রশংসা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ললিত-মাধবের দশমাঙ্কে নিম্নলিখিত পদ্যগুলিতে শ্রীমতীর প্রার্থনা-বাক্য কেবল ব্রজের পারকীয় রসের নিত্যতা সিদ্ধি করে।

সখ্যস্তা মিলিতা নিসর্গমধুরপ্রেমাভিরামীকৃতা
যামীয়ং সমগংস্ত সংস্তববতী শ্বশ্রূশ্চ গোষ্ঠেশ্বরী।
বৃন্দারণ্য-নিকুঞ্জধাম্নি ভবতা সঙ্গোঽপ্যয়ং রঙ্গবান্
সংবৃত্তঃ কিমতঃ পরং প্রিয়তরং কর্তব্যমত্রাস্তি মে॥

তথাপীদম্—

চিরাদাশামাত্রং ত্বয়ি বিরচয়ন্তঃ স্থিরধিয়ো
বিদধ্যুর্যে বাসং মধুরিম-গভীরে মধুপুরে।
দধানঃ কৈশোরে বয়সি সখিতাং গোকুলপতে!
প্রপদ্যেথাস্তেষাং পরিচয়মবশ্যং নয়নয়োঃ॥

কিঞ্চ—

যা তে লীলাপদ-পরিমলোদ্গারি-বন্যাপরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সংবীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসি-বেণু-বিহারম্॥

শ্রীকৃষ্ণও তাহাতে তথাস্তু বলিয়াছেন।

শ্রীবিদগ্ধমাধবের সপ্তমাঙ্কেও এইভাবে পৌর্ণমাসী দেবী প্রার্থনা করিয়াছেন,—

প্রথয়ন্ তবরূপমাধুরীমধিবৃন্দাবন-কুঞ্জ-কন্দরম্।
সহ রাধিকয়া ভবান্ সদা কলয়ন্নস্তু কেলি-বিভ্রমম্॥

শ্রীমদ্রূপগোস্বামীর সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাই নিত্য। ব্রজলীলা, মাথুর-লীলা ও দ্বারকা-লীলা সমস্তই নিত্য। প্রকট ও অপ্রকটভেদে লীলা দুই প্রকার। কৃষ্ণের ইচ্ছানুরূপ লীলাশক্তি লীলাকে প্রকট ও অপ্রকট-ভেদে দ্বিবিধ করিয়া প্রকাশ করেন। যে লীলা প্রপঞ্চ-গোচর, তাহাই প্রকট। যাহা প্রপঞ্চ-গোচর নয়, তাহাই অপ্রকট। অপ্রকট-লীলায় ব্রজ-লীলা, মাথুর-লীলা ও দ্বারকা-লীলা আছে। ব্রজ ও মাথুর-লীলার অন্যতম নাম গোলোক-লীলা। দ্বারকা-লীলাকে বৈকুণ্ঠের শ্রীকৃষ্ণলীলা বলিয়াছেন। যে রূপ অপ্রকট-লীলায় আছে, সেই রূপ প্রকট-লীলায়ও প্রকাশ পায়। যথা, শ্রীলঘুভাগবতামৃতে,—

অদ্যাপি গোকুলে তত্র মাধুরী সর্বতোঽধিকা॥
(শ্রীলঘুভাঃ, পূর্বখণ্ড ২৮০)

তত্রৈব—

মাথুরং দ্বিবিধং প্রোক্তং মাথুরং দ্বারকা তথা।
মাথুরঞ্চ দ্বিধা প্রাহুর্গোকুলং পুরমেব চ॥
যত্তু গোলোকনাম স্যাৎ তচ্চ গোকুলবৈভবম্॥
(শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্, পূর্বখণ্ড ২৭৭)

অতএব ব্রজলীলাই প্রকট ও অপ্রকট অবস্থায় সর্বোত্তম। প্রকট অবস্থায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

ব্রজে প্রকটলীলায়াং ত্রীন্ মাসান্ বিরহোৎসুকাঃ।
তত্রাপ্যজনি বিস্ফূর্তিঃ প্রাদুর্ভাবোপমা হরেঃ।
ত্রিমাস্যাঃ পরতস্তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণেন সঙ্গতিঃ॥
(শ্রীলঘুভাঃ পূঃ খঃ ২৬৯)

লীলাভেদে দ্বারকাসম্বন্ধিতে স্বয়ং কৃষ্ণের বাসুদেবত্ব প্রকাশ হইয়া থাকে,—

অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং ব্রজেৎ।
ব্রজেশনন্দনাখ্যস্ত যাং যান্ বাসুদেবতাম্॥
(শ্রীলঘুভাঃ পূঃ খঃ ২৬৮)

সেই লীলা ব্রজবাসীদের সম্বন্ধে যথাবৎ প্রকাশ পায়, যথা,—

ব্রজে বিহরমাণেঽস্মিন্ প্রাদুর্ভাবে হরৌ তদা।
অভূৎ তত্র পুরে যাত্রা যথাবৎ ব্রজবাসিনাম্॥
(ঐ ২৭০)

তাৎপর্য্য এই যে, ব্রজ-পরিকরে দ্বারকাস্ফূর্তি সম্যক্ কল্পিত। কৃষ্ণ যখন যে লীলা করেন, ব্রজবাসিগণ তাহাতেও কল্পিত সুখ লাভ করিবার জন্য দ্বারকাদিতে গমন করেন। বৃষভানুপুত্রী ও তৎসহচরীগণেরও সেইরূপ কৃষ্ণবিরহে দ্বারকা-লীলা-সংযোগ কোন কোন পুরাণে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সেই ইঙ্গিত অবলম্বন-পূর্বক শ্রীরূপগোস্বামী ললিত-মাধব রচনা করিয়াছেন। দ্বারকায় স্বকীয় ভাবের রসাস্বাদন কৃষ্ণের পক্ষে নায়ক-ভেদ-প্রদর্শনমাত্র। সেরূপ নায়কত্ব দেখাইয়া কৃষ্ণ ব্রজলীলার মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন। তাঁহার সম্ভোগ সমৃদ্ধিমান্ হইলেও সমর্থা রতির অভাবে তৎকালে নাগর-

নাগরী উভয়ের রমণসুখ-বাসনা হয়, যথা, শ্রীললিতমাধবে শ্রীরাধিকা,—

(নিজং রূপং) বহিরঙ্গ-জনাদন্যতমা শ্রীগোকুলমণি স-মস্তৈশ্বর্যস্থাপয়েতি।

(শ্রীললিতমাধবে, ১০ম অঙ্ক ৩৭)

কৃষ্ণ বলিলেন, প্রিয়ে! তাহাই করি। একানংশা দেবী বলিয়াছেন,—

সখি রাধে! মাত্র সংশয়ং কৃথাঃ, যতো ভবত্যাঃ শ্রীমদ্-গোকুলে তত্রৈব বর্ত্ততে কিন্তু মদীয় মায়াকল্পোপপাদিতস্বরূপা প্রকটিতম্। অতস্তত্রসমবস্থিতাঃ কৃষ্ণোঽংশেণ্য তত্র গত এব প্রতীয়তাম্॥

(শ্রীললিতমাধব ১০মাঙ্ক ৩৭)

তাৎপর্য্য এই যে, দ্বারকা-লীলা সমস্ত শ্রীযোগমায়া-কর্তৃক প্রত্যায়িত। স্বকীয় মধুরতায় শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে নিত্য পারকীয় পুষ্টির জন্য শ্রীযোগমায়ার খেলামাত্র।

শ্রীবিদগ্ধমাধবের প্রথমাঙ্কে শ্রীপৌর্ণমাসী বলিয়াছেন যে, শ্রীগোপিকাদিগের বিবাহ বস্তুতঃ মিথ্যা, শ্রীযোগমায়া তাহা সত্যের ন্যায় প্রতীত করাইয়াছেন। সুতরাং গোপীদিগের অন্যের সহিত বা কৃষ্ণের সহিত বিবাহ সমস্তই মায়া-প্রত্যায়িত, সত্য নয়। শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবল্যাদি সকলেই কৃষ্ণের পারকীয় নিত্যসখী। অনাদিকাল হইতে রসের পুষ্টির জন্য নিত্য পারকীয় ভাবের অভিমান থাকায় গোলোকে ও দ্বারকায় তাঁহাদের স্বকীয় স্বভাব হয় নাই। দ্বারকা বা বৈকুণ্ঠে বাসুদেবের সহিত তাঁহাদের লীলা কেবল স্বকীয়ভাবে, তাহাও আবিষ্কৃত, তাঁহাদের একটি রসবিশেষ।

ব্রজলীলা—নিত্য। নন্দনন্দন কৃষ্ণ কখনই ব্রজ ত্যাগ করিয়া কোথাও যান না। শ্রীমতী পরা শক্তি রাধিকাও স্বরূপে ব্রজ ত্যাগ করিয়া কোথাও যান না। তাঁহাদের প্রকাশবিশেষ বাসুদেবের লীলানুমোদনের জন্য মহিষ্যাদিরূপে প্রতীয়মান হ'ন, এই মাত্র। অতএব শ্রীমতীর বনপ্রবেশাদি লীলা কৃষ্ণ-বিরহে মৃতি ইত্যাদির ন্যায় সমস্ত এক একটি দশামাত্র। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের বিকার-মধ্যে এই সকল লীলাও পরমানন্দের হেতু হইয়া থাকে।

আনন্দ-বৃন্দ-সদনে দধৎ-বাদি
প্রিয়ণ-নাটক-কলানি বিলাপবৃত্তি।
রাধা-সহাম্বুজ-মুখ্য-নিধানপদ্ম
মাধবেন্দিতাৰ্য্যবিলে হরিদাসপদ্মোঃ॥

সাধু-বৈষ্ণবরাজ

গৌরশক্তিস্বরূপ, প্রেমভক্তি-সদ্রূপ,
জয় জয় শ্রীভক্তিবিনোদ।
সৎচিদানন্দময়, কৃপাগুণ মহাশয়,
নমো নমঃ শ্রীনামপ্রমোদ।
কলি দুঃখময় হৈয়া, শুদ্ধ ভক্তি আবরিয়া,
চৌদিকে ভরিল অজ্ঞান।
কৃপাময় গৌরহরি, কলি-জীবে কৃপা করি,
তোমায় পাঠিলা বরাজন।
জয় জয় ভক্তিবিনোদ।
শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচার-প্রমোদ।

ভক্তিপথ-বিঘ্ন যত, চূর্ণ করি' অবিরত,
জগজনে দিলে কৃপাধন।
প্রতিকূলে পরিত্যাগ, অনুকূলে অনুরাগ,
শিক্ষা দিলে কৃষ্ণানুশীলন।
দুর্বর্ণের ঘোর মাঝে, নানা অসৎ মতবাদে,
মত্ত হবে জগৎ-সমাজ।
সে সময়ে ভগবান, পাঠালেন বিশ্বধাম,
তোমা যেন 'সাধু-বৈষ্ণবরাজ॥'
নমো নমঃ শ্রীভক্তিবিনোদ।
কৃষ্ণকথা-প্রচার-প্রমোদ।

জীব-রূপ-সনাতন, কৃষ্ণদাস-বৃন্দাবন,
দাস-গুরু মহাজন যত।
হ'য়ে সেবা-কুতূহলী, গোবিন্দের গুণাবলী,
গ্রন্থমূলে ক'রেছে ব্যকত।
গৌড়ীয় সুধা-সার, করিয়াছ সুবিস্তার,
কত শত গ্রন্থের ভিতরে।
করিতে জীবের হিত, করিয়াছ সংযোজিত,
কল্যাণকল্পতরুবরে।
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, সৃষ্টি করি অবিরত,
ভক্তগণে সঞ্চারিছ প্রাণ।
(কলি) কোলাহল ভেদ করি, তাই আজি দল ভরি',
গায় সবে কৃষ্ণগুণগান।
গীতমালা-গীতাবলী, আর যত গ্রন্থাবলী—
জৈবধর্ম, শ্রীশরণাগতি।
শত ভক্তিগ্রন্থসারে, জানাইলে বারে বারে,
কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তমা গতি।
বেদ, গীতা, ভাগবত, কহেন যে অভিমত,
শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের সার।
বঙ্গভাষা ধন্য ক'রে, বিলাইলে অকাতরে,
সেই সব ব্রজকথাসার।
"সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া";
হরি বিদ্যাবধূর জীবন।
কৃষ্ণহীন যে সাহিত্য, তা'তে নাই প্রীতি নিত্য,
সে কেবল মায়ার তর্পণ।
মদন-মদের রবে, ইহা জানাইয়া সবে,
ডাকিয়াছ সাহিত্য-সেবায়।
যে রসের রসেশ্বরে, কৃষ্ণপ্রীতি জন্মে মনে,
অর্থযোগ দূরেতে পলায়।
জ্ঞান-যোগ, কর্ম-যোগ, সকলি তো কর্মভোগ,
চতুর্বর্গ—নিছক ছলনা।
ভক্তযোগ নাহি যার, ক্লেশের নিগড়ে দৃঢ়,
পায় জীব অশেষ যাতনা।
নিবারিয়া কাব্যব্যাধি, কৃষ্ণকথা-সুধানিধি,
জগৎ-সাগরে ভাসাইতে যান।

তুমি সাধু-বৈষ্ণবরাজ, আসিয়া অবনী-মাঝ,
মহৌষধ করিলে প্রদান।
ভুক্তি-মুক্তি-কথা নিয়া, মত্ত ছিল বিশ্ব-হিয়া,
না জানিত সন্ধান কৃষ্ণের।
তুমি এসে দয়া ক'রে, জানাইলে ঘরে ঘরে,
প্রাপ্তি-আশা উপায় ধনের।
তব কৃপা আকর্ষণে, আসিয়াছে শ্রীচরণে,
যত সুধী প্রাচী-প্রতীচির।
নিত্যধন পা'বে বলে, শ্রীচৈতন্যপীঠ-তলে,
কাড়াকাড়ি শ্রীপদধূলির।
নিতাইর নাম ভজা, নাই আর—নাই অন্য,
সমুদিত মাহেন্দ্র লগন।
পেয়ে তব কৃপাকণ, ত্যজিয়া চতুর পণ,
প্রীতিমূল্যে নিবে কৃষ্ণধন।
গৌড়বনে বৃন্দাবন, করিয়াছ দরশন,
ব্রজবনে নবদ্বীপধাম।
"স্বানন্দসুখদে বসি', ডাকিয়াছ গৌরশশী,
বিশ্ব-মাঝে দিলা কৃষ্ণনাম।
নাম-ধাম-কাম-সেবা, জগতে জানিত কেবা?
মত্ত ছিল সম্ভোগ-আশায়।
কৃষ্ণ-কাম-যজ্ঞাগ্নিতে, সর্বস্ব আহুতি দিতে,
তুমিই ডাকিছ অমায়ায়।
যত যত দীনবন্ধু, অসীম করুণা-সিন্ধু,
নরোত্তম "সাধু বৈষ্ণবরাজ"।
[illegible] তব, চৌদ্দভুবনময়,
তব গায় ভকত-সমাজ।
তুমি যদি না আসিতে, জাগাতে অবনীতে,
কল্যাণ-বারিদরূপ ধরি'।
কে বাঁচা'ত জনগণ, কৃপা করি' অনুক্ষণ,
কে তরা'ত মায়া-জলধি।
তোমার করুণাসিন্ধু, স্পর্শিবারে একবিন্দু,
শক্তি নাই পতিত জনার।
কোন জন্মে যেন কভু, হে ভক্তিবিনোদ-প্রভু,
প্রাপ্তি হই শ্রীপদ-ধূলায়।

শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব

শ্রীরাধাবির্ভাব ও শ্রীবলদেবের আবির্ভাবের পরেই— ‘শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব’, অথবা কোনটী পরে, কোনটী আগে, শ্রীগোলোক ও শ্রীবৈকুণ্ঠের লীলায় যাহা অলাতচক্রের ন্যায় প্রকাশিত হয়, তাহা নির্ণয় করা জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভু সাধ্যশিরোমণি শ্রীরাধা চরণরেণু-ভজনের কথা যেরূপভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দুষ্কাম-কণ্টককুতর্ককোলাহলমুখর এই যুগে প্রকাশিত না হইলে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীশ্রীগোস্বামিবৃন্দ, শ্রীশ্রীল নরোত্তমাদি আচার্য্যবৃন্দ ও শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-প্রমুখ শ্রীশ্রীরূপানুগবর-মহাজনগণের প্রচারিত শ্রীরাধাভজনের কথা প্রাকৃতসাহজিক-সম্প্রদায়ের কল্পনা ও বিকৃতিকলেই প্রচারিত থাকিয়া সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধ্য হইতে জীবকে চিরতরে বঞ্চিত করিয়া রাখিত। শ্রীশ্রীস্বরূপ-সনাতন-শ্রীরূপাদি গোস্বামিবৃন্দ শ্রীরাধাদাস্য-প্রার্থিগণের যে একমাত্র সাধ্য ও সাধন শ্রীমদ্রাধাপদকৈঙ্কর্য্যের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাহাই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নিরপেক্ষভাবে সর্বত্র প্রচার করিবার প্রেরণা প্রদান করিয়াছেন। [illegible] সর্বশ্রেষ্ঠ ভজনের কপট অনুকরণ-চেষ্টাকে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সাহিত্যই সর্বপ্রথমে বাধা-প্রদান করেন। এতাবৎকাল পূর্ববর্তী আচার্য্যগণের সাহিত্যে অধিকারী বা ক্রম-বিচারের কথা থাকিলেও স্পষ্টভাবে এইরূপ কপট আনুকরণিক প্রবৃত্তিকে বাধা দিবার প্রয়োজন হয় নাই। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ একদিকে যেমন ব্যতিরেকভাবে শ্রীরাধাভজনের ছলনাকে স্পষ্টরূপে নিরাকরণ করিয়াছেন, অপরদিকে অন্বয়মুখে শ্রীরাধাভজনের অনুশীলনের কথা তাঁহার সাহিত্যে ও আচরণে প্রচুরভাবে প্রকট করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার স্বভজন-লীলায় আর একটী বিশেষ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি শ্রীনবদ্বীপে শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীব্রজবনে শ্রীগৌরবন দর্শন করিয়া শ্রীব্রজ ও শ্রীনবদ্বীপের অভিন্নত্ব প্রচার করিয়াছেন। তিনি শ্রীনবদ্বীপে “ঈশোদ্যানে” তাঁহার উদ্দিষ্ট শ্রীরাধারাণীর সেবার বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে শ্রীরাধাকুণ্ডের ‘আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ’ ও মাধ্যাহ্নিক লীলা দর্শন করিয়া ঔদার্য্যময় শ্রীনবদ্বীপেই যে শ্রীব্রজভজনের পরাকাষ্ঠা লাভ হয়, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধি-লালসার মধ্যে শ্রীরাধাভজনের বাস্তব সহজ অবগত হওয়া যায়।

(কবে) গৌর-ব্রজবনে, ভেদ না দেখিব,
হইব বরজবাসী।
(তখন) ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী।
দেখিতে দেখিতে, ভুলিব বা কবে,
নিজ স্থূল পরিচয়।
নয়নে হেরিব ব্রজপুর-শোভা,
নিত্য চিদানন্দময়।
বৃষভানুপুরে, জনম লইব,
যাবটে বিবাহ হ'বে।
ব্রজগোপী-ভাব, হইবে স্বভাব,
আন ভাব না রহিবে॥

* * *

পাল্যদাসী করি', ললিতা-সুন্দরী,
আমারে লইয়া কবে।

শ্রীরাধিকা-পদে, কালে মিলাইবে,
আজ্ঞা-সেবা সমর্পিবে ॥
শ্রীরূপ-মঞ্জরী, সঙ্গে যা'ব কবে,
রস-সেবা-শিক্ষা তরে ।।
তদনুগা হ'য়ে রাধাকুণ্ডতটে,
রহিব হর্ষিতান্তরে ॥

* *

পরম আনন্দে, সকলে মিলিয়া,
রাধিকা-চরণে র'ব ।
এই পরাকাষ্ঠা সিদ্ধি কবে হ'বে,
পা'ব রাধা-পদাসব ॥

* *

যামুন-পুলিন- কুঞ্জ মনোহর,
তাহাতে কুটীর শোভে ।
বসিয়া তথায় গা'ব কৃষ্ণনাম,
কবে কৃষ্ণদাস-লোভে ॥

* *

'রাধে' 'রাধে' বলি' মুরলী ডাকিবে,
মদীয় ঈশ্বরী-নাম ।
শুনিয়া চমকি', উঠিবে এ দাসী,
কেমন করিবে প্রাণ ॥

* *

সাক্ষাৎ দর্শন, মধ্যাহ্ন-লীলায়,
রাধাপদ-সেবার্থিনী ।
যখন যে সেবা, করহ যতনে,
শ্রীরাধাচরণে ধনি ॥

* *

রাধাপক্ষ ছাড়ি', যে-জন সে-জন,
যে-ভাবে সে-ভাবে থাকে ।
আমি ত' রাধিকা- পক্ষপাতী সদা,
কভু নাহি হেরি তা'কে ।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে, রাধিকার দশা,
আমি ত' সহিতে নারি ।
যুগল-মিলন, সুখের কারণ,
জীবন ছাড়িতে পারি ॥

রাধিকাচরণ, ত্যজিয়া আমার,
ক্ষণেকে প্রলয় হয় ।
রাধিকার তরে, শতবার মরি,
সে দুঃখ আমার সয় ।

শ্রীশ্রীরাধাবির্ভাবের পরিপূর্ণ-পরিচয়-প্রদানকারী শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবিগ্রহ প্রপঞ্চে প্রকাশিত। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অবতারতত্ত্বসমূহের যে চিদৈতিহাসিক ক্রমবিকাশের কথা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে মৎস্য-বামনরূপে শ্রীবামনাবতার জীবের আত্মসমর্পণের মধ্যেও সঙ্কোচিতাবস্থার পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু শ্রীরাধার অনুচরীগণের দাস্যে যে আত্মবলিদান, তাহাতেই প্রেম-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হয়। শ্রীরাধা-দাস্য-ব্যতীত শ্রীভক্তির বিনোদন হয় না। মূর্তিমান্ শ্রীরাধা-দাস্যই শ্রীভক্তিবিনোদরূপে অবতীর্ণ। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধা-দাস্যরূপা শ্রীভক্তিবিনোদ-বিদ্যা-বিতরণের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভু সেই শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার জয়গান করিয়াছেন। শ্রীরূপ তাই শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারাকেই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উৎকীর্তন করিয়াছেন। শ্রীভক্তিবিনোদ—শ্রীস্বরূপ-রূপের নিজজন—শ্রীরাধার অষ্টসখীর শিরোমণি শ্রীললিতাদেবী ও শ্রীরূপমঞ্জরীর মনোঽভীষ্টপরিপূরণকারী।

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

ভ্রম-সংশোধন—৫ম সংখ্যা গৌড়ীয়ের ১০ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ২২শ পংক্তিতে 'তাঁহাদের গতি উর্দ্ধতর হইয়া থাকে', ইহার পরে 'যদি মৃত্যুকালে কৃষ্ণদর্শন লাভ হয়' এইরূপ হইবে। ২৫শ পংক্তির শেষেও 'যদি মৃত্যুকালে তাঁহাদের কৃষ্ণদর্শন লাভ হয়'—এইরূপ হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরসাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৭শে ভাদ্র, ১৩৪৮; ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ { ৭ম-৮ম সংখ্যা

শ্রীশ্রৌতবাণী

"শঠতার অন্য নাম তথাকথিত 'সভ্যতা'। মনুষ্য-জীবন যতদিন সত্যপথে থাকে, ততদিন সরল থাকে; যখন অধিকতর অসত্য-ব্যবহার স্বীকার করে, তখনই ভিতরে শঠ ও কুকার্য্যরত হইয়া বাহিরে মিষ্টবাক্যে লোকরঞ্জন করিয়া সভ্য হইতে চায়। সভ্যতা বলিয়া কোন গুণ নাই; সত্য-ব্যবহার ও সরলতাই গুণ। ভিতরের দুষ্টতা আচ্ছাদন করিবার যে প্রথা, তাহারই বর্ত্তমান নাম 'সভ্যতা' (!)। 'সভ্যতা'-শব্দের অর্থ সভায় বসিবার যোগ্যতা—তাহা সরল ভদ্রতা। বস্তুতঃ সভ্যতা যখন নিষ্পাপ, তখন তাহা বৈষ্ণবদের মধ্যেই থাকে; সভ্যতা যখন পাপপূর্ণ, তখন তাহা অবৈষ্ণবের মধ্যে আদৃত। লোকরঞ্জন-বস্ত্র পরিধান করিলেই যদি সভ্যতা হয়, তবে বেশ্যাগণ তোমাদের অপেক্ষা সভ্য। মদ্য-মাংস স্বভাবতঃ অপবিত্র, তাহা ভোজন করিয়া যে 'সভ্যতা' হয়, তাহা কেবল পাপাচারমাত্র। আজকাল যে অবস্থাকে 'সভ্যতা' বলে, তাহা কলিকালেরই সভ্যতা।"

"ব্রজদেবী ব্যতীত কাহারও কামরূপা ভক্তি নাই। জগতে ইন্দ্রিয়-প্রীতিরূপ যে কাম আছে, সেই কাম, এই কাম হইতে পৃথক্; সেই কাম এই নির্দ্দোষ কামেরই বিকৃতি। কৃষ্ণের প্রতি নিযুক্ত হইয়াও কুব্জার কাম 'সাক্ষাৎ-কাম' বলিয়া আখ্যালাভ করে না। ইন্দ্রিয়-তর্পণাদের কাম যেরূপ অকিঞ্চিৎকর ও অপকৃষ্ট, প্রেমাদের কাম সেইরূপ আনন্দপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট। প্রাকৃত কাম অপকৃষ্ট বলিয়া 'অপ্রাকৃত কাম'-শব্দের ব্যবহারে কেন বিরত হইবে?"

(জৈবধর্ম, ৯।১৬০, ২১।৩৮০)

কাম ও প্রেম

'কাম'-শব্দের ব্যাপক ও প্রকৃত অর্থ

ষড়রিপুর মধ্যে কামের নাম সর্বাগ্রণীয়। 'কাম' বলিতে সাধারণতঃ লোকে 'রিরংসা'কে বুঝিয়া থাকে। বস্তুতঃ উহা কামের অন্যতম স্থূলতম পরিচয়। কামনা-মাত্রই 'কাম'-শব্দবাচ্য। সেই কাম বহুরূপী। ধর্মকাম অর্থাৎ পুণ্য-কামনা, অর্থকাম অর্থাৎ ধনাদি-কামনা, কাম-কাম অর্থাৎ স্রক্‌চন্দনবনিতাদির ভোগ-বাসনা ও মোক্ষকাম অর্থাৎ ত্রিতাপযন্ত্রণা হইতে নিবৃত্তি বা শান্তির কামনা প্রভৃতি সকলই কাম-শব্দবাচ্য। ভক্তিসাধন-পথে ঐ সমস্ত কামনাই পরিবর্জনীয়। যে মোক্ষকামনা বা ত্রিতাপ-নিবৃত্তির স্পৃহা সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ে সমাদৃত দেখিতে পাওয়া যায়, ভক্তিপথের নিকট তাহা নরক হইতেও হেয়, কেন না, তাহা অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তির প্রতিকূল। এজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

তা'র মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১।৯২)

সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয়॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৬।২৬৮)

ভক্তগণ নরকবাঞ্ছা করেন, তথাপি সাযুজ্য-মুক্তি কামনা করেন না, যেহেতু তাহা চেতনের নিত্য বৃত্তি ভক্তির বিরুদ্ধ হইয়া থাকে।

আরোহবাদিগণের প্রবর্তিত পথ ও মত এবং উহার ফলাফল

আরোহবাদিগণ * কাম-ক্রোধাদি-দমনের নানাপ্রকার কৃত্রিম উপায়ের প্রবর্তন করিয়াছেন। ভক্তিপথের পথিকগণও মূল প্রয়োজনস্বরূপ কৃষ্ণলাভের পথে আনুষঙ্গিকভাবে ভক্তি-প্রতিকূল কামাদি রিপু-বিমোচনের যে-সকল উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, আমরা উহারও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। আরোহবাদিগণ কাম-দমনের জন্য তথাকথিত 'ব্রহ্মচর্য' বা বিন্দুধারণের অত্যাবশ্যকতা জানাইয়াছেন। পূর্বকালে মাণবককে গুরুদেবের আশ্রমে বেদাধ্যয়নার্থ লইয়া গিয়া গুরু-শুশ্রূষা, নানাপ্রকার কঠোরতা, শীতাতপ ও প্রকৃতির নৈসর্গিক শান্তিময় পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে সংরক্ষণ করা হইত। কাজেই বালকের শৈশবকাল হইতেই কোনপ্রকার কুসঙ্গ ও কুচিন্তার অবসর থাকিত না, আহার-বিহারে সংযমও তাহাদের ব্রহ্মচর্য-রক্ষায় অনুকূল হইত। কাল-গতিতে সেই ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা গুরুগৃহে বাস আর্যজাতিগণের নিকট দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। দুর্লভ না হইলেও প্রায় শতকরা নব্বই জন মাতাপিতাই পুত্রে অত্যাসক্তি বা লোভবুদ্ধি-নিবন্ধন দ্বাদশ বর্ষ বা ততোধিককাল (চিরজীবনের জন্য দূরের কথা) পুত্রকে কোন গুরুর সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া 'সেকেলে' শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতে বা তাহার চরিত্রগঠনে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক নহেন। পুত্র বাল্যকাল হইতেই প্রচলিত সভ্যতানুমোদিত বিদ্যালয়ে ভোগময়ী অর্থকরী বিদ্যা অর্জন-পূর্বক তাঁহাদের ভোগের সামগ্রী-রূপে প্রস্তুত হউক, তাঁহারা ইহাই দেখিতে অভিলাষ করেন। দ্বিতীয়তঃ যেরূপ সমাজে ও পারিপার্শ্বিকতায় বালক বর্ধিত হয়, তাহাতে সর্বদিকেই ভোগের আদর্শ ও ভোগের চিত্তবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে ও শুনিতে পায় না।

বর্তমানের চিত্তবৃত্তি

পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই বঙ্গদেশের বালকগণ যে আদর্শ ও যে চিন্তাস্রোতে পরিবর্ধিত হইত, এখন তাহা হইতে একটা বিরাট পরিবর্তন প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। এখন নবীনগণ দূরে থাকুক, তথাকথিত প্রবীণ বৃদ্ধগণও পূর্বসংস্কার ও ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতিকে 'সেকেলে' লোকের মানসিক বিকৃতি বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন এবং

---

* যাঁহারা ভগবৎকৃপা বা ভক্তিকে মূল প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিতে না পারিয়া ভগবানে অকপট বিশ্বাসী নহেন, অতএব নিজের শারীরিক ও মানসিক বল বা বিচারবুদ্ধির উপর অধিক বিশ্বাসী।

উচ্ছৃঙ্খলতা, নাস্তিকতা প্রভৃতিকেই দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী জীবের স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া মনে করে।

কয় বৎসর পূর্ব্বে (ইং ১৯৩৩ সালের ৯ই এপ্রিল) যখন পূর্ববঙ্গে পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ঢাকা-নগরে পদার্পণ করিয়া পুরানাপল্টন মঠে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কোনও প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট আসিয়া নিবেদন করেন যে, বর্ত্তমান সময়ে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পারমার্থ-শিক্ষা-প্রদানের প্রস্তাব ত' সম্পূর্ণ অসম্ভব, এমন কি, প্রাথমিক নীতি-শিক্ষাদানের চেষ্টাও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আর একজন প্রবীণ অধ্যাপক আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময় বিদ্যালয়ের বাথ্‌রুমের নানা স্থানে অনেক লিখিত প্রেমপত্র পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বাথ্‌রুমগুলিতে যে-সকল অশ্লীল চিত্র ও কুরুচিপূর্ণ লেখা প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তাহাতে যে-কোন নৈতিক ব্যক্তি তথায় শৌচাদিতে গমন করিতেও লজ্জা ও ঘৃণা বোধ করেন।

জড়শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রগতির আদর্শ

বঙ্গদেশের কোন একটি কলেজে এরূপও দেখা গিয়াছে যে, যে ঘরে কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ ‘লেক্‌চার’ দেন, সেই ক্লাসরুমেই অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অশ্লীল চিত্র, অশ্লীল কথা ও অশ্লীল ছড়া প্রাচীরগাত্রে বড় বড় করিয়া অঙ্কিত ও লিখিত রহিয়াছে। একবার লেখক কোন কার্য্যব্যপদেশে ঢাকার একটী প্রসিদ্ধ কলেজে গমন করিয়াছিলেন। তিনি প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইলেন, খ্রীষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্যসূচক একটী পদগানের মধ্যে যে সকল স্থানে ‘যীশু’ শব্দটী আছে, সে স্থানে ‘যুবতী’ শব্দ প্রয়োগ করিয়া প্রতি বড় বড় অক্ষরে উহা প্রাচীরগাত্রে লিখিয়া রাখা হইয়াছে ও তৎপার্শ্বেই একটী নগ্নযুবতী-চিত্রও অঙ্কিত আছে। লেখক ঐ কলেজে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন অধ্যয়ন করিতেন, তখন প্রাচীরগাত্রে এই জাতীয় কোনপ্রকার লেখাও তিনি দর্শন করেন নাই; কিন্তু ত্রিশ বৎসর পরে সেই কলেজেই ঐরূপ কএকটি চিত্র ও ছড়া দেখিয়া ঘৃণা ও লজ্জায় তিনি অভিভূত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত কোন এক বৃদ্ধ অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কলেজের প্রাচীরগাত্রে এইরূপ কুরুচিপূর্ণ লেখা ও চিত্রাদি কি কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় নিবারণ করিতে পারেন না? ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ত' এইরূপ আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায় নাই; তখন প্রত্যেক ছাত্রই অধ্যক্ষের শাসন স্বীকার করিতেন। ইহা কি বর্ত্তমান অধ্যক্ষের শাসন-সম্বন্ধে উদাসীনতা নহে? তদুত্তরে বৃদ্ধ অধ্যাপক মহাশয় বলিয়াছিলেন,—"সে যুগ আর নাই। যদি ঐরূপ কার্য্য এখন শাসনের দ্বারা নিবারণ করা যায়, তবে অধ্যক্ষের জীবন-রক্ষণ-সমস্যার উদয় হইবে, না হয়, তৎপরদিনই একটা স্ট্রাইক্ আরম্ভ হইয়া যাইবে।"

ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে “Visitors' Book” এর মন্তব্যের মধ্যে পর্য্যন্ত সময় সময় আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত ছাত্র ও ছাত্রীর নানারূপ কুমন্তব্য পাঠ করিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। ধর্ম্মক্ষেত্রে ও ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে আসিয়াও উচ্চ-শিক্ষিত ও শিক্ষিতা ছাত্র ও ছাত্রীর হৃদয়ে ঐরূপ কুরুচি উদয় ও তাহা সাধারণের দ্রষ্টব্য পুস্তকে প্রকাশ করিবার সাহসিকতা হইতে পারে, ইহা বিংশ শতাব্দীর প্রগতির আদর্শ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে। যদিও এইসকল দৃষ্টান্ত অতি সাধারণ, তথাপি ইহার দ্বারা যুবসমাজের নাড়ীর গতি অনুভব করা যায়। যে স্থানে এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার পারিপার্শ্বিকতা, তথায় কামাদি-রিপু-দমনের জন্য কৃত্রিম ব্রহ্মচর্য্য বা নীতির মূল্য কি?

আরোহবাদীর প্রস্তাবিত কামদমনের উপায়

আরোহবাদী মনীষিগণ কাম-দমনের জন্য স্ত্রীলোকাদি-প্রলোভনের বস্তু ও কুচিন্তা হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবার উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে স্কুল-কলেজে যেসকল সাহিত্য সমাদৃত ও অনুমোদিত হইতেছে, আদর্শ তাহা শিক্ষা করিবার জন্য যেসকল কথা-সাহিত্যের অনুশীলন পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহার অধিকাংশগুলিই অপরিণত বয়সে যৌনক্ষুধার উদ্রেক করিয়া থাকে। অপরদিকে সবাক্ চলচ্চিত্র প্রভৃতি অচেতন কথা-সাহিত্যকে রূপ ও বাণীর দ্বারা সচেতন-প্রায় করিয়া বাকি অভাবটুকুও পরিপূরণ করিয়া দিতেছে। এরূপ যুগে স্ত্রীলোকাদির প্রলোভন ও কুচিন্তা হইতে দূরে থাকিবার উপদেশ “Sermon on the Mount” এর ন্যায় কেবল বাক্যের অলীক ওজোদ্ধারের মত কোথায় ভাসিয়া

যাইবে, তাহার ঠিক নাই। প্রলোভন ও দুশ্চিন্তার সমস্ত উপকরণ ও পারিপার্শ্বিকতা পূর্ণমাত্রায় সংগ্রহ করিয়া দিয়া যদি সামাজিকগণ প্রলোভন ও দুশ্চিন্তা হইতে দূরে থাকিবার উপদেশ প্রদান করেন, তবে উহাকে কি সরলতা বলা যাইবে? কেহ হয়ত' বলিবেন, ইঁহারা হিতোপদেশ প্রদান করেন, তাঁহারা ঐসকল উপকরণ যোগাইয়া দেন না; কিন্তু সমাজহিতৈষী উপদেষ্টৃগণের নিকট নিবেদন এই যে, তাঁহারা পরমার্থকে মূল প্রয়োজন বিচার না করিয়া যে-সকল হিতোপদেশ করেন, তাহা যতই সুনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি বা অর্থনীতি হউক, কোন দিনই তাহা জীব-জগতের প্রতি অমন্দোদয়দয়া প্রদান করিতে পারিবে না।

আরোহবাদী বিভিন্ন পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মত উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ডাক্তার মুইল্ প্রভৃতি মনীষিগণ "তিল, কর্কট, মৎস্য, মাংস, পলাণ্ডু, সর্ষপ, মরিচ, লবণ, অতিরিক্ত গুরুপাক দ্রব্য ও মসলার যোগে প্রস্তুত খাদ্য জিতেন্দ্রিয়ত্ব-সাধনের বিশেষ প্রতিকূল বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। কঠিন শয্যা ও কঠিন উপাধান ইন্দ্রিয়-সংযমের অনুকূল। বেশভূষা সম্বন্ধে বিলাসিতা বিশেষ অপকারী; মধ্যে মধ্যে উপবাস প্রভৃতি উপকারী বলিয়াছেন।

যুগমানবের অবস্থা

আরোহবাদিগণ কামরোধের যে-সকল উপায়ের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত মূল্য-নির্দ্ধারণ আমরা পরে করিব। কিন্তু এইসকল উপদেশও বর্ত্তমান যুগ-মানবের নিকট গৃহীত হইতেছে কি? পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুবাঙ্গালীদিগের মধ্যে যে সদাচার প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমানে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায় কি? তিল, কর্কট, মৎস্য, মাংস, পলাণ্ডু, সর্ষপ, মরিচ প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন করাই যুগ-মানবের ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে, বালক-যুবকের ত' কথাই নাই। অধিকাংশ স্কুল-কলেজের বোর্ডিংএ প্রত্যহ না হউক, অন্ততঃ সপ্তাহান্তে ঐসকল উপকরণের দ্বারা একটী 'সাপ্তাহিক ভোজ' না হইলে ছাত্রগণের পরিতৃপ্তি হয় না। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে পুস্তককীট বা পাঠার্থীর শরীর নির্ব্বীর্য্য হইয়া যাইবে এই ভাবিয়া কোনও কোনও অভিভাবকও চিন্তিত হন; কিন্তু ঐরূপ খাদ্যের দ্বারা চিত্ত কলুষিত হওয়ায় যে অস্বাভাবিকভাবে শরীর নির্ব্বীর্য্য হইয়া যায় ও কামক্রোধাদি রিপু প্রবল হইয়া উঠে, তাহা অনেকেই অনুধাবন করেন না। পূর্ব্বে অনেক কৃতবিদ্য হিন্দুমহিলাগণও আহার-বিহারে কিছুটা সাত্ত্বিকভাব রক্ষা করিতেন; কিন্তু [illegible] বর্ত্তমানকালে সকলেরই লক্ষ্যীভূত হয় যে, যুবমহিলাগণও পাশ্চাত্য-দেশের অনুকরণে অহিন্দু খানসামার পাচিত ডিম, কর্কট, মৎস্য, মাংস (উহাতে কত নিষিদ্ধ ও অনিবেদিত দ্রব্য থাকে, কিছু ঠিক নাই) সমস্তই সাগ্রহে পতিপুত্রাদির সহিত এক আসনে বসিয়া ভোজন করেন, বা পরস্পর ভোজন-শিক্ষা দেয়। 'চা'-পান ত' নরনারীমাত্রেরই বর্ত্তমান সভ্যতার একটী শ্রেষ্ঠ আদর্শ বা উৎকৃষ্ট সামাজিকতা হইয়া পড়িয়াছে।

আধুনিক পাঠার্থিদিগের গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুসেবা, গো-চারণ, গো-পালন, গো-সেবা, গুরুদেবের ক্ষেত্র-কর্ষণ, কাষ্ঠাদি-বিদারণ বা কৃষিকার্য্যের শ্রম ত' দূরের কথা, বহু-মূল্যের দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা না হইলে পরীক্ষা পাশ করাই দুষ্কর হইয়া পড়ে! ছাত্র-ছাত্রী-মহলে নিত্য নূতন বেশভূষার ও বিলাসোপকরণের পরিবর্ত্তন ও প্রতিযোগিতা আধুনিকতা বা যুগসভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য। কিছুদিন পূর্ব্বে কএকটী ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল, তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"আধুনিক রুচি-সম্মত নিত্য নূতন বিলাসোপকরণে সজ্জিত হওয়াই মানবজীবনের একটী প্রধান আদর্শ। যাহারা ইহার পরিপন্থী, তাহারা বন্য পশুজীবন বা অসভ্য জীবনকেই বহুমানন করে। যুবক আপনাকে এইরূপ উপকরণের দ্বারা সজ্জিত করিবে, যাহাতে যুবতী-সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, আর যুবতীও যতই কুরূপা হউক না কেন, বেশভূষার দ্বারা রূপের অভাব পূরণ করিয়া যুবক-সমাজের ধৈর্য্যকে জয় করিতে পারিলেই তাহার জীবনের সার্থকতা। সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানের অনুশীলনই মানবজীবনের চরম প্রয়োজন।"

'উপবাসে'র কথা শুনিলে যুগমানব হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। "উপবাস! কাহার জন্য উপবাস করিব? আমাকে কোন্ দুঃখে কষ্ট দিব? আমরা কি বিধবা? এখন আর সে যুগ নাই; এখন চাই শরীরে বল, ধমনীতে রক্ত!!" সঙ্গে সঙ্গে পাশবিক বলের নায়ক বিবেকানন্দের অনুকরণে প্রতি-ধ্বনি আবৃত্তি করিয়া যুগমানব বলিয়া থাকে,—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" এই সকল শিক্ষা যুগ-মানব

ও যুগ-যুবকগণ যুগ-নায়ক-সমূহ হইতেই শিক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের আর দোষ কি? যুগ-বালক ও যুগ-যুবক-সমাজ দূরে থাকুক, আধুনিক হিন্দুনামধারী ব্যক্তিগণেরও ধারণা এই যে, একাদশী প্রভৃতি উপবাস কেবল বিধবা-গণের জন্য, তাহাও মনে হয় সর্ব্বক্ষেত্রে পালিত হয় না। যুগ-মানব একাদশী-তিথির খবরই রাখেন না, তিথি-নক্ষত্রাদির সুসংস্কার-পালনের আবশ্যকতা বা ঔচিত্য দেখিবার সময়ই তাঁহাদের নাই; ছাত্রগণ পরীক্ষা-পাসের চিন্তায় ব্যস্ত, অথবা কথা-শিল্পিগণের, চলচ্চিত্র-তারকাগণের (Film Stars) নাম, রূপ, গুণ, পারক ও লীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ এত ব্যস্ত যে, একাদশী-তিথিতে উপবাসের কথা দূরে থাকুক, সেদিন রেষ্টোরেন্টে আরও অধিক চা, সিগারেট, বর্ম্মা-চুরুট, কেওড়া খচিত কাট্‌লেট, কুক্কুট, কর্কট, ডিম্বাদি অধিক চলে।

দায়ী কাহারা?

বলিতে দুঃখ ও লজ্জা হয়, শাস্ত্র বা সদাচারে পূর্ব্বে কোথাও আশ্রমবাসী সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীকে ডিম, কর্কট, কুক্কুটাদি, মৎস্য, মাংস, সিগারেট, চুরুট, চা প্রভৃতি ব্যবহার করিতে দেখা যায় নাই; কিন্তু এই যুগে বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতির মধ্যে সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য্যের অত্যন্ত হানিকর ঐসকল নিষিদ্ধ দ্রব্য অকাতরে ব্যবহার করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। একবার কাশীতে গমন করিয়া আমরা তদানীন্তন পাণ্ডার অত্যাচারের ভয়ে কোন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের একটী আশ্রমে সাময়িকভাবে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলাম। উক্ত আশ্রমের শৌচাগারে গিয়া দেখি, উহার অভ্যন্তরে চূর্ণীকৃত বার্ম্মা চুরুট ও সিগারেটের অবশিষ্টাংশ পড়িয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে ধারণা ছিল, শৌচাগার অত্যন্ত অপবিত্র স্থান; তথায় সর্ব্বপ্রকার পান-ভোজনাদি নিষিদ্ধ, বিশেষতঃ হিন্দু, ধার্ম্মিক বা সংসারত্যাগিগণের পক্ষে ঐরূপ আচরণ কল্পনাও আনা যায় না। শৌচাগার হইতে নির্গত হইতে না হইতেই দেখিতে পাওয়া গেল, আশ্রমবাসিগণের প্রাতঃকালের জন্য টেবিলে সারি সারি চা'র পেয়ালা সজ্জিত রহিয়াছে, কেহ কেহ বা মুখাদি প্রক্ষালনের ও শৌচাদির পূর্ব্বেই চা-পান করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই বাজার হইতে কর্কট, কুক্কুট ও মৎস্যাদি লইয়া সেবক পরিচিত এক ব্রহ্মচারী আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। কাশীর ন্যায় পবিত্র ধামে—বিশ্বেশ্বরের ক্ষেত্রে, অন্নপূর্ণাদেবীর আঙ্গিনে এইরূপ আচারের আদর্শ দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হইয়াছিল। চল্লিশ বৎসর পরে ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গের যুব-সমাজ যে ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসাশ্রমাদিকে উপহাস করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যুগ-যুবসমাজ সগর্ব্বে বলিয়া থাকেন, যে, যদি তাঁহারা বিলাসিতা না করিতেন তাহা হইলে পৃথিবীর শিল্প, কলা-বিদ্যা ও সাহিত্যের এত দ্রুত উন্নতি হইত না। নিত্য নূতন ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা, নানাপ্রকার ভোগ্য-বস্তু সরবরাহ করিয়া সভ্যতা ও কৃষ্টির যে আদর্শ প্রকাশিত করিয়াছে, তাহার ফল আজ পাশ্চাত্যদেশ উপভোগ করিতেছে। প্রাচ্যদেশও যে উহা ভোগ না করিবে, তাহা নহে। তদুত্তরে ভারতের ও বঙ্গের যুগ-মানব বলেন,—"হউক না কেন ধ্বংস, আবার ধ্বংসের বুকে 'নূতন' গড়িয়া উঠিবে। সত্যের ধ্বংস নাই, তখন সৃষ্টি ও ধ্বংসই ত' প্রকৃতির খেলা।" যাহাদের এইরূপ মনোভাব, তাহাদের নিকট কামাদি রিপু-দমনের উপদেশ বা কোন সদুপদেশ কতটা কার্য্যকরী পাঠকগণেরই বিবেচ্য।

তথাকথিত হিন্দুত্বের আদর্শ

এক সময় হিন্দুত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত কোন সভার এক সভ্য চাঁদা বসাইবার জন্য আমাদের কোন একটী বন্ধুর ভবনে আগমন করিয়াছিলেন। সেই দিন ছিল 'শ্রীহরিবাসর' অর্থাৎ শ্রীএকাদশী। আমাদের বন্ধুটী ছিলেন—বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহার পুত্রগণও পিতার অনুসরণে সেই পথের পথিক। সকলের গলায়ই শ্রীতুলসীর মালিকা ও মস্তকে শিখা দেখিয়া এবং একাদশী-দিবস সকলেই উপবাসী জানিয়া সেই সভাসভ্যবর আমাদের বন্ধুকে উপদেশ করিতেছিলেন যে, স্কুল-কলেজের ছেলেপিলেদিগকে গলায় মালা পরাইয়া, শিখা রাখাইয়া লোকের নিকট হাস্যাস্পদ ও বৃথা উপবাস করাইয়া তাহাদের 'রুচি' আত্মাকে কষ্ট প্রদান করা অত্যন্ত অন্যায় ও ধর্ম্মবিগর্হিত-কার্য্য হইতেছে। হিন্দুসভার সভ্যমহোদয় তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে আমাদের বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন,—"কি হে বাপু! তোমরা কি বৈষ্ণব হইয়া শেষে অসভ্য-বন্য পশু হইয়া গেলে। বন্ধুর আত্ম-

অভ্যর্থনাও করিতে জানে না? এক পেয়ালা চা, একটী সিগারেট ও এক খিলি পানে আর কত খরচ হয়?"

এই প্রবন্ধের লেখক তখন নিকটে বসিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুসভার সভ্যমহোদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি প্রবীণ, বিশেষতঃ হিন্দুসভার একজন বিশিষ্ট সভ্য, আপনি একাদশীব্রত পালন করেন না?" সভ্যমহোদয় উৎকট হাস্য করিয়া বলিলেন,—"আজ বাদে কাল কাঠের গাদায় তলে যাইব (অর্থাৎ শ্মশানে দেহ ভস্মীভূত হইবে), এ বয়সে আবার একাদশীর উপবাস! যে দুই দিন আছি, খাইয়া দাইয়া, হাসিয়া খেলিয়া চলিয়া যাইব।" সভ্যমহোদয়ের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম, ভাবিলাম, কালের কি কুটিল গতি! দেহের অনিত্যতার কথা স্মরণ করিয়া লোকের কোথায় হরিভজনে রুচি হয়—আত্মমঙ্গলের চিন্তা উপস্থিত হয়, ভোগের প্রতি বিরাগ আসে, আর দেখিতেছি, দেহের পতন হইবে ভাবিয়া আমাদের ভোগের স্পৃহা—কামের স্পৃহা আরও প্রবলতর হইতেছে! ইনিই না ইতঃপূর্ব্বে বলিতেছিলেন,—বাল্যকালে, যুবাকালে পরমার্থের চেষ্টা করিতে নাই, একাদশীর উপবাসাদি করিয়া আত্মাকে কষ্ট দিতে নাই; আবার বৃদ্ধকালেও যে ইনি নিজের বেলায় তাহাই ভাবিতেছেন। তাহা হইলে মানুষ কোন্ সময় হরিভজন করিবে? বস্তুমোহ-অভিভূত হইয়া, দেহাত্মবাদে বিমোহিত হইয়া আমরা কিরূপ নিজেকে নিজে বঞ্চনা করিতেছি, অথচ জগতের নিকট প্রতিষ্ঠা পাইবার লোভে কিরূপ কপটতার পোষাক পরিধান করিয়াছি!

আমার বন্ধুটী তখন সেই সভ্যমহোদয়কে বলিলেন,—"দেখুন, অজ্ঞ বালকের বিষ্ঠাভোজনের ন্যায় আমরা একদিন আগন্তুক অভ্যাগত বন্ধুবর্গকে চা, পান, চুরুটাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করিতাম সত্য; কিন্তু শ্রীগুরুদেব ও শ্রীভাগবতের কৃপায় বুঝিতে পারিয়াছি যে, নিজেকে ও বন্ধুগণকে কলির দ্বারা অভ্যর্থনা করা উচিত নহে। হরিকথার দ্বারাই প্রত্যেকের সহিত সম্ভাষণ করা উচিত,—ইহাই প্রকৃত বন্ধুতা। চা, পান, চুরুট—এই সকলের মধ্যে কলি বাস করে।"

এই কথা শুনিয়া সভ্যমহোদয় অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন ও বলিলেন,—"ইহা তোমাদের কোন্ শাস্ত্রে আছে?" [illegible] [illegible] সম্মুখেই তাঁহার একটী প্রমাণ ছিল। তিনি সেই স্থান হইতে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা হইতে ঠাকুরের লিখিত বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত 'কলি' প্রবন্ধটী পাঠ করিতে লাগিলেন। সভ্যমহোদয় "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি"—এইরূপ এক অবস্থায় পতিত হইয়া কোন্ সময় পাঠ শেষ হইবে, তজ্জন্যই অধিক উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। সুতরাং তাঁহার কর্ণে কোন শব্দপ্রবেশ করিল বলিয়া মনে হইল না। কএকজন বিশেষ মহানুভব ব্যক্তি এই প্রবন্ধপাঠ শ্রবণ করিয়া নূতন জীবন লাভ করিলেন। সভ্যমহোদয় উঠিয়া যাইবার কালে দেখিলাম, তাঁহার মস্তকে শিখা নাই, বেশও অনেকটা অহিন্দুর মত, অথচ তিনি হিন্দুসভার সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে প্রস্তুত। বুঝিলাম, ইনি ধার্ম্মিক অন্ততঃ সামাজিক হিন্দুও নহেন, বোধ হয় রাজনৈতিক হিন্দু হইবেন।

অপ্রাকৃত 'প্রেম' কামের প্রতিচ্ছবি কি?

যখন মুক্তিকামনা পর্য্যন্ত 'কাম' বলিয়া ভক্তিপথে পরিত্যাজ্য হইয়াছে, তখন দুর্দম কাম বা ক্রোধ প্রভৃতি যে সর্ব্বথা হেয়, এবিষয়ে আর সন্দেহ কি? ভক্তি নির্গুণ ও স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ। সুতরাং তথায় রজঃ ও তমোগুণাশ্রিত বৃত্তি কাম-ক্রোধাদির কোন অবস্থান থাকিতে পারে না। যাঁহারা ভক্তি ও প্রেমের স্বরূপ অবগত নহেন, তাঁহারা ভক্তি ও প্রেমকে মানব-মানবীর বা পশু-পক্ষীর কামক্রোধাদির ন্যায় বৃত্তিবিশেষ মনে করিয়া বিবর্ত্তে পতিত হন; লায়লা-মজনু, [illegible] ও [illegible], অথবা বিদ্যা ও সুন্দর, কুন্দনন্দিনী ও নগেন্দ্র প্রভৃতির যে দৈব বা অদৈব প্রেমের কথা সাহিত্যিকগণ বর্ণন করিয়াছেন, তাহার সহিত প্রেমের অত্যন্ত ভেদ আছে। কোন প্রসিদ্ধনামা কবি লিখিয়াছেন,—

সত্য ক'রে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি?
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত? হেরি' কাহারও নয়ান,
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে।

অতএব প্রেমভাব বা ভাবুকতার [illegible] কল্পনা হইতে এইরূপ বিচার উদিত হয় যে, লৌকিক মানব-মানবীর কাম বা পশু-পক্ষীর কাম দেখিয়া অপ্রাকৃত শ্রীরাধাগোবিন্দের

প্রেমের কথা বর্ণন করিয়াছেন, ইহাকে ইংরাজী ভাষায় Anthropomorphism বলে অর্থাৎ মানবের বৃত্তিসমূহ শ্রীভগবানে আরোপ। বস্তুতঃ এই প্রাকৃত জগৎ অপ্রাকৃত চেতন-জগতেরই প্রতিফলন। চেতন-জগৎ—বিম্ব, প্রাকৃত জগৎ—প্রতিবিম্ব। এইখানে অপ্রাকৃত জগতের সব ও বেশ প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায়। চেতন-জগতে যাহা সম্পূর্ণ নির্দোষ, সমস্তচমৎকারিতাবিশিষ্ট নিত্য, শুদ্ধতম, পবিত্রতম, কেবল চেতন ও পরিপূর্ণ, প্রতিবিম্বে তাহাই দোষ, হেয়তা ও নানাপ্রকার অভাব ও খণ্ডতা। এ জগতে বৈধ পতি-পত্নীর ভালবাসার মধ্যেও স্বার্থপরতা ও চর্ম, মাংস, রক্ত, পূঁজ প্রভৃতিগত জড়ের আকর্ষণ অনুস্যূত রহিয়াছে। এখানে চেতনে চেতনে ভালবাসা নাই। এখানে বহু নায়ক ও বহু নায়িকা। এজন্য এখানে ব্যভিচার ও বৈধ-অবৈধের বিচার আছে; কিন্তু চিজ্জগতে একমাত্র স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম অদ্বিতীয় ভোক্তা—অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ, আর সকলেই তাঁহার স্বরূপশক্তি বা হ্লাদিনীর আশ্রিতা শক্তি। সেখানে শ্রীকৃষ্ণই এক অদ্বিতীয় নায়ক এবং আর সকলেই নায়িকা। সুতরাং তথায় ব্যভিচার বা জড়কামের কোন প্রশ্নই থাকিতে পারে না। এই জড়জগতে পতি-পত্নীর প্রেম, মাতা-পুত্রের মধ্যে স্নেহও যে স্বার্থদুষ্ট, তৎসম্বন্ধে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উপনিষদে এই উপদেশ দিয়াছেন;—

"স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে পশূনাং কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বেদানাং কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।"

(বৃহদারণ্যক ২।৪।৫)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে জড়কাম ও অপ্রাকৃত প্রেমের পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন;—

কাম, প্রেম,—দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যমাত্র প্রেম ত' প্রবল॥
লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ-মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতম, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥
আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখহেতু করে সব ব্যবহার॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি' পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৬৫-১৭২, ১৭৪-১৭৫)

পুরীষকণবাসী মক্ষিকা যেরূপ মধু-মক্ষিকার সহজ-সৌভাগ্যের প্রতিযোগিতা করিবার জন্য নিজেকে মধুমক্ষিকা কল্পনা করিয়া বদ্ধ-কাচ-ভাণ্ডে সুরক্ষিত মধুকে নিজ আয়ত্তাধীনে আস্বাদন করিতে বাধিত হয়, কিন্তু হায়! সে কেবল কাঁচের মধুর আস্বাদন পায় না—কখনও পাইতে পারে না, সেইরূপ চিদ্বিলাসবৈচিত্র্যের খণ্ড ও হেয় প্রতিফলিত

হইতে আত্মহারা হইয়া প্রাকৃত কামুকগণ অপ্রাকৃত প্রেমের কথা বুঝিতে পারে না। "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ" এই ন্যায়ানুসারে বিরাট-বিষয় প্রায় কবি তাঁহার শতচ্ছিদ্রনিপতিত কামচক্ষে অপ্রাকৃত প্রেমপুরের মধুরিমা দর্শন করিতে পারে না। এজন্যই কোন অপ্রাকৃত প্রেমিক মহাকবি গাহিয়াছেন,—

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন সুবিমল হেম,
সেই প্রেম নৃলোকে দুর্লভ।
কৈতবে বঞ্চনা-মাত্র, হও আগে যোগ্যপাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ॥
কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম প্রেম নাহি হয়।
তুমি ত' বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে 'প্রেম'নাম
আরোপিলে কিসে শুভ হয়॥
না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গে সংকীর্ত্তন,
না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি,
দুষ্ট ফল করিলে অর্জ্জন॥

প্রেমের আদর্শে কামের গন্ধলেশাভাব

যাঁহারা ভক্তিপথের পথিক—যাঁহারা ধর্ম্মার্থকাম, অধিক কি, মুক্তিকে তুচ্ছ করেন, তাঁহারা অচিরস্থায়ী স্থূল শরীরের আকর্ষণরূপ যে কাম, তাহাকে কিছুতেই আদর করিতে পারেন না। কোনপ্রকার কামের লেশ থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণনামপ্রভুর কৃপা অর্থাৎ প্রেম-লাভ হয় না বলিয়া যে পথে শ্রীকৃষ্ণ, সেই পথে তুচ্ছদেহের কামের কথা কিরূপে থাকিবে? শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে বলিয়াছেন,—

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥
(শ্রীভঃ রঃ সিঃ, দঃ বিঃ ৫।৩৩)

যেদিন হইতে আমার মন নবনব রসের আলয়-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে রমণ করিতে উন্মত্ত হইয়াছে, সেই দিন হইতে নারীসঙ্গ স্মরণ হওয়ায় আমার অত্যন্ত মুখবিকার ও নিষ্ঠীবন (থুৎকার) উপস্থিত হইতেছে।

ঘনরুধিরময়ে ত্বচা পিনদ্ধে
পিশিত-বিনিচিত-বিস্র-গন্ধভাজি।
কথমিহ রমতাং বুধঃ শরীরে
ভগবতি হন্ত রতের্লবেঽপ্যুদীর্ণে॥
(শ্রীভঃ রঃ সিঃ, উঃ বিঃ ৭ম লঃ ৪র্থ শ্লোক)

অহো, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে লেশমাত্র রতি উদিতা হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি গাঢ়রুধিরময়, চর্ম্মাবৃত, মাংসময়, আমগন্ধি (দুর্গন্ধযুক্ত) এই দেহে কেনই বা রমণ করিবেন?

অহমিহ কফ-শুক্র-শোণিতানাং
পৃথু-কুতুপে কুতুকী রতঃ শরীরে।
শিব শিব পরমাত্মনো দুরাত্মা
সুখবপুষঃ স্মরণেঽপি মন্দোঽস্মি॥
(শ্রীভঃ রঃ সিঃ, উঃ বিঃ ৮ম লঃ ১৮ শ্লোক)

হায়, আমি কফ-শুক্র-শোণিতাধার চর্ম্মময়কোষরূপ এই স্থূলদেহে বিচিত্র ভোগসাধনার্থ পরম উৎসাহভরে রত হইয়াছি। হায়!! হায়!!! দুরাত্মা আমি চিদানন্দবিগ্রহ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্মরণেও অলস হইলাম।

হিত্বাস্মিন্ পিশিতোপনদ্ধবিকৃতিগ্রস্তে মুহুঃ বিগ্রহে
প্রেমার্দ্রীকৃতমনাঃ কদাহমনঘং কুঞ্জাটবীগোচরম্।
আসীনং পুরটাসনোপরি পরংব্রহ্মাম্বুদশ্যামলং
সেবিষ্যে চলচারুচামরমরুৎসঞ্চার-চাতুর্য্যতঃ॥
(ঐ ২০ শ্লোক)

কবে আমি এই মাংস-ব্যাপ্ত ও রক্ত-ক্লেদময় দেহে প্রীতি পরিহার করিয়া প্রেমার্দ্রচিত্তে কুঞ্জকাননগোচর স্বর্ণসিংহাসনোপরি উপবিষ্ট নবঘনশ্যাম পরব্রহ্ম শ্রীহরিকে চঞ্চল চারু-চামরের সমীরণ-সঞ্চালন-নৈপুণ্যদ্বারা পুনঃ পুনঃ সেবা করিব?

স্মরন্ প্রভুপদাম্ভোজং নটন্নটতি বৈষ্ণবঃ।
যস্ত দৃষ্ট্যা পদ্মিনীনামপি সুষ্ঠু ঘৃণায়তে॥
(ঐ ২২ শ্লোক)

যিনি সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা পদ্মিনী নারীগণকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত ঘৃণা করেন অর্থাৎ তুচ্ছজ্ঞান করেন, সেই বিষ্ণুভক্ত (সর্ব্বদা) বীর প্রভুর পাদপদ্ম স্মরণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

অমোঘতি-পূর্ণবিজিতাং যুবতীজন-কটাক্ষকে
ন স্পৃশ্যতি ন সর্ব্বতঃ-স্মরশরৈরসাবপি।

ন সিদ্ধিষু চ লালসাং বহতি সত্যসাধ্যাস্বপি
প্রভো তব পদার্চ্চনে পরমুপৈতি তৃপ্তিং মনঃ॥

(ঐ ২০ শ্লোক)

যুবতীসঙ্গ-রসের (স্মৃতির) উদয় হইবামাত্র আমার মন মুখবিকৃতি বিস্তার করে, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মসমাধির নিমিত্ত যে-সব শ্রবণ-মননাদির অনুষ্ঠান, তাহাতেও আমার অভিরুচি (পূর্ব্বাগ্রহ) হইতেছে না অর্থাৎ উহাকে তুচ্ছজ্ঞানে ঘৃণা করিতেছে এবং সিদ্ধিসমূহের প্রতিও আমার আর লালসা হইতেছে না; হে প্রভো, (ভগবন্) কেবলমাত্র তোমার পাদপদ্মার্চ্চনেই আমার মন পরমতৃপ্তি লাভ করিতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত কামপর গৃহমেধী ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন,—

যন্মৈথুনাদি-গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখ-দুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ॥

(শ্রীভা ৭।৯।৪৫)

গৃহমেধিগণের স্ত্রীসঙ্গাদিজনিত সুখ অতীব তুচ্ছ, উহাতে করদ্বয় ঘর্ষণের ন্যায় দুঃখের পর দুঃখই বৃদ্ধি হয়। কামুক ব্যক্তিগণ বহু দুঃখ ভোগ করিয়াও গৃহমেধধর্ম্মে পরিতৃপ্ত হয় না। (আপনার কৃপায়) কোন কোন ধীরব্যক্তি কণ্ডূতির (চুলকানির) ন্যায় কামকে ধারণ করিতে সমর্থ হন।

ভক্তরাজ শ্রীনারদ ধর্ম্মরাজ শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে বলিয়াছেন,—

উপস্থজৈহ্ব্যকার্পণ্যাদ্ গৃহপালায়তে জনঃ॥

(শ্রীভাঃ ৭।১৫।১৮)

জিহ্বা-উপস্থ-ইন্দ্রিয়ের বেগবশে কামুক ব্যক্তি কুকুরের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়ায়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।২২৭)

কামবিজয়ের প্রকৃত আদর্শ

কামের নিন্দা ভক্তিপথের পথিকগণ কেন, সাধারণ নীতি-পথের পথিকগণও করিয়া থাকেন। কারণ অবৈধ কাম বা ব্যভিচার সমাজে প্রচলিত হইলে পরস্পরের জীবনযাত্রা সুখাবহ হয় না। একজন যদি আর একজনের ধনে ও অপরের পত্নীতে পরস্পর লোভ করে, তাহা হইলে পৃথিবীতে বাস করাই কঠিন হইয়া পড়ে, সর্ব্বত্র উচ্ছৃঙ্খলতা ও অরাজকতা উপস্থিত হয়। এজন্য প্রাকৃত নীতিবিদ্‌গণ 'পরদারেষু মাতৃবৎ' ও 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ' দর্শন করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

প্রাকৃত নীতি কাম দমন করিবার যে-সকল উপায় প্রস্তাব করিয়াছে ও ভক্তিনীতি কামদমনে যে-সকল স্বাভাবিক উপায় বিচার করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। প্রাকৃত নীতি আরোহবাদ অর্থাৎ কৃত্রিম চেষ্টাদ্বারা কামজয়ের উপায়সমূহ নির্দ্দেশ করিয়াছে, কিন্তু ভক্তিনীতি বলেন, কামকে কৃত্রিমভাবে দমন বা জয় করা যায় না, উচ্ছেদ করা ত' দূরের কথা। কাম জীবের একটী স্বাভাবিক ধর্ম্ম। উহা বিবর্ত্তগ্রস্ত জীবের নিকট চর্ম্ম-মাংসগত বৃত্তি হইয়া পড়ায় অনর্থরূপে প্রকাশ করিতেছে। যোগেশ্বর শিব স্মরারি বা কামারি নামে প্রসিদ্ধ। তিনি মদনকে ভস্ম করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু মদন ভস্মীভূত হইয়াও পুনরায় জীবিত হইয়াছে, মোহিত ও বিজিত হয় নাই। কারণ, প্রাকৃত মদন অপ্রাকৃত মদনের ছায়া বা প্রতিবিম্ব, উহা মিথ্যা বা অবাস্তব হইতে পারে না। যেখানে প্রাকৃত মদন বা কামকে ভস্মীভূত করিবার কৃত্রিম চেষ্টা হয়, সেখানে নির্ব্বিশেষবাদ আসিয়া পড়ে। প্রকৃত প্রেমের ধর্ম্মে কামকে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা নাই। মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত মদনকে ধ্বংস করেন না, মোহিত বা পরাজিত করিয়া স্বীয় অপ্রতিহত চিদ্বিলাসোৎসব প্রকট করেন। শ্রীমদনমোহনের শ্রীগোপালিনী শক্তি শ্রীবৃন্দাবনাবনীপতি শ্রীগোপেশ্বর শ্রীসদাশিব, তাঁহার কৃপায় প্রেমের উদয় হয়। প্রাকৃত কাম আনুষঙ্গিকভাবেই বিদূরিত হইয়া থাকে। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর নিত্য উপাস্য—'শ্রীমদনগোপালদেব'; তিনি কাম-গায়ত্রীর অধিদেবতা। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু জীবের সম্বন্ধজ্ঞান প্রদান করেন। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলে অর্থাৎ জীব নিত্য অণুচিৎ, বিভু-চিৎই তাহার নিত্য পরমপ্রভু,—এই সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলে সেই পরমচেতনের আকর্ষণে আকৃষ্ট হওয়া যায়, তখন আর চর্ম্মমাংসের প্রীতিযুক্ত কামে আদর বা উহা কৃত্রিমভাবে নিরোধ করিবার চেষ্টা থাকে না। ভোগ ও ত্যাগ, ভুক্তি ও মুক্তি—উভয় প্রকার চেষ্টাকে পরিত্যাগ করিয়া তখন সম্বন্ধজ্ঞান-প্রদাতা শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর অভিন্নবিগ্রহ

শ্রীগুরুদেবের অনুগত হইয়া শ্রীমদনগোপালের সেবায় জীব তৎপর হয়; তখন সকল কাম কৃষ্ণেন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির জন্য নিয়োজিত হয়।

মহারাজ অম্বরীষের প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত এই কথা বলিয়াছেন,—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥

(শ্রীভাঃ ৯।৪।১৮-২০)

শ্রীঅম্বরীষ রাজা স্বীয় মন শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে, স্বীয় বাক্য শ্রীবৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে, স্বীয় করদ্বয় শ্রীহরিমন্দির-মার্জনাদিতে ও স্বীয় কর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-কথোদয়ে এবং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে স্বীয় চক্ষুর্দ্বয়, শ্রীকৃষ্ণদাসের গাত্রস্পর্শে স্বীয় অঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সৌরভাঘ্রাণে স্বীয় ঘ্রাণ (নাসিকা), শ্রীকৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে স্বীয় রসনা, শ্রীকৃষ্ণক্ষেত্রানুগমনে স্বীয় পাদদ্বয়, শ্রীহৃষীকেশের চরণে প্রণতি-কার্য্যে স্বীয় মস্তক, কামবর্জিত দাস্যে স্বীয় 'কাম' এরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণভক্তগণে আশ্রয়যোগ্য রতির উদয় হয়।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় অনায়াসে, অকৃত্রিমভাবে, আত্মবিশ্লেষণে কাম-ক্রোধাদি রিপু-দমনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ,
কেহ কার বাধ্য নাহি হয়।
শুনিলে না শুনে কাণ, জানিলে না জানে প্রাণ,
দড়াইতে না পারে নিশ্চয়॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভসহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
'কাম' কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে,
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ-বিনে, 'মদ' কৃষ্ণ-গুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা বা করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ॥
ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধত্যাগ সদা দিবা,
লোভ-মোহ এই ত' কথন।
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ॥
আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ-রব,
সিংহরবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
যার হয় একান্ত ভজন॥

(শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—২)

উপসর্গ ও মূলরোগ

ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণসেবাই মূল লক্ষ্য ও প্রয়োজন। কাম-ক্রোধাদির উৎপাত উপসর্গমাত্র। সেই সকল উপসর্গের নিদান অনুসন্ধান করিয়া চিকিৎসা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। মূল রোগের অনুসন্ধান না করিয়া কেবল উপসর্গগুলি সাময়িকভাবে দূর করিবার চেষ্টা করিলে পুনরায় উহা প্রকাশিত ও উহার প্রতিক্রিয়া হইতে আরও অসংখ্য রোগের সৃষ্টি হয়, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে। মূল রোগই অবিদ্যা বা কৃষ্ণ-বিস্মৃতি। সেই কৃষ্ণ-স্মৃতি সর্ব্বক্ষণ যাহাতে হৃদয়ে উদিত থাকে; কায়, মন ও বাক্য, সমগ্র প্রাণ যাহাতে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পিত হয় তজ্জন্যই সতত যত্নোন্মুখ থাকিলে কামাদি রিপু-দমন অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। কামাদি রিপুদমন কেবল রোগ-নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষামাত্র, পূর্ণ রোগনিবৃত্তির পর পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ ভক্তির আনন্দে বিচরণই কৃষ্ণপ্রেমলাভ। প্রত্যেক বৃত্তিই বহির্মুখী অবস্থায় অমঙ্গল প্রসব করে ও উন্মুখ অবস্থায় মঙ্গল আনয়ন করে। কাম আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য হইলে সমস্ত-

প্রকাশ করে, আর কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য হইলে তাহাই প্রেম নাম প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে,—

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্ ।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥
(শ্রীভঃ রঃ সিঃ, পূঃ ২।১৬০-১৬১)

গোপীগণের প্রেমই 'কাম' বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই কারণে উদ্ধবাদি শ্রীভগবানের প্রিয়ভক্তগণ গোপীদিগের ঐ প্রেম প্রার্থনা করেন। শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন,—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্ ।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥
(শ্রীভাঃ ১০।৪৭।৬১)

অহো! আমি যেন শ্রীব্রজসুন্দরীগণের শ্রীপাদপদ্মসেবী শ্রীবৃন্দাবনের গুল্মলতা অথবা ওষধির মধ্যে কোন একটীরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারি। যেহেতু, তাঁহারা দুস্ত্যজ্য স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় শ্রীমুকুন্দ-পদবী ভজনা করিয়াছেন।

ভক্তের কামক্রোধাদি বৃত্তির ব্যবহার

কামের ব্যাঘাত হইলেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়। দেহারামী কামুকগণের কামনা-তৃপ্তির ব্যাঘাত হইলে ক্রোধের উদয় হয়। ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তের সেবৈককামী। তাঁহাদেরও সেই কৃষ্ণের সেবায় বা কৃষ্ণভক্তের সেবায় কামের প্রতিবন্ধক হইলে ক্রোধের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ভক্ত ও ভগবানের বিদ্বেষিগণের প্রতি যাহাদের ক্রোধের উদয় হয় না, অথবা যাহারা সহিষ্ণুতা, গাম্ভীর্য্য বা স্থিরধী বুদ্ধির অবৈধ অহঙ্কারে অচঞ্চলভাব প্রকাশ করিয়া প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে চাহে, তাহাদের ভক্ত ও ভগবানে অর্থাৎ ভক্তিতে আদৌ আসক্তি হয় নাই। কেহ ব্যক্তিগতভাবে ভক্তকে দোষ বা নিন্দা করিলে ভক্ত নিজে কোনপ্রকারে ক্ষুব্ধ হন না সত্য, কিন্তু অন্য ভক্তকে বা গুরুবর্গকে ও তাঁহাদের আরাধ্য শ্রীভগবানকে দোষ করিলে তাহার প্রতি তিনি ক্রোধ-প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু চতুর্থটি ভক্তের অনুভাবরূপে শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তের বিদ্বেষ ও নিন্দাতে অসহিষ্ণুতাকে গণনা করিয়াছেন,—

কৃষ্ণতদ্ভক্তবিদ্বেষিবিনিন্দাদ্যসহিষ্ণুতা।
(শ্রীভঃ রঃ সিঃ, পূঃ বিঃ ২য় লঃ ৮৩ সংখ্যা)

শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তগণের সম্বন্ধে বিদ্বেষ ও নিন্দাদি-সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা-প্রকাশ ভক্তির অঙ্গ। যেরূপ প্রাণিগণকে উদ্বেগ না দেওয়া, শোক-মোহাদির অবশীভূতত্ব, অন্যদেবতার অবজ্ঞাশূন্যতা, সেবা-নামাপরাধ হইতে সতর্কতা ভক্তির অঙ্গ, তেমনই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তগণের বিদ্বেষ ও নিন্দায় অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করাই ভক্তির অঙ্গ। প্রেমের ইহাই স্বভাব যে, প্রীতির পাত্রকে কেহ অবজ্ঞা করিলে, তাহা প্রীতি সহ্য করিতে পারে না, ইহাই অকৃত্রিম প্রীতি। শ্রীচৈতন্যদেব, যিনি তৃণ হইতেও সুনীচ, বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু এবং স্বয়ং অমানী ও অপরে মানদ হইয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনের আচার ও প্রচার করিয়াছেন, তিনিও, যখন জগাই-মাধাই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি অজ্ঞতাক্রমে দুর্ব্বিনীত ব্যবহার করিয়াছিলেন, অথবা যখন কাজী পাষণ্ডী হিন্দুগণের কথায় সংকীর্ত্তনের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, কিংবা শ্রীনবদ্বীপের প্রধান অধ্যাপকাভিমানী দেবানন্দ পণ্ডিত যখন তাঁহার শিষ্যগণের দ্বারা শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রতি দুর্ব্বিনীত ব্যবহার করাইয়াছিলেন, তখন তাহাদের প্রতি যে কিরূপ ক্রোধলীলা প্রকাশ করিয়া অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিত-পাঠকগণের অবিদিত নাই। ইহাই ক্রোধের সদ্ব্যবহার।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কাম, ক্রোধ, লোভাদি কোন বৃত্তিকে ভক্তগণ উচ্ছেদ করেন না, আর তাহা উচ্ছেদ করাও যায় না। যাহারা উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করে অর্থাৎ উহাদের মোড় ফিরাইয়া উহাদিগের সদ্ব্যবহার না করে, তাহারাই পরোক্ষভাবে প্রতারিত হইয়া চিদ্বিলাস ধ্বংসকারী নির্ব্বিশেষবাদী বলিয়া পরিগণিত হয়। বিমুখতা হইতে উন্মুখতার দিকে—জড় হইতে চেতনের দিকে—কাম হইতে প্রেমের দিকে—বিরূপ হইতে স্বরূপের দিকে প্রত্যেক বৃত্তির মোড় ফিরাইয়া দেওয়াই ভক্তের সাধন ও সেই সাধনে সিদ্ধিই তাহার প্রয়োজন। কাম-ক্রোধের ন্যায় লোভও একটী সাংসারিক রিপু; কিন্তু সেই লোভই আবার চরম ও পরম-প্রয়োজনরূপে প্রকাশিত হইতে পারে। সাধুগণের শ্রীকৃষ্ণ-কথায় লোভ, শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে করিতে রাগাত্মিক

ভক্তগণের আচরিত শ্রীকৃষ্ণসেবার লোভই ভজনের পরাকাষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণসেবার তীব্র লোভ স্বভাবে উদিত হইলে অচিরেই সিদ্ধি করতলগত হয়। বর্ত্তমানে আমাদের সেই লোভের একান্ত অভাব বলিয়া ভক্তিবৃত্তি বা প্রেম আমাদিগের নিকট কঠিন ও অসাধ্য বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ হরিসেবার নিষ্ঠ ভক্তগণের সেবার আদর্শে লোভই বিদ্যুদ্‌গতিতে আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণচরণ কমলে স্থান প্রদান করে।

মোহের দ্বারা অভিভূত হইয়া জড় জগতের জীব কিরূপ দেহ-গেহাদি অনিত্য বস্তুতে আসক্ত হইয়া রহিয়াছে! 'আমি' ও 'আমার' এই বুদ্ধি বা মোহই সংসারাসক্তিনিবেশের কারণ। এই মোহই জীবের জড়জগতে আসক্তিরূপ লোহন-স্বরূপ; কিন্তু এ মোহেরই আবার মোড় ফিরিয়া গেলে ইহা অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রেমরূপে প্রকাশিত হয়। "মোহ ইষ্ট-লাভ বিনে"—আমার ইষ্টবস্তু লাভ হইল না, "হে মথুরানাথ! কদা-বলোকয়সে"—শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের এই বিপ্রলম্ভভাব বা "কাঁহা যাও কাঁহা পাও মুরলীবদন"—শ্রীরাধাভাববিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরের এই অপ্রাকৃত বিরহ অথবা শ্রীগোপীগণের বনে বনে শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানলীলা, প্রত্যেক বৃক্ষলতার নিকট 'কোথায় আমাদের ইষ্টদেব'—এই বলিয়া যে কাতর প্রশ্ন, ইহাই অপ্রাকৃত মোহ বা বিপ্রলম্ভ প্রেম—অপ্রাকৃত বস্তুর সেবা করিয়াও অধিকতর গাঢ়ভাবে সেবা করিবার জন্য অতৃপ্তি—এইরূপ মোহই জীবের চরমলাভ।

জীব মদগর্ব্বিত হইয়া 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করে, জগতে কতই না অনর্থের উৎপত্তি করে, ক্রমে অসুর-স্বভাব লাভ করিয়া ঈশ্বরের পদবী আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। ভগবানের অপ্রাকৃত শক্তিকে ভোগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি চরম সীমায় উপনীত হয়; কিন্তু কৃষ্ণভজনে যে মত্ততা, কৃষ্ণের গুণ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত, তাঁহাতেই সম্মোহিত হওয়াই প্রকৃত শুদ্ধ মদ। যেমন, শ্রীহনুমান্ শ্রীরাম-চন্দ্রের ভজনে—শ্রীরামনামের গৌরবে এইরূপ গৌরবান্বিত যে, তাঁহার নিকট কোন ব্যাপারই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না, সমুদ্র-লঙ্ঘন ত' অতি তুচ্ছ কথা। শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবের ভজনে এরূপ প্রমত্ত, তাঁহার গৌরবে এরূপ গৌরবান্বিত যে, তিনি কোটি কোটি বিপদ ও বিঘ্নের প্রতি দৃক্‌পাতও করেন নাই। সমস্ত শুদ্ধভক্তগণই এইরূপ। এজন্য যাহারা ভক্তিরাজ্যের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাহারা বহির্দৃষ্টি হইতে ভক্তগণকে অত্যন্ত অহঙ্কারী, দাম্ভিক, মদগর্ব্বিত প্রভৃতি মনে করিয়া থাকে। ইহা তাহাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য।

"পরসুখে দুঃখী ও পরদুঃখে সুখী হওয়ার নাম—'মাৎসর্য্য'। 'মাৎসর্য্য' ও 'প্রেম'—পরস্পর বিরুদ্ধ। যেখানে মাৎসর্য্য, সেখানে প্রেম নাই এবং যেখানে প্রেম, সেখানে মাৎসর্য্য নাই। ছয়টী রিপুর মধ্যে মাৎসর্য্য সর্ব্বাগ্রণী না হইলেও সর্ব্বপ্রধান। কারণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ—এই পাঁচটীই মাৎসর্য্যের অন্তর্ভুক্ত। ক্রোধে কাম আছে; লোভে ক্রোধ ও কাম আছে; মোহে লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে; মদে মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে; আর মাৎসর্য্যে মদ, মোহ লোভ, ক্রোধ ও কাম—এই পাঁচটী পরিপূর্ণভাবে আছে।"

মৎসরতার স্বরূপ

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদকে মোড় ফিরাইয়া ভগবদুন্মুখী করা যায়, কিন্তু মাৎসর্য্য এইরূপ বৃত্তি যে, গোলোকে উহার স্থান নাই। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভাগবত-ধর্ম্মাবলম্বী বৈষ্ণবগণকে নির্ম্মৎসর বলিয়াছেন। যাঁহাদের হৃদয়ে মাৎসর্য্য নাই, তাঁহারাই প্রকৃত সাধু ও শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম-যাজনের অধিকারী।

আচার্য্যগণের শিক্ষাবাণী

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লোকশিক্ষার্থ গাহিয়াছেন,—

হরি হরি কৃপা করি' রাখ নিজ পদে।
কাম, ক্রোধ ছয় জনে, লইয়া ফিরে নানাস্থানে,
বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে।
হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
(প্রার্থনা, বৈষ্ণবোধিকা—৬)

কাম-ক্রোধাদি রিপুর বশীভূত হইলে জীব কিরূপভাবে বিষয়-ভোগের নামে নানা অভিলাষের চক্রে আরোহণ করিয়া মায়ার দাসত্ব করিয়া থাকে, তাহা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বর্ণন করিয়াছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয়টী রিপুকে বন্ধু ও প্রভু ভাবিয়া জীব তাহার দাসত্ব করিয়া থাকে। আবার কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণ নানাপ্রকার কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা কামাদি রিপুকে

জয় করিবার চেষ্টা করিয়া চরমে বিফলমনোরথ হন। কারণ, এই সকল রিপু কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা সাময়িকভাবে নির্য্যাতিতপ্রায় মনে হইলেও উহার স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না, সুযোগ পাইলেই আবার স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করে। শুদ্ধভক্তগণ কৃত্রিমপন্থী নহেন, তাঁহারা চিৎস্বভাবের প্রকটনকারী। চিৎস্বভাব-ভক্তিবৃত্তির উদয় হইলে কাম-ক্রোধাদিও প্রতিকূল আচরণ না করিয়া অনুকূল সেবক হইয়া পড়ে। এজন্য তাঁহারা শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মের আশ্রয়কে বরণ করিয়া থাকেন। অশরণাগত দাম্ভিক ব্যক্তি কখনও শারীরিক ও মানসিক বলের দ্বারা কাম-ক্রোধাদিকে দমন করিতে পারে না। তাই কাম-ক্রোধের দাস হইয়া উহার লাথি খাইতে খাইতে সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে জীব যখন অজ্ঞাতসুকৃতিফলে শ্রীভগবানের প্রেরিত কোন সাধুবৈষ্ণবের দর্শন পায়, তখন তাঁহার আশ্রয়ের জন্য এইরূপ ভাবে প্রার্থনা করিয়া থাকে,—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

(শ্রীভঃ রঃ সিঃ, পঃ বিঃ প্রীতিভক্তি-লহরীতে ৩৫ শ্লোক)

হে ভগবন্, কামাদির কত প্রকার দুষ্ট আদেশই না আমি পালন করিয়াছি! তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা এবং আমার লজ্জাও উপশান্তি হইল না! হে যদুপতে, সাম্প্রতঃ আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সদ্বুদ্ধি লাভ করত তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইলাম; তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।

সম্রাট্ কুলশেখর লোকশিক্ষাকল্পে শ্রীভগবান্ বিষ্ণুকে স্তব করিয়া বলিয়াছেন,—

তৃষ্ণাতোয়ে মদনপবনোদ্ধূতমোহোর্ম্মিমালে
দারাবর্ত্তে তনয়-সহজ-গ্রাহসঙ্ঘাকুলে চ।
সংসারাখ্যে মহতি জলধৌ মজ্জতাং নস্ত্রিধামন্
পাদাম্ভোজে বরদ ভবতো ভক্তিনাবং প্রযচ্ছ॥

(মুকুন্দমালাস্তোত্রম্—১২)

হে ত্রিধাম, হে বরপ্রদ, যাহাতে তৃষ্ণারূপ জল, যাহাতে কামরূপ বায়ুবিক্ষেপ এবং মোহরূপ তরঙ্গমালা আছে, যাহাতে দারারূপ আবর্ত্ত আছে এবং যাহাতে পুত্রকন্যাদি-সহজ-জলজন্তুসমূহ পরিব্যাপ্ত, সেই সংসার-নামক মহাসমুদ্রে নিমজ্জমান আমাদিগকে তোমার পাদপদ্মসেবারূপ নৌকা প্রদান কর।

ভক্তিশাস্ত্রোক্ত ক্রমপথে চলিলে বদ্ধজীব অচিরেই কামের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া তাহার নির্ম্মল চেতনের সহজবৃত্তি যে কৃষ্ণপ্রেম, তাহাতে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন। ক্রমপথ পরিত্যাগ করিলে অনর্থযুক্ত জীবের কখনও মঙ্গল হয় না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মনঃশিক্ষাচ্ছলে জীবকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—

কেন মন কামেরে নাচাও প্রেম প্রায়।
চর্ম্মমাংসময় কাম, জড়সুখ অবিরাম,
জড়বিষয়েতে সদা ধায়।
জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম, চিৎস্বরূপে প্রেমমর্ম্ম
তাহার বিষয়মাত্র হরি।
কাম-আবরণে হায়, প্রেম এবে সুপ্তপ্রায়,
প্রেমে জাগাও কাম দূর করি'।
শ্রদ্ধা হৈতে সাধুসঙ্গে ভজনের ক্রিয়া-রঙ্গে,
নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তি-উদয়।
আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম প্রাদুর্ভাব,
এই ক্রমে প্রেম উপজয়।
ইহাতে যতন যা'র, সেই পায় প্রেমসার,
ক্রমত্যাগে প্রেম নাহি জাগে।
এ-ক্রম-সাধনে ভয়, কেন কর দুরাশয়,
কামে প্রেম কভু নাহি লাগে।
নাটকাভিনয়প্রায়, সকপট প্রেম ভায়,
তাহে মাত্র ইন্দ্রিয়-সন্তোষ।
ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার, সদা কর পরিহার,
ছাড়' ভাই অপরাধ-দোষ।

('কল্যাণকল্পতরু', উপদেশ—১১)

কাম-ক্রোধাদি অনর্থ সাধককে ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে বাধা দিলে সাধক তখন কি উপায়ে ঐসকল রিপুকে পরাজিত করিয়া সেবার পথে অগ্রসর হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু 'মনঃশিক্ষায়' এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—

অসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকট-পাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি-প্রকট-পথপাতিব্যতিকরৈঃ।

গলে বদ্ধা হন্যেঽহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মন ইতঃ ।
(মনঃশিক্ষা—৫)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইহার পদ্যানুবাদ করিয়া গাহিয়াছেন,—

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ, মদ-মৎসরতা সহ,
জীবের জীবনপথে বসি' ।
অসচ্চেষ্টা-রজ্জু-ফাঁসে, পথিকের বর্গ নাশে,
প্রাণ লয়ে করে কষাকষি ॥
মন, তুমি ধর বাক্য মোর ।
এই সব বাটপাড়, অতিশয় দুর্নিবার,
যখন বেড়িয়া ধরে জোর ॥
আর কিছু না করিয়া, বৈষ্ণবের নাম লঞা,
ফুকারিয়া ডাক উচ্চরায় ।

আমরা শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপদেশানুসরণে যদি শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীশ্রীজীব, শ্রীকবিরাজ, শ্রীনরোত্তম, শ্রীবলদেব, শ্রীবিশ্বনাথ, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীভক্তিবিনোদ, শ্রীগৌরকিশোর, শ্রীসরস্বতী, শ্রীপুরীপ্রমুখ শ্রীরূপানুগবর সাধুগণকে অকপটে উচ্চৈঃস্বরে আমাদের রক্ষাকর্ত্তৃরূপে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করি, তাহা হইলে কাম-ক্রোধাদি রিপু আমাদিগের কিছুই করিতে পারিবে না ।

শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর আনুগত্যে শ্রীশ্রীগোপীনাথের সেবায় আনুষঙ্গিকভাবে কামজয় ও প্রেমপ্রাপ্তি

পরমকারুণিক শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রেমভক্তের অধিদেবতা শ্রীশ্রীগোপীনাথের নিকট হৃদয় হইতে কাম দূর করিবার জন্য অকপট 'আর্ত্তি-নিবেদন' শিক্ষা দিয়াছেন। সাধক শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর চরণরেণু মস্তকের ভূষণ করিয়া অকপট চিত্তে আর্ত্তির সহিত এই নিবেদন শ্রীগোপীনাথের চরণে জ্ঞাপন করিলে সর্ববিধ কাম অনায়াসে দূর হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই ।

গোপীনাথ, আমি ত' কামের দাস ।
বিষয়-বাসনা, জাগিছে হৃদয়ে,
ফাঁদিছে করম-ফাঁস ॥
গোপীনাথ, কবে বা জাগিব আমি ।
কামরূপ অরি, দূরে তেয়াগিব,
হৃদয়ে স্ফুরিবে তুমি ॥
গোপীনাথ, আমি ত' তোমার জন ।
তোমারে ছাড়িয়া, সংসার ভজিনু,
ভুলিয়া আপন ধন ॥
গোপীনাথ, তুমি ত' সকলি জান ।
আপনার জনে, দণ্ডিয়া এখন,
শ্রীচরণে দেহ স্থান ॥
গোপীনাথ, এই কি বিচার তব ।
বিমুখ দেখিয়া, ছাড় নিজ জনে,
না কর করুণালব ॥
গোপীনাথ, আমি ত' মূরখ অতি ।
কিসে ভাল হয়, কভু না বুঝিনু,
তাই হেন মম গতি ॥
গোপীনাথ, তুমি ত' পণ্ডিতবর ।
মূঢ়ের মঙ্গল, তুমি অন্বেষিবে,
এ দাসে না ভাব পর ॥
গোপীনাথ, আমার উপায় নাই ।
তুমি কৃপা করি', আমারে লইলে,
সংসারে উদ্ধার পাই ॥
গোপীনাথ, প'ড়েছি মায়ার ফেরে ।
ধন, দারা, সুত, ঘিরেছে আমারে,
কামেতে রেখেছে জেরে ॥
গোপীনাথ, মন যে পাগল মোর ।
না মানে শাসন, সদা অচেতন,
বিষয়ে র'য়েছে ঘোর ॥
গোপীনাথ, হার যে মেনেছি আমি ।
অনেক যতন, হইল বিফল,
এখন ভরসা তুমি ॥
গোপীনাথ, কেমনে হইবে গতি ।
প্রবল ইন্দ্রিয়, বশীভূত মন,
না ছাড়ে বিষয়-রতি ॥
গোপীনাথ, হৃদয়ে বসিয়া মোর ।
মনকে শমিয়া, লহ নিজ-পানে,
ঘুচিবে বিপদ ঘোর ॥

গোপীনাথ, অনাথ দেখিয়া মোরে।
তুমি হৃষীকেশ, হৃষীক দমিয়া,
তা'র হে সংসৃতি-ঘোরে ॥

গোপীনাথ, গলায় লেগেছে ফাঁস।
কৃপা-অসি ধরি', বন্ধন ছেদিয়া,
অধমে করহ দাস ॥
(কল্যাণকল্পতরু, 'বিজ্ঞপ্তি'—২-৩)

শ্রীধামরজঃপ্রাপ্তি

প্রৌষ্ঠপদী পৌর্ণমাসীর শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত-মহোৎসবের অব্যবহিত পরে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুকম্পিতা আমাদের পরমপূজনীয়া শ্রীযুক্তা 'বর্ণবিধি' গত ২০শে ভাদ্র শনিবার রাত্রি প্রায় আড়াই ঘটিকার সময় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীহরিনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার নিত্য অভীপ্সিত শ্রীনবদ্বীপধামরজঃ লাভ করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবে একান্ত শরণাগত ও প্রপন্ন ছিলেন। তাঁহার সহজ, সরল, আন্তরিক মূর্ত্তির ছটাই প্রত্যেক ভক্তবৈষ্ণবের হৃদয় বিগলিত করিত। তিনি স্ত্রী-রূপিণী হইলেও আজীবন একান্ত শ্রীনামাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রিয়তম স্থান শ্রীধাম-মায়াপুরে বাস করিয়া সমগ্র মহিলাভক্ত-সমাজের আদর্শস্থানীয়া হইয়াছেন। পূজনীয়া শ্রীযুক্তা 'বর্ণবিধি' বরিশালের অধিবাসিনী ছিলেন। তিনি প্রায় ৮০ বৎসর এই ধরাধামে প্রকট ছিলেন ও প্রায় বিশ বৎসরকাল নিষ্ঠার সহিত শ্রীধামে বাস করেন। তিনি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিষ্যা হইলেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকেই শিক্ষাগুরু ও শ্রীল ভক্তিবিনোদাভিন্নবিগ্রহরূপে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি বলিতেন যে, তাঁহাকে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীধামের সেবাকে নিজ ভোগ্য বিষয়ের ন্যায় বিচার করেন, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্তা 'বর্ণবিধি'র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া অনেক সময় তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠের শ্রীবিগ্রহের প্রণামী শ্রীযুক্তা বর্ণবিধি শ্রীমন্দিরে বসিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সময় হইতে রক্ষা করিতেন। ইহার পরে তিনি দৃষ্টিহীনা হইলেও সর্ব্বতোভাবে শ্রীধামের সেবা ও নিজ ভজন হইতে বিরত হন নাই। সেইরূপ অবস্থাতেও তিনি অপতিতভাবে প্রত্যহ যুক্তকরে শ্রীযোগপীঠের আরতি দর্শন করিতেন। তিনি প্রত্যহ শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিতেন, অন্ধাবস্থাতেও তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। পাছে পরিক্রমণে ভুল হয় এইজন্য তিনি এক একবার পরিক্রমা করিয়া অঞ্চলে এক একটী গ্রন্থি দিতেন। তিনি চলচ্ছক্তি-রহিত হইয়া পড়িবার পর নিজের ভজনগৃহে বসিয়াই আরতির সময় একটী ছোট কাঁসর নিজে নিজে বাজাইতেন। শারীরিক অত্যন্ত অক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি সহজে কাহারও কোন সেবা গ্রহণ করিতেন না। তিনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীমালিকা-হস্তে শ্রীহরিনাম ও প্রত্যহ আগ্রহের সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রবণ করিতেন। শ্রীহরিকথা শ্রবণের জন্য এরূপ নিষ্কপট আগ্রহ খুব কম ব্যক্তিতে দৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে তিনি নিবিষ্টচিত্তে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতেন। যেদিন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধামমায়াপুর যোগপীঠে আচার্য্যলীলা প্রকট করিলেন, সেই দিন তিনি বৈষ্ণবগণের নিকট যে কিরূপ নিষ্কপটভাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন না করিয়াছেন, তাঁহারা ধারণা করিতে পারিবেন না। তিনি তখন সত্য সত্যই অনুভব করিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্ট ও বাণী পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষিত হইবে, তাই তাঁহার আনন্দের অবধি ছিল না।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দে এক সময় ত্রিপুরা জেলার কসবা শ্রীমন্দির নিকটস্থ গোবিন্দপুরগ্রামবাসী জনৈক ভদ্রলোক শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজীর নিকট কুলিয়া নবদ্বীপে গমন করিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজের কৃপা ভিক্ষা করেন। তখন শ্রীশ্রীল

বাবাজী মহারাজ ঐ ভদ্রলোককে বলেন,—"তুমি এখানে আসিয়াছ কেন? শ্রীমায়াপুরে যাও। শ্রীমায়াপুরের শ্রীমন্দিরের নিকট 'স্বর্ণ'-নামে একটী বৃদ্ধা ভক্তমহিলা আছেন, তাঁহার চরণে তোমার পূর্ব্বজন্মের অপরাধ আছে। তোমার সেই অপরাধ তিনি ক্ষমা না করা পর্য্যন্ত তুমি কিছুতেই মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে না।" ঐ ভদ্রলোকটী শ্রীমায়াপুরে আসিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজের উপদেশমত শ্রীযুক্তা স্বর্ণদিদির শ্রীচরণে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। তখন শ্রীযুক্তা স্বর্ণদিদি যেরূপ দৈন্য ও ক্রোধলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্ভুতপূর্ব্ব।

শ্রীযুক্তা স্বর্ণদিদি দুষ্ট লোকের নানাপ্রকার চক্রান্ত ও ভীষণ অত্যাচারের মধ্যেও অবিচলিতচিত্তে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রতি নিষ্ঠা সংরক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি কখনও কোনরূপ গ্রাম্যকথা বা প্রজল্পের মধ্যে থাকিতেন না; শ্রীশ্রীহরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ ব্যতীত তিনি একমুহূর্ত্তও ব্যয় করিতেন না। শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অধিষ্ঠানকাল অর্থাৎ ১৩০০ বঙ্গাব্দ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মহিলাভক্তগণের মধ্যে শ্রীযুক্তা স্বর্ণদিদিই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীগুরুগোস্বামীর অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদ লাভ করিলেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীত ও আচরিত—

জাতি, প্রাণ, ধন, জন, সকল আমার।
জন হউ, সকলে করুন তিরস্কার॥
ব্যাধি-জীর্ণ কলেবর পাউক দুর্গতি।
নবদ্বীপ তথাপি ত্যজিতে নাহি মতি॥

—এই বাক্যের পূর্ণ অনুসরণ শ্রীযুক্তা স্বর্ণদিদির আচরণে দৃষ্ট হইয়াছে। সুনির্ম্মল ও সুন্দর সুন্দর প্রণয় জীবাত্মাগণ প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, ইহা আমাদের খুবই দুর্ভাগ্যের কথা।

গত শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-তিথি-দিবস প্রাতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম-পরিক্রমা করিতে করিতে সংকীর্ত্তন-মণ্ডলীসহ শ্রীযোগপীঠে শুভাগমন করিলে শ্রীযুক্তা স্বর্ণদিদি যেন শীঘ্রই প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিবেন, ইহা জানিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট সুতীব্র দৈন্য ও আর্ত্তির সহিত তাঁহার শেষ কথা নিবেদন করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চয়প্রভুর নির্যাণ

জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ পূজনীয়া শ্রীযুক্তা স্বর্ণদিদির অপ্রকট-বার্ত্তা জ্ঞাপন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, "সুনির্ম্মল প্রণয় আত্মাগণ প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য।" শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের এই বাণী শ্রবণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটী প্রণয় সুনির্ম্মল আত্মার নির্যাণ-সংবাদ অকস্মাৎ আমাদের কর্ণগোচর হইল। গত ২৫শে ভাদ্র (১৩৬৮) শুক্রবার কৃষ্ণপঞ্চমী-তিথিতে শ্রীমাথুরবিরহকাতর শ্রীব্রজবাসিগণের বিপ্রলম্ভোদ্দীপক শ্রীক্ষেত্র শ্রীকুরুক্ষেত্রে শ্রীপাদ বৈষ্ণবদাসদাস ভক্তিনিশ্চয় প্রভু শ্রীগুরুবিরহী শ্রীগুরুবর্গের শ্রীচরণপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে অপ্রকট হইয়াছেন।

আগামী ৪ঠা আশ্বিন অমাবস্যাতিথিতে যে 'সূর্য্যোপরাগ' হইবে, তাহাতে শ্রীকুরুক্ষেত্রে শ্রীগৌড়ীয়গণের যে ভাবসেবা আছে, তাহারই আনুকূল্য-বিধানের জন্য শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চয়প্রভু শ্রীগুরুবর্গের আদেশে তথায় গমন করিয়াছিলেন। শ্রীকুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগে শ্রীগৌড়ীয়গণের যে বিচার শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ও সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় পরিব্যক্ত আছে এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং আচরণ করিয়া যাহা সকল ভক্তগণকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহারই সেবা করিবার জন্য শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চয় প্রভু শ্রীগুরুবর্গের আনুগত্যে শ্রীকুরুক্ষেত্রে বিজয় করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই স্থানের সম্বন্ধে বহুবার বহু কথা বলিয়াছেন। তিনি কোন এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"কুরুক্ষেত্রে জনক-পদক, দ্বৈপায়ন, রুক্মন্ন, পর্জীভূত ও দালভ্যো

জগন্নাথের ভবনে মহাপ্রভুর গাদী দেখিতে পাইয়াছি। এই স্থানে মঠ হওয়া আবশ্যক। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বহু দিনের ইচ্ছা ছিল। * * (হিন্দী) ভক্তমালের লেখক নাভাজী শ্রীজগন্নাথকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর পার্ষদ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সুতরাং বিপ্রলম্ভময় ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের স্থান এই কুরুক্ষেত্র। * * শ্রীমদ্ভাগবতের 'আহুশ্চ তে' শ্লোকের কথিত বাক্য সন্নিহিতের তীরে অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু আসিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীরূপগোস্বামী 'প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণ সহচরি' শ্লোক লিখিয়াছেন।"

শ্রীকুরুক্ষেত্রের সহিত বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর, তাঁহার অন্তরঙ্গ শ্রীরূপের, শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ও শ্রীরূপানুগ ভক্তিবিনোদ-ধারার সর্ব্বোত্তম ভজনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। শ্রীকুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগ-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অন্য এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

"কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণে শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে যে উৎসব হইবে, তাহাতে ভক্তিপথের পথিকগণেরও অনেক কৃত্য আছে। আমাদের সেবাবিগ্রহ আত্মজাতীয় ভগবৎ-পরিকরগণকে বহু দিনের বিরহকাতরতা হইতে রক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণোন্মুখ করাইবার জন্য কুরুক্ষেত্রে লইয়া যাইতে হইবে। সুতরাং মাথুর-বিরহকাতর ব্রজবাসিগণের সেবা করাই আমাদের পরমধর্ম্ম। ঐশ্বর্য্য-প্রধান রসের উপাস্য-বস্তু হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় থাকিলেও তাঁহাকে চিন্ময় রথে আরোহণ করাইয়া ভক্তগণকে 'সন্নিহিত-সরে' সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে আনাইতে হইবে। উক্ত রথের আবশ্যকতা আছে।"

শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চয় প্রভু শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের এই বিপ্রলম্ভক্ষেত্রে শ্রীসূর্য্যোপরাগের সেবার অর্থাৎ মাথুরবিরহ-কাতর শ্রীব্রজবাসী শ্রীভক্তবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনরূপ সেবার স্বরূপ, বৃত্তি, অভিনিবেশ ও উৎকণ্ঠারূপ বিরহ-সুসম্পাদনে গুরুভক্তগণকে বিরহ-সাগরে ভাসাইয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পদান্তিকে বিজয় করিয়াছেন। শ্রীক্ষেত্র-ধামে শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে আত্মবলি-দান করিয়া তিনি শ্রীগৌড়ীয়-ভক্তগণের আদর্শ হইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চয়প্রভু ছিলেন,—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের [illegible]। বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন স্থানের মঠ ও মন্দিরসমূহ তাঁহারই তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি যেরূপ স্থাপত্যবিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন, তদ্রূপ সর্ব্বগুণে গুণী, ভজনে দৃঢ়, সেবায় পরমোৎসাহী, বাস্তব সত্যের প্রতি একান্তনিষ্ঠ, নির্ভীক, নিষ্কপট, অন্যাভিলাষ-রহিত ও চেতনা সেবক ছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কতিপয় অভিসন্ধিমূলক ব্যক্তি নানাপ্রকার বিদ্রোহ ও চক্রান্তের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই সময় শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিচার অনুসরণ করিয়া শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চয়প্রভু অপূর্ব্ব সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন। কপট ও অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করিত। তিনি শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় কায়, মন ও বাক্য সর্ব্বতোভাবে উৎসর্গ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-আশ্রয়ের প্রথম হইতে সুদীর্ঘকাল শ্রীগৌরধামের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্ববিষয়ে দক্ষ হইলেও দৈন্যে বিভূষিত ছিলেন।

শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চয়প্রভু সত্য সত্যই ভক্তি অর্থাৎ সেবারাজ্যে নিশ্চয়তা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত বা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত না হইলেও তাঁহাতে ভক্তিসিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কিছু দিন পূর্ব্বেও তিনি 'গৌড়ীয়ে'র অঙ্কে একটী পত্র প্রকাশ করিয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে দৃঢ়তা প্রচার ও বহু সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির চক্ষুরুন্মীলন করিয়াছেন।

প্রায় দুই তিন মাস পূর্ব্বেও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চয়প্রভুর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—"ইঁহার শ্রীহরি-ভজনই যে জীবনের একমাত্র ব্রত, ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে।" একারণেই শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চয় প্রভু শ্রীগুরুবর্গের অভিলাষানুসারে সমস্ত মঠপরিদর্শনের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেই সেবার পতাকা গ্রহণ করিয়া মেদিনীপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠে গমন করেন। তথা হইতে শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ, শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠ, শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ প্রভৃতির সেবাকার্য্য পরিদর্শন করেন। শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে কএক দিবস পূর্ব্বেও তিনি যেরূপ ধৈর্য্য ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তথাকথিত কর্ম্মবীর-গণের মধ্যে এ পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তিনি প্রায়ই অকপট আর্ত্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন,—"কি করিয়া হৃদয় বিগলিত হইতে পারে, স্বাভাবিক

কীর্ত্তনবিলাসের উদয় হইতে পারে ?" তিনি এই সুদীর্ঘ পরিদর্শকরূপ সেবা-কার্য্যোপলক্ষে যে-স্থানে যে-মঠেই গমন করিয়াছেন, তথায় অনর্গল শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও প্রত্যেক সেবকের মঙ্গলের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা অতি সহজেই অনেক অসম্ভব কার্য্যও সম্ভবে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার পারমার্থিক বিদ্যোৎসাহিতা অভূতপূর্ব্ব ছিল। তাহারই অদম্য সেবোৎসাহে মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের রচিত অনেকগুলি ইংরেজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ যখন মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনিও শ্রীভক্তিনিশ্চিন্ত প্রভুর অকপট সেবোৎসাহ দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চিন্ত প্রভু শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কোভুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীহরিদ্বার শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়মঠ, শ্রীপুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠ এবং সমস্ত মঠেই কোনও না কোনপ্রকার সেবা করিয়াছেন। এবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীভাগবতোৎসবকালে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত থাকিয়া তিনি প্রায় তিন সপ্তাহকাল ভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা ও প্রশ্নোত্তরমুখে শ্রীহরিকথা-শ্রবণ এবং তদনুসারে কায়মনোবাক্যে নিজ জীবন-গঠনে অকপট চেষ্টা করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীমদ্ভাগবতোৎসবের অন্তে শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজের শ্রীপাদপদ্মানুসরণে তিনি স্বধামে আরোহণ করিয়াছেন। শ্রীগুরুপূজার কএক দিবস পূর্ব্বে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চিন্তপ্রভুকে অযাচিতভাবে কৃপাপূর্ব্বক শ্রীগৌরধামে লইয়া আসেন। আত্মনিবেদনক্ষেত্রে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মাহুতি প্রদানপূর্ব্বক শ্রীগৌরলীলাবলী দর্শন ও শ্রীগুরুবর্গের কৃপাদেশ শিরে ধারণ করিয়া শ্রীধামমণ্ডলে গমন করেন। তথায় অনেকক্ষণ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশানুসারে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলীসমূহ দর্শন ও ভ্রমণ করিয়া দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন-শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠে উপনীত হন এবং শ্রীবিপ্রলম্ভক্ষেত্রে নিজ অভীষ্ট-সেবা লাভ করেন।

গত ২০শে ভাদ্র অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চিন্তপ্রভুর নির্য্যাণ-সংবাদ-শ্রবণে বিরহব্যথিতচিত্তে তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করিতে থাকেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীঅবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বিরহবিগলিতকণ্ঠে শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চিন্ত প্রভুর সেবার কথা কীর্ত্তন করেন। পরের দিবস শ্রীপাদ সাগর মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধবপ্রভু শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চিন্ত প্রভুর গুণগাথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রত্যেক নিষ্কপট ভক্তজনের হৃদয়ই শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চিন্তপ্রভুর বিরহে ব্যথিত। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী গুণাবলী ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবার আদর্শ সর্ব্বক্ষণই তাঁহার বিরহ-স্মৃতিকে উজ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। জয় ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা,—হৈল সঙ্গ-ভঙ্গ॥"

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশানুসারে গত ২৫শে ভাদ্র, ১১ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চিন্তপ্রভুর বিরহ-মহোৎসব নিরন্তর শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যার্ণব প্রভু শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চিন্তপ্রভুর সেবানিষ্ঠা ও অন্যান্য গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব প্রভু শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চিন্তপ্রভুর বিবিধ গুণ-প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করেন। শ্রীধামবাসী ও শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠী-মুখে শ্রীপাদ মধুসূদনদাস ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীপাদ রেবতীরমণ প্রভুর গুণাবলী কীর্ত্তন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে বিরহ-সম্বন্ধে বহু হরিকথা কীর্ত্তন করেন। বিরহসূচক বিভিন্ন মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভাভঙ্গ হয়।

অভিনন্দন

শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মে প্রেরিত আরও অনেক অভিনন্দনসমূহের মধ্য হইতে কয়েকটী মাত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল।

Srila Acharyyadev, Humble offerings, homage of Gaudiya Math-servants to your Holy Lotus Feet. Invoke Divine Blessings.

Pradip Tirtha, Calcutta.
27. 8. 41.

Our humble prostrations at the Divine Feet of His Divine Grace at His most auspicious Advent-Tithi. Pray mercy.

Servitors,
Bombay Gaudiya Math.
27. 8. 41.

Sreela Teertha Goswami Maharaj, Observing Guru-Puja. Pray offer our homage to Sreela Acharyyadev.

Pashupal, Meerut.
27. 8. 41.

Srila Teertha Goswami Maharaj, Offering our Bhaktikusumanjali to the Holy Feet of Srila Acharyyadev through Vaishnavas. Solicit mercy.

Mathasevakas, Allahabad.
27. 8. 41.

Sreela Teertha Goswami Maharaj, Humble homage and innumerable prostrations at the Lotus Feet of Srila Acharyyadev in submission to your holy feet. Invoking your blessings.

Mathasevaks, Rangoon.
27. 8. 41.

Srila Acharyyadev, Please accept our humble Vyas-Puja offerings.

Mathasevaks,
Ramananda Gaudiya Math,
Kovur.
27. 8. 41.

Sripad Teertha Goswami Maharaj, Humble prostrations at the Holy Feet of Srila Acharyyadev. Invoking your mercy.

Adhokshajadas
Delhi Cantonment.
27. 8. 41.

Sampadaka Prabhu, Gaudiya Math, Crave mercy worshipping Prakat-Tithi. Pray convey our obeisances to Srila Acharyyadev.

Gaudiya Samiti,
Artashram Surkal, Baripada.
27. 8. 41.

Srila Acharyyadev, we pray Your causeless mercy. Offer ourselves Your Lotus Feet for eternal service.

Members,
Sanatan Gaudiya Math, Benares.
27. 8. 41.

His Divine Grace B. P. Puri Goswami Maharaj, Pray accept our humble greetings.

Preachers, Simla,
27. 8. 41.

Srila Acharyyadev, we offer humblest Sraddhanjali to Your Holy Feet. Kindly accept, solicit blessings.

Mathasevakas, Patna.
27. 8. 41.

Srila Tirtha Goswami Maharaj, Please convey our humble offerings to His Divine Grace's Lotus Feet.

Devotees,
Sree Vidyanidhi Gaudiya Math,
Chittagong.
27. 8. 41.

Srila Tirtha Goswami Maharaj, Pray accepting our humblest obeisances, offer this to His Divine Grace. Thy mercy ever remain in our hearts.

Servitors,
Gaudiya Math, Lucknow.
27. 8. 41.

Sree sree Gurudeva, Members, Darjeeling Math offer humble homages to Your Lotus Feet. Innumerable prostrated obeisances, Your Divine Graces auspicious Advent-day. Craving Your merey.

Mathasevakas, Darjeeling.
27. 8. 41.

Srila Acharyyadev, Invoke Your blessings to offer humble homage at Your Lotus Feet.

Humble Servitors
Madras Gaudiya Math.
27. 8. 41.

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীধামে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-মহোৎসব

গত ১১ই ভাদ্র, ৩রা সেপ্টেম্বর বুধবার শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের পূর্ণানুগত্যে নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস প্রাতে শ্রীধামবাসী ভক্তগণ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের সুকোমলমতি বালকগণ শ্রীগৌরনিজজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে অগ্রণী করিয়া উচ্চসংকীর্ত্তন করিতে করিতে নবদ্বীপ পরিক্রমা করেন। 'গৌড়ীয়' ও 'শ্রীভক্তিবিনোদ'-গ্রন্থাবলী আলোচিত হয়। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে একটি মহতী সভায় উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যার্ণব বি-এ, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমন্দোদয়-দয়া ও অসমোর্দ্ধ দানের কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে 'যশোমতীনন্দন' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

জিরাটে প্রচার

গৌড়ীয়মিশনের কতিপয় সেবক গত ২রা ভাদ্র, ১৯শে আগষ্ট হইতে জিরাটের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। প্রচারকগণ গত ২০শে আগষ্ট স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীযুক্ত ভগবতীপ্রসাদ সেন, তৎপর [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্, কে, রায় মহোদয়ের বাসভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠমুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তন হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক মহামহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। গত ১৩ই ভাদ্র, শ্রীরাধাষ্টমী, রবি ও গত ১৬ই ভাদ্র শ্রীবামনদ্বাদশীব্রত মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণ নিরাহার উপবাসী থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে উদযাপন করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ প্রত্যহ অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সকলকে শ্রীভগবদ্বৈষ্ণবের সেবায় উৎসাহিত করিয়াছেন।

গত ১১ই ভাদ্র বুধবার ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-শতাব্দ-বর্ষপূর্ত্তি-প্রকটতিথিতে শ্রীসারস্বত-শ্রবণসদনে শ্রীল ঠাকুরের আলেখ্যার্চ্চা সুন্দররূপে সজ্জিত করা হয়। প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-পূজায় নিজজনগণের আনুগত্যে শ্রীশ্রীল ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গবিনোদানন্দ-জীউর ভোগারাত্রিকান্তে উপস্থিত প্রত্যেক সকলকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরিত হয়। বেলা ২ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত বিভিন্ন সেবকগণ 'শ্রীভক্তিবিনোদ'-গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে লণ্ডন শ্রীবাসুদেব-গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রাপ্ত বৈষ্ণবভক্তিপূর্ণ অভিনন্দন ও পুষ্পাঞ্জলি উপদেশক শ্রীপাদ অধমকান্তি ভক্তিশাস্ত্রীপ্রভু পাঠ করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শুদ্ধ-ভক্তি-সদাচার প্রকাশ করিবার কারণ, জীবের প্রতি অসীম দয়ার পরিচয়—তাঁহার গৌরনিজজনত্বের পরিচয়-প্রদানমুখে বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সকলকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব

গত ১৮ই ভাদ্র, ৪ঠা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব নিরন্তর শ্রীহরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের দয়া ও দানের কথা বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়া শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-বিরচিত শ্রীভক্তিসন্দর্ভ হইতে শ্রীনামকীর্ত্তনের মহিমা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি' গ্রন্থের পারায়ণ হয়। রাত্রি ১০ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব পুনরায় বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী, মহামন্ত্র ও হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরসাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১০ই আশ্বিন, ১৩৪৮ ; ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ { ৯ম-১০ম সংখ্যা

পুরুষার্থ-বিনির্ণয়

বিভিন্ন পুরুষার্থ

পুরুষ বা জীবের অর্থ বা প্রয়োজনই—পুরুষার্থ। পুরুষের প্রয়োজন-সাধক বর্গচতুষ্টয়—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে শাস্ত্রীয় পরিভাষায় 'পুরুষার্থ' বলিয়া থাকে। জীবের চিত্তবৃত্তি-অনুসারে বিভিন্ন পুরুষের বিভিন্ন পুরুষার্থে রুচি হয়। যাহাদের ভোগোন্মুখ চিত্তবৃত্তি, তাহাদের ধর্ম, অর্থ ও কামে রুচি; আর যাহাদের ভোগবিদ্বেষী ত্যাগোন্মুখ চিত্তবৃত্তি, তাহাদের মোক্ষ-কামনায় রুচি হইয়া থাকে। ভুক্তি ও মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ এই চারি প্রকার পুরুষার্থ-লাভের জন্য তত্তৎকামপ্রদাতা দেবতাগণের আরাধনা করিয়া থাকেন।

বিভিন্ন অধিকারী

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥

(শ্রীগীঃ ৭।২০-২৩)

[কামের বশবর্ত্তী হইয়া কাম্যবস্তু লাভের জন্য যাহারা পরমেশ্বরকে ভজন করে, তাহারা কাম্যবস্তু লাভ করিয়া ক্রমশঃ মুক্ত হয়—ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে যাহারা অত্যন্ত রজঃ ও তমোগুণী তাহারা কামনার বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার সেবা করে, তাহারা সংসারে আবদ্ধ হয়—ইহাই চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন—] বহির্ম্মুখগণ সেই সেই কামনা দ্বারা অপহৃতজ্ঞান হইয়া এবং সেই সেই ক্ষুদ্র

নিজ স্বীকারপূর্ব্বক স্বকীয় প্রকৃতির বশীভূত হইয়া তত্তদ্রূপ অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনা করে।

[যাহারা দেবতাদিগকে ভজন করে, তাহাদের মধ্যে—] যে যে ভক্ত যেই যেই দেবতারূপ মদীয় মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, অন্তর্যামী আমি সেই সেই ভক্তের সেই মূর্ত্তিবিষয়িণী শ্রদ্ধাকে দৃঢ়া করিয়া থাকি।

[তাহার পর—] সেই ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই দেবতামূর্ত্তির আরাধনা করিলে অন্তর্যামী মৎকর্ত্তৃক বিহিত সেই কাম্যবিষয়-সকল তাঁহা হইতে লাভ করেন।

[আর যদি এইরূপে সকল দেবতাই আমার মূর্ত্তি হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের আরাধনাও আমারই আরাধনা এবং তাঁহাদের কাম্য-বিষয়ের ফলদাতাও আমিই, তথাপি সাক্ষাদ্ভাবে যাঁহারা আমার ভজন করেন, তাঁহাদের কিছু বৈষম্য আছে, তাহাই বলিতেছেন—] কিন্তু অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের সেই ফল বিনাশী। দেবতার উপাসকগণ দেবতাগণকে লাভ করিয়া অন্ত লাভ করেন; আর, আমার ভক্তগণ নিত্যফলস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হন।

ধর্ম্মকামী সূর্য্যদেবতার আরাধনা, ধনকামী গণেশের উপাসনা, কামকামী শক্তির উপাসনা ও মোক্ষকামী রুদ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত বিষ্ণুকে পঞ্চদেবতার অন্তর্গতরূপে কল্পনা করিয়া ও তাঁহাকে কর্ম্মফলদাতা সকল দেবতাদিগের মধ্যে ধরিয়া কোন কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ কামনা করিয়া থাকে। সেইরূপ কল্পিত বিষ্ণু উপাসনা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দ্বারা স্বীকৃত নহে এবং সেইরূপ উপাসনায় যে পুরুষার্থ লাভ হয়, তাহাকে পরমপুরুষার্থ বলা যায় না।

পরম-পুরুষার্থ

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষধিক্কারী পঞ্চম-পুরুষার্থ ভগবৎ-প্রেমই পরম-পুরুষার্থ। অহৈতুকী ভক্তিই সেই পরম-পুরুষার্থের সাধন ও সাধ্য এবং গোলোকনাথ শ্রীনন্দনন্দনই সেই পরম-পুরুষার্থের অদ্বিতীয় পরদেবতা। অন্যাভিলাষ-রহিত জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত শুদ্ধ নির্ম্মল চেষ্টায় সেই পরাৎপর পুরুষের অহৈতুকী অপ্রতিহতা সেবা করিয়া তাঁহার প্রীতিরূপ পরমপ্রয়োজনসীমা পরম-পুরুষার্থ লাভ করিয়া থাকেন, ইহাই সর্ব্বপুরুষার্থ-শিরোমণি। শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু 'প্রীতি-সন্দর্ভে' এইরূপ বিচার করিয়াছেন,—

পুরুষের প্রকৃত প্রয়োজন

"পুরুষপ্রয়োজনঞ্চ তাবৎ সুখপ্রাপ্তির্দুঃখনিবৃত্তিশ্চ। শ্রীভগবৎপ্রীতৌ তু সুখত্বং দুঃখনিবর্ত্তকত্বঞ্চাত্যন্তিকমিতি এতদুক্তং ভবতি * * যদ্যপি সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতীত্যারভ্য মানুষানন্দতঃ প্রাজাপত্যানন্দপর্য্যন্তং শতকৃত্বঃ শতগুণিততয়া ক্রমেণ বেদ্যমানস্যোৎকর্ষপরিমাণং প্রবর্ণ্য, পুনশ্চ অতোঽপি শতগুণেন পরব্রহ্মানন্দং প্রবর্ণ্য তস্যাপরিচ্ছিন্নত্বাৎ যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে ইত্যাদিনোক্তেন ভগবৎস্বরূপানন্দস্য স্থাপিতং বিলক্ষণত্বঞ্চ। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাদিত্যনেন নানাস্বরূপবর্গস্যাপি তদ্বেদ্যানন্দস্বরূপত্বঞ্চ দর্শিতম্। তথাচ্যুতমার্গতত্ত্ববিষয়ক কেবলব্রহ্মোপাধিকং। অথ জীবশ্চ জীবোঽপি তদ্‌জ্ঞানসংসর্গাভাবযুক্তত্বেন—তদাভাসপরাঙ্মুখ—স্বরূপজ্ঞানলোপমায়াকল্পিতোপাধ্যাবেশাজ্জন্মাদিদুঃখমাপ্নোতি সংবাতে * * পরমতত্ত্বসাক্ষাৎকারলক্ষণং তজ্জ্ঞানমেব পরমানন্দপ্রাপ্তিঃ, সৈব পরমপুরুষার্থ ইতি। স্বরূপজ্ঞাননিবৃত্তিঃ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিশ্চ নিদানে তদজ্ঞানে গতে সতি স্বত এব সম্পদ্যতে। পূর্ব্বজাঃ পরমতত্ত্বপ্রকাশতারতম্যাভিলক্ষণমাত্রাত্মকত্বাৎ উত্তরত্রাপি ব্রহ্মোভয়স্বরূপাদনন্তরম্। উক্তং পূর্ব্বজাঃ পুরুষপুরুষার্থস্য বর্ত্তেত হ্যপবর্গস্তত্যাদিনা, অস্পৃহাণা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তাঃ। পরব্রহ্মাণি চাপ্যন্যভক্ত্যা ব্রহ্মগৃহীতয়া ইত্যাদেন। অতঃ সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিশ্চ তদৈবোক্তা, তিষ্ঠতে স্বরূপপ্রতিষ্ঠিত্যাদিনা। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ, 'নিরস্তাতিশয়াহ্লাদসুখভাবৈকলক্ষণা। ভেষজং ভগবৎপ্রাপ্তিরেকান্তাত্যন্তিকী মতা' ইতি। শ্রুতৌ চ—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি।"

(প্রীতিসন্দর্ভ, ১ অনুচ্ছেদ)

সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তি পুরুষের প্রয়োজন। শ্রীভগবানের প্রীতিতেই আত্যন্তিকী সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তি হইয়া থাকে। শ্রুতিতেও (তৈত্তিরীয় ৮।১) 'আনন্দের সেই মীমাংসা এইরূপ হইয়া থাকে'—এইরূপ আরম্ভ করিয়া মানুষের আনন্দ হইতে প্রাজাপত্যানন্দ পর্য্যন্ত শতভাগ করিয়া ক্রমশঃ শতগুণিতরূপে তৎসকলের উৎকর্ষ-পরিমাণ

প্রদর্শিত হইয়াছে। মানুষের আনন্দ হইতে মানুষ-গন্ধর্ব্বের আনন্দ শতগুণ, তাহা হইতে দেব-গন্ধর্ব্বের আনন্দ শতগুণ, তাহা হইতে পিতৃগণের আনন্দ শতগুণ, তাহা হইতে দেবগণের আনন্দ শতগুণ। কর্ম্মজাত দেবগণের আনন্দ হইতে কর্ম্মদেবগণের আনন্দ শতগুণ, তাহা হইতে দেবগণের আনন্দ শতগুণ, তাহা হইতে ইন্দ্রের আনন্দ শতগুণ, তাহা হইতে বৃহস্পতির আনন্দ শতগুণ, তাহা হইতে প্রজাপতির আনন্দ শতগুণ; তাহা হইতে পরব্রহ্মানন্দ শতগুণ—এইরূপ প্রদর্শন করিয়া অপরিজ্ঞেয়ত্বহেতু শ্রুতি বলিলেন,—যাহা হইতে বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ পরব্রহ্মের আনন্দের পরিমাণ শ্রুতিও নির্ণয় করিতে পারে না। এই মন্ত্রের দ্বারা সেই আনন্দের অনন্তত্ব ও বিলক্ষণত্ব স্থাপিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয়োপনিষদের ২।৭ মন্ত্রে শ্রীভগবান্ নানাস্বরূপ-ধর্ম্মবান্ হইলেও যদি পরমাত্মানন্দস্বরূপ না হইতেন, তবে কে অপানবায়ুর চেষ্টা করিত, কেই বা প্রাণবায়ুর চেষ্টা করিত,—এই মন্ত্র দ্বারা তাঁহার কেবল আনন্দরূপত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন, অষ্ট-অশ্বযুক্ত রথ, সারথি ও সূর্য্যদেব-সমন্বিত সূর্য্যমণ্ডল, নানাপ্রকার জীবাবাস, পর্ব্বত-নদীযুক্ত ভূতল যাবতীয় নানা অবয়বের গ্রহ-নক্ষত্র কেবল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থরূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ বিবিধ স্বরূপধর্ম্মবিশিষ্ট শ্রীভগবান্‌কে শ্রুতি কেবল আনন্দস্বরূপ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। জীব শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ ও নিত্য আশ্রিত হইলেও শ্রীভগবজ্জ্ঞানের সংসর্গাভাবযুক্ত বলিয়া তাঁহার মায়ার দ্বারা পরাভূত হইয়া নিজের স্বরূপজ্ঞান বিস্মৃত হইয়াছে ও তজ্জন্যই মায়াকল্পিত দেহাদি উপাধিতে আবেশজনিত অনাদি সংসার-দুঃখে সম্যগ্‌রূপে বদ্ধ হইয়াছে। পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার-লক্ষণ শ্রীভগবজ্জ্ঞানই পরমানন্দ-প্রাপ্তি, তাহাই 'পরম-পুরুষার্থ'। নিজ স্বরূপবিষয়ে অজ্ঞান ও সংসার-দুঃখপ্রাপ্তির কারণই পরতত্ত্বের জ্ঞানাভাব। সূর্য্যের দর্শনমাত্র হইলে যেরূপ নিজেকে দেখিবার জন্য বা অন্ধকার দূর করিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিতে হয় না, এতদুভয় স্বতঃই সম্পাদিত হয়,—সেইরূপ শ্রীভগবজ্জ্ঞান-লাভের সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃই স্বরূপগত অজ্ঞান তিরোহিত হয় ও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। স্বরূপাজ্ঞাননিবৃত্তি শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশতার অভিব্যক্তির একটি লক্ষণ। স্বপ্রকাশতা-ধর্ম্মের অভিব্যক্তি হইলে উহার অভাব আর উপস্থিত হইতে পারে না, এজন্য স্বরূপাজ্ঞান-নিবৃত্তি অবিনশ্বর। কারণ, যাহা কালপ্রাপ্ত হয়, তাহারই উৎপত্তি হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে নিজ স্বরূপগত অজ্ঞান-নিবৃত্তি পরম-পুরুষার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে,—বৈরাগ্য বা আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত যে নৈষ্কর্ম্ম্য-ধর্ম্ম, ত্রৈবর্গিক অর্থ তাহার ফল নহে। আপবর্গিক ধর্ম্মের অব্যভিচারী যে অর্থ, তাহার ফল বিষয়-ভোগ বিহিত হয় নাই।

বিষয়-ভোগের ফল ইন্দ্রিয়-তর্পণ নহে, কিন্তু যতদিন জীবন থাকে, ততদিনই কামের ফল অর্থাৎ কামের সেবা করা যায়। অতএব তত্ত্বজিজ্ঞাসাই জীবনের মুখ্যপ্রয়োজন; আর নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা এ জগতে যে ধর্ম্মবিপাক প্রসিদ্ধ আছে, তাহা প্রয়োজন নহে।

যাহা অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ অদ্বিতীয় বাস্তববস্তু, জ্ঞানিগণ তাহাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন।

অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় ও নিশ্চয় বিশ্বাসযুক্ত মুনি অর্থাৎ কীর্ত্তনকারিগণ শাস্ত্রশ্রবণজনিত ভক্তিদ্বারা এবং সম্বন্ধজ্ঞান-যুক্ত ও বিষয়-ভোগত্যাগপূর্ণ সেবাফলে স্বীয় হৃদয়ে সেই পরমাত্মস্বরূপ তত্ত্ববস্তুকে দেখিয়া থাকেন।

পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারে সর্ব্ব-দুঃখ-নিবৃত্তি

পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের পর স্বতঃই সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি হয়। তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে সেই স্থানেই (১ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায়ে) উক্ত হইয়াছে,—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥
(শ্রীভা ১।২।২১)

আত্মার আত্মা পরমাত্মা ভগবানের স্বরূপ-সাক্ষাৎকার-রূপে সর্ব্বাত্মদর্শন হইলেই অনাত্মবস্তুতে অহংকাররূপ মনের গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, অসম্ভাবনাদিরূপ সকল সন্দেহরাশি ছিন্ন হয় এবং অনারব্ধ ফলসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তিই পরমপুরুষার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নিরতিশয় আহ্লাদসুখভাবই একমাত্র লক্ষণ যাহার, সেইরূপ ভগবৎ-প্রাপ্তি একান্ত আত্যন্তিক বলিয়া সম্মত, তাহাই ভবব্যাধির ঔষধ। শ্রুতিতেও উক্ত

হইয়াছে,—যাঁহারা পরব্রহ্মের আনন্দ-বিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কোথাও ভয়প্রাপ্ত হন না।

প্রকৃত মুক্তি কি?

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রবৃত্তিমার্গে বাধিত ব্যক্তিগণের নিকট পুরুষার্থ বলিয়া বিবেচিত। এজন্য সাধারণ সদসদ্-বিবেকী-গণেরই ত্রৈবর্গিককে তিরস্কার করিয়া মুক্তিকেই পুরুষার্থ বলিয়া বিচার করিয়াছেন। বিষ্ণুপাদাব্জ-লাভরূপ মুক্তিকে ভক্তগণ স্বীকার করেন। কিন্তু যে-মুক্তি-ব্যবস্থায় শ্রীভগবানের সেবা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, সেইরূপ মুক্তিকে তাঁহারা নরক হইতেও অধিক ঘৃণা করিয়া থাকেন।

'মুক্তি' সম্বন্ধে শ্রীশ্রীজীবপ্রভু

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও তৈত্তিরীয় শ্রুতির পূর্ব্বোক্ত বাক্য উদ্ধার করিয়া 'নিরতিশয় আনন্দ-স্বরূপা শ্রীভগবৎপ্রাপ্তিকেই' মুক্তি বলিয়াছেন। 'মুক্তি-নিরূপণ'-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বলেন,—

"এষ এব চ মুক্তিশব্দার্থঃ, সংসারদুঃখোচ্ছেদপূর্ব্বকত্বাৎ। যথোক্তং শ্রীশুকেন—যদৈবমেতেন বিবেকহেতিনা মায়াময়াহঙ্করণাত্মবন্ধনম্‌। ছিত্ত্বাচ্যুতাত্মানুভবোঽবতিষ্ঠতে তমাহুরাত্যন্তিকমঙ্গ সংপ্লবমিতি। অচ্যুতাত্মা . আত্মনি পরমাত্মনি অনুভবো যস্য তথাভূতঃ সন্‌ অবতিষ্ঠতে যং তমাত্যন্তিকং সংপ্লবং মুক্তিমাহুরিত্যর্থঃ। অথ মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিরিত্যেতদপি তত্তুল্যার্থমেব; যতঃ স্বরূপেণ ব্যবস্থিতির্নাম স্বরূপ-সাক্ষাৎকার উচ্যতে; তদবস্থানমাত্রস্য সংসারদশায়ামপি স্থিতত্বাৎ; অন্যথারূপস্য চ তদজ্ঞান-মাত্রার্থত্বেন তদ্ধানৌ তজ্‌জ্ঞানোপর্য্যবসানাৎ। রশ্মিপরমাণূনাং সূর্য্য ইব স এষ হি জীবানাং পরমঃ অংশিস্বরূপঃ। যথোক্তং ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবতা গর্ভোদশায়িনা—'যদা রহিতমাত্মানং ভূতেন্দ্রিয়গুণাশয়ৈঃ। স্বরূপেণ ময়োপেতং পশ্যন্‌ স্বারাজ্যমৃচ্ছতি।' ইতি। উপেতং যুক্তমিত্যনেনাভিন্নত্বেঽপি জীব-সমষ্টেরেবাস্য পরমাত্মসন্নিধৌ বিশেষতোঽপি পরিহৃতোঽস্তি। অতএব নিত্যাবস্থ স্থিত, যদা বৈ সঃ স্বং সেবায়াং দৃষ্ট্যানীয়মতীতি। অস্যাং সেনান্যোঽপি প্রাপ্তিক্ত বিধা যোজনীয়া। তথাত্মা ব্রহ্মপ্রাদুর্ভাবাদুপ্যবিজ্ঞানানন্দস্বরূপ-স্বপ্নবতঃ স্বরূপশক্তিস্বরূপ-ভক্ত্যাবির্ভাবাবস্থা। সা চ স্বয়ং এব বা স্যাৎ, ভগবৎ সর্বোপাসন্যধিকারাধিকাণাশ্রয়াৎ বা স্যাৎ, উপাসনাবিশেষানুসারেণ। দ্বিতীয়া ভগবৎপ্রাপ্তি-রূপা বিভোরশেষপ্রকটত্ব ভক্ত্যাবির্ভাবেন বিষ্ণ্বাদি বৈকুণ্ঠে সর্বপ্রকটৈর্যেনাচিন্ত্যশক্তিনা স্বরূপাবির্ভাবাদিনা-প্রাপণরূপা চ। তদেবং দ্বিধে, সা চ মুক্তিরুৎক্রান্তিকালে জীবন্মুক্তানামপি ভবতি। উৎক্রান্তদেহানামপ্যনন্তরেঽপি জীব-স্বপ্রকাশত্বেনৈকভাবান্তরে সংসারকালানন্তর্ভাবাৎ জীব-স্বরূপসাক্ষাৎকারেণ মায়াকল্পিতরূপান্তরস্য বিধ্যাবানতাসম্ভব সৈব মুক্তিরাত্যন্তিকপুরুষার্থত্বেনোপদিশ্যতে—'তত্রাপি মোক্ষ এবার্থ আত্যন্তিকতয়েষ্যতে। ত্রৈবর্গ্যোঽর্থো যতো নিত্যং কৃতান্তভয়সংযুতঃ।' ইতি শ্রীপৃথুং প্রতি শ্রীসনৎকুমারোক্তেঃ। শ্রুতিশ্চ—যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যামিতি।"

আত্যন্তিক প্রলয়

এই নিরতিশয় আনন্দস্বরূপা ভগবৎপ্রাপ্তিই 'মুক্তি' শব্দের অর্থ। কারণ, ইহার পূর্ব্বেই সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়া থাকে। শ্রীশুকদেব-গোস্বামিপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৪।৩৪) তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন,—"হে রাজন্! যে-কালে জীব পূর্ব্বোক্তক্রমে এই জ্ঞানখড়্গদ্বারা মায়াময় অহঙ্কাররূপ আত্ম-বন্ধন ছেদনপূর্ব্বক পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপানুভবে অবস্থান করেন, সেইকাল আত্যন্তিক প্রলয় নামে কথিত হইয়া থাকে।" শ্লোকার্থ এই যে,—পরমাত্মায় যাঁহার অনুভব, তাঁহার যে অবস্থানকে আত্যন্তিক প্রলয় বা মুক্তি বলা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র (২।১০।৬ শ্লোকে) যে উক্ত হইয়াছে,—অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি, তাহাও আত্যন্তিক প্রলয়ের লক্ষণাত্মক শ্লোকেরই তুল্যার্থ প্রকাশ করিতেছে। যেহেতু, স্বরূপে ব্যবস্থিতির তাৎপর্য্যও স্বরূপ-সাক্ষাৎকার। কারণ, সংসারদশাতেও স্বরূপে অবস্থিতি থাকে অর্থাৎ জীব যখন মায়াবদ্ধ হইয়া সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করে, তখনও তাহার স্বরূপে কোন ব্যতিক্রম ঘটে না; তবে যে অন্যথারূপ প্রতীতি, তাহা কেবল নিজ স্বরূপ-জ্ঞানের অভাব। সেই অজ্ঞান দূরীভূত হইলে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। রশ্মি-পরমাণুসমূহের যেরূপ সূর্য্য পরমাশ্রয়, পরমাত্মা সেইরূপ জীবসমূহের পরম অংশিস্বরূপ। এই বিচার ব্রহ্মার প্রতি ভগবান্ শ্রীগর্ভোদকশায়ীর উক্তিতেও (শ্রীভাঃ ৩।৯।৩৩) দৃষ্ট হয়। যখন ভূত, ইন্দ্রিয়, গুণ ও আশয়বিরহিত আত্ম

জীবাত্মাকে জীবাত্মার আত্মভূত শক্তিমান্ আত্মার সহিত যুক্ত দর্শন করে, তখনই মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। জীব ও ঈশ্বর উভয়ে জ্ঞানস্বরূপহেতু কেহ কেহ জীবেশ্বরকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন, তাহা সঙ্গত নহে। জীবেশ্বরের একত্ববাদ 'সমানধর্ম্ম' প্রবৃত্তিতে বিশেষরূপে পরিহৃত হইয়াছে। অতএব জীবস্বরূপের গৌণাবস্থা জীবেশ্বরের পার্থক্যের কথাই শ্রুতি (তৈত্তিরীয়, ব্রহ্মানন্দবল্লী ৭।২) নির্দেশ করিয়াছেন। সেই পুরুষোত্তমই রসস্বরূপ। সেই রস লাভ করিয়াই জীব আনন্দিত হয়। এস্থলে অংশভূত জীবের দ্বারা অংশিপ্রাপ্তি—(১) ব্রহ্মপ্রাপ্তি, ও (২) ভগবৎপ্রাপ্তি-ভেদে দুই প্রকারে যোজনা করা যায়। যাহার মুক্তিস্বরূপ অবিদ্যানাশের পরে কেবল তৎস্বরূপশক্তিজ্ঞান যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার আবির্ভাবমাত্রই ব্রহ্মপ্রাপ্তি। সেই ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপাসনার তারতম্যানুসারে দুই প্রকার হইয়া থাকে,—(১) স্বস্থানে কিংবা (২) সর্বলোক বা সর্বাবরণ-অতিক্রমণের পর।

শ্রীভগবৎপ্রাপ্তিও দুই প্রকার—(১) ভগবান্ সর্বব্যাপী হইলেও যোগ্যভক্তের নিকট আবির্ভূত হইয়া থাকেন,—তাঁহাতে তৎস্থানে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়; (২) তিনি বিভু হইলেও অচিন্ত্যশক্তিক্রমে বৈকুণ্ঠে সর্বতোভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকেন ও তৎপ্রাপ্তিযোগ্য ভক্তকে স্বীয় চরণারবিন্দের সান্নিধ্য দান করেন, তাহাতে বৈকুণ্ঠে ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব হয়। এইরূপ মুক্তি দেহত্যাগের পর জীবদশায় উত্তরকালে সম্ভব হইয়া থাকে।

আত্যন্তিক পুরুষার্থ

উৎক্রান্ত ব্যক্তির স্থূলদেহ কোনরূপ উপাধির অভাব হইলেও শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশলক্ষণধর্মের অব্যবধান এবং জীবদশায় শাশ্বত-সাক্ষাৎকারের দ্বারা দেহাভিমানের নিবৃত্তি প্রতীতিহেতু উক্ত মুক্তিই আত্যন্তিক পুরুষার্থ বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৫।৪৪) ও বৃহদারণ্যকাদি শ্রুতিতে (৪।৫।৩) উপদিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও ভক্তিহীন মোক্ষ,—এই চতুর্বর্গ 'পুরুষার্থ' বলিয়া কথিত হইলেও স্বরূপে ভগবৎসেবারূপ মোক্ষই পরমপুরুষার্থ, সুতরাং তাহাই বাঞ্ছনীয়; যেহেতু ধর্ম, অর্থ, কামরূপ ত্রিবর্গ সর্বদা কাল-কবলযুক্ত।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে যাজ্ঞবল্ক্যকে মৈত্রেয়ী বলিয়াছিলেন,—"যদ্বারা আমি অমৃত হইব না, তদ্বারা কি করিব?"

শ্রীভগবৎপ্রীতি পরম-পুরুষার্থ কেন?

পরব্রহ্ম দুইরূপে আবির্ভূত হন—(১) অস্পষ্ট-বিশেষরূপে ও (২) স্পষ্টস্বরূপভূত-বিশেষরূপে। ব্রহ্মস্বরূপই পরতত্ত্বের অস্পষ্ট-বিশেষরূপে আবির্ভাব; পরমাত্মা ও ভগবৎস্বরূপে পরতত্ত্বের স্পষ্টস্বরূপভূত-বিশেষরূপে আবির্ভাব। পরমাত্ম-স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইতেও ভগবৎ-স্বরূপের সাক্ষাৎকার শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যেও নিরুপাধিক প্রীতির আস্পদ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকারকেই মহাজনগণ পরম-পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন। যাহার যে পরিমাণে প্রীতিসম্পত্তি থাকে, তাহার সেই পরিমাণে সাক্ষাৎকার-সম্পত্তিও লাভ হয়। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"যাবত্যেব প্রীতিসম্পত্তিস্তাবত্যেব তৎসম্পত্তিঃ। সম্প্রতিমানে সম্পত্তেব তস্মিন্ সাধিকমাবির্ভবতি। অতএব সর্বথাপি সুখমেব। পরমসুখং খলু ভগবত্তত্ত্বদৃশ্যকঞ্চ স্বরূপম্। সুখঞ্চ নিরুপাধিপ্রীত্যাস্পদম্। তত্তৎসুখস্যৈব প্রীতেরেব মুখ্যমিতি। তস্মাৎ পুরুষেণ সৈব সর্বদাপেক্ষণীয়েতি পুরুষপ্রয়োজনং তদৈব পরমত্বমিতি স্থিতম্। 'সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি' ইত্যাদি শ্রীভগবদ্বাক্যাদৌ; অতএবেত্যাদিকম্; 'প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ' ইতি শ্রীঋষভদেব-বাক্যে। যাবদিত্যাদিকং; 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্' ইতি শ্রীভগবদ্বাক্যে; সম্প্রদানে ইত্যাদিকং; মত্তঃ পরতরং ব্রহ্ম মধ্যাহ্নার্কবিবর্জিতম্। স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়মিতি বাসুদেবোপনিষদি; পরমেত্যাদিকম্, ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি মাঠরশ্রুতৌ। যাবতীত্যাদিকম্; 'ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ' ইতি কবিযোগেশ্বরবাক্যে। এবং ভগবদ্গীতাদি-শাস্ত্রমপি তৎপ্রেমপরমেব জ্ঞেয়ম্। অন্যথানুপপত্তিবৎ। কিঞ্চ লোকব্যবহারোঽপি তৎপর এব দৃশ্যতে। সর্বে হি প্রাণিনঃ প্রীতিতাৎপর্য্যকা এব। তদর্থমাত্মব্যয়াদেরপি দর্শনাৎ। কিন্তু যোগ্যবিষয়ালম্ভা তৈস্তত্র তত্র ন পরিক্ষ্যতে। অতঃ সর্বেষাং যোগ্যবিষয়প্রাপ্তিসিদ্ধৌ সত্যাং শ্রীভগবত্যেব তস্যাঃ পর্য্যবসানং জাতমিতি।

সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি

উৎক্রান্তদশায় অর্থাৎ সাধকের পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগের পর দুই প্রকারে মুক্তি হয়, তাহা 'সদ্যোমুক্তি' ও 'ক্রমমুক্তি' নামে প্রসিদ্ধ। যাহা সত্বরীতিতে হয়, তাহা সদ্যোমুক্তি ও যাহা ক্রমরীতিতে হয়, তাহা ক্রমমুক্তি। সদ্যোমুক্তির বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

স্থিরং সুখঞ্চাসনমাশ্রিতো যতি-
র্যদা জিহাসুরিমমঙ্গ লোকম্।
দেশে চ কালে চ মনো ন সজ্জয়েৎ
প্রাণান্ নিযচ্ছেন্মনসা জিতাসুঃ॥
মনঃ স্ববুদ্ধ্যামলয়া নিয়ম্য
ক্ষেত্রজ্ঞ এতাং নিনয়েত্তমাত্মনি।
আত্মানমাত্মন্যবরুধ্য ধীরো
লব্ধোপশান্তির্বিরমেত কৃত্যাৎ॥
ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ
কুতো নু দেবা জগতাং য ঈশিরে।
ন যত্র সত্ত্বং ন রজস্তমশ্চ
ন বৈ বিকারো ন মহান্ প্রধানম্॥
পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্-
যন্নেতি নেতীত্যতদুৎসিসৃক্ষবঃ।
বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা
হৃদোপগুহ্যার্হপদং পদে পদে॥
ইত্থং মুনিস্তূপরমেদ্ব্যবস্থিতো
বিজ্ঞানদৃগ্বীর্য্যসুরন্ধিতাশয়ঃ।
স্বপার্ষ্ণিনাপীড্য গুদং ততোঽনিলং
স্থানেষু ষট্‌সূন্নময়েজ্জিতক্লমঃ॥
নাভ্যাং স্থিতং হৃদ্যধিরোপ্য তস্মা-
দুদানগত্যোরসি তং নয়েন্মুনিঃ।
ততোঽনুসন্ধায় ধিয়া মনস্বী
স্বতালুমূলং শনকৈর্নয়েত॥
তস্মাদ্ভ্রুবোরন্তরমুন্নয়েত
নিরুদ্ধসপ্তায়তনোঽনপেক্ষঃ।
স্থিত্বা মুহূর্ত্তার্দ্ধমকুণ্ঠদৃষ্টি-
র্নির্ভিদ্য মূর্দ্ধন্ বিসৃজেৎ পরং গতঃ॥

(শ্রীভাঃ ২।২।১৫-২১)

ঐরূপ যতি যখন স্বয়ং দেহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তখন পুণ্যক্ষেত্র বা উত্তরায়ণের প্রতি মনোনিবেশ না করিয়া (অর্থাৎ যোগিগণের দেশ ও কাল সিদ্ধির কারণ নহে, কিন্তু একমাত্র যোগই সিদ্ধির হেতু, এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া) নিশ্চল সুখকর আসনে আসীন হইয়া প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে মনদ্বারা সংযত করিবেন।

মনকে আবার বুদ্ধিযোগে নিয়মিত করিয়া সেই বুদ্ধিকে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির দ্রষ্টা জীবে বিলয় করিবেন। তৎপর ব্রহ্মে আত্মাকে এক করিয়া নিবৃত্তিপ্রাপ্ত যোগিপুরুষ কর্তব্যান্তর হইতে বিরাম লাভ করিবেন।

ঐরূপ ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্ত যোগি-পুরুষকে দেবতাদিগেরও শাসনকর্তা কাল স্পর্শ করিতে পারেন না, আর সামান্য ইন্দ্রাদি দেবতা—যাঁহারা প্রাকৃত জগতের উপর মাত্র আধিপত্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি প্রকারে বিস্তার করিবেন? সেই ব্রহ্মস্বরূপে সত্ত্ব, রজঃ অথবা তমোগুণের এবং অহঙ্কারতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব বা প্রধান-প্রকৃতি কিছুরই প্রভাব নাই।

যোগিপুরুষগণ 'নেতি নেতি' এইরূপভাবে অতন্নিরসনপূর্ব্বক অর্থাৎ বিষ্ণুসম্বন্ধ-ব্যতিরিক্ত বস্তুতে দেহভাব পরিত্যাগ করিয়া এবং দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি বিশেষভাবে ত্যাগ করিয়া বিষ্ণু ব্যতীত আর কেহ সুহৃৎ নাই, এইরূপ অনুভব করত ক্ষণে ক্ষণে বিষ্ণুপদকে সর্ব্বকালে আলিঙ্গন করেন।

এই প্রকারে মুনি ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়া উপরতি লাভ করিবেন। শাস্ত্রজ্ঞানপ্রভাবে বিষয়বাসনাসমূহ সমূলে বিনষ্ট হইবে। তৎপরে পাদমূলের দ্বারা মূলাধারকে নিরোধ করিয়া শ্রমজিৎ হইয়া নাভি, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, তালুমূল, ভ্রূমধ্য এবং ব্রহ্মরন্ধ্র—এই ষট্‌স্থানে প্রাণকে ঊর্দ্ধে নীত করিবেন।

প্রথমে নাভির অধোদেশে, স্বাধিষ্ঠান-চক্র হইতে নাভিতে মণিপূরচক্রে, তথা হইতে প্রাণবায়ুকে হৃদয়স্থ অনাহতচক্রে, তৎপরে ঐ স্থান হইতে উদান-বায়ুর গতিক্রমে তাহাকে কণ্ঠের অধোদেশস্থিত বিশুদ্ধ-চক্রে লইয়া যাইবেন। তৎপরে জিতচিত্ত মুনি বুদ্ধিদ্বারা অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে তালুমূলে লইয়া যাইবেন।

প্রাণের সপ্তমার্গ শ্রোত্রদ্বয়, নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয় এবং মুখ—ইহাদিগকে নিরোধপূর্ব্বক সেই তালুমূল হইতে প্রাণবায়ুকে গ্রহণ করত ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী আজ্ঞাচক্রে স্থাপন

করিবেন। যদি ব্রহ্মা প্রভৃতির পদভোগে আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তাহা হইলে ঐ স্থানে অর্দ্ধমুহূর্ত্ত অকুণ্ঠ দৃষ্টি রাখিয়া প্রাণকে ব্রহ্মরন্ধ্র নির্ভেদ করত দেহেন্দ্রিয়সমূহকে পরিত্যাগ করিবেন।

ক্রমমুক্তি

ক্রমমুক্তির বিষয় নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহে বর্ণিত হইয়াছে,—

"যদি প্রযাস্যন্ নৃপ পারমেষ্ঠ্যং
বৈহায়সানামুত যদ্বিহারম্।
অষ্টাধিপত্যং গুণসন্নিবায়ে
সহৈব গচ্ছেন্মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ॥
যোগেশ্বরাণাং গতিমাহুরন্ত-
র্বহিস্ত্রিলোক্যাঃ পবনান্তরাত্মনাম্।
ন কর্ম্মভিস্তাং গতিমাপ্নুবন্তি
বিদ্যাতপোযোগসমাধিভাজাম্॥
বৈশ্বানরং যাতি বিহায়সা গতঃ
সুষুম্নয়া ব্রহ্মপথেন শোচিষা।
বিধূতকল্কোহথ হরেরুদস্তাৎ
প্রযাতি চক্রং নৃপ শৈশুমারম্॥
তদ্বিশ্বনাভিং ত্বতিবর্ত্ত্য বিষ্ণো-
রণীয়সা বিরজেনাত্মনৈকঃ।
নমস্কৃতং ব্রহ্মবিদামুপৈতি
কল্পায়ুষো যদ্ বিবুধা রমন্তে॥
অথো অনন্তস্য মুখানলেন
দন্দহ্যমানং স নিরীক্ষ্য বিশ্বম্।
নির্যাতি সিদ্ধেশ্বরযুষ্টধিষ্ণ্যং
যদ্দ্বৈপরার্দ্ধ্যং তদু পারমেষ্ঠ্যম্॥
ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যু-
র্নার্ত্তির্ন চোদ্বেগ ঋতে কুতশ্চিৎ।
যচ্চিত্ততোহদঃ কৃপয়ানিদংবিদাং
দুরন্তদুঃখপ্রভবানুদর্শনাৎ॥
ততো বিশেষং প্রতিপদ্য নির্ভয়-
স্তেনাত্মনাপোহনলমূর্ত্তিরত্বরন্।
জ্যোতির্ম্ময়ো বায়ুমুপেত্য কালে
বায়্বাত্মনা খং বৃহদাত্মলিঙ্গম্॥
ঘ্রাণেন গন্ধং রসনেন বৈ রসং
রূপঞ্চ দৃষ্ট্যা শ্বসনং ত্বচৈব।
শ্রোত্রেণ চোপেত্য নভোগুণত্বং
প্রাণেন চাকূতিমুপৈতি যোগী॥
স ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষং
মনোময়ং দেবময়ং বিকার্য্যম্।
সংসাদ্য গত্যা সহ তেন যাতি
বিজ্ঞানতত্ত্বং গুণসন্নিরোধম্॥
তেনাত্মনাত্মানমুপৈতি শান্ত-
মানন্দমানন্দময়োহবসানে।
এতাং গতিং ভাগবতীং গতো যঃ
স বৈ পুনর্নেহ বিষজ্জতেহঙ্গ॥"
(শ্রীভাঃ ২।২।২২-৩১)

যদি ব্রহ্মপদ অথবা খেচরগণের বিহারস্থান, কিংবা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি অথবা সর্ব্বত্র আধিপত্যলাভের জন্য কৌতূহল থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেহত্যাগের সময়ে মন ইন্দ্রিয়সমূহকে ত্যাগ না করিয়া তাহাদিগের সহিতই তত্তল্লোকে যোগার্থ গমন করিবেন।

উপাসনা, তপশ্চর্য্যা, অষ্টাঙ্গযোগ, সমাধিজ্ঞান যাঁহারা ভজনা করেন, বায়ুর অভ্যন্তরে লিঙ্গ-শরীর আবদ্ধ রাখিয়া যাঁহারা ত্রিলোকের অন্তরে ও বাহিরে গমনাগমন করিতে পারেন, সেই সকল যোগেশ্বরগণের যে গতি লাভ হইয়া থাকে, কর্ম্মিগণের কর্ম্মসমূহদ্বারা সেই সকল গতিলাভ হয় না।

কর্ম্মিগণ দেহান্তে প্রথমে আকাশপথে ব্রহ্মলোকের মার্গস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময়ী সুষুম্না-নাড়ীযোগে অগ্ন্যভিমানী দেবতার নিকট যান, সেখানে কল্মষবিধৌত হইয়া উপরিস্থিত শিশুমারাকার-চক্রস্থ অনিরুদ্ধাদি প্রকাশসমূহে গমন করেন।

তদনন্তর বিশ্বাত্মক পুরুষের নাভিস্থানীয় সেই শিশুচক্রকে নির্ম্মল লিঙ্গশরীরের দ্বারা অতিক্রম করিয়া অপরের আরাধ্য ব্রহ্মবিদ্গণের স্থান মহর্লোক, যে স্থানে মহাকল্পায়ু ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ ক্রীড়া করেন, সেই স্থান প্রাপ্ত হন।

অনন্তর যদি কৌতূহল-প্রযুক্ত কল্পপর্য্যন্ত সেখানেই থাকিতে ইচ্ছা করেন, তবে কল্পান্ত-সময়ে যখন অনন্তদেবের মুখাগ্নিদ্বারা লোকসমূহ দগ্ধ হয়, তখন ঐস্থানও উষ্ণতা প্রাপ্ত

হওয়াতে মহর্লোকে ঊর্দ্ধ বিনষ্ট পর্য্যন্ত স্থায়ী সত্যলোকে গমন করেন। এই স্থানে সিদ্ধেশ্বরগণসেবিত বিমানসমূহ বিরাজিত।

সেইখানে চিত্তহেতু যে দুঃখ তাহা ভিন্ন শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখ, ভয় এসকল কিছুই নাই। সেই চিত্তহেতু দুঃখের প্রকার ও নির্দ্দেশ এই যে, তাহারা দৈবক্ষোভ জানেন না, এইরূপ বিলোকন অজ্ঞগণের দুঃখ দুঃখ দেখিয়া তাহাদের প্রতি কৃপার উদয় হয়।

তৎপর নির্ভয় যোগী পৃথ্বীতত্ত্ব হইতে জল-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন এবং জ্যোতির্ম্ময় হইয়া বায়ুকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরে ক্রমগমনে ঐ বায়ুরূপে পরমাত্মমূর্ত্তিরূপ আকাশত্ব প্রাপ্ত হন।

ঐ যোগী ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য গন্ধ, রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য রস, চক্ষুর্গ্রাহ্য রূপ, ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্পর্শ, শ্রোত্রেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আকাশের গুণ শব্দ, কর্ম্মেন্দ্রিয়গ্রাহ্য তত্তৎ ক্রিয়াসমূহকে অতিক্রম করিয়া থাকেন।

তদনন্তর সেই যোগিপুরুষ স্থূলসূক্ষ্ম, সূক্ষ্মসূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়সমূহের লয়স্থান এবং সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কার প্রাপ্ত হইয়া সেই অহঙ্কারের সহিত বিজ্ঞানতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্বে গমন করেন। সেই স্থান হইতে গুণসমূহের লয়স্থান প্রধানে গমন করিয়া থাকেন।

অনন্তর প্রধানস্বরূপেই আনন্দময় হইয়া, উপাধিসমূহের অবসানে অবিকৃত আনন্দস্বরূপ শান্ত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। যে পুরুষ এই প্রকারে ভাগবতী গতি লাভ করেন, তাঁহার আর এই সংসারে পুনরাবৃত্তি ঘটে না।

জীবন্মুক্তি

উৎক্রান্তিপথ ও জীবদ্দশা উভয় অবস্থাতেই মুক্তিলাভ করা যায়। পূর্ব্বোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণের দ্বারা উৎক্রান্তদশায় মুক্তির কথা বর্ণিত হইল, জীবদ্দশায়ও যে মুক্তি লাভ হয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণের দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে। বিবিধ প্রকারের মুক্তির মধ্যে স্বরূপসাক্ষাৎকারলক্ষণ-জীবন্মুক্তির সম্বন্ধে শ্রীল সূত গোস্বামী শ্রীশৌনকাদি ঋষিকে এইরূপ বলিয়াছেন,—

যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসংবিদা।
অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্ব্রহ্মদর্শনম্॥

(শ্রীভাঃ ১।৩।৩৩)

যখন স্বরূপের সম্যক্ জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞানতা দ্বারা আত্মায় কল্পিত এই কার্য্যকারণরূপ নিরাকৃত হয়, তখন জীব ব্রহ্মদর্শন-স্বরূপস্থ অর্থাৎ চিদানন্দময়।

জীব যে সময়ে অবিদ্যাবরণে আবদ্ধ হন, তৎকালে তাঁহার স্বরূপজ্ঞানের অভাব হয়। যখন তিনি স্বীয় স্বরূপজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই স্থূল-সূক্ষ্ম জগদ্রূপের নশ্বর প্রতীতি-স্বরূপ হইতে মুক্ত হন, তখনই তিনি নিজ স্বরূপ ও জগৎস্বরূপের নিত্যত্ব উপলব্ধি করেন। তৎকালে জগদ্রূপের সত্তা ও অসত্তা তাঁহার স্বরূপজ্ঞানের ব্যাঘাত করে না। জীব স্বভাব বা স্বরূপজ্ঞানে প্রস্ফুরিত না হইলেই তাহার বাধাবাধ কাটিয়া যায়। তিনি তখন ব্রহ্মবিৎ বা আত্মবিদের শরণাগত হন।

“আত্মত্ব সহজং নাস্তি দ্বিতীয়মতিরিক্তম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং যানি অন্যা বিমুচ্যতে॥”

কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু-রূপের দর্শন-লাভেই জীবের বিরূপজ্ঞান তিরোহিত হইলে তিনি জীবন্মুক্ত হন। তৎকালেই তিনি অবিদ্যাবন্ধনজনিত অবস্তুজ্ঞানের ভোগপ্রবৃত্তি হইতে বিমুক্ত হন। জীবের ব্রহ্মদর্শন ঘটিলেই জগৎসম্বন্ধ-জ্ঞান হইতে স্বাভাবিকী ভক্তিবৃত্তি উদিতা হন।

কেবল জীবস্বরূপের জ্ঞানদ্বারা স্থূল-সূক্ষ্ম দেহাভিনিবেশ বিদূরিত হয় না, পরতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই তাহা বিদূরিত হয়। অতএব যে জীবস্বরূপ-সাক্ষাৎকারের দ্বারা অবিদ্যা-কল্পিত দেহাদি-সম্বন্ধ মিথ্যা বলিয়া অবগত হওয়া যায়, জীবদ্দশাতেই সেই সাক্ষাৎকারের সহিত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই জীবন্মুক্তিবিশেষ। জীবদ্দশায় মায়াবন্ধ হইতে মুক্তিই—‘জীবন্মুক্তি’। যখন জীবের স্বরূপ-সাক্ষাৎকার হয়,—তখন দেহ ও দৈহিক বস্তুতে ‘আমি’ ও ‘আমার’-বোধ থাকে না, কেবলমাত্রই ভগবদ্দর্শন হয় ও অখিলচেষ্টা-কৃষ্ণসেবার্থ নিযুক্ত হয়। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু ‘শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে’ নারদীয় পুরাণের বাক্য হইতে জীবন্মুক্তের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

(শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৮৩ শ্লোকধৃত শ্রীনারদীয়-বাক্য)

কায়মনোবাক্যে, সকল অবস্থায় শ্রীহরির দাস্যের জন্য যাঁহার চেষ্টা, তিনিই জীবন্মুক্ত।

জীবন্মুক্ত পুরুষ অবিদ্যাকল্পিত মায়াকার্য্য-সম্বন্ধ পূর্ণরূপে মিথ্যা বলিয়া অবগত আছেন, অতএব তাঁহার অনভিনিবেশেই কেবল প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ হইয়া থাকে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বলেন,—

"তস্মাত্তু প্রারব্ধকর্ম্মমাত্রাণামনভিনিবেশেনৈব ভোগঃ। এতমেবোক্তং, তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত ইতি।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৪র্থ অনুচ্ছেদ)

জীবের সংসারযোগের হেতু প্রারব্ধ-কর্ম্ম, অপ্রারব্ধ-কর্ম্ম, বাসনা ও অবিদ্যা। যাহার ভোগ পাঞ্চভৌতিক দেহ-প্রাপ্তি-কাল হইতে প্রকৃষ্টরূপে প্রারব্ধ হইয়াছে, তাহা প্রারব্ধ-কর্ম্ম। দেহ ও দৈহিক ভোগসকল প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল। জীবন্মুক্ত পুরুষ আত্মস্মৃতিপ্রভাবে সর্ব্বদাই দেহাত্মাভিমানরহিত বলিয়া অনভিনিবেশেই তাঁহার দৈহিক ব্যাপারসমূহ নিষ্পন্ন হয়। যেরূপ বৈদ্যুতিক বীজনযন্ত্রের সুইচ্ বন্ধ করিয়া দিবার পরও কিছুক্ষণ বীজন-যন্ত্রটী ঘুরিতে থাকে, তদ্রূপ দেহাভিনিবেশ-রহিত জীবন্মুক্ত পুরুষেরও অনভিনিবেশক্রমেই পূর্ব্বাভ্যাসে দৈহিক ব্যাপারসমূহ নিষ্পন্ন হয়। প্রশ্ন হইতে পারে, দেহাদিজননের হেতুভূত ভগবদ্বিমুখতা যাঁহাদের বিদূরিত হইয়াছে, সেইরূপ জীবন্মুক্ত-পুরুষের দেহে স্থিতি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বেদান্তদর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ১ম পাদে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মবিদাং দেহস্থিতি-দর্শনাৎ তদারম্ভকং কর্ম্ম উপদেশাদি-প্রচারিণ্যা ভক্তিরেব তিষ্ঠতীতি বোধ্যম্। এবঞ্চ সতি মণ্যাদিপ্রতিবন্ধকন্যায়েনৈব বিদ্যায়াঃ কিঞ্চিৎ কর্ম্মাদাহকত্বেঽপি ন কাপি ক্ষতিরিতি।"

পরমেশ্বরের ইচ্ছাক্রমেই তত্ত্বজ্ঞানীর দেহস্থিতি প্রভৃতি স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ হইলে মণ্যাদি প্রতিবন্ধক বশতঃ বহ্নির দাহিকা শক্তির ক্ষণিক অপ্রকাশে যেরূপ তাহার শক্তির হানি হয় না, তদ্রূপ বিদ্যারও কিঞ্চিৎ কর্ম্মের অদাহকত্বে কোন ক্ষতি হয় না।

স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি

"জীবন্মুক্তাবস্থাকে ভক্তগণ 'স্বরূপসিদ্ধাবস্থা' ও অচিরা মুক্তিকে 'বস্তুসিদ্ধি' বলিয়া থাকেন। অপ্রাকৃতজনের স্বরূপ-বোধই স্বরূপসিদ্ধি, ইহারই নাম প্রকৃত 'তত্ত্বজ্ঞান'। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলে প্রেমাপ্তিলক্ষণ অভিধেয় ও প্রেম-প্রাপ্তিরূপ প্রয়োজন লাভ হয়।" (শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬।৩)

"কৃষ্ণকৃপা হইলে দেহবিগম-সময়ে বস্তুতঃ নিত্যদেহে ব্রজ-লীলায় পরিকর হওয়ার নামই—'বস্তুসিদ্ধি'। ইহাই সাধকজনের চরম ফল।" (ঐ)

"ভক্তিসিদ্ধি দুই প্রকার—'স্বরূপসিদ্ধি' ও 'বস্তুসিদ্ধি'। স্বরূপসিদ্ধির সময়ে গোকুলে গোলোক-দর্শন এবং বস্তুসিদ্ধির সময়ে গোলোকে গোকুল-দর্শন হয়।"

(ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, 'ব্রহ্মসংহিতা' ৫।২)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে সাধকের শ্রবণদশা হইতে কিরূপে স্বরূপসিদ্ধি হয়, তাহার ক্রম এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

"সাধকের পাঁচটী দশা লক্ষিত হয়—(১) শ্রবণদশা, (২) বরণদশা, (৩) স্মরণদশা, (৪) আপনদশা, (৫) প্রাপণদশা। সুযোগ্য গুরুর নিকট যে সাধন ও সাধ্যবিষয় শ্রবণ করা যায়, তৎকালে যে সুখময় দশা হয়, তাহাকে 'শ্রবণদশা' বলা যায়। নামাপরাধশূন্য নাম-গ্রহণ-সম্বন্ধে যত কথা আছে এবং নাম-গ্রহণ করিবার প্রণালী ও যোগ্যতা-সমূহ শ্রবণদশায় লাভ হয়। তাহাতেই নামের নৈসর্গ্যসিদ্ধি উদিত হয়।

যোগ্য হইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট নাম-প্রেম-গ্রথিত মালা পাওয়া যায় অর্থাৎ শিষ্য সম্যগ্‌ভাবে শ্রীগুরুচরণে গুরু-জনাধীনতারূপ বরণ গ্রহণ করেন এবং শ্রীগুরুর নিকট শক্তিসঞ্চার প্রাপ্ত হন, তাহারই নাম 'বরণদশা'।

স্মরণ, ধ্যান, ধারণা ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি—এই পাঁচটী নাম-স্মরণের প্রক্রিয়া। নাম-স্মরণ, রূপ-স্মরণ, গুণ-ধারণা, লীলার ধ্রুবানুস্মৃতি এবং লীলা-প্রবেশে [illegible] মগ্ন হওয়া-রূপ সমাধি—এই সমস্ত ক্রমে হইলে 'আপনদশা' উপস্থিত হয়। স্মরণ ও আপনে অষ্টকাল কৃষ্ণ-নিত্যলীলা-সাধন হয় এবং তাহাতে গাঢ় অভিনিবেশ হইলে স্বরূপসিদ্ধি হয়। স্বরূপসিদ্ধ ভক্তগণই মহাভাগবত।

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥

(শ্রীভাঃ ১১।২৯।৩৪)

যে-কালে মনুষ্য সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করেন, তৎকালে বিশিষ্ট কর্ত্তৃরূপে যথা

হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

"একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ॥"

(শ্রীভাঃ ৮।৩।২০)

ঐকান্তিক শরণাগত ভক্তগণ অত্যদ্ভুত মঙ্গলপ্রদ লীলাদি কীর্ত্তনপূর্ব্বক আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া ভগবৎসমীপে কোন বিষয় বাঞ্ছা করেন না।

স্বরূপাবস্থিতিরূপা মুক্তি

কেহ কেহ বলেন যে,—(১) জীবের অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির নাম—মুক্তি। কেহ কেহ বলেন যে, (২) ব্রহ্ম-সাযুজ্য বা ঈশ্বর-সাযুজ্যের নাম—মুক্তি, কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহাদের মতে—'মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।'

(শ্রীভাঃ ২।১০।৬)

জীব চিৎস্বরূপ, শুদ্ধ কৃষ্ণদাস। অবিদ্যা-প্রবেশে তাহার পক্ষে বৈরূপ্য। তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বরূপে ব্যবস্থিতির নাম—মুক্তি। স্বরূপাবস্থিতিজ্ঞান নিতান্ত অস্ফুট হইলে সাযুজ্যভাব এবং পূর্ণরূপে স্ফূর্ত্ত হইলে ভক্তস্বভাব-প্রাপ্তি। কেবল দুঃখনিবৃত্তিকে মুক্তি বলা যায় না, দুঃখনিবৃত্তি হইয়া চিৎসুখ-প্রাপ্তি হইলে মুক্তিলক্ষণ হয়। মুক্তিলক্ষণ ছান্দোগ্যে (৮।১২।৩) কথিত হইয়াছে। যথা,—

"এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ॥"

এই জীব মুক্তিলাভপূর্ব্বক এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া চিন্ময় জ্যোতিঃসম্পন্ন নিজ চিন্ময় অপ্রাকৃত স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন। তিনিই উত্তম পুরুষ। তিনি সেই চিদ্ধামে ভোগ, ক্রীড়া ও আনন্দ-সম্ভোগাদিতে মগ্ন হন। বেদমতে এই প্রকার মুক্তিই চরমমুক্তি। জীব মুক্ত হইলে যে আটটী অবস্থা লাভ করেন, তাহাও ছান্দোগ্য (৮।৭।১,৩) বলিয়াছেন, যথা,—

"আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ।"

'আত্মা'—অপহত-পাপ অর্থাৎ মায়ার অবিদ্যাদি পাপ-প্রবৃত্তিসম্বন্ধশূন্য। 'বিজর'-শব্দে জরাধর্ম্মরহিত অর্থাৎ নিত্য নূতন। 'বিমৃত্যু'-শব্দে আর পতন হয় না। 'বিশোক'-শব্দে সম্পূর্ণ শান্ত এবং আশা, শোক, দুঃখ ইত্যাদি হইতে রহিত। 'বিজিঘৎস'-শব্দে ভোগবাসনারহিত। 'অপিপাস'-শব্দে অন্যাভিলাষশূন্য কেবল প্রিয়তমের সেবা ব্যতীত আর কিছুই চান না। 'সত্যকাম'-শব্দে কৃষ্ণসংযোগযুক্ত যে কামনা করেন, সে কামনামাত্রই নির্দ্দোষ। 'সত্যসঙ্কল্প'-শব্দে যাহা বাসনা করেন, তাহা সিদ্ধ হয়। বদ্ধজীবের এই আটটী ধর্ম্ম থাকে না। বদ্ধ ও মুক্ত জীবের এই প্রভেদ সর্ব্বশাস্ত্র অন্বেষণ করিয়া জানিবে।

মুক্তি এরূপ উপাদেয় হইলেও জীবের যে চরম-প্রাপ্তি অর্থাৎ সেবাসুখ, তাহারই প্রাপিকামাত্র। অতএব অবান্তর ফলাশা করিলে মুখ্যফলে সহজেই দৃষ্টি থাকে না, এজন্য মুক্তিস্পৃহাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নয়। প্রবল হইলেই যাহাদের মুক্তি-স্পৃহা হৃদয়ে থাকে, তাহারা নিত্যমঙ্গল ভক্তিরসে উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না। যতই জ্ঞান বা কর্ম্ম অবলম্বন করুন, ভক্তিযোগে কৃষ্ণ-কৃপালাভ না করিলে মুক্তি হয় না। ভাগবতে বর্ণিত দশটী পদার্থের মধ্যে মুক্তি নবম ও আশ্রয়তত্ত্ব দশম পদার্থ।

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥

(ভাবার্থদীপিকা ১০।১)

[দশমস্কন্ধে আশ্রিতগণের আশ্রয়বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষিত হইয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরধাম ও জগদ্ধামকে আমি নমস্কার করি।]

যাঁহাদের আশ্রয়তত্ত্ব হৃদয়ে উদিত হয়, তাঁহাদের করকমলে মুক্তি পর্য্যন্ত নয়টী পদার্থজ্ঞান সর্ব্বদা থাকে। এই তত্ত্বটী স্পষ্ট করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥
জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।২৬,২৯)

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করিয়া কেহ মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না, এজন্যই জ্ঞান-

মার্গাবলম্বিগণ কৃষ্ণভক্তির আস্বাদকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। শুদ্ধভক্তির অধিকারিগণ মুক্তি প্রার্থনা করেন না, কিন্তু মুক্তি অতিশয় দীনভাবে তাঁহাদের সেবা করিতে প্রস্তুতা হন।

ভক্তের দ্বিবিধা মুক্তি

ভক্তদিগের মুক্তি দুই প্রকার অর্থাৎ, স্বরূপ-মুক্তি ও বস্তু-মুক্তি। যাঁহারা ভজনবলে এই জড়জগতেই স্বরূপ-সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহাদের দেহান্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই মুক্তি তাঁহাদিগের সেবা আরম্ভ করেন। দেহটা যদিও মায়ার অধিকার বটে, কিন্তু তাঁহাদের আত্মা সাক্ষাৎ চিদ্ধামে পরমানন্দে মগ্ন হন; তাঁহাদের এই অবস্থায় স্বরূপ-মুক্তি হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। দেহত্যাগ হইলেই কৃষ্ণ-কৃপায় তাঁহাদের বস্তু-মুক্তি হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতকথিতা পঞ্চবিধা মুক্তি

শাস্ত্রে পঞ্চবিধা মুক্তির কথা প্রাপ্ত হয়—(১) সালোক্য, (২) সার্ষ্টি, (৩) সারূপ্য, (৪) সামীপ্য ও (৫) সাযুজ্য। ইঁহাদের অর্থ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু এইরূপ করিয়াছেন,—

"অত্র সালোক্যং সমানলোকত্বং শ্রীবৈকুণ্ঠবাসঃ। সার্ষ্টিস্তত্রৈব সমানৈশ্বর্য্যমপি ভবতীতি। সারূপ্যং তত্রৈব সমানরূপত্বাদি প্রাপ্যত ইতি। সামীপ্যং সমীপগমনাধিকারিত্বম্। সাযুজ্যং কেষাঞ্চিদ্ ভগবচ্ছ্রীবিগ্রহ এব প্রবেশো ভবতীতি।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১০ম অনুচ্ছেদ)

সালোক্য-শব্দে—সমানলোকপ্রাপ্তি বা শ্রীবৈকুণ্ঠবাস। সার্ষ্টি-শব্দে—শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের সমানৈশ্বর্য্যলাভ। সারূপ্য-শব্দে—শ্রীবৈকুণ্ঠ-বাসের সঙ্গে শ্রীভগবানের সমানরূপতা অর্থাৎ চতুর্ভুজরূপাদির প্রকাশ। সামীপ্য বলিতে শ্রীভগবানের সমীপে গমনের অধিকার। সাযুজ্য—কাহারও কাহারও ভগবানের শ্রীবিগ্রহে প্রবেশলাভ ঘটিয়া থাকে।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু বলেন—সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির মধ্যে সালোক্য, সার্ষ্টি ও সারূপ্যে প্রায় অন্তঃকরণ-সাক্ষাৎকার, সামীপ্যে প্রায় বহিঃসাক্ষাৎকার ও সাযুজ্যে অন্তঃসাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে। উৎক্রান্ত-মুক্তিদশায়ও অর্থাৎ দেহত্যাগের পরে মুক্তিদশা লাভ করিয়াও ব্রহ্মবিৎ-পুরুষ ক্রীড়াদি বিলাস করিয়া থাকেন। ছান্দোগ্যশ্রুতিমন্ত্রে (৭।২৫।২) এইরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয়,—

"স বা এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।"

অর্থাৎ সেই ব্রহ্মবিৎপুরুষ এইরূপ দর্শন, মনন ও বিজ্ঞান লাভ করিয়া আত্মাতেই রতিযুক্ত, আত্মাতেই ক্রীড়াশীল, আত্মাতেই মিথুন-ব্যাপার, আত্মাতেই আনন্দিত ও স্বপ্রকাশ হন। তিনি সমুদয় লোকে স্বেচ্ছানুসারে গমন করিতে পারেন।

এই পঞ্চবিধা মুক্তিই গুণাতীতা; যেহেতু, ছান্দোগ্য-শ্রুতির (৭।২৬।২) নির্গুণ ভূমবিদ্যায়—"আপনি একধা হন, ত্রিধা হন, বিধা হন" ইত্যাদি মন্ত্র হইতে ভগবৎসাক্ষাৎকারলব্ধ মুক্তপুরুষ স্বেচ্ছায় নানাবিধ রূপ প্রকট করিতে পারেন বলিয়া জানা যায়, আর 'যে-স্থানে মায়া নাই' ইত্যাদি শ্লোকেও (ভাঃ ২।৯।১০) শ্রীবৈকুণ্ঠের মায়াতীতত্ব প্রাপ্ত হয়।

মুক্তি-লাভের পর আর কর্মফলবাধ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, তাহাও বেদান্ত-দর্শনে "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" (৪।৪।২২) সূত্রে প্রমাণিত হইয়াছে।

ছান্দোগ্যশ্রুতি (৮।১৫।১) বলেন,—"স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে।"

অর্থাৎ তিনি যাবজ্জীবন এইরূপ ভগবদুপাসনা করিয়া দেহত্যাগের পর ব্রহ্মলোক লাভ করেন। তাঁহাকে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না—তাঁহাকে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে হিরণ্যকশিপুর দ্বারা উপদ্রুত দেবতাগণ এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

তস্মৈ নমোঽস্তু কাষ্ঠায়ৈ যত্রাত্মা হরিরীশ্বরঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥

(শ্রীভাঃ ৭।৪।২২)

যেখানে স্বয়ং পরমাত্মা পরমেশ্বর শ্রীহরি বিরাজমান এবং যেখানে নির্ব্বিকার, নিষ্কাম, সন্ন্যাসিগণ গমন করিয়া আর পুনরাগমন করেন না, সেই উৎকৃষ্ট দিক্‌কে নমস্কার।

শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন,—

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢি হেতিঃ।

যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥
(শ্রীভাঃ ৩।২৫।৩৮)

স্বর্গাদিলোকে ভোক্তা এবং ভোগ্যবস্তুর কোন না কোন এক সময়ে বিনাশ সাধিত হয়, কিন্তু মদীয় শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বৈকুণ্ঠলোকে মৎপরায়ণ ভক্তগণের কখনও ঐরূপ ভোগ্যবস্তুচ্যুত হইবার কোন আশঙ্কা নাই। আমার অনিমিষ কালচক্রও তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না। আমিই তাঁহাদের আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রবৎ স্নেহপাত্র, সখার ন্যায় বিশ্বাসাস্পদ, গুরুর ন্যায় উপদেষ্টা, সুহৃদের মত হিতকারী এবং ইষ্টদেবের ন্যায় পূজ্য; যাহারা এই প্রকার সর্বভাবে আমাকেই ভজনা করে, আমার কালচক্র তাহাদিগকে কখনও গ্রাস করিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥
(গীঃ ৮।১৬)

[এইরূপে সকল লোকেই পুনরাবৃত্তি (পতনের) সম্ভাবনা আছে, ইহা প্রদর্শন পূর্বক নির্দেশ করিতেছেন—] হে অর্জুন, ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত লোক বা লোকবাসীই পুনরাবর্তনশীল অর্থাৎ তাঁহাদের পুনর্জন্ম সম্ভব। কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে আশ্রয় করিলে পুনর্জন্ম হয় না।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥
(গীঃ ১৫।৬)

[সেই গন্তব্য পরমপদের বৈশিষ্ট্য বলিতেছেন—] যথায় গমন করিয়া যোগিগণ আর পুনরাবর্তন করেন না, তাহা আমার পরমধাম। সূর্য তাহাকে উদ্ভাসিত করিতে সমর্থ হয় না, চন্দ্রও নহে, অগ্নিও নহে।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥
(গীঃ ১৮।৬২)

[নিজ নিজ স্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক সকলের তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য] হে ভারত। সর্বতোভাবে তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর। তাঁহার প্রসাদে পরমশান্তি ও নিত্যধাম লাভ করিতে পারিবে।

পদ্মপুরাণে স্বর্গখণ্ডে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

আব্রহ্মসদনাদেব লোকাঃ সন্তি মহীপতে।
অতএব হি নেচ্ছন্তি স্বর্গপ্রাপ্তিং মনীষিণঃ ॥
আব্রহ্মসদনাদূর্ধ্বং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
শুভ্রং সনাতনং জ্যোতিঃ পরব্রহ্মেতি তদ্বিদুঃ ॥
ন তত্র মূঢ়া গচ্ছন্তি পুরুষা বিষয়াত্মকাঃ।
দম্ভ-লোভ-ভয়-দ্রোহ-ক্রোধ-মোহৈরভিদ্রুতাঃ ॥
নির্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
ধ্যানযোগরতাশ্চৈব তত্র গচ্ছন্তি সাধবঃ ॥

হে মহীপতে, ব্রহ্মলোক পর্যন্তই লোকসমূহ আছে। এইজন্য মহাজন ব্যক্তিগণ স্বর্গপ্রাপ্তি-বাঞ্ছা করেন না। ব্রহ্মলোকের ঊর্ধ্বদেশ হইতে শ্রীবিষ্ণুর পরমধাম (শ্রীবৈকুণ্ঠ)। সেই ধাম শুভ্র (বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ), নিত্য, জ্যোতির্ময় (স্বপ্রকাশ) এবং পরব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া মনীষিগণ অবগত আছেন। বিষয়াবিষ্টচিত্ত মূঢ়ব্যক্তিগণ—যাহারা দম্ভ, লোভ, ভয়, দ্রোহ, ক্রোধ ও মোহদ্বারা উপদ্রুত, তাহারা তথায় (শ্রীবৈকুণ্ঠধামে) যাইতে পারে না। নির্মম (দেহ ও দেহ-সম্বন্ধীয় বস্তুতে আসক্তি-রহিত), নিরভিমান, নির্দ্বন্দ্ব (শীতোষ্ণ-সুখদুঃখাদি সর্বাবস্থাতে অবিচলিতচিত্ত), সংযতেন্দ্রিয় ও ধ্যানযোগরত (সহজ-প্রীতিহেতু তন্নামাদি শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণরত) সাধুগণই তথায় গমন করিতে সমর্থ হন।

পাদ্ম স্বর্গখণ্ডে সুবাহুনৃপবাক্য যথা,—

ধ্যানযোগেন দেবেশং বন্দিত্বা কমলাপ্রিয়ম্।
ভব-প্রপঞ্চনির্মুক্তঃ বিষ্ণুলোকং ব্রজাম্যহম্ ॥

ধ্যানযোগদ্বারা দেবেশ, কমলাপ্রিয় শ্রীহরির আরাধনা করিয়া সৃষ্টি-প্রপঞ্চরহিত শ্রীবিষ্ণুলোকে গমন করিব।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ দুর্বাসাকে বলিয়াছেন,—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥
(শ্রীভাঃ ৯।৪।৬৭)

আমার ভক্তগণ আমার সেবাতেই পরিতৃপ্ত; আমার সেবার আনুষঙ্গিকফলে সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় স্বতঃ উপস্থিত হইলেও তাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, কালক্ষোভ্য স্বর্গাদির কথা কি।

কোন কোন স্থলে মুক্তপুরুষগণেরও যে পুনরাবৃত্তির কথা শুনা যায়, তাহা প্রপঞ্চে ভগবদাবির্ভাবসমূহের অবস্থান আছে

ইহা আকর্ষণের এবং ভগবল্লীলা-কৌতুক পরিপূরণের জন্যই জানিতে হইবে। পরে তাঁহারা তাঁহাদের স্বধামে গমন করেন।

মথুরা, অযোধ্যা প্রভৃতি প্রপঞ্চে বিরাজমান ভগবদ্ধামে অবতীর্ণ ভাগবৎপার্ষদগণ ও নর-বিগ্রহাদিই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। নর-বিগ্রহ শ্রীভগবানের নৃত্যাদি লীলাকৌতুক পরিপুষ্ট করিবার জন্য প্রপঞ্চে কিছুকাল অবস্থান পূর্ব্বক পরে শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করেন।

বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্।
নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ॥
(শ্রীভাঃ ৭।১।৪৬)

সেই বিষ্ণুপার্ষদদ্বয় অনেকদিন যাবৎ শ্রীভগবান্কে যে বৈরভাবে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিতেছিলেন, তজ্জন্যই তাঁহারা ভগবান্ শ্রীহরির পার্শ্বদ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় তৎসন্নিধানে গমন করিলেন। এই সিদ্ধান্তই শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"তস্মাৎ কচিত্তাদৃশভক্তপ্রবণস্য প্রপঞ্চকার্য্যজননাপেক্ষয়া কাদাচিৎকলীলাকৌতুকাপেক্ষয়া চ মর্ত্ত্যত্বম্। পশ্চাৎ নিত্যপার্ষদত্বমেব।"
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১০ম অনুচ্ছেদ)

ভবিষ্যপুরাণে উত্তরখণ্ডের প্রমাণ হইতেও জানা যায়,—

এবং কৌমুদে কুরুতে যোঽষ্টম্যামর্চনং নরঃ।
স দেহান্তে বিমানস্থো দিব্যকন্যাসমাবৃতঃ॥
যাতি জ্ঞাতিসমাযুক্তো বৈকুণ্ঠং হরেঃ পুরম্।
তস্মাদেত্য মহাবীর্য্যাঃ পৃথিব্যাং নৃপ পূজিতাঃ।
মর্ত্ত্যলোকে কীর্ত্তিমন্তঃ সম্ভবন্তি নরোত্তমাঃ॥
ততো যান্তি পরং স্থানং মোক্ষমার্গং শিবং শুভম্।
যত্র গত্বা ন শোচন্তি ন সংসারে ভ্রমন্তি চ।

যে কৌমুদে, যে মানব [illegible]ব্রতানুষ্ঠান করেন, দেহান্তে সেই ব্যক্তি বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দিব্যকন্যা ও জ্ঞাতিগণ সমাবৃত হইয়া শ্রীহরির ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করেন। সেই ভগবদ্ধাম হইতে এবম্বিধ মুক্তপুরুষগণ পৃথিবীতে আগমন করিয়া মহাপরাক্রমশালী নৃপগণদ্বারা পূজিত হন। তাঁহারা এই মর্ত্ত্যলোকে মহাযশস্বী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পরে (প্রপঞ্চবিজয়লীলাসমাপনান্তে) যেখানে সংসার-ভ্রমণজনিত দুঃখ নাই, সেই অশোক, মঙ্গলময়, ও সর্ব্বসুখনিলয় মোক্ষমার্গে (বৈকুণ্ঠে) গমন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে উৎক্রান্তমুক্তিদশায় ভগবৎসেবকগণের ভগবদ্রূপসারূপ্যতার কথা জানা যায়—

বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ।
যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্ম্মেণারাধয়ন্ হরিম্॥
(শ্রীভাঃ ৩।১৫।১৪)

সেই ধামে যে সকল পুরুষ বাস করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীহরির ন্যায় মূর্ত্তিবিশিষ্ট (ভগবৎসারূপ্যবান্), তাঁহারা নিষ্কাম ও পরমধর্ম্মের (নিষ্কাম ভাগবতধর্ম্ম) দ্বারা শ্রীহরির সেবা করিয়া তথায় বিরাজ করিতেছেন।

সালোক্যমুক্তি

উৎক্রান্তমুক্তিদশায় মুক্তপুরুষগণ ভগবদ্রূপা হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা শ্রীভগবানের নিজ লোকে গমন করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মা দেবতাগণকে বলিতেছেন,—

বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ।
যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্ম্মেণারাধয়ন্ হরিম্।
(শ্রীভাঃ ৩।১৫।১৪)

সেই ধামে যে সকল পুরুষ বাস করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীহরির ন্যায় মূর্ত্তিবিশিষ্ট (ভগবৎসারূপ্যবান্), তাঁহারা নিষ্কাম ও পরমধর্ম্মের দ্বারা শ্রীহরির সেবা করিয়া তথায় বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীভগবানের জ্যোতির্ম্ময় অংশস্বরূপা বৈকুণ্ঠলোকের শোভারূপা যে অনন্তমূর্ত্তি বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন, তাঁহাদের এক মূর্ত্তির সহিত শ্রীভগবান্ এক মুক্তপুরুষের মূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকেন। এইজন্যই শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষগণের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—'বৈকুণ্ঠের মূর্ত্তির ন্যায় তাঁহাদের মূর্ত্তি'। পার্ষদদেহ 'প-দেহ প্রাকৃত দেহের ন্যায় সৃষ্ট হয় না, তাহা নিত্য। যাহা সৃষ্ট হয়, তাহাই ধ্বংসশীল। মুক্তি—নিত্য, মুক্ত পুরুষ—নিত্য, মুক্তপুরুষগণের দেহ—নিত্য অর্থাৎ তাঁহাদের দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই। কেহ যেন মনে না করেন যে, সাধনভক্তিদ্বারা পার্ষদদেহ বা স্বরূপদেহ সৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের সেবার উপযুক্ত অনন্ত নিত্যমূর্ত্তি নিত্যকাল বর্ত্তমান আছেন। এই সকল মূর্ত্তিকে শ্রীভগবানের জ্যোতির্ম্ময় অংশস্বরূপ অর্থাৎ শ্রীভগবদ্বিগ্রহের স্বাঙ্গচ্ছটা ও

অপ্রাকৃত বলা হইয়াছে। এইসকল অনন্তমূর্ত্তি শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোকের শোভারূপে বিরাজ করিতেছেন। যখন জীব উৎক্রান্তমুক্তি লাভ করেন, তখন প্রত্যেকের নিত্য-স্বরূপে যে চিদ্দেহটি আছে, তাহাই ভগবদিচ্ছাক্রমে ঐ সকল অনন্ত মূর্ত্তির যে কোন একটিরূপে প্রকাশিত হন। শ্রীশ্রীরূপানুগ সাধকগণ যে সিদ্ধদেহের পরিচয়ে পরিচিত হন, তাহা ঐরূপই অপ্রাকৃত নিত্যসিদ্ধ ভগবৎসেবোপযোগী চিদ্দেহ। তথায়ও দেহ ও দেহীর ভেদ নাই। সেই সকল সিদ্ধদেহ কল্পিত বা মনের খেয়াল বা বহির্ম্মুখ রুচি অনুসারে পরিকল্পিত কোন কৃত্রিম ভাববিশেষ নহে। অকৃত্রিম শ্রীশ্রীরূপানুগ সাধকগণের অপ্রাকৃত বিচার ধারণা করিতে না পারিয়া যাহারা অহংকার-প্রিয় হইয়া কল্পনা দ্বারা সিদ্ধদেহ (?) সৃষ্টি করিতে চাহে, তাহারা কোনদিন নিত্যসিদ্ধস্বরূপের উপলব্ধি বা গোলোকে অপ্রাকৃত ভগবৎসেবা লাভ করিতে পারে না।

শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্ম উপযুক্ত শিষ্যের সেবোন্মুখী রুচি-পরিদর্শনে যে সিদ্ধদেহের স্বরূপ প্রকাশ করেন, তাহা সেই সাধকের স্বরূপগত নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-সেবোপযোগী চিদ্দেহ। লিঙ্গভঙ্গ হইলে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়া সেই নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত দেহদ্বারা শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে তিনি নিত্যকাল ভগবানের সেবা করেন। ইহা সাধনসিদ্ধ ভগবৎসেবকগণের কথা।

যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ, তাঁহারা শ্রীভগবদ্বিগ্রহের ন্যায় শ্রীভগবদ্ধামে নিত্যকাল ভগবৎপার্ষদ-দেহে বিরাজ করিতেছেন। বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণ ও তৎপার্ষদ গরুড়, বিষ্বক্সেনাদি, গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নিত্য পরিকর শ্রীনন্দ-যশোদা প্রভৃতি নিত্যকালই তত্তদ্ভাবে বিরাজিত।

শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবের নিকট তাঁহার ভাগবতীতনু-প্রকটের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেও এই সিদ্ধান্তই অবগত হওয়া যায়।

এবং কৃষ্ণমতের্ব্রহ্মন্নাসক্তস্যামলাত্মনঃ।
কালঃ প্রাদুরভূৎ কালে তড়িৎ সৌদামিনী যথা॥
প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ॥

(ভাঃ ১।৬।২৮-২৯)

হে ব্রহ্মন্, এইরূপে কৃষ্ণতাৎপর্য্যবিশিষ্ট এবং ফলে অনাসক্ত হইয়া আমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধি ঘটিল। এই অবসরে আকাশে বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় আমার মৃত্যু হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি শ্রীহরির প্রতিশ্রুত সেই শুদ্ধসত্ত্ব অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবৎপার্ষদোচিত শরীর ভগবৎ-কৃপায় লাভ করিতে উপযুক্ত হইলে প্রারব্ধকর্ম্ম-নির্ব্বাণ অর্থাৎ ক্ষয় হওয়ায় আমার পঞ্চভূতাত্মক শরীরের পতন হইল।

'অতি অল্পকালমাত্র অবস্থান করিলেও তুমি যে সাধুসেবা করিয়াছ, তদ্দ্বারাই আমার প্রতি তোমার অচলা মতি হইয়াছে, অতএব তুমি দাসীকর্ত্তৃক জাত নিন্দ্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া আমার পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইবে'—শ্রীনারদের প্রতি শ্রীভগবানের এই প্রতিজ্ঞায় যে শ্রীনারদের শ্রীভগবৎ-পার্ষদ-তনুপ্রাপ্তির কথা দৃষ্ট হয়, তাহাই ভগবদ্দাস-স্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় অনাবৃত প্রকৃতিস্পর্শশূন্য পার্ষদ-দেহ। সেই পার্ষদ-তনুর প্রতি শ্রীভগবানের কৃপায় শ্রীনারদের চিত্ত আকৃষ্ট হইলে পাঞ্চভৌতিক দেহ নিপতিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা লিঙ্গ-শরীর-ভঙ্গে অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধি হইলে পার্ষদ-দেহের প্রকটের কথা জানা যায়। শ্রীনারদের ন্যায় ভগবদিষ্ট ব্যক্তির প্রারব্ধ-কর্ম্ম-পর্য্যন্তই লিঙ্গ-শরীরের স্থিতি। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামিপাদও বলিয়াছেন যে, পার্ষদ-তনুর সঙ্গে অকর্ম্মারব্ধত্ব, শুদ্ধত্ব ও নিত্যত্ব উক্ত শ্লোকের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

এইরূপ পার্ষদদেহের কথা উদ্দেশ করিয়াই শ্রীগজেন্দ্র বলিয়াছিলেন,—

যং ধর্ম্মকামার্থবিমুক্তিকামা
ভজন্ত ইষ্টাং গতিমাপ্নুবন্তি।
কিঞ্চাশিষো রাত্যপি দেহমব্যয়ং
করোতু মেহদভ্রদয়ো বিমোক্ষণম্।

(ভাঃ ৮।৩।১৯)

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গকামী ব্যক্তিরা যাঁহাকে আরাধনা করিয়া ঈপ্সিত ফল ও অজ্ঞাত অর্থ প্রাপ্ত হন; আরও যিনি স্বদেহতুল্য অপ্রাকৃত দেহ প্রদান করিয়া থাকেন সেই অপারকরুণাময় শ্রীভগবান্ আমায় মোচন করিয়া দিউন।

পার্ষদদেহের নিত্যত্ব ও অকর্ম্মারব্ধত্ব শ্রুতিমন্ত্রেও দৃষ্ট হয়—"অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোক-মভিসম্ভবামীতি।"

রোমসমূহ কম্পিত করিয়া অশ্ব যেরূপ শরীরের ধূলিকণা-সমূহ পরিহার করে, সেইরূপ কর্ম্মারব্ধ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অকর্ম্মারব্ধ শরীরসম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইব।

কোন কোন স্থলে অচিন্ত্য ভগবচ্ছক্তিপ্রভাবে প্রাকৃত দেহও চিন্ময় পার্ষদ-দেহরূপে পরিণত হয়। ঐরূপস্থলে প্রাকৃতদেহ অলক্ষ্যে অপসারিত হইয়া পড়ে ও তৎস্থানে শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে সচ্চিদানন্দময় প্রকটিত হইয়া থাকে। শ্রীধ্রুবের সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয়,—

পরীত্যাভ্যর্চ্য ধিষ্ণ্যাগ্র্যং পার্ষদাবভিবন্দ্য চ।
ইয়েষ তদধিষ্ঠাতুং বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়ম্॥
তদোত্তানপদঃ পুত্রো দদর্শান্তকমাগতম্।
মৃত্যোর্মূর্দ্ধ্নি পদং দত্ত্বা আরুরোহাদ্ভুতং গৃহম্॥
(শ্রীভাঃ ৪।১২।২৯-৩০)

অনন্তর তিনি ঐ বিমানশ্রেষ্ঠকে প্রদক্ষিণ ও অর্চনা করিয়া উক্ত পার্ষদদ্বয়কে অভিবাদন করিলেন এবং তেজোময়রূপ-ধারণপূর্ব্বক সেই বিমানে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। যখন উত্তানপাদ-নন্দন ঐ বিমানে আরোহণ করিতে যাইবেন, তখন মৃত্যুকে উপস্থিত দেখিতে পাইলেন। তিনি মৃত্যুর মস্তকে পদার্পণপূর্ব্বক অর্থাৎ মৃত্যুকে জয় করিয়া অদ্ভুত বিমানে আরোহণ করিলেন।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু এতৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"কচিৎ প্রাকৃতমূর্ত্তিমপ্যচিন্ত্যয়া ভগবচ্ছক্ত্যা অপ্রাকৃততামাপদ্যতে। যথোক্তং শ্রীধ্রুবমুদ্দিশ্য, বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়মিতি। তদেব রূপং হিরণ্ময়ং বিভ্রদিতি টীকা চ।" অর্থাৎ কোন কোন স্থলে প্রাকৃত দেহও শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাবে চেতন পার্ষদদেহে পরিণত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে ধ্রুবকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, তিনি হিরণ্ময়রূপ ধারণ করিলেন। শ্রীল শ্রীধরস্বামীর টীকাতেও সেই রূপই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই রূপই হিরণ্ময়—প্রকাশশীল হইল।

সার্ষ্টি

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে সার্ষ্টি-মুক্তির কথা এইরূপ বলিয়াছেন,—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥
(শ্রীভাঃ ১১।২৯।৩৪)

যে-কালে মনুষ্য সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করেন, তৎকালে বিশিষ্টকর্ত্তৃরূপে গণ্য হইয়া অমৃতত্ব-লাভ করিয়া আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐ

শ্রুতিতেও সার্ষ্টি-মুক্তি সম্বন্ধে বহু প্রমাণ দৃষ্ট হয়,—

"এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতি-রূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ॥"—ছান্দোগ্য (৮।১২।৩)।

এই জীব মুক্তিলাভপূর্ব্বক এই স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া চিন্ময় জ্যোতিঃসম্পন্ন নিজ চিন্ময় অপ্রাকৃত-স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন। তিনিই উত্তমপুরুষ। তিনি সেই চিদ্ধামে ভোগ, ক্রীড়া ও আনন্দ সম্ভোগাদিতে রত হন।

"আপ্নোতি স্বারাজ্যম্।" (তৈঃ ১।৬।২)

মুক্তপুরুষ স্বারাজ্যলাভ করেন। "সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি"। (তৈঃ ১।৫।৩)

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ মুক্তপুরুষের জন্ত পূজোপহার আহরণ করেন।

"তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি॥
(ছান্দোগ্য ৭।২৫।২)

মুক্তপুরুষের সমস্ত লোকে যথেচ্ছ গতি হয়।

"এষ সর্ব্বেশ্বরঃ"। (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২)

ইনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত হন।

যদিও মুক্তপুরুষ পরমেশ্বরের তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন, তথাপি ব্রহ্মসূত্রে—"জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাৎ। (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।১৭)—সূত্রে ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, নিখিল চিদচিৎ সৃষ্টি-স্থিতি-নিয়মনরূপ জগদ্ব্যাপার একমাত্র পরব্রহ্মেরই কার্য্য, তদ্ব্যতীত সকল কার্য্যে মুক্ত জীবের কর্তৃত্ব সম্ভব। মুক্ত জীবের জগৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিবার সামর্থ্য নাই; অতএব বৈকুণ্ঠের আধিপত্যাদির সম্ভাবনা কোথায়? অতএব সার্ষ্টি মুক্তি অর্থাৎ শ্রীভগবানের সমান ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা গৌণ। সার্ষ্টি মুক্তিতে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যেরও আংশিক প্রাপ্তি সম্ভব

হইতে পারে। সার্ষ্টি-মুক্তিতে যে সম্পত্তি পাওয়া যায়, তাহা ভগবৎকৃপাতেই লাভ হয়। শ্রীভগবানের কৃপায় যাহা লাভ হয়, তাহা নশ্বর নহে। এজন্য শ্রীকর্দ্দমঋষি দেবহূতিকে বলিয়াছেন,—

যে মে স্বধর্মনিরতস্য তপঃসমাধি-
বিদ্যাত্মযোগবিজিতা ভগবৎপ্রসাদাঃ।
তানেব তে মদনুসেবনয়াবরুদ্ধান্
দৃষ্টিং প্রপশ্য বিতরাম্যভয়ানশোকান্॥
অন্যে পুনর্ভগবতো ভ্রুব উদ্বিজৃম্ভ-
বিভ্রংশিতার্থরচনাঃ কিমুরুক্রমস্য।
সিদ্ধাসি ভুঙ্ক্ষ্ব বিভবান্ নিজধর্মদোহান্
দিব্যান্ নরৈর্দুরধিগান্ নৃপবিক্রিয়াভিঃ॥

(শ্রীভাঃ ৩।২৩।৭-৮)

হে প্রিয়ে, আমি স্বধর্ম্মে রত থাকিয়া তপস্যা, সমাধি, উপাসনা প্রভৃতি দ্বারা চিত্তে স্থৈর্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক ভগবানের প্রসাদ-স্বরূপ ভয়-শোকবিহীন যে-সকল দিব্য ভোগ জয় করিয়াছি, তুমি একমাত্র আমার সেবাদ্বারা সেই সকল ভোগকে বশীভূত করিলে; আমি তোমাকে দিব্যনেত্র দান করিতেছি, তদ্দ্বারাই তুমি ঐসকল দেখিতে পাইবে। অন্যান্য যে-সকল মনোরথ আছে, তাহা নিতান্ত তুচ্ছ ও হেয়; কারণ ভগবান্ উরুক্রমের ভ্রূভঙ্গিমাত্রেই সে-সকল নষ্ট হয়, অতএব তাহা তোমার উপযুক্ত নয়। হে প্রিয়ে, তুমি সিদ্ধ হইয়াছ, অতএব নিজ পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের ফলস্বরূপ দিব্যভোগসমূহ উপভোগ কর। ঐসকল ভোগ মনুষ্যগণের দুর্লভ, অধিক কি, "আমরা রাজা বা রাণী" এইরূপ অভিমানদ্বারাও নৃপতিবর্গ ঐসকল ভোগ লাভ করিতে পারে না।

সারূপ্য

সারূপ্য-মুক্তি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়,—

গজেন্দ্রো ভগবৎস্পর্শাদ্বিমুক্তোঽজ্ঞানবন্ধনাৎ।
প্রাপ্তো ভগবতো রূপং পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ॥

(শ্রীভাঃ ৮।৪।৬)

তৎকালে গজেন্দ্রও ভগবৎ-স্পর্শে অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পীতবাস চতুর্ভুজ হইয়া ভগবানের সারূপ্য প্রাপ্ত হইলেন।

এই গজেন্দ্র পূর্ব্বজন্মে 'ইন্দ্রদ্যুম্ন' নামে বিষ্ণুব্রতপরায়ণ বিখ্যাত পাণ্ড্যদেশীয় নৃপতি ছিলেন। ইনি মলয়াচলে গমন করিয়া তথায় আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক মৌনব্রতী হইয়া ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত আছেন, এমন সময় একদিন মহাযশাঃ অগস্ত্যঋষি বহুশিষ্যসমভিব্যাহারে তাঁহার আশ্রমে উপনীত হন। কিন্তু রাজা ভগবদ্ধ্যানমগ্নাবস্থায় থাকিয়া মুনিবরের অভ্যর্থনাদি না করায় মুনিবর অত্যন্ত কুপিত হন এবং রাজাকে গজযোনি-প্রাপ্তির অভিশাপ প্রদান করেন। পরে রাজাও মুনিশাপে কুঞ্জরযোনি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার ভগবদ্বিষয়ক সকল স্মৃতি লুপ্ত হয়। কিন্তু বহুকাল শ্রীহরির অর্চ্চনা করায় গ্রাহগ্রস্ত হইয়া তাঁহার পুনরায় ভগবৎস্মৃতি উদিত হয়। তৎফলে তিনি ভগবৎকৃপালাভ করিয়া সারূপ্য-মুক্তি প্রাপ্ত হন।

সামীপ্য

শ্রীমদ্ভাগবতে কর্দ্দমঋষির এইরূপ সামীপ্যমুক্তি বা ভগবৎপার্ষদলক্ষণাপত্তি-উদাহরণ দৃষ্ট হয়।

মনো ব্রহ্মণি যুঞ্জানো যত্তৎ সদসতঃ পরম্।
গুণাবভাসে বিগুণ একভক্ত্যানুভাবিতে॥
নিরহঙ্কৃতির্নির্মমশ্চ নির্দ্বন্দ্বঃ সমদৃক্ স্বদৃক্।
প্রত্যক্প্রশান্তধীর্ধীরঃ প্রশান্তোর্ম্মিরিবোদধিঃ॥
বাসুদেবে ভগবতি সর্ব্বজ্ঞে প্রত্যগাত্মনি।
পরেণ ভক্তিভাবেন লব্ধাত্মা মুক্তবন্ধনঃ॥
আত্মানং সর্ব্বভূতেষু ভগবন্তমবস্থিতম্।
অপশ্যৎ সর্ব্বভূতানি ভগবত্যপি চাত্মনি॥
ইচ্ছাদ্বেষবিহীনেন সর্ব্বত্র সমচেতসা।
ভগবদ্ভক্তিযোগেন প্রাপ্তা ভাগবতী গতিঃ॥

(শ্রীভাঃ ৩।২৪।৪৩-৪৭)

অতঃপর কর্দ্দম দৈবজ্ঞানে সৎ ও অসৎ বা তত্ত্বাতত্ত্ব-প্রতীতি হইতে অতীত যে ব্রহ্ম, যিনি প্রাকৃতগুণবিবর্জ্জিত হইয়াও সৌন্দর্য্যাদি, মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যরূপ চিদ্গুণ-প্রকাশক, সেই পরব্রহ্মের প্রতি চিত্তনিবিষ্ট করিলেন এবং অব্যভিচারিণী ভক্তিপ্রভাবে অচিরাৎ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। তিনি দেহাদিতে অহঙ্কার এবং মমতাশূন্য অতএব শীতোষ্ণাদিতে অনাকুল হইলেন এবং সমদৃষ্টিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র আত্মদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি অন্তর্মুখী বুদ্ধিদ্বারা বিক্ষেপরহিতবুদ্ধিবিশিষ্ট (অর্থাৎ স্থিরচিত্ত) হইয়া

জলসহিত সমুদ্রের ন্যায় একাত্মভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন; তৎপর বন্ধনমুক্ত হইয়া তাঁহার চিত্ত সর্বজ্ঞ, নিখিল জীবপুঞ্জের আত্মা ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে পরা ভক্তি সহিত সংযুক্ত হইল। তিনি দেখিলেন, সর্বভূতে ভগবদ্রূপ আত্মা অবস্থিত এবং ভগবদ্রূপ আত্মাতে সর্বভূত অবস্থিত রহিয়াছে; অর্থাৎ তিনি মহাভাগবতাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি রাগ-দ্বেষবিহীন এবং সর্বত্র সমচিত্ত হইয়া ভগবদ্ভক্তিযোগে ভাগবতী গতি প্রাপ্ত হইলেন।

সাযুজ্য

শ্রীমদ্ভাগবতে সালোক্যাদি মুক্তির মত সাযুজ্য-মুক্তির স্পষ্ট উদাহরণ নাই। কারণ, সাযুজ্য-মুক্তি শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রেত নহে। অঘাসুরাদির দৃষ্টান্তে সাধকগণেরও সাযুজ্য-মুক্তির রীতি বুঝিতে হইবে, ইহাই শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু সন্দর্ভে প্রদর্শন করিয়াছেন।

"অঘাসুরাদিদৃষ্টান্তেন সাধকানামপি সমানম্।
* * অত্র ভগবৎস্বরূপাবস্থানলিঙ্গক [illegible] প্রায়শঃ [illegible] জ্যোতিঃ-[illegible]-প্রাদুর্ভাবে মহাপুরুষং সহিতভবা [illegible]। অত্র চ ন তু তত্তেব সর্বত্রৈব [illegible]। সর্বথা তৎপ্রাপ্তেরতুল্যগতত্বাৎ। অঘস্যাপ্যাপাদিনিবেদনে।"

অঘাসুরাদির দৃষ্টান্তে সাধকগণেরও সাযুজ্য-মুক্তির রীতি বুঝিতে হইবে। কংসের দ্বারা প্রেরিত হইয়া পূতনা ও বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘাসুর ব্রজবালকগণের সহিত কৃষ্ণকে বিনাশ (?) করিবার ইচ্ছা করিয়া এক যোজন বিস্তৃত বিশাল পর্বততুল্য অজগর-দেহ ধারণ করিল। পর্বতের গুহার ন্যায় মর্ত্য হইতে স্বর্গ পর্যন্ত মুখব্যাদান করিয়া পথে শয়ন করিয়া রহিল। বালকগণ কৃষ্ণকেই একমাত্র রক্ষাকর্তা জানিয়া নির্ভীকচিত্তে তাহাদের গো-বৎস-সহ অঘাসুরের উদরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরের উদরে প্রবিষ্ট হইয়া নিজ দেহ এইরূপ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন যে, অঘাসুর তাহাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ অমৃত-দৃষ্টির দ্বারা নিজ সখাগণকে পুনর্জীবিত করিয়া তাঁহাদের সহিত বাহির হইলেন। তখন অজগরশরীরী অঘাসুরের দেহ হইতে এক অদ্ভুত মহাজ্যোতি নির্গত হইয়া স্বীয় প্রভাবে দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বহির্গমন-প্রতীক্ষায় আকাশে অবস্থান করিতেছিল। পরে শ্রীকৃষ্ণ বহির্গত হইলে দেবগণের সম্মুখে উহা শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভগবদ্দেহ-আনন্দে নির্ভরতার স্ফূর্তি লাভ করিয়াছেন। কোথাও বা ইচ্ছানুসারে ভগবদনুগ্রহে তাঁহার যৌগশক্তিলেশ প্রাপ্ত হইয়া বাহিরে যোগাভ্যাসরূপ তদ্ভাবপ্রাপ্ত স্বীয় ভোগোচিত-লেশের অনুভব হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ মোক্ষধর্মের সাক্ষাতে অনিরুদ্ধ-পুরাণের বাক্যে দৃষ্ট হয়।

মুক্তাঃ প্রাপ্য পরং বিষ্ণুং তদ্ভোগান্ লেশতঃ ক্বচিৎ।
বহিষ্ঠান্ ভুঞ্জতে নিত্যং নানন্দাদীন্ কথঞ্চন॥

মুক্তপুরুষগণ পরমপুরুষ শ্রীবিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভোগলেশ হইতে কোন কোন স্থলে বহিঃস্থিত কিঞ্চিৎ ভোগ নিত্য উপভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু বিষ্ণুর সম্পূর্ণ আনন্দাদি ভোগ করিতে পারে না।

শ্রুতিপ্রমাণেও মুক্তপুরুষগণের ঐ ভোগলেশানুভবের কথা দৃষ্ট হয়।

"এতেন মুক্তো হ প্রবিশতি মোদতে চ কামাংশ্চৈকরাম-কামীতি বৃহৎ তৌ। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি ব্রহ্মণা পশ্যতি ব্রহ্মণা শৃণোতীত্যাদিবাক্যবিশেষশ্রুতৌ। আহতে হরিশ্চেন ইত্যাদিকমপি অনুভবলেশপ্রাপ্ত্যভিপ্রায়েণৈবোক্তম্।"

মুক্তপুরুষ পরব্রহ্মে প্রবেশ করেন, আনন্দিত হন ও কামসমূহ অনুভব করিয়া থাকেন। (বৃহৎ-শ্রুতি)

মুক্তপুরুষ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া ব্রহ্মদ্বারা দর্শন করেন, ব্রহ্মদ্বারা শ্রবণ করেন, ব্রহ্মদ্বারা এইসকল অনুভব করিয়া থাকেন। (মাধ্যন্দিনায়নশ্রুতি)

মুক্তপুরুষ শ্রীহরির হস্তের দ্বারা গ্রহণ করেন, শ্রীহরির চক্ষুর দ্বারা দর্শন করেন, শ্রীহরির চরণ দ্বারা গমন করেন। মুক্তের অবস্থিতি এইরূপ। (স্মৃতি)

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু সাযুজ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত কোন কোন ব্যক্তির শ্রীভগবদিচ্ছাক্রমে লীলার জন্য নিজ শ্রীঅঙ্গ হইতে বাহিরে নিষ্কাশিত করিবার কথাও শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা প্রদর্শন করিবার কথা লিখিয়াছেন,—

"কদাচিদিচ্ছয়া লীলার্থং বহিরপি নিষ্কাশয়তি পার্ষদত্বেন চ স্বীকরোতি। যথা শিশুপাল-দন্তবক্রৌ সনকাদ্যুপলক্ষিতৌ পুনঃ পার্ষদতামেব প্রাপ্তৌ। বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুত-

সাম্যতাম্। নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ ইতি তাবুক্তি শ্রীনারদবাক্যাৎ।"

তাৎপর্য্য এই যে, কোন কোন স্থলে শ্রীভগবান্ যেচ্ছাবশতঃ সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে লীলার জন্য নিজ শ্রীঅঙ্গ হইতে বাহিরেও নিষ্কাসিত করেন এবং পুনরায় পার্ষদরূপে সংযোজিত করিয়া থাকেন। যেরূপ শিশুপাল ও দন্তবক্র সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়,—

বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্।
নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ॥
(শ্রীভাঃ ৭।১।৪৭)

সেই দুইজন (দন্তবক্র ও শিশুপাল) বৈরানুবন্ধজনিত অর্থাৎ অতিনিবেশের সহিত শত্রুতাভাব তীব্র ধ্যানের দ্বারা অচ্যুতে সাযুজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পুনরায় শ্রীহরির পার্শ্বে নীত হইয়া তাঁহারা বিষ্ণুর পার্ষদ হইয়াছিলেন।

যাহার যে পরিমাণ প্রীতি-সম্পত্তি আছে, তাঁহার সেই পরিমাণ সাক্ষাৎকার-সম্পত্তি লাভ হয়। সকলেই সকল অবস্থায় সুখের প্রার্থী। অতএব পরতত্ত্বসুখরূপেও প্রীতিই মুখ্য। অর্থাৎ প্রীতিই পরমতম পুরুষার্থবস্তু। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—আমার ভক্ত যদি কথঞ্চিৎ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে স্বর্গ, মুক্তি, কি আমার ধাম—সকলই অনায়াসে পাইতে পারেন। প্রীতিদ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইয়া পরমসুখোদয় হয়। শ্রীঋষভদেব বলিয়াছেন, শ্রীবাসুদেব আমাতে যে কাল পর্য্যন্ত প্রীতির আবির্ভাব না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত দেহসম্বন্ধ হইতে কেহ মুক্তিলাভ করিতে পারে না। প্রীতি ভিন্ন স্বরূপ ও স্বরূপবর্গসমূহের সাক্ষাৎকার হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, সাধুদিগের প্রিয়-আত্মা আমি একমাত্র শ্রদ্ধাসঙ্গতভক্তি দ্বারাই লভ্য হই। শ্রীবাসুদেবোপনিষদের মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—আমার রূপ অজর, অজ, আদি, মধ্য ও অন্তবিবর্জ্জিত, স্বপ্রভ, সচ্চিদানন্দ ও অব্যয়। ভক্তি দ্বারা তাহা জানা যায়। প্রীতিদ্বারাই পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। মাঠর শ্রুতি বলেন, ভক্তিই পুরুষকে ভগবদ্ভাবে লইয়া যায়। ভক্তিই শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করাইয়া থাকেন, শ্রীভগবান্ ভক্তিরই বশ। ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন। প্রীতির অনুরূপ পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকারের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—ভোজনকারী পুরুষের প্রতিগ্রাসেই যেরূপ তুষ্টি, উদরপূরণ, এবং ক্ষুধা-নিবৃত্তিরূপ কার্য্যত্রয় একসঙ্গে ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ শরণাগত পুরুষের ভজনকালে একসঙ্গেই প্রেমলক্ষণা ভক্তি, প্রেমাস্পদ ভগবৎস্বরূপ-স্ফূর্ত্তি এবং ইতর-বিষয়-বৈরাগ্যরূপ কার্য্যত্রয় অনুভূত হয়।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়

চতুর্থ প্রসঙ্গ

শ্রীবৃন্দাবনে

শ্রীমথুরার শ্রীবিশ্রামঘাটে শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর প্রেরিত বৈষ্ণব আসিয়া শ্রীনরোত্তমকে ভাবাবেশে "কোথায় শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, কোথায় শ্রীগোস্বামিগণ, কোথায় শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভো! শ্রীরূপের প্রাণধন শ্রীগোবিন্দের কি দর্শনলাভ হইবে?"—এইরূপ আর্ত্তিক্রন্দন করিতে দেখিয়া সেই জ্যোতির্ময় মহাপুরুষকে শ্রীনরোত্তমপ্রভু বলিয়া বিচার করিলেন। শ্রীল নরোত্তম, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর প্রেরিত বৈষ্ণবের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীগোবিন্দের শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজবর শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত শ্রীল নরোত্তমের মিলন হইল। শ্রীনরোত্তম শ্রীল গোস্বামিপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া তাঁহার কৃপা যাচ্ঞা করিলেন। শ্রীল শ্রীজীব-প্রভুও শ্রীনরোত্তমকে স্নেহালিঙ্গন করিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গ

স্নেহাম্বুতে অভিষিক্ত করিলেন। এদিকে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুও শ্রীগোবিন্দের শ্রীমন্দিরে আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীশ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমের মিলনে অপূর্ব্ব প্রেমতরঙ্গ উদ্বেলিত হইল। উভয়ের মধ্যে যে নিত্যসিদ্ধা স্বাভাবিকী প্রীতি, তাহা পরস্পরের মিলনে বৈষ্ণব-সমাজে ব্যক্ত হইয়া পড়িল।

শ্রীগৌরপার্ষদ মহাবিদ্বান্ শ্রীকৃষ্ণপণ্ডিত তখন শ্রীগোবিন্দদেবের পূজারী ছিলেন। শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামীর দেহাপগমের পর শ্রীকৃষ্ণপণ্ডিতই শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা করিতেন। এখন যেরূপ মূর্খ লোকের উপর শ্রীবিষ্ণুসেবার ভার অর্পিত হয়, শ্রীগোস্বামিগণের সময় সেইরূপ অবস্থা ছিল না। 'পূজারী' বলিতে তখন 'মূর্খ লোক' বুঝাইত না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের উপর তখন শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেবতা শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন এবং অন্যান্য শ্রীবিগ্রহগণের সেবাভার অর্পিত ছিল। শ্রীগোবিন্দ-সেবক শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত শ্রীনরোত্তমকে দর্শন করিয়া তাঁহার গলদেশে একটী মালা-প্রসাদ পরাইয়া দিলেন। শ্রীনরোত্তম শ্রীকৃষ্ণপণ্ডিতকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট নিজ দৈন্যার্ত্তি-জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীনরোত্তম শ্রীগোবিন্দদেবকে দর্শন করিয়া প্রেমে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীরূপের শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলীর দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের স্তব করিলেন।

জয় জলদমণ্ডলীদ্যুতিনিবহসুন্দর
স্ফুরদমলকৌমুদীরুচিরহসিতবক্ত্র
ব্রজহরিণলোচনাবদনশশিচুম্বক
প্রচুরতরনবদ্যুতিবিলসদঙ্গ।
নবরসময়চাতুরীনিচয়পণ্ডিত
প্রণয়যুতরাধিকাপটিমরঞ্জিত
কপটভুজদর্পিণকাহুতগণসম্বোধক
বিরসমধুরাক্ষৌহুদনরতিভৈরব
প্রবিকচশিখিচন্দ্রকপুঞ্জকুটিলকুন্তল
শ্রবণতটসঙ্গমণিমকরকুণ্ডল
প্রবিততনবতাণ্ডবরসকৌতুকিমণ্ডল
বিচকিতমদলোচনীবিভ্রমসিতফুল্ল
স্ফুরিতরদনদাড়িমীকুসুমযুগকর্ণক
কলনমুরলীকলকলোদ্গতকর্ষক।

হে প্রভো! আপনার শ্রীমূর্ত্তি মেঘমণ্ডলীর দ্যুতিপুঞ্জের ন্যায় সুন্দর, আপনার মুখ চাঁদ অর্থাৎ নির্ম্মল জ্যোৎস্নার ন্যায় মনোরম, আপনি হরিণলোচনা শ্রীব্রজগোপীগণের শ্রীবদনচন্দ্রচকোরস্বরূপ এবং আপনার নবযৌবন অঙ্গকান্তির চাকচিক্য মাধুর্য্য-বিমণ্ডিত। আপনি নবরসময়চাতুরী-বিষয়ে অতীব নিপুণ ও অদ্বিতীয়, প্রেমমূর্ত্তি শ্রীরাধিকার অভিনয় আলাপমাধুর্য্যকৌশলে আপনি বশীভূত, অতুলনীয় সুমধুর শ্রীবংশীধ্বনি দ্বারা আপনি ব্রজললনাগণকে নিজসমীপে আকর্ষণ করেন; কংসাদি অসুরগণের সহিত যুদ্ধকালে সমরক্ষেত্রে আপনার বীর প্রশান্ত শ্রীমূর্ত্তি দেবগণের অতীব আনন্দপ্রদ। আপনার কুটিলকুন্তলে ময়ূরপুচ্ছস্থিত-চন্দ্রকসমূহ সন্নিবেশিত হওয়ায় উহা অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে, আপনার কর্ণযুগল মণিময় মকরকুণ্ডলদ্বারা সুশোভিত, শ্রীরাসস্থলীতে অদ্ভুত পাদন্যাসনর্ত্তনভঙ্গিসহকারে নিত্য নবনবায়মানভাবে আপনি নৃত্য করিয়া থাকেন, আপনার মদঘূর্ণিত কটাক্ষশ্রেণী উৎপলকুলের শোভাকে পরাভব করিয়াছে; আপনার কর্ণযুগল সুন্দর দাড়িম্বপুষ্পসুশোভিত এবং আপনি তালাদিশব্দমিশ্রিত সুন্দর বংশীধ্বনিদ্বারা সকল লোকগণকে সম্মুখে আনয়ন করেন।

পুন্নাগস্তবকনিবদ্ধকেশবৃন্দঃ
কোটীরীকৃতবরকেকিপক্ষচূড়ঃ।
পায়ান্মাং মরকতমেচকঃ স দেবঃ
কালিন্দীতটবিপিনপ্রসূনধন্বা।

যাঁহার শ্রীমূর্ত্তি মরকতমণির ন্যায় চিক্কণ, যাঁহার কেশপাশ পুন্নাগকুসুমস্তবক দ্বারা সুশোভিত, এবং যিনি শিখিপিচ্ছসমূহ-বিরচিত মুকুট শিরে ধারণ করেন—সেই শ্রীবৃন্দাবনকন্দর্প দেব শ্রীমূর্ত্তি দ্বারা আমাকে ত্রাণ করুন।

গর্গপ্রিয় জয় তর্পকৃত রণ-
সর্গপ্রিয়-নিজবর্গ-প্রণমিত।

হে গর্গপ্রিয়! আপনি জয়যুক্ত হউন্। হে তর্পকৃত! (শ্রীশিবপূজিত) আপনার জয়। হে অপ্রাকৃতরসরসিক নিজপ্রিয়জনগণের প্রেমাধীন, আপনার জয় হউক।

বল্লবযুবতীবধূ-ব্রজবীথীকশিক্ষাচার্যঃ।
ন ভবতি নিরুপাধৌ মুকুন্দ তব দূরনির্দেশঃ।

হে শ্রীমুকুন্দ! যাহা দানবকুলদিগের বৈধব্যব্রতের দীক্ষা-

নিজভক্তজন এবং মৃগগণ সেই আপনার নৃত্য-বিনোদ জয়যুক্ত হউক।

কুন্তলনিকর-নিচিতশিখিপুচ্ছ, নবঘনবিজিত-মণিময়চূড়
মুক্তাগ্রথিত-মণিময়মুকুট, বিকটললাট-ঘটিতকস্তুর
কমলমুকুল-দলনয়ন, নিখিলপঙ্কজ-নিচয়বাণ
মুরলিমধুরিম-মধুবচন, নিখিলমুকুলকুটিলমন
ললিতপল্লবমুকুতিমণ্ডল, বদন-কমল-কোমলকুণ্ডল
বিমলচন্দ্রনিভবদন, ভুবনমোহন-বিশালনয়ন
কুসুমকুন্তল-বিলসদমল-বলিতমুকুল-বালকচন
মধুপমধুপ-বিচলদলক, মদনমুকুল-ললিতচিবুক
নিজভক্তমুক্তিপ্রবিতরণন; মদনমোহিত মরাল-বিলাস ॥

আপনার কেশপাশ নানাবিধ পুষ্পসমূহদ্বারা অলংকৃত, আপনার নবমেঘের কান্তি মণির দর্পণের শোভাকে তিরস্কার করে, আপনি কমনীয় শীতপূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্যপ্রভাবে শ্রীমুখমণ্ডলের গর্ব খর্ব করিয়াছেন, আপনি তাহার সমস্তক্ষেত্রে অবলীলাক্রমে কৃতাপরাধ, আপনার শ্রীচরণ সমস্ত কালিয়নাগের সর্বনাশন, আপনি নিখিল লোকসমূহের একমাত্র আধার, মরকতমণির ন্যায় চঞ্চল আপনার নয়নযুগল অতীব মধুর, আপনি গোবর্দ্ধনগিরিকে ধারণ করিয়া থাকেন, আপনি কমলমণীসমূহে আনন্দ বিধান করেন, আপনি মদনকদম্বব্যাপারে অতীব চঞ্চল, আপনি ভয়ানক দানবসমূহের বিনাশকারী, আপনার শ্রীমুখবিগলিত মধুকামগর্ভযুক্ত বাক্য নিখিলহৃদয়ের অপ্রাকৃত রসোদ্দীপক, আপনার বদনকমল কুসুমপুষ্পের ন্যায় সুরভিত অমলতাযুক্ত, আপনার উজ্জ্বল আলোলিত অলকাবলী ভ্রমরপুঞ্জের ন্যায় সুশোভিত, আপনার দন্তাবলীরূপ কুন্দ কুসুমগুচ্ছ বিরাজমান, আপনি গূঢ়ভাবে নবনীত-কলস আত্মসাৎ করেন। হে অজিত! আপনি সতত আমার চিত্তপ্রাঙ্গণে বিশেষভাবে ক্রীড়া করুন।

সখিচাতককীবাম্বুধারো ঘনকেকিমণ্ডলোল্লাসি।
তব দৈত্যহংসভয়দঃ পৃথ্বাম্বুদবর্ষিতং জয়তি ॥

হে শ্রীমাধব! মিত্রগণরূপ চাতকগণের জীবন-বর্দ্ধন, বেণুগণরূপ ময়ূরমণ্ডলের আনন্দবর্দ্ধক, দৈত্যরূপ হংসগণের ভয়প্রদ আপনার পৃথ্বম্বুদরূপ বেণুগর্জ্জিত জয়যুক্ত হউক।

পুরুষোত্তম বীরব্রত কুলোদ্ভূতকীর্ত্তিত।
মুরলীধ্বনিমুগ্ধিত-ব্রজসীমন্তিনীপ্রিয়॥

হে পুরুষোত্তম! হে বীরব্রত! (শরণাগতজনের সর্বতোভাবে রক্ষা করাই যাঁহার দৃঢ় ব্রত সেই ব্রজপুর ও নিজভক্তগণের শোভা) আপনি শ্রীযমুনার পবিত্র তীরে অবস্থিত হইয়া মুরলীধ্বনি করিতে থাকেন। ধেনুসমূহ আপনার মুরলীধ্বনি শ্রবণ করিয়া হাম্বারবে ডাকিতে থাকিলে আপনি পরমানন্দ প্রকাশ করেন।

জগজ্জীবনভবনঃ, ন তব ভবতো দুরাপ লোকঃ।
ত্রৈলোক্যবিলাসকর, প্রভাবসম্পন্নবিক্রমোদ্ধৃতিঃ॥

হে অম্বুজাক্ষ! যাহা ত্রিভুবনমণ্ডলের অবলম্বন অর্থাৎ যাহাকে আশ্রয় করিয়া নিখিল জগৎ অবস্থান করে এবং যাহা হইতে পরম পদ্মাকরগামী মকরন্দ প্রকটিত হইয়া দানবগণের বিনাশ সাধন করে, এতাদৃশ আপনার পাদ-পদ্ম জয়যুক্ত হউক।

চিরং মুরারে মুরবৈরিণক্রধা সমবায়দহনমুতো।
অদ্যাপি মুখৈর্বিদিত কেশং শিরস্ত দুর্দ্দমমুজ প্রসাদি॥

হে শ্রীমুরারে! ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে দেবদ্বেষীপক্ষ দানবগণ আপনার সহিত সর্ব্বদা সংগ্রাম করিয়া অরিগণ (শত্রুগণ) আপনাকে বিনাশ করিতে পারিতেছে না, কিন্তু নিজকে (দুর্ব্বৃত্তগণকে) ক্ষয় করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিয়াছে।

শিতকমলদলকিরণ চরণং স্ফুরিতং বিকীর্ণ—
কলিতং সখিতং পবিত্রং পবিত্রং কলায়।
কনককবিবিতপ্রতিভং পণিতং বলিতং গমিতং
বরিতং স্মরিতং স্থিরতং ধরিতং বিধায়।
নিখিলবিবলিতেঃ জিতাযং সজাযং স্তুতং
অনুনাদমণ্ডিতং সলামং দুর্জ্জনমোহনটো।
মধুমথন হরে মুরারে পুরারে নারীদে সর্ব্বদে
বিহারে বিহারে প্রহারে চ বারে প্রভুম্।
স্ফুরিতমিলিতভাতভবে বিহরবিপুলরস শুক-
ঈশ্বর পূর্বেষ্টবরদে নন্দনন্দন দেবং।
শিথিশিখণ্ডকীর্তিবিশালং কলাকং সকারং বিকারং
নিতান্তকং কারং প্রণামকং কৃতারং বিধায়।
মধুমথনং কমলাননকং ধনকং নৃপকং হলকং
হলধরং ধনকং জনকং জনকং সদা।

হে মনোরমবনমালাধারী! হে অনন্তবিলাসজ্ঞিবাম্! হে মধুসূদন! হে হরে! হে মুরারে! হে নন্দনন্দন! আপনাকে

আমি সর্ব্বদা বন্দনা করি। আপনি পাপার্ণবের মহানৌকা-স্বরূপে প্রপন্নকে শীঘ্র বিতারণ করেন। আপনার অত্যাশ্চর্য্য-জনক পবিত্র চরিত্র সজ্জন জনগণের তত্ত্বজ্ঞান-প্রদ, সর্ব্বপাপহারী মিত্রবর্গের পরিত্রাণ-বিধায়ক, যোদ্ধৃগণের রাগনাশক, অবিজ্ঞানাশক এবং স্মরজগণের মোহজনিত সর্ব্বপ্রকার ক্লেশনিবারক। আপনি অপরিমেয় কীর্ত্তিশালী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্যদক্ষ, সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ এবং গুরুশ্রেষ্ঠ। আপনি মহাবলগণেরও বলিষ্ঠ, নরপুঙ্গবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ভক্তগণের রক্ষণ-পালন-বিষয়ে অবিচলিতব্রত এবং বিষ-বিঘূর্ণিতচিত্ত জনগণের তাপত্রয়ের অভিমুখে সতত বর্ত্তমান। আপনি অবিরোধিন্যাসপ্রিয়, শ্রীবলদেব-সহ সর্ব্বদা আনন্দে ক্রীড়াশীল, ক্রোধবর্জ্জিত এবং জগতের কৃপাস্বরূপ। আপনি শ্রীশিবের অপ্রমা, অসুরগণের বিনাশে সুপটু ও নিত্য বিহার-শীল। কালিয়নাগ যেখানে অবস্থান করে, যাহার জলপান-মাধুর্য্য মনুষ্যকেও বিকার দেয়, এতাদৃশ শ্রীযমুনাতরঙ্গে বিশেষ শ্রীপদ্ম যে অলকাবিকর্ষণে বিঘ্ন হয়, এরূপ শ্রীভগবান্ আপনি কালিয়নাগের দমন-হেতু অবতীর্ণ হন। আপনি শ্রীগোবর্দ্ধনগিরিরূপ শ্রীমন্দিরে রমণীগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া শয়ন করেন, প্রিয়ভক্তগণের নিকট আপনি প্রসাদ-অতীব-অমিত সৌন্দর্য্যলাবণ্যযুক্ত শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করেন, পরন্তু ভক্তদ্বেষী অসুরগণের নিকট আপনি কৃতান্ত-স্বরূপ। আপনি সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং জগৎ আপনার যশাবলী সুশোভিত। আপনি শ্রীগোপীবৃন্দের প্রতি মধুর-কটাক্ষ বিস্তার করত মৃদুমন্দ হাস্যতীর্থ কর্পূর-গন্ধের ভার লোভনার। সদা সেখানে আপনাকে আমি সতত বন্দনা করি।

বিধৃতবিবিধবাধে ভ্রান্তিবেগাগমাধে
বলবতি ভবপূরে মজ্জতো মে বিদূরে।
আশ্রয়গণবন্ধো হা কৃপাকৌমুদীন্দো
সকৃদকৃতবিলম্বং দেহি হস্তাবলম্বম্॥

হে অনাথবন্ধো! হে কৃপাচন্দ্রিকাবলি! বিবিধক্লেশ-পরিপূর্ণ, ভ্রমবশতঃ সাগরপ্রতিম ভ্রান্তিবশতঃ অগাধ অতি-বেগবান্ সংসারসমুদ্রে নিমজ্জিত, বহুদূরবর্ত্তী আমাকে অবিলম্বে একবারমাত্র আপনার শ্রীহস্তাবলম্বন প্রদান করুন।

নামানি প্রণয়েন তে সুকৃতিনাং তন্বন্তি তুণ্ডোৎসবং
ধামানি প্রথয়ন্তি হন্ত জলদশ্যামানি নেত্রাঞ্জনম্।
সামানি শ্রুতিশষ্কুলীং মুরলিকাজাতান্যলঙ্কুর্ব্বতে।
কামাদিকুণ্ঠচেতসামিহ বিভো নামাপি নঃ রোচতে॥

হে বিভো! আপনার মুখ্য শ্রীনামসমূহ ভজনে সুনিপুণ অত্যন্ত ভক্তিসম্পন্ন জনগণের সেবোন্মুখ জিহ্বার উৎসব বর্দ্ধন করেন, জলধরশ্যাম আপনার শ্রীঅঙ্গকান্তি তাঁহাদের নেত্রের অঞ্জনবৎ সুখপ্রদ এবং আপনার শ্রীমুরলীবাদিত সামগান তাঁহাদের কর্ণমূলে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নির্মল করে, কিন্তু বিষয়ভোগে অনুরক্ত অতএব অত্যন্ত কলুষিতচিত্ত আমাদের আপনার শ্রীনামরূপচরিতাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনে কিঞ্চিন্মাত্র রুচি হইতেছে না।

শ্রীকার্ত্তিকব্রত

শ্রীকার্ত্তিকমাস শ্রীরাধারমণ শ্রীদামোদরের শ্রেষ্ঠ মাস। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে কার্ত্তিক-ব্রত-বর্ণনের মঙ্গলাচরণ এইভাবে করিয়াছেন,—

দামোদরং প্রপদ্যেঽহং শ্রীরাধারমণং প্রভুম্।
প্রভাবাদ্ যস্য তৎপ্রেষ্ঠঃ কার্ত্তিকঃ সেবিতো ভবেৎ॥
(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ, ১৬শ বিঃ)

আমি সেই শ্রীরাধারমণ শ্রীদামোদর প্রভুর শরণ গ্রহণ করি, যাঁহার কৃপায় তাঁহার প্রিয়তম শ্রীকার্ত্তিকমাস সেবিত হইতে পারে।

কার্ত্তিকমাস বা চাতুর্মাস্য দৃঢ়ভাবে নিয়ম করিয়া পালন করিতে হয়।

নিয়মেন বিনা চৈব যো নয়েৎ কার্ত্তিকং মুনে।
চাতুর্মাস্যং তথা চৈব ব্রহ্মহা স কুলাধমঃ॥

হে মুনে! যে ব্যক্তি বিনা নিয়মে কার্ত্তিকমাস বা চাতুর্মাস্য যাপন করে, সে ব্রহ্মঘ্ন ও কুলাধম।

সর্ব্বেষ্বপি মাসেষু কার্ত্তিকঃ কৃষ্ণবল্লভঃ।
তস্মিন্ সম্পূজিতো বিষ্ণুরল্পকৈরপ্যুপায়কৈঃ॥

একান্তিবৈষ্ণবৈর্লোকবিদ্ভির্বা নিশ্চিতং মম।
যথা দামোদরো ভক্তবৎসলো বিদিতো জনৈঃ।
তস্যায়ং তাদৃশো মাসঃ স্বল্পমপ্যুরুকারকঃ॥
দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভঃ কালঃ কার্ত্তিকো হরিবল্লভঃ॥

শ্রীপদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, দ্বাদশ-মাসের মধ্যে কার্ত্তিকমাসই শ্রীহরির প্রীতিপ্রদ। ঐ মাসে অল্পমাত্র উপাসনায় পূজিত হইয়াও শ্রীভগবান্ সেই পূজককে নিশ্চিতরূপে শ্রীহরিধাম সমর্পণ করেন। শ্রীদামোদর যেরূপ সকলের নিকট ভক্তবৎসল নামে প্রথিত, তদীয় এই শ্রীকার্ত্তিকমাসও তদ্রূপ। এই মাস অল্পমাত্র সেবানুষ্ঠানকারীকে প্রভূত ফলপ্রদান করিয়া থাকেন। দেহিগণের মধ্যে ক্ষণভঙ্গুর নরদেহই দুষ্প্রাপ্য; তন্মধ্যে আবার শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভ কার্ত্তিকমাস অধিকতর দুর্লভ।

প্রদক্ষিণঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকে বিষ্ণুসদ্মনি।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলভাগী ভবেন্নরঃ॥
গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ কার্ত্তিকে পুরতো হরেঃ।
যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা লভতে চাক্ষয়ং পদম্॥
হরের্নাম-সহস্রাখ্যং গজেন্দ্রস্য চ মোক্ষণম্।
কার্ত্তিকে পঠতে যস্তু পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

যিনি কার্ত্তিকমাসে শ্রীহরিমন্দির প্রদক্ষিণ করেন, পদে পদে তাঁহার অশ্বমেধফল লাভ হইয়া থাকে। কার্ত্তিকমাসে শ্রীবিষ্ণুর সম্মুখে ভক্তিসহকারে নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিলে অক্ষয় পদ লাভ হয়। কার্ত্তিকমাসে যিনি শ্রীহরির সহস্রনামস্তোত্র ও গজেন্দ্রমুক্তি পাঠ করেন, তাঁহাকে পুনরায় জন্ম লাভ করিতে হয় না।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ।
শাস্ত্রাবতারং পুণ্যং হি শ্রোতব্যঞ্চ মহামুনে॥
শ্রদ্ধয়া লোভবুদ্ধ্যা বা যঃ করোতি হরেঃ কথাম্।
কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল কুলানাং তারয়েচ্ছতম্॥
নিত্যং শাস্ত্রবিনোদেন কার্ত্তিকং যঃ ক্ষিপেন্নরঃ।
নির্দ্দহেৎ সর্ব্বপাপানি যজ্ঞাযুতফলং লভেৎ॥
ন তথা তুষ্যতে দানৈর্ন যজ্ঞৈর্গোগজাদিভিঃ।
যথা শাস্ত্রকথালাপৈঃ কার্ত্তিকে মধুসূদনঃ॥
কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল যঃ শৃণোতি হরেঃ কথাম্।
স নিস্তরতি দুর্গাণি জন্মকোটিশতানি চ॥
যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে।
অষ্টাদশপুরাণানাং কার্ত্তিকে ফলমাপ্নুয়াৎ॥

হে মহর্ষে! সর্ব্বধর্ম্ম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক কার্ত্তিকমাসে শ্রীহরির সম্মুখে পুণ্যজনক শাস্ত্রকথা শ্রবণ করিবে। হে মুনিশার্দ্দূল! কল্যাণ-বুদ্ধিতে বা লোভবুদ্ধিতে যে কোনরূপেই হউক, কার্ত্তিকমাসে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিলে শতকুলের পরিত্রাণ হয়। যিনি প্রত্যহ শাস্ত্র-চর্চ্চার দ্বারা কার্ত্তিকমাস অতিবাহিত করেন, তিনি সমস্ত পাপরাশি ভস্মীভূত করিয়া যজ্ঞাযুতফল লাভ করিয়া থাকেন। কার্ত্তিকমাসে শাস্ত্রকথালাপ দ্বারা শ্রীহরি যেরূপ প্রীতি লাভ করেন, গো-গজাদি দান ও যজ্ঞাদি দ্বারাও সেরূপ প্রীত হন না। হে মুনিশার্দ্দূল! যিনি কার্ত্তিকমাসে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করেন, তাঁহাকে শতকোটি জন্মের দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে হয় না। হে মুনে! যত্নের সহিত কার্ত্তিকমাসে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক অধ্যয়ন করিলে অষ্টাদশ-পুরাণ-পাঠের ফললাভ হয়।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইষ্টাপূর্ত্তাদিকান্নরঃ।
কার্ত্তিকে পরয়া ভক্ত্যা বৈষ্ণবৈঃ সহ সংবসেৎ॥

ইষ্টাপূর্ত্তাদি সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কার্ত্তিকমাসে মহতী ভক্তিসহকারে বৈষ্ণবগণের সহিত অবস্থান করিতে হয়।

সূর্য্যগ্রহণ

ধর্ম্মার্থকাম-কামী হিন্দুসম্প্রদায়ের বিচার ও চিত্তবৃত্তি হইতে ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষধিক্কারি-প্রেমৈকজীবাতু গৌড়ীয়গণের বিচার ও চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ পৃথক্। গত ৫ঠা আশ্বিন রবিবার সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে সহস্র সহস্র ধর্ম্মার্থকাম-কামী নরনারী গঙ্গাস্নানের দ্বারা পাপক্ষয় ও পুণ্যসঞ্চয়ের আশায় কোলদ্বীপে আগমন করিয়াছেন। শ্রীকোলদ্বীপের শ্রীগঙ্গাতটে পরমহংসবর শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ সূর্য্য-গ্রহণের সময় নিজ ভজন-মণ্ডপে স্বানন্দানন্দে উপবেশন করিয়াছিলেন। অন্যাভিলাষী পুণ্যকামিগণ কেহ কেহ শ্রীল বাবাজী মহারাজকে কিছু প্রণামী দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার

সহিত অন্তরে ও বাহিরে বণিগ্‌-বৃত্তির আশ্রয় করিয়াছিল। কেহ বা টাকা, আধুলি, সিকি, দুআনি, এক-আনি ভাঙ্গাইবার জন্য তাঁহাকে এক-পয়সা বা আধ-পয়সা দিয়া বাকী পয়সা চাহিয়াছিল। শ্রীল বাবাজী মহারাজ কখনও বিরাগ, কখনও বা সম্পূর্ণ উদাসীনতা প্রদর্শন করিতেছিলেন। তথাপি তাঁহারা মহাত্মাকে বিরক্ত করিতেছিলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজকে বিভিন্ন লোকে যে-সকল জিনিষপত্র দিয়া থাকে, শ্রীল বাবাজী মহারাজ সমবেত জনতাকে তাহা বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং লোকসমষ্টির জন্য অহোরাত্রি উপবাসী থাকিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

এদিকে পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে ভক্তগণের নিকট শ্রীকুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগ, সূর্য্যোপরাগে বিরহবিধুর শ্রীগোপগোপীগণের বিচার, শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনার তাৎপর্য্য, শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ের বিচার ও চিত্তবৃত্তির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতের "আহুশ্চ তে নলিননাভ" শ্লোকের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিতেছিলেন যে, গোপীগণ যোগিগণের ন্যায় দূরত্ব ব্যবধানবাদী নহেন; তাঁহারা দেহাত্মবোধ বা গৃহব্রতধর্ম হইতে উদ্ধার চাহেন না। তাঁহারা বলেন আমাদের দেহাত্মবোধ চিরকাল থাকুক, কারণ সেই দেহ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-নিকেতন। সেই দেহাত্মবোধ—শ্রীকৃষ্ণবিলাসের উপকরণেই আত্মবোধ। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণেরও বিস্ময়োৎপাদন করে। শ্রীগোপগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ পাইয়াও তাঁহার বিরহভাবে দশমদশা প্রকট করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে অপ্রকট-প্রকাশে নিত্যসিদ্ধ পরিকর, নিত্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত, কোনও দিন শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের বিচ্ছেদ নাই, এই কথাও বিস্মৃত হইয়া যান। তাঁহাদের বিরহ-বিকারবিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তি এতটা প্রবল। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ অধ্যাত্মশিক্ষার ছলনায় (যাহা সাধারণ ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞানোপদেশ বা সাংখ্যোপদেশপ্রভৃতি বিচার বলিয়া মনে হয়) গোপ-গোপীগণকে অপ্রকটপ্রকাশে নিত্য মিলনের ইঙ্গিত প্রদান করিয়া সান্ত্বনা দান করেন। বিরহ-বিধুর গোপগোপীগণ যোগিগণের ন্যায় ধ্যানযোগে দূর হইতে মানসমিলন চাহেন না; তাঁহারা চাহেন—সম্ভোগমিলন। যে মিলনে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়ের প্রীতি-পরাকাষ্ঠা প্রকটিত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-মিশন

(১৮৬০ সালের ২১ আইন-মতে রেজেষ্টারীকৃত)

বিপুল-সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১৩ই আশ্বিন, ৩০শে সেপ্টেম্বর বুধবার হইতে ১৮ই কার্ত্তিক, ৪ঠা নবেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ১০৮শ্রী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামি মহারাজের পারমার্থিক আনুগত্যে গৌড়ীয়-মিশনের 'গভর্ণিং-বডি'র সেবোদ্যোগে ঢাকা-নগরীতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে অখিল-লোক-মঙ্গলের জন্য ঊর্জ্জব্রত (নিয়ম-সেবা) সময়ে বার্ষিক শ্রীহরিনাম-মহোৎসব কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ উচ্চকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবতধর্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্ট-গোষ্ঠী এবং নগরে শ্রীনাম-প্রচার হইবে।

মহাশয়, কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে 'গভর্ণিং-বডি'র সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় মহোৎসব-পঞ্জী সংযুক্ত হইল। নিবেদন ইতি—

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ,
পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।
২৮শে ভাদ্র, ১৩৩৮ বাং, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ ইং।

শ্রীশ্রীহরিজনকিঙ্কর—
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সেক্রেটারী, 'গভর্ণিং-বডি'

উৎসব-পঞ্জী

১৪ই আশ্বিন,	৩০শে সেপ্টেম্বর,	মঙ্গলবার—শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব
১৫ই	১লা অক্টোবর	বুধবার—পাশাঙ্কুশা একাদশীর উপবাস।
১৬ই „	২রা	বৃহস্পতিবার—শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব।
		রবিবার—শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীমুরারিগুপ্ত প্রভুর তিরোভাব।
২৩শে	১০ই	শুক্রবার—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব।
২৭শে „	১৪ই	মঙ্গলবার—শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব।
২৯শে „	১৬ই „	বৃহস্পতিবার—রমা একাদশীর উপবাস।
৩০শে „	১৭ই	শুক্রবার—শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব।
৪ঠা কার্ত্তিক	২১শে „	মঙ্গলবার—শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের তিরোভাব। শ্রীরসিকানন্দদেবের আবির্ভাব।
৫ই	২২শে	বুধবার—শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব।
১০ই „		সোমবার—গোষ্ঠাষ্টমী, গোপাষ্টমী, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীগদাধর-দাস [illegible] ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব।
১৩ই „	৩০শে „	বৃহস্পতিবার—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব। উত্থানৈকাদশীর উপবাস।
১৪ই „		শুক্রবার—পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশীর উপবাস।
১৫ই „	১লা নভেম্বর „	শনিবার—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুর বিরহ-সংকীর্ত্তনোৎসব।
১৬ই „	২রা	রবিবার—শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর তিরোভাব।
১৮ই „	৪ঠা „	মঙ্গলবার—শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব ও শ্রী[illegible] ঠাকুরের তিরোভাব। মহোৎসব-পূর্ণাহুতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—শারদীয় পূজোপলক্ষে "[illegible]-প্রিন্টিং ওয়ার্কস্" বন্ধ থাকায় "গৌড়ীয়" আগামী সপ্তাহে অপ্রকাশিত থাকিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগৌরগণ-বিরহ-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরসাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২২শে কার্ত্তিক, ১৩৪৮; ৮ই নভেম্বর, ১৯৪১ { ১৩শ-১৫শ সংখ্যা

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ বিভু

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ শ্রীরূপাভিন্নবিগ্রহ স্বীয় শ্রীগুরুদেবদ্বয়কে শ্রীরূপের 'উপদেশামৃতে'র অনুবৃত্তির মঙ্গলাচরণে এইরূপভাবে বন্দনা করিয়াছেন,—

গৌরকিশোর প্রভু, ভকতিবিনোদ বিভু,
শুদ্ধভক্তি যেই প্রচারিল।
সেই শুদ্ধভক্তি-ছটা, বদ্ধজীব যাহে শুচি,
পাইবার তরে এক দিল।

এই পদের "গৌরভ"-ভাষ্যে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ লিখিয়াছেন,—"ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ স্বীয় দীক্ষাদাতা ভাগবত-চূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামি-মহারাজকে 'প্রভু' অর্থাৎ নিজের প্রতি অনুগ্রহ-বিগ্রহকারী নিয়ামক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বিবিক্তানন্দী—ভজনানন্দী ছিলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গোস্বামি-প্রভুকে

'বিদু' অর্থাৎ অপরিমিত-বিজ্ঞানানন্দ স্বানন্দৈক-রসিক কায়ব্যূহবিস্তারকারী শিক্ষাগুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গোষ্ঠানন্দী ও বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধ-ভক্তির প্রচারক-প্রবর মূল মহাজন। গোষ্ঠানন্দিত্ব—বিদুত্ব বা কায়ব্যূহবিস্তার-কার্য্যের পরিচায়ক।"

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বিবিক্ত-ভজনানন্দী থাকিলেও তিনি অনুগ্রহ-নিগ্রহকারী নিয়ামক-প্রভু-লীলা প্রকট করিয়াছেন, ইহা তাঁহার অহৈতুকী করুণার একটী অদ্ভুত-পূর্ব্ব চমৎকারিতা ও বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ বিবিক্ত-ভজনানন্দী মহাভাগবতগণের মধ্যে শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামি-প্রভুর বিচারানুসারে 'সবে কৃষ্ণভজন করে, এইমাত্র জানে।' (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৩।১৩৩)—এইরূপ দর্শনে কাহারও প্রতি অনুগ্রহ-নিগ্রহ-নিয়মনরূপ কৃপা ও উপেক্ষা প্রদর্শন সম্ভবপর হয় না বা উত্তমোত্তম ভাগবতোত্তমের নিজের যেরূপ ইষ্টদেবে প্রেম, সেইরূপ প্রেম সমস্ত প্রাণীর হৃদয়েও বিদ্যমান, এইরূপই উপলব্ধি হয়। মধ্যম ভাগবতোত্তমের হৃদয়ে কৃপা ও উপেক্ষার বিচার দৃষ্ট হয়। আবার উত্তম ভাগবতোত্তম জগৎ-পাবন হইয়াও শ্রীনারদাদি গুরুবর্গের ন্যায় জীবের প্রতি অত্যন্ত করুণাবশতঃ কাহাকেও বিশেষ কৃপা করিবার জন্য অভিশাপ বা অনুগ্রহ-নিগ্রহ-দণ্ডাদি দান-লীলা কোন

কোন মহাভাগবতবরে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীল গৌর-কিশোর মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদবর শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু মহাভাগবতবর হইয়াও সমস্ত জগতের প্রতি ঐরূপ করুণা-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বিষয়াসক্ত জীবের প্রতি "সর্ব্বনাশ হউক্" বলিয়া অভিশাপ; কপট, ভণ্ড, কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষীকে নানাভাবে শাসনের শত শত দৃষ্টান্ত, তাঁহারে বিশেষ করুণা-চমৎকারিতারই নিদর্শন। [illegible] অবধূতবর শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের আদর্শেও এইরূপ শাসন ও নিয়মনের দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়। শুদ্ধভক্তি-পুনঃপ্রচারের মূলপুরুষ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গোষ্ঠানন্দিরূপে জীবসমূহের অনর্থ, অভাব ও কদাচারাদি কৃপাপূর্ব্বক প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে ভক্তিপথে নানাভাবে সতর্ক করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর লীলার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বিবিক্ত-ভজনানন্দী হইয়াও বহুজীবকে নানাভাবে শাসন-দণ্ডাদি দ্বারা কৃপা করিতে কৃপণতা করেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত 'আমার প্রভুর কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে বিবিক্ত-ভজনানন্দী শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর 'অযাচার কৃপা'র অনেক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। কোন নবীন কৌপীনধারীর কুলিয়া-নবদ্বীপে পাঁচ কাঠা জমি ক্রয় করিবার চেষ্টাদর্শনে তৎপ্রতি শিক্ষা-শাসন-বাক্য; কোনও কৌপীনধারীর আভ্যন্তরিক চরিত্রে মর্ম্মাহত হইয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজের কৌপীন ছাড়িয়া উৎকৃষ্ট ধৌত কালাপেড়ে ধুতি-চাদর কোঁচাইয়া পরিধান পূর্ব্বক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট আনন্দ-কুতূহলে আগমন, ভাগবতে সুনিপুণ কোন গোস্বামি-সন্তানের কৌশলে অর্থ-সংগ্রহের পিপাসা ও 'গৌর' 'গৌর' বলিবার চৌর্য্য অপরাধের কপটতা প্রদর্শন, প্রতিষ্ঠাশিষ্টার অনুরূপ প্রদর্শনের মূল কুলিয়া-নবদ্বীপের ধর্ম্মশালায় সাধারণের পুরীষ-পরিত্যাগের স্থানে ছয়মাসকাল বাসের লীলা প্রভৃতি কেবল ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষার জন্য নহে, তাহা সর্ব্বপাত্রে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে অকপট শুদ্ধভক্তিঅন্বেষী ব্যক্তিগণের প্রতি অযাচার কৃপার আলোকস্তম্ভরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ও থাকিবে। অতএব শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বিবিক্ত-ভজনানন্দী হইয়াও গোষ্ঠানন্দী শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্টের সাধর্ম্ম্যই করিয়াছেন।

শ্রীল গৌরকিশোর সত্য সত্যই "প্রভু" বা নিয়ামকের লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। তাঁহার কঠোর কঠোর শাসনের কথা, যাহা আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে প্রতিনিয়তই শ্রবণ করিতাম, তাহাতে সত্য সত্যই শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর

প্রভুকে অমায়ায় কৃপাবিতরণকারী—অনুগ্রহ-নিগ্রহকারী নিরপেক্ষ বলিয়াই উপলব্ধি হয়। তাঁহার সেই অনুগ্রহ-নিগ্রহের মধ্যে তাঁহার অহৈতুকী পরদুঃখদুঃখিতা ও স্নেহের হৃদয়ের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। যখন বৃ—সরকারকে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু "তোমার সর্বনাশ হউক" বলিয়া অভিশাপ-প্রতিম নিদারুণ বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া আমার ন্যায় বিষয়াসক্ত জীবের হৃৎকম্পের উদয় হয়। কিন্তু ইহা বিষয়াসক্ত জীবকোটির প্রতি শ্রীল গৌরকিশোরের অমায়ায় কৃপাবিতরণের সাক্ষ্যস্বরূপ। ইহা কেবল ব্যক্তিগত বিশেষে নিবদ্ধ নহে, পরন্তু সমষ্টি বা গোষ্ঠীগত বস্তাসক্ত জীবের প্রতি করুণারই নিদর্শন।

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু একদিকে যেমন অমায়ায় কৃপা করিয়াছেন, অপরদিকে তাঁহার অপার অচিন্ত্য চরিত্র বহুজীবকে বঞ্চিতও করিয়াছে ও করিবে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিজ শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর ভক্তি-সিদ্ধির অপূর্ব্ব প্রকার এইরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—"কত শত ভক্তাভিলাষী তাঁহার নিকট নিজ নিজ ক্ষুদ্র অভিলাষের পরামর্শ পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই উপদেশগুলিই তাঁহাদের বঞ্চনাকারক। তাঁহার প্রতিকূলী বিরোধী ব্যক্তির প্রতি কোন বিদ্বেষ ছিল না—কৃপাপাত্রের প্রতিও কোন বাহ্য অনুগ্রহ ছিল না। তিনি বলিতেন,—'আমার বিরাগভাজন বা প্রীতিভাজন জগতে কেহই নাই। সকলেই আমার সম্মানের পাত্র।' আরও এক অলৌকিক কথা এই যে, শুদ্ধভক্তিধর্ম্মবিরোধী ছলনাপরায়ণ অনেকগুলি প্রাকৃত লোক কিছু না বুঝিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে তাদৃশ সাধুর সেবাপর জ্ঞান করিয়া বুঝিতে প্রমত্ত ছিল। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে প্রকাশ্য-ভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই। আবার তাদৃশ ভক্তিবিরোধী কপটগণ গৃহীত হইলে তাঁহাদের অপ্রাকৃত ভাগবতধর্ম্ম দেখিয়া আমরা বঞ্চিত হইতাম। ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনদাসের লিখিত "অমায়ায় দয়া" পাইলে বাস্তবিক তাঁহাদেরও প্রকৃত মঙ্গল হইত, কিম্বা বিচ্ছিন্ন হইয়া, কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইত। 'নিরপেক্ষ'-শব্দ বলিলে কি বুঝায় তাহা ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের ও আমার প্রভুর চরিত্রে দেদীপ্যমান আছে। ভক্তাভিনিবেশ-বশতঃ সাপেক্ষতার পোষণ করিলে গুণাতীত বৈকুণ্ঠমহাত্মা-গণের কিছুই উপলব্ধি হয় না। নিরপেক্ষ হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, উপরি-উক্ত সাধুদ্বয় একই উপাদানে গঠিত হইয়া একই প্রভুর ইচ্ছাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন লীলার সূচনা করিয়া সমগ্র জগৎকে হরিভজনে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন।"

(শ্রীসজ্জনতোষণী—১৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শেষ কয়েকটী কথা-অনুসরণে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, শ্রীশ্রীগৌরকিশোর প্রভু ও শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ বিভু উভয়েই একই উপাদানে গঠিত হইয়া একই প্রভুর ইচ্ছাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন লীলার সূচনা করিয়া সমগ্র জগৎকে হরিভজনে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন। যাঁহারা সমগ্র জগৎকে শ্রীহরিভজনে প্রবৃত্ত করান, তাঁহারাই বিভু; তবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল গৌরকিশোরের মধ্যে যে লীলাবৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরকে 'প্রভু' ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে 'বিভু' বলিয়াছেন। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বিবিক্ত-ভজনানন্দী শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি-প্রভুর ন্যায় স্বীয় গোষ্ঠী বিস্তার করেন নাই; কিন্তু শ্রীল লোকনাথও একমাত্র শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে সেবাবাধ্য হওয়ায় তাঁহা হইতে গোষ্ঠী বিস্তৃত হইয়াছে। তদ্রূপ বিবিক্ত-ভজনানন্দী শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুও একমাত্র ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ঠাকুরকে শিষ্য করিতে ভক্তিবাধ্য হওয়ায় তাঁহা হইতেই

গোষ্ঠীবর্দ্ধন হইয়াছে। শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-বিভুর ন্যায় সাক্ষাদ্ভাবে সেই গোষ্ঠী-বর্দ্ধনকার্য্য বা গোষ্ঠ্যানন্দী প্রচারকবরের কার্য্য করেন নাই। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীবাবাপ্রভুকেই তাঁহার সাক্ষাৎ শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারকবর-রূপে গোষ্ঠ্যানন্দীর কার্য্য করিয়া শ্রীবাবা-প্রভুর মনোহভীষ্ট পূরণ করেন। এইজন্যই শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী ঠাকুর 'শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা'-শব্দটী আবিষ্কার এবং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় ও বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ-পুনঃপ্রবাহের মূল-পুরুষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামি-মহারাজও গোষ্ঠ্যানন্দিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি গোষ্ঠবর্দ্ধনকার্য্য ও শুদ্ধভক্তিপ্রচারে যে প্রেরণা প্রদান করিয়াছেন, তাহাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদে ফল-ফুলে সুশোভিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর শ্রীনাম উচ্চারিত হইবামাত্রই আমাদের হৃদয়ে যে ধারণা হয়, তাহা নিরাস করিবার জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন যে,—শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ একই উপাদানে গঠিত। কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছানুসারে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন লীলার সূচনাকারিরূপে অপ্রাকৃত মহাজন। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে আমরা অত্যন্ত বৈরাগী, কর্কশভাষী, বিষয়ী ও গৃহব্রতধর্মের নিন্দাকারী প্রভৃতি বলিয়া ধারণা করি; আর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে বিষয়বৈভবের মধ্যে অবস্থিত, বৈরাগ্যের নিন্দাকারী, গৃহস্থ বিষয়িগণের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন শিষ্টাচারযুক্ত-বাক্যপ্রয়োগকারী বলিয়া মনে করিয়া থাকি।

এই উভয় প্রভুকে যাহারা ঐরূপ আধ্যক্ষিক-জ্ঞান লইয়া দেখিতে যায়, তাহারা কিরূপে বঞ্চিত হয়, তৎসম্বন্ধে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর দৈন্যভরে তাঁহার নিজের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া লোকশিক্ষার্থ বলিয়াছেন,—"জগতে অনেক মহজ্জনির ব্যক্তি পাইলাম, কিন্তু তাঁহাদিগের নানা অভাব দেখিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান দিতে পারিলাম না। এমন দুর্দ্দিনে আমার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পরমকারুণিক শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় প্রিয়জনকে আমার প্রতি প্রসন্ন হইবার অনুমতি করিলেন। আমি পার্থিব অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া স্বকীয় আত্মশ্লাঘা করিতে করিতে নিজ মঙ্গল হারাইয়াছিলাম। কিন্তু প্রাক্তন-সুকৃতি-প্রভাবে আমার মঙ্গলময় শুভাকাঙ্ক্ষিরূপে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে পাইয়াছিলাম। তাঁহার নিকটে আমার প্রভু অনেক সময় শুভাগমন করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহার নিকট থাকিতেন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে আমার প্রভুকে দেখাইয়া দেন। প্রভুকে দেখিয়া অবধি আমার পার্থিব অহঙ্কার হ্রাস হইতে থাকে। আমি ভাবিতাম, নামের যাজন করিয়া সকলেই আমার ন্যায় হেয় ও অধম। কিন্তু আমার প্রভুর অলৌকিক চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমি ক্রমশঃ জানিতে পারিলাম যে, আদর্শ বৈষ্ণব ইহজগতে থাকিতে পারেন। আমার প্রভুর কৃপায় ক্রমে ক্রমে আমিও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্রের পক্ষপাতী হইলাম।" শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু-সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন,—"কোন কোন সময়ে (শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর) পরিধেয়ে বাস নাই, হস্তে সংখ্যা রাখিবার তুলসীমালার পরিবর্ত্তে ছিন্ন বস্ত্রগ্রন্থিমালা, উলঙ্গে কৌপীনে নগ্নভাব, কারণ-রহিত-বিমূঢ়তা ও পাগল প্রভৃতি অনেককালের দৃশ্য আমার নয়নগোচর হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াও অনেক অর্ব্বাচীন, অনেক চতুর সমীচীন, পণ্ডিত, তত্ত্বাভিমানী ব্যক্তিগণ তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। এইটী কৃষ্ণভক্তের ঐশী-শক্তি।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই বিচার অনুসরণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে চিনিতে হইলে যদি কৃপা করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভু চিনাইয়া না দেন, তবে ঐ অবধূতবরকে চিনিতে পারা যায় না। আবার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য-চরিত্র বুঝিতে হইলে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর কৃপা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। কারণ, শ্রীকৃষ্ণভক্তের ঐশীশক্তি আধ্যক্ষিকতাকে সর্ব্বদা '[illegible]' বঞ্চনা করে। সেই প্রভু ও বিভু-মহাজনের করুণাশক্তিরূপ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ঠাকুরের কৃপা না হইলে ঐ প্রভু ও বিভুর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য কেহই উপলব্ধি করিতে পারেন না ও পারেন নাই। স্বয়ং শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুও ইহা তাঁহার কয়েকটী শিক্ষার মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন।

কলিকাতা ভক্তিভবনের পরম-পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী শ্রীশ্রীভগবতীদেবী (শ্রীভক্তিবিনোদ-সহধর্ম্মিণী)-প্রমুখ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সেবকগণ শ্রীগোদ্রুম-নবদ্বীপে গমন করিয়া

এক সময় শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করিলেন। তখন শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—"আপনারা ঘরের ঠাকুরকে ছাড়িয়া ভুলিয়া কি করিতে আসিয়াছেন? এখানে কি বাজার করিতে আসিয়াছেন—না বাজারের ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন? আপনাদের গৃহেই গৌরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ আবির্ভূত হইয়াছেন।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন অন্ত্যলীলার অভিনয় করিয়া কলিকাতায় 'ভক্তিভবনে' অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন জনৈক লৌকিক গোস্বামী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামি-মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলে পরমহংস শ্রীল বাবাজী মহারাজ উক্ত গোসাঁইজীকে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন,—"আপনি কলিকাতায় গিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে মাথায় করিয়া 'মাথায় মজাও' কলিকাতা হইতে এই স্থানে লইয়া আসুন।" উক্ত গোসাঁইজী লৌকিক সাধারণ বিচারানুসারে পরম-মুক্ত শ্রীগৌরনিজজনের ক্রিয়ামুদ্রা বুঝিতে পারেন নাই; তাঁহার এই বিচার জানা ছিল না,—

"তোমার (বৈষ্ণবের) হৃদয়ে সদা গোবিন্দবিশ্রাম।"
"যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥"

মহাভাগবত বৈষ্ণব যে-স্থানেই অবস্থান করুন, সে-স্থানেই তিনি গোলোকের সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা অবতরণ করাইয়া অষ্টকাল তাঁহার অভীষ্ট শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবায় নিযুক্ত থাকেন অথবা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের "গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ' ব'লে ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ" শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "গৃহেতে গোলোক ভায়" প্রভৃতি উক্তি শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্বজনের মধ্যে সম্প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহাদের ভাগবতচক্ষু প্রাক্দর্শন বিভূষিত হইয়াছে, তাঁহারাই এই আদর্শ প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করিতে পারেন। উক্ত লৌকিক গোসাঁইজী কলিকাতায় আসিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে শ্রীধাম-নবদ্বীপ যাইবার জন্য পরমহংস শ্রীল বাবাজী মহারাজের অনুরোধ জানাইলে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীল বাবাজী মহারাজকে হরিভজনের উন্নতির জন্য আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন। মহাভাগবত বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বুঝিতে অক্ষম উক্ত গোসাঁইজীকে শ্রীল প্রভুপাদ সকল কথা বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়া বলিলেন,—"বৈষ্ণবগণ আমাদের দুষ্ট চিত্তবৃত্তি দেখিয়া 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' ন্যায়ানুসারে অনেকভাবে আমাদিগকে বঞ্চনা করেন। আমরা বৈষ্ণবের নিকট যেরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া যাই, তাহাতে আমরা মঙ্গল গ্রহণ করিব না দেখিয়া তাঁহারা আমাদের রুচি অনুকূল নানা কথা বলিয়া নিজেরা অন্তরে নির্বিঘ্নে ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত থাকেন। পরমহংসবর শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামি-মহারাজের নিকট অনেক বিষয়ী ব্যক্তি যেরূপ রুচি লইয়া যাইতেন, সেইরূপ রুচির কথা শুনিয়াই বঞ্চিত হইয়া আসিতেন।"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামি-মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতেই এইরূপই এই কথা কীর্তন করিয়া আসিতেছেন যে, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ বিভু উভয়েই মহাচিদ্বিলাসী অপ্রাকৃত বৈরাগ্য-বিপ্রলম্ভ-শ্রী-বিভূষিত। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু সদাবধূতিক, অপক্ব তণ্ডুল ভোজন বা শ্রীধামের খণ্ড-গৃহ হইতে মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া ও দিগম্বর থাকিয়া যেরূপ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাসের বিলাসী, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও তদ্রূপ প্রচুর দুগ্ধপান, অট্টালিকা ও সৌধে বাস, পালঙ্কে উত্তম শয্যায় শয়ন ও মূল্যবান্ বস্ত্রাদি পরিধান করিয়াও সেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাদিবিহারেরই চিদ্বিলাসের নিত্য-বিলাসী। অতত্ত্বজ্ঞগণের নিকট বস্তুর স্থূল ত্যাগকে 'বৈরাগ্য' বলিয়া মনে হয়, কিন্তু শুদ্ধ-ভক্তির সহজ—অতুল—আশ্রিত—পাল্য—দাস্য বৈরাগ্যই অর্থাৎ বৈষ্ণব-মহাজনগণের 'বৈরাগ্য' বা 'বিপ্রলম্ভ' তাদৃশ স্থূলজাতীয় নহে। শ্রীকৃষ্ণবিলাস-লালসার পরাকাষ্ঠার নাম 'বৈরাগ্য'। শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের এবং শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথাদি ষড়্‌গোস্বামী, শ্রীলোকনাথ, শ্রীগৌরকিশোর প্রভৃতি মহাচিদ্বিলাসী মহাজনগণের বৈরাগ্যে পার্থক্য নাই, কারণ, উত্তম-শ্রেণীর মহাজনই আত্মবিপ্রলম্ভসমন্বিত বিষয়-বিগ্রহের অপ্রাকৃত সেবাবিলাসের বিলাসী। তাঁহারা সকলেই সম্ভোগকে শ্রীকৃষ্ণের একচেটিয়া ব্যাপার জানিয়া বিপ্রলম্ভপরাকাষ্ঠায় বিভাবিত। শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু ও

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর অনুজের বিষয়ে বৈরাগ্য, উভয়েই তুল্য—ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রায়কে বলিয়াছেন,—

তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ, তৈছে তাঁর রীতি।
দৈন্য-বৈরাগ্য-পাণ্ডিত্যের তাঁহাতেই স্থিতি॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১।২০১)

এই বিপ্রলম্ভ বা শ্রীকৃষ্ণান্বেষণপর বৈরাগ্য—সাধন ও সাধ্য উভয়ই। শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস-লীলাটি বিপ্রলম্ভময়ী। শ্রীশচীমাতা, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রভৃতি শ্রীগৌরনাগরের শক্তিগণ; শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরায়-রামানন্দ প্রভৃতি মধুর রসের কান্ত-পর্যায়ের শক্তিগণ—সকলেই শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভের সহায়। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতীর শ্রীকৃষ্ণান্বেষণপর নিত্যসিদ্ধ বৈরাগ্য ভক্তিচক্ষু থাকিলেই দর্শন করিবার সৌভাগ্য হয়। রূপানুগগণই তাঁহাদের বৈরাগ্যবিপ্রলম্ভ-শ্রী দর্শন করিতে পারেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার প্রভু শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বৈরাগ্যসার-দর্শনকে অধোক্ষজজাতীয় দর্শন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাকে বৈরাগী দর্শন, প্রাকৃতরূপে দর্শন নহে। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর "অপ্রকটতিথি" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"এই বৈষ্ণব-শিরোভূষণের কথা অনেকে জানেন না, অনেকে অনভিজ্ঞানে বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। অপ্রাকৃতজ্ঞানে সেই মহাত্মাকে দর্শন করিতে গেলে আমরা তাঁহার অলৌকিক ও অনুপম বিপ্রলম্ভবিলাস লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হই। সংসারের আচার্য-জগতে অনভিজ্ঞানে তাঁহার সর্বোপরি আদর বিচারিত না হইলেও অধোক্ষজ-সেবাপর শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাকে অধোক্ষজ-ভক্তিপর ভগবদাশ্রয়-জাতীয় বস্তু বলিয়াই লক্ষ্য করেন। আমাদের ন্যায় মর্ত্যমানব কোন্ কোন্ সেবার অবলম্বনে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন ও শ্রীবৃষভানুকুমারীর সুদুর্লভ নিত্যসেবা লাভ করিবেন, সেই অপ্রাকৃত আলেখ্য যে যে স্থলে সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, সেই চরিত্রের আদর্শ-সেবা প্রকাশক ভক্তজগতে কিরূপ আদরণীয়, তাহা ব্যক্ত করিতে ভাষা অসমর্থ।"

(গৌড়ীয়—১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা)

অধোক্ষজ ভক্তিতত্ত্বের ভগবদাশ্রয়-জাতীয় বস্তু-দর্শনের ন্যায়ই 'প্রভু'-দর্শন এবং সেই প্রভুকে কায়ব্যূহ-বিস্তারকারিরূপে দর্শন—'বিষ্ণু'-দর্শন। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী মূল আশ্রয়-বিগ্রহরূপে শ্রীরূপমঞ্জরী-শ্রীরতিমঞ্জরী-সকলের ঈশ্বরী। এজন্যই শ্রীল শ্রীরূপ সখীত্ব বাঞ্ছা না করিয়া মঞ্জরীত্ব বরণ করিয়াছেন এবং শ্রীল রঘুনাথও 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'তে গাহিয়াছেন—

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥
(বিলাপকুসুমাঞ্জলি, ১৬ শ্লোক)

হে দেবি! তোমার শ্রীপাদপদ্মের দাস্য ব্যতীত আমি কোন কালেও অন্য সখীত্বাদিকামনা করি না। অতএব তোমার সখীত্বের প্রতি আমার নিত্য নমস্কার থাকুক, নমস্কার থাকুক। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার দাস্যের প্রতিই আমার অনুরাগ হউক, অনুরাগ হউক।

শ্রীবৃষভানুনন্দিনীকে পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময়ী কায়ব্যূহবিস্তারকারিণীরূপে দর্শন—'বিষ্ণু'-দর্শন। অতএব সেই স্থানে বস্তুতঃ পার্থক্য নাই, কেবল লীলাবৈচিত্র্যমাত্র বর্তমান। শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। দীক্ষাগুরু ও ভজন-শিক্ষাগুরুগণ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। তাঁহাদের মধ্যে তত্ত্বগত পার্থক্য নাই, কেবল লীলাগত বিচিত্রতা আছে।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে "আমার প্রভু", "আমার ঈশ্বর" রূপে দর্শন করেন, তখনই 'প্রভুদর্শন', আর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৫ম পরিচ্ছেদে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীস্বরূপ-দামোদরের আনুগত্যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে 'বিষ্ণু'-দর্শন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ-বিগ্রহ হইয়াও শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব কায়ব্যূহ বিস্তার পূর্বক শ্রীশ্রীগৌরহরের সেবা করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত-প্রকাশ।
সেইভাবে কহি মুঞি চৈতন্যের দাস॥
শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম॥
(শ্রীচৈঃ চঃ-আদি ৫ম)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভের 'গৌড়ীয়ভাষ্যে'র মঙ্গলাচরণে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল

ভক্তিবিনোদকে যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার সহিত এই বিষয়টী মিলিত করিলে শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুর বিভুত্ব ও শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর প্রভুত্বের উপলব্ধি হয়।

"শ্রীভক্তিবিনোদ, কৃষ্ণরসে মোদ,
যাদের গৌরবনিধি।
শ্রীগৌরকিশোর, ভক্তিরসে ভোর,
পবিত্রের ভক্তিনিধি॥"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে যে 'ভক্তিনিধি' ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ বিভুকে যে 'গৌরবনিধি' বলিয়াছেন, তাহাতে শ্রীল রঘুনাথের 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'র পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের পূর্ণসঙ্গতি দৃষ্ট হয়, ইহাই শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামিপ্রভু আমাদিগকে জানাইয়াছেন। অতএব আমরা শ্রীশ্রীগুরুদেবের ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও অভিন্নবিগ্রহ শ্রীশিক্ষাগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও তাঁহারই বর্ণিত-ভাষায় শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বিরহ-তিথিতে আত্মনিবেদনক্ষেত্রে এই নিবেদন করিতেছি—"শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল রূপ-রঘুনাথের আনুগত্যে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার পর শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বিরহতিথি-পূজা-কীর্ত্তন-মহোৎসব প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীগোবর্দ্ধন—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, আর শ্রীরাধা-সরসী শ্রীগোবর্দ্ধনের সহিত আলিঙ্গিতা শ্রীগান্ধর্ব্বিকা। শ্রীরাধানিত্যজন শ্রীবার্ষভানবীদয়িত-দাস প্রভু শ্রীগোবর্দ্ধনাভিন্ন চটকপর্ব্বতে শ্রীগুরু-গোবর্দ্ধন-পূজার অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীহরিকথা কীর্ত্তনমুখে শ্রীল রঘুনাথের মনঃশিক্ষার যে শ্লোকটি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমরা সেই উচ্ছিষ্টের নিত্যভোজী বিষয়াশী। অতএব আমরাও শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে বলিতেছি,—

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ॥

হে ভ্রাতঃ মন! তোমার দুইটি পায়ে পড়িয়া আমি বিনয় কাকুতি-মিনতির সহিত প্রার্থনা করিতেছি—তুমি সর্ব্বদা দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুদেবে, গোষ্ঠে বা ব্রজে, ব্রজবাসী ভক্তগোষ্ঠীতে, শুদ্ধবৈষ্ণবে, ব্রজজ ব্রাহ্মণগণে, মনোধর্ম্ম হইতে ত্রাণকারী মন্ত্রে, শ্রীনামে ও সর্ব্বশরণ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দে অপূর্ব্ব ও গাঢ়তম রতিবিশিষ্ট হও।"

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের অনুজ্ঞায় শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহ-উৎসব শ্রীচৈতন্যমঠে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীভক্তিরত্নাকরের মতে অগ্রহায়ণ-মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করেন। যথা—

অগ্রহায়ণে কৃষ্ণা একাদশী সর্ব্বোপরি।
যাতে অদর্শন ঠাকুর শ্রীনরহরি॥
(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১৪।১৩)

শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর শ্রীখণ্ডে শ্রীল সরকার ঠাকুরের বিরহ-উৎসব প্রবর্ত্তন করেন এবং শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা ও শ্রীবীরভদ্র প্রভু সংকীর্ত্তনে সারা রাত্রি নৃত্য করিয়াছিলেন এবং যামিনীতে মহামহোৎসব হইয়াছিল।

(শ্রীভক্তিরত্নাকর, ৯ম তরঙ্গ দ্রষ্টব্য)

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের নাম শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত নিত্য গীত

হইয়া থাকেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরসুন্দরের আরতি-কীর্ত্তনে গাহিয়াছেন,—

"নরহরি-আদি করি' চামর ঢুলায়।"

শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
অদ্বৈত-আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলসই মোর।"

শ্রীকৃষ্ণবিরহে বিধুরা শ্রীগৌরপ্রণয়ী ভক্তের চিত্তবৃত্তির পরিচয় এই পদের মধ্যে পাওয়া যায়। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর অপ্রাকৃত-কুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরকেই একমাত্র প্রভু, শ্রীনিত্যানন্দকেই একমাত্র ধন, শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যকেই বল, শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীপাদপদ্মকেই প্রাণসর্ব্বস্ব ও শ্রীল নরহরিকে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণবিলাসে বিলাসী বিচারে অবলম্বন করাই বিপ্রলম্ভবিভাবিত ভজনকারিগণের ভজন-চাতুরী।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর কাটোয়া হইতে প্রায় চারি মাইল পশ্চিমে বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ডে আবির্ভূত হন। শ্রীমুকুন্দদাস, শ্রীমাধবদাস ও শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর তিন ভ্রাতা ছিলেন। শ্রীমুকুন্দদাস জ্যেষ্ঠ ও শ্রীমাধবদাস মধ্যম। শ্রীমুকুন্দ দাস সরকার ঠাকুরের পুত্রই শ্রীল রঘুনন্দন দাস। শ্রীমুকুন্দদাস, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন প্রভৃতি শ্রীখণ্ডবাসিগণকে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমকল্পবৃক্ষের 'মহাশাখা' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইঁহারা শ্রীচৈতন্যের কৃপাবতার মহাশাখারূপে জগতে প্রকটিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রেমফলফুল দান করিয়াছেন।

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরিদাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন॥
এই সব মহাশাখা—চৈতন্যকৃপাধাম।
প্রেমফলফুল করে যাঁহা তাঁহা দান॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।৭৮-৭৯)

শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামিপ্রভু শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়কে শ্রীকৃষ্ণলীলায় "শ্রীমধুমতী প্রাণসখী" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিতা।
অধুনা নরহর্য্যাখ্যঃ সরকারঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ॥
(শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ১৭৭ শ্লোক)

যিনি পূর্ব্বে (শ্রীকৃষ্ণলীলায়) শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিতা শ্রীবার্ষভানবীর প্রাণসখী মধুমতী, তিনিই এখন শ্রীগৌরলীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর।

শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীচিরঞ্জীব সেনের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ—শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর শিষ্য ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অভিন্নাত্মা ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ শ্রীগোবিন্দদাস কবিরাজ পদকর্ত্তৃরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন। শ্রীচিরঞ্জীব সেনের সহিত শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের অত্যন্ত মৈত্রী ছিল। ইহা 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র (১৭১ শ্লোকে) দৃষ্ট হয়। 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'-প্রণেতা কো-গ্রামবাসী শ্রীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য। তিনি তাঁহার গ্রন্থে শ্রীগুরুদেবের এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,—

শ্রীনরহরিদাস—ঠাকুর আমার।
বৈষ্ণবকুলে মহাকুল-প্রকাশ যাঁহার॥
অনর্পিত কৃষ্ণপ্রেম—কৃষ্ণময় তনু।
অনুগত জনে না বুঝান প্রেম বিনু॥

অসংখ্য জীবেরে দয়া কাতর হৃদয়।
কৃষ্ণ-অনুরাগে সদা অথির আনায়॥
রাধাকৃষ্ণরসে তনু গড়িয়াছে যেন।
ভাবের উদয় বলি' যখন যেমন॥

ফলে রাধাকৃষ্ণরসে নির্ম্মল কীরিতি।
শ্রীখণ্ড-কুণ্ড মাঝে যাঁর অবস্থিতি॥
'নরহরি-চৈতন্য' বলিয়া প্রভুর খ্যাতি।
সে চরণ বিনু মোর আর নাহি গতি॥

ক্ষণে কৃষ্ণ, ক্ষণে রাধা ভাবের আবেশে।
রাধাকৃষ্ণ-রস মূর্ত্তিমন্ত পরকাশে॥
চৈতন্য-সম্বন্ধ পাবে সে তত্ত্ববিচার।
অদ্ভুত সকল ভাব সব অবতার॥

সকল বৈষ্ণবে যোগ্য সম্মান পীরিতি।
সকল সংসারে যাঁর নির্ম্মল কীরিতি॥

বৃন্দাবনে মধুমতী নাম ছিল যাঁর।
রাধা-প্রিয়সখী ছিলা মধুর ভাণ্ডার॥
এবে কলিকালে গৌরাঙ্গে নরহরি।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমভাণ্ডারে অধিকারী॥
(শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, সূত্রখণ্ড ৬৩৮-৬৪০)

শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীনরহরি চক্রবর্তী লিখিয়াছেন,—

শ্রীসরকার ঠাকুরের অদ্ভুত-মহিমা।
ব্রজের মধুমতী যে—গুণের নাহি সীমা॥
(শ্রীভঃ রঃ ৯ম তরঙ্গ ২২০)

শ্রীবৃন্দাবনবাসিনো রসবতী রাধাঘনশ্যাময়োঃ
সম্ভোগোল্লাসলালিকা মধুমতী নিত্যাত্মনা যা পুরা।
সোঽয়ং শ্রীসরকারঠাকুর ইহ প্রেমার্থিনঃ প্রেমদঃ
প্রেমানন্দমহোদধির্বিজয়তে শ্রীখণ্ড-ভূখণ্ডকে॥

যিনি পূর্বে ব্রজবাসী-দিব্যজনের অন্যরূপে শ্রীবৃন্দাবন-বিলাসী শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের সম্ভোগোল্লাসলালসপ্রাণা রসবতী শ্রীমধুমতী, সেই তিনি এখন শ্রীখণ্ডপ্রদেশে শ্রীপদাশ্রয়গণের প্রেমানন্দের মহাসমুদ্র, প্রেমার্থিগণের প্রেমদাতা শ্রীল সরকার ঠাকুররূপে জয়যুক্ত হইতেছেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোরতিকৃপাপাত্রীকৃতাত্মানং
সান্দ্রপ্রেমপরম্পরাকবলিতং বাচা প্রমত্তং মুদা।
শ্রীখণ্ডে রচিতস্থিতিং নিরবধি শ্রীখণ্ডচর্চাঞ্চিতং
বন্দে শ্রীমধুমত্যভিখ্যবিদিতং কঞ্চিন্মহাপ্রেমদম্॥

যিনি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রচুর কৃপাবলের উত্তমপাত্র, যিনি কীর্তনে প্রগাঢ় প্রেমধারায় আপ্লুত, যিনি (সর্বদা) প্রেমানন্দে প্রমত্ত, যিনি শ্রীখণ্ডে বাসস্থান করিয়াছেন ও সর্বদা চন্দনলেপচর্চিত, যিনি (পূর্বে) 'মধুমতী'-সংজ্ঞায় প্রখ্যাত, সেই মহাপ্রেমদাতা কোন্ অদ্ভুত পুরুষবরকে বন্দনা করি।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর প্রতিবৎসরই শ্রীখণ্ডবাসী ও কুলীন-গ্রামবাসী শ্রীগৌরপ্রণয়ী ভক্তগণের সহিত শ্রীশিবানন্দ-সেনের তত্ত্বাবধানে শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে গমন করিতেন। ইঁহাদিগকে লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু স্নানযাত্রা-দর্শন, গুণ্ডিচা-মার্জন ও রথাগ্রে নৃত্যকীর্তন করিতেন। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর নৃত্যে ও কীর্তনে অদ্ভুত দক্ষ ছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে যে সাত সম্প্রদায়ে চৌদ্দ-মাদলে কীর্তন হইত, তন্মধ্যে শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় অন্যতম এবং শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দনই সেই সম্প্রদায়ের প্রধান নৃত্যকারী ছিলেন।

খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্তন।
নরহরি নাচে তাহা, শ্রীরঘুনন্দন॥

শ্রীরঘুনন্দনের পুত্র কানাই, কানাইর পুত্র মদনরায়। ইনি শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীখণ্ডবাসিগণকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-পাঠকগণের অবিদিত নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীল মুকুন্দ, তৎপুত্র শ্রীল রঘুনন্দন ও শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়কে তাঁহাদের স্ব-স্ব সেবা বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন।

মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুর বচন।
'তোমার কার্য,—ধর্ম-ধন-উপার্জন॥
রঘুনন্দনের কার্য—কৃষ্ণের সেবন।
কৃষ্ণ-সেবা বিনা ইঁহার অন্য নাহি মন॥
নরহরি রহু আমার ভক্তগণ-সনে।
এই তিন কার্য সদা করহ তিন-জনে॥'
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৩০-১৩২)

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমুকুন্দ লোক-চক্ষে রাজবৈদ্যের চাকুরী করিতেন বটে, কিন্তু তিনি বৈষ্ণব-গৃহস্থবেশে মহাভাগবতবর পরমহংস ছিলেন। ইহা সাধারণ লোক-সকল বুঝিতে পারে নাই। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন,—

বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহো, করে রাজসেবা।
অন্তরে প্রেম ইঁহার জানিবেক কেবা॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১২০)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীখণ্ডবাসিগণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাশাখারূপে বর্ণন করিয়া তাঁহাদের সম্মান করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর বা শ্রীখণ্ডের কোন উল্লেখই করেন নাই। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের মধ্যে ধারণা এই যে, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীখণ্ডবাসিগণের বিচার অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণের বিচার তাহা নহে। শ্রীগৌর-পার্ষদগণের মধ্যে অসূয়ামূলক কোন প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ থাকিতে পারে না। যদি শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের সহিত বা শ্রীখণ্ডবাসিগণের

সহিত ঐরূপ অপ্রীতিকর ভাব থাকিবে, তাহা হইলে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের একনিষ্ঠ শিষ্য শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে' শ্রীশ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'র প্রশংসা করিতেন না ; যে-গ্রন্থে তাঁহার শ্রীগুরুদেবের নামের উল্লেখ-পর্য্যন্ত নাই এবং যিনি শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য প্রিয় পার্ষদের গুণবর্ণনে বিমুখ, সেই শ্রীচৈতন্যভাগবত ও তল্লেখক ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনকে শ্রীলোচন দাস ঠাকুর এইভাবে বর্ণনা করিতেন না,—

বন্দিব শ্রীবৃন্দাবন দাস একচিতে ।
জগত মোহিত যাঁর ভাগবত-গীতে ॥
(শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, সূত্রখণ্ড ৩৫)

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীলোকনাথ গোস্বামি-প্রভু, শ্রীল ভূগর্ভ-গোস্বামি-প্রভু প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণের নামোল্লেখ নাই ; কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের নামোল্লেখ নাই ; কিন্তু শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ও অনেক পরবর্ত্তী কালের রচিত শ্রীভক্তিরত্নাকরাদিতে আছে। ইহা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে না যে, কোন অপ্রীতিকর কারণে নিঃসংশয় শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণ ঐসকল শ্রীগৌরপার্ষদের নামোল্লেখ করেন নাই। কোন কোন লেখক ও পদকর্ত্তা পরবর্ত্তী দাস বা গ্রন্থকারগণের জন্য কিছু কিছু অবশিষ্ট রাখিয়া যান। ইহা লীলা-লেখকগণের একটি লীলা-চমৎকারিতা বা বৈশিষ্ট্য। কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীগৌরসুন্দরের পরিচয়-বর্ণনে কোন কারণে সেই শ্রীগৌরপার্ষদের নামোল্লেখ না করিলেও ইঙ্গিতে শ্রীল সরকার ঠাকুরের শ্রীগৌরপার্ষদত্বের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

ছত্র ধরিলেন শিরে নিত্যানন্দ রায় ।
কোন ভাগ্যবন্ত ধরি' চামর ঢুলায় ॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৩৫)

এই চামর-ঢুলনকারী শ্রীগৌরপার্ষদই শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর বৃদ্ধকালীয় লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীঘনশ্যামদাস 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' লিখিয়াছেন যে, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর যখন বৃদ্ধকালীয় লীলা প্রকট করিলেও শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুকে অনুরোধ করাইয়া বিবাহ করাইয়াছিলেন (শ্রীভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ ৮০৩)। তিনি যেরূপ বঙ্গভাষায় ও ব্রজবুলিতে সুমধুর পদ রচনা করিয়াছেন, তদ্রূপ সুললিত ও সহজ সংস্কৃত-ভাষায়ও ভক্তিগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীল সরকার ঠাকুরের রচিত 'শ্রীভজনামৃত'-নামক নিবন্ধ-গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ আদৃত। ডাঃ সুকুমার সেন বলেন,—শ্রীল সরকার ঠাকুর-বিরচিত শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে গঠিত ৩১টী শ্লোক-সম্বলিত 'গৌরাঙ্গাষ্টক-মালিকা' নামে শ্রীগৌরাঙ্গবিষয়ে একটি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে (বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ৪০।১৫-৩৬ পৃঃ ও বসুশ্রী ১৩৪০, ৫৭৩-৫৭৫ পৃঃ)। আবার কেহ কেহ শ্রীল সরকার ঠাকুরকে 'ভক্তিচন্দ্রিকাপটল' ও 'ভজনামৃতাষ্টক' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়াছেন। শ্রীখণ্ডে স্থাপিত দুইটি শ্রীবিগ্রহের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীবিগ্রহ শ্রীল সরকার ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রচারিত।

শ্রীল সরকার ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপ ও লীলা-সম্বন্ধে যে-সকল পদ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটী উদ্ধৃত হইল,—

(১)

শ্রীনবদ্বীপবাসিজনগণোক্তিঃ ।

আওত গৌর পুনহি নদীয়াপুর
হোয়ত মনহি উলাস ।
ঐছে আনন্দকন্দ কিয়ে হেরব
করবহি কীর্ত্তন-বিলাস ॥
'হরি হরি' কব হাম হেরব সো মুখচাঁদ ।
বিরহ-পয়োধি কবহুঁ দিন পঙরব
টুটব ধরমক বাঁধ ॥ ধ্রু ॥
কুন্দন-কনক-কাঁতি কব হেরব
গজ কি মত্ত বিহার ।
বাহুযুগল তুলি' 'হরি হরি' বোলব
নটব ভকতগণ-মাঝ ।
এত কহি' নয়ন মুদি' রহু সব জন
গৌর-প্রেমে ভেল ভোর ।
নরহরি দাস-আশ কব পূরব
হেরব গৌরকিশোর ॥

(২)

নিদারুণ দারুণ দশায় ।
শুনিয়া বৈষ্ণবমুখে, আঁখি দেখি' পরতেকে,
না ভজিলাম গোরা-অবতার ॥
আপনে ঈশ্বর হৈয়া, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকাশিয়া,
রোদন করয়ে আর্ত্তনাদে ।
দুরাইনু অযতন, না বুঝে পামর মন,
মনু' মনু' দারুণ বিষাদে ॥
ভাবিতে সে সব সুখ, অন্তরে পরম দুঃখ,
অমরণ থাক কোন্ কাজে ।
ও রসে না হৈনু রতি, অভিমানে খাইনু মতি,
কি মোর সকল গতি-মাঝে ॥
কে আছে এমন হেন, উদ্ধারে পতিত জন,
পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া ।
চিন্তায় আকুল মন, নরহরি অভাজন,
প্রেমসিন্ধু উদ্দেশ না পাইয়া ॥

(শ্রীপদকল্পতরু)

শ্রীগৌরলীলাত্মক পদ রচনা করিবার পূর্ব্বে শ্রীল সরকার ঠাকুর শ্রীব্রজলীলাবিষয়ক পদ রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ আছে। কেহ কেহ শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য শ্রীরায়শেখর (নামান্তর কবিশেখর বা কবিশেখর রায়) রচিত বলিয়া একটি পদের উল্লেখ করেন,—

গৌরাঙ্গ-জন্মের আগে, বিবিধ রাগিণী-রাগে
ব্রজরস করিলেন গান ।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের রচিত অনেক পদ কাহারও কাহারও মতে 'শ্রীভক্তিরত্নাকর'-রচয়িতা শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের পদের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। কারণ, উভয়ের পদই এক ভণিতায় লিখিত। আবার কেহ কেহ বলেন, শ্রীল সরকার ঠাকুরের কিছু কিছু পদ চণ্ডীদাসের ভণিতাতেও চলিয়াছে। শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের শ্রীপদামৃত-সমুদ্রে শ্রীনরহরি-ভণিতায় কোন পদ উদ্ধৃত হয় নাই।

কোথাও কোথাও এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত যে, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগৌরলীলার বিষয়ে বঙ্গভাষায় ও ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন। এতৎপ্রসঙ্গে কেহ কেহ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের রচিত বলিয়া কথিত নিম্নলিখিত পদটি প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করেন,—

গৌরলীলা-দরশনে, ইচ্ছা হয় বড় মনে,
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি ।
মুঞি তো অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম,
কেমন করিয়া তাহা লিখি ॥
এ-গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনো জন্মে নাই সে,
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু ।
ভাষায় রচনা হৈলে, বুঝিবে লোক সকলে,
কবে বাঞ্ছা পূরাবেন পহুঁ ॥
গৌর-গদাধর-লীলা, আর্দ্র বা করয়ে শিলা,
কার সাধ্য করিবে বর্ণন ।
সারদা লিখেন যদি, নিরন্তর নিরবধি,
আর সদাশিব পঞ্চানন ॥
কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি',
প্রকাশ করয়ে প্রভু-লীলা ।
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুঃখ,
গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা ॥

কেহ কেহ বলেন, "এ-গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনো জন্মে নাই সে"—এই উক্তির দ্বারা শ্রীল সরকার ঠাকুর ইঙ্গিতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়াছেন।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের ভণিতায় কতকগুলি শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ পদও অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণ পরবর্ত্তি-কালে রচনা করিয়া থাকিবে। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের নামোল্লেখ করিয়া পরবর্ত্তি-কালে গৌর-নাগরীবাদ সমর্থন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। বস্তুতঃ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর কোনদিন গৌর-নাগরীবাদের প্রচার করেন নাই। তাঁহার 'শ্রীভজনামৃত'-নামক সিদ্ধান্তগ্রন্থই ইহার প্রমাণ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকার ১০ম ও ১১শ বর্ষে (১৮৯৯-১৯০০ খৃষ্টাব্দ) উক্ত 'শ্রীভজনামৃত'-গ্রন্থ আস্বাদবিস্তারিণী-ভাষাটীকার সহিত প্রকাশ করেন। 'শ্রীভজনামৃতে'র মঙ্গলাচরণে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আস্বাদবিস্তারিণী-ভাষাটীকার সহিত নিম্নে প্রকাশিত হইল। 'শ্রীভজনামৃতে' ভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ সম্পুটিত রহিয়াছে।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং প্রাণসর্ব্বস্বমীশ্বরম্ ।
সর্ব্বাবতারকরুণা-নিঃসীমকরুণং প্রভুম্ ॥ ১ ।

গুরুদেবং বন্দেহপি ভক্তিশাখামহাফলম্ ।
বিহরন্তং কৃষ্ণসংপ্রেমসিন্ধৌ জড়ং মুনিম্ ॥ ২ ॥
কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রেণ নিত্যানন্দেন সংবৃতে ।
অবতারে কলাবস্মিন্ বৈষ্ণবাঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ৩ ॥
ভবিষ্যন্তি সদোদ্বিগ্নাঃ কালে কালে দিনে দিনে ।
প্রায়ঃ সন্দিগ্ধহৃদয়া উত্তমেতর-মধ্যমাঃ ॥ ৪ ॥
পূর্ব্বপক্ষ-সহস্রাণি করিষ্যন্তি জনে জনে ।
তেষাং প্রত্যেকাবরণাৎ সিদ্ধান্তানতিনির্ণয়াৎ ॥ ৫ ॥
প্রবক্ষ্যামি সমাসেন ব্যাসেন চ যথাক্রমাৎ ।
কৃত্যান্ পরমহংসানাং সর্ব্বশাস্ত্রবিচারিণাম্ ॥ ৬ ॥
দাসো নরহরির্মূর্খঃ সিদ্ধান্তানভিব্যক্তবান্ ।
এবং মূর্খাদিতি মৃষা বিতর্কং মা কৃথা বুধাঃ ॥ ৭ ॥
নির্গুণঃ সগুণো বাপি মূর্খঃ পণ্ডিত এব বা ।
কৃষ্ণভক্তিবিচারেঽস্মিন্ কঃ সমর্থোঽস্তি ভূতলে ॥ ৮ ॥
গৌরকৃপাতিরিক্তঃ সন্ কথয়ামি কথামিমাম্ ।
পূর্ব্বপক্ষাংশ্চ সিদ্ধান্তাংস্তথৈব বিস্তারাদহম্ ॥ ৯ ॥
সুপ্ত প্রলপত আত্মা স্বপ্নাদিদ্বিধাশ্রিতঃ ।
সমক্ষেঽস্মিন্ গৌরচন্দ্রঃ প্রাদুরাসীৎ সদাননঃ ॥ ১০ ॥
সার্ব্বভৌমকরালম্বী সাধু সাধ্বিতি সন্মুখে ।
এবমেব বদ স্বামি জাগৃহীতি ব্রুবন্ যযৌ ॥ ১১ ॥
তত উত্থায় শয্যায়াং ধ্যাত্বা তচ্চরণাম্বুজম্ ।
আত্মানং দুর্লভং শোচন্ তাতকৃপাপ্লুতম্ ॥ ১২ ॥
যেন হরিদাসাভ্যানং প্রভোঃ সকলং কৃতঃ ।
পুষ্প চ মহৈশ্বর্য্যং সর্ব্বাসে কিমকুর্ব্বতা ॥ ১৩ ॥

  যেনৈব কারুণ্যবশেন চিত্তে
  অভূৎ কর্ত্তুং মনং মদ্বুদ্ধিঃ ।
  বিদূষ শব্দেন চ কোমলেন
  মূর্খেণ মহং ভক্তনায়কম্ কৃতম্ ॥ ১৪ ॥
  যে যে মহান্তঃ কিল হংসরূপাঃ
  জগংশিক্ষায়ীকরণার্থমাগতাঃ ।
  তে তে ভক্তিশ্রেণীর্বিতো যে
  কর্ত্তুং বিজয়ং মহাপ্রবীণাঃ ॥ ১৫ ॥

আখ্যাবিস্তারিণী-ভাষা-টীকা । শ্রীচৈতন্যচরণকমল-ভৃঙ্গায় শ্রীখণ্ডবাসি-শ্রীনরহরিসরকারঠাকুরায় নমঃ ॥

সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রাপেক্ষা অতীবকরুণাময় মহাপ্রভু, শচীদেবের ও আমার প্রাণসর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥ শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের ভক্তিশাখার মহাফলস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমার্ণবসমুদ্রে জড়বৎপ্রায় বিহারকারী শ্রীগুরুদেবকে আমি নমস্কার করি ॥ ২ ॥ এই কলিকালে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ও শ্রীনিত্যানন্দের অবতার হইলে বৈষ্ণবগণ সদা উদ্বিগ্নচিত্ত হইবেন, এবং উত্তম, কনিষ্ঠ, মধ্যম লোকসকল কালে কালে দিনে দিনে সন্দিগ্ধচিত্ত-প্রায় হইয়া পড়িবেন ॥ ৩ ॥ অনেকে সময়ে সময়ে অনেক প্রকার পূর্ব্বপক্ষ উঠাইয়া বৈষ্ণবদিগকে ব্যস্ত করিবেন। তাৎপর্য্য এই যে, শুদ্ধ ভক্ত-হৃদয়ে কোন প্রকার সন্দেহ থাকে না; কিন্তু তার্কিক ও সন্দিহান ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার তর্কাশ্রয় করিয়া তাঁহাদের চিত্তের শান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং তাহা নিবারণ করাই উচিত ॥ ৪ ॥ প্রভুর বাক্যবলে, অতি নির্ম্মল সিদ্ধান্তসকল দুষ্কর হইলেও সমাস অর্থাৎ সংক্ষেপে এবং ব্যাস অর্থাৎ বিস্তারপূর্ব্বক আমি খণ্ডবাসী মূর্খ দাস নরহরি প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। মহাত্মা বৈষ্ণবগণেরই এই সকল সিদ্ধান্ত, ইহাতে সর্ব্বশাস্ত্রবিচারিত পরমহংসগণের কৃত্য-সকল নির্ণীত হইয়াছে ॥ ৫-৬ ॥ হে পণ্ডিতগণ! মূর্খ নরহরি এরূপ গূঢ়-বিষয়ে কিরূপে বিচার করিতে যোগ্য হইবে—এরূপ বৃথা তর্ক করিবেন না; কেননা ইহলোকে শ্রীকৃষ্ণভক্তিবিচারে নির্গুণ বা সগুণ, মূর্খ বা পণ্ডিত—কেহই সমর্থ হন না। সেই শ্রীগৌর-কৃপাবলেই আমি এই সকল সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিব ॥ ৭-৮ ॥

কৃপার প্রকার বলিতেছেন। আমি নিদ্রিত ছিলাম। না জানি কি কারণে আমি স্বপ্ন দর্শন করত এই সকল পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত বিচারপূর্ব্বক বলিতেছিলাম। সেই সময়ে অকস্মাৎ স্বপ্নে হৃদয়ে প্রসন্নতা জন্মিল, যেন আমি মহাসিদ্ধি আশ্রয় করিয়াছি। মধুর হাস্যের সহিত শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র শ্রীসার্ব্বভৌমের কর অবলম্বনপূর্ব্বক আমার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইয়া বলিলেন,—"ওহে নরহরি! তুমি উত্তম বিচার করিতেছ; যাহা যাহা স্বপ্নে বলিতেছ, তাহা জাগ্রৎ হইয়া প্রকাশ কর।" এই বলিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র অদর্শন হইলেন ॥ ৯-১১ ॥

সেই সময়ে আমি শয্যা হইতে উঠিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধ্যান করিলাম। শ্রীচরণের অদর্শনে আপনাকে শোচ্য জ্ঞান করিলাম। কিন্তু কাহার দর্শনপ্রভাবে আপনাকে

ভক্ত বলিয়া মানিলাম। প্রভুর সকরুণ বাক্য ও মহৈশ্বর্য্য স্মরণপূর্ব্বক আমার সে সময় যে দশা হইল, তাহা আমি জানি না। ১২-১৩। সেই কারুণ্যফলেই আমি মূর্খ হইয়াও কোমল-গদ্যভাষায় বিচারপূর্ব্বক এই 'ভজনামৃত' রচনা করিলাম। এস্থলে কোমল-ভাষায় রচনার কারণ এই যে, কঠিন সংস্কৃতে রচনা করিলে সাধারণের বোধগম্য হয় না। শ্রীনরহরি ঠাকুর আপনার দৈন্য প্রকাশ করিলেও সরস্বতী তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া দিলেন। শ্রীল নরহরি একজন বৈয়াকরণিক পণ্ডিত ছিলেন। বালকের ন্যায় সরল সংস্কৃত রচনা করিয়া সকলের উপকার ও নিজের দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন। ১৪। পরমহংস মহাজনগণ জগৎ পবিত্র করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রসাদসেবী আমি। তাঁহারা আমার রচনাকে বিশুদ্ধ করিতে প্রবীণ। ১৫।

'শ্রীভজনামৃত'-গ্রন্থের তাৎপর্য্য-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার ভাষা-টীকার উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন প্রকট হইয়া স্বীয় জনগণসঙ্গে শুদ্ধভক্তি শিক্ষাষ্টকাদিদ্বারা প্রচার করিয়া জগতে বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রকটে সেই অপূর্ব্ব ভজনধর্ম্ম প্রাকৃত ব্যক্তিগণদ্বারা দূষিত হইয়া অন্যাকারে প্রচারিত হইতে লাগিল। শ্রীমহাপ্রভুর পরম অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীল সরকার ঠাকুর সেই ঘটনায় দুঃখ-প্রাপ্ত হইয়া এই 'ভজনামৃত'-গ্রন্থ প্রভুর আদেশক্রমে রচনা করেন। তাঁহার ভজনশিক্ষা এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় ভজনময় চরিত্রের দ্বারা ও শিক্ষাষ্টকদ্বারা যে শ্রীহরিনাম-প্রণালী জগৎকে দিয়াছেন, তাহাই জীবের (বিশেষতঃ কলিজীবের) একমাত্র ভজন। সাধুসঙ্গ আশ্রয়পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে নিরপরাধে সেই নামরূপ ভজন করিবে। ভজনের ক্রমও শিক্ষাষ্টক ও উপদেশামৃতাদিতে নির্দ্দিষ্ট আছে। ভজন-সাধন-সময়ে যেরূপ সাধুবৃত্তি অবলম্বন করিবার বিধি আছে, তাহা স্পষ্টরূপে এই গ্রন্থে বলিলেন। ঘনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ—এই তিন অবস্থাক্রমে অধিকারানুসারে ভজনদ্বারা উন্নতি হয়। অপরাধ-ত্যাগের জন্য সাধুসঙ্গ এবং অসৎসঙ্গ-ত্যাগ যেরূপ করিতে হইবে, তাহা স্পষ্ট দেখাইলেন। নাম-ভজনে কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-চরিত্রগত রসের আশ্রয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবতার অপ্রকট হইলে যে-সকল বঞ্চনা জগতে উদিত হইবে, তাহাতে সাধকের বিশেষ পতন হইবে। সেই সকল বঞ্চনা হইতে ভজন-প্রয়াসীর সতর্ক হওয়াও আবশ্যক, তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। শিক্ষাষ্টকাদিতে যাহা কিছু বাকি ছিল বা অস্ফুট ছিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এই 'ভজনামৃত'-গ্রন্থখানি ভজনপ্রয়াসিগণের কণ্ঠহার-স্বরূপ।

শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর

গত ১৭ দামোদর, ৫ই কার্ত্তিক, বুধবার শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের বিরহ-তিথি তাঁহার গুণগাথা-কীর্ত্তনমুখে সম্মানিত হইয়াছে।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর যেরূপ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলার সহিত নিত্য স্বীকৃত হন, শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরও সেইরূপ শ্রীগৌরলীলার নিত্য সহচররূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌর-আরতির মধ্যে এই পদ গাহিয়াছেন,—

নরহরি আদি করি' চামর ঢুলায়।
সঞ্জয় মুকুন্দ বাসুঘোষ আদি গায়॥

শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌর ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ উভয়-গণেই গণিত।

অতএব দুইগণে ইঁহার গণন।
মাধব-বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ॥

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১১।১৫)

অর্থাৎ যেরূপ শ্রীল অভিরাম ঠাকুর ও শ্রীল দাস-গদাধর শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু উভয়-গণে গণিত, সেইরূপ শ্রীল মাধব ঘোষ ও শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরও উভয়-গণে গণিত। শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের অন্য দুই ভ্রাতা শ্রীল গোবিন্দঘোষ ও শ্রীমাধবঘোষ ঠাকুরও পরম-প্রেমী শ্রীগৌরভক্ত ছিলেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন,—

সুকৃতি মাধবঘোষ—কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী-ভিতর॥
যাহারে কহেন—"বৃন্দাবনের গায়ন"।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের মহাপ্রিয়তম॥
মাধব, গোবিন্দ, বাসুদেব—তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা, নাচে ঈশ্বর-নিতাই॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৫।২৫৭-২৫৯)

শ্রীনিত্যানন্দ-ভৃত্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের বর্ণনানুসারে শ্রীমাধবঘোষ ঠাকুর শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর মহাপ্রিয়তম এবং "বৃন্দাবনের গায়ক" বলিয়া অভিহিত ছিলেন। ইঁহাদের কীর্ত্তনে স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়'-ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"শ্রীমাধব, শ্রীবাসুদেব ও শ্রীগোবিন্দ—ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মধুর-রসের আশ্রয়বিগ্রহের কায়ব্যূহ।"

শ্রীল গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর অগ্রদ্বীপে শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার অতি প্রিয়তম শ্রীগোপীনাথ অদ্যাপি বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত দাঁইহাট ও পাটুলির নিকটে অগ্রদ্বীপে বর্ত্তমান এবং এরূপ শুনা যায় যে, শ্রীগোপীনাথ পিতৃশ্রাদ্ধরূপ সন্তানের কার্য্য করেন; অপ্রকট-তিথিতে পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। নদীয়া কৃষ্ণনগরের রাজবংশের তত্ত্বাবধানে এই সেবা চলিয়া আসিতেছে। প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসের বারদোলের সময় অপর এগারটী শ্রীবিগ্রহের সহিত শ্রীগোপীনাথও কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে আনীত হন এবং দোলের পরে পুনরায় অগ্রদ্বীপে গমন করেন।

'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামি-প্রভু শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমাধব ও শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরকে যথাক্রমে শ্রীব্রজের 'কলাবতী', 'রসোল্লাসা' ও 'গুণতুঙ্গা' সখী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কলাবতী-রসোল্লাসা-গুণতুঙ্গা ব্রজে স্থিতাঃ।
শ্রীবিশাখাকৃতং গীতং গায়ন্তি স্মাদ্য তা মতাঃ॥
গোবিন্দ-মাধবানন্দ-বাসুদেবা যথাক্রমম্।

(শ্রীগৌঃ গঃ ১৮৮ শ্লোক)

শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থকুলে আবির্ভূত হন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীল বাসুদেব ঘোষের বাসস্থান শ্রীহট্টজেলার অন্তর্গত বুড়ন বা বুরুনী গ্রামে ছিল। কোন কারণে শ্রীবাসুদেব ঘোষের পিতা কুমারহট্টে আসিয়া বাস করেন। পরে তথা হইতে তিন ভ্রাতাই শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া অবস্থিতি করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসলীলার পর প্রভুর বিরহে ব্যথিত হইয়া শ্রীমাধবঘোষ দাঁইহাটে ও শ্রীবাসুদেব ঘোষ তমলুকে (?) যাইয়া বাস করেন। ইনি শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের অনুসরণে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ রচনা করিতে আরম্ভ করেন।

"শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃতপানে।
পদ্যে প্রকাশিব বলি' ইচ্ছা কৈল মনে॥
শ্রীসরকার ঠাকুরের অদ্ভুত মহিমা।
ব্রজের মধুমতী যে—গুণের নাহি সীমা॥"

(পদসমুদ্র)

ইঁহারা তিন ভ্রাতাই পদকর্ত্তা ও সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। তবে ইঁহাদের মধ্যে পদকর্ত্তা হিসাবে শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরই অধিক বিখ্যাত। ইঁহার রচিত অনেকগুলি পদ দৃষ্ট হয়। শ্রীগোবিন্দঘোষ ঠাকুর ও শ্রীমাধবঘোষ ঠাকুরের পদের সংখ্যা অধিক পাওয়া যায় না। শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের যে সকল পদ পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই শ্রীগৌর-বিষয়ক। তাঁহার পদসমূহ অতিশয় সরল, সুমধুর ও মর্ম্মস্পর্শী। এইজন্যই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ-পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১১।১৯)

শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর তাঁহার পদাবলীতে শ্রীমহাপ্রভুর বিষয়ে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণে সত্য-সত্যই কাষ্ঠ-পাষাণও দ্রবীভূত হয়। শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশচী-জগন্নাথের আঙ্গিনায় শিশুমণি শ্রীবিশ্বম্ভরের অদ্ভুতপূর্ব্ব নৃত্যলীলা শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের পদে অপরূপ-রূপে বর্ণিত হইয়াছে,—

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে,—'বিশ্বম্ভর, আমি না দেখিনু'॥
মায়েরে অঞ্চল ধরি' চঞ্চল-চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন-গমনে॥
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি' হয় জগ-মনোলোভা॥

নিম্নে শ্রীমন্মহাপ্রভু-সম্বন্ধে আরও কয়েকটি পদ প্রকাশিত হইল,—

(১)

জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন।
ত্রিভুবনে করে যাঁর চরণ বন্দন॥
নীলাচলে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।
নদীয়ানগরে দণ্ডকমণ্ডলু-কর॥
কেহো বলে পূরবেতে রাবণ বধিলা।
গোলোকের বৈভব-লীলা প্রকাশ করিলা॥
শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা-অবতার।
'হরে কৃষ্ণ' নাম গৌর করিলা প্রচার॥
বাসুদেব ঘোষ বলে করি' যোড় হাত।
সেই গৌর, সেই কৃষ্ণ, সেই জগন্নাথ॥

(২)

কি কহিব শত শত তুয়া অবতার।
একলা গৌরাঙ্গচাঁদ পরাণ আমার॥
বিষ্ণু-অবতারে তুমি প্রেমের ভিখারী।
শিব শুক নারদ লইয়া অলী চারি॥
সেতুবন্ধ কৈলা তুমি রাম-অবতারে।
এবে সে তোমার যশ ঘুষিবে সংসারে॥
কলিযুগে কীর্ত্তন করিলা সেতুবন্ধ।
সুখে পার হউক যত পঙ্গু জড় অন্ধ॥
কিবা গুণে পুরুষ নাচে, কিবা গুণে নারী।
গোরা-গুণে মাতিল ভুবন দশ-চারি॥
না জানিয়ে জপ তপ এ বেদ-বিচার।
কহে বাসু,—গৌরাঙ্গ, মোরে কর পার॥

'নদীয়ানগরে দণ্ডকমণ্ডলু-কর', 'শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা-অবতার'—এই সকল উক্তিদ্বারা নদীয়ানাগরী ও গৌরনাগরী মত সম্পূর্ণ নিরস্ত হইয়াছে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের একটী পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

সিন্ধুড়া।

নিতাই কেবল পতিত জনার বন্ধু।
জীবের চির পুণ্যফলে, বিধি আনি' মিলাইলে,
রস মাঝে করুণার সিন্ধু॥ ধ্রু॥
দিগ নেহারিয়া যায়, ডাকে পহুঁ গোরারায়,
ধরণীতে পড়ে মুরছিয়া।
প্রিয় সহচর মেলে, নিতাইকে করি' কোলে,
কান্দে চাঁদ-বদন হেরিয়া॥
নব-কঞ্জারুণ আঁখি, প্রেমে ছল ছল দেখি',
সুমেরু বাহিয়া মন্দাকিনী।
মেঘ-গম্ভীর-স্বরে, 'ভাই ভাই' রব করে,
পদভরে কম্পিত মেদিনী॥
নিতাই করুণাময়, জীবে দিল প্রেমাশ্রয়,
হেন দয়া জগতে বিদিত।
নিজ-নাম-সংকীর্ত্তনে, উদ্ধারিলা জন-গণে,
বাসু কেনে হৈল বঞ্চিত॥

শ্রীবাসুঘোষ ঠাকুরের পদাবলীতে প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বহু গৌরনাগরী-পদ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ঐগুলি কখনই বিপ্রলম্ভরসিক শ্রীগৌরভক্ত শ্রীল বাসুঘোষের পদ নহে বা হইতে পারে না। শুদ্ধভক্তগণ সতর্কতার সহিত ঐগুলি বর্জ্জন করিবেন।

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীরথাকর্ষণকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত যে সাতটী সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় কীর্ত্তন করিতেন, তন্মধ্যে একটীতে শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুর প্রমুখ তিন ভ্রাতা মূল-

গায়করূপে কীর্ত্তন করিতেন এবং সাক্ষাৎ শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁহার নর্ত্তক হইতেন।

গোবিন্দ-ঘোষ—প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব যাহাঁ গায়॥
মাধব, বাসুদেব ঘোষ,—দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাহাঁ পণ্ডিত-বক্রেশ্বর॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৩।৪২-৪৩)

প্রতিবৎসরই শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর প্রভৃতি তিন ভ্রাতা শ্রীল শিবানন্দ সেন প্রমুখ গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে গমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনানন্দ বর্দ্ধন করিতেন। গৌড়ে অবস্থানকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নর্ত্তনে কীর্ত্তন করিয়া শ্রীবাসুঘোষ ও শ্রীমাধব শ্রীনিত্যানন্দের সেবা করিতেন।

শ্রীল গদাধর দাস প্রভু

গত ২২ দামোদর, ১০ই কার্ত্তিক, সোমবার গোপাষ্টমী-তিথিতে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল দাস গদাধর প্রভুর অপ্রকট-তিথি তাঁহার গুণগাথাকীর্ত্তনমুখে সম্মানিত হইয়াছেন।

'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামী শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী-স্বরূপা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং শ্রীল গদাধর দাস প্রভুকে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অঙ্গশোভা বলিয়াছেন। অতএব শ্রীল দাস গদাধর প্রভু শ্রীরাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের দ্যুতি-স্বরূপ; একারণই তিনি "শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা"য় শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর বিভূতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

রাধা-বিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা ব্রজে।
স শ্রীগৌরাঙ্গ-নিকটে দাসবংশ্যো গদাধরঃ॥
পূর্ণানন্দা ব্রজে যাসীদ্বলদেবপ্রিয়াগ্রণী।
সাপি কার্য্যবশাদেব প্রাবিশত্তং গদাধরম্॥
(শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ১৫৪-১৫৫ শ্লোক)

পূর্ব্বে যিনি শ্রীরাধিকার বিভূতিরূপা শ্রীচন্দ্রকান্তি ছিলেন, তিনিই এখন শ্রীগৌরসুন্দরের সমীপে দাসবংশ শ্রীগদাধর। ব্রজে যিনি শ্রীবলরামের প্রিয়তমা শ্রীপূর্ণানন্দা ছিলেন, তিনি কার্য্যবশতঃ শ্রীদাস গদাধরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীল গদাধর দাস প্রভু শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দ উভয়-গণে গণিত হন। শ্রীগৌর-গণ—শ্রীব্রজের মধুর-রসের রসিক; শ্রীনিত্যানন্দ-গণ—শ্রীব্রজের শুদ্ধভক্তিপ্রধান সখ্যরসের রসিক। শ্রীগদাধর দাস শ্রীনিত্যানন্দ-গণ হইলেও সখ্যভাবময় গোপাল নহেন; তিনি মধুর-রস-রসিক ছিলেন। কাটোয়ায় তাঁহার সেবিত শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চাবিগ্রহ প্রকাশিত ছিলেন। শ্রীল গদাধর দাস প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটের পর নবদ্বীপ হইতে কাটোয়া, পরে তথা হইতে কলিকাতার চারি ক্রোশ উত্তরে শ্রীগঙ্গাতীরে এঁড়িয়াদহ নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। কাটোয়ার শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী শ্রীল গদাধর দাস প্রভুর দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন।

আনুমানিক ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীনীলাচলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়দেশে প্রবলভাবে ভক্তি-প্রচারের জন্য আদেশ করেন, সেই সময় শ্রীল গদাধর দাসকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রচারকার্য্যের একজন প্রধান সহায়ক-রূপে তাঁহার সহিত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে শ্রীল দাস গদাধর প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গেই থাকিতেন।

শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস।
চৈতন্য-গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ॥

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিল তাঁর সাথে॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১১।১৩-১৪)

শ্রীগদাধর দাস শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্যে সকলের নিকট শ্রীহরিনাম প্রচার করিতেন। এঁড়িয়াদহ-গ্রামে প্রবল পরাক্রান্ত এক কাজী সর্ব্বদাই হরিসংকীর্ত্তনের বিরোধ করিতেন। শ্রীগদাধর দাস ঐ কাজীর উদ্ধারের মানসে একদিন রাত্রিকালে কীর্ত্তন করিতে করিতে কাজীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। যে কাজীর ভয়ে লোক পলাইয়া যাইত, সেই কাজীর ভবনে শ্রীহরিনামকীর্ত্তনপ্রচারকারী শ্রীল গদাধর দাস প্রভু নিশাকালে নির্ভয়ে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় অবিরাম হরিকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কাজীর পারিষদগণ এই ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কাহারও মুখে প্রতিবাদমূলক কোন কথা বাহির হইল না। শ্রীনামপ্রেমোন্মত্ত শ্রীল গদাধর দাস প্রভু তখন কাজীকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আরে বেটা কাজী! তুই কোথায় লুকাইয়া রহিয়াছিস্, শীঘ্র 'হরি' বল্, নতুবা তোর মুণ্ডপাত করিব।" কাজী ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন, কিন্তু শ্রীল গদাধরের প্রেমোন্মত্ত অপরূপ-রূপ দেখিয়া অকস্মাৎ তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত হইয়া গেল। কাজীর বদনমণ্ডল সৌম্যরূপ ধারণ করিল। কাজী অতি বিনয়ের সহিত বলিতে লাগিলেন,—"গদাধর! তুমি এখানে কেন?" শ্রীগদাধর বলিলেন,—"তোমার সহিত কিছু কথা আছে। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া জগতের সকলের মুখেই হরিনাম বলাইয়াছেন, কেবল তুমি-মাত্র 'হরি' বলিতেছ না! তাই তোমাকে হরিনাম বলাইতে আসিয়াছি, তুমি একবার পরম-মঙ্গল হরিনাম উচ্চারণ কর। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে উদ্ধার করিব।"

কাজী শ্রীল গদাধরের এই সকল বাক্য শুনিয়া স্তম্ভিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। সেই মহাভাগবতবরের দর্শনে তাঁহার নৈসর্গিক হিংস্র-স্বভাবও যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ক্রোধ ও দ্বেষ তাঁহার হৃদয় হইতে দূর হইল। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"গদাধর! তুমি আজ ঘরে যাও, আমি আগামীকল্য 'হরি' বলিব।" কাজীর মুখে এই 'হরি'-শব্দ উচ্চারণ করিতে শুনিয়া শ্রীগদাধর প্রেমসুখে পূর্ণ হইয়া উঠিলেন ও কাজীকে বলিলেন,—"আর 'আগামীকল্য' কেন বলিতেছ? এই ত' তুমি এখনই হরিনাম উচ্চারণ করিলে। যখন তুমি সুমঙ্গল হরিনাম গ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমার আর কোন অমঙ্গল নাই।" ইহা বলিতে বলিতে প্রেমোন্মাদে শ্রীগদাধর কাজীর ভবনে হাতে তালি দিয়া বহু নৃত্য করিলেন এবং কিছুকাল পরে নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীল দাস গদাধর প্রভুর শ্রীঅঙ্গে সাক্ষাৎ "শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অধিষ্ঠান", ইহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীগৌরকৃষ্ণশক্তি ব্যতীত কি কেহ কখনও শ্রীহরিনাম প্রচার করিতে পারেন? এজন্যই একদিন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন,—

কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥
তাহা প্রবর্ত্তাইলা তুমি, এই ত' 'প্রমাণ'।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি, ইথে নাহি আন॥
জগতে করিলা তুমি কৃষ্ণনাম প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে, সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে॥
প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
'কৃষ্ণ'—এক প্রেমদাতা, শাস্ত্র-প্রমাণে॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৭।১১-১৪)

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নিজ আবির্ভাব-ভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরে সংকীর্ত্তনমণ্ডলীর সেনাপতিরূপে চাঁদকাজীর ভবনে উপস্থিত হইয়া কাজীর মুখে হরিনাম বাহির করাইয়াছিলেন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভৃত্য শ্রীল দাস গদাধর প্রভুও সেইরূপ নিজ গ্রামের প্রবল পরাক্রান্ত কাজীকে ছলে-বলে কৌশলে শ্রীহরিনাম লওয়াইয়াছিলেন। অতএব সত্য-সত্যই শ্রীল দাস গদাধর প্রভু-সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন,—

* * * *

নিত্যানন্দ-অধিষ্ঠান যাঁহার শরীরে॥
হেনমত গদাধর দাসের মহিমা।
চৈতন্য-পার্ষদ-মধ্যে যাঁহার গণনা॥
যে কাজীর বাতাস না লয় সাধুজনে।
পাইলেই মাত্র জাতি লয় সেইক্ষণে॥
হেন কাজী দুর্ব্বার দেখিলে জাতি লয়।
হেন জনে কৃপাদৃষ্টি কৈলা মহাশয়॥
হেন জন পাসরিল সব হিংসাধর্ম্ম।
ইহারে সে বলি—'কৃষ্ণ'-আবেশের কর্ম্ম॥

সত্য কৃষ্ণভাব হয় যাঁহার শরীরে।
অগ্নি-সর্প-ব্যাঘ্র তারে লঙ্ঘিতে না পারে॥
ব্রহ্মাদির অভীষ্ট যে সব কৃষ্ণভাব।
গোপীগণে ব্যক্ত যে সকল অনুরাগ॥
ইঙ্গিতে সে সব ভাব নিত্যানন্দরায়।
দিলেন সকল প্রিয়গণেরে কৃপায়॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৫১২-৫১৯)

অশ্রদ্ধধানে শ্রীহরিনামোপদেশকে সমগ্র সাত্বতশাস্ত্র ও শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু নামাপরাধের মধ্যে গণনা করিয়াছেন। শ্রীল দাস গদাধর প্রভু কাজীকে হরিনাম প্রদান করিয়া সেইরূপ অপরাধের প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকরুণাশক্তি। হরিনাম-বিরোধী কাজীকেও বিশেষ কৃপাশক্তি সঞ্চার করিয়া মহত্তের বিশেষ কৃপার আদর্শ প্রকট করিয়াছেন; যেমন, শ্রীনারদ শ্রীনলকূবর ও শ্রীমণিগ্রীবকে বিশেষ কৃপা করিয়া তাঁহাদের মঙ্গলবিধান করিয়াছিলেন।

শ্রীল গদাধর দাস প্রভু নিত্যসিদ্ধ ব্রজজন। তিনি গোপীভাবে পরানন্দময় হইয়া মস্তকে গঙ্গাজলের কলস ধারণপূর্ব্বক "কে গো-রস কিনিবে গো?"—এই বলিয়া সর্ব্বজন লোককে ডাকিতেন অর্থাৎ তিনি ব্রজগোপীর ন্যায় দিব্যোন্মাদে সকলকে প্রেমরস বিতরণ করিতে ব্যগ্র থাকিতেন। কখনও বা শ্রীরাধিকার ভাবে প্রমত্ত হইয়া "কে দধি কিনিবে গো?" বলিয়া অট্ট অট্ট হাসিতেন।

"হইয়া রাধিকাভাব—গদাধর দাসে।
'দধি কে কিনিবে?' বলি' অট্ট অট্ট হাসে॥

• • •

গোপীভাবে গদাধর দাস মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরানন্দময়॥
মস্তকে করিয়া গঙ্গাজলের কলস।
নিরবধি ডাকে,—"কে কিনিবে গো-রস?"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৫।২৫৮, ৩১২-৩১৩)

শ্রীল গদাধর দাসের এই অতিমর্ত্ত্য দিব্যোন্মাদের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া পরবর্ত্তিকালে কতকগুলি মনোধর্ম্মী ব্যক্তি 'সখীভেকী-সম্প্রদায়'-নামে একটী কল্পিত অসৎসম্প্রদায় রচনা করিয়াছে। শ্রীল গদাধর দাসের অন্তর শ্রীগোপীভাবে বিভাবিত ছিল। তিনি কৃত্রিমভাবে বাহ্যে সখীর বেশ ধারণ করেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সখীভেকী-সম্প্রদায় অন্তরে পূর্ণভাবে পুরুষাভিমান পোষণ করিয়া শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য দেহকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া থাকে। ইহা কোনও শ্রীরূপানুগ-মহাজনের দ্বারা সমর্থিত বা আচরিত পথ নহে।

শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু যখন শ্রীগদাধরের শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীগদাধরের দেবালয়ে পরমলাবণ্যময় এক শ্রীবাল-গোপাল-মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীবাল-গোপাল-মূর্ত্তিকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নিজের বক্ষের উপরে ধারণপূর্ব্বক স্থাপন করিয়া গোপাল-লীলায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের ভ্রাতা শ্রীমাধবানন্দ ঘোষ ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সম্মুখে দানখণ্ডলীলা কীর্ত্তন করেন। তাহা শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যে অদ্ভুত নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের অননুকরণীয়—অনবদ্য ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু কিছুকাল শ্রীল গদাধর দাসের মন্দিরে অবস্থান করিয়া শ্রীমাধবানন্দের মুখে দানখণ্ডলীলা শ্রবণ ও বহু লোককে কৃপা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন,—

গোপীভাবে বাহ্য নাহি গদাধর দাসে।
নিরবধি আপনাকে 'গোপী' হেন বাসে॥
বাহ্য নাহি গদাধর দাসের শরীরে।
নিরবধি 'হরিবল' বলায় সবারে॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ অ ৫।৩৮১, ৩৯৩)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও এতৎপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

গদাধর দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।
যাঁর ঘরে দানকেলি কৈল নিত্যানন্দ॥

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১১।১৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেইবার শ্রীগৌড়মণ্ডল হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা করেন, সেইবার তিনি পানিহাটি-গ্রামে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ভবনে উপস্থিত হন, তখন—

রাঘব-মন্দিরে শুনি' শ্রীগৌরসুন্দর।
গদাধর দাস ধাই আইলা সত্বর॥
প্রভুও দেখিয়া গদাধরে পুলকিতে।
শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন তাঁর শিরে॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৫।২৭,২৮)

শ্রীপাট এঁড়িয়াদহে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পর তথায় তাঁহার সমাধি প্রদত্ত হয়। ঐ সমাধিটি দাবোলী বৈষ্ণবগণের অধিকারে ছিল। কাল্নার স্বনাম-খ্যাত শ্রীভগবান্‌দাস বাবাজী মহারাজের অনুজ্ঞায় কলিকাতা নারিকেলডাঙ্গা-নিবাসী পরলোকগত মধুসূদন মল্লিক তথায় পাটবাটী স্থাপনপূর্ব্বক (১২৫৬ সন) 'শ্রীরাধাকান্ত'-বিগ্রহ-সেবার ব্যবস্থা করেন। তৎপুত্র বলাই মল্লিক ১৩১২ সালে শ্রীগৌরনিতাইর একটি সেবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। মন্দিরের সিংহাসনে শ্রীগৌরনিত্যানন্দবিগ্রহ ও শ্রীরাধাকান্তের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান, সিংহাসনের নীচে একটি সংস্কৃত শ্লোক খোদিত। একটি গোপেশ্বর শিবলিঙ্গও তথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরের বাহিরের একটী প্রস্তরফলকে উপরি-উক্ত কথাগুলি খোদিত আছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (১৩৪০ সনে) "দাস গদাধর"-তত্ত্ব নামক একখানি পুস্তিকা সমালোচনার জন্য আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। উহাতে ঐ পুস্তিকার লেখক শ্রীল গদাধর দাসের একজন অভিবাড়ী ভাবুকের অভিনয়ে শ্রীল দাস গদাধর প্রভু ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুতে ভেদবুদ্ধি করিয়া পাষণ্ডিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে নানাপ্রকার অসমঞ্জসবাদও প্রচারিত হইয়াছিল একটির নমুনা এই—"গদাধর পণ্ডিত ভাগবত পড়িয়া প্রথমতঃ শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যাতা দাস গদাধরের আনুগত্য স্বীকার করিতে চাহেন নাই, শেষে যখন বুঝিলেন,—গৌরাঙ্গলীলারসে বঞ্চিত হইয়াছেন, তখন গোপেশ্বর শিবের প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আনুগত্যে তাঁহার উপশাখার বিষবৃক্ষ-স্বরূপ শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। অনন্তর তিনি শ্রীদাস গদাধরের আশ্রয় করিয়াছেন। যাঁহারা পণ্ডিত গদাধরের আনুগত্যে আছেন, তাঁহারা পণ্ডিত গদাধরের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া দাস গদাধরের আনুগত্য করিলে প্রচুর আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।"

যে শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে পূর্ব্ব-মহাজনগণ সকলেই একবাক্যে পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম স্বীকার করিয়াছেন, যিনি মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-প্রচারের সহায়, যিনি বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভরসের পরিপোষ্টা, যিনি শ্রীনরেন্দ্র-সরোবর-তীরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে নিত্য ভাগবত-প্রচারকারী, এখনও প্রাচীনকাল হইতে যে গদাধর পণ্ডিতের শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দরের বামে নিত্য-পূজিত হইতেছেন এবং তাঁহার সাক্ষ্য-স্বরূপ এখনও শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত ঋতুদ্বীপে চম্পহট্ট-গ্রামে দ্বিজবাণীনাথের সেবিত সুপ্রাচীন শ্রীগৌর-গদাধর-শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন, যে শ্রীমন্মহাপ্রভু "শ্রীগদাধর-প্রাণনাথ" এবং "শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ" নামে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারে'র সময়েও প্রসিদ্ধ ছিলেন, শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামী যাঁহাকে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীস্বরূপা বলিয়াছেন, ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন যে শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তন-প্রচারক শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পরমপ্রিয় ও অভিন্নাত্ম বলিয়াছেন, তাঁহার প্রতি অপরাধ কে করিতে পারে? আমরা দাস গদাধর ও পণ্ডিত গদাধরে ভেদবুদ্ধি করিবার পক্ষপাতী নহি। উভয়েই শ্রীগৌরপার্ষদ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজন। তাঁহারা উভয়েই শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীব্রজলীলায় নিত্য পরিকর। আমরা 'অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায়' অবলম্বন করিবার জন্য গুরুবর্গ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হই নাই,—

একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
"অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায়" তোমার প্রমাণ॥
কিম্বা, দোঁহা না মানিয়া হও ত' পাষণ্ড।
একে মানি', আরে না মানি,—এই মত ভণ্ড॥

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৫।১৭৫-১৭৬)

শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত

গত ২২ দামোদর, ১০ই কার্ত্তিক, সোমবার কার্ত্তিকী শুক্লা অষ্টমী-তিথিতে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত প্রভুর বিরহতিথি শ্রীচৈতন্যমঠে তাঁহার গুণকীর্ত্তনমুখে সম্মানিত হইয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শেষ-ভৃত্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

ধনঞ্জয় পণ্ডিত—মহান্ত বিলক্ষণ।
যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সর্ব্বক্ষণ॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৭৩৩)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন,—

নিত্যানন্দ-প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত, সদা কৃষ্ণপ্রেমময়॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১১।৩১)

বর্দ্ধমান জেলার মঙ্গলকোট-থানা ও কৈচর-ডাকঘরের অন্তর্গত শীতলগ্রাম। বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়া-লাইট্ রেলে কাটোয়া এবং তথা হইতে ৯ মাইল দূরে কৈচর-ষ্টেশন। ইহারই এক মাইল উত্তর-পূর্ব্ব-কোণে শীতলগ্রাম অবস্থিত। এই শীতলগ্রামেই শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন, শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের প্রকৃত আবির্ভাব-ভূমি চট্টগ্রাম জেলার জাড়গ্রামে। ইনি তথা হইতে শীতলগ্রামে ও সাঁচড়াপাঁচড়া-গ্রামে শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ করেন। এরূপ কথিত হয় যে, শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সংকীর্ত্তন-বিলাস করিয়া শীতলগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন এবং তথা হইতে শ্রীধাম-বৃন্দাবন-দর্শনে গমন করেন। শ্রীধাম-বৃন্দাবন যাইবার পূর্ব্বে বর্দ্ধমান মেমারী-ষ্টেশনের তিন ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত সাঁচড়াপাঁচড়া-গ্রামে কিছুকাল অবস্থানপূর্ব্বক তথায় সহযাত্রী শিষ্যকে সেবাপ্রকাশ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। এজন্য সাঁচড়াপাঁচড়া-গ্রামকেও লোকে 'শ্রীধনঞ্জয়ের পাট' বলিয়া থাকেন। কিন্তু অধুনা এই গ্রামে শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের কোন নিদর্শনই নাই। বস্তুতঃ শীতলগ্রামেই তাঁহার প্রধান শ্রীপাট। শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত জলন্দি-গ্রামে দেবসেবা করেন এবং তথা হইতে পুনরায় শীতল-গ্রামে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবা প্রকাশ করেন। বহুকাল পূর্ব্বে 'বাজারবন কাঁথাসী' গ্রামের মল্লিক বাবুরা শ্রীবিগ্রহের একটি পাকা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সেই মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তি এখনও বর্ত্তমান। প্রবেশপথের বামদিকে একটি তুলসী-বেদী,—উহাই শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের সমাধি-বেদী। পশ্চিমদ্বারী গৃহমধ্যে শ্রীধনঞ্জয়সেবিত শ্রীগোপীনাথ, শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর ও শ্রীদামোদর-বিগ্রহ আছেন। শুনা যায়, শ্রীধনঞ্জয়ের বংশ নাই। শ্রীসঞ্জয়-নামে তাঁহার এক ভ্রাতা ছিলেন। ইহার পুত্রের নাম—শ্রীরামকানাই ঠাকুর। শ্রীসঞ্জয়ের শ্রীপাট—বর্দ্ধমান জেলার প্রায় পাঁচ ক্রোশ পূর্ব্বে সোকনগর ডাকঘরের অন্তর্গত জলন্দি-গ্রামে। ঐ স্থানে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা আছে। বর্ত্তমান বোলপুরের অতি নিকটে মুলুকগ্রামে উক্ত রামকানাইয়ের শ্রীপাট। কেহ কেহ বলেন, সঞ্জয় ধনঞ্জয়ের শিষ্য ছিলেন। শীতলগ্রামে এক্ষণে যাঁহারা সেবাইত আছেন, তাঁহারা শ্রীধনঞ্জয়পণ্ডিতের শিষ্যের বংশধর। শ্রীধনঞ্জয়-শিষ্য শ্রীজীবনকৃষ্ণের স্থাপিত প্রাচীন বিগ্রহ শ্রীশ্যামসুন্দর-জীউ এক্ষণে শ্রীগোপাল রায় চৌধুরীর ভবনে আছেন।

শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু ●

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর বিরহবিধুর হইয়া শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যে সকরুণ ভজনবিরহ-বিলাপগীতি গান করিয়াছিলেন, তাহা ভক্তমাত্রেরই নিত্য কণ্ঠমালিকা হইয়াছে।

"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥"

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম আরও গাহিয়াছেন,—

"দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র-সঙ্গ মাগে নরোত্তমদাস॥"

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অভিন্নাত্মা সুহৃৎ হইলেও তিনি শ্রীআচার্য্যপ্রভুর কৃত্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গ কামনা করিয়াছেন। শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর প্রতি শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের কতটা প্রীতি ছিল, তাহা ইহা-দ্বারাই বেশ উপলব্ধি হয়। শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতেও জানা যায় যে, শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাশক্তি। যেমন শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গা-শক্তিরূপে শ্রীব্রজমণ্ডলে গ্রন্থাদি রচনা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট স্থাপন করিয়াছেন, তদ্রূপ অপর-শক্তি শ্রীগৌড়মণ্ডলে বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীরূপাদি গোস্বামিবর্গের গ্রন্থবিস্তার করিয়াছেন। এই শেষোক্ত শ্রীগৌরশক্তিই শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু।

"শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য! ত্বং শ্রীশ্রীমহাপ্রভোঃ শক্তিঃ। অতএব একয়া শক্ত্যা প্রভুশক্তিরূপাদি-শ্রীমদ্রূপগোস্বামিদ্বারা গ্রন্থঃ প্রকাশিতঃ। অপরয়া শক্ত্যা গৌড়মণ্ডলে মহাজন-সংসদি প্রবিস্তারং করোতি।"

(—শ্রীভক্তিরত্নাকর, ১৪শ তরঙ্গ-ধৃত পত্রিকা)

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীশ্রীগৌরলীলা ও শ্রীব্রজলীলার পরিকর—তিনি শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর নিজজন। স্বয়ং শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুকে "মহত্তম" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

শ্রীগঙ্গাতটে চাখন্দি নামক গ্রামে শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নামক এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বর্দ্ধমান কাটোয়া রেলপথে দাঁইহাট-ষ্টেশন হইতে চাখন্দি-গ্রামে যাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন কাটোয়ায় সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কার করেন, সেই সময় শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন শ্রীগঙ্গাধর শ্রীগৌরসুন্দরের "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"-নাম শ্রবণ করিয়া পুনঃ পুনঃ ঐ নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রু-গঙ্গায় ভাসিতে থাকেন। শ্রীগঙ্গাধর প্রেমোন্মত্ত হইয়া গঙ্গার তীরে তীরে 'শ্রীচৈতন্য', 'শ্রীচৈতন্য' বলিয়া সর্ব্বদা আর্ত্তনাদ করেন। স্নান-ভোজনাদি-ক্রিয়া সমস্ত ভুলিয়া 'শ্রীচৈতন্য'-নামে প্রমত্ত হইয়া চাখন্দি-গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সকলে তাঁহাকে উন্মত্ত বলিয়া ধারণা করেন। তন্মধ্যে অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন কেহ কেহ তাঁহাকে 'শ্রীচৈতন্যের বাতুল' জানিয়া তাঁহার নাম 'শ্রীচৈতন্যদাস' রাখেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবই তাঁহাকে ভাল করিয়া দিবেন, ইহা বলিতে থাকেন। শ্রীগঙ্গাধর "শ্রীচৈতন্যদাস"-নাম প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হন।

অতঃপর শ্রীচৈতন্যদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনার্থ নীলাচলে গমন করিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন। শ্রীখণ্ডের নিকটে যাজিগ্রামে শ্রীচৈতন্যদাসের সহধর্ম্মিণী শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পিতা শ্রীবলরাম বিপ্র বাস করিতেন। শ্রীচৈতন্যদাস সহধর্ম্মিণীর সহিত যাজিগ্রাম হইতে নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখচন্দ্র-দর্শনের উৎকণ্ঠাই

● গত ২২ দামোদর (শ্রীগৌরাব্দ ৪৫৫), ১০ই কার্ত্তিক (১৩৬৮) গোপাষ্টমী-তিথিতে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর বিরহ-তিথি-বাসরে বিরাট্ বৈষ্ণব-সভায় পঠিত।

তাঁহাদের একমাত্র পাথেয় হইল। শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পাইয়া শ্রীচৈতন্যদাসের পিপাসিত হৃদয় তৃপ্ত হইল। শ্রীমহাপ্রভুর আদেশে শ্রীচৈতন্যদাস শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু শ্রীগোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন যে, অপুত্রক শ্রীগঙ্গাধর পুত্র-কামনা করিয়া নীলাচলে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার গৃহে মহাভাগবত পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন।

পুত্রের কামনা করি' আইল ব্রাহ্মণ।
শ্রীনিবাস-নামে তাঁর হইবে নন্দন॥
শ্রীরূপাদি-দ্বারে ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশিব।
শ্রীনিবাস-দ্বারে গ্রন্থরত্ন বিতরিব॥
(শ্রীভক্তিরত্নাকর, ২য় তরঙ্গ)

শ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদাসকে শীঘ্র গৌড়দেশে গমন করিয়া নিরন্তর নাম-সংকীর্ত্তন করিবার উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীচৈতন্যদাস সহধর্ম্মিণী-সহ চাখন্দিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তথায় বৈশাখী-পূর্ণিমায় রোহিণী-নক্ষত্রে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর ক্রোড়ে এক অপূর্ব্ব-দর্শন পুত্ররত্ন আবির্ভূত হন। কিছুদিন পরে শ্রীচৈতন্যদাস পুত্রের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন-মহোৎসব করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি স্মরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদাস পুত্রের নাম রাখিলেন 'শ্রীনিবাস'। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী শিশুকাল হইতেই বালককে নাম-সংকীর্ত্তন শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

অরে বাপ! বল দেখি গৌর বিশ্বম্ভর।
লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-পতি-শচীর কুমার॥
গদাধর-প্রাণনাথ শ্রীশ্রীবাসেশ্বর।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ হলধর॥
বল দেখি—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু দয়াময়।
বল দেখি—রাধাকৃষ্ণ শ্রীব্রজচন্দ্র॥
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন।
ঐছে কহে প্রভু-পরিকর-নামগণ॥
শুনি' শ্রীনিবাস অতি উল্লাস অন্তরে।
কিছু উচ্চারয়ে কিছু উচ্চারিতে নারে॥
(শ্রীভক্তিরত্নাকর ২।১৭৮-১৮০)

ক্রমে শ্রীনিবাসের চূড়াকরণ ও উপনয়ন-সংস্কার হইল। ধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতির নিকট শ্রীনিবাস অল্পকাল-মধ্যেই ব্যাকরণ, কোষ, অলঙ্কার ও তর্কশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া ফেলিলেন।

চাখন্দির নিকট যে সকল শ্রীগৌর-ভক্তের বাস ছিল, বালক শ্রীনিবাস তাঁহাদের গৃহে প্রায়ই গমন করিয়া শ্রীগৌর-গুণগাথা শ্রবণ করিতেন। শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর শ্রীনিবাসকে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাকথা বলিতেন। শ্রীখণ্ডের ভক্তগণ সকলেই শ্রীনিবাসকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। একদিন শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর তাঁহার গোষ্ঠীর সহিত যাজিগ্রামের পথে গঙ্গাস্নানে আগমন করিয়া শ্রীনিবাসের প্রতি প্রচুর কৃপা ও স্নেহবর্ষণ করিলেন। শ্রীনিবাস নিজ পিতৃদেব শ্রীচৈতন্যদাসের শ্রীমুখেও শ্রীমহাপ্রভুর বিবিধ লীলাকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সময় সময় শ্রীচৈতন্যদাস শ্রীনিবাসের নিকট শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের চরিত্র এবং তাঁহাদের অদ্ভুত শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-প্রীতির কথা বর্ণন করিতেন। মাতা, পিতা ও পারিপার্শ্বিক সমস্ত ভক্তগণের শ্রীমুখে শিশুকাল হইতেই শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-লীলাকথা শ্রবণ করিতে করিতে অচিরেই শ্রীনিবাসের শ্রীগৌরসুন্দরে নিত্যসিদ্ধা প্রীতির উদয় হইল। চাখন্দি হইতে যাজিগ্রামে মাতামহের আলয়ে আগমন করিয়া শ্রীনিবাস মাতার সহিত যাজিগ্রামে বাস করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কারণ, তথায় বাস করিলে শ্রীখণ্ডবাসী গৌরপ্রণয়ী ভক্তগণের সর্ব্বদা সঙ্গ লাভ করিতে পারিবেন।

সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-দর্শনার্থ শ্রীনিবাস নীলাচলে গমনের সঙ্কল্প করিলেন। নীলাচল-যাত্রার পূর্ব্বে শ্রীখণ্ডে শ্রীল সরকার ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীগৌর-পার্ষদগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদের অনুমতি যাচ্ঞা করিলেন। শ্রীল সরকার ঠাকুর মহাশয় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর তর্জ্জার উল্লেখ করিয়া শ্রীনিবাসকে বলিলেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর অচিরেই অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিবেন, সুতরাং শ্রীনিবাসের ক্ষণকালও বিলম্ব না করিয়া শ্রীনীলাচলে শ্রীমহাপ্রভু-দর্শনে গমন করা কর্ত্তব্য। শ্রীখণ্ডবাসিগণের আজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদ এবং মাতার সমীপে বিদায় গ্রহণ করিয়া যাত্রী ভক্ত সঙ্গীতে শ্রীনিবাস নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নীলাচলের পথে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর শ্রীগৌরসুন্দরের সংগোপন-বার্ত্তা শুনিয়া শ্রীনিবাস মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন—

করতলে করাঘাত করে নিজ শিরে।
ছিঁড়িয়া ফেলেন কেশ, নখে বক্ষঃ চিরে॥
আপনা ধিক্কারে কহে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
সে বিলাপ শুনি' যায় পাষাণ গলিয়া॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়ে বার বার।
ক্ষেত্রবাসী দেখি' প্রাণ বিদরে সবার॥
অতি কদর্থনে হৈল দিবা-অবসান।
নিশ্চয় করিল—দেহে না রাখিব প্রাণ॥
অগ্নিকুণ্ড করি' তাহে করিব প্রবেশ।
তবে সে ঘুচিবে মোর এ দারুণ ক্লেশ॥
(শ্রীভক্তিরত্নাকর ৩।৬৮-৭০)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিবাসের নয়নে তন্দ্রা আকর্ষণ করিয়া স্বপনাদি মধ্যে তাঁহাকে দর্শন দান এবং শ্রীনিবাসকে নীলাচলে যাইতে আদেশ করিলেন। শ্রীনৃসিংহকবিরাজ-কৃত একটি শ্লোকে শ্রীনিবাসের এই সময়ের অবস্থাটী বর্ণিত আছে—

গন্তুং শ্রীপুরুষোত্তমং কৃতমতিঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভো-
শ্চৈতন্যস্য কৃপাম্বুধের্জনমুখাচ্ছ্রুত্বা তিরোধানতাম্।
দুঃখৌঘৈঃ স মুহুর্মুমূর্চ্ছ ভগবান্ দৃষ্ট্বাথ তৎকাতর্যা-
দাশ্বাসাভিনয়ং দয়াদ্রবিতবান্ স্বপ্নে সমাদিষ্টবান্॥

শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে গমন করিতে উন্মুখ হইলে শ্রীনিবাস কৃপানিধি ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটলীলা-সঙ্গোপন-বার্ত্তা লোকমুখে শুনিয়া অতি দুঃখে পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইতে থাকিলেন। অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বকীয় রূপ-দর্শনে শ্রীনিবাসকে নিজ-কৃপা জ্ঞাপন করিবার জন্য স্বপ্নে অনেক আশ্বাস-বাক্য বলিলেন।

শ্রীনিবাস শ্রীগৌরসুন্দরের স্বপ্নাদেশানুসারে নীলাচলে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদগণের দর্শন করিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীশিখি মাহিতি, শ্রীকাশীনাথ পট্টনায়ক, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীশঙ্কর ও শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য—সকলকেই শ্রীগৌর-বিরহে আহার-নিদ্রাদি সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়া সর্ব্বক্ষণ কেবল শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীনাম, শ্রীরূপ, শ্রীগুণ ও শ্রীলীলাকথা-কীর্ত্তনতৎপর দেখিতে পাইলেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভু তখন শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীস্বরূপগোস্বামি-প্রভুর অদর্শনে বিরহোন্মত্ত হইয়া শ্রীব্রজমণ্ডলে চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহে মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের যে দশা হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়। ঠাকুর শ্রীহরিদাসের সমাধির নিকট গিয়া শ্রীনিবাস আর্ত্তিময় বিলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীক্ষেত্র পরিক্রমা করিয়া শ্রীল গদাধরের শ্রীগোপীনাথ দর্শন এবং পণ্ডিত গোস্বামীর শ্রীমুখে শ্রীভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া কোনরূপে প্রাণধারণ করিলেন। শ্রীল গদাধরের আদেশে শ্রীনিবাস গৌড়দেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীখণ্ডে গমন-পূর্ব্বক শ্রীল সরকার ঠাকুর প্রভৃতি গৌরপ্রণয়ি-ভক্তগণের নিকট মহাপ্রভুর সঙ্গোপনবার্ত্তা বর্ণন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। শ্রীনিবাসের প্রাণ পুনরায় নীলাচল-গমনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, এইবার শ্রীল গদাধর প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াও তাঁহার নিকট অবস্থান করিবেন। কিন্তু নীলাচলাভিমুখে গমন করিতে করিতে নীলাচল হইতে প্রত্যাবৃত্ত পথিকগণের মুখে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর অপ্রকট-বার্ত্তাশ্রবণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের দর্শন লাভ করিয়া কিছু স্থির হইলে তাঁহাদের আদেশানুসারে শ্রীনবদ্বীপ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন-গমনের সঙ্কল্প করিলেন। গৌড়দেশের পথে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অপ্রকটবার্ত্তা-শ্রবণে শ্রীনিবাসের যে কি দশা হইল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। শ্রীনিবাস শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া শ্রীগৌরবিরহে আকুল-ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌরগৃহে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরবিরহে নিদ্রা-বিশ্রামাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অষ্টপ্রহর শ্রীহরিনামকীর্ত্তন করিতেছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগের জন্য এক-একটি তণ্ডুলের দ্বারা শ্রীহরিনাম-সংখ্যা পূর্ণ করিয়া সেই তণ্ডুল রন্ধন পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অর্পণ করিতেন এবং সেই প্রসাদই কিঞ্চিন্মাত্র গ্রহণ করিয়া সর্ব্বক্ষণ অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরসে মগ্ন থাকিতেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর স্নেহাশীর্ব্বাদ ও উপদেশ লাভ করিয়া এবং শ্রীনবদ্বীপবাসী ভক্তগণের কৃপা শিরে ধারণ করিয়া শ্রীনিবাস শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর ভবনে গমন করিলেন। শ্রীসীতাদেবীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া খড়দহে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর ভবনে আগমন করিলেন। তথায় শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবাদেবীর কৃপা এবং শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া খানাকুলে শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত

হইলেন। তথা হইতে পুনরায় শ্রীখণ্ড ও যাজিগ্রাম হইয়া শুক্লা দ্বিতীয়া-তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে নবদ্বীপ, কাটোয়া, বোড়েশ্বর, একচাকা প্রভৃতি [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাস্থানসমূহ দর্শন করিয়া গয়ায় শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্ম এবং কাশী, অযোধ্যা ও প্রয়াগ-দর্শনান্তে শ্রীমথুরায় উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীকাশীশ্বর ও শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামি-প্রভু অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহাদের বিরহে শ্রীনিবাসের যে কি দশা হইয়াছিল, তাহা একমাত্র মর্ম্মজ্ঞগণেরই উপলব্ধির বিষয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীনৃসিংহ-কবিরাজের নবপদ্যে এইরূপ বর্ণন আছে—

স্বপ্নে শ্রীল-সনাতনেন সহ তে শ্রীরূপনামাদয়ঃ
প্রোচুস্তং ন হি তে বিষাদসময়ো গোপালভট্টোঽস্তি যৎ।
তস্মাত্ত্বমতঃ গৃহাণ সকলান্ গ্রন্থাংস্তথাস্মৎকৃতান্
গত্বা গৌড়মলং প্রচারয় মতং ত্বং বৈষ্ণবান্ শিক্ষয়॥

শ্রীল সনাতন প্রভু-সহ তাঁহারা—শ্রীরূপপ্রমুখ গোস্বামি-গণ স্বপ্নে শ্রীনিবাসকে আদেশ করিলেন,—"তোমার এখন বিষাদের সময় নহে, যেহেতু শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রকট-লীলা করিতেছেন। তুমি তাঁহার নিকট হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোপাল-মন্ত্র ও আমাদের রচিত সমস্ত গ্রন্থ লইয়া গৌড়দেশে গমন কর; তথায় শ্রীস্বরূপরূপানুগ-সম্মত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে প্রচার কর এবং বৈষ্ণবগণকে শিক্ষা দান কর।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দিরে সন্ধ্যা-আরতির পর শ্রীনিবাস শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর শ্রীচরণ-দর্শন পাইলেন। শ্রীজীবপ্রভু অত্যন্ত স্নেহকৃপাপরবশ হইয়া শ্রীনিবাসকে একটি নির্জ্জনস্থানে বাসস্থান প্রদান এবং তাঁহাকে শ্রীরাধাদামোদরের শ্রীচরণে সমর্পণ করেন। শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু শ্রীনিবাসকে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি-প্রভুর সমীপে লইয়া গিয়া শ্রীভট্টগোস্বামিপাদ ও শ্রীরাধারমণের শ্রীচরণ দর্শন করাইয়া শ্রীলোকনাথ, শ্রীভূগর্ভ-গোস্বামী, শ্রীপরমানন্দ ও শ্রীমধুপণ্ডিতের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। ইহার পর অন্য একদিন শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামি-প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু শ্রীনিবাসকে শ্রীযমুনায় স্নান করাইয়া নিজসঙ্গে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামি-প্রভুর নিকট লইয়া গেলেন। শ্রীল ভট্টগোস্বামি-প্রভু শ্রীনিবাসকে দীক্ষা-মন্ত্রদানের দ্বারা কৃপা এবং শ্রীনিবাসের আর্ত্তি ও অকপটতা-দর্শনে "সর্ব্বসিদ্ধি হউক্" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর তিনজন শিষ্যের নামই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে একজন গুরুকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় ব্যতিরেকভাবে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহার নাম হরিবংশ। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর আর দুইজন প্রসিদ্ধ শিষ্যের মধ্যে গৌড়দেশে শ্রীনিবাস প্রভু আর শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোপীনাথ পূজারী। বর্ত্তমানে শ্রীল গোপীনাথ পূজারীর বংশের হস্তেই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধারমণের সেবা রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীনিবাস প্রভু শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর নিকট দীক্ষামন্ত্র লাভ করিবার পর-দিবস শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর সহিত শ্রীরাধাকুণ্ডে গমনপূর্ব্বক শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল রাঘব গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করেন।

একদিন শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি'-গ্রন্থের উদ্দীপন-বিভাবের একটি শ্লোক আলোচনা করিতেছিলেন। শ্রীজীবপ্রভু ঐ শ্লোকের ভাব-ব্যাখ্যাটি শ্রীনিবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর কৃপায় শ্রীশ্রীনিবাসের হৃদয়ে ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য এরূপ সুন্দরভাবে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু ও অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দ সেই ব্যাখ্যা-শ্রবণে সাতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন। শ্রীরূপের কৃপাসিদ্ধ না হইলে এরূপ ব্যাখ্যার স্ফূর্ত্তি কিছুতেই সম্ভব নহে, ইহা শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু ও বৈষ্ণববৃন্দ অবধারণ করিলেন। তখন শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু সকল বৈষ্ণবের অনুমতি লইয়া অতি উল্লাস-ভরে শ্রীনিবাস প্রভুকে 'আচার্য্য'-পদবী প্রদান করিলেন। তদবধি শ্রীনিবাস বৈষ্ণবসমাজে "শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু" বা "শ্রীআচার্য্য প্রভু" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু তদবধি ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণকে শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে খেতুরী হইতে শ্রীল নরোত্তম শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিত শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর মিলন হইল। শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীনরোত্তমকেও 'ঠাকুর মহাশয়'-পদবী প্রদান করিলেন।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর অনুজ্ঞানুসারে শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল রাঘব গোস্বামীর সহিত শ্রীনিবাস-আচার্য্য ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সমস্ত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করেন। শ্রীরাঘব গোস্বামি-প্রভু শ্রীব্রজমণ্ডলের লীলাস্থানসমূহের পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে উহা দর্শন করান।

কিছুদিন পরে উৎকলের দণ্ডকেশ্বর-গ্রাম হইতে শ্রীহৃদয়-চৈতন্য ঠাকুরের দীক্ষিত শিষ্য "দুঃখী কৃষ্ণদাস" শ্রীল-শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভুর নিকট শ্রীব্রজমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু দুঃখী কৃষ্ণদাসকে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করাইয়া "শ্রীশ্যামানন্দ"-নাম রাখিলেন ও তাঁহাকে ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্য করিয়া শ্রীনিবাস-আচার্য্যের নিকট সমর্পণ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু কিছুদিন শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর শিক্ষা-শিষ্যরূপে অবস্থিতি করেন। শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর অনুমোদনে ইহারা কীর্ত্তনপদ্ধতির ব্যবস্থা করিলেন। তিনজনই সঙ্গীতশাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। বিশেষ কালোয়াতী-বিদ্যায় তিনজনই পারদর্শী। তিনজনই পরস্পর একপ্রাণ, একাত্ম ও হৃদয়বন্ধু। তাঁহারা ব্রজরসজ্ঞানে পরিপক্ব, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে পারদর্শী ও সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশারদ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বৈষ্ণব-জগতে একটু উপপ্লব হইয়াছিল। প্রভুবংশে উপযুক্ত পাত্র না থাকায় নানা মতবাদ প্রবেশ করায় গৌড়ভূমি আচার্য্য-শাসনরহিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভু শ্রীবীরচন্দ্রের স্বতন্ত্র-স্বভাববশতঃ সমস্ত গৌড়ভূমিকে তিনি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। অদ্বৈত-সন্তানের মধ্যে তখন বড় গোলমাল। মহাপ্রভুর পার্ষদ-মহাজনগণ ক্রমে ক্রমে অপ্রকট হইতে লাগিলেন। এই সুযোগে বাউল, সহজিয়া, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি কুপথী প্রচারকগণ স্থানে স্থানে আপন আপন প্রথা প্রচার করিতে লাগিল। তাহারা স্বীয় স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য শ্রীশ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের দোহাই দিয়া দুর্ভাগা জীবদিগকে কুপথ শিখাইতে লাগিল। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভু তখন একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্য। তিনি শ্রীব্রজে থাকায় গৌড়মণ্ডলের শোচনীয় অবস্থা-শ্রবণে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে গৌড়ভূমিতে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপক আচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রভু-পাদগণকৃত সিদ্ধান্ত-গ্রন্থসকল গৌড়ভূমিতে প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

শ্রীব্রজমণ্ডলের শ্রীগোস্বামিবৃন্দ সকলেই শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভুর সহিত স্থির করিলেন যে, গ্রন্থসমূহ শ্রীনিবাসের হস্তে প্রদান করিয়া তাহা গৌড়দেশে বিতরণ করিবার জন্য অচিরেই প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

একদিন শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দের শ্রীমন্দিরে বৈষ্ণবগণের সহিত একত্রিত হইয়া শ্রীগোবিন্দদেবের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন—"হে শ্রীগোবিন্দদেব! শ্রীনিবাসকে শ্রীপ্রভু-প্রচার-শক্তি প্রদান কর।" বলিতেই শ্রীগোবিন্দের কণ্ঠ হইতে একটী পুষ্পমালিকা ছিঁড়িয়া পড়িল। পূজারী ঐ মালা লইয়া যত্নের সহিত শ্রীনিবাসকে প্রদান করিলেন। শ্রীগোবিন্দের কৃপা শ্রীনিবাসের উপর বর্ষিত হইয়াছে দেখিয়া শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দ অগ্রহায়ণ-মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী-তিথিকে গৌড়দেশে যাত্রার প্রশস্ত সময় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর আজ্ঞানুসারে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু, শ্রীভূগর্ভ-গোস্বামী প্রভু, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভু, শ্রীমধু পণ্ডিত প্রভু-আচার্য্যবৃন্দ ও অন্যান্য মহান্ত-বৈষ্ণবগণের আজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। বহু বৈষ্ণব-মহান্তের সম্মুখে শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু সমস্ত গ্রন্থ আনয়ন করিয়া সম্পুটের মধ্যে সাবধানে রক্ষা করিলেন। মথুরার কোন সৌভাগ্যবান্ ধনী মহাজন-গণের দত্ত শকট, বর্ষা-জলনিবারণের জন্য কাষ্ঠ-সম্পুট ও অগ্র-পশ্চাতে পদাতিকসমূহ-প্রেরণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিলেন। অগ্রে ও পশ্চাতে রক্ষী পদাতিকগণ গ্রন্থ রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিল। শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু মথুরা পর্য্যন্ত শ্রীগ্রন্থসম্পুটের অনুগমন করিলেন। শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুত্রয় গ্রন্থের সহিত গৌড়দেশাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। তাঁহারা গৌড়দেশের পথে বন-বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হইয়া যখন রাত্রিকালে বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন তথাকার দস্যু-স্বভাব রাজা বীরহাম্বীরের ব্যক্তিগণ গ্রন্থপূর্ণ সম্পুটকে ধন-রত্নাদিপূর্ণ মঞ্জুষা মনে করিয়া উহা অপহরণ করিল এবং বীরহাম্বীরের নিকট লইয়া গেল। প্রভাতকালে শ্রীনিবাস-

আচার্য্যাদি প্রভুত্রয় ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ গ্রন্থাদির অন্বেষণ করিলেন। গ্রন্থসম্পুট দেখিতে না পাইয়া তাঁহাদের যে কি দশা হইল, তাহা কেহ ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে না।

কোন কোন ব্যক্তি শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুকে জানাইলেন যে, রাজার নিকট ইহা অবিলম্বে জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য? বিষ্ণুপুরেই এই সকল গ্রন্থ নিশ্চয়ই আছে। এদিকে শ্রীনিবাস-আচার্য্য শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে খেতুরী-গ্রামে ও শ্রীশ্যামানন্দকে উৎকলে পাঠাইয়া দিলেন। তৎপরে শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু একাকী রাজভবনে গমনের সঙ্কল্প করিলেন। শ্রীকৃষ্ণবল্লভ-নামে এক ব্রাহ্মণ শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহারই নিকট শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু জানিতে পারিলেন যে, রাজা বীরহাম্বীর প্রত্যহ এক ব্রাহ্মণের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া থাকেন। শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণবল্লভকে লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীল আচার্য্য প্রভুর অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে রাজা শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম ও অভ্যর্থনা করিলেন। রাজার প্রার্থনানুসারে শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রীবীরহাম্বীরের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল এবং আচার্য্যপ্রভুর শ্রীচরণে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ নিজ অপরাধের ক্ষমাভিক্ষা করিলেন। তাঁহারই নির্দ্দেশানুসারে তাঁহার অধীনস্থ দস্যুগণ রত্নপূর্ণ মঞ্জুষা ভাবিয়া কিরূপে গ্রন্থ অপহরণ করিয়াছে এবং সম্পুট উন্মোচন করিবার পর উহাতে শ্রীগ্রন্থরাজি-দর্শনে তাঁহার চিত্তবৃত্তির কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে,—সমস্ত কথা শ্রীল আচার্য্যপ্রভুর শ্রীচরণে ক্রন্দন ও ক্ষমাভিক্ষা করিতে করিতে নিবেদন করিলেন।

'প্রেমবিলাসে' নানাপ্রকার সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও অপ্রামাণিক গল্পকথা মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। উহার ত্রয়োদশবিলাসে বর্ণিত হইয়াছে যে, বনবিষ্ণুপুরে গ্রন্থ অপহৃত হওয়ার সংবাদ শ্রীব্রজমণ্ডলে পৌঁছিলে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু তাঁহার 'শ্রীচরিতামৃত'-গ্রন্থ চিরতরে লুপ্ত হইয়া গেল জানিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন। বস্তুতঃ অন্য কোন প্রামাণিক ইতিহাস ইহা সমর্থন করে না। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুর শ্রীকৃষ্ণবিরহে ভৃগুপাত-চেষ্টা ও শ্রীল সনাতন-গোস্বামি-প্রভুর নীলাচলে শ্রীরথচক্রের নিম্নে দেহত্যাগের সঙ্কল্পের প্রতিকূলেই শ্রীমহাপ্রভুর বিচার লিপিবদ্ধ আছে।

রাজার হৃদয়ে অনুশোচনা ও দৈন্য উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু বলিলেন,—"তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর কৃপা হইয়াছে। তুমি আপনাকে সর্ব্বক্ষণ অপরাধী জানিয়া অবিরাম শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন কর। ইহা বলিয়া শ্রীবীর-হাম্বীরকে শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র উপদেশ প্রদান করিলেন। শ্রীবীরহাম্বীরের প্রার্থনানুসারে শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে গোস্বামিগণের নিকট এবং শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দের নিকট গ্রন্থ-পুনঃপ্রাপ্তি ও শ্রীবীরহাম্বীরের চিত্ত-পরিবর্ত্তনের কথা জানাইয়া পত্র প্রেরণ করিলেন। যে যানে গ্রন্থ আসিয়াছিল, তাহা বিবিধ সেবোপকরণে পরিপূর্ণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীবীরহাম্বীরকে কৃপা করিয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু গোস্বামিগণের আজ্ঞানুসারে গৌড়দেশে গ্রন্থপ্রচার আরম্ভ করিলেন।

শ্রীনরহরি, শ্রীরঘুনন্দনাদি শ্রীখণ্ডবাসিগণ শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুকে বাৎসল্যভরে স্নেহ করিতেন। কিছুকাল পরে শ্রীরঘুনন্দন যাজিগ্রামে উপস্থিত হইয়া আচার্য্যের বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। যাজিগ্রামে শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তীর দুহিতা শ্রীদ্রৌপদী দেবীর সহিত বৈশাখ-মাসের শুক্লা তৃতীয়া-তিথিতে শ্রীল আচার্য্য প্রভুর বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইল। শ্রীদ্রৌপদী দেবী শ্রীল আচার্য্য প্রভুর নিকট দীক্ষামন্ত্র লাভ করিয়া 'ঈশ্বরী'-নাম প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী সামাজিক সম্বন্ধে শ্বশুর ও পূজাস্পদ হইলেও শ্রীল আচার্য্য প্রভুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীশ্যামদাস ও শ্রীরামচন্দ্র নামান্তর শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীরামচরণও আচার্য্য-প্রভুর শিষ্য হইলেন। আচার্য্যপ্রভুর বিবাহের বার্ত্তা শুনিয়া শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীল দাস গদাধর প্রভু বিশেষ আনন্দিত হইলেন। শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু বহু ব্রাহ্মণ শিষ্যকে গোস্বামি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ নামক এক প্রতিভাশালী দিগ্বিজয়ী চিকিৎসক শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। এই শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের নামই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার "প্রার্থনা"র কবিতায় পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহার পরে শ্রীল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীল দাস গদাধর প্রভু ও শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর অপ্রকট-লীলাবিষ্কার

করিলে শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীল দ্বিজ-হরিদাসের অপ্রকট-লীলার কথা শ্রবণ করিলেন। শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি, শ্রীল ভূগর্ভ-গোস্বামী, শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি-প্রভু প্রভৃতি গোস্বামিবৃন্দের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া তাঁহাদের নিকট শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-লীলাকথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য প্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে বনবিষ্ণুপুর হইয়া তথায় শ্রীবীরহাম্বীরকে শ্রীযুগল-মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করিয়া শ্রীশ্রীল জীব-গোস্বামি-প্রভুর অনুজ্ঞানুসারে তাঁহার নাম 'শ্রীচৈতন্যদাস' রাখিলেন। শ্রীবীরহাম্বীরের রাণী ও রাজকুমার শ্রীধাড়িহাম্বীরও শ্রীল আচার্য্য প্রভুর নিকট দীক্ষিত হইলেন। শ্রীল আচার্য্যপ্রভু শ্রীচৈতন্যদাসের (শ্রীবীরহাম্বীরের) দ্বারা শ্রীকালাচাঁদের সেবা প্রকাশ করাইলেন এবং প্রতিষ্ঠা-দিবসে স্বয়ং সেই শ্রীবিগ্রহের অভিষেক করিলেন। অতঃপর শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু কাটোয়ায় শ্রীল দাস গদাধর প্রভুর ও শ্রীখণ্ডে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব সম্পন্ন করিয়া যাজিগ্রামে আগমন করিলেন।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি-প্রভুর আদেশক্রমে যখন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় খেতুরীতে ছয় বিগ্রহ প্রকাশ করেন, তখন শ্রীশ্রীজাহ্নবাদেবীর নির্দ্দেশক্রমে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুই শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক ও অর্চ্চন সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

খেতুরী-মহোৎসবের প্রসঙ্গে 'প্রেমবিলাসে'র ১৯শ বিলাসে আরও কয়েকটী সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বিচার ও আচারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উহাতে লিখিত রহিয়াছে যে, শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু খেতুরীতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল-মন্ত্রেই শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা ও অভিষেক সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং গোস্বামিগণও দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রেই শ্রীগৌরপূজার বিধান দিয়াছেন। শ্রীজাহ্নবাদেবীও তাহা অনুমোদন করিয়াছিলেন। তৎপরেই লিখিত রহিয়াছে যে, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীগৌরজন্মতিথিতে শ্রীনিবাসাচার্য্যাদি সকলেই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এইরূপ বিচার ও আচার শ্রীগৌরমন্ত্র ও শ্রীগৌর-জন্মতিথির সেবা-বিরোধী কোনও অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিদ্বারা 'প্রেমবিলাসে' রচিত ও প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে; ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। শ্রীভক্তিরত্নাকরে (১০ম তরঙ্গে) এইরূপ কোনও বর্ণন বা বিচার দৃষ্ট হয় না; বরং তাহাতে শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু—

অপূর্ব্ব বিধানে পূজা করি' মহাসুখে।
করে আরাত্রিক—সবে দেখেন কৌতুকে॥
[illegible]—নরোত্তম সুখের সমুদ্রে না থৈয়া।
প্রণময়ে শ্রীপ্রভুগণের নাম লৈয়া॥
গৌরাঙ্গ! নদীয়াচাঁদ! শ্রীকৃষ্ণ! ব্রজমোহন!
রাধারমণ! হে রাধে! রাধাকান্ত! নমোহস্তু তে॥
(ভক্তিরত্নাকর ১০।৩৯২,৩৯৮-৪১৮)

এই "অপূর্ব্ববিধানে পূজা" ও প্রত্যেক শ্রীমূর্ত্তির শ্রীনামস্তুতি শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবার প্রসঙ্গোক্তি দ্বারা প্রত্যেক ভগবৎস্বরূপেরই যে পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র দ্বারাই পূজা হইয়াছিল, তাহাই প্রমাণিত হয়। শ্রীভগবানের স্বরূপ বা শ্রীবিগ্রহ, শ্রীনাম, শ্রীরূপ, শ্রীগুণ, শ্রীপরিকর ও শ্রীলীলার যেরূপ বিচিত্রতা আছে, তদ্রূপ তাঁহাদের পূজাবিধানের মন্ত্রেরও বিচিত্রতা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ইহা শাস্ত্র ও মহাজন উভয়েই সমর্থন করেন।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীগৌরজন্মতিথি-দিবস শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু শ্রীগৌরচন্দ্রের জন্মাভিষেক ও সারারাত্র ভক্তগণের সহিত নৃত্যগীত-সংকীর্ত্তনে যাপন করিয়াছিলেন এবং তৎপর-দিবস শ্রীজাহ্নবাদেবী সকল বৈষ্ণবকে মহাপ্রসাদ পরিবেষণ ও স্বয়ং মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

• • অত্র ফাল্গুন-পৌর্ণমাসী।
এ তিথি সেবিলে মিলে নদীয়ার শশী॥
কি অদ্ভুত প্রভুপরিকরের চরিত।
গায়েন প্রভুর জন্ম-অভিষেক-গীত॥
হইল প্রভুর অভিষেক সমাধান।
ক্রমে গান বাড়ে—সবে গায়েন বিস্তার॥
গানানন্দে নিমগ্ন হইলা অতিশয়।
পোহাইল নিশি কেহ কিছু না জানয়॥
প্রভুর ইচ্ছায় স্থির হৈয়া সর্ব্বজন।
শ্রীমঙ্গল-আরাত্রিক করিলা দর্শন॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী পরম হর্ষ হৈয়া।
প্রাতঃকালে করিলেন স্নানাহ্নিক-ক্রিয়া॥

পরম উৎসাহে কৈলা অপূর্ব্ব রন্ধন।
অন্ন-ব্যঞ্জনাদি যত না হয় বর্ণন॥
গৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত আদি প্রভুগণে।
ভোগ সমর্পণ কৈলা অপূর্ব্ব বিধানে॥

• • •

শ্রীনিবাস আদি আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল।
ভুঞ্জিলেন,—শ্রীঈশ্বরী যত্নে ভুঞ্জাইল॥
(ভক্তিরত্নাকর ১০।৬৭৪, ৬৬১-৬৬৪,
৬৬৬-৬৬৮, ৭০৭)

বিশেষতঃ 'প্রেমবিলাসে'র ১৯শ ও ২০শ বিলাস প্রামাণিক অংশ নহে। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বহরমপুর হইতে ১২৯৯ বঙ্গাব্দে যে 'প্রেমবিলাসে'র সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, তিনি যে চারিখানি হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনখানিতেই ১৮শ বিলাস পর্য্যন্ত ছিল। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, ১৯শ ও ২০শ বিলাস কোন অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তির পরবর্ত্তী কালের রচনা। এতদ্ব্যতীত 'প্রেমবিলাসে'র স্থানে স্থানেও নানা-প্রকার অপসিদ্ধান্ত প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

ইহার পর শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু তাঁহার অভিন্নাত্মা শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভুকে সঙ্গে লইয়া শ্রীনবদ্বীপের নয়টী দ্বীপ পরিক্রমা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহের বর্ত্তমান্ ভৃত্যবর শ্রীঈশান প্রভু তাঁহাদিগকে শ্রীগৌরলীলাস্থল-সমূহ প্রদর্শন করেন। শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু সঙ্গিগণের সহিত শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে যাজিগ্রামে গমন করেন। তখন রাজা বীরহাম্বীর শ্রীগুরুপাদপদ্ম-দর্শনার্থ যাজিগ্রামে আগমন করিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীআচার্য্যপ্রভু শ্রীখণ্ড ও বুধরি হইয়া খেতুরীতে আগমনপূর্ব্বক অষ্টপ্রহর সংকীর্ত্তনরসে মত্ত ছিলেন। তথায় তার্কিক ও বিধর্ম্মিব্যক্তিগণও শ্রীনিবাস-আচার্য্যপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া ধন্য হন। একদিন শ্রীল আচার্য্য-প্রভু শ্রীখণ্ডে শ্রীল রঘুনন্দন প্রভুর নিকট গমন করিলে শ্রীল রঘুনন্দন প্রভু ভাবিকালে যে-সকল কুতর্ক ও সন্দেহ লোকের হৃদয়ে উপস্থিত হইবে, তদ্বিষয়ে শ্রীআচার্য্য-প্রভুকে ইঙ্গিত প্রদান করিয়া শ্রীল আচার্য্যপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-প্রচারের ফলে আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণেরই ঐসকল সন্দেহ-সাগর উত্তীর্ণ হইবার কথা জ্ঞাপন করেন।

ইহার পর শ্রীল রঘুনন্দন নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। তাঁহার পুত্র ঠাকুর কানাই শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুকে লইয়া শ্রীখণ্ডে বিরহ-উৎসব সম্পন্ন করেন।

শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু শ্রীখণ্ড হইতে যাজিগ্রাম হইয়া বনবিষ্ণুপুরে গমনপূর্ব্বক তথায় কীর্ত্তন-প্রচার করেন। এই সময় শ্রীল আচার্য্য ঠাকুর দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ-লীলা প্রকাশ করেন। রাঢ়দেশের গোপালপুর-গ্রামের শ্রীরাঘব চক্রবর্ত্তীর সুবিনীতা দুহিতা শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া শ্রীআচার্য্য-প্রভুকে পতিত্বে বরণ করিয়া কৃতকৃতার্থা হন। মহারাজ বীরহাম্বীর (শ্রীচৈতন্যদাস) শ্রীগুরুদেবের বিবাহে বহু অর্থ ব্যয় করেন।

'প্রেমবিলাস'-নামক গ্রন্থের কয়েকটী প্রক্ষিপ্ত পদে শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর বিবাহ-প্রসঙ্গ লইয়া তাঁহাকে হেয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এইরূপ বিচার কতিপয় ফল্গুত্যাগী, অতিবৈরাগীর অত্যন্ত অপরাধময় ভক্তিবিরুদ্ধ বিচার, সন্দেহ নাই। ঐ বিচারের অনুসরণ করিয়া কতিপয় অর্ব্বাচীন সাহিত্যিকও অনধিকার-চর্চ্চা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদের মতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় খুব বৈরাগ্যবান্ ছিলেন; কিন্তু শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু পূর্ব্বে বৈরাগ্য প্রদর্শন করিলেও পরে দুই-দুইবার দারপরিগ্রহ ও কতিপয় সন্তানের জনক হওয়ায় পূর্ব্ব আদর্শ হইতে স্খলিত (?) হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অভিন্নাত্মা শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর প্রথম দার-পরিগ্রহ-লীলার পরেই শ্রীআচার্য্য-প্রভুকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে বরণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও স্বরচিত 'প্রার্থনা'য়—'দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস' বলিয়া আচার্য্য-প্রভুর করুণা-ভিক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু গোস্বামি-গণের অপ্রকটের পর শ্রীল নরোত্তম প্রভু ও শ্রীল শ্যামানন্দের সহিত সমগ্র গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্যরূপে গৃহস্থ ও ত্যাগী উভয়কুলের দ্বারাই নিত্য পূজিত হইতেছেন। শ্রীল আচার্য্য-প্রভুর শিষ্যব্রুব রূপকবিরাজ নামক এক ব্যক্তি আচার্য্য-প্রভুকে 'গৃহস্থ' বলিয়া অপরাধ করায় শ্রীআচার্য্য-দুহিতা হেমলতা ঠাকুরাণী রূপকবিরাজের কণ্ঠমালিকা ছিঁড়িয়া দিয়াছিলেন। তদবধি রূপকবিরাজ 'বর্জ্জীয় অতিবাড়ী' বলিয়া সমস্ত শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীগৌরপার্ষদ ভক্তবৃন্দ শ্রীল-আচার্য্যপ্রভুর বিবাহের উদ্যোক্তা ছিলেন। সুতরাং মহাভাগবতবর শ্রীল আচার্য্যপ্রভুর বিবাহ-লীলা জীবশিক্ষার জন্য সন্দেহ নাই অর্থাৎ গৃহব্রতগণ যাহাতে অনর্থের অনুকরণ না করে এবং ত্যাগিব্রুবগণও যাহাতে মহাভাগবত-বরকে স্ত্রীপুত্রাসক্ত গৃহমেধী মনে করিয়া বঞ্চিত না হয়, ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর বিবাহলীলায় গৌরপার্ষদগণ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুর নিকট দুইটী পত্র প্রেরণ করিয়া শ্রীব্রজে শ্রীভূগর্ভ-গোস্বামি-চরণের অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের কথা এবং শ্রীরসামৃতসিন্ধু, শ্রীমাধব-মহোৎসব, শ্রীগোপালচম্পূর উত্তর-চম্পূ, শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ প্রভৃতি গ্রন্থলিখন-কার্য্য কতটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা জ্ঞাপন করেন। সেই পত্রিকা-মধ্যে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ বৃন্দাবন দাসের ও অন্যান্য আচার্য্য-শিষ্যগণের কুশল-সংবাদও জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভু শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর পুত্রের নাম 'শ্রীবৃন্দাবনদাস' রাখিয়াছিলেন। যথা শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

পত্রী-মধ্যে বৃন্দাবনদাস নাম যাঁর।
তেঁহো আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ নন্দন প্রচার॥
পুত্র হৈলা মাত্র ব্রজে সংবাদ হইল।
শ্রীজীবগোস্বামী হর্ষে এ নাম থুইল॥

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১৪।১৯-২০)

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু তাঁহার দ্বিতীয় পত্রিকায় শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুকে "সমস্ত-গুণ-প্রশস্ত-বল্লভ-শ্রীনিবাস-আচার্য্য-মহত্তমেষু" বলিয়া পাঠ লিখিয়াছেন। ঐ পত্রিকায় শ্রীব্রজমণ্ডলের সংক্ষিপ্ত সংবাদ, বৈষ্ণবতোষণী, দুর্গমসঙ্গমনী, গোপালচম্পূ প্রভৃতি গ্রন্থ-সংশোধনের সংবাদ, পূর্ব্বে প্রেরিত শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ—যাহা শ্রীল আচার্য্যপ্রভুর সহিত প্রেরিত হইয়াছিল, শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুকে তাহা সংশোধন করিবার আজ্ঞা এবং উত্তর-গোপালচম্পূ-রচনার প্রসঙ্গ প্রভৃতি বিষয় লিখিত হইয়াছিল।

শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু গৌড়দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া গ্রন্থ-বিচার ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন প্রচার করেন। শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীরামচন্দ্রের শিষ্য শ্রীহরিরামাচার্য্য সর্ব্বত্র শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর আনুগত্যে শ্রীগোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী শ্রীল আচার্য্যপ্রভুর অপ্রকটের পর তেজস্বিতার সহিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারকার্য্য করিয়াছিলেন।

শ্রীযদুনন্দন দাসের 'কর্ণানন্দে' শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর রচিত পদাবলীর উল্লেখ ও আদর্শ দৃষ্ট হয়।

'কর্ণানন্দে' শ্রীল আচার্য্যপ্রভুর কন্যাগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে—

জ্যেষ্ঠা হেমলতা, মধ্যা কৃষ্ণপ্রিয়া হয়।
কাঞ্চনলতিকা কন্যা কনিষ্ঠা কহয়॥
ইঁহাদের শাখা-উপশাখা হ'বে যত।
ভাগ্যবন্ত-জনে তাহা করিবে বেকত॥

তাঁহার শিষ্য শ্রীযদুনন্দনদাস বহু গোস্বামি-ভক্তিগ্রন্থের সুমধুর পদ্যানুবাদ করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে একজন বিখ্যাত পদকর্ত্তা হইয়াছেন। শ্রীল যদুনন্দনদাস ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

শ্রীযুত শ্রীপ্রভু মোর আচার্য্য ঠাকুর।
গৌড়ে রাধাকৃষ্ণ-লীলার ভাণ্ডার প্রচুর॥
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমময়ী তাঁহার নন্দিনী।
শ্রীল হেমলতা নাম ঠাকুরাণী॥
তিঁহো পদধূলি দিল আমার মস্তকে।
সেই সে ভরসা মোর হঞাছে অধিকে॥

(শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব)

শ্রীচৈতন্যদাসের দাস, ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাস,
আচার্য্য আর শ্রীল হেমলতা।
তাঁর পাদপদ্ম-আশ, এ যদুনন্দন দাস,
অবাট প্রাকৃতে কহে কথা॥

(শ্রীশ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত)

শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর পুত্র ও বহু শিষ্য পদকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। কেহ কেহ আচার্য্যপ্রভুর পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দ-প্রণীত 'বীর-রত্নাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছে। ঐ গ্রন্থের-ভণিতা এইরূপ—

মহাপ্রভু বীরচন্দ্রাদ্যপদদ্বন্দ্বে।
শ্রীনিবাসসুত কহে এ গতিগোবিন্দে॥

শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর রচিত পদ বলিয়া দুই-একটি পদ কেহ কেহ উল্লেখ করেন। শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর

বৃদ্ধ-প্রপৌত্র শ্রীরাধামোহন ঠাকুর অষ্টাদশশতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে 'পদামৃতসমুদ্র'-নামে এক পদ-সঙ্কলন-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উহার "মহাভাবানুসারিণী"-নাম্নী একটি সংস্কৃত টীকাও তিনি লিখিয়াছিলেন।

'শ্রীনরোত্তম-বিলাসে' ঘনশ্যাম দাস কর্ণপূর কবিরাজের শ্রীগুণলেশসূচকের যে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর চরিত্রের উপকরণ পাওয়া যায়।

আবির্ভূত কুলে দ্বিজেন্দ্রভবনে রাঢ়ীয়-বর্ণেশ্বরো
নানাশাস্ত্রসুবিজ্ঞনির্মলধিয়া বাল্যে বিজেতা দ্বিষাম্।
নীলাদ্রৌ প্রকটং শচীসুতপদং শ্রুত্বা জনাৎ সর্ব্বকং
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥

রাঢ়ীয় বর্ণেশ্বরিকুলে ব্রাহ্মণভবনে জন্মগ্রহণ করিয়া নানাশাস্ত্রে সুবিজ্ঞ ও নির্ম্মল-বুদ্ধিবলে যিনি বাল্যকালেই দিগ্বিজয় করিয়াছেন এবং নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন প্রকট আছেন, ইহা জনমুখে শুনিয়া যিনি তথায় ধাবিত হইয়াছিলেন, সেই এই মদীয় করুণাসাগর শ্রীল শ্রীনিবাস প্রভু বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।

গচ্ছন্ শ্রীপুরুষোত্তমং পথি মহাচৈতন্যচন্দ্রসংগোপনং
মূর্চ্ছাপন্ন কচান্ লুনন্ স্বশিরসো ঘাতং করাভিহতম্।
তৎপাদং হৃদি সন্নিধায় গতবান্নীলাচলং যঃ স্বয়ং
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥

আহা! যিনি শ্রীপুরুষোত্তমে যাইতে যাইতে পথিমধ্যেই শ্রীগৌরসুন্দরের তিরোভাববার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, কেবল মূর্চ্ছিতই নহে, মস্তকের কেশ-কলাপ ছিন্নভিন্ন করিয়া মস্তকে করাঘাতপূর্ব্বক শত-শতবার আত্মবিনাশ বাঞ্ছিত করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে চিন্তা করত যখন নীলাচলে গমন করিলেন, সেই এই মদীয় করুণানিধি শ্রীল শ্রীনিবাস প্রভু বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।

গচ্ছন্ যঃ পথি খণ্ডবাসনগরে চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়ং
নত্বা শ্রীসরকারঠক্কুরবরং নীত্বা তদাজ্ঞাং তথা।
তৎপশ্চাদ্রঘুনন্দনস্য চরণং নত্বা গতো যঃ পুরম্
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥

যিনি শ্রীখণ্ডে গমনপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রেষ্ঠ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তৎপরে শ্রীল রঘুনন্দনের শ্রীচরণ অভিবন্দন ও স্মরণ করিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই এই মদীয় কৃপাবারিধি শ্রীল শ্রীনিবাস প্রভু বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।

অনেকের হৃদয়ে সন্দেহ হয় যে, শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর শিক্ষাশিষ্য এবং শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামি-প্রভুর দীক্ষিত শিষ্য হইলেও তাঁহার নাম বা শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি-প্রভুর শিষ্য শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নাম 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' কেন উল্লিখিত হয় নাই? ইহার উত্তরে অনেকে বলেন যে, শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু বা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর মারফৎ গৌড়দেশে অন্যান্য গোস্বামি-গ্রন্থের সহিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থ প্রেরণ করেন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর নিকট 'আচার্য্য'-পদবী লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং আচার্য্য শ্রীনিবাস বা ঠাকুর মহাশয়ের নাম শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর গ্রন্থে অনুল্লেখ কিছু অস্বাভাবিক নহে। আমরা প্রাচীন পদকর্ত্তার অনুগমনে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর জয়কীর্ত্তন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

জয় জয় শ্রীনিবাস ভগবান।
দীনহীনজন, প্রেম-রসায়ন,
ঐছন মধুরিম নাম॥ ধ্রু॥
কাঞ্চনবরণ-বরণ, তনু ঝলমিত,
কৌষিক বসন বিরাজে।
প্রেমনাদ করি', কহত 'ভাগবতে',
সোই বচন তহু সাজে॥
নিজ নিজ ভকত, গাইয়ত পদহি,
প্রকট সুচরণারবিন্দে।
নিরবধি অন্তরহি, নাম বিরাজিত,
"রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দে"॥
যুগল-ভজন, লীলা-আস্বাদন,
প্রেমভকতি হাতে।
দুরা ছিন্ন সবহে, শরণাগত দেখব,
গোবিন্দদাস অনাথে॥

'প্রেমবিলাসে' ১৮শ বিলাসের শেষে অর্থাৎ গ্রন্থের উপসংহারে বহরমপুরের সংস্করণে শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুর শাখা-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোক পাওয়া যায়—

শ্রীদাস-গোকুলানন্দৌ শ্যামদাসস্তথৈব চ ।
শ্রীব্যাসঃ শ্রীল-গোবিন্দঃ শ্রীরামচরণস্তথা ॥
ষট্‌চক্রবর্ত্তিনঃ খ্যাতা ভক্তিগ্রন্থানুশীলনাঃ ।
নিস্তারিতাখিলজনাঃ কৃষ্ণৈকভজনেরতাঃ ॥
শ্রীরামচন্দ্র-গোবিন্দ-কর্ণপূর-নৃসিংহকাঃ ।
ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণ-গোকুলৌ ॥
কবিরাজা ইমে খ্যাতা অষ্টাবেতে মহীতলে ।
উত্তমা ভক্তিসদ্গ্রন্থব্যাখ্যান-বিচক্ষণাঃ ॥
চৌরাজ ইতি খ্যাতো রামকৃষ্ণাভিধানকঃ ।
কুমুদানন্দসংজ্ঞকঃ কুলরাজঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
শ্রীরাধাবল্লভঃ খ্যাতো মণ্ডলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।
চক্রবর্ত্তী সমাখ্যাতো জয়রামাভিধানকঃ ॥
শ্রীরূপঘটকশ্চাপি সর্ব্ববিখ্যাত এব চ ।
শ্রীমৎ-ঠাকুরদাসাখ্যঃ ঠক্কুরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
মহারাজাধিরাজঃ শ্রীবীরহাম্বীরসিংহকঃ ।
মল্লভূপকুলোৎপন্নো ভক্তিমান্ সুপ্রতাপবান্ ॥
একমত্রী কবিভূপা যাদবৈকে মহামহাঃ ।
মহাবনিপতিশ্চৈকঃ শাখা ইত্যেকবিংশতিঃ ॥
শ্রীশ্রীনিবাসকল্পদ্রোঃ শাখাবর্ণনমেব চ ।
শ্রীগোবিন্দ-কবীন্দ্র-চন্দন-গিরেশ্চন্দনবাতাদিভে-
নানীতঃ কবিতাবলীপরিমলঃ কৃষ্ণেন্দুসম্বন্ধবান্ ।
শ্রীমজ্জীবসুধাব্ধি-পাদপ্রভবো ভক্তান্ সমুন্মাদয়ন্
সর্ব্বত্রাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমদ্ভুতং পরম্ ॥

শ্রীশ্রীদাস, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীশ্যামদাস, শ্রীব্যাস, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীরামচরণ—ইঁহারা ষট্ (ছয়) চক্রবর্ত্তী বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহারা ভক্তিগ্রন্থানুশীলনরত, বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণ ও অখিলজনগণের নিস্তারকারী ছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীকর্ণপূর, শ্রীনৃসিংহ, শ্রীভগবান্, শ্রীবল্লবীদাস, শ্রীগোপীরমণ ও শ্রীগোকুল—এই আট জন অষ্ট কবিরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহারা ভক্তশ্রেষ্ঠ এবং পৃথিবীতে ভক্তিসদ্গ্রন্থমালা-বিস্তারণে নিপুণ; ইঁহারা জয়যুক্ত হউন।

শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী 'চৌরাজ'-নামে বিখ্যাত, শ্রীকুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তী 'কুলরাজ' বলিয়া বিশেষরূপে কীর্ত্তিত, শ্রীরাধাবল্লভ 'মণ্ডল' বলিয়া বিঘোষিত, শ্রীজয়রাম চক্রবর্ত্তী জগতে সুপ্রসিদ্ধ, শ্রীরূপঘটক সর্ব্বত্র বিখ্যাত এবং শ্রীঠাকুরদাস 'ঠাকুর' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তিত ছিলেন।

মল্লভূপকুলোৎপন্ন মহারাজাধিরাজ শ্রীবীরহাম্বীর সিংহ ভক্তিমান্ ও অতিশয় প্রতাপশালী ছিলেন।

শ্রীশ্রীনিবাসকল্পতরুর একবিংশতি শাখা—অষ্ট কবিরাজ, দ্বাদশ বিপ্র বা 'চক্রবর্ত্তী' ও মহারাজ (শ্রীবীরহাম্বীর) এইরূপ শ্রীনিবাসাচার্য্য-শাখা।

শ্রীগোবিন্দকবিরাজরূপ চন্দনগিরি (মলয়পর্ব্বত) হইতে পবনরূপ অখিলের দ্বারা আনীত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-সম্বন্ধযুক্ত কবিতাবলীর সৌরভ শ্রীব্রজবনে শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদ-কমলমধু-সেবী ভক্তরূপ ভৃঙ্গগণকে উন্মত্ত করিয়া সর্ব্বত্রই চমৎকারবিধান করিয়াছিল। ইহা অপেক্ষা আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে?

শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব-স্থান চাখন্দীগ্রাম-সম্বন্ধে এইরূপ তথ্য পাওয়া যায়—

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে মুর্শিদাবাদ-লাইনে 'চাখন্দী-গ্রাম'-ষ্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে ও গঙ্গানদীর পূর্ব্বপারে অবস্থিত। নদীয়া জেলার অধীন দেবগ্রাম ডাকঘর হইতে তথায় চিঠিপত্রাদি বিলি হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-মহামহোৎসব

শ্রীধাম-মায়াপুরে—গত ২১শে অক্টোবর, ৫ঠা কার্ত্তিক মঙ্গলবার শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব শ্রীধাম-মায়াপুর আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রাতে শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে শ্রীহরিকথা আলোচনা হইলে পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ মুকুন্দানন্দ বিদ্যাবিনোদ 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'-মতে গো-গণকে তিলক-হরিদ্রাদির দ্বারা শোভিত করিয়া গো-পূজা করেন। অনন্তর নাট্যমন্দিরে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইলে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর তিনি 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' হইতে কৃষ্ণ-নিজজন শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা-প্রসঙ্গ, শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টক, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত 'ভজনদর্পণ'-ভাষ্য সহ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুর 'মনঃশিক্ষা', 'শ্রীগোবর্দ্ধন-প্রার্থনাদশকম্' প্রভৃতি পাঠ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক সভায় উপস্থিত হইয়া সকলকে কৃপোৎসাহিত করেন। অনন্তর বিবিধ সেবোপকরণের দ্বারা ভোগারাত্রিকান্তে শ্রীধামবাসী সকলকেই শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে গোধন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। রাত্রে শ্রীপাদ অঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপাশীর্ব্বাদে ও শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পরিচালকসমিতির সেবোদ্যোগে শ্রীল তীর্থ গোস্বামি-মহারাজের নেতৃত্বে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব অপূর্ব্ব সাফল্য ও সুশৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশমত ঊষঃকালে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিকের পর মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণ বন্দনা, শ্রীগুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্বনাম, মহাজন-পদ ও শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টক-গীতি কীর্ত্তন করিলে পণ্ডিতবর শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ মহাশয় 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্' পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত 'শিক্ষাষ্টক', 'নামাষ্টক', ও 'শরণাগতি' গীতি সুমধুরস্বরে কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুজ্ঞানুসারে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-বিরচিত "শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্" সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে গীত হইলে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ দৈন্যার্ত্তি ও আবেগের সহিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামি-প্রকটিত শ্রীগোপালদেবের অন্নকূট-মহোৎসব-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। নাট্যমন্দিরে পূর্ব্ব হইতে শত শত নর-নারী অন্নকূট-মহোৎসব ও শ্রীবিগ্রহগণের ভোগারাত্রিক-দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিলেও সকলে নিঃশব্দে ও মনোযোগের সহিত শ্রীঅন্নকূট-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়াছিলেন।

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-পাঠের পর শ্রীমন্দিরের দ্বার-উন্মোচন হইলে সকলেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দজীউর অপূর্ব্ব শৃঙ্গার, বিপুল অন্নকূট ও বিচিত্রসেবোপকরণ-দর্শনসৌভাগ্য-লাভে ধন্য হন। পঞ্চতত্ত্বনাম, মহামন্ত্র ও 'যশোমতীনন্দন, ব্রজবরনাগর' গীতিকীর্ত্তনের সহিত শ্রীবিগ্রহের মধ্যাহ্ন-ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হয়। ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনকালে যে উচ্চ সংকীর্ত্তনরোল, শঙ্খধ্বনি ও নারীগণের জয়জয়কার বা হুলুধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, তাহা উপস্থিত সকল ভাগ্যবান জনগণের প্রাণেই বৈকুণ্ঠস্মৃতি জাগাইয়া দিয়াছিল। সহস্রাধিক প্রকারের সেবোপকরণ শ্রীঅন্নকূট-ভোগের সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছিল। ভারতবর্ষের সুদূর প্রদেশসমূহ হইতেও নানা-প্রকারের সেবোপকরণ আসিয়াছিল। মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের নিষ্কপট সেবাচেষ্টায় শ্রীমহাপ্রসাদের এতাদৃশ বিচিত্রতা সম্ভবপর হইয়াছিল।

মধ্যাহ্ন হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত অগণিত জনস্রোতঃ শ্রীবিগ্রহ ও অন্নকূট-মহোৎসব দর্শন এবং শ্রীমহাপ্রসাদ গ্রহণ

করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পর শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ স্বহস্তে গো-পূজা করেন এবং গো-গণকে মহাপ্রসাদ ভোজন করান।

শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস কাব্যতীর্থ মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে "শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব"-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বহু ব্যক্তিকে অন্নকূটের বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বহু ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ ও বৈষ্ণবগণের নিকট বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া ধন্য হন। অন্নকূট-মহোৎসব-উপলক্ষে অনেক দূরদেশ হইতে গৃহস্থ ভক্তগণ আসিয়াছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা অন্নকূট ও শ্রীবিগ্রহ-দর্শনে সুকৃতি লাভ করিয়াছেন।

দর্শনার্থী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্-এ, রাজা বাহাদুর; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ কণ্ট্রাক্টর, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সিংহ (ঝালকাঠী, বরিশাল), ডাঃ শ্রীযুক্ত কালিপদ দাস এম্-বি, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেন প্রভৃতি কয়েকজনের নাম প্রদত্ত হইল। গৌড়ীয়মঠ-সেবক শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারী ভক্তিজীবন ও শ্রীপাদ মাধবচৈতন্য ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের সেবা-চেষ্টা প্রশংসনীয়া।

ঢাকা **শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে**—গত ৬ঠা কার্ত্তিক, ২১শে অক্টোবর মঙ্গলবার গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামি-ঠাকুরের আনুগত্যে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব নিরবদ্য শ্রীহরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীল রসিকানন্দদেবের আবির্ভাব-তিথি তাঁহাদের অপ্রাকৃত গুণাবলী-কীর্ত্তনমুখে সম্মানিত হইয়াছে।

উক্তদিবস প্রাতে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজন-পদাবলী ও 'শ্রীদামোদরাষ্টক' কীর্ত্তনান্তে মহোপদেশক পণ্ডিতবর শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত'-গ্রন্থ হইতে কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর, পরম ঔদার্য্যময় শ্রীনবদ্বীপধাম ও শ্রীগৌরভক্তগণের অপার মহিমার কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীবিনোদরায়জীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা হয়। অতঃপর মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' হইতে শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ-অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীগোপালবিগ্রহের অন্নকূট-মহামহোৎসব-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নে নানা-উপচারে কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীবিনোদরায়জীউর মধ্যাহ্নিক-ভোগারাত্রিক সুসম্পন্ন হইলে পূজ্যপাদ শ্রীল সাগর মহারাজ পুনরায় শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীশ্রীগোপালের প্রতি স্বাভাবিকী প্রীতি, শ্রীশ্রীগোপালেরও একান্ত প্রিয়তম ব্রজবাসীর প্রেমধারা ও প্রকৃত গোবর্দ্ধনপূজা বা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তর্পণধারা একমাত্র ব্রজবাসীতেই পূর্ণভাবে নিত্য বর্ত্তমান, অন্যে সম্ভব নয় ইত্যাদি কথা কীর্ত্তন করেন। ঐ দিবস অপরাহ্নে মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ প্রভু স্বহস্তে গো-পূজা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে শ্রীল সাগর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীনন্দ-মহারাজ প্রমুখ ব্রজবাসিগণের ইন্দ্রপূজা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও তাহাতে ইন্দ্রের অত্যাচার হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনগিরি-ধারণের কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর কলিহত ত্রিতাপদগ্ধ জগতের প্রতি শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের মহাদানের কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় পার্ষদ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে ঐকান্তিকী নিষ্ঠার পরিচয় প্রদর্শন করিয়া অপূর্ব্ব যৌক্তিক সিদ্ধান্তসমূহ সহজ সরল ভাষায় সম্পুটিত করিয়া পতিত দুর্গত অজ্ঞ জীবগণের প্রতি করুণা বিতরণ করিয়াছেন। এই একখানি মাত্র গ্রন্থ রচনা করিয়াই তিনি পৃথিবীতে 'শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস'-রূপে সর্ব্বজনবিদিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজের সর্ব্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দদৈবত বৈষ্ণবগণের মাহাত্ম্য উচ্চকণ্ঠে গীত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি প্রত্যহ প্রত্যেক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হরিভজনেচ্ছু ব্যক্তির অবশ্য পাঠ্য। তৎপরে শ্রীল সাগর মহারাজ শ্রীল রসিকানন্দদেবের পূতচরিত্রের কথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তনান্তে সমবেত ভক্ত, বিদ্বান্ সজ্জন, মহিলা, অতিথি-অভ্যাগত—সকলকেই শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ঐ দিবস পরমারাধ্যতম পতিতপাবন-শিরোমণি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ও ভক্তোত্তম কমলাপুর শ্রীগোপালজী মঠেও শ্রীহরিকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীল রসিকানন্দদেবের তিরোভাব ও আবির্ভাবতিথি তাঁহাদের অপ্রাকৃত পবিত্র চরিতগাথা ও কৃপার কথা কীর্ত্তন-মুখে সেবিত হইয়াছেন। ঐদিবস শ্রীহরিকথা-শ্রবণার্থ সমাগত সজ্জনগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রীবহুলাষ্টমী

গত ২৬শে আশ্বিন, সোমবার শ্রীবহুলাষ্টমী-উপলক্ষে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রকটবার্ত্তা কীর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশানুসারে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে শ্রীভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রাকট্যবিবরণ এবং শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর 'শ্রীউপদেশামৃতে'র তিনটি অন্তিম শ্লোক ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদের ও শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের টীকা, বৃত্তি, ভাষ্য ও পদ্যানুবাদসহ ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপদ্মপুরাণের কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে,—

গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে রাধাকুণ্ডং প্রিয়ং হরেঃ।
কার্ত্তিকে বহুলাষ্টম্যাং তত্র স্নাত্বা হরেঃ প্রিয়ঃ।
নরো ভক্তো ভবেদ্বিপ্র তদ্ধি তস্য প্রতোষণম্।
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। ১৮
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥
তৎকুণ্ডে কার্ত্তিকেঽষ্টম্যাং স্নাত্বা পূজ্যো জনার্দ্দনঃ। ১৯
প্রবোধন্যাং যথা প্রীতস্তথা প্রীতো ভবেৎ। ২০

শ্রীহরির প্রিয় শ্রীরাধাকুণ্ড রমণীয় শ্রীগোবর্দ্ধনপর্ব্বত-মধ্যে বিরাজিত। কার্ত্তিক-মাসে শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী-তিথিতে শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করিলে লোক শ্রীরাধাকুণ্ডবিহারী শ্রীহরির প্রিয়তম হইতে পারেন। কারণ, তাহাতে শ্রীহরির অত্যন্ত তোষণ হয়। শ্রীরাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, শ্রীরাধাকুণ্ডও তদ্রূপ প্রিয়। কেননা সকল গোপীর মধ্যে একা শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা। কার্ত্তিক-মাসে শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করিয়া শ্রীজনার্দ্দনের সেবা কর্ত্তব্য। শ্রীজনার্দ্দন উত্থান-একাদশীতে পূজিত হইলে যেরূপ প্রীত হন, এই দিনের পূজাতেও সেইরূপ প্রীত হন।

কার্ত্তিক-মাসে শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী-তিথিতে আরিট্-গ্রামে বৃষরূপধারী অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়া শ্রীরাধার কৌতুকময়ী ইচ্ছানুসারে শ্রীকৃষ্ণ তথায় পদাঘাতপূর্ব্বক একটি কুণ্ড আবিষ্কার করেন এবং সমস্ত তীর্থ তথায় আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া শ্রীরাধিকার অভিলাষ পূরণ করেন। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীও সখীগণের সহিত আর একটি কুণ্ড খনন করিলে শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশানুসারে সমস্ত তীর্থ শ্রীশ্যামকুণ্ড হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রবেশ করেন ও সমস্ত তীর্থ শ্রীরাধার স্তব করিতে থাকেন। কার্ত্তিক-মাসে অষ্টমী-তিথিতে অর্দ্ধরাত্রে এই শ্রীকুণ্ড-প্রাকট্য হয়। তাই এখনও বহুলাষ্টমী-তিথিতে শ্রীরাধাকুণ্ডে বহু ব্যক্তি আগমন করিয়া মধ্যরাত্রে শ্রীকুণ্ড-স্নানাদি করেন।

শ্রীবহুলাষ্টমী শ্রীমাধবতিথির অন্তর্গত এবং শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ শ্রীগৌড়ীয়গণের পরমারাধ্য। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এই শ্রীবহুলাষ্টমী-তিথিতে শ্রীকর্ণ, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীভক্তি-বিনোদ-গৌরসরস্বতী-রচিত শ্রীরাধাকুণ্ড-বিষয়ক স্তবাদি কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ মঙ্গলবিনোদ দাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনবিরচিত শ্রীরাধাকুণ্ড-বিষয়ক গীতিসমূহ কীর্ত্তন করেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠের পাদদেশে ও শ্রীচৈতন্য-মঠের মধ্যে শ্রীবহুলাষ্টমী অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রাকট্যের দিন হইতে শ্রীগঙ্গাদেবী আগমন করিয়াছেন। শ্রীধামবাসী ভক্তগণ নিত্য শ্রীগঙ্গাস্নান করিতেছেন। শ্রীল তীর্থগোস্বামি-মহারাজ ভক্তবৃন্দসহ নৌকাযোগে শ্রীকোলদ্বীপে শ্রীশ্রীল

দণ্ডীগণ বাবাজী মহারাজের দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণদ্বীপ ও অন্যান্য দ্বীপেও শ্রীভক্তগোষ্ঠীসহ শ্রীহরি-কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের বাহদেশে ও শ্রীযোগ-পীঠের পাদপীঠ হইতেই শ্রীগঙ্গাদেবীর স্পর্শ লাভ হয়।

শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী ও শ্রীগোপাষ্টমী ; শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্য, শ্রীগদাধরদাস ঠাকুর ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব-তিথিপূজা

গত ১০ই কার্ত্তিক সোমবার শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী ও শ্রীগোপাষ্টমী-তিথি-পূজা এবং শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু, শ্রীল গদাধর দাস ঠাকুর ও শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের বিরহ-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীব্রজবাসিগণের শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী-তিথিপালন-সম্বন্ধে অনেক কথা কীর্ত্তন করেন। এই দিবস শ্রীযশোমতী শ্রীনন্দদুলালকে গোষ্ঠে গোবৎসসমূহ-চারণবিষয়ে প্রথম 'হাতে খড়ি' প্রদান করেন। শ্রীবৃন্দাবন-লীলায় বেদাধ্যয়নাদির প্রসঙ্গ নাই। তথায় শ্রীবৃন্দাবনের যে সহজ স্বপ্রকৃতের প্রাধান্যভাব, তাহাই পূর্ণভাবে সংরক্ষিত। এজন্য তথায় গোচারণ-শিক্ষায় 'হাতে খড়ি' প্রদানই প্রকৃত বিচার। সুতরাং ব্রজবালকগণও শ্রীকৃষ্ণের সাহচর্য্য লাভ করিবার জন্য গোচারণ-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীমুরারিগুপ্তের স্থান হইতে বিপুল পরিমাণে কচি ঘাস আনাইয়া শ্রীচৈতন্যমঠের গাভীদিগকে ভোজন করান এবং বলেন যে,—ইহা প্রাণিসেবা নহে। শ্রীকৃষ্ণের গাভী, তাহারা শরণাগত হইয়া সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীভগবানের সেবা করিতেছে, সেই বিচারে ইহাদের সেবা করিলে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হইবে। প্রাণী বিচারে গো-সেবা বৈশ্যধর্ম্ম বা কর্ম্মীর কর্ম্ম।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীল গদাধর দাস প্রভু, শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত-সম্বন্ধে বক্তৃতাকারে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের নিকট সে-সকল কথা কৃপাপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সম্পাদক মহাশয় তাহা মধ্যাহ্নারতির পর শ্রীচৈতন্যমঠে একটি মহতী বৈষ্ণব-সভায় অনুকীর্ত্তন করেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ-কাব্যতীর্থ, শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুও ভক্তগণ বিরহসূচক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীধামবাসী-বৈষ্ণবগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীউত্থান-একাদশী ও শ্রীগৌরকিশোর-বিরহোৎসব

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে গত ১৩ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শ্রীউত্থান-একাদশী-তিথিতে শ্রীমাধব-তিথি পালনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-বিরহ-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব মধ্যাহ্নারাত্রিককাল হইতে ভক্তগোষ্ঠী-মধ্যে কৃপাপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া শ্রীমধ্যাহ্নারাত্রিক দর্শন এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর সমাধি-মন্দির পরিক্রমা করিয়া বিরাট সংকীর্ত্তন-মণ্ডলীর অগ্রণীরূপে শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীযোগপীঠ ও শ্রীনৃসিংহ-মন্দির প্রভৃতি পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীগৌরকিশোর-সমাধিমন্দিরের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীপরমগুরুদেবের শ্রীচরণ বন্দনা করেন। অতঃপর পরম পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর কৃপা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ না করিলে যে কিছুতেই উপলব্ধির বিষয় হইত না, তাহা বিশেষ সহকারে কীর্ত্তন ও তৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর কৃপার কথা বর্ণন করেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আজ্ঞানুসারে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয় শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর "ব্রজলীলা" ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "বিপ্রলীলা" যে একই তাৎপর্য্যপর, তাহা কীর্ত্তন করিয়া বৈষ্ণববৃন্দের নিকট অকৈতব ভক্তি-প্রসাদার্থ বল প্রার্থনা করেন।

তৎপরে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ভক্তবৃন্দের সহিত ঊর্দ্ধবাহু হইয়া শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে শ্রীশ্রীতুলসী পরিক্রমা করিতে করিতে বেড়া-সংকীর্ত্তন করেন।

তৎপরে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অতিশয় কৃপাবিস্তার পূর্ব্বক "শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-বিরহ-তিথির প্রকৃত সার্থকতা কি ?" এই সম্বন্ধে বহুমূল্য উপদেশ প্রদান ও 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' ব্যাখ্যা করেন।

অপরাহ্নে শ্রীগোকুল-মহোৎসব, শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর অলৌকিক চরিত্র, শিক্ষা ও কৃপার কথা আলোচনা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সারারাত্র শ্রীনাম কীর্ত্তন করিয়া শ্রীএকাদশীতে শ্রীহরি-কীর্ত্তনমুখে রাত্রিজাগরণের আদর্শ প্রকট করিয়াছিলেন।

তৎপর দিবস পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশী-তিথিতেও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ ও শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যা-শ্রবণমুখে শ্রীহরিসংকীর্ত্তনোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

১৫ই কার্ত্তিক শনিবার শ্রীচৈতন্যমঠে সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব এবং শ্রীধামবাসী বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব 'পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর'-গ্রন্থ-পারায়ণ ও তাঁহার মহিমা-সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীপাদ অনবদ্যজিৎ ভক্তিসৌরভ বি-এ, বি-এল মহোদয় শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে হরিকথা অনুকীর্ত্তন করেন।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠে শ্রীউত্থানৈকাদশী ও ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথি উপোষণ ও শ্রীহরিসংকীর্ত্তনমুখে সম্পাদিত হইয়াছেন। ঐ দিবস ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ 'পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর'-গ্রন্থ পাঠ ও তাহা হইতে বহু অমূল্য উপদেশ নিষ্কপট হরিভজনেচ্ছু সেবকগণের নিকট প্রায় ৬ ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন। রাত্রিতে মহোপদেশক পণ্ডিতবর শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত 'শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ বিভু' শীর্ষক প্রবন্ধ এবং নদীয়াপ্রকাশ হইতে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অমূল্য উপদেশাবলী পাঠ করেন। পরদিবস পক্ষবর্দ্ধিনী দ্বাদশীতিথি উপোষণ, 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-পারায়ণ ও সর্ব্বক্ষণ হরিসংকীর্ত্তনমুখে সেবিত হন। পরদিবস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর-বিরহ-স্মরণ-কীর্ত্তনোৎসবে বেলা ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-পারায়ণ ও তৎপরে পুনরায় শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অলৌকিক চরিত্র ও উপদেশাবলী 'পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর'-গ্রন্থাবলম্বনে আলোচিত হয়। অতঃপর সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ঢাকানগরীর বহু ব্যক্তি এখানকার দাঙ্গা-হাঙ্গামা-ভীতির মধ্যেও সমাগত হইয়া শ্রীহরিকথা-শ্রবণের সুযোগ বরণ করিয়াছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী গত ২৭শে আশ্বিন, ১৪ই অক্টোবর, মঙ্গলবার নৈহাটী রেলওয়ে ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে এক সজ্জনমণ্ডিত সভায় 'মানব-জীবনের কর্ত্তব্য'-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু উচ্চশিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইয়া সাগ্রহে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করেন।

ভক্তিশাস্ত্রীজী ময়মনসিংহ-জেলান্তর্গত ধলা, লক্ষ্মীপুর, রাধামৃতগঞ্জ, চারপাড়া, বাটুলী, গফরগাঁও, কাওরাইদ, শ্রীপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করিয়া গত ১৫ই কার্ত্তিক, ৩১শে অক্টোবর, শুক্রবার দিবস ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের বার্ষিক শ্রীহরিস্মরণ-মহোৎসবে যোগদান করেন।

সংশোধন

গৌড়ীয় ২০শ খণ্ড, ১১শ-১২শ যুগ্মসংখ্যায় "শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়" শীর্ষক প্রবন্ধে ১৬১ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভের শেষ অনুচ্ছেদে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর খদির বনে যে নিত্যলীলায় প্রবেশের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা খয়রা গ্রামের শ্রীখদির বনের শ্রীযুগলকুণ্ডের তীরস্থ কোন ব্যক্তির মুখে শ্রুত কিংবদন্তী। বস্তুতঃ প্রামাণিক গ্রন্থে ইহার কোন সমর্থন নাই; বরং শ্রীবৃন্দাবনবিপিনীর পথ শ্রীবৃন্দাবনবিপিনীর নিজস্ব স্থানসমূহেই অন্তর্দ্ধান করেন—এইরূপই শ্রীরূপানুগ-মহাজনগণ বলিয়া থাকেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ঢাকার দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য প্রেসের কার্য্য স্থগিত থাকায় "গৌড়ীয়" প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইল এবং একসঙ্গে তিন সপ্তাহের "গৌড়ীয়" প্রকাশিত হইল—গৌঃ কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চম বার্ষিক বিরহ-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরসাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

THE GAUDIYA MISSION

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮; ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ { ১৯শ-২০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

[স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ, ভক্তিবিজয়-ভবন।
কাল—১৩ই চৈত্র, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ; ইং ২৬শে মার্চ, ১৯৩২, অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা।]

[শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে থাকিতে না পারায় চিত্তবৃত্তি খারাপ হইয়া যাইতেছে, কে—মহারাজ এইরূপ অভিযোগ করায় তদুত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উক্তি—]

আমাদের সজ্জনের জন্য যে সাময়িক উৎসবাদির প্রবর্তন, তীর্থ-সেবা শ্রীধামবাসের সুযোগদান, তাহার মূল উদ্দেশ্য—চেতনের বৃত্তি উন্মেষিত করা। চেতনের স্বভাবে বৃত্তি আছে, কিন্তু বর্তমানে তাহা অনুন্মেষিত। খুব ethical হওয়া বা altruistic হওয়া প্রভৃতি এই জগতের যে সকল নীতি, তাহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা। কারণ, এই জগতের সাময়িক দেশকালপাত্রগত পারিপার্শ্বিকতার সহিত ঐরূপ নীতির নশ্বর ক্ষণিক সম্বন্ধ আছে। Altruistic হইয়া চেতনের বৃত্তিকে আর একদিকে entrust করা হয়। ভোগের পথ যেরূপ কুপথ, ত্যাগের পথও সেইরূপ বিপথ। ফল্গু-বৈরাগী মধ্যপথে দিশাহারা হইয়া ত্যাগের পথ গ্রহণ করিয়াছে। জড়জগতের প্রীতি বা প্রীতিরাহিত্য উভয়ই ঈশ-বিমুখতা। এই দুইপ্রকার ঈশ-

বিমুখতা পরিত্যাগ না করিলে ভক্তির পূর্ণ আশ্রয় লাভ হয় না। 'হারমনিষ্ট', 'গৌড়ীয়', 'নদীয়াপ্রকাশ', 'পরমার্থী' প্রভৃতি সাময়িক পত্র প্রকাশ করিবার কেন আবশ্যকতা হইয়াছে? সকলেই ত' জানেন,—এই সংসার অনিত্য, ইহা হইতে পৃথক্ হইলেই মঙ্গল এবং ইহাতে আসক্ত হইলেই অমঙ্গল। কিন্তু ইহা জানিলেও শ্রৌতবাণীর সহিত নিজের চিত্তবৃত্তিকে ঐকতানে সংযুক্ত না রাখিতে পারিলে, ত্যাগ ও ভোগ—কোনটি অবলম্বন করিয়াই মঙ্গল হয় না। এইজন্যই মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক পারমার্থিক সংবাদপত্রসমূহে শ্রৌত-উপদেশসমূহ আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গে dovetailed থাকিবার সুযোগদান প্রদান করিতেছেন। তত্ত্ববিচার বুঝিতে চেষ্টা হইলে বা না বুঝিতে পারিলে হয় কর্ম্মকাণ্ড, না হয় নির্ব্বিশেষবাদের মধ্যে পড়িয়া যাইতে হইবে—বহির্ম্মুখ-সঙ্গপ্রভাবে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ বৃদ্ধি পাইবে। আমার সঙ্গে থাকিলে কি ফল হইবে? "গোপীনাথ! আমি ত' কাম-ক্রোধের দাস";—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।

শেষের পঙ্‌ক্তি দুইটী ত' বলিবার যোগ্যতাই আমার নাই।

১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বে পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী মহাশয় থাকিতেন। একদিন একটি লোক নরহত্যা করে। পুলিশের লোক, কতকগুলি লোকের কথায় শ্রীস্বরূপদাসকে নরহত্যার ষড়যন্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট মনে করিয়া তাঁহাকে ধরিল। তিনি একাকী নির্জ্জনে থাকিতেন। তাহাতেও কতকগুলি লোকের মাৎসর্য্য হইয়াছিল। তখন তিনি মনে করিলেন যে,—তিনি আর জগন্নাথের মন্দিরে থাকিবেন না, কাশীপট্টকার 'গিরিধারী মঠে'র নিকট একটি কুটিরে বাস করিবেন। অতএব আমরা যে মনে করি—অনেক লোক-জনের সহিত থাকিলেই হাঙ্গামায় পড়িতে হয়, তাহা নহে; নির্জ্জনে ও একাকী থাকিলেও অনেক অসুবিধা আসিতে পারে। যাঁহারা সৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একাকী বা নির্জ্জনে বাস করেন, তাঁহাদেরও জড়াভিমান, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি বৃদ্ধি হয়।" অনেক সময় বহির্জ্জগতের লোকের কনক-কামিনী-চেষ্টা দেখিয়া মনে করি, জগতের মধ্যে থাকিলে আমাদের সেই চেষ্টা বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু দেখিতে পাওয়া গিয়াছে,—রাজধানীর অট্টালিকায় পালঙ্কোপরি সুখশয্যায় শায়িত থাকিয়া যেরূপ অসুবিধা উপস্থিত হয়, শ্রীবৃন্দাবনের (?) নিভৃত বনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও সেইরূপই অসুবিধা হইতে পারে; যেমন দেখিয়া আসিলাম—বৃন্দাবনে * * বাবাজী বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য ও ভক্তি-অহঙ্কারে কিরূপ প্রমত্ত। অতএব বাহিরের চেহারায় বিশেষ কিছু সুবিধা হয় না।

সু—ভাগবতরত্ন বলিয়া একটি লোক আমাদের শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রায়ই থাকিত। সে ভাগবত পড়িত। তাহার এক গুপ্ত অভিসন্ধি ছিল যে,—শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট পাঠ করিলে তথায় যে সমস্ত গৃহস্থ লোক শ্রীল বাবাজী মহারাজের দর্শনে আসেন, তাঁহারা তাহাকে উত্তম ভাগবত-পাঠক জানিয়া তাঁহাদের গৃহে লইয়া যাইবেন এবং প্রচুর অর্থ-প্রতিষ্ঠাদি প্রদান করিবেন। প্রা— অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন—শ্রীল বাবাজী মহারাজকে শ্রীমদ্ভাগবত শুনাইবার জন্য। একদিন শুনিতে পাওয়া গেল, প্রা— শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট রাসপঞ্চাধ্যায় পড়িবার উপক্রম করিতেছেন; শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"আপনি বেশ্যালয়ে গিয়া উহা পাঠ করুন।" তারপর যে-স্থানে পাঠক বসিয়াছিলেন, সে-স্থানের মাটি খনন করিয়া তাহা গো-ময় দ্বারা পবিত্র করিবার আজ্ঞা দিলেন।

একদিন সু—ভাগবতরত্ন একটা জলের পাত্রে নিজের পদদেশ ডুবাইয়াছিল। সে শ্রীল বাবাজী মহারাজকে বলিল,—"ব্রাহ্মণের এই পাদধৌত জল কি বৃথায় নষ্ট হইবে?" শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"উহা আমিই পান করিব।" ইহা বলিয়া তিনি পান করিয়া ফেলিলেন। কাজেই দেখুন, মহতের কাছে থাকিলেও সুবিধা হয় না। সু—ভাগবতরত্নকে আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম কিরূপ বঞ্চনা করিলেন, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সে মনে করিল, শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাহাকে কত সম্মান করেন, কত ভালবাসেন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রকটের পর সু— বলিতে লাগিল,—"বাবাজী মহারাজকে কলা, কাঁচাকাঁঠাল, লঙ্কা, ছোলা—এইসকল ভোগ দিতে হইবে।" আমি একসময় গিয়া দেখিলাম, শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধিতে একাদশীর দিন কিছুই ভোগ হয় না, তাঁহাকে নিরম্বু উপবাস করান

হয় ; আর অন্যদিন শুধু মোটা চাউল, ছোলা, লঙ্কা প্রভৃতি দেওয়া হয়। শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রকটের দিন কতকগুলি লোক আসিয়া বলিল,—"শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাকে যেন দেহের কিবা পায়ে দড়ি বাঁধিয়া কুলিয়া-নবদ্বীপের পথে সমস্ত শরীর বিলুণ্ঠিত করাইয়া পরিক্রমা করান হয়,—যেরূপ, ডোম মরা কুকুরকে পথে টানিতে টানিতে লইয়া যায়।" আমি উঁহাদের ঐরূপ বিচারে বাধা দিলাম ; বলিলাম,—"তোমাদের চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীল বাবাজী মহারাজ ঐরূপ বলিয়াছেন।" আমাদের সেবা-প্রণালীতে এইরূপ ধরণের কথা নাই। কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন,—শ্রীল বাবাজী মহারাজ গোদ্রুমের ঠাকুর হইয়া গিয়াছেন ; আমাদের বিচার তাহা নহে। শ্রীল বাবাজী মহারাজ এই প্রাকৃত জগতের বস্তু নহেন। যাহারা তাঁহাকে প্রাকৃত জগতের বস্তু মনে করিয়া বৈধ ও অবৈধ কার্য্য চালাইতেছিল, তাহারা সবংশে ধ্বংস হইয়া গেল।

[এখানে শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যনামধারী সন্ন্যাসি-বেষধারী প— মহারাজ বলিলেন, ব—কে ত' শ্রীল বাবাজী মহারাজ খুব ভালবাসিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—] শ্রীল বাবাজী মহারাজের ভালবাসা ঐরূপ নহে। তাঁহার নিকটে থাকিবার অভিনয় বা তাঁহার কিছু সেবার অভিনয় করিলেই কিম্বা শ্রীল বাবাজী মহারাজ তোমাদের চক্ষে ঐ-সকল ব্যক্তির সেবা গ্রহণ করিয়াছেন, এইরূপ প্রতিভাত হইলেও তিনি যে কাহাকেও ভালবাসিয়াছেন, ইহা প্রমাণিত হয় না। সহস্র সহস্র মাইল দূরে থাকিয়াও তাঁহার প্রকৃত ভালবাসা পাওয়া যায় ; আবার পায়ের কাছে থাকিয়াও প্রকৃত ভালবাসা পাওয়া যায় না। তাঁহার ভালবাসা পাইলে সংসার ক্ষয় হয় ; তখন আর বৈধ-অবৈধ প্রবৃত্তি থাকে না, পরন্তু দাস্যের উদয় হয়।

[প—মহারাজ বলিলেন, ব—ত' আপনারও বলেই প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন, আপনারও সেবা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—] তোমাদের সেবার ধারণা হইতে আমাদের বিচার পৃথক্। আমরা ঐসকল ব্যক্তিকে চিরকালই দূর হইতে দণ্ডবৎ করিব। শ্রীল বাবাজী মহারাজ ও আমরা কোনদিনই উঁহাদের সঙ্গ করি নাই, সর্ব্বদা দূরে রাখিয়াছি। সাধুর সঙ্গ অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু অধিকার-অনুসারে সঙ্গ কর্ত্তব্য নিকটে থাকিলেই যে সঙ্গ হয়, তাহা নহে ; অতি দূরে থাকিয়াও সঙ্গ হয়, আবার একঘরে বাস করিয়াও সঙ্গ হয় না। আবার নিকটে থাকিয়াও সঙ্গ হয়, দূরে থাকিয়া সঙ্গ হয় না।

সাধুগণের সঙ্গলাভের জন্যই শ্রীধামাদিতে উৎসবাদি-প্রবর্ত্তনের বিধান রহিয়াছে। গৃহব্রতধর্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করিবার জন্য—জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণবসেবা-উৎপাদনের জন্য এইসকল উৎসবাদির অনুষ্ঠান। সে— মহারাজ নাকি বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে আমার সঙ্গে না রাখার দরুণ তাঁহার নানারূপ অসুবিধা ঘটিয়াছে। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের কয়েকটি চেলা ছিল। এক চেলা শ্রীধামে • • অবৈধ কার্য্য করিয়া বসিলেন। আর একটি গোপনে গোপনে ব্যভিচার আরম্ভ করিলেন। একদিন শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট গিয়া উপস্থিত। তখন শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃষ্ণনগরে বিচারক। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বলিলেন,—"আপনি ত'

থাকিত, ইহাদের বিচার করুন।" একজন তাঁহার দোষ স্বীকার করিয়া বলিলেন,—"আমি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, আমাকে শাস্তি দি'ন।" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহাকে চারিধাম পর্য্যটন করিবার আদেশ দিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐরূপ ব্যবহারে মনে মনে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহাকে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ বলিয়াছিলেন,—"তোমাকে গাই-এর জল, কুয়ার জল প্রভৃতি ভরিতে হইবে, বেড়া দিতে হইবে —তোমার এই কার্য্য; তোমার শরীরের যত শক্তি, ইহাতে নিযুক্ত করিবে।" সেই চেলাটি শ্রীল বাবাজী মহারাজকে বলিলেন,—"যদি আমাকে এই-সকল কার্য্যই করিতে হয়, তবে সংখ্যানাম কিরূপে হইবে?" শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"তুমি ঐসকল কার্য্যই করিবে, তাহাতেই শ্রীনামের কৃপা হইবে; নতুবা তোমার মঙ্গল হইবে না।" চেলাটি মনে মনে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকটও গিয়া বলিলেন যে, শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে যে কার্য্য দিয়াছেন, তাহা করিতে গেলে হরিনাম হয় না। তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন,—"যদি তুমি শ্রীল বাবাজী মহারাজকে 'গুরু' বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাক, তবে তোমাকে তাঁহার আদিষ্ট কার্য্য করিতেই হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিলে চলিবে না। কেন উহা করিতেছ, পরে বুঝিবে। তোমার যদি অন্যরূপ বুদ্ধি আসিয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি গুরু পরিত্যাগ করিয়াছ। গুরুর উপর গুরু-গিরি করা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধ।"

দেখিয়াছি, যখন কোন কাজে গলদ হইয়াছে, তখন যোগেশ (পরলোকগত গোমস্তা) পিয়াদাদির (পাইকের) দোষ দিত। 'যাহা যাহা ভাল হইয়াছে, সব আমি করিয়াছি; আর যাহা যাহা খারাপ, সব অপরের'—এই নীতিটি প— তাহাদের নিকট শিখিয়া লইয়াছে। 'আমি বাহাদুর'—এই বিচার পরমার্থের কথা নহে। আমার ন্যায় দীনহীন, অযোগ্য পৃথিবীতে আর কেহ নাই,—সর্ব্বতোভাবে এই অনুভব থাকিলে শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা হয়। Practically কাজ আরম্ভ করিয়া যে কতরকম ধরণের ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যদি শ্রীগুরুদেবের অতি সন্নিধানে থাকিবার অভিমান করি, তা' হ'লেও অসুবিধা হইয়া যাইবে; আবার যদি দূরে থাকি, তা' হ'লেও অসুবিধা হইয়া যাইবে। ম— মিত্র কলিকাতা Raja's Lane-এ থাকিত—আমার কাছে আসিল। দুই চারিদিন ভাল ভাল থাকে ও চলিয়া যায়। আমার প্রতি খুব বিরক্ত হইল। আমি শ্রীমায়াপুরে থাকিয়া অধিকারীর কার্য্য করি, নিজে কার্য্য করি ইত্যাদি দেখিয়া তাহার মনে আমার প্রতি বিতৃষ্ণা হইল। তাহার বিচার হইল—ইঁহার কাছে ত' কিছু পাওয়া গেল না, এখন যদি ইঁহার গুরুর কাছে কিছু পাওয়া যায়। ইহা মনে করিয়া সে কুলিয়ায় চলিয়া গেল। ভদ্রলোকের সন্তান, এণ্ট্রান্স পাশ, কঠোর বৈরাগ্য, হাঁটুর উপরে কাপড়—মলিন বসন; ক্রমশঃ বাবাজী মহারাজের একনম্বর-সেবক হইয়া গেল। কিন্তু সেবার অভিনয় করিতে করিতে অপরাধ আসিয়া গেল—হুকুম চালাইতে আরম্ভ করিল। আমরা শ্রীল বাবাজী মহারাজের দর্শন করিতে গেলে আমাদিগকে বাড়-মানা করিত। সুতরাং আমরা দূর হইতেই শ্রীল বাবাজী মহারাজকে দণ্ডবৎ করিতাম। সে-ই তখন একমাত্র শ্রেষ্ঠ সেবক। আর একটী সেবক ছিল বী—, সে কিছু তফাৎ তফাৎ থাকিত এবং শ্রীল বাবাজী মহারাজের টাকা-কড়িগুলি রাখিত, আর ম— সকলদ্রব্যেরই মালিক। বহু লোক দধি, লুচি, সন্দেশ, নানাপ্রকার দ্রব্য যাহা লইয়া আসিত, সকলই ম—র নিকট প্রদান করিয়া কাকুতি-মিনতি করিত—যেন সেই দ্রব্যগুলি শ্রীল বাবাজী মহারাজের সেবায় লাগে। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিতে লাগিলেন,—"ঐসকল দ্রব্য কেন লাও? ঐগুলি আর লইও না।" ম—র বড় লোভ, সে নিজে ঐসকল জিনিষ গ্রহণ করিতে লাগিল এবং লোকদিগকে বলিতে লাগিল যে, সকলই শ্রীল বাবাজী মহারাজকে দেওয়া হয়। কিন্তু সে নিজে ঐ-সকল ভোজন করিয়া রাত্রে পর-দার হরণ করিতে যাইত। এইরূপ হইতেছে, এমন সময় একদিন আমি শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং শ্রীল বাবাজী মহারাজকে বলিলাম যে, প— আমাকে বলিতেছেন যে, বাবাজী মহারাজ ম—র প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ম— প্র—র কাছে ব্যাকরণ পড়িতে ইচ্ছা করিয়াছে। আর অযোগ্য প—ও একটু ব্যাকরণ পড়িবার জন্য শ্রীল বাবাজী মহারাজের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে। প—র কথা বলিবামাত্রই শ্রীল বাবাজী মহারাজ ভীষণ চটিয়া গেলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—"আপনি জানেন, আপনার নাম লইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করে:

এবং পশুকে মালা সাজাইয়া রাখে ; আপনি আবার তাহার জন্য বলিতে আসিয়াছেন ! আপনারা প্রাকৃত-সহজিয়াকে বারণ করেন, কিন্তু আমি যে একজন প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়িয়াছি, তাহা দেখেন না।" শ্রীল বাবাজী মহারাজ এতটা চটিয়া গেলেন যে, তাহা ভাষায় বলা যায় না। আর একদিন বৃন্দাবন দত্ত শ্রীল বাবাজী মহারাজের দর্শন করিতে আসায় শ্রীল বাবাজী মহারাজ 'তোমার সর্ব্বনাশ হউক' প্রভৃতি বলিয়া তাহার প্রতি নানাপ্রকার ক্রোধ-ব্যঞ্জক-বাক্য বর্ষণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল ; জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখানে কে কে বসিয়া আছে ?" [কালী দাদা, ঈশান দাদা প্রভৃতি বসিয়া আছে—এইরূপ অনেক লোকই শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট বসিয়া থাকিতেন।] ম— বলিল, "আমি ও সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বসিয়া আছি।" তখন শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "রাত্রি হইয়া গেল, এখনও বসিয়া আছেন ?" শ্রীল বাবাজী মহারাজ আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আসুন, আসুন, সরস্বতী প্রভো !" ইহা বলিয়া নিজের পায়ে যত ধূলা ছিল, সমস্ত আমার মস্তকে কৃপা করিয়া প্রদান করিলেন। যিনি কোনদিন স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে দেন না, তাঁহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া তাঁহারই অহৈতুকী কৃপার কথা স্মরণ করিতে লাগিলাম। ইহারই কিছুদিন পর শ্রীল বাবাজী মহারাজ কুলিয়ার ধর্ম্মশালার একটি পায়খানায়—যে-খানে লোকে মলমূত্র বিসর্জ্জন করিত, তথায় প্রবেশ করিলেন। ম— পায়খানার সব বিষ্ঠা পরিষ্কার করিয়া দিল। আমি মনে করিলাম, আমারই অপরাধের দরুণ শ্রীল বাবাজী মহারাজ এই প্রকার অভিনয় করিতেছেন। প্রায় ছমাস পরে একদিন শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি, শ্রীল বাবাজী মহারাজের দেখাদেখি ম—ও আর একটি পায়খানা দখল করিয়াছে। ম— আমাকে বলিল, "আপনার সঙ্গে বাবাজী মহারাজের দেখা হইবে না।" আমি বলিলাম, "তিনি যদি দর্শন না দেন, না দিবেন ; তুমি তাঁহার নিকট গিয়া সংবাদ দাও।" এই সময় খী— গোস্বামী খুব আসা-যাওয়া করিতেন, আর দধি, সন্দেশ প্রভৃতি আনিয়া দিতেন। আমার কথা শুনিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক বাহিরে আসিলেন এবং আমাকে বলিলেন,—"ভক্তিবিনোদ প্রভুকে বলিও ব্রহ্মাণ্ড কলিকাতা—হইতে গোদ্রুমে লইয়া আসুন। লোকে বড়ই আক্রমণ করিতেছে, কাণ ঝালাপালা করিয়া ফেলিল !" আমি শ্রীল বাবাজী মহারাজকে বলিলাম,—"আপনি কি আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন ? যদি আপনার শ্রীপাদপদ্মের রেণু মস্তকে ধারণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আপনাদের বঞ্চনা-লীলায় আমি নিশ্চয়ই অভিভূত হইব না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি কখনও এক মুহূর্ত্তের জন্য শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যতীত অন্যত্র অবস্থান করেন, না আপনি শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যতীত অন্যত্র বাস করিতেছেন ? কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাভিলাষী জীবসমূহের অবস্থা জানাইবার জন্য আপনি যে পায়খানায় প্রবেশের লীলাভিনয় করিয়াছেন—আপনি যে পূতিগন্ধ-পরিত্যাজ্য স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আর্ত্তজীব পর্য্যন্ত কখনই বঞ্চিত হইবে না।"

শ্রীল বাবাজী মহারাজ তখন আমাকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"হাঁ হাঁ আমি জানি—আপনারা সাক্ষাৎ নিত্যানন্দপ্রভু। শ্রীল ভক্তিবিনোদপ্রভু ও আপনি যাহা করেন, তাহা সমস্তই শ্রীগৌরপ্রভুর ইচ্ছাতেই করিয়া থাকেন। ক্ষুদ্রজীব আপনাদের কি ধারণা করিতে পারিবে ?" শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে এইরূপ নিষ্ঠাই থাকিবে। বহুলোক ইহা না বুঝিতে পারিয়া অধঃপাতে যায়—শ্রীনিত্যানন্দের অনুকরণ করে।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ ম—র কথা সব বলিলেন। গভীর রাত্রে শ্রীল বাবাজী মহারাজ যখন ম—কে ডাকিতেন, তখন ম—র কোন সাড়া পাইতেন না। ম— বাহিরে চলিয়া যাইত। একদিন শ্রীল বাবাজী মহারাজ ম—কে ডাকিলেন, তখন ম— বেশ্যালয় হইতে ফিরিয়াছে। ম— ডাক শুনিয়া বলিল,—"আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, তাই আপনার ডাক শুনিতে পারি নাই।" আর একদিন শ্রীল বাবাজী মহারাজ ম—কে ডাকিতে লাগিলেন ; কিছুতেই ম—র সাড়া পাইলেন না। তখন নিজেই ধীরে ধীরে যে পায়খানার ভিতরে ম— থাকিত, তথায় প্রবিষ্ট হইলেন। ভিতরে হাতড়াইয়া দেখেন যে, ঘরে ম— নাই ; অনেক হাঁড়ি, ছিলিমপত্র, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি রহিয়াছে। ম— কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল। বাবাজী মহারাজ উহাকে বলিলেন,—"তুমি ঘরে চাকরি বাকরি করিতেছিলে, বৈষ্ণবজীবন যাপন

হয়। এই কপটতা কেন ?" ইহার পর য— পলাতক হইল। সে বাঁকিপুরে —সহরের মধ্যে কোথাও চাকরী নিয়াছিল এবং বিবাহ করিয়াছিল। এইরূপ মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠের অতি নিকটে থাকিয়াও দর্শন সঙ্গ ও তাঁহার সেবার অভিনয় করিয়াও অপরাধ-দুর্দৈববশে অসুবিধা ঘটিতে পারে। যে ভাল হইবে না, তাহার আমারই মত অবস্থা। কাছে থাকিলেই যে সুবিধা হইবে, তাহা নহে; আবার দূরে গেলেই যে অসুবিধা হইবে, তাহাও নহে। মালা টানিলেই যে সুবিধা হইবে, তাহা নহে; আবার মালা না টানিলেই যে সুবিধা হইবে, তাহাও নহে। লাউ-গাছে জল দিলেই যে সুবিধা হইবে, তাহা নহে; আর লাউ-গাছে জল না দিলেই যে সুবিধা হইবে, তাহাও নহে। স্কুলের ছেলেরা যদি মনে করে যে,—অভিভাবকগণ আমাদিগকে দিয়া পাঠ করাইয়া লইতেছেন, আমরা পরিশ্রমও করিতেছি, আবার মাহিনাও দিতেছি, তাহা হইলে তাহারা যেরূপ কোনদিন জীবনে উন্নতি করিতে পারে না, তদ্রূপ যাহারা মনে করে,— 'অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া হরিভজন করিতে যাঁহারা বলেন, তাঁহারা আমাদের শত্রু,' তাহাদেরও কোনদিন মঙ্গলের সম্ভাবনা হয় না। 'গুরু কষ্টের অর্জিত টাকা শ্রীনাম-প্রচারে, শ্রীগ্রন্থ-প্রচারে, শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনে ব্যয় হইয়া যাইতেছে, শ্রীগুরুদেব সব embezzle করিতেছেন'— যাহাদের এইরূপ বিচার, তাহারা শ্রীগুরুদেবকে মাপিবার চেষ্টা করিতেছে। আবার টাকাই যদি সমস্ত কার্য্য হইত, সমস্ত বস্তু কেনা যাইত, তাহা হইলে গুরু-গ্রহণের আবশ্যকতা কি ছিল ? "সুখে বা দুঃখেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ' বলে ডাকে"—এই বিচারের মর্য্যাদা যিনি বুঝিয়াছেন, তিনিই ভক্তিপথে অগ্রসর হইয়াছেন। আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও (যেমন প—র) বিচার—শ্রীহরিকীর্ত্তনে, শ্রীহরিকথা-প্রচারে বা শ্রীহরিসেবায় অর্থাদি ব্যয় না করিয়া, টাকা জমাইয়া রাখা যা'ক। কিন্তু যাহারা ভবিষ্যতে অনাচারী আসিবে, তাহাদের জন্য কষ্ট সহ্য করিয়া যাওয়া, ইটপাটকেল গাঁথিয়া যাওয়া—আমার উদ্দেশ্য নহে। যে-সকল ইটপাটকেল গাঁথা হইতেছে, হয় ত' ইহার মধ্যে একদিন গাঁজার ও ব্যভিচারের আড্ডা হইতে পারে। কেহ কেহ বলিতেছে,—"'গৌড়ীয়', 'নদীয়াপ্রকাশ', 'Harmonist' এইসকল উঠাইয়া দেওয়া হউক, লোকজনও অধিক হইয়া গিয়াছে, এখন কেবল ঠাকুর খাড় করাইয়া রাখিলেই চলিবে, প্রণামী পড়িবে এবং তাহা দিয়া আমরা সুখে জীবনযাপন করিব।"

যেদিন শ্রীগুরুপাদপদ্ম অপ্রকট হইলেন, সেইদিনই হৃদয়ে কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলাম,—আমাদিগকে শাসন করিবেন আর কে, সত্য কথা বুঝাইবেন কে ? শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-লীলার প্রায় এক বৎসর চারিমাস পূর্ব্বে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অপ্রকট হইয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের পর অনেক অসুবিধা হইয়াছিল। 'আমরা শ্রীহরিকথা আর বলিব না'—এইরূপ ভাব আসিলে তাঁহাদের দ্বারা শ্রীহরিকীর্ত্তন করিবার জন্যই যত্নে আবিষ্ট হইলাম; দেখিলাম, তাঁহারা সকলেই আছেন। তাঁহাদের আদেশে আবার কীর্ত্তন-প্রসার আরম্ভ করিলাম। আমরা শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবা হইতেও বঞ্চিত হইতে বসিয়াছি; এখানেও তাই। শ্রীচৈতন্যদেব যেমন বলিয়াছিলেন,—

"বাউলকে কহিহ,—হাটে না বিকায় চাউল।"
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৯।২০)

দক্ষিণদেশে [illegible] করিয়া ফিরিয়া আসা গেল। গৌড়ীয়মঠে আসিলাম; সেখানেও অসুবিধা, এখানেও অসুবিধা। সুতরাং [illegible] করিয়া আবার মধ্যদেশে ফিরিয়া যাওয়া যা'ক। এখন "নূনং সে [illegible]"—বিষয়বিমূঢ় এই গীতি গান করিবার সময় আসিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ত' এই শ্লোক বলিয়া পুরী চলিয়া গেলেন। পুরী হইতে আবার আলালনাথে গেলেন। আমাদের আলালনাথ হইতেও চলিয়া যাইতে হইবে—সেই কুমারিকা অন্তরীপে। সেখানে গিয়ে বলা যা'ক,—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥

বৃন্দাবন—প্রৌঢ়া গোপীদের স্থান। কুমারিকা—অনূঢ়া গোপীদিগের স্থান। পুরী—বিপ্রলম্ভের স্থান। আলালনাথ—বিশেষিত বিপ্রলম্ভের স্থান; আর কুমারিকা—বিশেষিত বিপ্রলম্ভের স্থান।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকাশিত সংলাপ

[শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বহু উপদেশ, অভিভাষণ, পত্রাবলী ও সংলাপ এখনও অপ্রকাশিত অবস্থায় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের দিন-পঞ্জীতে সংরক্ষিত আছে। সেইসকল প্রকাশিত হইলে কয়েকখণ্ড বিরাট্ গ্রন্থ হইতে পারে। তাহারই মধ্য হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথি-উপলক্ষে কয়েকটি উপদেশ ও সংলাপ প্রকাশিত হইল।]

১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ১৭ই কার্ত্তিক, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ, ৩রা নভেম্বর সন্ধ্যার সময় দিনাজপুরের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় মহাশয় কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শনপূর্ব্বক বলিলেন,—

বাগবাজারের কেহ কেহ বলেন,—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মত গৌরনাগরী-মতই ছিল। আপনি বর্ত্তমানে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মত হইতে পৃথক্ হইয়া গৌরনাগরীর বিরুদ্ধে প্রচার করিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ—শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাতেই আজ এইসকল নিছক অমূলক কথার তীব্র প্রতিবাদ হইতেছে। এরূপ সম্পূর্ণ অভিসন্ধিযুক্ত কথার তীব্র প্রতিবাদ করিবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর আমার ন্যায় অকিঞ্চনকে এই কলির জগতে প্রেরণ করিয়াছেন।

[এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ 'শ্রীউপদেশামৃতে'র অনুবৃত্তির পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট কবিতাসমূহ পাঠ ও স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা করিয়া জানাইতে লাগিলেন। পরে 'শ্রীউপদেশামৃতে'র শ্লোকের স্ব-কৃত পদ্যানুবাদসমূহ পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি আসিয়া তথায় আসন গ্রহণ করিলেন। যোগেন বাবু জানাইলেন যে, তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটলীলাবিষ্কারের দিন রামবাগানের শ্রীভক্তিভবনে ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষের দ্বারা আহূত হইয়া মেডিকেল কলেজের ডাঃ ব্যাম্ফোর্ড সাহেবের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" শ্লোক পাঠকালে যে ব্যাখ্যা করিলেন এবং "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" শ্লোকের যে শ্রীভক্তিবিনোদ-সিদ্ধান্ত-সম্মত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী বলিলেন যে, তাঁহারা ঐ ব্যাখ্যাতে নূতন আলোক পাইলেন। তবে শ্রীল প্রভুপাদ 'শ্রীউপদেশামৃত' হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমাসূচক শ্লোকের পদ্যানুবাদও পাঠ করিলেন।] তাহা শুনিয়া কুমার শরদিন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই রাধাকুণ্ড কি ভৌগোলিক, না মানসিক?"

শ্রীল প্রভুপাদ—শ্রীরাধাকুণ্ড ভৌগোলিক বা মানসিক, কোনটিই নহেন; তাহা বাস্তব পূর্ণচেতনময় বস্তু। সাধারণ প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে যে, শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান না করিলে বৈষ্ণবগণের "দলতে" প্রবিষ্ট বা পাঙ্‌ক্তেয় হওয়া যায় না অর্থাৎ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবশ্রেণীতে গণিত হওয়া যায় না। এজন্য সাধারণ "বোষ্টম্"-সম্প্রদায় শুদ্ধভক্তি-বিরুদ্ধচিত্ত লইয়া একটি স্থানবিশেষে স্নান করিবার অভিনয় করিয়া বৈষ্ণবের "দলতে" প্রবিষ্ট হইয়াছেন, মনে করেন।

প্রঃ—ইহা ত' একপ্রকার পৌত্তলিকতা।

শ্রীল প্রভুপাদ—শ্রীরাধিকা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই। অষ্টপ্রকার নায়িকার (প্রোষিত-ভর্তৃকা ইত্যাদি) পূর্ণ প্রাকট্যই শ্রীমতী বার্ষভানবী।

প্রঃ—স্বকীয়বাদ অপেক্ষা কি পরকীয়বাদ শ্রেষ্ঠ?

শ্রীল প্রভুপাদ—পরকীয়বাদেই শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগময়ী উপাসনা হয়।

প্রঃ—পরকীয়বাদ কি অপ্রকটলীলায় নিত্য?

শ্রীল প্রভুপাদ—অপ্রকট-লীলাতেই পরকীয়বাদের পূর্ণ নিত্যতা; প্রকটে 'অভিমন্যু ত' কার্য্যতঃ একটি প্রাকৃত মানুষবিশেষ। বিরহ সেই জগতের নিত্য ব্যাপার—সেই জগৎ বিরহেই পূর্ণ। এই বিরহ বুঝাইবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ-মূর্ত্তিতে শ্রীগৌরসুন্দররূপে আবির্ভাব।

প্রঃ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ কি প্রামাণিক?

শ্রীল প্রভুপাদ—হাঁ। তবে উহার অনেক অংশ পরবর্ত্তিকালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে; 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে' শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু গোলোক-মাহাত্ম্যে গোলোকের ব্যাপারসমূহ বর্ণন করিয়াছেন।

[ইহা বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুর শ্রীবিলাপ-কুসুমাঞ্জলির নিম্নলিখিত শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন,—]

ত্বং রূপমঞ্জরি সখি প্রথিতা পুরেঽস্মিন্
পুংসঃ পরস্য বদনং ন হি পশ্যসীতি।
বিম্বাধরে ক্ষতমনাগতভর্ত্তৃকায়া
যত্তে ব্যধায়ি কিমু তচ্ছুকপুঙ্গবেন॥
(বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি, ১ম শ্লোক)

[শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন, অমনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কণ্ঠ গদ্গদস্বরে রুদ্ধ হইয়া আসিল। তাঁহাতে অশ্রু, কম্প, পুলক ও অদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকারসমূহ লক্ষিত হইল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কাষ্ঠাসনে বসিয়া কথা বলিতেছিলেন, কাষ্ঠাসন হইতে ভূপতিত হইতে থাকিলেন। তাঁহার সম্মুখের পশ্চাদ্ভাগে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। অরবিন্দ বাবু ভিতরে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-পূর্ব্বক বলিতে বলিতে আসিলেন,—"আমরা এইসকল কথা শুনিবার অধিকারী নহি বলিয়াই এইখানে ইতি হইল।" অপার-গম্ভীর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এইরূপ মহাভাবের উদ্গম দেখিয়া আমরা সকলেই চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলাম। তখনও শ্রীল প্রভুপাদ সম্পূর্ণ বাহ্যদশা লাভ করেন নাই। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক ও মহোদয় বাবু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভজন-কুটীরে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কয়েক মিনিট পরে তাঁহাদিগকে বসিতে আজ্ঞা করিলেন। তখন অন্যান্য বাহিরের লোকজন চলিয়া গিয়াছেন।]

শ্রীল প্রভুপাদ—আমার আজ বড় দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়িয়াছিল। আমি কোন্ ব্যাপারের কথা এখানে সাধারণের নিকট প্রচার করিতে বসিয়াছিলাম। কতকগুলি বাহিরের লোক যে এখানে ছিল, সে বিষয়ে আমার জ্ঞানই ছিল না। কোথায় বদ্ধজাতি আমরা জগতে অতি সামান্য সামান্য দেহ-মনের তর্পণের কথা লইয়া যাই, আর কোথায় শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা! ইহাদের কাছে বিচারের কথা বলাই ভাল।

[কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের অপ্রকট-লীলাদিবসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—]

যেদিন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন, সেইদিন আমি শ্রীভক্তিভবনে উপস্থিত ছিলাম না; শ্রীধাম-মায়াপুরে ছিলাম। শ্রীমায়াপুরে আমার নিকট টেলিগ্রাম গেল। তার পাইয়াই আমি কলিকাতা-অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কিন্তু কৃষ্ণনগর ষ্টেসনে আসিয়া ট্রেনের জন্য আমাকে বৈকাল ৫টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। কলিকাতায় ভক্তিভবনে রাত্রি প্রায় ৮টার সময় পৌঁছিলাম। দেখিলাম, অনেকে খুব কান্নাকাটি করিতেছেন। শ্রীযুক্তা মাতাঠাকুরাণীর নিকট গেলাম। দেখিলাম, তিনি গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন, বাহ্যে কোন শোকপ্রকাশ নাই। কিছুক্ষণ পরে অন্যত্র হইতে আবার ভক্তিভবনে ফিরিলাম—শ্রীযুক্তা মাতাঠাকুরাণীকে কিছু বুঝাইব, এই বিচারে। আমি বলিলাম,—"আজ আমাদের মহা-আনন্দের দিন—একটুকুও দুঃখের দিন নহে। আজ তাঁহার বস্তুসিদ্ধির দিন। তাঁহার সেই স্বরূপ, নাম, রূপ, গুণ ও লীলার চিন্তাই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা এখন হইতে আরও দৃঢ়ভাবে তাঁহার শ্রীপাদ অনুসরণ করিব।" শ্রীযুক্তা মাতাঠাকুরাণী আমাকে বলিলেন,—"তোমাকে তিনি প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন। অপসংবরণে তোমার দৃঢ়নিষ্ঠার কথা তিনি অনেকবার বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবা ও শ্রীমহাপ্রভুর কথা-প্রচারে তোমাকে বিশেষ আদেশ করিয়াছেন।"

বিরহতিথি-পূজা

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অভিভাষণ * ;
স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ ;
কাল—১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ ; ২৬শে নভেম্বর, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ]

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

ন পততি যদি দেহস্তেন কিং তত্র দোষঃ
ন কিল কুলিশসারৈর্নির্মিতাত্মা ব্যধায়ি।
অয়মপি পরহেতুর্গাঢ়তর্কেণ দৃষ্টঃ
প্রকটকপটভাবং কো হতজ্ঞো না ॥

আজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামি-প্রভুর বিরহ-তিথি। তিনি আমাদের পরম-পরাৎপর শ্রীগুরুদেব। এই তিথিতে তিনি অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের বিরহ-তিথি আমাদের শ্রীরূপানুগবর পূর্ব্ব-গুরুদেব শ্রীশ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় যে-ভাবে সম্মান করিয়াছেন, যাঁহারা প্রকৃত সেবা লাভ করিতে চাহেন, তাঁহারাও শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পদাঙ্কানুসরণে সেই-ভাবেই শ্রীগুরুবর্গের বিরহ-তিথির সেবায় লোভবিশিষ্ট হইবেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

"পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পা'ব ?
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তমদাস ॥"

এইভাবে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় তাঁহার যে প্রাণের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই চিত্তবৃত্তিই শ্রীগুরুদেবের বিরহসন্তপ্ত শিষ্যের অন্তরের বৃত্তি হইবে। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপের অন্তরঙ্গ শিষ্যবর শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপাদি গুরুবর্গের বিরহে কিরূপ চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ছিলেন, তাহা আমরা তাঁহারই স্ব-রচিত 'প্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দ্দশকে'র মধ্যে প্রাপ্ত হই,—

"শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরীন্দ্রোঽজগরায়তে।
ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতুরহিতস্য মে ॥

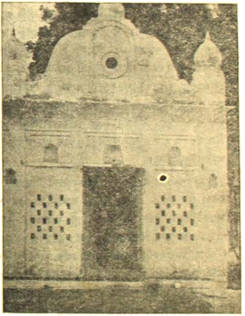

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামি-প্রভুর সমাধি-মন্দির
(শ্রীরাধাকুণ্ড—শ্রীব্রজমণ্ডল)

গিরিবরতটকুঞ্জে মঞ্জুবৃন্দাবনেশা-
সরসি চ রচয়ন্ শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ-কীর্ত্তিম্।

---

* মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কারপ্রভু-কর্ত্তৃক অনুলিখিত।

স্তুতিভি দ্রবণীয়ং সংস্মরংস্তৎপদাব্জং
ব্রজদধিকণভক্ষন্ সর্ব্বকালং বসামি ॥

বদতো গিরিবরকুণ্ডে লপতঃ শ্রীরাধিকে হা কৃষ্ণেতি ।
বসতো ব্রজবিজনে নাথ সদা মে দিনানি গচ্ছন্তু ॥”

আমার জীবন-স্বরূপ শ্রীরূপের সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমার নিকট মহাগোষ্ঠ শূন্যের ন্যায়, গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন অজগরের ন্যায় এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্রতুণ্ডের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। যদি আমার দেহ বজ্রপাতের দ্বারা পতিত না হয়, তাহাতে দেহের কোন দোষ নাই; কারণ, আমার এই দেহকে বিধাতা বজ্রসার দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন অথবা আমি শক্তি তর্কদ্বারা অন্য একটি কারণ দেখিতে পাইয়াছি যে, আমাভিন্ন অন্য আর কে এইরূপ দুঃখভার বহন করিবে? আমি যেন শ্রীশ্রীরাধারাণীর কীর্ত্তি প্রচার করিতে করিতে শ্রীরাধারাণীর অনুরাগবর্দ্ধক স্বকীয় পাদাব্জ স্মরণ করিতে করিতে এবং শ্রীব্রজের দধি ও কণা ভোজন করিতে করিতে শ্রীগোবর্দ্ধন-তটবর্ত্তী কুঞ্জে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর যে সরোবর, তাহাতেই সর্ব্বকাল বাস করিতে পারি। হে নাথ শ্রীরূপ! শ্রীগিরিধরকুণ্ডে বাস করিয়া অগ্রে 'হে শ্রীরাধে!' তৎপশ্চাৎ 'হে শ্রীকৃষ্ণ!'—এই নামদ্বয় উচ্চারণ এবং শ্রীব্রজের দধি ও তক্র পান করিতে করিতে আমার দিনসমূহ অতিবাহিত হউক।

এইরূপ চিত্তবৃত্তি না হইলে শ্রীগুরুদেবের বিরহ-দশাপ্রাপ্ত হওয়া যায় না। শ্রীগুরুদেবের প্রকট-লীলা হইতেও অপ্রকটলীলায় প্রকৃত শিষ্যের অন্তর্দাহ সহস্রগুণিত হইয়া পড়ে। আমাদের শ্রীগুরুবর্গ নিত্যধন। তাঁহারা অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াও আমাদের প্রতি নানা আকারে কৃপাবর্ষণ করেন। শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকটের পর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বপ্ন-লব্ধিতে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে সংকীর্ত্তনমধ্যে শ্রীশ্রীগৌরপরিকররূপে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের দর্শনপ্রাপ্ত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায় ॥

শ্রীগুরুদেব ব্যতীত শ্রীগৌরাঙ্গ থাকেন না, আবার শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীতও শ্রীগুরুদেব থাকেন না। শ্রীআশ্রয়-বিগ্রহ ব্যতীত শ্রীবিষয়-বিগ্রহ ও শ্রীবিষয়-বিগ্রহ ব্যতীত শ্রীআশ্রয়-বিগ্রহ থাকিতে পারেন না।

ক্ষুধার্ত্ত বা তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির যেরূপ অবস্থা, তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ প্রাণের আর্ত্তি, ব্যাকুলতা শ্রীগুরুদেবের বিরহে অকপটস্নেহপ্রাপ্ত শিষ্যের হৃদয়ে নিশ্চয়ই উদিত হইবে। যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপানুশাসনে আমরা জীবন লাভ করিয়াছি, যিনি সর্ব্বক্ষণ আমাকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-অনুসরণে শ্রীব্রজের পথে চালনা করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইলাম। শুধু শ্রীগুরুদেবের বিরহে নয়, শ্রীবৈষ্ণবের বিরহেও সেবকের চিত্তে এই প্রকার বিরহকাতরতা আসিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিরহে কিরূপ লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, তাহা 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' বর্ণিত আছে।

“পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব। গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পা'ব ॥”—ইহাই হইল ভজন। পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার-লাভের প্রধান অবলম্বন শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইলে তজ্জন্য যে দুঃখ-পরাকাষ্ঠা বা তীব্র আর্ত্তবোধ, তাহাই ভজনকে পরিপুষ্ট করে। অভক্তগণের জড়ীয় অভাব-বোধ ও দুঃখনিবৃত্তির জন্য যে চেষ্টা, তাহা বিবর্ত্তবুদ্ধিজাত বৃত্তিবিশেষ। পরতত্ত্বের সেবার অভাবহেতু মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হইলে নিজ-স্বরূপের প্রতি অজ্ঞানতা উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্যই দুঃখপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের অভাব যতটা হইবে, দুঃখ-যাতনাও ততটা বৃদ্ধি হইবে।

ন্যায়শাস্ত্রে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সাতটি পদার্থ (Categories) বলিয়া কথিত। সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব-ভেদে অভাব প্রধানতঃ দুই প্রকার। সংসর্গাভাবকে পুনরায় তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে; যথা,—(১) প্রাগভাব, (২) ধ্বংসাভাব বা প্রধ্বংসাভাব ও (৩) অত্যন্তাভাব।

অভাবস্তু দ্বিধা সংসর্গান্যোন্যাভাবভেদতঃ ।
প্রাগভাবস্তথা ধ্বংসোঽপ্যত্যন্তাভাব এব চ ॥
এবং ত্রৈবিধ্যমাপন্নঃ সংসর্গাভাব ইষ্যতে ॥
(ভাষাপরিচ্ছেদ, ১ম অনুচ্ছেদ)

'অন্যোন্যাভাব' বলিতে mutual exclusion or negation বা reciprocal non-existence বুঝায়।

যেমন, পটে ঘটাভাব এবং ঘটে পটাভাব—পটে ঘট নাই, আর ঘটে বস্ত্র নাই। 'ঘটঃ পটো ন' (A jar is not a piece of cloth)—এই বাক্যে ঘট ও পট mutually excluded. ঘট, পট বা বস্ত্র নহে—রজ্জু সর্প নহে ইত্যাদি অন্যোন্যাভাবের উদাহরণ।

অন্যোন্যাভাব-ভিন্ন অভাবকে সংসর্গাভাব বলে। সংসর্গাভাব তিন প্রকার,—(১) প্রাগভাব, (২) ধ্বংসাভাব ও (৩) অত্যন্তাভাব। (ক) যে বস্তু পরে জন্মিবে, উৎপত্তির পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তাহার অভাবকে প্রাগভাব (antecedent negation) বলে; যেমন, ঘটোৎপত্তির পূর্বক্ষণ পর্যন্ত ঘটের প্রাগভাব আছে—এইরূপ কথিত হয়। কার্যোৎপত্তির (effect) পূর্বে সমবায়ি-কারণে (material cause) কার্যের অভাব থাকে,—তাহা প্রাগভাব; যেমন, মৃৎপিণ্ডে ঘটের অভাব। এই ঘরে কলসী নাই, জল নাই; জলপূর্ণ কলসী আনিলে পিপাসাতুরের পিপাসা মিটে; ইহাই প্রাগভাব। প্রাগভাব অনাদি, কিন্তু সান্ত। এইজন্য প্রাগভাবের অপর নাম 'বিনাশ্যভাব' অর্থাৎ যে অভাবের বিনাশ আছে। (খ) কোন কারণজন্য যে অভাব, তাহার নাম ধ্বংস। ধ্বংসাভাব বা প্রধ্বংসাভাবে ধ্বংসের দ্বারা অভাবের উৎপত্তি হয়। ঘট ভগ্ন হইবার পরে ঘটের অভাব। যে কলসী ও ঘটটী ভাঙ্গিয়া গেল, তাহা আর কোনদিনই আসিবে না, এই অভাব produced বা উৎপন্ন। এজন্য সাদি, কিন্তু অনন্ত। (গ) অত্যন্তাভাব-ব্যাপারটি absolute non-existence or negation. 'ঘটো নাস্তি' অর্থাৎ ঘট নাই, এই প্রতীতির দ্বারা যে অভাবের বোধ হয়, তাহাকে অত্যন্তাভাব বলে। যেমন কূর্মের লোম নাই, শশকের শৃঙ্গ নাই, আকাশে কুসুমোদ্যান নাই; এইসব মূলেই নাই। দুধের ভিতরে মাখন আছে, কিন্তু বাহিরে দেখা যাইতেছে না; ইহা আবরণের জন্য সাময়িক অভাব, ইহাকে প্রাগভাব বলা যাইতে পারে, কিন্তু আত্যন্তিক অভাব নহে। ৭টা বাজিয়া গিয়াছে, তথাপি কুয়াসার জন্য সূর্য্য দেখা যাইতেছে না; কুয়াসা দূর হইলে সূর্য্য দেখা যাইবে। ইহাও প্রাগভাব, অত্যন্তাভাব নহে। জীবের পরতত্ত্বজ্ঞান লাভের যে অভাব, তাহা তাহার প্রাগভাব। নিত্যবদ্ধ জীবের ভগবৎসাক্ষাৎকারের অভাব অনাদি, কিন্তু তাহা সান্ত অর্থাৎ তাহার অন্ত বা শেষ আছে। অপ্রাকৃত পরতত্ত্বের তিন প্রকার প্রতীতি,—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। মায়া সংসার-কারাগৃহে পতিত জীবকে দুইটি পোষাক দিয়াছেন—একটি স্থূল, আর একটি সূক্ষ্ম। জীব ঐ দুইটিতে 'আমি'-বুদ্ধি করিতেছে। একটা—'অহং', একটা—'ত্বং', আর একটা—'জগৎ'। 'তুমি' ও 'আমি' বাদ যাই, তাহাই 'তিনি' বা 'তৎ'। তুমি ও আমি এই দুইটির অভিমান না গেলে 'ওঁ তৎসৎ'এর বা পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইবে না। পরতত্ত্বের জ্ঞান লাভ হইলে অজ্ঞান ও দুঃখের ধ্বংস হইবে, ইহাই ধ্বংসাভাব। এই অভাবের আদি পাওয়া গেল, কিন্তু আর অজ্ঞান বা দুঃখ আসিবে না বলিয়া ইহা অনন্ত। ইহাই অদ্বয়-জ্ঞানের অভিব্যক্তির একটি লক্ষণ। অন্ধ সূর্য্যকে, নিজকে ও অপরকে দেখিতে পায় না; আর সূর্য্যকে যিনি দেখেন, তিনি নিজকে ও অপরকে দেখিতে পান। তাঁহার অন্ধকার ধ্বংস হইয়াছে।

সমস্ত মানবজাতিকে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটির মধ্যে ফেলিয়া দিতে হইবে। শ্রীভগবান্‌কে দেখিলে নিজকেও দেখা যাইবে। 'ত্বং' অর্থাৎ 'তুমি জীব', 'তৎ' অর্থাৎ 'তিনি ভগবানে'র সাহায্য ছাড়া নিজকে দেখিতে পাও না। অদ্বয়জ্ঞানকে জানিলে অজ্ঞান ও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইবে। কয়েদী পোষাকের সহিত সম্পর্ক করিয়া স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ-দুইটিতেই 'আমি'বুদ্ধি করিতেছে—দেহ ও দেহের সহিত নিজের সত্তাকে একীভূত করিয়াছে। আত্মাই—প্রিয়, সুখময়, প্রেমাস্পদ, প্রীতির বিষয়; দেহটা নহে। দেহ যদি প্রীতির বিষয় হইবে, তবে দেহটাকে জীব ছাড়িয়া দেয় কেন? জরা-জীর্ণ অবস্থাতেও নিজের প্রতি—আত্মার প্রতি প্রীতি থাকে। যাহারা দেহাত্মবাদী, তাহাদিগকে এই যুক্তি জানা যাইতেছে,—আত্মাই প্রিয়, আত্মাতে প্রীতি আছে বলিয়াই সমস্ত জগৎ দেহে আত্মবোধ করিয়া দেহেতে প্রীতি স্থাপন করিতেছে।

জ্ঞানী অদ্বয়জ্ঞানের ব্রহ্ম-প্রতীতির, যোগী পরমাত্ম-প্রতীতির ও ভক্ত ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। জ্ঞানীর ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের মধ্যে শক্তির বিলাস-বৈচিত্র্য নাই। যোগী পরমাত্মার নিজস্ব বৈচিত্র্য দেখিতে পায় না। সেখানে জীবশক্তি ও মায়াশক্তির বৈভবের পরিচয় বেশী, স্বরূপশক্তির পরিচয় নাই। কেবল ভক্তই পরতত্ত্বের স্বরূপ-

শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার পরিচয় যাহাতে আরও পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইতে পারেন, তজ্জন্য ব্যাকুল হন, ইহাই বিরহ। ইহাতে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের বা মিলনের অত্যন্ত পুষ্টি করায়—বিলাসের পুষ্টি করায়।

"তচ্চ ত্রিধাবির্ভাবস্বরূপস্য তত্ত্বং ভক্ত্যৈব সাক্ষাৎক্রিয়ত ইত্যাহ,—(শ্রীভাঃ ১।২।১২)

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৭ম অনুচ্ছেদ)

এই ত্রিবিধ আবির্ভাবযুক্ত তত্ত্বের ভক্তিদ্বারাই সাক্ষাদ্ভাবে অনুশীলন হয়। ঐ উদ্দেশ্যে এই শ্লোকের অবতারণা করিয়া বলিতেছেন,—এই ত্রিবিধ আবির্ভাবময় তত্ত্বের স্বরূপ অনুভব করিতে ইচ্ছাবিশিষ্ট মুনিগণ জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিফলেই আচার্য-বাক্যাশ্রিত ভক্তির অনুশীলন করিয়া স্বচিত্তে স্বরূপ, জীব ও মায়া-নামক শক্তিত্রয়ের আশ্রয় পরমাত্মাকে (পরমাত্মস্বরূপকে) দর্শন করেন। ব্রহ্মকে জ্ঞানিগণ, পরমাত্মাকে যোগিগণ ও শ্রীভগবদ্বিগ্রহকে ভক্তগণ দর্শন করেন। "জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যম্" —ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার। জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির স্বরূপ নহে বা কিঙ্কর; তাহাদের দ্বারা সেবিতা ভক্তিদেবী। ভক্তি—রাজ্ঞী বা কর্ত্রী। যদি জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির সেবা না করে, তবে তাহাই নির্বিশেষজ্ঞান ও ফল্গুবৈরাগ্য। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি—ইহা পরমপুরুষার্থ। এই দুঃখনিবৃত্তির সঙ্গে অজ্ঞানেরও নিবৃত্তি হইবে—অবশ্য হইবে। যেমন পূর্ণ সবিতা আছে, কিন্তু বাহ্যে প্রকাশ নাই। সূর্য উঠিয়াছে, কিন্তু কুয়াশায় দেখা যাইতেছে না। স্বপ্রকাশ সূর্যের যতই প্রকাশ হইতে থাকিবে, ততই অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়া যাইবে, কুয়াশা আর থাকিবে না,—ইহাই হইল সাক্ষাৎকার।

স্বরূপশক্তির ভজন—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বা প্রেম। আব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের যাহা কিছু কার্য্য, তাহার মূলে দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির পিপাসা আছে। সর্ব্বাবস্থায় যে নিত্য সুখ, তাহা একমাত্র ভজনের দ্বারাই পাওয়া যায়। সূর্যের উদয় যে পরিমাণে হইবে, সেই পরিমাণেই অন্ধকার দূর হইতে থাকিবে। সুখপ্রাপ্তি বা সাক্ষাৎকার হইলে প্রেমভক্তি লাভ হইবে, আর দুঃখ থাকিবে না; শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পদে যেরূপ দৃষ্ট হয়,—

"প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, অবিদ্যাবিনাশ যা'তে।"

"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।" শ্রদ্ধালু জনগণ ভক্তির অধিকারী। সত্যের বাস্তবতা দেখিয়া-শুনিয়াও বিপরীত চিন্তার নাম অশ্রদ্ধা। জীব দুই প্রকার,—(১) উদিত-বিবেক ও (২) অনুদিত-বিবেক। যাহার মনে কোন চিন্তা নাই, যে খায়-দায় থাকে, 'ভাল-মন্দ খাই, দেখি, পরি,' চিন্তাহীন।'—এরূপ ব্যক্তি পশু হইতেও অধম। চিন্তা দুই রকমে হইবে—চিন্তা বা বিচারের দ্বারা সংশয় দূর হইবে এবং কৃষ্ণসেবার চিত্তের অভিনিবেশ হইবে। 'মনন'-অর্থে বিপরীত ভাবনা ও সংশয় পরিত্যাগ করা।

শ্রীভগবানের মধ্যে নিজকে ও নিজের মধ্যে শ্রীভগবান্‌কে দেখিতে হইবে। স্বজন প্রতি প্রীতি, সুখময়ের প্রাপ্তি, আনন্দময়ের প্রাপ্তিই সাক্ষাৎকার। ভজন দুইপ্রকার—(১) অনুরাগময় ও (২) বিধিদ্বারা চালিত। অনুরাগমার্গ নির্মল চেতনের ধর্ম। নির্মল চিত্তের মধ্যে অনুরাগ প্রকটিত হইবে। বিষয়াসক্ত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-নাম-গুণ-রূপ-লীলায় রুচি হইবে না। ভগবত্তার মধ্যে জ্যোতির্ময় পদার্থ ব্রহ্ম অন্তর্ভুক্ত। যেমন সূর্য-চন্দ্র-তারকার মধ্যে কত-রকম আলোক, রূপ, রং ও ক্রীড়া আছে, তাহা জ্যোতির্বিদ্‌গণ জানেন। ভগবৎস্বরূপের অসংখ্য নাম, অসংখ্য গুণ, অসংখ্য রূপ ও লীলা-পরিকর সেবোন্মুখতার তারতম্যানুসারে দৃষ্ট হয়। এক সূর্যকেই বিভিন্ন দিক্ হইতে ঝাড়-লণ্ঠনের ত্রিকোণ-আকার কাচের মধ্য দিয়া কেহ সবুজ, কেহ লাল, কেহ নীল, কেহ নানাপ্রকার রঙ্গযুক্ত দেখেন। জ্যোতিষের মধ্যে গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র-ধূমকেতু কত কিছু দেখা যায়। তথায় সকলের ধর্ম এক নহে। কোন কোন তারকার আলোক পৃথিবীতে পৌঁছিতে কয়েক বৎসর লাগে। পরতত্ত্বের মধ্যে ঐ প্রকার অবস্থানভেদে নাম, রূপ, গুণ ও লীলার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ উপলব্ধির বিষয় হয়। 'মুনি' অর্থাৎ মনন-ধর্মযুক্ত জ্ঞানীর ও যোগীর পথ একপ্রকার। তাহা বিচার-প্রধান। আবার অনুরাগমার্গেও মনন ও আবেশ আছে। এইজন্য অনুরাগমার্গের পথিককেও 'মুনি' বলা যাইবে। অনুরাগ-সেবার জন্য যে লোভ, তাহাও মুনিধর্ম। এই আবেশ বা গতিশীলতার কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপ্রয়াগে ও শ্রীকাশীতে শ্রীদশাশ্বমেধ-ঘাটে—যেখানে দশটি ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়াধিপতি

শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হয়, তথায় কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই রাগমার্গের ভজন-কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথ-শ্রীজীবের ধারায় শ্রীশ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামি-মহারাজ বিস্তার করিয়াছেন। পথ চলিতে কেহ শামুকের গাড়ী, কেহ বা মহিষের গাড়ী, কেহ বা ঘোড়ার গাড়ী, কেহ বা মোটরগাড়ী, কেহ বা বাষ্পীয় যান, কেহ বা এরোপ্লেনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। যেখানে বাধা নাই, সেরূপ সীমাহীন আকাশের মধ্যে এরোপ্লেন চলে। যেখানে পূর্ণ স্বাধীনতার রাজ্য, সেই-খানেই শ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামি-মহারাজ ভজন করিয়াছেন। "শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ।"—ইহাই হইল লোভ বা আগ্রহের কথা।

শ্রীধামে এইসকল শাক-সব্জী, মূলাগাছ, কলাগাছ, আমগাছ প্রভৃতি কি জন্য রোপণ করা হইতেছে? শ্রীশ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীশ্রীপতি, শ্রীঈশান ঠাকুর, শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য, শ্রীমুরারিগুপ্ত, শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীধর—ইঁহারা সকলে ঐ সকল শাক-সব্জী কৃপাপূর্ব্বক পাঠাইয়া দিবেন—তাঁহাদের কৃপাফলে, যদি আমরা আমাদের সেবাবৃত্তি অর্জ্জন করি। "সে-সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস। সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তমদাস॥"—এই লোভ বা আবেশই প্রকৃত বিরহীর চিত্তবৃত্তিতে থাকিবে। যেখানে 'তাঁহারই আমি', সেখানেই আমার প্রকৃত সত্তা। পরতত্ত্বের অদ্বয়-জ্ঞানের সঙ্গেই আমার নিত্য সংসার। কোটিজন্ম পরে হইলেও আমাকে সেই সংসারেই প্রবেশ করিতে হইবে। অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের সংসারে আমার প্রভু থাকেন, আমি সেই প্রভুর সংসারে থাকি,—ইহাই আমার সত্তা। সাক্ষাদ্ভাবে সেই সংসার ও সঙ্গ না পাওয়ার জন্য সুতীব্র আলোড়নই বিরহানুভূতি। মিলন হয়—চিন্তার আবেশে, প্রীতিতে, বিরহে। পরিকরবর্গের সংসার ও সঙ্গ-লাভ হইতে আমি বঞ্চিত রহিয়াছি, আমি সেই সত্যধামে যাইতে পারিতেছি না, আমার দিশার—আলোক দেখাইবার—পথ দেখাইবার—উপায় দেখাইবার পাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সাক্ষাতে পাইতেছি না। এইরূপ চিত্তের ব্যাকুলতাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের জন্য বিরহ-অনুভূতি। "তুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহি", "করুণা না হৈলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, প্রাণ না রাখিব আর।" "পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।"—এইরূপ চিত্তের ভাব হইলে আবেশ ও অভিনিবেশ উপস্থিত হয়। এই আবেশ ও অভিনিবেশেই প্রীতি বা মিলন হয়। শামুকের গাড়ীর মত চলিলে হইবে না; শামুকের গাড়ীতে চলিলে সাক্ষাৎকার নাও হইতে পারে। এরোপ্লেনের মত চলিতে হইবে। বিরহের মধ্যে গতিশীলতা থাকিবে। সেদিকে বিশ্বাস হইলে অবিরাম-গতিতে চলিতে থাকিবে। গতিশীলতার কারণ—লোভ, আবেশ। চিত্ত যত বিভোর হইবে, ততই গতিশীলতা থাকিবে। ৯০।

এরোপ্লেনের পথে—রাগপথে নর্ত্তন-কীর্ত্তন আইসন এক প্রকার এবং পুলিশ, আর্দালী, নোটিশ, আইন প্রভৃতির দ্বারা বিধিপথে চলা আর এক প্রকার। লোভমার্গ—রাগমার্গ—আবেশমার্গ—ভাবমার্গ—নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানমার্গ, ইহাই আমার সত্তা—ইহাই আমার সমস্ত ক্রিয়াকলাপের জীবন হইবে; আমার যা কিছু ইহা লইয়াই। ইহা থামিবে না—নিরবচ্ছিন্ন প্রগতিতে অবিরাম চলিবে। এই বিরহই আমাকে গতিশীল করাইবে। আমি ত' শামুকের গাড়ীতে চলিতেছি। আমাকে মোটরগাড়ীতে, এরোপ্লেনে কে লইয়া যাইবেন? আমার সর্ব্বস্বধন আমার পাথেয় যে সেবারস, কে তাহার আস্বাদন করাইবেন? শ্রীগুরুদেব—বিভু—সর্ব্বব্যাপক। তিনি অন্যাভিলাষরহিত, নির্দ্দম্ভ, নিত্য দিব্যের চৈত্ত্যগুরুরূপে অন্তরে সর্ব্বক্ষণ সঙ্গ দান করেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতি গুরুবর্গকে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় সুতীব্র বিরহ-বিধুরতার মধ্যে দর্শন করিয়াছিলেন। "পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব"—এইরূপ দৈন্য-আর্ত্তিতে সিক্ত হৃদয়ক্ষেত্র অত্যন্ত বিগলিত থাকে বলিয়া তথায় শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপালতার বীজ সহজেই অঙ্কুরিত ও ফল-ফুলে সুশোভিত হয়। শ্রীগুরুবর্গ যখন প্রকট থাকেন, তখন সাক্ষাদ্ভাবে উপদেশাদি দ্বারা আমাদিগকে গতিশীল হইবার সুযোগ প্রদান করেন। তাঁহাদের অপ্রকটলীলাকালে আমাদিগকে কে গতিশীলতায় রাখিবে, এইজন্যই অকপট হরিজনদের বিরহ উপস্থিত হয়। বিষয়-বিগ্রহ ও আশ্রয়-বিগ্রহের জন্য বিরহের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব জীবকে বিষয়-বিগ্রহের সহিত মিলন করাইয়া দেন। বিষয়-বিগ্রহের সেবাপ্রাপ্তির জন্য যে আবেশ বা আকৃতি, তাহা অধিকতর গতিশীল হয়—আশ্রয়বিগ্রহগণের কৃপাপ্রাপ্তির জন্য আর্ত্তি বা

বিরহের দায়। অতএব আশ্রয়বিগ্রহগণের জন্য যে বিরহ, তাহা বিষয়-বিগ্রহের সেবার প্রতি লোভ ও অভিনিবেশকেই সুতীব্র গতিশীল করিয়া দেয়। শ্রীগুরুবর্গ সম্পত্তি-দশাতে লীলাপ্রবেশ করিয়া বিষয়বিগ্রহের যে সেবায় অভিনিবিষ্ট আছেন, সেই সেবার কৈঙ্কর্য্যের প্রতি লোভ শ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত লাভ হয় না। [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার লক্ষণই—জড়াভিনিবেশ হইতে নিবৃত্তি লাভ করিয়া পরতত্ত্ববস্তু-রূপ-লাভের জন্য লোভ ও অভিনিবেশ। শ্রীভক্তিসিন্ধু-ধৃত স্তববরে কেবল সম্বোধন করিবার জন্য ব্যাকুল [illegible] বিরহময় চিত্তবৃত্তিতে একমাত্র কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই মুখ্যা। শ্রীগুরুবর্গের সঙ্গ, তাঁহাদের নাম, রূপ ও লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদির মধ্যে লাভ হয়। লোভ হইলেই স্রোতের মধ্যে আসিয়া গেল। তখন গতিশীলতা কেবল বাড়িতে থাকে। শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ভাগবত-গুরুর বিরহ-রস কর্ণাঞ্জলিতে পান করিতে হয়। শ্রীগুরুদেবের কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া চিত্তবৃত্তিতে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়—স্মরণ হয়। শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত, শ্রীমুরারিগুপ্ত, খোলাবেচা শ্রীশ্রীধর, শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর, শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহারাজ ইঁহাদের বিরহে ইঁহাদের গুণ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে, কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইলে তাঁহাদের সঙ্গ লাভ হয়। কিরূপভাবে তাঁহারা ভগবদ্বস্তুর সেবা করিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য লোভ হইলে তাঁহাদের নাম-গুণ-লীলাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের প্রতি লোভবিশিষ্ট হইতে হইবে। লোভ কাহাকে বলে? অভীষ্টদেবের প্রতি সর্বক্ষণ অভিনিবেশ ও আবেশ ব্যতীত আর কিছুই ভাল লাগে না, ইহা লোভের ব্যতিরেক লক্ষণ, আর অন্বয়-লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের সখ্য, বাৎসল্য, মধুরাদি ভাবের রাগাত্মিক সেবকগণের যে কোন একটি সেবার প্রতি হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি বা আকর্ষণ। চুম্বকের স্বাভাবিক লৌহ আকর্ষণ। অন্য বস্তু মধ্যপথে আসিয়া যেন লোভের বা আবেশের ব্যাঘাত না জন্মায়। ইষ্টবস্তুর কোন দোষ নাই। ইষ্টবস্তুর অনুশীলনকারীর অজ্ঞানের বা অমনোযোগিতারই দোষ। এজন্য যাহাতে না হয়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইবে।

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥
(শ্রীভাঃ ২।৩।২৪)

চক্ষুতে অশ্রু—শরীরে রোমাঞ্চ বাহিরে প্রকাশিত হইলে কি হইবে? অন্তরে লোভ—প্রীতি—আবেশ—অভিনিবেশ না হইলে হইবে না। শ্রীমথুরানাথ ও শ্রীদ্বারকেশও রাগের বিষয়। যত রূপ আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাদ্ভুত-চমৎকারলীল শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ রাগের বিষয়। ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য—এই চারিটি মাধুর্য্য শ্রীনন্দনন্দনেই অধিক।

চতুর্ধা মাধুরী তস্য ব্রজ এব বিরাজতে।
ঐশ্বর্য্যক্রীড়য়োর্বেণোস্তথা শ্রীবিগ্রহস্য চ॥
(শ্রীলঘুভাগবতামৃত)

প্রত্যেক কার্য্যে যদি ভগবৎস্মৃতি না আসে, চিত্তটি দৈন্য ও আর্ত্তিতে বিগলিত না হয়, সেখানে উত্তরোত্তর আবেশ, অভিনিবেশ, লোভ ও প্রীতি না আসে, তবে সমস্তই বৃথা। স্মৃতি না হইলে জানিতে হইবে, তথায় বাধা আছে। সকল কার্য্যেই প্রিয়বস্তুর স্মৃতি চিত্তে দেদীপ্যমান থাকিবে। প্রগতিশালিনী প্রীতি যেখানে, স্বাভাবিক স্মৃতিও সেখানে। যেখানে প্রীতি নাই, সেখানে স্মৃতিও নাই। বিষয়ীর বিষয়ে প্রীতি আছে বলিয়া মনটি সর্বদা বিষয়-স্মৃতিতে ভরপুর। অপ্রাকৃতবস্তু বিষয়-বিগ্রহ শ্রীনন্দনন্দনের নিজজনগণের প্রতি যাঁহার প্রীতি আছে, তাঁহাদের স্মৃতি আঠার ন্যায় সর্বদা তাঁহার অন্তরে লাগিয়া রহিয়াছে। কুটিলতা, অসরলতা, জড়-অহঙ্কার, জড়-অভিনিবেশ প্রভৃতি কোন বাধা থাকিলে গুরুবর্গের প্রতি প্রীতি ও স্মৃতির উদয় হয় না। একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় সেই বাধা দূর হইতে পারে। আমরা সেই শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ পরমহংসের শ্রীগুরুদেব শ্রীমধুসূদন দাস গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি কৃপা করিয়া এই স্মৃতিরাহিত্য বিদূরিত করুন—শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতির একটি কণিকা যেন তাঁহার কৃপায় আমাদের লাভ হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠে বিরহতিথি-পূজা

গত ১০ই অগ্রহায়ণ, বুধবার কৃষ্ণাষ্টমীতিথিতে শ্রীচৈতন্য-মঠে অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের নির্দেশানুসারে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ 'গৌড়ীয়' ১১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা হইতে শ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামি-প্রভুর চরিত্র-কথা কীর্তন করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীল আচার্যদেব বিরহ-তিথি-পূজা ও বিরহতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে-সকল কথা কীর্তন করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম পূর্বোক্ত প্রবন্ধে প্রকাশিত হইল। যে-হৃদয়ে বিরহ নাই, সেখানে ভক্তিও নাই। বিরহই ভজন, বিরহই ভক্ত বা প্রাণ। হৃদয়ে স্ব-সুখবাঞ্ছা থাকাকালে বিরহের অনুভব হয় না। যেখানে বিরহ, সেইখানেই ভজনপ্রগতি। আমার একমাত্র প্রয়োজন ভগবৎ-সাক্ষাৎকার আমার ভাগ্যে ঘটিল না—এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া ভক্ত ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের জন্য সর্বক্ষণ বিরহকাতর। বিরহের মধ্যে ভগবৎ-স্মৃতি সর্বক্ষণ থাকে। ভগবৎ-সাক্ষাৎকার দুই প্রকার—বহিঃসাক্ষাৎকার ও অন্তঃসাক্ষাৎকার। শুদ্ধভক্তগণ অন্তরে সর্বক্ষণ ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করিয়াও বাহিরে ভগবান্ ও ভক্তের সাক্ষাৎকার না পাইয়া অনুক্ষণ বিরহ-ব্যথিত।

মধ্যাহ্নে শ্রীধামবাসী সকলকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যার পূর্বে শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ ও মঠবাসী ভক্তগণের নিকট মহাজনবাণী ও হরিকথা কীর্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল ভক্তিবিবেক সাগর মহারাজ প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল গুরুবর্গের বিরহ-কথা কীর্তন করেন।

শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীগুরুবর্গের শ্রীসমাধি-পীঠ

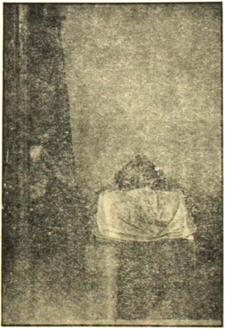

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামি-প্রভুর সমাধি-পীঠ
(শ্রীকোলদ্বীপ—শ্রীনবদ্বীপ)

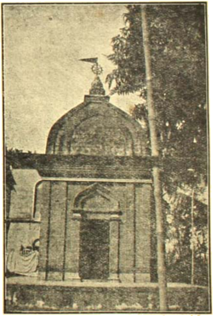

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি-মন্দির
(শ্রীগোদ্রুম—শ্রীনবদ্বীপ)

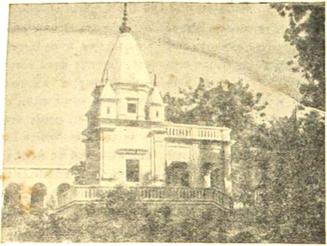

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি-মহারাজের সমাধি-মন্দির
(শ্রীমায়াপুর—শ্রীনবদ্বীপ)

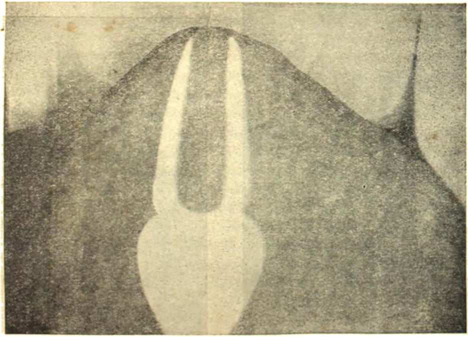

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুরের সমাধি-পীঠ
(শ্রীমায়াপুর—শ্রীনবদ্বীপ)

শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী

[শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-প্রভুদ্বয় শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্টের প্রচারক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি যেরূপ ভক্তি কর্ত্তব্য, তাহা হইতে একটু ন্যূনপরিমাণ ভক্তি যদি আমরা শ্রীশ্রীরূপপ্রভুতে ও শ্রীশ্রীজীবপ্রভুর প্রতি প্রদর্শন করি, তাহা হইলে শুদ্ধভক্তিতে আমাদের অধিকার হইবে না। যদি শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের শ্রীরূপানুগ হওয়া চাই।]

শ্রীশ্রীরূপসনাতন-স্তোত্রম্ *

রত্নং কেচিদবাপ্য সন্তু মুদিতা মুক্তেন্দ্রনীলাদিকং
ব্রহ্মানন্দপরা ভবন্তিহ পরে কেচিৎ পরেশোন্মুখাঃ ।
শ্রীমদ্গুরুচিত্তসম্পুটগতং গৌরাঙ্গগোপার্জ্জিতং
রাধাকঙ্কণরেখিতং মরকতং চিন্বো বয়ং গোকুলে ॥ ১ ॥

কোনও কোনও ব্যক্তি মুক্তা, ইন্দ্রনীলমণি প্রভৃতি পার্থিব রত্ন লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হন হউন, অপর কোনও ব্যক্তি ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট হন হউন, কতিপয় লোক পরমাত্মার প্রতি উন্মুখ হইয়া তৃপ্তিলাভ করেন করুন; কিন্তু আমরা শ্রীগুরুদেবের চিত্তসম্পুটে সুরক্ষিত, শ্রীগৌরভক্তগণের দ্বারা আবিষ্কৃত ও শ্রীরাধাকঙ্কণরেখাঙ্কিত মরকতমণি অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাপ্রাণধন শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণিকে শ্রীগোকুলে আহরণ করিব অর্থাৎ আরাধনা করিব ॥ ১ ॥

রাধাভাবাভিপূর্ণং ব্রজরসনয়নোদ্ভূতপূর্ণং সুপূর্ণং
নৃত্যন্তং ভক্তমধ্যে নিরুপমমধুরে কীর্ত্তনে কৃষ্ণনাম্নাম্ ।
বীরং প্রেমসিন্ধুং পরমকরুণয়া প্লাবয়ন্তং ত্রিলোকীং
বন্দে চৈতন্যদেবং পরিজনসহিতং চারুচামীকরাভম্ ॥ ২ ॥

শ্রীরাধিকার ভাবে বিভাবিত, শ্রীব্রজরসাস্বাদন-জনিত নীর নীর অর্থাৎ বারবার পূর্ণিতনয়নের, ভক্তগণের মধ্যে নিরুপম মধুর শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনকালে নৃত্যশীল, প্রেমাম্বুধি-বর্ষণকারী, পরমকরুণা দ্বারা ত্রিভুবন-প্লাবনকারী, পরিজন-পরিবৃত ও চারুকনকাভ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ২ ॥

শ্রীচৈতন্যহরের্বিয়োগবিকলো যঃ ক্ষেত্রসন্ন্যাসদা-
নন্যাশাং পরিহৃত্য ধাম জগতাং নাথস্য পশ্চাদ্ যযৌ ।
বর্ষন্ প্রেমপয়োনিধিং ভজতি যো গোবিন্দপাদাম্বুজো-
র্বন্দে শ্রীল-গদাধরং গুণধরং তং রাধিকারূপিণম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীগৌরহরির সঙ্গবিরহে বিকলচিত্ত হইয়া ক্ষেত্র-সন্ন্যাস-ব্রতী হইলেও যিনি শ্রীধাম (শ্রীজগন্নাথধাম) দূরে পরিত্যাগপূর্ব্বক অখিল জগতের নাথ শ্রীগৌরসুন্দরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন; যিনি শ্রীগোবিন্দপাদপদ্মের প্রতি প্রেমসমুদ্র বর্ষণ করিতে করিতে নিত্য ভজনযুক্ত হইতেছেন, সেই অপারকরুণাময় শ্রীরাধিকারূপী শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

শ্রীগোবিন্দাঙ্ঘ্রিকঞ্জারুণরুচিনিরতান্ রাধিকাভাবসিন্ধৌ
মগ্নান্ সম্যক্ পুরাণোক্তমবিতথমতং নিশ্চিতাখ্যে দধানান্ ।
দুর্জ্ঞেয়ান্ দুষ্টদৈত্যৈর্ভগবদতিরসাস্বাদকক্ষাতিরামান্
বন্দেঽনন্তপ্রভাবানপরিমিতকলাপূরিতাংস্তীর্থপাদান্ ॥ ৪ ॥

শ্রীগোবিন্দের অরুণকান্তিবিশিষ্ট শ্রীপাদপদ্মে অভিনিবিষ্ট, শ্রীরাধিকাভাবাম্বুনিধিতে নিমগ্ন, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণসমূহের সিদ্ধান্তসমূহ হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক নিখিল ভগবদ্ভক্তিক, খলগণের (নিন্দুক, কুতার্কিক, মায়াবাদী প্রভৃতি) বুদ্ধির অগম্য, শ্রীনন্দনন্দনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, অভিপ্রিয় ভক্তগণেরও অভিলাষ মাত্র ও অনধিক-গম্য-

---

* শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর শিষ্য শ্রীল গদাধরভট্টের বংশোদ্ভূত শ্রীগোবর্দ্ধনভট্ট গোস্বামি-বিরচিত বলিয়া কথিত।

গীতাদি বিদ্যা-বিশারদ তীর্থপাদ অর্থাৎ শ্রীশ্রীগৌরভক্তবৃন্দকে আমি বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

প্রাণোৎক্রান্তিকথাবরোধসময়ে শ্রীরাসলীলোৎসবং
সংগীতং স্তুতি গদ্যপদ্যসহিতো যো বৃন্দ-গীতং তথা ।
আকর্ণ্যাথ স্বকৃষ্ণনাম বদনে গায়ন্ ব্রজে মাধবং
দৃষ্ট্বোত্থায় মহাপ্রয়ন্ স্বপিতরং তং নৌমি শিক্ষাগুরুম্ ॥ ৫ ॥

প্রাণপ্রয়াণসময়ে সাধারণতঃ কফাদির দ্বারা কণ্ঠরোধ হয় ; কিন্তু যিনি তৎকালে শ্রীরাসলীলোৎসব, (শ্রীকৃষ্ণের) সংগীত ও—স্তুতি-সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণনাম স্ব-বদনে গান করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমাধবের দর্শনপ্রাপ্ত হইয়া (সহসা) গাত্রোত্থান করিয়াই প্রপঞ্চ হইতে তিরোহিত হন, তাঁহার সেই শিক্ষাগুরু পিতৃদেবকে আমি নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

শ্রীবৃন্দাবিপিনঞ্চ গোকুলমিদং গোপীশ্বরং রাধিকাং
গোবিন্দং সকলঞ্চ বৈষ্ণবগণং নানাগমেষু স্থিতম্ ।
সর্বং যেন যদীয়দৈব দয়য়া চৈতন্যদেবানুগং
গীতোদ্ভাববিশারদং নমত ভো রূপাগ্রজং সজ্জনম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীগোকুল, শ্রীগোপীশ্বর, শ্রীরাধিকা, শ্রীল গোবিন্দদেব ও নানা আগমস্থিত সমস্ত বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত যাঁহার করুণায় সম্যক্ আমি অবগত হইয়াছি, সেই শ্রীগৌর-পরিকর, গীতোদ্ভাববিশারদ, শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীসনাতনগোস্বামি-প্রভুকে তোমরা সকলে সতত নমস্কার কর ॥ ৬ ॥

মূঢ়োঽহং বিষয়াভিলাষবলিতঃ সংসারমার্গে ভ্রমন্
ক্ব শ্রীমদ্‌ব্রজভূমিবাসচরণাম্ভোজাংশবো বা ক্ব চ ।
কিন্তু ত্বৎকরুণানদীং সুবিপুলাং বিশ্বং পুনতীং সদা-
চাচণ্ডালমিমাং বিচার্য মুদিতো রূপাগ্রজ ত্বাং ভজে ॥ ৭ ॥

বিষয়াভিলাষপরিপূর্ণ, মূঢ়, সংসারমার্গে ভ্রমণশীল আমিই বা কোথায়, আর শ্রীমদ্‌ব্রজভূমিনিবাসী শ্রীপাদপদ্মরাজই বা কোথায় ! (অর্থাৎ আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে তাঁহার সাক্ষাৎ সর্বথা অসম্ভব); কিন্তু শ্রীল সনাতনপ্রভুর করুণা-স্রোতস্বিনী আচণ্ডাল সুবিপুল বিশ্বকে স্বীয় জলে পবিত্র করিতে সমর্থা; ইহা (অর্থাৎ এই দয়ার কথা) বিচার করিয়া আমি আনন্দলাভ করি। হে শ্রীরূপাগ্রজ সনাতন প্রভো ! আমি আপনার ভজনা করি ॥ ৭ ॥

যো রাজ্যং পরিহৃত্য পূর্বজযুতো নিষ্কণ্টকং স্বেচ্ছয়া
শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দযুগলং ধৃত্বা মনস্যাদরাৎ ।
আগত্য ব্রজভূমিবাসমকিতো বর্তন্ রসাম্ভোনিধৌ-
মগ্নঃ শ্রীযুতরূপ স অধমং মাং স্বীয়মঙ্গীকুরু ॥ ৮ ॥

যিনি স্বেচ্ছায় অগ্রজ শ্রীসনাতনপ্রভুর সহিত নিষ্কণ্টক রাজ্যের পরিত্যাগপূর্বক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় শ্রীব্রজভূমিতে আসিয়া বাস করেন এবং সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরস-সমুদ্রস্রোতে প্লাবিত হইলেন, সেই শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু এই অধম আমাকে নিজজন বলিয়া স্বীকার করুন ॥ ৮ ॥

গ্রন্থালীং ললিতাং মহোজ্জ্বলরসাং গান্ধর্বিকামাধব-
ক্রীড়াভির্ললিতাং কবীশ্বরমুদাং চৈতন্যদেবাজ্ঞয়া ।
বিধং যোঽদ্ভুতনাটকাবলিমিতং বীক্ষ্যাদ্ভুতস্যাপৃতঃ
শ্রীরূপঃ প্রকটীচকার যমুনাতীরে কুটীরে স্থিতঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীযমুনাতীরস্থিত কুটীরে অবস্থান করিয়া গোবিন্দনাট-কাব্যাদ্ভুত বিষয়ে অবলোকনপূর্বক শ্রীরূপপ্রভু ভক্তিপরবশ হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের আজ্ঞায় কবীশ্বরগণেরও শিরোধার্য সুললিত উজ্জ্বলরসসম্বলিত ও শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর লীলাকথাপরিপূর্ণ গ্রন্থাবলী প্রকটিত করেন ॥ ৯ ॥

যৎকাব্যং হৃদয়ান্তরালমিলিত-শ্রীগৌরচন্দ্রোদিতং
রাধাকৃষ্ণ-বিলাস-সঞ্চিতং বৃন্দাবন-শ্রীযুতম্ ।
শ্রুত্বা নন্দতনূজভক্তনিকরাঃ কম্পাশ্রুরোমাঞ্চিতা
উচ্চৈর্গান্তি লুঠন্তি মত্তমনসঃ মূর্চ্ছন্তি নৃত্যন্তি চ ॥ ১০ ॥

যাঁহার রচিত কাব্য হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত শ্রীগৌরহরির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বাহিরে প্রকাশিত, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিলাসাবলী-সমন্বিত ও শ্রীবৃন্দাবন-শোভাসম্পত্তিবিশিষ্ট, সেই শ্রীরূপপ্রভুর কাব্য শ্রবণ করিয়া শ্রীনন্দতনুজভক্তবৃন্দ কম্পাশ্রু-রোমাঞ্চিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কখন মূর্চ্ছিত হন, কখন লুণ্ঠিত হন, কখনও আপনাদের সহিত লম্ফপ্রদান করেন এবং কখনও বা নৃত্য করিতে থাকেন ॥ ১০ ॥

তং রাধাপদপদ্মসেবনরতং চৈতন্যদেবাশ্রিতং
বৃন্দারণ্যবিলাসরঞ্জনপরং গোপালনাথাদিকম্ ।
কৃষ্ণাতীরকুটীরবর্তিনমহং রূপং সমাশ্রিত্য যো
বর্তেত প্রসভং জগীহৃদয়ে ভক্তির্নরীনৃত্যতে ॥ ১১ ॥

শ্রীরাধাপাদপদ্মসেবনরত, শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত, শ্রীবৃন্দাবনক্রীড়াসক্তচিত্ত, শ্রীগোপীনাথাদি ও শ্রীযমুনাতীর-

কুটীরবাসী শ্রীরূপপ্রভুকে যিনি সম্যক্‌ভাবে সতত আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন, তাঁহার হৃদয়ে বলপূর্ব্বক শ্রীভক্তিদেবী পুনঃ পুনঃ (সতত) নৃত্য করেন ॥ ১১ ॥

তাবদ্‌যোগকলিব্যাকুলমনস্তা [illegible]
তাবদ্ যোগকলা-কলাপকলিতাস্তাবচ্চ নৈয়ায়িকাঃ।
তাবদ্‌ব্রহ্মরতা ভবন্তি মনুজা প্রয়া ন গৌরপ্রিয়া
যাবৎ কর্ণপুটং প্রয়াতি তরলা শ্রীরূপবক্ত্রোদ্‌গতাঃ ॥ ১২ ॥

যাবৎকালপর্য্যন্ত শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপ্রভুর শ্রীমুখবিগলিত শ্রীগৌরসুন্দরের অভিনব প্রিয় প্রেমসুধার বাণী কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মাতুর কর্ম্মিগণ, যোগাভ্যাসরত যোগিগণ, শুষ্কতর্করত নৈয়ায়িকগণ ও ব্রহ্মচিন্তারত জ্ঞানিগণ শোকবিষাদ-ব্যথাকুলহৃদয়ে (সংসারে) অবস্থান করেন ॥ ১২ ॥

শ্রীমদ্রূপমুখাম্বুজাদ্বিগলিতং চৈতন্যদেবেচ্ছয়া
রাধাকৃষ্ণকথামৃতং নিরবধি প্রেমোজ্জ্বলং ভূতলে।
চিত্রং ভক্তজনা পিবন্তি সততং তে কৃষ্ণনামাঙ্কিতা-
স্তেষাং বা বিতৃষ্ণীভবত্যহর্দিনং তত্রৈব তৃষ্ণা পুনঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ইচ্ছায় শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-প্রভুর শ্রীমুখপদ্মবিগলিত যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকথামৃত ভূতলে প্রকটিত হইয়াছে, তাহা প্রেমোন্মত্ত ভক্তগণ সতত পান করিতেছেন। কিন্তু মহাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কুম্ভজাত অগস্ত্যমুনি যেরূপ সমুদ্রজলকে নিঃশেষিত করিয়াছিলেন এবং সেই জল পানকারীর তৃষ্ণা হ্রাস করিয়াছিল, [illegible] ইহা (অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকথামৃত-সমুদ্র) অন্যরূপ এবং অগস্ত্যস্বরূপ কৃষ্ণাতুর ভক্তগণের তৃষ্ণাকে অহর্নিশ পান করা সত্ত্বেও পুনরায় বিতৃষ্ণীকৃত করিয়া থাকেন ১৩ ॥

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীতি মুখ্যললিতশ্লোকাবলীঃ যৎকৃতাঃ
মুক্তাভাতুলনাক্ষরাণি চ বহির্গৌরো বিলোক্যোন্মদঃ।
পূর্ণন্ ভক্তযুতো ননর্ত্ত সহসা যং সপ্রমোদং স্তবন্
কো রাধাপদদাস্যমশ্নুতে তং রূপদেবং বিনা ॥ ১৪ ॥

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী" ইত্যাদি যাঁহার রচিত মুখ্য ললিত শ্লোকাবলী এবং সেই সেই শ্লোকের মুক্তার ন্যায় অতুলনীয় সৌন্দর্য্যশালী অক্ষরসমূহ দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীগৌরহরি উন্মত্তভাবে যাঁহার স্তুতি করিতে করিতে ভক্তপরিবৃত হইয়া পূর্ণ-সহকারে নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরূপপ্রভুর পদ ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি শ্রীমতী শ্রীরাধাপদদাস্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে ? ॥ ১৪ ॥

যেনাশেষমিদং জগদ্ ব্রজবনাম্ভোধৌ সমাপ্লাবিতং
যন্নামাপি নিশম্য কৃষ্ণচরণে প্রাপ্নোতি ভক্তিং জনঃ।
সোঽয়ং যস্য হৃদন্তমন্ত্রণয়া চৈতন্যদেবো হরিঃ
স্বং সর্ব্বস্বমপি ন্যধৌ বদ সখে রূপাৎ পরঃ কো ভুবি ॥ ১৫ ॥

যিনি নিখিল বিশ্বকে শ্রীব্রজরসসমুদ্রে নিমগ্ন করিয়াছিলেন, যাঁহার শ্রীনাম শ্রবণ করিয়াও লোক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি লাভ করেন, সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অমলোদয়-ইচ্ছা বিস্তারপূর্ব্বক যাঁহার চিত্তে নিজ-সর্ব্বস্ব রসভাণ্ডার (সমগ্র সিদ্ধান্তধ্বনি) সংস্থাপন করিয়াছেন, হে সখে ! সেই শ্রীরূপ-প্রভু ব্যতীত পৃথিবীতে (আত্মীয়) অপর কোন্ ব্যক্তিই বা আছেন ? ॥ ১৫ ॥

অটন্ কূলে কূলে তরণিদুহিতুর্নির্ব্বাধিরটন্
ব্রজেন্দোর্নামানি ক্বচিদপি নটন্ প্রেমবিবশঃ।
লিখন্ রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বল-ললিতকেলিং ক্বচিদপি
স্মরন্ গৌরং শৃণ্বন্ ক্বচিদপি চ রূপো বিলসতি ॥ ১৬ ॥

শ্রীরূপপ্রভু কখনও বা তপনতনয়া শ্রীযমুনার তীরে তীরে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের শ্রীনাম নিতান্ত ব্যাকুলতার সহিত সম্বোধন করিতে করিতে, কখনও বা প্রেমবিবশ হইয়া নৃত্য করিতে করিতে, কখনও বা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ললিত লীলাকথাপূর্ণ গ্রন্থাদি-লিখনে, কখনও বা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের স্মরণে ও তাঁহার শ্রীনামাদি শ্রবণ করিতে করিতে কালাতিপাত করিতেন ॥ ১৬ ॥

কদাপ্যেকাং দধানঃ করকযুতকরো রাধিকাকান্তলীলাং
গায়ন্ ধ্যায়ন্ সমোদং দ্রুমতলবসতিঃ কুঞ্জধামানি গৃহ্নন্।
কুর্ব্বন্ যোগভিক্ষাং ক্বচিদপি পরমাদ্বিপ্রাণাং স্থূলবৃত্তিং
রূপো নীচস্তৃণেভ্যস্তরুরিব সহনো ভ্রাজতে কাননান্তঃ ॥১৭॥

শ্রীরূপপ্রভু একটিমাত্র কথা হস্তে ধারণ করিয়া, করঙ্গ (কমণ্ডলু) হস্তে গ্রহণ করত শ্রীরাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলা কীর্ত্তন ও ধ্যান করিতে করিতে তরুতলে অবস্থান করিতেন। (কখনও বা) পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে করিতে মাধুকরী ভিক্ষা (যোগভিক্ষা), কখনও বা পরমভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে স্থূলভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। (এইরূপে) শ্রীরূপপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে তৃণাপেক্ষা সুনীচ ও তরু অপেক্ষা সহনশীলের আদর্শ প্রকট করিয়া বিরাজিত ছিলেন ॥ ১৭ ॥

পার্ষদা-পদপদ্মভক্তিনিরতশ্চৈতন্যদেবপ্রিয়ঃ
শ্রীগোবিন্দ-কৃপাবলোকনপরো বৃন্দাটবীবান্ধবঃ।
ভক্তপ্রীতিরসবহং নতশিরা ভূতানুকম্পাননঃ
পীযূষাধিকতাপ্রিয়ো বিভবতে রূপানুগামী জনঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীরূপানুগজনও শ্রীরাধাপাদপদ্মভক্তিনিরত, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়, শ্রীগোবিন্দকৃপাদৃষ্টিভাজন অথবা শ্রীগোবিন্দকৃপালাভে সতত সতৃষ্ণ, শ্রীবৃন্দাবনবাসপ্রিয়, ভক্তগণের প্রতি প্রীতিযুক্ত, অবনতমস্তকে সমস্ত জীবের প্রতি মানদ ও সুখাপেক্ষা দুঃখভোগী হইয়া বিশেষভাবে শোভাযুক্ত হন ॥ ১৮ ॥

দুর্দান্তেন্দ্রিয়সঙ্কুলোঽপি বিহিতানন্তাপরাধোঽপ্যসৎ-
সঙ্গেনোজ্ঝিত-মাধবোঽপি কলিতাদ্বৈতপ্রসঙ্গোঽপি চ।
চৈতন্যপ্রিয়পার্ষদোত্তমমহৎকারুণ্যপূর্ণাশয়ং
শ্রীরূপং পরিচর্য্য পর্য্যটতি কঃ সংসার-পাথোনিধৌ ॥ ১৯ ॥

দুর্দান্তেন্দ্রিয়গণযুক্ত, অনন্ত অপরাধে অপরাধী, অসৎসঙ্গকে বরণ করিয়া শ্রীমাধবত্যাগী ও অদ্বৈতবাদী—এরূপ কোন ব্যক্তিও যদি শ্রীচৈতন্যের প্রিয়, সর্বোত্তম পার্ষদগণেরও প্রণম্য, করুণাপূর্ণহৃদয় শ্রীরূপপ্রভুর পরিচর্য্যা করেন, তবে তিনি কি আর সংসারসমুদ্রে বিচরণ করেন? (অর্থাৎ অচিরেই তাঁহার সংসারবন্ধন ছিন্ন হয়।) ॥ ১৯ ॥

কেচিদ্ ঘোরকলিপ্রভাববিজিতাঃ পাষণ্ডমার্গে গতাঃ
কেচিৎ কর্মরতাঃ পরেঽবকলিতজ্ঞানাত্মবিশ্রান্তয়ঃ।
কেচিদ্ভক্তিবিভূষিতাঃ সুবিরলাস্তত্রাপি কৃষ্ণোৎসুকাঃ
শ্রীরাধাপদলাস্যলম্পটধিয়ঃ কে সন্তি রূপং বিনা ॥ ২০ ॥

বহু ব্যক্তি ঘোরকলির প্রভাবদ্বারা পরাজিত হইয়া পাষণ্ড-মার্গে প্রবেশ করে অর্থাৎ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী হইয়া পড়ে; বহু ব্যক্তি কর্মে রত হয়; আবার কতিপয় ব্যক্তি জ্ঞানমার্গাবলম্বনে আত্যন্তিক-ক্লেশনিবৃত্তিরূপ বিশ্রাম লাভ করে; অতি স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি বৈধভক্তিবিভূষিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুসেবাপরায়ণ হন, তাহা হইতেও স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ-সেবালাভে সমুৎসুক হন; কিন্তু শ্রীরূপপ্রভু ব্যতীত আর কয়জন ব্যক্তি শ্রীরাধাপদ-দাস্যলাভে উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন? ॥ ২০ ॥

হিত্বা রূপপদাম্বুজং ভবতি যো রাধাঙ্ঘ্রিদাস্যোৎসুকঃ
উচ্চং সৌধমসৌ তনোতি ন কথং রম্যং স্থলে সৈকতে।
বাহুভ্যাং ত্রিদিবং স্পৃশেদপি কথং দোর্বা কথং ভাস্করং
মুষ্টিং মুষ্টিমতোজ্ঝিতস্যাপি পন্থং ন কিং চান্ধকঃ ॥ ২১ ॥

যে ব্যক্তি স্বয়ং বালুকাময় প্রদেশে উচ্চতম সৌধনির্মাণ করিতে ইচ্ছা করে, বাহুদ্বারা স্বর্গলোক স্পর্শ করিবার অভিলাষ করে, মুষ্টিদ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিবার প্রয়াস করে এবং অন্ধ ব্যক্তিকে দিগ্‌দর্শন করিবার উপদেশ দেয়, সে যেরূপ অতিমূর্খ, শ্রীরূপপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি শ্রীরাধাপদদাস্যলাভ করিতে সমুৎসুক হয়, সেও তদ্রূপ মহামূর্খ, সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥

গোপীভাবসমুজ্জ্বলাঞ্চিতমনাশ্চৈতন্যদেবো হরি-
স্তেষামেতি কথং হৃদং ক চ কথা রাধাপদাম্ভোজয়োঃ।
বৃন্দাকাননমাধুরী প্রতিপদা তেষাং বিদূরে নৃণাং
শ্রীরূপাঙ্ঘ্রিসরোজভক্তিবিধুরা যে দুর্মতি নো দুর্মদাঃ ॥ ২২ ॥

যে সকল দুর্মদান্ধ ব্যক্তি শ্রীরূপপাদপদ্মে ভক্তিযুক্ত নহে, তাহাদের হৃদয়ে শ্রীগোপীভাবসমুজ্জ্বলিতচিত্ত ভগবান্ শ্রীগৌরহরি ও শ্রীরাধাপাদপদ্মমহিমার কথা কিরূপে স্থান লাভ করিবে এবং প্রতিপদপরিলীল শ্রীবৃন্দাবনমাধুরীই বা কিরূপে তাহাদের বোধগম্য হইতে পারে? ॥ ২২ ॥

শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দযুগলং কালাহিতাপাপহং
বৃন্দাকাননভূষণং ব্রজবধূনেত্রালিভিঃ পূজিতম্।
শ্রীরাধোরুকুচস্থলাধিগতং ধ্যেয়ং রসজ্ঞোত্তমৈঃ
কো লোকে বিদধাতি লোচনপুরো রূপং দয়ালুং বিনা ॥ ২৩ ॥

শ্রীগোবিন্দপাদপদ্মযুগল সংসাররূপ কালসর্পের তাপনাশক, শ্রীবৃন্দাবনের ভূষণস্বরূপ, শ্রীব্রজাঙ্গনাগণের নয়নপদ্মসমূহ দ্বারা পূজিত, শ্রীরাধার হৃদয়াগত ও রসজ্ঞোত্তম ভক্তবৃন্দের (সতত) ধ্যেয়। দয়ালু শ্রীরূপপ্রভু ব্যতীত ইহলোকে আর কে এমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি আছেন, যিনি সেই শ্রীপাদপদ্ম সর্বদা হৃদয়ে ধারণ করেন? ॥ ২৩ ॥

কঃ শ্রীভাগবতস্য তত্ত্বমতুলং বোদ্ধুং ক্ষমো ভূতলে
কো বৃন্দাবনমাধুরীং কলয়িতুং বক্তুং চ ধত্তে মতিম্।
গৌরোদ্ধারকরুণামৃতকমং কো বা নয়েন্মানসং
শ্রীরূপং করুণাকরং গুণনিধিং রূপং সখে রূপং বিনা ॥ ২৪ ॥

শ্রীমান্, করুণানিলয়, গুণনিধি, সখাধিক শ্রীরূপপ্রভু ব্যতীত কেই বা এই পৃথিবীতে শ্রীমদ্ভাগবতের অমল তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, কেই বা শ্রীবৃন্দাবনমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে অথবা বর্ণন করিতে সমর্থ হন অথবা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অদ্ভুতকরুণ শ্রীরূপ, কাঁহারই বা চিত্তে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়? ॥ ২৪ ॥

শ্রীগোবর্দ্ধনঘট্টকর্ম্ম মিলিতাং রাধাং পুরো মাধবে-
নাক্ষ্ণাং কুটিলক্রমং বিরচিতাকর্ম্মাভিপূর্ণাম্বুজাম্ ।
আন্দোলাদ্যাভিভাষণবিলাসমভিভঙ্গিং প্রয়োগেন যঃ
সখ্যাস্তং জগতি প্রকটং কথয়িতুং রূপং বিনা কঃ ক্ষমঃ ॥২৫॥

শ্রীগোবর্দ্ধনের ঘাটের পথে রাধামাধবী শ্রীরাধিকার অগ্রভাগে উপস্থিত হইয়া শ্রীরাধিকার গমনপথ রোধ করিলে শ্রীরাধিকা অন্তরে অনির্ব্বচনীয় আনন্দাবিষ্ট হইয়াও বাহ্যে ক্রোধব্যঞ্জক কুটিল ভ্রূকুটি করায় যখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত বহু বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছিলেন, তখন শ্রীরাধার সখীবৃন্দ উল্লাসভরে শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন ; এবম্বিধ লীলাবিলাসবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রীরূপপ্রভু ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন ? ॥ ২৫ ॥

যো নাটৌ নায়িকায়া ব্যতনুত পরমাং প্রেমপাথোধিলীলা-
মুদ্‌ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদিবিকৃতিচিতাং কৃষ্ণপার্শ্বার্থিকায়াম্ ।
গূঢ়াং [illegible]কৃতিপশুনিবহৈর্নাদৃতাং গৌরবেণ
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজজনগণনাস্বঙ্গীকরিষ্যত্যনাথম্ ॥২৬॥

যিনি স্বকৃত নাটকদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থিনী উদ্‌ঘূর্ণা-চিত্রজল্পাদি সাত্ত্বিক বিকারাবলীপরিপুষ্ট শ্রীরাধিকার পরম প্রেমসমুদ্রের লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন—যাহা শ্রীগৌরসুন্দরের আদরণীয় ও অতীব গূঢ়—যাহা মূঢ় মহত্তাকৃতি পশুসমূহকর্ত্তৃক অনাদৃত হইয়াছে, সেই শ্রীরূপপ্রভু অনাথ আমাকে কবে নিজজনগণের গণনাতে সর্ব্বনিম্নরূপে গ্রহণ করিবেন ॥ ২৬ ॥

রাধায়াঃ পূর্ব্বরাগং ব্রজপতিতনয়ে তাপসাধারণং যং
গায়ন্তোঽশ্রুপ্লুতাক্ষাঃ পুলকিতবপুষঃ স্বেদিনো ভক্তবর্য্যাঃ ।
মানং কৃষ্ণপ্রবাসং প্রণয়রচিতাপারসম্ভোগভেদা-
ন্নাবিশ্চক্রে কৃপালুঃ কলিমলবিবশেষ্বেষ শ্রীল-রূপঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, যাহা গান করিতে করিতে ভক্তশ্রেষ্ঠগণ অশ্রুপ্লুতনেত্র, পুলকিতাঙ্গ ও ঘর্ম্মাক্তকলেবর হন, কৃপালু শ্রীল রূপপ্রভু সেই কলিমলপরিবিবশজন-বিপ্রলম্ভান্তর্গত পূর্ব্বরাগ-মান-কৃষ্ণপ্রবাস-প্রণয়যুক্ত ও সম্ভোগসম্পাদক সমস্ত আস্বাদনকথা আবিষ্কার করেন ॥ ২৭ ॥

বৈরাগ্যং বিধিরাগভক্তিযুগলাদ্যানা-রসান্ যাদৃশ
প্রেমাণং ব্রজবাসিনাং শুকমুখৈর্বিপ্রর্ষিভিঃ সংস্তুতম্ ।
গোপীনাং পরমাং চমৎকৃতিমহাভাবাং সমর্থাং রতিং
রাধায়ামিহ মাদনং বদ সখে কো বেত্তি রূপং বিনা ॥ ২৮ ॥

বৈরাগ্য, বিধি ও রাগভক্তি, যাদৃশ অদ্ভুত রস, শ্রীশুকদেব ও বিপ্রর্ষিগণের সংস্তুত শ্রীব্রজবাসিগণের প্রেম, শ্রীগোপীবৃন্দের পরমচমৎকারিতাময়ী মহাভাবাখ্যা সমর্থা রতি এবং শ্রীরাধাতে যে মাদনাখ্য-লক্ষণময়ী অনির্ব্বচনীয়ভাবাত্মিকা রতি বিদ্যমান, হে সখে ! সেই সমস্ত বিষয় শ্রীরূপপ্রভু ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি অবগত আছেন ? ॥ ২৮ ॥

শ্রীগোবর্দ্ধনকুঞ্জকেলিভবনং শ্রীরাসলীলোৎসবং
শ্রীরাধাভিসৃতিং কৃতব্রজবধূল্লাসাং প্রমাদান্বিতাম্ ।
গীতালীং ললিতাষ্টকং নিরুপম-শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকং
রূপঃ স্বীয়কৃতে বুধালিমুকুটঃ প্রাকাশয়ৎ প্রভুঃ ॥ ২৯ ॥

বুধশিরোমণি শ্রীরূপপ্রভু স্বরচিত গ্রন্থে শ্রীগোবর্দ্ধন-কুঞ্জকেলিসমূহ, শ্রীরাসলীলোৎসব, ব্রজবধূগণকর্ত্তৃক অতীব উল্লাসপ্রাপ্তা শ্রীরাধার নানাপ্রমাদসঙ্কুল অভিসার, গীতাবলী, শ্রীললিতাষ্টক, নিরুপম শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টক প্রভৃতি প্রকাশিত করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

ছন্দোভির্বিবিধৈর্ব্রজেন্দ্রতনয়ং কঃ স্তোতুমত্র ক্ষমঃ
কঃ শৌরিং বিরুদাবলীপ্রভৃতিভিঃ স্তোত্রৈর্মনস্যানয়েৎ ।
জানীতে মধুরাং সগোষ্ঠবিপিনাং রাধাঞ্চ কৃষ্ণং মুদা ।
কো মর্ত্ত্যঃ পরমানুরাগনিচিতং দীনেষু রূপং বিনা ॥ ৩০ ॥

শ্রীরূপপ্রভু ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি বিবিধ ছন্দ দ্বারা শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের স্তুতি করিতে সমর্থ, কোন্ ব্যক্তিই বা বিরুদাবলী প্রভৃতি স্তোত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে চিত্তে উদয় করাইতে পারেন ; দীনগণের প্রতি অতিশয় প্রীতিপরায়ণ শ্রীরূপপ্রভু ব্যতীত আর কোন্ মর্ত্ত্য মানব মধুর শ্রীগোষ্ঠ এবং শ্রীবৃন্দাবিপিনবিলাসিনী শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারেন ? ॥ ৩০ ॥

পূর্ব্বাচার্য্যকৃতা শ্রুতিস্মৃতিমুখা যুক্ত্যাচিতাঃ কর্কশ-
বাদৈর্ভ্রান্তিনিবারকা দৃঢ়তরাঃ সিদ্ধান্তসঙ্ঘা হি বৈ ।
সন্তু শ্রীশুকবাক্যসিন্ধুমথনং সংযম্য গৌরাজ্ঞয়া
বীথীং রূপমৃতে প্রাপয়তি কঃ শ্রীকৃষ্ণলীলাসুধাম্ ॥ ৩১ ॥

পৃথিবীতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের বিরচিত শ্রুতি ও স্মৃতি-সঙ্গত যুক্তি-পরিপূর্ণ নানাপ্রকার কর্কশ তর্ক-বিতর্ক দ্বারা ভ্রান্তিনিবারক সুদৃঢ় সিদ্ধান্তসমূহ প্রচুর পরিমাণে প্রচারিত থাকিলেও, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীরূপপ্রভু ব্যতীত আর কেহ বা শ্রীশুকমুখবিগলিত শ্রীমদ্ভাগবতামৃত-

শিষ্যকে মনন করিয়া শ্রীল শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থে সম্পুটিত শ্রীকৃষ্ণলীলাকথামৃত বিতরণ করিয়াছেন ? ॥ ৩১ ॥

চৈতন্যচন্দ্রগৌরবর্ষিতভিনা বৃন্দাটবীবাসিনা
যেন প্রেমসুধাভিবর্ষিতমিদং বিশ্বং প্রভোস্তৎধুনা। –
তং রূপং ব্রজ রাধিকাপ্রিয়কথা গায়ন্ বস স্বং ব্রজে
কৃষ্ণজ্ঞানপরায়ণান্ হন সখে বংশ্রয়াণে কিং বহিঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ প্রিয়জনাগ্রগণ্য শ্রীস্বরূপ-রামানন্দ-শ্রীলোকনাথ-শ্রীভূগর্ভাদি ভক্তবৃন্দের সহিত সখিভাবযুক্তিবিশিষ্ট শ্রীবৃন্দাবনবাসী—যাঁহা কর্তৃক সম্প্রতি সমগ্র বিশ্ব প্রেমসুধা-পানোন্মত্ত হইয়াছে, হে সখে ! তুমি কর্ম্মজ্ঞানপর মানবগণের সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বহির্বিষয়ে পুনঃ পুনঃ বিচরণ না করিয়া সেই শ্রীরূপপ্রভুকে আশ্রয় কর, শ্রীরাধিকাপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীব্রজধামে বাস কর ॥ ৩২ ॥

বিদ্যারূপকুলাদিগর্ব্বসহিতঃ সংসারমার্গান্তরে
কিং রে ভ্রাম্যসি দারসূনুনিরতস্তূর্ণং মৃতিং চিন্তয়।
আগত্য ব্রজভূমিমুন্মদতমৌ রাধামুকুন্দৌ ভজ
শ্রীরূপং ব্রজ গৌরচন্দ্রচরণাম্ভোজং মনস্তাবয় ॥ ৩৩ ॥

হে সখে ! বিদ্যা-রূপ-কুলাদিগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া এবং স্ত্রী-পুত্র-পরিপালনে নিরত থাকিয়া সংসারমার্গে কি জন্য ভ্রমণ করিতেছ ? 'এই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু আমাকে গ্রাস করিতে পারে'—এই কথা একবার চিন্তা কর। অতএব শ্রীব্রজভূমিতে আসিয়া পরমানন্দবিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ভজনা কর, শ্রীরূপপ্রভুকে আশ্রয় কর এবং চিত্তে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম ধারণ কর ॥ ৩৩ ॥

নো জন্মানি শতানি তে কতি সখে তির্য্যগ্‌গ্রকেবাদিকা
যোনীঃ প্রাপ্য বৃথাঃ কথং পততি হা মোহান্ধকূপান্তরে।
তত্তূর্ণং ভজ রূপপাদযুগলং শ্রীরাধিকামাধবৌ
নিত্যং চিন্তয় মা বৃথা ক্ষিপ পরং মায়ন্তকালং তুবি ॥ ৩৪ ॥

হে সখে ! পশু, পক্ষী, সরিসৃপ, মনুষ্য, দেবতা প্রভৃতি কত যোনি ভ্রমণ করিয়া আমাদের কত জন্ম বৃথা অতিবাহিত হইয়াছে। হায় হায় ! এখনও কেন মোহান্ধকূপে পতিত হইতে যাইতেছ ? (সেইজন্য বলিতেছি হে সখে !) শ্রীরূপ-প্রভুর শ্রীপাদপদ্মযুগল আশ্রয় করিয়া তাঁহার সেবা কর। ভূতলে দুর্ল্লভ-স্বরূপ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া এক মুহূর্ত্তও বৃথা অতিবাহিত না করিয়া সতত শ্রীশ্রীরাধামাধবের চিন্তা কর ॥ ৩৪ ॥

অলং তীর্থৈর্বাটৈর্জপমখযোগৈঃ সবিহিতৈ-
র্বিধৈঃ সাংখ্যোনান্দং কিমু বিরসয়া মুক্তিকথয়া।
অহো ভোগৈঃ কিংবা বিবিধকরণপাতৈঃ সুবিহিতৈঃ
সদা রূপাদিষ্টব্রজবিপিনলীলাঃ স্মর সুখে ॥ ৩৫ ॥

হে সখে ! অনর্থক বহু তীর্থ-ভ্রমণ, বহু দানাদি কর্ম্ম, বহু যোগ, যম, নিয়ম, সাংখ্য-(জ্ঞান) অনুশীলন, নিরসভাব মুক্তিকথাদিতে কি লাভ ? হায় হায় ! সুখভোগ অথবা সংসারের নানাবিধ অনর্থ ও পতনাদি-ক্লেশভোগেরই বা কি প্রয়োজন ? তুমি সর্ব্বদা শ্রীরূপপ্রভুর উপদিষ্ট শ্রীব্রজবিপিনে অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলের লীলাকথা স্মরণ কর ॥ ৩৫ ॥

কিং নাট্যৈর্বিবিধৈর্মনোভ্রমকরৈর্বাদিত্রবাদ্যৈরলং
সংসারে পরিণামতোঽহিতবিরসে রম্যেঽস্যলে মোহতঃ।
রাধামাধবকেলিবৈভবসুধাং শ্রীকৃষ্ণকৃপাতুলং
রূপগ্রন্থচয়ং বিলোকয় সখে পথ্যং চ সত্যং ব্রুবে ॥ ৩৬ ॥

হে সখে ! মনে বিবিধ ভ্রমোৎপাদক নাট্যাদি-অভিনয়ে কি প্রয়োজন, হিংসাদ্বেষাদির আকরস্বরূপ ও পরিণামে অতীব নিরানন্দময় বা দুঃখপূর্ণ সংসারে মোহবশতঃ পুনঃ পুনঃ কেন ভ্রমণ করিতেছ ? আমি তোমাকে তথ্য ও পথ্য বলিয়া দিতেছি,—তুমি শ্রীকৃষ্ণকৃপাপরিপূর্ণ শ্রীশ্রীরাধামাধব-লীলাকথামৃতসমুদ্রস্বরূপ শ্রীরূপবিরচিত গ্রন্থসমূহ অবলোকন কর অর্থাৎ অনুশীলন কর ॥ ৩৬ ॥

প্রাণেশ্বর মরণং ভবিষ্যতি যদা কান্তা তদা হে কথং
ভ্রাতা সোহপিচ এবং কিমু সখে সঙ্গে তদা যাস্যতি।
মা ব্যর্থং কুরু চিন্তয়া বিষয়জা জন্মেদৃশং দুর্ল্লভং
শ্রীরূপং সনাতনং ভজ সদা গৌরাঙ্গদেবং ভজ ॥ ৩৭ ॥

হে সখে (মন) ! যখন মৃত্যু আসিয়া তোমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবে, তখন স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, গৃহ, ধন প্রভৃতি কি তোমার সঙ্গে যাইবে ? বৃথা বিষয়-চিন্তাতে এইরূপ দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম কাটাইয়া দিও না। শ্রীল সনাতনপ্রভুর সহিত শ্রীরূপপ্রভুকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে ভজনা কর ॥ ৩৭ ॥

দুর্ব্বারেন্দ্রিয়-সঙ্কলেন কলাদাদ্যাদানঃ সখে
সংসারে বদ্ধ ভাবয়েথ নিবিড়াং প্রাপ্নোষি পীড়াং মুহুঃ।
তাবদ্ শোককলিব্যথাকুলমতিস্বং তিষ্ঠসি ত্বং
যাবদ্রূপপদারবিন্দযুগলং নাশ্রিত চিন্তং ভব ॥ ৩৮ ॥

হে সখে (মন)! দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা সতত আকৃষ্ট হইয়া এই সংসারে যতকাল পর্য্যন্ত মুহুর্মুহুঃ নিদারুণ ব্যথা ভোগ করিবে, ততকাল পর্য্যন্ত মোহবশ হইতে জাত নানাবিধ রাগের আকুলচিত্ত হইয়া তুমি নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইতে থাকিবে, যাবৎকাল পর্য্যন্ত শ্রীরূপপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম-যুগল তোমার চিত্তে উদিত না হয় ॥ ৩৮ ॥

কিং নিত্যং পরিচিন্তয়স্যপি মনঃ স্বর্গং যশশ্চ ক্ষমাং
রাজ্যং ব্রহ্মপদং নির্ব্বাণজাং বৈকুণ্ঠলোকস্থিতিম্ ।
বৃন্দাকাননকুঞ্জপট্ট-যুবদ্বন্দ্বস্পৃহার্ত্তিপ্রদং
শ্রীরূপং ভজ ন ত্যজ ব্রজভুবং গর্ব্বং চ সর্ব্বং ক্ষিপ ॥ ৩৯ ॥

ওরে আমার মন! তুমি সতত কি জন্য স্বর্গ, যশঃ, ভূমি, রাজ্য, ব্রহ্মপদ, নির্ব্বাণজাত শ্রীবৈকুণ্ঠবাস প্রভৃতির কথা চিন্তা কর? সর্ব্বপ্রকার গর্ব্ব দূরে পরিত্যাগপূর্ব্বক তুমি শ্রীবৃন্দাবন-কুঞ্জে যাঁহাদের বিহারপরায়ণ শ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের আর্ত্তিপ্রদ শ্রীরূপ প্রভুর ভজনা কর এবং শ্রীব্রজভূমি ছাড়িয়া কখনও কোথাও যাইও না ॥ ৩৯ ॥

স্ত্রীপুত্রাদিকবন্ধুবর্গমখিলং ত্বং নশ্বরং চিন্তয়
ব্রহ্মাণং দ্বিপরার্দ্ধজীবিনমপি তং কালাহিবক্ত্রস্থিতম্ ।
মানুষ্যং সুরদুর্লভং কলয় রে চিত্ত ত্যজান্যাঃ কথাঃ
শ্রীরূপং বৃষভানুজাঙ্ঘ্রিনলিনাসক্তদ্বিরেফং স্মর ॥ ৪০ ॥

ওরে আমার মন! স্ত্রী-পুত্রাদি বন্ধুসমূহকে নশ্বর বলিয়া জান; দ্বিপরার্দ্ধকাল আয়ুষ্মান্ ব্রহ্মাকেও কালরূপ সর্পবদনে প্রবিষ্ট হইতে হয় অর্থাৎ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকলেই মরণশীল, ইহা নিশ্চয় জানিও। (অতএব) তুমি অন্য কথা অর্থাৎ ক্রমের শব্দাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গেরও দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম সার্থক করিবার জন্য শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর শ্রীপাদ-পদ্মে আসক্ত মধুকরস্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুকে (সতত) স্মরণ কর ॥ ৪০ ॥

যোহহং প্রাপ্য হি মা কলেবরতরে বিট্‌কীটভস্মোত্তরে
সর্ব্বপ্রাণিপিশাচিকাবনিতয়া মা বঞ্চ স্বং জন্তুঃ ।
পার্শ্বং মুঞ্চ মনঃ সদা বিষয়িণাং যোষিৎসু তৃষ্ণাত্মনাং
রূপং কিং ন ভজস্যহো ব্রজভুবং রাধাপ্রীতিপ্রদম্ ॥ ৪১ ॥

হে মন! পরিণামে যাহা বিষ্ঠা, কীট ও ভস্মে পর্য্যবসিত হয়, এমন দেহের মোহে মুগ্ধ হইও না, সর্ব্বপ্রাণঘাতিনী পিশাচীস্বরূপা বনিতার সহিত মিথ্যাভাবে বিফলে নষ্ট করিয়া বঞ্চিত হইও না। যোষিৎসঙ্গে অত্যন্ত পিপাসু বিষয়িগণের সন্নিকটেও যাইও না। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণপাদপদ্মে অমলপ্রীতি-প্রদানকারী শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুকে কেন ভজনা করিতেছ না? ॥ ৪১ ॥

সম্যগ্‌জাতম্যা ব্রজাধিতভক্তির্মে বৈষ্ণবাকল্পতা
গোপীনাথব্রজতনূজপূজাবিধিং জানামি নাহং মনাক্ ।
গেহে লীনমতিঃ প্রবীণমননং স্বং মন্যমানোঽস্ম্যহং
হা কিং গত্যাপি মে ভবেত্ত্ব কৃপয়া শ্রীরূপ সংরক্ষ মাম্ ॥ ৪২ ॥

আমি কপটতাহেতু এমনই ধর্ত্তিত বৈষ্ণবাকার চিত্তে ভক্তের প্রকাশ হয় না। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের পূজাবিধি কিরূপ, তাহাও কিছুমাত্র আমি জানি না। গৃহচিন্তায় আমার মন সতত লিপ্ত, তথাপি মনে মনে আমি নিজকে খুব প্রবীণ বলিয়া বিচার করি। হায় হায়! এবম্বিধ আমার কিরূপ কুগতি লাভ হইবে, তাহা আমি জানি না। হে শ্রীরূপপ্রভো! অবশ্য আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৪২ ॥

শ্রীরাধে ব্রজরাজসূনুপদবীচিহ্নেক্ষণে গোকুল-
স্ত্রীরূপাত্তমতিপ্রকর্ষণপটু-শ্রীপাদপদ্মাঙ্কিতে ।
বৃন্দারণ্যনিবাসকারণদয়ে কারুণ্যপূর্ণান্তরে
শ্রীরূপাঙ্ঘ্রিসরোজ-নিবিষ্টমনসং মাং সর্ব্বদা ত্বং কুরু ॥ ৪৩ ॥

হে শ্রীরাধিকে! আপনি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের শ্রীপাদপদ্ম-চিহ্ন সন্দর্শন করিয়া তাহা সতৃষ্ণনয়নে অবলোকন করেন; আবার শ্রীগোকুলের ললনাগণের রূপাকৃষ্টমতি শ্রীকৃষ্ণকে আপনার শ্রীচরণস্থাপিত আকৃষ্ট করিয়া থাকে। আপনি কারুণ্যপূর্ণচিত্তে শ্রীবৃন্দাবনবাসের অধিকারপ্রদায়িনী দয়া বিতরণ করেন। আপনি আমার চিত্তকে শ্রীরূপপাদপদ্মযুগলে অভিনিবিষ্ট করুন ॥ ৪৩ ॥

ত্বত্তোঽন্যে সমবাপ্য সন্তু মনুজাঃ পূর্ণা নিজাভীপ্সিতং
শ্রীরাধাকুচকুট্মলাত্তহৃদয় গোবিন্দ মাধব হে ।
তৃষ্ণা বক্তুমলে ত্বহং মুহুরিদং যাচে হ লালো সদা
ধূলিঃ স্যামিহ জন্মজন্মনি বিভো শ্রীরূপপাদাব্জয়োঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্যান্য মানবগণ তোমা হইতে নিজাভীপ্সিত বস্তু লাভ করিয়া পূর্ণমনোরথ হন হউন, কিন্তু শ্রীরাধিকার হৃদয়মণি হে শ্রীগোবিন্দ, হে মাধব, বিভো শ্রীনন্দনন্দন! [illegible] যাচনপূর্ব্বক সর্ব্বদা অবিরাম ইহাই প্রার্থনা করি, যেন এই শ্রীবৃন্দাবনে জন্মে জন্মে শ্রীরূপপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের ধূলি হইতে পারি ॥ ৪৪ ॥

কুঞ্জে মঞ্জুলবঞ্জুলে মধুকরং গুঞ্জদ্ভিরেকোৎকরে
কেকাভির্বিকচেঃ শিখিনিকরে যূথীভিরামোদিতে।
রাধাগোকুলনাথয়ো প্রবিলসৎ-কন্দর্পভাবঃস্থিতৌ
দোলে দোলয়িতুং যদীচ্ছসি মুদা ভ্রাতস্তদা রূপং ভজ ॥ ৩৫ ॥

কুঞ্জে মনোহর অশোকবৃক্ষে ভ্রমরসমূহের মধুরধ্বনি গুঞ্জন-মুখরিত, ময়ূরগণের কেকারবযুক্ত, যূথীপুষ্পগন্ধে আমোদিত, সৌবর্ণ দিব্য মণিময় সিংহাসনে উজ্জ্বল হাস্যবিলাসে কন্দর্পের অবস্থিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে দোলার উপরে স্থাপন করিয়া মহানন্দে আন্দোলিত করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে হে মন! তুমি শীঘ্র শ্রীরূপপ্রভুর সেবা কর ॥ ৩৫ ॥

বৃন্দারণ্যনিকুঞ্জমঞ্জুলসদনেঃ সখীকণবান্
তত্তৎস্বেদবিবর্ণতাপুলকভৃৎ কম্পাশ্রুরোমাঞ্চিতঃ।
রাধামাধব-কেলিনাবিবিধ-রসং পাতুং সমুৎকণ্ঠসে
যা চেদ্রূপপদাম্বুজং ভজ সখে তর্হি প্রতীত্যাদৃতঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীব্রজসখীগণের সঙ্গে সঙ্গিত হইয়া শ্রীবৃন্দারণ্যনিকুঞ্জের নিগূঢ়-স্থলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কম্প, অশ্রু, রোমাঞ্চ, স্তম্ভ, স্বেদ, বিবর্ণাদি অষ্টসাত্ত্বিকবিকারযুক্ত কলেবরে শ্রীরাধামাধব-কেলিসুধারস পান করিবার সমুৎকণ্ঠা যদি তোমার হৃদয়ে জাগরূক হইয়া থাকে, তবে তুমি শ্রীরূপপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের ভজনা কর। হে সখে মন! তুমি যদি এরূপ কর, তবেই আমি তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারি ॥ ৩৬ ॥

রাধাকুণ্ডতটে সখীকুলভয়ে বাসন্তিকাভির্মুদা
পুষ্পালীং বনমালিকাবিরচনৈরাচিন্বতীং কৌতুকাৎ।
স্বচ্ছন্দং বত রাধিকামভিসরাং কৃষ্ণস্তদা[illegible]
দ্রষ্টুং তং যদি লিপ্সুর্যদীচ্ছসি সখে ত্বং তর্হি রূপং শ্রয় ॥ ৩৭ ॥

অতি মনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডতটে নিজ সখীবৃন্দের সহিত মহানন্দে পুষ্পসমূহ চয়নপূর্ব্বক বনমাল্যরচনায় অভিনিবিষ্টা শ্রীরাধিকাকে (হঠাৎ) কৌতুকভরে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গনকারী অত্যন্ত আনন্দিতচিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে যদি সন্দর্শন করিতে বাসনা থাকে, তবে হে সখে মন! তুমি শ্রীরূপপ্রভুকে আশ্রয় কর ॥ ৩৭ ॥

কৌশং বর্ত্মমতীত্য তীক্ষ্ণমহিতো যোরাক্তকারং বনং
কালিন্দীং চ সরোজদলং তমতিং সঙ্কেতকুঞ্জালয়ে।
প্রাপ্তায়াঃ সস্খলৎপদাম্বুজযুগং পাংশর্দ্ধিকায়া নিজৈঃ
কেশৈর্মার্জ্জিতুং যদীচ্ছসি সখে তর্হ্যেব রূপং ভজ ॥ ৩৮ ॥

কুশবর্ণ, তৃণ, গোক্ষুরকাদিযুক্ত বন, যে স্থান হইতে বর্ষিত বারিধারা পরিপ্লুতমার্গ কালিন্দী অতিক্রম করিয়া যখন সঙ্কেতকুঞ্জালয়ে শ্রীরাধিকা উপস্থিত হন, তখন ধূলিপরিপূর্ণ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মযুগলকে নিজ কেশপাশ দ্বারা মুছাইয়া দিতে যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, তবে হে সখে মন! তুমি শ্রীরূপ প্রভুর ভজনা কর ॥ ৩৮ ॥

চৈতন্যপ্রিয়পার্ষদাগ্রগণিতৌ শ্রীকৃষ্ণসেবারতৌ
যে ধীরং ত্বকদাশ্রিতা অপি পুনস্ত্যক্ত্বা সতাঃ কাপথম্।
তৈত্রৈ তৈঃ কলিনা খলৈর্ন হি কদাপ্যস্তু প্রমাদ্ সংগতি-
র্হা শ্রীরূপ তথা সনাতনবিভো বদ্ধাঞ্জলিঃ প্রার্থয়ে ॥ ৩৯ ॥

[ইতি শ্রীগোবর্দ্ধনেন ভট্টেন বিরচিতং
শ্রীরূপসনাতনস্তোত্রং সমাপ্তম্।]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদগণের অগ্রগণিত শ্রীকৃষ্ণসেবারত শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াও পুনরায় যাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কুপথে প্রধাবিত হইয়াছে, হায় হায়! সেই সকল কলিকবলিত খল ব্যক্তিগণের সঙ্গ যেন কখন স্বপ্নেও না হয়, হে শ্রীরূপবিভো! হে শ্রীসনাতনবিভো! আপনাদের নিকট আমি কৃতাঞ্জলিপুটে সতত ইহাই প্রার্থনা করি ॥ ৩৯ ॥

[ইতি শ্রীল গোবর্দ্ধনভট্ট-বিরচিত শ্রীশ্রীরূপ-
সনাতন স্তোত্র সমাপ্ত।]

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সর্ব্বশেষ-বাণী

আমাদের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আমাদের একমাত্র কথা এই,—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্ রূপপদাম্ভোজ-ধূলিঃ স্যাং জন্ম-জন্মনি ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীজীবপ্রভু-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরসাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৯শে পৌষ, ১৩৪৮ ; ৩রা জানুয়ারী, ১৯৪২ { ২১শ-২৩শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু

শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য

পৌষী শুক্লা তৃতীয়া শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদের সর্ব্বভুবনমঙ্গলময়ী বিশ্ববৈষ্ণবারাধ্যা তিরোভাব-তিথি বলিয়া খ্যাতা। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"শ্রীজীব গোস্বামীর নাম শুনিবামাত্রই বৈষ্ণব-হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।"—(শ্রীসজ্জনতোষণী, ২য় বর্ষ)। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"শ্রীচৈতন্যদেবকে 'মহাপ্রভু' বলিয়া সকলে জানেন। মহাপ্রভুর প্রেমভাজন গৌরবপাত্র শ্রীনিত্যানন্দকে ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে 'প্রভু' বলিয়া অনেকেই জানেন। শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় ভক্তপ্রবর প্রেমিক কবিগণ 'গোস্বামী' বলিয়া অভিহিত হন। শ্রীবৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণের সংখ্যা অনেক হইলেও ছয়জনের কথা সর্ব্বত্র গীত হয়। ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীশ্রীজীবপ্রভু। তিনি শ্রীরূপের অনুগ বলিয়া স্বীয় পরিচয়-প্রদানে উন্মুখ। শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভু শ্রীজীবের পরমগুরুদেব, শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তাঁহার উপাস্য। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র গৌড়ীয়গণের নির্ম্মল দর্শনে সাক্ষাৎ অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীজীব বৃহদ্ব্রতী অর্থাৎ আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর লীলা-প্রকটকারী। চিরজীবন চিদ্বিলাস-সরস্বতীর সহিত তাঁহার বাস। তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি।" (গৌড়ীয়—১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সম্পাদিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী'র "তোষণীর কথা" শীর্ষক প্রবন্ধেও লিখিয়াছেন,—"শ্রীজীব গোস্বামীর অপার করুণা-বলেই আজ শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত

কৃষ্ণপ্রেম-স্বরূপ শ্রীরূপানুগ-ভক্তিধর্ম জগতে সকল জীবের অনন্ত কল্যাণ প্রদান করিতেছেন। শ্রীজীবপ্রভু বাঙ্গালা ভাষায় কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। তাঁহার 'সন্দর্ভ'-নামক গ্রন্থ হইতেই শ্রীরূপানুগবর পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে কতিপয় সিদ্ধান্ত উদ্ধার করিয়া ভক্তিধর্মে পিপাসিত ব্যক্তিগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগগণের মূলগুরু শ্রীল শ্রীজীব ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুদ্বয়। রুচি-প্রধান-মার্গের আচার্যস্বরূপ হইয়া প্রভু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ভজনচাতুর্যের স্বর্ণপথে মুক্ত জীবগণকে আকর্ষণ করিয়াছেন। অজাতরুচিগণের মঙ্গলের জন্য কৃপাময় অপ্রাকৃত রসিকশেখর শ্রীজীবপাদ ঐ বৈধমার্গীয় ব্যবহার দ্বারা সম্প্রদায়-বৈভব সংরক্ষণ করিয়াছেন এবং বিদ্ধ-ভাগবতের অপ্রাকৃত মহত্ত্ব অবিজ্ঞানে কাহারও যাহাতে সন্দেহোৎপত্তি না হয়, তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন।" (শ্রীসজ্জনতোষণী—১৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)।

*বংশ-পরিচয়

শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপপ্রভু অত্যন্ত দৈন্যবশতঃ আপনাদিগকে 'নীচবংশজাত', 'নীচ-জাতি', 'নীচ-সঙ্গী' প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন *। স্থূলবুদ্ধি পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণ ভগবদ্ভক্তগণের এই দৈন্যলীলার তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যেরূপ 'মায়াবাদী সন্ন্যাসী' বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছে, তদ্রূপ নিত্যসিদ্ধ শ্রীভগবৎ-পার্ষদ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুকেও নীচকুলোদ্ভূত বা নীচজাতি মনে করিয়া অপরাধপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু যদি কৃপা করিয়া লঘুতোষণীর মধ্যে তাঁহার পূর্ব-পুরুষগণের ও বংশের প্রকৃত পরিচয় প্রদান না করিতেন, তবে জীব এই অপরাধ-পঙ্কেই নিমজ্জিত থাকিত। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত দশম-স্কন্ধের স্বকৃত 'লঘুতোষণী'-টীকার উপসংহারে স্বীয় বংশ-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

পূর্বপরিচয়

বেদে যাজনতালঙ্কিতপদঃ কর্ণাটভূমিপতিঃ।
শ্রীসর্বজ্ঞ-জগদ্গুরুর্ভুবি ভরদ্বাজান্বয়গ্রামণীঃ॥
পুত্রস্তস্য নৃপস্য কশ্যপসুধাধারোহভবো রোহিণী-
কান্তপ্রতিমোঽগ্রতঃ স্বগণতেজস্যপ্রভাবোহভবৎ।
সর্বজ্ঞাপতিপূজিতোহখিলমহদ্বংশৈ কবিরাজমূ-
র্দ্ধানিরুদ্ধদেব ইতি যঃ খ্যাতিং স্থিতো ভাগ্যবান্॥
মহিষ্যোর্দ্বন্দ্বস্য প্রথিতযশসস্তস্য তনয়ৌ
প্রধানাস্তে রূপেশ্বরহরিহরাখ্যৌ গুণনিধী।
অভোধ্যাস্তঃ শাস্ত্রে প্রবণতমতাং বহুবিধে
অগাধাক্ষঃ শস্ত্রে নিজনিজরুচাপ্রেরিততয়া॥
বিভজ্য স্বং রাজ্যং মধুরিপুপুরপ্রাপ্তিকদিনে
পিতা তাভ্যাং রূপেশ্বর-হরিহরাভ্যাং কিল দদৌ।
নিজজ্যেষ্ঠং রূপেশ্বরমথ কনিষ্ঠো হরিহরঃ
বলাদ্ব্যাপার্যাথ কুলতিলকমগ্রজমসৌ॥
শ্রীরূপেশ্বরদেব এবমভিতিনির্বাসিতঃ ক্ষমা-
ষ্টাভিস্তুরগৈঃ সমং হরিদয়া পৌরস্ত্যদেশং যযৌ।
তত্রাসৌ শিখরেশ্বরস্য বিষয়ে সখ্যুঃ সুখং সংবসন্
বক্তঃ পুত্রমজীজনদ্গুণনিধিং শ্রীপদ্মনাভাভিধম্॥
যজুর্বেদঃ সাঙ্গো বিততিরপি সর্বোপনিষদাং
যদাজ্ঞানাং যত্র স্ফুটিমপটিমাবাপ্তবদলম্।
জগন্নাথপ্রেমোন্নমিতহৃদয়ঃ কর্ণপদবীং
ন যাতঃ কেষাং বা স কিল নৃপরূপেশ্বরসুতঃ॥
বিহায় তদ্দেশং শিখরিভূমিবাসস্পৃহাং
স্ফুরৎসুরতরঙ্গিণীতটনিবাসপর্যুৎসুকঃ।
ততো দনুজমর্দনক্ষিতিপপূজ্যপাদঃ ক্রমা-
দুবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী॥
মূর্তিং শ্রীপুরুষোত্তমস্য ভজতস্তস্যৈব সত্ত্বাংশজৈঃ
কন্যাষ্টাদশকেন সার্ধমভবংস্তস্য পঞ্চাত্মজাঃ।
তত্রাদ্যঃ পুরুষোত্তমস্তদনু জগন্নাথশ্চ নারায়ণো
বীরঃ শ্রীল-মুরারিকস্তদনুজঃ শ্রীমান্ মুকুন্দঃ কৃতী।
জ্যেষ্ঠস্তত্র মুকুন্দতো বিজয়ঃ শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ
ক্ষিতিভৃদ্বিষয়াদ্যসংকুলমনির্বাণাদয়ং সঙ্গতঃ।

---

* সনাতন কহে,—"নীচ-বংশে মোর জন্ম।
অধর্ম অন্যায় যত,—আমার কুলধর্ম॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ আ ৪।২৮)

নীচ-জাতি, নীচ-সঙ্গী, করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১।১৮৯)

খণ্ডপুরেষু মহিষ্ঠৈকগণপ্রেষ্ঠ্যো জজ্ঞিরে
যে বা সোমময়ূর চেহ চ পুনশ্চতুরজার্জ্জিতম্ ॥
আদিঃ শ্রীল-সনাতনোঽগ্রজযুতঃ শ্রীরূপনামা ততঃ
শ্রীমদ্বল্লভনামধেয়কলিতো নির্জ্জেষ্ঠ যে ভ্রাতরঃ ।
আনাত্মাভিরূপাং ততো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতঃ
সাম্রাজ্যং খলু কেভিরে মুদহরপ্রেমাখ্যভক্তিশ্রিয়ে ॥
যঃ সর্ব্বাবরজঃ পিতা মম স তু শ্রীরামলেখিবান্
গঙ্গায়াং ক্রমসঙ্গতৌ পূনর্যুগ্ বৃন্দাবনং গমতৌ ।
বাত্যাং বাপুরুষগুণ্ডীর্থনিষ্ঠো বাস্তীকৃতো ভক্তি-
পূরৈঃ শ্রীব্রজরাজনন্দনকথা সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মনাং ॥
যদ্বিরং মধুনাথনাম হৃষি বিখ্যাতকিলতো রাধিকা-
কৃষ্ণপ্রেম-মহার্ণবোর্ম্মিনিবহে মূর্ত্তিং সদা দীব্যতি ।
বৃষ্টাঙ্ক-গন্ধ-প্রকাশবলীকৈত্যবানরোর্দ্ধ জিতো-
ত্তমাঙ্কপঙ্‌ক্তিং মঙ্ক্ষুবৃন্দাবনে সান্দ্রানন্দোৎসবৈঃ ॥
গোপালবালকব্যাখ্যায়য়োঃ সাক্ষাদ্ভুব হ ।
সাক্ষাদ্‌গোপসুরগণানাং কৌতূহলসীমনা ।
ভক্তোপন্যস্তবৈ ভাব্যং শ্রীহংসদূতকম্ ।
শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশশ্ছন্দোহষ্টাদশকং তথা ॥
স্তবমালোৎকলিকাখ্যা গোবিন্দবিরুদাবলী ।
প্রেমেন্দুসাগরাখ্যাশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ ॥
বিদগ্ধললিতাদ্যামাধবং নাটকদ্বয়ম্ ।
ভাণিকা-দানকেল্যাখ্যা রসামৃতযুগং পুনঃ ॥
মথুরামহিমা-পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা ।
সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ ॥
তথাগ্রজকৃতেষ্বাস্তে শ্রীল-ভাগবতামৃতম্ ।
হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা দিক্‌প্রদর্শিনী ॥
লীলাস্তবষ্টিপ্পনী চ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী ।
যা সংক্ষিপ্তা ময়া ক্ষুদ্রজীবেনাপি তদাজ্ঞয়া ॥
অন্যূনা ন্যূনা বা যদিহ মম কালেষ্বপি সহসা
[illegible] দাসমপি দধতন্ পরমধী ।
[illegible] কিংবা বদনমপি মম বিস্ফোরিতমহ-
সমীক্ষিতমাত্রং যদি ধনবদ্‌ পতিতমূলৈঃ ॥

কর্ণাটদেশাধিপতি শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু পৃথিবীর মধ্যে একজন বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। তাঁহার প্রচুরোৎকৃষ্ট-সর্ব্ব-বিদ্যাসম্পত্তি, অনুভবনিঃস্যন্দিনী, বেদান্তরসকল্পলতার মধুকরী-ভূতা জিহ্বা নিরন্তর নৃত্য করিত। তিনি যজুর্ব্বেদীয় শাখার ও ভরদ্বাজ-গোত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। কল্পপাদপ সেই নৃপতির এক পরম শ্রীমান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার যশোরাশি চন্দ্রকে স্পর্দ্ধা করিত। তাঁহার প্রভাব ছিল ইন্দ্রের ন্যায়। সমস্ত রাজবৃন্দ তাঁহাকে পূজা করিতেন। তিনি সমগ্র যজুর্ব্বেদের অদ্বিতীয় অধ্যাপক অর্থাৎ উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি পৃথিবীতে 'শ্রীঅনিরুদ্ধদেব'-নামে বিখ্যাত ছিলেন। সেই প্রথিতযশা নৃপতির মহিষীদ্বয় হইতে 'রূপেশ্বর' ও 'হরিহর' নামে দুইটি গুণনিধি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজ নিজ স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ তাঁহাদের মধ্যে প্রথমটি বহুবিধ শাস্ত্র এবং অপরটি শস্ত্রবিদ্যায় প্রবল প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তিদিনে পিতা (অনিরুদ্ধদেব) নিজরাজ্য বিভাগ করিয়া সেই রূপেশ্বর ও হরিহরকে যথাযোগ্যরূপে প্রদান করিলেন। পিতার স্বধাম-প্রাপ্তির পর কনিষ্ঠ হরিহর দুষ্ট ব্যক্তিগণের কুমন্ত্রণাবশে নিজ অগ্রজ রূপেশ্বরকে স্বরাজ্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। শ্রীরূপেশ্বরদেব এই প্রকারে শত্রুকর্ত্তৃক রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া ভার্য্যার সহিত অষ্ট অশ্বে আরোহণ করিয়া পৌরস্ত্যদেশে গমন করিলেন। সেইখানে শ্রীরূপেশ্বরদেব সখা শিখরেশ্বরের রাজ্যে সুখে বাস করিয়া রত হইলেন এবং 'শ্রীপদ্মনাভ'-নামে এক গুণসাগর পুত্র উৎপাদন করিলেন। যাঁহার জিহ্বায় অঙ্গসহিত যজুর্ব্বেদ ও সকল উপনিষদের বিশুদ্ধিশালী স্পষ্টরূপে নৃত্যবিলাস করিত, সেই জগন্নাথ-প্রেমে বিগলিত ও উৎফুল্লহৃদয় রাজা শ্রীরূপেশ্বরের পুত্র শ্রীপদ্মনাভদেবের কথা কাহার না কর্ণপথে প্রবেশ করিয়াছে? সেই গুণশ্রেষ্ঠ যশস্বী শ্রীপদ্মনাভদেব শিখরদেশবাসস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া শোভাময়ী জাহ্নবী-তটে বাস করিতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রাজা দনুজমর্দ্দন-কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া ক্রমে নবহট্টে বাস করিয়াছিলেন। সেই নবহট্টে থাকিয়া তিনি যাগ-যজ্ঞোৎসবাদি দ্বারা শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীবিগ্রহ পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহার অষ্টাদশ কন্যা ও পাঁচজন পুত্র জন্মিয়াছিলেন। পুত্রগণের মধ্যে পুরুষোত্তম ছিলেন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। তৎপরে জগন্নাথ ছিলেন দ্বিতীয়। নারায়ণ ছিলেন [illegible]। তদনন্তর উদারগুণযুক্ত শ্রীযুক্ত মুরারি জন্মিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ যশস্বী শ্রীযুক্ত মুকুন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নবহট্টে শ্রীমুকুন্দদেবের 'শ্রীমান্ কুমারদেব'-নামক আত্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ

করিলেন। স্বজনজাত সেই কুমারদেব তাঁহার প্রতি শত্রুতাচরণবশতঃ বঙ্গদেশের আবাসস্থানে গমন করিলেন। কুমারদেবের পুত্রগণের মধ্যে তিনটী পরমপূজ্য বৈষ্ণবগণের শিরোভূষণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা নিজকুলকে ইহলোকে ও পরলোকে বিশেষরূপে সর্ব্বজনপূজিত করিয়াছিলেন। 'শ্রীল সনাতন' ছিলেন জ্যেষ্ঠ। তাঁহার অনুজের নাম 'শ্রীরূপ'। আবার তাঁহার (শ্রীরূপের) অনুজের নাম 'শ্রীল বল্লভ'। ইঁহারা তিনজন বৈরাগ্যহেতু রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন এবং তৎপর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব হইতে অভিমত কৃপা লাভ করিয়া কৃষ্ণপ্রেম-নাম্নী ভক্তিলক্ষ্মীকে লাভ করিবার নিমিত্ত ভক্তিসাম্রাজ্যের উপাসনা করিয়াছিলেন। যিনি ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ, তিনি ছিলেন আমার পিতা, কিন্তু তিনি গঙ্গাতীরে শ্রীরামচন্দ্রের ধাম লাভ করেন। তৎপরে সেই অগ্রজদ্বয় ত্রস্ত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। তাঁহারা মথুরামণ্ডলের গুপ্ততীর্থসমূহ প্রকাশ করেন। তাঁহাদিগকর্ত্তৃকই শ্রীকৃষ্ণভক্তিও সর্ব্বত্র বিশেষভাবে সম্প্রচারিত হইয়াছিল। 'শ্রীল রঘুনাথদাস'-নামক মহাজন তাঁহাদের মিত্র বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রেম-মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-রাশিতে সন্তরণ করত ক্রীড়া করিতেন। যাবতীয় উপদ্রব প্রত্যাহিকে স্নান করিয়া শোকাতুর যে শ্রীরূপসনাতন, ত্রিভুবনে সজ্জন-শ্রেষ্ঠগণ সবিস্ময়ে শ্রীরঘুনাথকে তাঁহাদের তুল্য তত্ত্ব বলিয়া পূজা করিতেন। সাক্ষাৎ শ্রীযুক্ত গোপাল গোপ-বালকরূপে ক্ষীরপ্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনুজ অর্থাৎ শ্রীল রূপগোস্বামিকর্ত্তৃক লিখিত গ্রন্থাদির মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রসিদ্ধ, যথা,— 'শ্রীহংসদূতকাব্য', 'শ্রীউদ্ধবসন্দেশ', 'ছন্দোঽষ্টাদশক'। তদ্ব্যতীত তাঁহার 'স্তবমালা', 'গোবিন্দবিরুদাবলী', 'প্রেমেন্দু-সাগরা'দি বহু সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে। ঐ সকল ব্যতীত 'ললিতমাধব' ও 'বিদগ্ধমাধব'-নামে নাটকদ্বয়, 'দানকেলি'-নাটিকা, 'রসামৃতভূষণ', 'মথুরামহিমা', 'নাটকচন্দ্রিকা' ও 'সংক্ষিপ্ত শ্রীভাগবতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থরত্ন। অগ্রজ শ্রীসনাতন-লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'শ্রীভাগবতামৃত', তৎপরে 'দিক্-প্রদর্শিনী'-টীকার সহিত হরিভক্তিবিলাস, তৎপরে লীলাস্তব, অনন্তর এই দশমটিপ্পনী 'বৈষ্ণবতোষণী' তদাত্মজ (আমি) ক্ষুদ্রজীব হইলেও মৎকর্ত্তৃক সংক্ষিপ্তীকৃত হইল। আমি সতর্কতার সহিত এই গ্রন্থে যুক্তিপূর্ব্বক বা অযুক্তিপূর্ব্বক যাহা লিখিয়াছি এবং তাঁহাদের ব্যাখ্যা যেখানে যেখানে পরিত্যাগ করিয়াছি, শ্রীল সনাতনপ্রভু তত্ত্বতাই বিশেষভাবে মার্জ্জনা করিবেন। অহো! তিনি আমার চিত্তে যেরূপ প্রেরণা করিয়াছেন, যদি আমি তাহাই মাত্র লিখিয়া থাকি এবং কেবলমাত্র তাহাই যদি আমার রচনা হয়, তবে ভীত-মনগণকে ভয় করিবার আমার প্রয়োজন নাই।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর প্রদত্ত উপরি-উক্ত আত্ম-বংশপরিচয়-বিবরণ হইতে জানা যায় যে, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর ঊর্দ্ধতন পুরুষের নাম 'শ্রীসর্ব্বজ্ঞ'। কর্ণাট-দেশীয় বিপ্রগণের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বপূজ্য ছিলেন বলিয়া তিনি 'জগদ্গুরু'-নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি সেই দেশের রাজা ছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ এবং অলৌকিক পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ও গুণাবলীতে বিভূষিত থাকায় বহুদেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরুর পুত্র 'শ্রীঅনিরুদ্ধ'। ইনিও যজুর্ব্বেদে অসামান্য সুপণ্ডিত ও জগৎপূজ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই মহিষী ও দুই পুত্র ছিলেন। পুত্রদ্বয়ের নাম 'শ্রীরূপেশ্বর' ও 'শ্রীহরিহর'। ইঁহাদের মধ্যে প্রথমজন শাস্ত্রে ও দ্বিতীয়জন শস্ত্রে দক্ষ ছিলেন। হরিহর জ্যেষ্ঠের রাজ্য আত্মসাৎ করেন। রূপেশ্বর নিরুপায় হইয়া আটটী ঘোটক ও স্বীয় ভার্য্যাসহ পৌরস্ত্য-দেশে আগমন করিয়া তত্রত্য রাজা শিখরেশ্বরের সহিত সখ্যস্থাপনপূর্ব্বক তথায় বাস করেন। রূপেশ্বরের পুত্রের নাম 'শ্রীপদ্মনাভ'। পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে নৈহাটি-গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। পদ্মনাভের আঠার জন কন্যা ও পাঁচ জন পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম 'শ্রীমুকুন্দ'। ইঁহার পুত্র 'শ্রীকুমারদেব'। নৈহাটিতে বর্গ-বিরোধ উপস্থিত হইলে সদাচারনিষ্ঠ কুমারদেব বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপে গিয়া বাস করেন। নৈহাটি ও বাক্‌লার মধ্যদেশে তদানীন্তন যশোহর-প্রদেশের অন্তর্গত ফতেয়াবাদেও তিনি এক বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীকুমারদেবের অন্যান্য পুত্রগণের মধ্যে 'শ্রীসনাতন', 'শ্রীরূপ' ও 'শ্রীবল্লভ'—এই তিন জনই বিশ্ববৈষ্ণবের প্রাণস্বরূপ। এই তিন ভ্রাতার মধ্যে শ্রীসনাতন জ্যেষ্ঠ ও শ্রীবল্লভ কনিষ্ঠ। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীবল্লভের একমাত্র পুত্র। শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপে

আবির্ভূত হন। এইরূপ উক্ত হয় যে, কুমারদেবের স্বধাম-প্রাপ্তির পর শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ গৌড়-রাজধানীর নিকটে সাকুর্মা-নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীতে মাতুল-গৃহে থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তৎপরে পূর্ব্বোক্ত দুইজন গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের মন্ত্রীত্ব স্বীকারপূর্ব্বক 'সাকর মল্লিক', 'দবির খাস' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

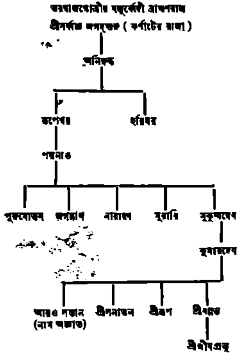

আবির্ভাব-কাল

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর আবির্ভাব-কাল-সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত মীমাংসা পাওয়া যায় নাই। তবে বিভিন্ন স্থান হইতে তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাবের কয়েকটী তারিখ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় 'ছয় গোস্বামীর সম্বন্ধে অব্দ-নির্ণয়' শীর্ষক বিবরণে লিখিয়াছেন,—"আমরা কোন বৈষ্ণবের গ্রন্থ অন্বেষণ করিতে করিতে নিম্নলিখিত অব্দগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার মধ্যে কতকগুলি নিঃসন্দেহ বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি অব্দ-সম্বন্ধে সন্দেহের উদয় হয়।" শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর আবির্ভাবের অব্দ উদ্ধার করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজবক্তব্যে লিখিয়াছেন যে,—"এইমতে শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট-বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা সঙ্গত বোধ হয় না।" 'শ্রীসজ্জনতোষণী'-পত্রিকায় প্রকাশিত অব্দগুলি এইরূপ,—

জন্ম	১৪৫৫ শকাব্দা।
প্রকটস্থিতি	৮৫ বৎসর।
শ্রীবৃন্দাবনবাস	৬৫ "
গৃহে স্থিতি	২০ "
অন্তর্দ্ধান	১৫৪০ শকাব্দা।

আবির্ভাব (?,) পৌষী শুক্লা তৃতীয়া।

শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধারমণ-মন্দিরের বাসী সেবায়েত প্রাচীন পণ্ডিতবর শ্রীবনমালী গোস্বামী মহাশয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথি হইতে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর নিম্নলিখিত অব্দসমূহ পাওয়া গিয়াছে,—

"শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর প্রাকট্য—১৫৮০ সং, শ্রীবৃন্দাবনে গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গৃহে অবস্থান ও অধ্যয়নাদি—২০ বর্ষ ; বৈকুণ্ঠলাভ (অপ্রকট)—১৬৬৫ সং ; মোট প্রাকট্যকাল—৮৫ বর্ষ।"

সম্বৎ হইতে ১৩৫ বৎসর বাদ দিলে শকাব্দা পাওয়া যায়। অতএব উপরি-উক্ত বিবরণ-অনুসারে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর আবির্ভাবকাল ১৪৪৫ শকাব্দা ও অপ্রকট-কাল ১৫৩০ শকাব্দা।

শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুরের পণ্ডিতবর প্রভুপাদ শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহোদয়ের সংগৃহীত ও প্রাচীন পুঁথির মধ্যে প্রাপ্ত বিবরণ এইরূপ,—

"শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর প্রাকট্য—১৪৫৫ শঃ ; গৃহে অবস্থানাধ্যয়নাদি—২০ বর্ষ ; শ্রীব্রজে বাস—৬৫ বর্ষ ; অপ্রকট—১৫৪০ শঃ, পৌষী শুক্লা তৃতীয়া ; প্রপঞ্চে স্থিতি—৮৫ বর্ষ।"

শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রাপ্ত বিবরণ একই প্রকার দৃষ্ট হয়। কেবল হয় ত' 'পৌষী শুক্লা তৃতীয়া' এই স্থানে মুদ্রাকর-প্রমাদ বা লিপিকর-প্রমাদবশতঃ 'তিরোভাব'-স্থানে

'আবির্ভাব' হইয়াছে। পৌষী শুক্লা তৃতীয়া তিরোভাব-তিথি বলিয়াই সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীযুক্ত বনমালীলাল গোস্বামী মহাশয়ের গ্রন্থাগারের পুঁথির বিবরণে প্রকাশিত শ্রীল শ্রীজীবপ্রভুর আবির্ভাব-তারিখ গ্রহণ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলাকালে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু ১০ বৎসর বয়স্ক বালকের লীলা করিয়াছিলেন, জানা যায়। 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' উল্লিখিত আছে,—যে সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনকে অঙ্গীকার করিবার জন্য শ্রীরামকেলি-গ্রামে গমন করেন, তখন শিশুবুদ্ধি শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু গোপনে গোপনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীজীবপ্রভু শৈশবকালে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকট শ্রীরামকেলি-গ্রামেই অবস্থান করিতেন।

শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল।
অতি প্রাচীনের মুখে এসব শুনিল॥
(শ্রীভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ ৬৩৮)

শ্রীঅনুপম-চরিত

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর শ্রীমুখে আমরা শ্রীঅনুপমের চরিত্র এইরূপ শুনিতে পাই,—

সেই অনুপম-ভাই শিশুকাল হৈতে।
রঘুনাথ-উপাসনা করে দৃঢ়চিত্তে॥
রাত্রিদিনে রঘুনাথের 'নাম' আর 'ধ্যান'।
রামায়ণ নিরবধি শুনে, করে গান॥
আমি আর রূপ—তার জ্যেষ্ঠ সহোদর।
আমা-দোঁহা-সঙ্গে তেঁহ রহে নিরন্তর॥
আমা-সবা সঙ্গে কৃষ্ণকথা, ভাগবত শুনে।
তাহার পরীক্ষা কৈলুঁ আমি দুইজনে॥
"শুনহ, বল্লভ, কৃষ্ণ—পরম মধুর।
সৌন্দর্য, মাধুর্য, প্রেম, বিলাস—প্রচুর॥
কৃষ্ণভজন কর তুমি আমা-দুঁহার সঙ্গে।
তিন ভাই একত্র রহিমু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥"
এইমত বারবার কহি দুইজন।
আমা-দুঁহার গৌরবে কিছু ফিরি' গেল মন॥
"তোমা-দুঁহার আজ্ঞা আমি কেমনে লঙ্ঘিমু?
দীক্ষামন্ত্র দেহ, কৃষ্ণভজন করিমু॥"
এত কহি' রাত্রিকালে করেন চিন্তন।
কেমনে ছাড়িমু রঘুনাথের চরণ।
সব রাত্রি ক্রন্দন করি' কৈল জাগরণ।
প্রাতঃকালে আমা-দুঁহায় কৈল নিবেদন॥
'রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা, পাঙ বড় ব্যথা॥
কৃপা করি' মোরে আজ্ঞা দেহ দুইজন।
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ান না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি' যায়॥'
তবে আমি-দুঁহে তারে আলিঙ্গন কৈলুঁ।
'সাধু, দৃঢ়ভক্তি তোমার' কহি' প্রশংসিলুঁ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।৩০-৪৩)

শ্রীঅনুপমের পূর্বনাম—'শ্রীবল্লভ' এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত নাম—'শ্রীঅনুপম'। গৌড়ের বাদশাহের কর্ম করায় ইঁহারও 'মল্লিক'-উপাধি হইয়াছিল।

অনুপম মল্লিক, তাঁর নাম—'শ্রীবল্লভ'।
রূপ-গোসাঞির ছোট-ভাই পরমবৈষ্ণব॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১১।৩৬)

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে-সময় রামকেলিতে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীঅনুপম শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথমদর্শন লাভ করেন। শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু বিষয়কার্য পরিত্যাগ করিবার লীলা প্রকাশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণোদ্দেশে শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার কালে শ্রীঅনুপম শ্রীরূপের সঙ্গী হন। শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম উভয়েই প্রয়াগে আগমন করিয়া তথায় কোন দাক্ষিণাত্য-বিপ্রের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন প্রাপ্ত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতে তাঁহার আদেশে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম উভয়েই শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। সেই সময় সুবুদ্ধি রায় মথুরা-নগরীতে শুষ্ককাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া তদ্বারা নিজের ও অন্যান্য বৈষ্ণবের পরিচর্যা করিতেছিলেন। তিনি শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশবন পরিভ্রমণ করেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম এক-মাসকাল অবস্থান করিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর অনুসন্ধানার্থ গঙ্গাতীর-পথে প্রয়াগে ও তৎপরে কাশীতে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ শ্রবণ এবং দশ দিবস পরে

গৌড়দেশে যাত্রা করেন। তথায় বৈষয়িক ব্যবস্থা সমাধান-পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞামতে উভয়েই নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করেন। পথে গঙ্গাতীরে ১৪৩৬ শকাব্দে শ্রীঅনুপমের শ্রীরামচন্দ্রের ধাম লাভ হয়।

শ্রীজীবের বৈরাগ্য

বাল্যকাল হইতেই শ্রীজীব শ্রীমদ্ভাগবতে অনুরাগী ছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব রূপমাধুরী, অতিমর্ত্ত্য গুণগরিমা-দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইতেন। শ্রীশ্রীরূপসনাতনের শ্রীব্রজবাস-লীলা ও শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটলীলার পর শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভুর হৃদয় অত্যন্ত বিরহ-বিধুর হইয়া উঠে। তিনি শ্রীশ্রীরূপসনাতন ও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মচিন্তায়—দিবারাত্র প্রেমাশ্রু-সিন্ধুতে ভাসিতে থাকেন। একদিন শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীনামকীর্ত্তনে শ্রীজীবপ্রভু ক্রন্দন করিতে করিতে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়েন। রাত্রিশেষে স্বপ্ন-যোগে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীজীবপ্রভুকে দর্শন দান করেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীজীবকে শ্রীনিত্যানন্দের চরণে সমর্পণ করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও শ্রীশ্রীজীবকে বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুই শ্রীজীবের সর্ব্বস্ব হউক। শ্রীজীবপ্রভু বাক্লা-চন্দ্রদ্বীপ হইতে ফতেয়াবাদ হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে আগমন করেন এবং শ্রীনিত্যানন্দের অনুগমনে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করেন।

অধ্যয়ন-লীলা

ইহার পর শ্রীজীব কাশীতে গমনপূর্ব্বক শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট কিছুকাল সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিংবদন্তী এই যে,—নীলাচলে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকট যে সকল চিদ্বিলাসময় বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই সকল বেদান্ত-বিচার শ্রীসার্ব্বভৌম নিজ শিষ্য শ্রীমধুসূদনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের আদেশে শ্রীজীব শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট গমন করিয়া ন্যায়-বেদান্তাদি-শাস্ত্র-অধ্যয়নকালে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেই বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীব্রজবাস

শ্রীজীব শ্রীকাশীধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীশ্রীরূপসনাতনের একান্ত আশ্রিত হইয়া তাঁহাদের নিকট সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন এবং তদবধি শ্রীব্রজমণ্ডলেই বাস করিয়াছিলেন। শ্রীজীবের অতিমর্ত্ত্য স্বাভাবিক পাণ্ডিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তবিচার-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীরূপসনাতন তখন পর্য্যন্ত নিজকৃত গ্রন্থাদি শ্রীজীবের দ্বারা শোধন করাইতেন।

শ্রীরূপ 'শ্রীহংসদূত'-আদি গ্রন্থ কৈলা।
সনাতন 'ভাগবতামৃতা'দি বর্ণিলা॥
'শ্রীবৈষ্ণবতোষণী' করিলা সনাতন।
শ্রীজীবেরে আজ্ঞা দিলা করিতে শোধন॥

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১।৭৯১-৭৯২)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

তাঁর লঘুভ্রাতা—শ্রীবল্লভ-অনুপম।
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত—'শ্রীজীব'-নাম॥
সর্ব্ব ত্যজি' তেঁহ পাছে আইলা বৃন্দাবন।
তেঁহ ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈলা প্রচারণ॥
'ভাগবতসন্দর্ভ'-নাম কৈলা গ্রন্থ সার।
ভাগবত-সিদ্ধান্তের তাহাঁ পাইয়ে পার॥
'গোপালচম্পূ' আর নানা গ্রন্থ কৈলা।
ব্রজপ্রেমলীলারস সার দেখাইলা॥
'ষট্সন্দর্ভে' কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব প্রকাশিলা।
চারিলক্ষ গ্রন্থ তেঁহো বিস্তার করিলা॥
জীব-গোসাঞি গৌড় হৈতে মথুরা চলিলা।
নিত্যানন্দপ্রভু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা॥
প্রভু প্রীতে তাঁর মাথে ধরিলা চরণ।
রূপসনাতন-সম্বন্ধে কৈলা আলিঙ্গন॥
আজ্ঞা দিলা,—"শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেইস্থানে॥"
তাঁর আজ্ঞায় আইলা, আজ্ঞাফল পাইলা।
শাস্ত্র করি' কতকাল 'ভক্তি' প্রচারিলা॥

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।২২৭-২৩৫)

শ্রীজীবের গ্রন্থ

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী সংস্কৃত-পদ্যে শ্রীসনাতন,

শ্রীরূপ ও শ্রীজীবপ্রভুর রচিত গ্রন্থের তালিকা প্রদান করিয়াছেন।

> শ্রীমদ্বল্লভপুত্র-শ্রীজীবস্য কৃতিষু ক্রমঃ ।
> শব্দানুশাসনং নাম্না হরিনামামৃতং তথা ॥
> তৎসূত্রমালিকা তত্র প্রযুক্তো ধাতুসংগ্রহঃ ।
> কৃষ্ণার্চাদীপিকা সূক্ষ্মা গোপালবিরুদাবলী ॥
> রসামৃতস্য শেষশ্চ শ্রীমাধবমহোৎসবঃ ।
> সঙ্কল্প-কল্পবৃক্ষো যচ্চম্পূর্ভাবার্থসূচকঃ ॥
>
> টীকা গোপালতাপন্যাঃ সংহিতায়াশ্চ ব্রহ্মণঃ ।
> রসামৃতস্যোজ্জ্বলস্য যোগসার-স্তবস্য চ ॥
> তথা চাগ্নিপুরাণস্থ-গায়ত্রীবিবৃতিরপি ।
> শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নানাং পাদ্মোক্তানাং যথাপি চ ॥
> লক্ষ্মীবিশেষরূপা যা শ্রীরাধা বাসনেশ্বরী ।
> তস্যাঃ কর-পদস্থানাং চিহ্নানাঞ্চ সমাহৃতিঃ ।
>
> পূর্ব্বোত্তরতয়া চম্পূর্যা বা চ দ্বয়ী দ্বয়ী ।
> সন্দর্ভাঃ সপ্ত বিখ্যাতাঃ শ্রীমদ্ভাগবতস্য বৈ ।
> তত্ত্বাখ্যো ভগবৎসংজ্ঞঃ পরমাত্মাখ্য এব চ ।
> কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রীতিসংজ্ঞাঃ ক্রমাখ্যাঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ ।
> সৈষাঞ্চ বিবেচ্য প্রয়োজনমিতি ক্রমম্ ।
> ইত্যাদ্যনেকম্ বৈষ্ণবৈঃ সদ্ভিরাদ্যৈঃ প্রকাশিতম্ ॥
>
> ইত্যাদয়ঃ ।

'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' প্রথম তরঙ্গেও তাঁহার পঁচিশটী গ্রন্থের তালিকা পাওয়া যায়,—

> শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত ।
> (১) 'হরিনামামৃত'-ব্যাকরণ দিব্য রীত ॥
> (২) 'সূত্রমালিকা', (৩) ধাতুসংগ্রহ সুপ্রকার ।
> (৪) 'কৃষ্ণার্চনদীপিকা'-গ্রন্থ অতি চমৎকার ॥
> (৫) 'গোপালবিরুদাবলী', (৬) 'রসামৃতশেষ' ।
> (৭) 'শ্রীমাধবমহোৎসব' সর্ব্বাংশে বিশেষ ॥
> (৮) 'শ্রীসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ'-গ্রন্থের প্রচার ।
> (৯) 'ভাবার্থসূচক চম্পূ' অতি চমৎকার ॥
> (১০) 'গোপালতাপনী-টীকা', (১১) ('টীকা) ব্রহ্মসংহিতার' ।
> (১২) 'রসামৃতটীকা', (১৩) 'শ্রীউজ্জ্বলটীকা' আর ॥
> (১৪) 'যোগসার-স্তবের টীকা'তে সুসঙ্গতি ।
> (১৫) 'অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রী-ভাষ্য' অতি ॥
> (১৬) 'পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন' ।
> (১৭) 'শ্রীরাধিকা-কর-পদস্থিত চিহ্ন' ভিন্ন ॥
> (১৮) 'গোপালচম্পূ'—পূর্ব্ব-উত্তর-বিভাগেতে ।
> বর্ণিলেন কি অদ্ভুত বিদিত জগতে ॥
> (১৯-২৫) সপ্ত-সন্দর্ভ বিখ্যাত ভাগবত-রীতি ।
> তত্ত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রীতি ॥
>
> (ভক্তি: র:, ১ম তরঙ্গ ৮০৩-৮০১)

সার্ব্বভৌম সম্প্রদায়াচার্য্য

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর রচিত প্রত্যেক গ্রন্থে রচনার তারিখ পাওয়া যায় না, কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়। শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু ১৪৭৬ শকাব্দায় 'বৈষ্ণব-তোষণী' রচনা করেন। শ্রীসনাতনের আজ্ঞায় শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু ১৫০০ শকাব্দায় ঐ গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ লিখিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামি-প্রভুগণের অপ্রকটের পর উৎকল-গৌড়-মাথুরমণ্ডলের শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সার্ব্বভৌম আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু সকলের নিকট শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন এবং সকলকে হরিভজন করাইয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে ইনি ভক্তগণসহ শ্রীব্রজধাম পরিক্রমা করিতেন এবং শ্রীমথুরায় শ্রীবল্লভ-ভট্টাত্মজ শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরের ভবনে শ্রীগোপালদেব দর্শন করিতে যাইতেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর প্রকটকালেই 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি কিছুকাল পরে গৌড়দেশ হইতে আগত শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও দুঃখী কৃষ্ণদাসকে যথাক্রমে 'আচার্য্য' 'ঠাকুর মহাশয়' ও 'শ্রীশ্যামানন্দ' নাম প্রদান করিয়া গুরু ও গোস্বামিবর্গের রচিত যাবতীয় গ্রন্থাদিসহ গৌড়দেশে নাম-প্রেম-প্রচারার্থ প্রেরণ করেন। ইনি শ্রীনিবাসশিষ্য শ্রীরাম-চন্দ্র সেন ও তদনুজ শ্রীগোবিন্দ সেনকে 'কবিরাজ'-উপাধি প্রদান করেন। ইনি প্রকট থাকিতেই শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবাদেবী কতিপয় ভক্তসহ শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীজীবপ্রভুই গৌড়দেশাগত ভক্তগণের প্রসাদসেবা ও বাসস্থানাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন।

বেদান্তাচার্য্যশিরোমণি

"বেদান্ত-দর্শন-বিচারে শ্রীজীবের ন্যায় তৎকালে আর কেহ ছিলেন না। কথিত আছে যে, শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীবল্লভ দীক্ষিত, 'তত্ত্বদীপ'-গ্রন্থ শ্রীজীবকে দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীজীব গোস্বামী অনেক বৈদান্তিক বিচার উত্থাপন করত তাঁহার মতের অসৌন্দর্য্য প্রদর্শন করেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যও শ্রীজীবের পরামর্শমতে ঐ গ্রন্থের অনেকটা-সংশোধন করেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য-বিরচিত 'তত্ত্বদীপ'-গ্রন্থ হইতে নিম্নে কয়েকটি শ্লোক আমরা উদ্ধৃত করিলাম,—

প্রপঞ্চো ভগবৎকার্য্যস্তদ্রূপো মায়য়াভবৎ।
তচ্ছক্ত্যাবিদ্যয়া ত্বস্য জীবসংসার উচ্যতে॥
সংসারস্য লয়ো মুক্তৌ প্রপঞ্চস্য ন কর্হিচিৎ।
কৃষ্ণস্যাত্মরতৌ ত্বস্য লয়ঃ সর্ব্বসুখাবহঃ॥

অন্যত্র চ—

তদিচ্ছামাত্রতস্তস্মাদ্ ব্রহ্মভূতাংশচেতনাঃ।
সৃষ্ট্যাদৌ নির্গতাঃ সর্ব্বে নিরাকারাস্তদিচ্ছয়া॥
বিস্ফুলিঙ্গা ইবাগ্নেস্তু সদংশেন জড়া অপি।
আনন্দাংশ-স্বরূপেণ সর্ব্বান্তর্যামিরূপিণঃ॥

যাঁহারা তত্ত্ববিদ্ বৈষ্ণব, তাঁহারা অনায়াসে এই শ্লোক-কয়েকটীর অর্থ-বিচারপূর্ব্বক শ্রীজীবের হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করিতে পারিবেন। আমরা বিবেচনা করি যে, শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরামানুজের তুল্য পণ্ডিত ও বেদান্তজ্ঞ পুরুষ। শ্রীজীবের 'ষট্‌সন্দর্ভ'-গ্রন্থ জগতে একটি মণিবিশেষ। ষট্‌সন্দর্ভ ভালরূপে বুঝিতে পারিলে, কোন বেদান্ত-বিচারই অজ্ঞাত থাকে না।" (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু'-শীর্ষক প্রবন্ধ, 'শ্রীসজ্জনতোষণী'-পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ২২০-২২১ পৃষ্ঠা)

ভ্রান্ত-ধারণা

স্বল্পদর্শী ব্যক্তিগণ শ্রীরূপানুগবর শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর বিচারধারা ধারণা করিতে না পারিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিরুদ্ধ ও ভ্রান্ত-মত পোষণ করিয়া শুদ্ধভক্তিরাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। একদা জড়প্রতিষ্ঠালোলুপ জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বিদ্বজ্জন-শিরোমণি শ্রীশ্রীসনাতন-রূপের নিকট হইতে জয়পত্র লিখাইয়া শ্রীশ্রীসনাতন-রূপের পাণ্ডিত্যাভাব জ্ঞাপন করিয়া তদ্রূপ শ্রীজীবপ্রভুকেও জয়পত্রী লিখিয়া দিতে বলেন। তাহাতে শ্রীজীবপ্রভু ঐ দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত করিয়া শ্রীগুরু-অপমানকারীর জিহ্বা স্তম্ভিত করিয়া দেন এবং শ্রীগুরুবর্গের পদনখশোভার মর্য্যাদা প্রকাশ করিয়া প্রকৃত শিষ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেন। এই শুদ্ধভক্তির বিচারটী হরিবিমুখ ব্যক্তিগণ ধারণা করিতে না পারিয়া শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুকে "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের মর্য্যাদা-হানিকারক বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কোন কোন আধুনিক প্রাকৃত সাহিত্যিক শ্রীনিত্যানন্দ-কিঙ্করের প্রতি শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের ক্রোধলীলা দেখিয়া শ্রীব্যাসাবতারকেও ত্রিগুণবশীভূত-ব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর সম্বন্ধেও সেইরূপ ভ্রান্তধারণার উদয় হইয়াছে। লালদাসের 'ভক্তমাল' প্রভৃতি পুস্তকেও এই জাতীয় চিন্তাস্রোত দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন কোন অভিসন্ধিযুক্ত মৎসর-বদ্ধ ব্যক্তি এইরূপ কথা প্রচার করিয়াছে যে, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-রচনায় সৌষ্ঠব-দর্শনে শ্রীজীবপ্রভুর মৎসরতার উদয় হইয়াছিল; তজ্জন্য তিনি 'শ্রীচরিতামৃত'-গ্রন্থকে একটি কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাহা শ্রবণ করিয়া প্রাণবিসর্জ্জন করেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য 'মুকুন্দ'-নামক এক ব্যক্তি পূর্ব্বে মূল-পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়াই পুনরায় 'শ্রীচরিতামৃত' প্রকাশিত হইয়াছিল, নতুবা 'শ্রীচরিতামৃত'-গ্রন্থ জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইত। এই অভিসন্ধি-মূলক উক্তি যে সর্ব্বপ্রকারে অসত্য, তাহা 'প্রেমবিলাস'-গ্রন্থের আর একটি প্রক্ষিপ্ত ও পরস্পর-বিবদমান বিবরণ হইতেই প্রমাণিত হয়। 'প্রেমবিলাসে' লিখিত আছে যে, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সহিত যে-সকল গোস্বামিগ্রন্থ শ্রীগৌড়দেশে প্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর-হাম্বীর-কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে সেই সংবাদ যখন শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর নিকট শ্রীব্রজমণ্ডলে আসিল, তখন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাহা শুনিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। (প্রেঃ বিঃ, ১৩শ বিলাস)। প্রেমবিলাসে ও শ্রীভক্তিরত্নাকরোক্ত শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর

লিখিত তৃতীয় পত্র হইতে জানা যায় যে, এই সময় শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর (শ্রীবৃন্দাবনদাসাদি) আত্মজগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। অবিবাহিত শ্রীনিবাস প্রভু যদি শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রথমবার গ্রন্থ লইয়া বাজিগ্রাম পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু গ্রন্থচুরির সংবাদ পাইয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে যখন শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর পুত্র-কন্যাদি হইয়াছে, তখন কি করিয়া চতুর্থ পত্রের শেষে শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীনিবাসকে জানান যে, "ইহ শ্রীকৃষ্ণদাসস্য নমস্কারাঃ"—"এখানে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ। নমস্কার করিয়াছে তোমাদের সবায় ॥" (প্রেমবিলাস) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীনিবাসাদির গোষ্ঠীকে নমস্কার জানাইতেছেন? যাহা হউক, এইসকল পরস্পর-বিবদমান বিবরণ উপরি-উক্ত কিংবদন্তীসমূহকে অতিসন্দিগ্ধমূলক ও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিতেছে।

'ভক্তমালগ্রন্থ'-নামক একটি হিন্দী পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়,—এক সময় আকবর বাদশাহের অধীনস্থ যমুনাতীরবর্ত্তী ও রাজপুতনাবাসী সামন্ত-রাজগণের মধ্যে গঙ্গা ও যমুনার পরস্পর শ্রেষ্ঠত্ব-সম্বন্ধে এক বিতর্ক উঠে। এই বিরোধ-মীমাংসার জন্য আকবর শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুকে সাদরে আহ্বান করেন। কিন্তু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু জানান যে, তিনি শ্রীবৃন্দাবন ছাড়িয়া কোথায়ও রাত্রি-যাপন করিবেন না। সামন্তরাজগণ ঘোড়ার ডাক বসাইয়া আগ্রা হইতে একদিনেই শ্রীবৃন্দাবনে যাতায়াতের বন্দোবস্ত করিয়া দেন এবং শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেন যে, শ্রীগঙ্গা শ্রীবিষ্ণুচরণামৃত ও শ্রীবিষ্ণুশক্তি বটে," কিন্তু শ্রীযমুনা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী; সুতরাং তিনি গঙ্গা হইতে রস-তারতম্যে শ্রেষ্ঠ। বাদশাহ ও সামন্তরাজগণ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুকে উপঢৌকন গ্রহণ করিবার জন্য সকাতর প্রার্থনা করিলেও তিনি কিছুই গ্রহণ করেন নাই। পরে পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া বলেন যে, যদি তাঁহাদের একান্তই কিছু প্রদান করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বারাণসী হইতে কিছু শাস্ত্র ও পুরাণাদি পুঁথি এবং আগ্রা হইতে কিছু গ্রন্থ লিখিবার কাগজ যেন পাঠাইয়া দেন। আকবর বাদশাহ ও রাজন্যবর্গ সকলেই সানন্দে শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী যে, শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভুই প্রথমে আগ্রা হইতে তুলট কাগজ আনাইয়া পুঁথি লিখিবার প্রথা আরম্ভ করেন। ইহার পূর্ব্বে ভূর্জ্জপত্র, তালপত্র প্রভৃতিতেই গ্রন্থ লিখিত হইত।

স্বকীয় ও পরকীয়বাদ

কোন কোন ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ প্রাকৃতসহজিয়ার মত এই যে, শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর মতানুযায়ী শ্রীব্রজগোপীগণের পরকীয়-রস স্বীকার না করিয়া স্বকীয়-রসের অনুমোদন করায় তিনি প্রকৃত রূপানুগ নহেন।

শ্রীশ্রীজীবপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত শিষ্য শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু, শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর আচরণ ও উপদেশই ঐরূপ যুক্তির অমূলকত্ব প্রমাণ করিতেছে। শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর জ্যেষ্ঠা কন্যা পূজনীয়া শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীল যদুনন্দন দাস ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'কর্ণানন্দ'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

এই সব নির্ণয় করি' শ্রীরূপ গোসাঞি।
নিয়ম করি' কুণ্ডতীরে বসিলা তথাই ॥
সঙ্গে কৃষ্ণদাস আর গোসাঞি লোকনাথ।
দিবানিশি কৃষ্ণ-কথা সদা অবিরত ॥
হেনই সময়ে গ্রন্থ 'গোপালচম্পূ' নাম।
সবে মিলি' আস্বাদয়ে সদা অবিরাম।
আস্বাদিয়া চিত্তে অতি-আনন্দ-উল্লাস।
অত্যন্ত দুরূহ কিবা লোকের অভিলাষ ॥
বাহ্যার্থে বুঝয়ে তাহা স্বকীয়া বলিয়া।
ভিতরের অর্থমাত্র কেবল-পরকীয়া ॥
শ্রীজীবের সভার হৃদয় না বুঝিয়া।
বহির্লোক বাখানয়ে স্বকীয়া বলিয়া।
গ্রন্থের যথার্থ বুঝায় যেন পরকীয়া।
আনন্দে নিমগ্ন সবে তাহা আস্বাদিয়া ॥

(কর্ণানন্দ, চতুর্থ নির্য্যাস)

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির 'লোচন-রোচনী'-টীকার অভিপ্রায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'আনন্দ-চন্দ্রিকা'-টীকায় যেভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর জানাইতেছেন,—

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থের টীকাতে।
করিল ব্যাখ্যান বহু দুষ্টের নিমিত্তে ॥

শ্রীজীবের বাক্য ত্বরায় না বুঝায়।
তত্ত্ববাক্য জানি' সব লীলাতে জানয়॥
শ্রীরূপের অনুগত শ্রীজীব গোস্বামী।
তাঁহার কৃপায় স্ফূর্ত্তি হয় যে আপনি॥
যেই শ্রীজীবের বাক্য বোঝে কোন জন।
শ্রীবিশ্বনাথ শ্রীজীব মতে ভিন্ন নয়॥
শ্রীরূপের মনোবৃত্তি তাহে প্রকাশিল।
শ্রীরাধিকাপক্ষের বহু কৃপা কৈল॥
(শ্রীনরোত্তমবিলাস, গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় ৮৮-৯২)

কথিত আছে যে, জয়পুরের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণদেব শর্ম্মা দিল্লীর বাদশাহ শাহ পাংশাহার পরওয়ানা সহ বৈষ্ণব-সমাজ লক্ষ্য করিয়া মুর্শিদাবাদের নবাব জাফরখাঁর দরবারে স্বকীয়া-পরকীয়ার বিচার-প্রার্থী হইলে শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর বংশধর শ্রীরাধামোহন ঠাকুর [illegible] বিচার করিয়া পরকীয়া-সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন এবং কৃষ্ণদেবকে নিরস্ত করেন। ১১২৮ সালের বৈশাখমাসে ইহার মীমাংসা হয়। ঐ বিচারের জয়পত্র ও দস্তখতপত্রের নিদর্শন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

শ্রীরূপশাসনানুগ শ্রীজীবপ্রভু

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্ত যে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের শাসনগর্ত্তেই সর্ব্বদা বর্ত্তমান, তাহা বহু যুক্তিপূর্ণ শ্লোক-বিচারের দ্বারা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীব্রহ্ম-সংহিতার 'প্রকাশিনী'-বৃত্তিতে এইরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন,—

"শ্রীব্রহ্মসংহিতার 'আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্যঃ' শ্লোকের (৫।৩৭) টীকায় ও শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণির টীকায় এবং শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভাদিতে আমাদের আচার্য্যচরণ শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলা—যোগমায়াকৃতা; মায়িক চক্ষু-সন্নিকর্ষে সম্বন্ধই থাকায় তাহাতে মায়া-প্রত্যায়িত কতকগুলি কার্য্য দৃষ্ট হয়, তাহা স্বরূপতত্ত্বে থাকিতে পারে না; যথা,—অসুর-সংহার, পরদার-সংগ্রহ ও জন্মাদি। গোপীগণ—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিগত তত্ত্ব, সুতরাং তদীয় স্বকীয়া; তাঁহাদের কিরূপে পরদারত্ব সম্ভব হয়? তবে যে তাঁহাদের প্রকটলীলায় পরদারত্ব, তাহা কেবল মায়িক প্রত্যায়মাত্র। শ্রীজীব-গোস্বামিপাদের এই প্রণালীর কথাগুলিতে যে গূঢ়ার্থ আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া দিলে আর সংশয় থাকিবে না। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ—আমাদের তত্ত্বাচার্য্য; সুতরাং শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের শাসনগর্ত্তে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান; অধিকন্তু তিনি—আবার শ্রীকৃষ্ণলীলার মঞ্জরীবিশেষ, অতএব সকল তত্ত্বই তাঁহার সুবিজ্ঞাত। তাঁহার আশয় বুঝিতে না পারিয়া কতকগুলি লোক স্বকপোলকল্পিত অর্থ রচনা করত পক্ষ-বিপক্ষভাবে সতর্ক করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের মতে, অপ্রকট-লীলা ও প্রকটলীলা—পরস্পর অভেদ; কেবল একটী প্রপঞ্চাতীত প্রকাশ, অন্যটী—প্রপঞ্চান্তর্গত প্রকাশ, এই মাত্র ভেদ। প্রপঞ্চাতীত-প্রকাশে দ্রষ্টৃ-দৃশ্যগত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা আছে। বহু ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণকৃপা হইলে যিনি প্রপঞ্চ সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক চিজ্জগতে প্রবিষ্ট হন, আবার যদি তাঁহার সাধনকালীন রস-বৈচিত্র্যের আস্বাদন-সিদ্ধি থাকে, তবেই তিনি গোলোকের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধলীলা দর্শন ও আস্বাদন করিতে পারিবেন। সেরূপ পাত্র দুর্লভ; আর যিনি প্রপঞ্চে বর্ত্তমান হইয়াও ভক্তিসিদ্ধিক্রমে কৃষ্ণকৃপায় চিজ্জগতের অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, তিনি ভৌম-গোকুল-লীলায় সেই গোলোকলীলা দেখিতে পান। সেই অধিকারি-দ্বয়ের মধ্যেও অনেক তারতম্য আছে; বস্তুসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সেই গোলোকলীলা-দর্শনে কিছু কিছু মায়িক প্রতিবন্ধক থাকে। আবার স্বরূপসিদ্ধির তারতম্যক্রমে স্বরূপ-দর্শনের তারতম্যানুসারে ভক্তদিগের গোলোক-দর্শনের তারতম্যও অনেক স্বীকার করিতে হইবে। নিতান্ত মায়াবদ্ধ ব্যক্তিগণই ভক্তিচক্ষুহীন; তন্মধ্যে কেহ কেহ—কেবল মায়া-বিচিত্রতায় আবদ্ধ এবং কেহ কেহ বা ভগবদ্-বহির্ম্মুখ-জ্ঞানের আশ্রয়ে চিন্নাশের প্রত্যাশী; তাহারা ভগবানের প্রকটলীলা দেখিতে পাইলেও তাহাদের নিকট ঐ প্রকটলীলায় অপ্রকট-সম্বন্ধযুক্ত কেবল জড়-প্রতীতির মাত্র উদয় হয়। অতএব অধিকারিভেদে গোলোক-দর্শনের গতিই এইরূপ। ইহাতে মূলতত্ত্ব এই যে, গোলোক যেরূপ শুদ্ধতত্ত্ব, গোকুলও তদ্রূপ শুদ্ধ ও সম্পূর্ণরূপে মলশূন্য হইয়াও যোগমায়া চিচ্ছক্তি-কর্ত্তৃক জড়জগতে প্রকটিত। প্রকট ও অপ্রকট-বিষয়ে কিছুমাত্র মায়িক মল, হেয়তা বা অসম্পূর্ণতা নাই;— কেবল দ্রষ্টৃ-জীবদিগের অধিকারানুসারেই তাহা কিছু কিছু পৃথগ্‌রূপে প্রতীত হয়। মল, হেয়ত্ব, উপাধি, মায়া, অবিদ্যা, অশুদ্ধতা, ফল্গুত্ব, তুচ্ছত্ব, স্থূলত্ব—কেবল দ্রষ্টৃ-জীবের জড়-

আবিলচক্ষু, বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কারনিষ্ঠ, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞনিষ্ঠ নয়। যিনি বস্তুর তত্ত্বদর্শনযুক্ত, তিনি বস্তুর বিশুদ্ধতত্ত্ব-দর্শনে সমর্থ। শাস্ত্রে যে তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বযুক্ত; কেবল অনালোচক ব্যক্তিদিগের নিকটই প্রতীতি-সমূহ তত্ত্ববিকারক্রমে সংযুক্ত বা অসংযুক্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে চতুঃষষ্টিকলার বিবৃতি কথিত হইয়াছে, সেইসকল বিষয় মূলতঃ শুদ্ধরূপে গোলোকেই বর্ত্তমান। আলোচকদিগের অধিকারক্রমেই সেই সেই বাক্যে দোষ, দুষ্কর ও দুর্লভের প্রতীতি হয়। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের মতে—যতপ্রকার লীলা গোকুলে প্রকটিত হইয়াছে, সে সমস্তই সমাহিত ও মায়াগন্ধ-শূন্যভাবে গোলোকে আছে। সুতরাং পরকীয়ভাবও সেই বিচারাধীনে কোনপ্রকার অচিন্ত্য-শুদ্ধভাবে গোলোকে অবশ্য থাকিবে। যোগমায়া-কৃত সমস্ত প্রকাশই শুদ্ধ, পরদার-ভাবটি—যোগমায়া-কৃত, সুতরাং কোন তত্ত্বমূলক। সে তত্ত্বটি কি, তাহা বিচার করা যাউক। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন,—'পূর্ব্বোক্ত-ধীরোদাত্তাদি-চতুর্ভেদস্য তস্য তু। পতিশ্চোপপতিশ্চেতি প্রভেদাবিহ বিশ্রুতৌ॥ তত্র পতিঃ স কন্যায়াঃ যঃ পাণিগ্রাহকো ভবেৎ। রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং পরকীয়া-বলার্থিনা। তদীয়-প্রেম-সর্ব্বস্বং বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ॥ লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত-নায়কে। ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাস-স্বাদার্থমবতারিণি॥ তত্র নায়িকাভেদ-বিচারঃ,—নাসৌ নাট্যে রসে মুখ্যে যৎ পরোঢ়া নিগদ্যতে। তত্তু স্যাৎ প্রাকৃত-ক্ষুদ্রনায়িকাদ্যনুসারতঃ॥' এইসকল শ্লোকে শ্রীজীব গোস্বামী অনেক বিচার করিয়া পরদারভাবকে যোগমায়া-কৃত জন্মাদি-লীলার ন্যায় বিভ্রম-বিলাসরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 'তথাপি পতিঃ পুরবনিতানাং দ্বিতীয়ো ব্রজবনিতানাম্' এই ব্যাখ্যা দ্বারা তিনি স্বীয় গম্ভীর আশয় ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীরূপ-সনাতন-সিদ্ধান্তেও যোগমায়া-কৃত বিভ্রম-বিলাস স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি শ্রীজীব গোস্বামী যখন গোলোক ও গোকুলের একত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তখন গোকুলের সমস্ত লীলায় যে মূল-তত্ত্ব আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যিনি বিবাহবিধিক্রমে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তিনিই 'পতি' এবং যিনি রাগদ্বারা পরকীয়া রমণীকে প্রাপ্ত হইবার জন্য তদীয় প্রেম-সর্ব্বস্ব-বোধে ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করেন, তিনিই 'উপপতি'। গোলোকে বিবাহবিধি-বন্ধনরূপ ধর্ম্মই নাই; সুতরাং তথায় তদ্রূপ পতিত্বও নাই; আবার তদ্রূপ স্বীয়-স্বরূপাশ্রিতা গোপীদিগের অন্যত্র বিবাহ না থাকায় তাঁহাদের উপপতিত্বও নাই। তথায় স্বকীয় ও পরকীয়,—এই উভয়বিধ-ভাবের পৃথক্ পৃথক্ স্থিতি হইতে পারে না। প্রকট-লীলায় প্রাপঞ্চিক-জগতে বিবাহ-বিধি-বন্ধনরূপ 'ধর্ম্ম' আছে;—কৃষ্ণ সেই ধর্ম্ম হইতে অতীত। সুতরাং মাধুর্য্য-পুষ্টিরূপ ধর্ম্ম—যোগমায়া দ্বারা ঘটিত। সেই ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণ পরকীয়-রস আস্বাদন করিয়াছেন। এই যে যোগমায়া-কর্ত্তৃক প্রকটিত ধর্ম্মোল্লঙ্ঘন-লীলা, তাহা প্রপঞ্চেই প্রপঞ্চাচ্ছাদিত চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্ট হয়; বস্তুতঃ কৃষ্ণ-লীলায় তাদৃশ লঘুত্ব নাই। পরকীয়-রসই সর্ব্বরসের নির্য্যাস, 'তাহা গোলোকে নাই',—এই কথা বলিলে গোলোককে তুচ্ছ করিতে হয়। পরমোপাদেয়-গোলোকে পরমোপাদেয় রসাস্বাদন নাই,—এরূপ নয়। অবতারী কৃষ্ণ তাহা কোন আকারে গোলোকে এবং কোন আকারে গোকুলে আস্বাদন করেন। সুতরাং পরদারস্বরূপ ধর্ম্মলঙ্ঘন প্রতীতি মায়িক চক্ষে প্রতীত হইলেও তাহার কোন প্রকার সত্যতা গোলোকেও আছে। 'আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ', 'আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ,' 'রেমে ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ প্রতিবিম্ববিভ্রমঃ' ইত্যাদি শাস্ত্রবচনদ্বারা প্রতীত হয় যে, আত্মারামতাই কৃষ্ণের নিজধর্ম্ম। কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যময় চিজ্জগতে আত্মশক্তিকে লক্ষ্মীরূপে প্রকট করিয়া স্বকীয় বুদ্ধিতে রমণ করেন। এই স্বকীয়বুদ্ধি প্রবলা থাকায় তথায় দাস্যরস পর্য্যন্তই রসের বৃদ্ধিগতি। কিন্তু গোলোকে আত্মশক্তিকে শতসহস্র-গোপীরূপে পৃথক্ করিয়া স্বকীয় বিস্মৃতিপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত নিত্য রমণ করেন। স্বকীয়-অভিমানে রসের অত্যন্ত উল্লসতা হয় না, তজ্জন্য অনাদিকাল হইতেই গোপীদিগের নিসর্গতঃ 'পরোঢ়া'-অভিমান আছে এবং কৃষ্ণও সেই অভিমানের অনুরূপ স্বীয় 'ঔপপত্য'-অভিমান স্বীকার-পূর্ব্বক বংশীপ্রিয় সখীর সাহায্যে রাসাদি লীলা করেন। গোলোক—নিত্যসিদ্ধ মায়িক প্রত্যয়ের অতীত রসপীঠ; সুতরাং তথায় সেই অভিমানমাত্রেই রস-প্রবাহ সিদ্ধ হয়। আবার বাৎসল্যরসও অবতারীকে আশ্রয়পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে নাই;—ঐশ্বর্য্যের গতিই এইরূপ। কিন্তু পরম-মাধুর্য্যময় গোলোকে ঐ রসের মূল-অভিমান ব্যতীত আর কিছু নাই। তথায় নন্দ-যশোদা একাকার আছেন, কিন্তু জন্ম-ব্যাপার নাই; জন্মাভাবে নন্দ-যশোদার

যে পিতৃ-মাতৃত্বাদি-অভিমান, তাহা বস্তুতঃ নয়,—পরন্তু অভিমানমাত্র; যথা—'জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদঃ' ইত্যাদি। জনদিগের জন্য ঐ অভিমান নিত্য। শৃঙ্গার-রসেও সেইরূপ 'পরোঢ়াত্ব' ও 'ঔপপত্য'-অভিমানমাত্র নিত্য হইলে, দোষাবহ থাকে না এবং কোনরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধও হয় না। তবে যখন গোলোক-তত্ত্ব প্রকট হয়,তখন প্রাপঞ্চিক জগতে প্রাপঞ্চিক-দৃষ্টিতে ঐ অভিমানসকল কিছু স্থূল হয়, এই মাত্র ভেদ। বাৎসল্য-রসে নন্দ-যশোদার পিতৃত্বাদি-অভিমান কিছু স্থূলাকারে জন্মদানাদি-লীলারূপে প্রতীত হয় এবং শৃঙ্গার-রসে সেই সেই গোপীগত পরোঢ়াত্ব-অভিমান স্থূলরূপে অভিমন্যু-গোবর্দ্ধনাদির সহিত বিবাহ-আকারে প্রতীত হয়। বস্তুতঃ গোপীদিগের পৃথক্ সত্তাগত পতিত্ব না আছে গোলোকে, না আছে গোকুলে। এইজন্যই শাস্ত্র বলেন যে, 'ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ।' এইজন্যই অলঙ্কারাচার্য্য শ্রীরূপ লিখিয়াছেন যে, উজ্জ্বলরসে নায়ক দুই প্রকার; যথা—'পতিশ্চোপপতিশ্চেতি প্রভেদাবিহ বিশ্রুতৌ' ইতি। শ্রীজীব তাঁহার টীকায় 'পতিঃ পুরবনিতানাং দ্বিতীয়ো ব্রজবনিতানাম্' এই কথাতেই বৈকুণ্ঠ ও দ্বারকা-আদিতে কৃষ্ণের পতিত্ব এবং গোলোক ও গোকুলে কৃষ্ণের নিত্য-ঔপপত্য স্বীকার করিয়াছেন। গোলোকধাম ও গোকুলধামে ঔপপত্য-লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক স্বীয় আত্মারামত্ব-ধর্ম্মের যে লঙ্ঘন, পরোঢ়া-মিলন-জন্য রাগই সেই ধর্ম্মলঙ্ঘনের হেতু। গোপীদিগের নিত্য পরোঢ়াত্ব-অভিমানই সেই পরোঢ়াত্ব। বস্তুতঃ তাঁহাদের পৃথক্-সত্তাযুক্ত পতি কখনও না থাকিলেও অভিমান সেই স্থানে তাঁহাদের পরকীয়া অবস্থা সম্পাদন করে। সুতরাং 'রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মম্' ইত্যাদি সকল লক্ষণই মাধুর্য্যপীঠে নিত্য বর্ত্তমান। তবে তাহাই কিঞ্চিৎপরিমাণে প্রাপঞ্চিকচক্ষু ব্যক্তিদিগের নিকট স্থূলাকারে লক্ষিত হয়। সুতরাং গোলোকে পরকীয় ও স্বকীয়-রসের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ;—ভেদ নাই বলিলেও হয়, অভেদ নাই বলিলেও হয়।

পরকীয়তায় যে স্বকীয়-নিবৃত্তি এবং স্বকীয়তায় যে পরকীয়-নিবৃত্তিরূপ স্বরূপশক্তিমত্ত্ব অর্থাৎ বিবাহ-বিবিক্ত রমণ, তদুভয়ে একতান লইয়া উভয় বৈচিত্র্যের আধাররূপে বিরাজমান। গোকুলে সেইরূপই বটে, কেবল প্রপঞ্চগত জীবগণের অন্যপ্রকার প্রত্যয়। গোলোকবীর সোবিনে পর্য্যায়বর্ণিত পতিত্ব ও ঔপপত্য নির্ব্বিশেষরূপে বিরাজমান; গোকুললীলায় সেইরূপ হইলেও যোগমায়া দ্বারা প্রতীতিবৈচিত্র্য হইয়া থাকে। যদি বল,—যোগমায়া যাহা প্রকাশ করেন, তাহা চিচ্ছক্তিকৃত সত্যসত্তা, সুতরাং পর-দারত্বরূপ প্রতীতিও কি যথার্থ সত্য? তদুত্তর এই যে, রসাস্বাদনে সেইরূপ অভিমানের প্রতীতি থাকিতে পারে এবং তাহাতেও দোষ নাই; কেননা তাহা অমূলক নয়। কিন্তু বস্তুবুদ্ধিতে যে ভেদ-প্রতীতি হয়, তাহাই দুষ্ট; তাহা তত্ত্বগতে থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ শ্রীজীবগোস্বামী যথার্থই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্তও অচিন্ত্যরূপে সত্য; কেবল স্বকীয়বাদ ও পরকীয়বাদ লইয়া বৃথা তর্কবিবাদই মিথ্যা ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ। যিনি শ্রীজীব গোস্বামীর টীকাসমূহ এবং প্রতিপক্ষের টীকাসকল নিরপেক্ষ হইয়া ভালরূপে আলোচনা করিবেন, তাঁহার কোন সংশয়াত্মক বিবাদ থাকিবে না। তত্ত্বৈকজ্ঞ যাহা বলেন, তাহা সকলই সত্য; তাহাতে পক্ষ-প্রতিপক্ষই নাই; তাঁহাদের বাক্যসমূহে রহস্য আছে। যাঁহাদের বুদ্ধি—বাহিকী, তাঁহারা তত্ত্বৈকজ্ঞতার অভাবে তত্ত্বৈকজ্ঞদিগের প্রেমরহস্য-কলহ বুঝিতে না পারিয়া পক্ষ-বিপক্ষগত দোষের আরোপ করেন। 'গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ' এই রাসপঞ্চাধ্যায়ী শ্লোকের বিচারে শ্রীসনাতন গোস্বামী স্বীয় 'বৈষ্ণব তোষণী'তে যাহা বিচার করিয়াছেন, তাহা ভক্ত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিনা আপত্তিতে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন।

গোলোকাদি চিদ্বিলাস-সম্বন্ধে কোন বিচার করিতে হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিপাদদিগের উপদিষ্ট একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত। তাহা এই,—ভগবত্তত্ত্ব সর্ব্বদা চিদ্বিশেষ দ্বারা বিচিত্র অর্থাৎ জড়বিশেষাতীত, কখনই নির্ব্বিশেষ নয়। ভগবদ্রস—'বিভাব', 'অনুভাব', 'সাত্ত্বিক' ও 'ব্যভিচারী' এই চারি প্রকার বিশেষগত বিচিত্রতা দ্বারা পুষ্ট এবং তাহা সর্ব্বদা গোলোক ও বৈকুণ্ঠে বর্ত্তমান। গোলোকের রস যোগমায়াবলে ভক্তদিগের উপকারার্থ জগতে প্রকটিত হইয়া ব্রজরসরূপে প্রতীত এবং এই গোকুল-রসে যাহা যাহা দেখা যাইতেছে, সে-সকলই আবার গোলোক-রসে বিশদরূপে প্রতীত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং নাগর-নাগরীগণের বিচিত্র-ভেদ, ভক্তজনের রস-বিচিত্রতা,

ভূমি, জল, নদী, পর্ব্বত, গৃহদ্বার, কুঞ্জ ও গাভীপ্রভৃতি সকল গোকুলোপকরণই যথাযথ সমাহিতভাবে গোলোকে আছে, কেবল জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের অংশবত্বে যে জড়-প্রতীতি, তাহা গোলোকে নাই। বিচিত্র ব্রজলীলায় অধিকার-ভেদে গোলোকের পৃথক্ পৃথক্ স্ফূর্ত্তি। সেই সেই স্ফূর্ত্তির কোন্ কোন্ অংশ—মায়িক ও কোন্ কোন্ অংশ—তত্ত্ব, এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত বলা কঠিন। ভক্তিচক্ষু প্রেমাঞ্জনদ্বারা যতই রঞ্জিত বা শোধিত হইবে, ততই ক্রমশঃ বিশদস্ফূর্ত্তি উদয় হইবে। সুতরাং কোন বিতর্কের প্রয়োজন নাই; বিতর্কের দ্বারা অধিকার উন্নত হয় না; কেননা, গোলোকতত্ত্ব—অচিন্ত্য ভাবময়। অচিন্ত্য-ভাবকে চিন্তাদ্বারা অনুসন্ধান করিলে বৃথাবস্তুতীর নিরর্থক পরিশ্রমের ন্যায় নিষ্ফলচেষ্টা হইবে। সুতরাং জ্ঞানচেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ভক্তিচেষ্টার অনুবৃত্তি লাভ করা কর্ত্তব্য। যে বিধি স্বীকার করিলে চরমে নির্ব্বিশেষ প্রতীতির উদয় হয়, তাহা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। যাহা-প্রতীতিদ্বয় জড়পারকীয়-রস—অতি দুর্লভ। তাহা গোকুল-লীলায় বর্ণিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়াই রাগানুগ ভক্তগণ সাধন করিবেন এবং সিদ্ধিকালে অবিকল উপাদেয় ফলস্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন। জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণের প্রকৃতি-প্রেমাদি ভক্তি অনেকস্থলে জড়গত বৈবর্ত্তরূপে পরিণত হয়। তাহা দেখিয়া আমাদের তত্ত্বাচার্য্য শ্রীজীব উৎকণ্ঠিত হইয়া যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার সার গ্রহণ করাই তত্ত্ববৈষ্ণবতা। আচার্য্যাবমাননা দ্বারা মতান্তর-স্থাপনের যত্ন করিলে অপরাধ হয়।"

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-পরিকর

শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর নামোল্লেখ নাই। কিন্তু শ্রীকবি-কর্ণপূরের শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু 'শ্রীগৌরপার্ষদ' ও 'শ্রীব্রজলীলার পরিকর' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

"বৃদ্ধৈস্তু পণ্ডিতঃ শ্রীমান্ জীবঃ শ্রীবল্লভাত্মজঃ।"

(শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ২০৩ শ্লোক)

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীব্রজলীলায় 'বিলাসমঞ্জরী' বলিয়া খ্যাত। (ঐ ১৯৫ শ্লোক)

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভু তাঁহার 'শ্রীমুক্তাচরিত'-গ্রন্থের উপসংহারে শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভুর সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

যত্নাজ্জ্ঞানাৎ প্রবোধিতধিয়া মুক্তাচরিত্রৈর্ময়া
গুম্ফঃ পুষ্পচয়ৈর্যথামতি স ইহ শ্রীরূপপাদাশ্রিতো।
জীবাখ্যস্ত সদেকজীবিতকলোৎকণ্ঠেন যুক্তঃ শ্রেণী
আবেদ্যং পরিভূষিতং তু কণ্ঠতঃ স্বকেলিবিদ্যুৎকরো॥

যে শ্রীমজ্জীবগোস্বামি-প্রভুর আদেশামৃতে প্রবোধিত-বুদ্ধি আমি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-প্রভুর সম্যক্ শিক্ষাগ্রহণে মুক্তাচরিত্ররূপ কুসুমসমূহ দ্বারা এই গুম্ফ অর্থাৎ মুক্তামালা প্রস্তুত করিলাম, আমার একমাত্র জীবন-স্বরূপ সেই শ্রীমজ্জীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীশ্রীরাধামাধব-কেলি-সুধাপানে অতিশয় উৎকণ্ঠাবশতঃ নেত্রদ্বয় দ্বারা এই মুক্তামালার স্বাদ গ্রহণ করিয়া ইহাকে পরিভূষিত করুন।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'স্বনিয়ম-দশকে'র নবম শ্লোকে শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর সম্মুখে শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে প্রয়াণ অভিলাষ করিয়াছেন,—

"পতিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদিপুরতঃ॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু যেরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুকে 'শিক্ষাগুরু' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তদ্রূপ 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে'রও প্রত্যেক সর্গে শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর সঙ্গফলেই তাঁহার 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত'-গ্রন্থ-প্রণয়নের সামর্থ্যলাভ হইয়াছে, ইহা জানাইয়াছেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় একাধিকবার তাঁহার প্রার্থনায় ও বিভিন্ন পদে গোস্বামি-গুরুবর্গের সহিত শ্রীজীব-প্রভুর বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার 'সারার্থদর্শিনী'-টীকার মঙ্গলাচরণে শ্রীজীব-প্রভুর আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শিক্ষাশিষ্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু 'তত্ত্বসন্দর্ভে'র-টীকার প্রারম্ভে শ্রীল জীবপ্রভুর এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন,—

যঃ সাংখ্য-পঙ্কেন কুতর্ক-পাংশুনা
বিবর্ত্ত-গর্ত্তেন চ লুপ্তদীধিতিম্।
শুদ্ধং ব্যধাদ্ বাক্সুধয়া মহেশ্বরং
কৃষ্ণং স জীবঃ প্রভুরস্তু মে গতিঃ॥

সাংখ্যাজ্ঞানরূপ পঙ্কের দ্বারা, কুতর্করূপ ধূলিদ্বারা, বিবর্ত্তরূপ গর্ত্তাভ্যন্তরে লুপ্তকীর্ত্তি মহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে যিনি বাণী-নীরদ-বর্ষণদ্বারা শুদ্ধ করেন অর্থাৎ তন্মাহাত্ম্য প্রচুরভাবে বিস্তার করেন, সেই শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুই আমাদের একমাত্র গতি।

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুকে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের শাসনদণ্ডে বর্ত্তমান, শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার শ্রীশ্রীরূপানুগবর পাত্ররাজ ও শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের তত্ত্বাচার্য্য শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে বরণ করিয়াছেন। 'শ্রীজৈবধর্মে'ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"তত্ত্ব-প্রচারের ভার সার্ব্বভৌমের উপর ছিল; তিনি সে কার্য্য নিজ কোন শিষ্যের দ্বারা শ্রীজীবে অর্পণ করেন।" (শ্রীজৈবধর্ম, ৩৯ অধ্যায়)। শ্রীসজ্জনতোষণী, ১ম বর্ষে (বঙ্গাব্দ ১২৮৮) ও ২য় বর্ষে (বঙ্গাব্দ ১২৯২) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত "শ্রীজীবগোস্বামী" ও "শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভু" শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্বহস্তলিখিত ইংরাজী ভাষায় রচিত শ্রীজীব-প্রভুর একটি চরিত আমরা দর্শন করিয়াছি। তাহা এখনও মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীসজ্জনতোষণী, ১১শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যায় ১৩০৬ বঙ্গাব্দে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ 'ষট্‌সন্দর্ভ'-নামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীরাধাদামোদর

শ্রীভক্তিরত্নাকরের বিবরণ (৪র্থ তরঙ্গ) অনুসারে জানা যায় যে, শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু শ্রীশ্রীরাধাদামোদর-শ্রীবিগ্রহ স্বহস্তে প্রকট করিয়া তাহা শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুকে প্রদান করেন। সেই শ্রীবিগ্রহ বর্ত্তমানে জয়পুরে আছেন। শ্রীবৃন্দাবনে শৃঙ্গার-বটের নিকটে শ্রীরাধাদামোদরের শ্রীমন্দিরে এখন সেই শ্রীবিগ্রহের প্রকাশমূর্ত্তি রহিয়াছেন। শ্রীরাধা-দামোদরের শ্রীমন্দিরের একটি কক্ষে বহু হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি বিরাজিত ছিল। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী গৃহবিবাদে সেবায়েতের সেই গ্রন্থাগারটী তালাবদ্ধ ছিল। সেইসকল গ্রন্থ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাহা বলা যায় না।

স্বসম্প্রদায়সহস্রাধিদৈবম্ শ্রীচৈতন্যদেব

শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু 'তত্ত্বসন্দর্ভ' ও 'সর্ব্বসম্বাদিনী'র প্রারম্ভে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে "স্বসম্প্রদায়সহস্রাধিদৈব" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারাই সুমেধোগণের আরাধ্য, তাহা বিশেষভাবেই প্রদর্শন করিয়াছেন।

অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বয়ং ব্রহ্মসূত্রের চিৎসমন্বয় করিয়া যে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাহা শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহার গ্রন্থাদি-সমূহে ও বিশেষতঃ 'সর্ব্বসম্বাদিনী'তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মৎসর অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুকে অচিন্ত্যভেদাভেদ-মতের প্রবর্ত্তক এবং ঐ সিদ্ধান্তকে আধুনিক মত বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চাহেন। বস্তুতঃ ঐরূপ ব্যক্তির দুর্দ্দর্শিতাই এইখানে অপরাধী। তাঁহারা শ্রীব্রহ্মসূত্রের "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" অর্থাৎ একমাত্র শ্রৌতপথ-প্রমাণলভ্য স্বতঃসিদ্ধ অতিমর্ত্ত্য অচিন্ত্যতত্ত্বে তর্কের যোজনা করিতে উদ্যত হয় বলিয়া 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-শব্দের 'অচিন্ত্য'-কথাটি ধারণা করিতে পারে না। গত ১৩৪১ বঙ্গাব্দের মাঘমাসে কোন একটি অতি আধুনিক অবতার-বাদের আখড়া হইতে প্রকাশিত এক মাসিকপত্রে অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্তকে আধুনিক মতবাদ এবং কেবলাদ্বৈত-বাদীর অনির্ব্বচনীয় বাদেরই রূপান্তর ও অদ্বৈতবাদেরই নামান্তর বলিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় 'সর্ব্বসম্বাদিনী'তে বলিতেছেন,—

> "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
> অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥"
> (শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৬১)

ইত্যত্র 'বিষ্ণুশক্তিঃ' বিষ্ণোঃ স্বরূপভূতা পরা চিৎস্বরূপা শক্তিঃ পরব্রহ্ম-পরমাত্ম-পরতত্ত্বাখ্যা প্রোক্তা। "প্রত্যস্তমিত-ভেদং যৎ সত্তামাত্রম্" (শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, ৬ অংশ—৭ অঃ, ৫৩ শ্লোক)। ইত্যত্র,—"প্রাগুক্তং স্বরূপমেব কার্য্যোন্মুখং শক্তিশব্দেনোচ্যতে"ইতি। অতঃ স্বরূপস্য কার্য্যোন্মুখত্বেনৈব শক্তিত্বং ন তু স্বত ইত্যায়াতম্। তচ্চ বিশেষণং তদেব. যদি শক্তিমদ্‌বিশেষণং কার্য্যোন্মুখত্বং তু শক্তিঃ,—অনন্ত কার্য্যকালমপূর্ণমিতি। তৎকালাবধিরূপা নিত্যেব না শক্তিরিত্যায়াতে। তথাপি যদতোহতদ্ব্যতিরেকেণ তত্র

নিরূপণাভাবাত্ ততঃ পৃথক্ত্বপ্রতীত্যভিপ্রায়েণৈব অথোক্তত্বিতি জ্ঞেয়ম্। “স্বদেবায়,—বা তত্র শক্তির্নাম” ইতি মতঞ্চ ন কেষাঞ্চিদ্বিদাং মতম্;—সত্যপি বহ্নৌ মন্ত্রাদিনা শক্তিস্তম্ভাদিদর্শনাৎ যুক্তিবিরুদ্ধঞ্চৈতৎ। তস্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদঃ,— ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তিশক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চ অচিন্ত্যৌ ইতি।

বিষ্ণুশক্তিই পরা শক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা শক্তি অপরা; ভগবানের কর্মশক্তির নাম অবিদ্যা, ইহাই তৃতীয়া শক্তি। এস্থলে 'বিষ্ণুশক্তি'-পদের অর্থ এই যে, বিষ্ণুর স্বরূপভূতা (পরা) চিৎস্বরূপা শক্তি। এস্থলে শক্তিপদ পরব্রহ্ম-পরতত্ত্ব-বাচক। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের ৬।৭।৫৩ শ্লোকাংশের অর্থ এই যে, “যাহা ভেদরহিত, কেবলমাত্র তাঁহার সত্তাস্বরূপ।” এস্থলে প্রাগুক্ত স্বরূপ কার্য্যোন্মুখ হইলেই উহা 'শক্তি'-শব্দে অভিহিত হয়। এই নির্বিশেষ স্বরূপ কার্য্যোন্মুখ হইলে উহার শক্তি স্বীকার্য্য, কিন্তু স্বতঃস্বরূপের শক্তিত্ব নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত। এই নির্বিশেষ বিশেষ্যরূপ স্বরূপ তত্ত্ব শক্তিমৎ, তাঁহার বিশেষণরূপ কার্য্যোন্মুখত্বই শক্তি। এই কার্য্যোন্মুখত্বই জগতের মূল, সেই নিত্য সার্ব্বজ্ঞ্যাদি-রূপিণীই শক্তি। স্বরূপ বস্তু হইতে অন্যত্র ব্যতিরেক বিচারদ্বারা উহার নিরূপণ না হওয়ায় বস্তু হইতে উহাকে পৃথক্ করা যায় না বলিয়াই উহাকে 'স্বরূপশক্তি' বলা হয়। তাহা হইলে তুমি বলিতে পার, তবে উহাকে বস্তুই বল না কেন, আবার শক্তি-স্বীকারের প্রয়োজন কি? তুমি এ কথা বলিতে পার না। যেহেতু উহা লোকাভিজ্ঞ-অভিপ্রেত নহে। (নৈয়ায়িকেরা পৃথক্ শক্তি স্বীকার করেন না)। বহ্নি থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রাদিদ্বারা শক্তি-স্তম্ভাদি দৃষ্ট হয়; সুতরাং শক্তি স্বীকার না করা যুক্তিবিরুদ্ধ। এইজন্য স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে শক্তিকে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উহার ভেদ প্রতীত হয়, আবার ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না বলিয়া অভেদ প্রতীত হয়। ফলতঃ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ অচিন্ত্য।

শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় 'সর্ব্বসম্বাদিনী'তে শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে বহু বিচার করিয়াছেন। নিম্নে তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

“কেচিত্তু—অত্র একস্যৈব বস্তুনোঽবস্থাভেদেন কারণত্ব-কার্য্যত্বব্যবস্থানাৎ ভেদাভেদৌ অন্যোন্যকার্য্যকারণয়োর্ভেদাভেদৌ। এবং সর্ব্বেষামেব বস্তূনাং ভেদাভেদাবেব, সর্ব্বত্র হি কারণাত্মনা জাত্যাত্মনা চাভেদঃ। কার্য্যাত্মনা ব্যক্ত্যাত্মনা চ ভেদঃ প্রতীয়তে। যথা মৃদ্ঘটঃ। ঘটো গৌরিতি। (অত্র যুক্তিবিশেষাশ্চ তাদৃশমতাদৌ দ্রষ্টব্যাঃ।) অন্যে বদন্তি—ন তাবৎ কার্য্যকারণয়োর্ভেদাভেদৌ,—যত আধার-বিশেষরূপায়া এবাবস্থায়াঃ কার্য্যত্বং ন পৃথক্। তস্যাঃ পূর্ব্বসিদ্ধত্বাৎ। অতএব নাকারবিশেষবিশিষ্টায়া অপি তস্যাঃ কার্য্যত্বম্। ঘটত্ব বিশিষ্টায়া এব। তৎকার্য্যকত্বতৎপ্রতীতি-তজ্জন্যপ্রয়োগাণাং তত্রাদেব দর্শনাৎ। অতো ঘটস্য কার্য্যত্বং, কার্য্যস্য ঘটত্বং প্রাদুর্ভাবেণ ব্যপদিশ্যতে। অতএব তদবস্থায়া এব কার্য্যত্বে সিদ্ধে কারণত্বমপি পরস্পরারূপত্বায়া এব অবিবাদি। ততশ্চ কার্য্যকারণয়োস্তদ্রূপাবস্থাপ্রাপ্ত বস্তুনশ্চ ভিন্নত্বমেব। তয়োর্ঘটত্বং তু ঘটাদিলক্ষণবিশিষ্টবস্ত্বপেক্ষয়ৈব—ন তু প্রত্যেকবস্ত্বপেক্ষয়া। তথা পরস্পরং কার্য্যাণামপি ন ভিন্নাভিন্নত্বং প্রতীয়তে প্রত্যেকং বৈলক্ষণ্যাৎ। তথা ব্যক্তিশক্ত্যোর্ভেদো জাতিশক্ত্যাভেদ ইতি নৈকত্র ব্যাপকতা। তদাকারমাত্রং স্বরূপমতীতি বিভাজ্যাপদেঽপি ন এব দোষঃ,—অনবস্থাপাতশ্চ,—তস্মাদ্ভেদ এব। তত্রাস্মদাদ্যভেদনির্দ্দেশস্ত ব্যাখ্যাত এব। অত্র ভেদসিদ্ধৌ যুক্তিবাহুল্যঞ্চ তাদৃশমতাদৌ দ্রষ্টব্যম্। অতো ভেদাভেদবাদো বিশিষ্টবস্ত্বপেক্ষয়ৈব প্রবর্ত্ততাম্। অভেদবাদশ্চ বিশেষ্যস্বরূপজ্ঞানব্যাহিত্যোবৈবেতি। অপরে তু 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' (ব্রহ্ম সূঃ ২।১।১১) ভেদেঽপ্যভেদেঽপি নির্ম্মর্য্যাদদোষসন্ততি-দর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্তঃ তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্যভেদাভেদবাদং স্বীকুর্ব্বন্তি। তত্র যাদব-পৌরাণিকশৈবানাং মতে ভেদাভেদৌ তাত্ত্বমতে চ। মায়াবাদিনাং তত্র ভেদাংশো ব্যবহারিক এব প্রাতীতিকো বা। গৌতম-কণাদ-জৈমিনি-কপিল-পতঞ্জলিমতে তু ভেদ এব। শ্রীমধ্বাচার্য্যমতে চেত্যপি সার্ব্বত্রিকী প্রসিদ্ধিঃ। স্বমতে তু অচিন্ত্যভেদাভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদিতি।”

কেহ কেহ বলেন, একই বস্তুর অবস্থাভেদে কার্য্যত্ব ও কারণত্ব সিদ্ধ হয়, সুতরাং অবস্থাভেদে ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয়। তাহা হইলে সকল বস্তুরই এইরূপ ভেদাভেদ স্বীকার্য্য। সর্ব্বত্রই কারণাত্মকতা ও জাত্যাত্মকতা দ্বারা অভেদ এবং

কার্য্যাত্মকতা ও প্রকাশাত্মকতা দ্বারা বস্তুর ভেদ প্রতীয়মান হয়। যেরূপ মৃত্তিকা ও ঘট এবং বৃষ ও গাভী। (এবিষয়ে বিশেষ যুক্তি তাৎপর্য্যে দ্রষ্টব্য।) অপর কেহ কেহ বলেন, কার্য্যকারণের ভেদাভেদ নাই; আকারবিশেষরূপ অবস্থাই কার্য্য, কিন্তু মৃত্তিকা নহে। কারণ, মৃত্তিকা পূর্ব্বসিদ্ধ বস্তু। আকারবিশেষবিশিষ্টা হইলেও মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়, অতএব ঘটই কার্য্য, মৃত্তিকা নহে। আকারবিশিষ্ট অবস্থাতেই ঘটকার্য্যকর ঘটপ্রতীতি এবং 'ঘট'-শব্দপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়—মৃত্তিকার তাহা হয় না। ঘটত্ব-ব্যাপারটি কার্য্যের, কারণের নহে; কার্য্যাবস্থাতেই কার্য্যত্ব পরিলক্ষিত হয়। কারণাবস্থাতেই কারণত্ব হয়। সুতরাং কার্য্য ও কারণ এবং তদাশ্রয় বস্তু অবশ্যই ভিন্ন, এক নহে। কার্য্যকারণের যে অনন্যত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা ঘটাদির ন্যায় বিশিষ্ট-স্বভাব, কিন্তু সকলপ্রকার স্বভাব নয়। পরস্পর কার্য্য-সমূহেও ভিন্নাভিন্নত্ব প্রতীত হয় না; কেননা, প্রত্যেকটীতেই বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। জাতিগত অভেদ ও ব্যক্তিগত ভেদ-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও অলৌকিক। কেননা, এক বস্তুর ব্যাপকতা অসম্ভব। যদি বল, দুই আকার আশ্রয় করিয়া আর একটি বস্তু স্বীকার করিলেই ত' ব্যাপকতা-দোষ খণ্ডিত হইতে পারে; তাহাও বলিতে পার না। কেননা, আবার একটি তৃতীয় বস্তুর অভ্যুপগম স্বীকার করাও দোষাবহ। কেননা, তাহাতে অনবস্থা-দোষ ঘটে। সুতরাং ভেদবাদই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। "তত্ত্বমসি" বাক্যের অভেদনির্দ্দেশ যে অলৌকিক, তাহা ত' ব্যাখ্যাতই আছে। ন্যায়দর্শনাদিতে ভেদসিদ্ধান্তের বহুল যুক্তি পরিলক্ষিত হয়। সে-সকল যুক্তি ন্যায়দর্শনে দ্রষ্টব্য। অতএব বিশিষ্ট বস্তু-স্বীকারে ভেদাভেদবাদ এবং বিশেষ-পদার্থের অনুসন্ধান-রাহিত্যবশতঃ অভেদবাদ স্বীকৃত হয়।

অপর কেহ কেহ বলেন,—তর্কের অপ্রতিষ্ঠাহেতু ভেদ ও অভেদে নিখিল-দোষদর্শনে ভিন্নতারূপে চিন্তা করা অসম্ভব। এইহেতু ভেদ সাধন করা যেমন দুষ্কর, তেমনি অভেদ সাধন করাও দুষ্কর। এইরূপে ভেদাভেদ উভয়ই সাধন করিতে যাইয়া ইঁহারা ভেদাভেদ-সাধনে চিন্তার অসমর্থতা-উপলব্ধিতে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন। পৌরাণিক ও শৈবগণের মতে ভেদাভেদবাদ; মায়াবাদি-গণের মতে অভেদ ব্যবহারিক বা প্রাতীতিক মাত্র। গৌতম, কণাদ, জৈমিনি, কপিল, পতঞ্জলির মতে ভেদবাদ, শ্রীরামানুজাচার্য্য-মতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও শ্রীমধ্বাচার্য্যমতে ভেদবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। পরমতত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তিময় বলিয়া স্বীয়মতে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই নির্ণীত হইয়াছে।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের সনাতনত্ব

অতি আধুনিক অসাম্প্রদায়িক-ব্রুব এক স্বেচ্ছাচারী অসৎ সম্প্রদায় নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণতত্ত্বকেও প্রাকৃত পৈত্তিক-রোগাক্রান্ত হইয়া "আধুনিক" বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ অস্মদীয় পূর্ব্ব-আচার্য্য বৃদ্ধবৈষ্ণব শ্রীল আনন্দতীর্থপাদ তাঁহার ভাষ্যে শ্রীব্যাসদেবের রচিত সনাতনশাস্ত্রাদি হইতে ব্রহ্মতর্কের যে-সকল প্রমাণবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্ত অনাদিসিদ্ধ শ্রৌতসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়। নিম্নে শ্রীমধ্বাচার্য্যের ভাষ্যোদ্ধৃত সেইসকল বাক্য উদ্ধৃত হইল,—

অবয়বাবয়বিনাং চ গুণানাং গুণিনস্তথা।
শক্তিশক্তিমতোশ্চৈব ক্রিয়াতদ্বতোস্তথা।
স্বরূপাংশাংশিনোশ্চৈব নিত্যাভেদো জনার্দ্দনে।
জীবস্বরূপেষু তথা তথৈব প্রকৃতাবপি।
চিদ্রূপায়ামতোঽনংশা অজা অক্রিয়া ইতি।
হীনা অবয়বৈশ্চেতি কথ্যন্তে তু অভেদতঃ।
পৃথগ্ গুণাদ্যভাবাচ্চ নিত্যত্বাদুভয়োরপি।
বিশেষাচিন্ত্যশক্তেশ্চ সর্ব্বং সম্ভবতি ধ্রুবম্।
ক্রিয়াদেরপি নিত্যত্বং ব্যক্ত্যব্যক্তিবিশেষণম্।
ভাবাভাববিশেষেণ ব্যবহারশ্চ তাদৃশঃ।
বিশেষস্য বিশিষ্টস্যাপ্যভেদস্তদ্বদেব তু।
সর্ব্বং চাচিন্ত্যশক্তিত্বাদ্ যুজ্যতে পরমেশ্বরে।
তচ্ছক্ত্যৈব তু জীবেষু চিদ্রূপপ্রকৃতাবপি।
ভেদাভেদৌ তদন্যত্র হ্যুভয়োরপি দর্শনাৎ।
কার্য্যকারণয়োশ্চাপি নিমিত্তং কারণং বিনা। ইতি

(ব্রহ্মতর্কে)

জনার্দ্দনে অবয়বী ও অবয়বসমূহ, গুণী ও গুণসমূহ, শক্তিমান্ ও শক্তি, ক্রিয়াবান্ ও ক্রিয়া এবং অংশী ও স্বরূপাংশ—ইঁহাদের পরস্পর নিত্য অভেদ বর্ত্তমান। জীব-স্বরূপসমূহ এবং চিদ্রূপা প্রকৃতিতেও (ঐসকল বিষয়ে)

ঐরূপ অভেদ রহিয়াছে। অতএব অভেদহেতু (অংশ-প্রকৃতির সহিত অংশিপ্রকৃতির অভেদহেতু), অপৃথক্ অবস্থানের (অংশিপ্রকৃতি হইতে অংশপ্রকৃতির পৃথক্ অবস্থানের) অভাবহেতু এবং অংশিপ্রকৃতি ও অংশপ্রকৃতি—এই উভয়ের নিত্যত্বহেতু তাহারা (অংশি-প্রকৃতি) অনংশ, অগুণ, অক্রিয় ও অবয়বহীনরূপে কথিত হয়। আর বিরুদ্ধ অচিন্ত্যশক্তিসন্নিবেশে এই সমস্তই সম্ভব। ক্রিয়াদির বিভাগ, প্রকাশ ও অপ্রকাশভেদ, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বরূপে ব্যবহার এবং বিশেষ ও বিশিষ্টের অভেদও তদ্রূপেই সিদ্ধ হয়। অচিন্ত্যশক্তিসন্নিবেশে পরমেশ্বরে সমস্তই সম্ভব। আর তাঁহার শক্তিহেতুই জীব-সমূহে ও চিন্ময়ী প্রকৃতিতেও (তত্ত্ববিষয়গত) ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বর্ত্তমান; যেহেতু অন্যত্র (তত্ত্ববিষয়ে) ভেদ ও অভেদ—উভয়ই দৃষ্ট হয়। নিমিত্তকারণ ব্যতীত কার্য্য ও কারণের মধ্যেও ঐরূপ ভেদাভেদ জ্ঞাতব্য।

'অচিন্ত্য' ও 'অনির্ব্বচনীয়' এই শব্দদ্বয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। 'অনির্ব্বচনীয়'-শব্দটি নির্ব্বিশেষবাদমূলক। 'অনির্ব্বচনীয়' অর্থে যাহা বর্ণনার অতীত বা যাহা নির্ব্বিশেষ। কিন্তু অচিন্ত্যবস্তু নির্ব্বিশেষ নহে, তাহা চিৎ-প্রত্যক্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হয়। তাহা সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় ও চিৎ-সমাধিলব্ধ বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করা যায়। বৈকুণ্ঠ ও গোলোকের ভূমিকায় তাহার বর্ণন আছে, কিন্তু কুণ্ঠধর্ম্মা বা মায়াকবলিত মনের দ্বারা তাহা চিন্তা করা যায় না। একারণই সাত্বত শাস্ত্র ভগবত্তত্ত্বকে 'অচিন্ত্য' এবং তাঁহার স্বরূপশক্তিকে 'অচিন্ত্যা' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধে
শ্রীভক্তিবিনোদ

এই সিদ্ধান্ত বেদাদি-শাস্ত্রে ও শ্রীব্যাসের বাক্যে অনাদিকাল হইতেই বর্ণিত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা শ্রীরূপসনাতনাদি ভক্তজনের দ্বারা প্রচার করাইয়াছিলেন এবং শ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু তাহা বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিক বিচার ও শ্রৌত-যুক্তির দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে সংক্ষেপে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

“বেদ ও বেদান্ত আলোচনাপূর্ব্বক আচার্য্যগণ দুইপ্রকার সিদ্ধান্ত করেন। দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ঋষিদিগের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কেবলাদ্বৈত-মত প্রচার করেন। তাহাই একপ্রকার সিদ্ধান্ত। শ্রীনারদ, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীধ্রুব, শ্রীমনু প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব প্রচার করেন; তাহাই দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত। ভক্তিসিদ্ধান্ত চারি প্রকার। (ক) শ্রীরামানুজ-মতে চিৎ ও অচিৎ এই দুই বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া একমাত্র ঈশ্বরই বস্তু। (খ) শ্রীমধ্ব মতে জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্ তত্ত্ব, কিন্তু ঈশভক্তিই তাঁহার স্বভাব। (গ) শ্রীনিম্বাদিত্য-মতে জীব ঈশ্বর হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। অতএব ভেদেরও নিত্যতা স্বীকৃত। (ঘ) শ্রীবিষ্ণু-স্বামি-মতে বস্তু এক হইলেও স্বরূপতঃ ব্রহ্মতা ও জীবতা নিত্য পৃথক্। এরূপ পরস্পরের ভেদ থাকিলেও তাঁহারা সকলেই ভক্তির নিত্যত্ব, ভগবানের নিত্যত্ব, জীবের নিত্য দাস্য ও চরমে প্রেমসম্পত্তি স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা সকলেই মূলতত্ত্বে বৈষ্ণব।

বেদব্যাসকৃত 'ব্রহ্মসূত্রে' পরিণামবাদই উপদিষ্ট, বিবর্ত্তবাদ উপদিষ্ট নয়। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য পরিণামবাদে 'ঈশ্বর বিকারী হন' বলিয়া সূত্রার্থ পরিবর্ত্তন করত বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। 'পরিণাম' ও 'বিবর্ত্ত' শব্দদ্বয়ের অর্থ সদানন্দ-যোগীন্দ্রকৃত বেদান্তসারে ৫৯ সংখ্যায় এইরূপ লিখিত আছে,—

'সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥'

কোন সত্যবস্তু অন্যরূপ গ্রহণ করিলে তাহাতে যে পৃথগ্-বস্তু-বুদ্ধি, তাহার নাম—পরিণাম। পরিণাম বিকারমাত্র। দৃষ্টান্ত যথা,—দুগ্ধ হইতে দধি। অন্য বস্তু নাই, অথচ অন্য বস্তু বলিয়া তাহাতে যে ভ্রম, তাহাই বিবর্ত্ত। দৃষ্টান্ত যথা—রজ্জুতে সর্প-ভ্রম। এই তাৎপর্য্য লইয়া শাঙ্করীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই জীব ও জড়াত্মক জগৎ কখনই ঈশ্বরের পরিণাম হইতে পারে না। যদি পরিণাম মানা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে বিকারী বলিতে হয় অর্থাৎ এই জগৎ ঈশ্বরের একটী বিকৃত অবস্থা বলিয়া মানিতে হয়। দুগ্ধ যেমন অম্লযোগে দধিরূপে বিকৃত হয়, জগৎকে সেরূপ ঈশ্বরের বিকৃতি বলিতে হয়। অতএব পরিণামবাদ অগ্রাহ্য।

সর্প নাই, তথাপি অজ্ঞানতাবশতঃ একটি রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে হয় এবং সেই ভয় হইতে নানা প্রকার কম্পোৎপত্তি হয়। জগৎ সেইরূপ। জগৎ নাই, অথচ অজ্ঞানে যে জগৎকে সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাই বিবর্ত্ত। ইহা মানিলে ঈশ্বরকে বিকারী বলিতে হয় না। এইরূপ সিদ্ধান্তের দ্বারা বিবর্ত্তবাদ-স্থাপন হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা এই যে, বিবর্ত্তবাদের মূল নাই। জীব জড়দেহে যে আত্মবুদ্ধি করে, তাহাকে রজ্জুসর্পের উদাহরণ লক্ষ্য হয় এবং তাহাই বিবর্ত্ত। কিন্তু জড়দেহ মিথ্যা নয়, অতএব ঈশ্বর বিবর্ত্তভাবে জড়দেহ বা জড়জগৎ হইয়াছেন অথবা জীব-স্বরূপ হইয়াছেন,— এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত হেয়। ব্যাসসূত্রে পরিণাম স্বীকৃত হইয়াছে। পরিণাম পরিত্যাগ করিলে সর্ব্বজ্ঞ-ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিতে হয়। বস্তুতঃ দুগ্ধ যেরূপ দধিরূপে পরিণত হয়, ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি সেইরূপে ঈশ্বর-ইচ্ছায় জীব ও জড়রূপে পরিণত হইয়াছে। ঈশ্বর বা ব্রহ্মের পরিণাম নাই, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির বিচিত্র-প্রভাব-অনুসারে পরিণতি কখনই ঈশ্বরকে বিকারী করিতে পারে না। যদিও প্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃত তত্ত্বের উদাহরণ সম্পূর্ণরূপে হয় না, তথাপি তাহা কোন অংশে উদাহৃত হইয়া অপ্রাকৃত তত্ত্বকে স্পষ্ট করিতে পারে। এরূপ কথিত আছে যে, প্রাকৃত চিন্তামণি নানা রত্নরাশি প্রসব করিয়াও অবিকৃত থাকে। অপ্রাকৃত তত্ত্বে ঈশ্বরের সম্বন্ধে সেইরূপ মনে করুন। অনন্ত জীবময় বৈকুণ্ঠ ও চতুর্দ্দশ লোকান্তর্গত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা ইচ্ছামাত্র সৃষ্টি করিয়াও পরমেশ্বর সম্পূর্ণ বিকার-মুক্ত থাকেন। 'বিকারমুক্ত'-শব্দ দ্বারা এইরূপ মনে করিবেন না যে, তিনি কেবল নির্ব্বিশেষ্। বস্তুতঃ ব্রহ্ম সর্ব্বদা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবৎস্বরূপ। 'কেবল নির্ব্বিশেষ' বলিলে তাঁহার চিচ্ছক্তি স্বীকৃত হয় না। অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা তিনি নিত্য সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ। কেবল নির্ব্বিশেষ মানিলে সর্ব্ব-স্বরূপতার বাধা হয় এবং তাহাতে পূর্ণতার হানি হয়। সেই পরতত্ত্বে অপাদান, করণ ও অধিকরণরূপ তিনটী কারকত্ব বিশেষরূপে শ্রুতিগণকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে; যথা,—

'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।' (তৈত্তিরীয়, ৩।১)

'যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে',—এই বাক্যে ঈশ্বরের অপাদান-কারকত্ব সিদ্ধ হয়। 'যাঁহা কর্ত্তৃক জাত হইয়া সমস্ত জীবিত আছে,'—এই বাক্যদ্বারা করণ-কারকত্ব লক্ষিত হয়। 'যাঁহাতে গমন ও প্রবেশ করে,'—এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বরের অধিকরণ-কারকত্ব বিচারিত হইয়া থাকে। এই তিন লক্ষণ দ্বারা 'পরতত্ত্ব' বিশিষ্ট হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার বিশেষ, অতএব ভগবান্ সর্ব্বদা সবিশেষ। এরূপ ভগবান্ কখনই কেবল নিরাকার হইতে পারেন না। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপই তাঁহার নিত্য অপ্রাকৃত আকার।

শ্রীজীব গোস্বামী স্বীয় 'শ্রীভগবৎসন্দর্ভ', ১৬শ সংখ্যায় ভগবত্তত্ত্ববিচারে বলিয়াছেন যে,—

'একমেব পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে, সূর্য্যান্তর্ম্মণ্ডলস্থিত-তেজ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গত-তদ্রশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবি-রূপেণ।'

পরমতত্ত্ব এক। তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই শক্তিক্রমে সর্ব্বদাই তিনি স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধানরূপে চতুর্দ্ধা অবস্থান করেন। সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজ সূর্য্যমণ্ডল, তাহার বহির্গত রশ্মি ও তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন, এই অবস্থার কথঞ্চিৎ উদাহরণ-স্থল। সচ্চিদানন্দমাত্র বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ। চিন্ময় ধাম, নাম, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহার্য্য উপকরণই স্বরূপ-বৈভব। নিত্যমুক্ত, নিত্যবদ্ধ অনন্ত জীবগণই জীব। মায়া, প্রধান ও তৎকৃত সমস্ত জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতই 'প্রধান'-শব্দবাচ্য। এই চতুর্দ্ধা প্রকাশ নিত্য পরমতত্ত্বের একত্ব-প্রতিপাদক। পরমতত্ত্বে নিত্যবিরুদ্ধ ব্যাপার কিরূপে যুগপৎ থাকিতে পারে? উত্তর এই যে, জীববুদ্ধিতে ইহা অসম্ভব; কেননা, জীববুদ্ধি সীমাবিশিষ্ট। পরমেশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তিতে ইহা অসম্ভব নয়।

শ্রীজীব গোস্বামী এই মতকে 'সর্ব্বসম্বাদিনী'-গ্রন্থে অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক বলিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্ক-মতে যে ভেদাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত-মত, তাহা পূর্ণতা লাভ করে নাই। শ্রীমধ্বপ্রভুর শিক্ষা লাভ করিয়া বৈষ্ণবগণ সেই মতের পূর্ণতাকে পাইয়াছেন। শ্রীমধ্বমতে যে সচ্চিদানন্দ-নিত্যবিগ্রহস্বীকার আছে, তাহাই এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমহাপ্রভু শ্রীমধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তিত মতসকলে

একটু একটু বৈজ্ঞানিক অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিক-ভেদে মতপার্থক্য হইয়াছে। সাকল্যপরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বীয় সর্বজ্ঞতাবলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণ করত শ্রীমধ্বের 'সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ', শ্রীরামানুজের 'শক্তি-সিদ্ধান্ত', শ্রীবিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত, তদীয়-সর্বস্বত্ব' এবং শ্রীনিম্বার্কের 'নিত্যদ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত'কে নির্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন।

এই সিদ্ধান্তমতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের ভেদ ও অভেদ এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত জগতের ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সসীম মানববুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না বলিয়া এই নিত্য ভেদাভেদতত্ত্বকে 'অচিন্ত্য' বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। অচিন্ত্য হইলেও যুক্তি বা তর্ক ইহাতে অসন্তোষ না। অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের পক্ষে ইহা যুক্তিযুক্তই বটে। সেই শক্তিতে যাহা যাহা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা আমাদের পক্ষে দুর্গম তত্ত্ব। অচিন্ত্যভাবে তর্ক যোজনা করিবে না, ইহা প্রাচীন পণ্ডিতগণ উপদেশ দিয়াছেন; যেহেতু অচিন্ত্যবিষয়ে তর্ক কখনই প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে না। একথা যাঁহাদের মনে থাকে না, তাঁহাদের দুর্দশার আর ইয়ত্তা নাই।"

শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর রচিত কতিপয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণ—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া 'শ্রীকৃষ্ণই সর্বশব্দশাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য্য' ইহা জীবগণকে শিক্ষা দিবার জন্য পড়ুয়াগণের নিকট "আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান। সূত্র-বৃত্তি-টীকায় সকল হরিনাম ॥" (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৩৭)—এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেরণাক্রমে শ্রীহরিনামাবলি-বলিত শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। শ্রীল গোস্বামিপাদ তাঁহার এই গ্রন্থ-রচনার প্রধান উদ্দেশ্য মঙ্গলাচরণে এইরূপ জানাইয়াছেন,—

কৃষ্ণমুপাসিসুরস্ত্র অসদিব নামাবলিং কলয়েব ।
যদিতঃ বিদ্বদ্ভ্যো তৎসাহিত্যাদিবিদ্যামোদম্ ।
আহতমপি তদটিতং দৃষ্ট্বা শব্দানুশাসনস্তোমম্ ।
হরিনামাবলিবলিতং ব্যাকরণং বৈষ্ণবার্থমাচিনুমঃ ॥
ব্যাকরণে মান্দীবৃত্তি জীবনসুধাঃ সমাপন্নবিদ্যাঃ ।
হরিনামামৃতমেতৎ পিবন্তু শব্দাবগাহকাম্ ॥

কৃষ্ণের উপাসনা-হেতু যেরূপ ভক্তগণ শ্রীমালিকা বিস্তার করেন অর্থাৎ মালিকার প্রত্যেক চিন্ময়পুষ্পগুলি পৃথক্‌ভাবে বিন্যাস করিয়া তৎসংযোগে নামগ্রহণ করিয়া থাকেন, আমিও তদ্রূপ ভগবন্নামসমূহ সূত্রসাহায্যে গ্রহণ করিয়া বিস্তৃত করিতে অভিলাষী হইয়াছি। এই নামাবলী সকলই শ্রীকৃষ্ণের সম্বলিত আনন্দ বিতরণ করিবে অথবা শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি অপ্রাকৃত সাহিত্য-আস্বাদন-সুখ প্রদান করিবে। অন্যান্য ব্যাকরণগুলি তর্কযোগ্য, বৃথা বাগাড়ম্বরপূর্ণ এবং দুর্বোধ্য মিথ্যাজ্ঞান-প্রকাশক জানিয়া বৈষ্ণবদিগের জন্য শ্রীহরিনামসমূহে গ্রথিত এই ব্যাকরণ সংগ্রহ করিতেছি। তাদৃশ দুর্বোধ্য ব্যাকরণরূপ মরুপ্রদেশে যাঁহারা প্রকৃত জীবনরূপ জল পাইবার লোভে সর্বদা নানাবিধ ক্লেশে পতিত হইতেছেন, তাঁহারা এই শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণরূপ সুধা পান করুন এবং শত শতবার অবগাহন করুন।

শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণে মোট ৩১৮৬টি সূত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে,—(১) ১—৪৩ সূত্রে সংজ্ঞাপ্রকরণ; সন্ধিপ্রকরণ :—(২) ৪৪—৯৫ সূত্রে সর্বেশ্বরসন্ধি (স্বরসন্ধি); (৩) ৯৬—১৩০ সূত্রে বিষ্ণুজনসন্ধি (ব্যঞ্জনসন্ধি); (৪) ১৩১—১৪৮ সূত্রে বিষ্ণুসর্গ-সন্ধি (বিসর্গসন্ধি), বিষ্ণুপদ-প্রকরণ :—(৫) ১৪৯—২১০—সর্বেশ্বরান্ত পুরুষোত্তমলিঙ্গ (স্বরান্ত পুংলিঙ্গ), (৬) ২১১—২২১—লক্ষ্মীলিঙ্গ (স্বরান্ত স্ত্রীলিঙ্গ), (৭) ২২২—২৩৯—ব্রহ্মলিঙ্গ (স্বরান্ত ক্লীবলিঙ্গ), (৮) ২৪০—২৯৫ সূত্রে বিষ্ণুজনান্ত পুরুষোত্তমলিঙ্গ (ব্যঞ্জনান্ত পুংলিঙ্গ); (৯) ২৯৬—২৯৮ সূত্রে লক্ষ্মীলিঙ্গ (ব্যঞ্জনান্ত স্ত্রীলিঙ্গ); (১০) ২৯৯—৩০২ সূত্রে ব্রহ্মলিঙ্গ (ব্যঞ্জনান্ত ক্লীবলিঙ্গ); (১১) ৩০৩—৩১১ সূত্রে বিশেষণ-

লিঙ্গ; (১২) ৩১২—৭৫৩ সূত্রে কৃষ্ণনাম-প্রকরণ (সর্বনাম); (১৩) ৭৫৪—৯৫৮ সূত্রে আখ্যাতপ্রকরণ; (১৪) ৯৫৯—১১৫৪ সূত্রে অচ্যুতাদি-অর্থ (লকারার্থ-নির্ণয়); (১৫) ১১৫৫—১২২১ সূত্রে আত্মপদ-পরপদ-প্রক্রিয়া (আত্মনেপদ-পরস্মৈপদ-বিধান); (১৬) ১২২২—১৬৮৬ সূত্রে কারক-প্রকরণ; (১৭) ১৬৮৭—২০৫৯ সূত্রে সমাস-প্রকরণ; (১৮) ২০৬০—৩১৮৬ সূত্রে তদ্ধিত-প্রকরণ।

গ্রন্থোপসংহার :—

কৃষ্ণা কৃতনেকরূপাবিভবা ন চাত্র মাত্রাপি ।
অপি তু মহাকল্পযুক্তা অলীনাকাব্যস্বরবতি ॥
যস্য ব্যাকরণং ন প্রাজ্ঞং বা অসংশেষকঃ ।
জেয়ং পোথ্যক বিজ্ঞেয়া বিজ্ঞশাস্ত্রাবলোককঃ ॥
ত্যাজ্যং পাণিনীয়ং বহুলমপি কাকলাপঃ কলাপঃ
সারঃ সারস্বতোঽপি সারসস্বনবতীবিক্রয়ো বিক্রয়োঽপি ।
চান্দ্রং চ্যুতেন সান্দ্রং সকলমবিকলং শাস্ত্রমন্যচ্চ যস্মাৎ
গোবিন্দং বিন্দমানাং ভগবতি ভবতীং বাণি নো চেদ্ভজামি ॥

[অর্থাৎ হে ভগবতি বাণীদেবি! আপনি শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের কণ্ঠলগ্না, সুতরাং আপনিই কেবল তাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীনামসমূহের সৌন্দর্যপ্রদর্শনে সমর্থা। আপনার আশ্রয়ে যদি শ্রীগোবিন্দকে লাভ করিবার সামর্থ্য না জন্মে, তবে পাণিনি-প্রণীত বহুপূর্ণ ব্যাকরণও পরিত্যাগ-যোগ্য, নীরস 'কলাপ' কাক-কোলাহল, 'সারস্বত' সারস-সূক্ত, বিধর, শক্তি-বিখ্যাত হইলেও ব্যর্থতমান; 'চান্দ্র' চ্যুত অর্থাৎ স্খলিত এবং সমস্ত পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রগুলিও প্রশংসার অযোগ্য]

ভগবন্নামবলিতা ভগবদ্ভক্তি-সংপদৈঃ ।
বৃন্দাবনস্থ-জীবস্য কৃতিরেষা তু গৃহ্যতাম্ ।
চাপলাপ্রচরচ্ছব্দান্ বিনা ময়া ।
অত্রালেখি তদিচ্ছা চেত্ততোঽন্যঃ শাস্ত্রসংগ্রহঃ ॥
হরিনামামৃতসংজ্ঞং যদর্থমেতৎ প্রকাশমানাসে ।
উভয়ত্র চ মম প্রিয়ঃ স ভবতু গোপালদাসাখ্যঃ ॥

ভগবদ্ভক্তিবাঞ্ছাকারী ভক্তজনগণ শ্রীবৃন্দাবনস্থ জীবের (শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর) রচিত শ্রীভগবন্নামবলিত এই গ্রন্থ গ্রহণ করুন। আমি (গ্রন্থকার) চাপল ও অপ্রচরচ্ছব্দ (অর্থাৎ যে সমস্ত শব্দের প্রায় ব্যবহার দেখা যায় না) শব্দ ব্যতীত অন্য (সাধারণ-বোধগম্য) শব্দ দ্বারা এই গ্রন্থ লিখিলাম। যদি কোন শিক্ষার্থীর সেইরূপ শব্দজ্ঞানের বাসনা থাকে, তিনি অন্য গ্রন্থ হইতে তাহা সংগ্রহ করিবেন। যাঁহার নিমিত্ত এই শ্রীহরিনামামৃতসংজ্ঞক ব্যাকরণ-গ্রন্থ আমার দ্বারা প্রকাশিত হইল, ব্যবহারে ও পরমার্থে অথবা প্রকটাপ্রকটাবস্থায় সেই শ্রীগোপালদাস আমার প্রিয় হউন।

শ্রীগোপালবিরুদাবলী—শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু-রচিত শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী ও সামান্য-বিরুদাবলী-লক্ষণ গ্রন্থ-অবলম্বনে রচিত শ্রীশ্রীগোপালদেবের স্তোত্রবিষয়ক বিরুদকাব্য। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন,—

গোপাল-সুখদা সেয়ং গোপাল-বিরুদাবলী ।
অর্থায় প্রভবতাং কণ্ঠবীজকাবলি-কল্পতাম্ ॥

শ্রীগোপালদেবেরও সুখদায়িকা এই শ্রীগোপাল-বিরুদাবলী পরমপুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবার জন্য কণ্ঠ-লতাজালিবৎ উদিত হউন।

শ্রীগোপালবিরুদাবলীতে মোট ৩৮টী শ্লোক আছে। তন্মধ্যে ১ হইতে ৬ শ্লোক বর্দ্ধিত, ৭ হইতে ১০ শ্লোক বীরভদ্র, ১১ হইতে ১৪ শ্লোক সমগ্র, ১৫ হইতে ২০ শ্লোক অচ্যুত, ২১ হইতে ২৫ শ্লোক উৎপল, ২৬ হইতে ২৯ শ্লোক তুরগ, ৩০ হইতে ৩৩ শ্লোক অপরাজিত ও ৩৪ হইতে ৩৮ শ্লোক বালকললিত-নামক বিরুদছন্দে রচিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগোপালচম্পূর সর্বশেষ পূরণেও (উত্তরচম্পূ, ৩৭শ পূরণ, ১৫৮—১৯৪ শ্লোক) শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু বিরুদছন্দে শ্রীশ্রীগোপালদেবের স্তব করিয়াছেন।

উদাহরণ :—

সুরারি-হতি-শংসনঃ প্রথিত-কংসবিধ্বংসনঃ
সুধীভবহৃতৌ বিবিধবিধ-কীর্তিভাসাং নিধিঃ ।
বিধি-প্রকৃতিবাঞ্ছিতং চরণলাঞ্ছিতং রজ তৎ
ব্রজত্র নিজবংশজঃ স্ফুরতু নঃ স বংশ-প্রিয়ঃ ॥

যিনি অসুর-বিনাশের দ্বারা জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, যিনি মহাসুর কংসকেও ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি সুধী ভক্তগণের সংসার নাশ করিয়া পরমমঙ্গল দান করিয়াছেন, যিনি বিবিধ কীর্তিরূপ প্রভার আকর, যাঁহার শ্রীচরণস্পৃষ্ট রজঃ শ্রীব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ বাঞ্ছা করেন, যিনি ব্রজে গোপ-বংশজ এবং পুরে যদুবংশজ বলিয়া অভিমান করেন, সেই বংশ-প্রিয় (বা বংশীপ্রিয়) শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সর্বেন্দ্রিয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হউন।

শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতশেষ—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু-কৃত 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে তাহাতে অবর্ণিত কাব্যালঙ্কার-গুণ-দোষ-রীতি প্রভৃতি বিষয় বিশ্বনাথ-কবিরাজ-কৃত 'সাহিত্যদর্পণ'-নামক অলঙ্কার-গ্রন্থানুসারে এই গ্রন্থে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণের তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ অনুপযোগী বলিয়া এই গ্রন্থে পরিত্যক্ত হইয়াছে, অন্যত্র উক্ত গ্রন্থের প্রক্রিয়াক্রমই যথাযথ অবলম্বন করিয়া ভক্তিপক্ষে উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন,—

রাধাকৃষ্ণপদাশ্রিতরূপশ্রীঃ শব্দভূতা স্ফুরতি ।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতোঃ প্রসরন্ জগতি পুষ্যতি ॥ ১ ॥
উজ্জ্বলনীলমণিঃ গোপ্যপগাত্রমাৎ রসামৃতাম্বুধিতঃ ।
ক্ষীরাম্বুধিতঃ প্রকটীং হরিরুচিরপ্যত্বথা ঘটতান্ ॥ ২ ॥
তদমৃতসিন্ধুবিন্দুঃ রসহেতোরলঙ্কারসমাকলনম্ ।
সাহিত্যাবধি দর্পণমপি সঙ্কলিতং করিষ্যামি ॥ ৩ ॥

অস্থানে পরিপাতান্ ম্লানতি সাহিত্যদর্পণঃ সোঽয়ং ।
মূর্তিমিতি সমর্প্যমাণঃ স্থানে কান্তিং সদা লভতাম্ ॥ ৪ ॥
সাহিত্যং নিজবর্ণনবতঃসং কর্তুমীহতে ন হরিঃ ।
তৎকুর্বীরন্নপি তদবিহরি দর্পণ-সমর্পণং কুর্য্যাম্ ॥ ৫ ॥
রসভূতবাক্যং কাব্যং রস আত্মা বাক্যমস্য বদেহঃ ।
সর্বাং রসমভূতমা ব্যাপ্যোত্যত্র হি চমৎকৃতিঃ সারঃ ॥ ৬ ॥

তত্ত্বাদভূত একঃ সর্বাত্মা যথা ব্রহ্ম ।
এবং শব্দেনার্থেনাদ্ভুততাম্পৃপি কাব্যাত্মা বাক্যে ॥ ৭ ॥
এবং সতি রসমাত্রে বৈশিষ্ট্যাং কৃষ্ণভক্তিবিদুষৈঃ ।
প্রাকৃতবিষয়া ভগবদ্বিষয়াশ্চাপি মতা ভেদাঃ ॥ ৮ ॥
পূর্বে পুরুবীভৎসাঃ স্ফুটমপরে সর্বশর্মদাতারঃ ।
শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যাঃ পঞ্চমবেদঃ প্রমাণং হি ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্মাশ্রয়ী শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর সেব্যসৌন্দর্য্য অদ্ভুতরূপে প্রকাশিত হইয়া (পৃথিবীতে) প্রসারিত হইয়াছে। শ্রীরূপের সেবা-সম্পত্তি হইতে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া অনন্ত বিশ্বকে (ভক্তিধারা) পোষণ করিতেছে ॥ ১ ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে আবার শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি উদ্গত হইয়া ক্ষীর-সমুদ্র হইতে প্রকটিত ভগবান্ শ্রীহরির (ক্ষীরোদকশায়ী শ্রীবিষ্ণু) অদ্যাবধিও যেন রাজ করিতেছেন ॥ ২ ॥

সেই অমৃতসিন্ধুতে যে যে অলঙ্কারসমূহ পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা সমাহরণ করিয়া অপ্রাকৃত-সাহিত্যালঙ্কারদর্পণস্বরূপ এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া আমি ইহা শ্রীহরির উদ্দেশে সমর্পণ করিব ॥ ৩ ॥

এই সাহিত্যদর্পণ অস্থানে অর্থাৎ অনধিকারী বা অযোগ্য ব্যক্তির সমীপে প্রযুক্ত হইলে এই সমস্ত রত্নাদি ম্লান হইয়া পড়ে; অতএব এই সাহিত্যালঙ্কারপরিপূর্ণ দর্পণগ্রন্থ শ্রীমূর্ত্তিতে সমর্পিত হইয়া যথাস্থানে সর্ব্বদা পরম-শোভা লাভ করুক ॥ ৪ ॥

নিজবর্ণনপূর্ণ এই দর্পণসাহিত্যকে শ্রীহরি কর্ণাবতংসরূপে গ্রহণ করিতেও পারেন। আমি এই গ্রন্থকে সেইরূপ ভগবদ্বর্ণন-পরিপূর্ণ করিয়া শ্রীহরির প্রীতির জন্য সমর্পণ করিব ॥ ৫ ॥

রসপরিপূর্ণ বাক্যই কাব্য, রসই কাব্যের আত্মস্বরূপ, বাক্য উহার দেহস্বরূপ, রসই কাব্যের সর্ব্বাংশ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। রসই (অপ্রাকৃত) কাব্যের সারবস্তু ও অদ্ভুত চমৎকারিতার নিদান ॥ ৬ ॥

অতএব ব্রহ্ম যেমন এক হইয়াও সর্ব্বত্র সকলের আত্ম-স্বরূপ, তদ্রূপ রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শব্দ, অর্থ ও বাক্যমধ্যে অত্যাশ্চর্য্যরূপে অবস্থানপূর্ব্বক কাব্যের কায়ার সংরক্ষণ করেন ॥ ৭ ॥

এইরূপে রসবিষয়ে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের মধ্যে বৈশিষ্ট্য থাকায় শ্রীকৃষ্ণভক্তিবিজ্ঞজনগণ প্রাকৃত কাব্য ও অপ্রাকৃত কাব্যের মধ্যে ভেদ স্বীকার করেন ॥ ৮ ॥

প্রথমোক্ত অর্থাৎ প্রাকৃত কাব্য অতীব বীভৎস বা ভীতি-প্রদ, অপর অর্থাৎ অপ্রাকৃত কাব্য সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ। পঞ্চমবেদ-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র অমল প্রমাণ-গ্রন্থ ॥ ৯ ॥

'শ্রীভক্তিরসামৃতশেষ'-গ্রন্থে সাতটি 'প্রকাশ' আছে। ইহার প্রথম প্রকাশে কাব্যস্বরূপনিরূপণ, দ্বিতীয় প্রকাশে বাক্যস্বরূপাদি-নিরূপণ, তৃতীয় প্রকাশে ধ্বনি-নির্ণয়, চতুর্থ প্রকাশে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার-নির্ণয়, পঞ্চম প্রকাশে দোষ-নির্ণয়, ষষ্ঠ প্রকাশে রীতি-নির্ণয় ও সপ্তম প্রকাশে গুণ-নির্ণয় করা হইয়াছে।

শ্রীভক্তিরসামৃতশেষ-গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রকাশে অভিধামূল্য বাচনার উদাহরণবাক্যে 'যথা শ্রীগোপালচম্পূষু' এই বাক্য হইতে এই গ্রন্থ যে শ্রীগোপালচম্পূ-রচনার পরে রচিত হইয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারিত হয়। শ্রীগোপালচম্পূ ১৬৪৯ সম্বৎ বা ১৫১৪ শকাব্দে রচিত হয় বলিয়া শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু গ্রন্থোপসংহারে লিখিয়াছেন। অতএব শ্রীভক্তিরসামৃত-শেষ ১৫১৪ শকাব্দের পর রচিত হয়।

শ্রীশ্রীমাধব-মহোৎসব :— এই মহাকাব্যে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীরাধারাণীর শ্রীবৃন্দাবন-রাজ্যে অভিষেকের সুবিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধারাণীর অভিষেক মধু (চৈত্র) মাসের পূর্ণিমা-তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া 'অথবা স্বয়ং' শ্রীমাধব-(শ্রীকৃষ্ণ) কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয় বলিয়া গ্রন্থের 'শ্রীমাধবমহোৎসব' নামকরণ করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থে নয়টী উল্লাস বা সর্গ আছে। নয়টী উল্লাসের নাম যথাক্রমে,—(১) উৎসুক-রাধিক, (২) উদ্বাহ্যরাধিক, (৩) উৎফুল্ল-রাধিক, (৪) উদ্যোত-রাধিক, (৫) উদিত-রাধিক, (৬) উন্নত-রাধিক, (৭) উৎসিক্ত-রাধিক, (৮) উজ্জ্বল-রাধিক ও (৯) উদার-রাধিক।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুর নিকট প্রথম পত্রে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু 'শ্রীমাধব-মহোৎসব'-গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,—"শ্রীরসামৃতসিন্ধু-শ্রীমাধব-মহোৎসবোত্তরচম্পূ-হরিনামামৃতানাং শোধনানি কিঞ্চিদ-বশিষ্টানি বর্ত্তন্তে ইতি বর্ষান্তেঽপি সম্প্রতি ন প্রস্থাপিতানি, পশ্চাত্তু বৈশাখ্যকূলোন প্রস্থাপ্যানি।" (শ্রীভঃ রঃ-১৪।১১)

অর্থাৎ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীমাধবমহোৎসব, উত্তরচম্পূ ও শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণের শোধন কিছু অবশিষ্ট আছে, বর্ষা আগত হওয়ায় সম্প্রতি তাহা প্রেরিত হইল না, পরে বৈশাখকূলাবস্থায় এই গ্রন্থগুলি প্রেরণ করা হইবে।

গ্রন্থারম্ভে প্রথম উল্লাসে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

জীয়াদ্ বিকীর্ণা কিরণাবলী হরেঃ
শ্রীরাধিকারাজ্যভিষেক-বাহিনী।
আশাদিবী বাহ্যকচরাদি-লোচনৈঃ
সার্দ্ধং ময়ূরৈরিব মেঘমালিভিঃ ॥ ১ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতয়া প্রসিদ্ধতাং
গতঃ শচীভূমি-সমুদ্র-সম্ভবঃ।
সদ্ভক্তিপীযূষনিধিঃ শশীবিধীঃ
স গৌরকান্তির্মিহিতোঽস্তু মদ্ধৃদি ॥ ২ ॥

আদিত্যবৃন্দমিহ সাধ-সাধনস্পর্দ্ধিমূর্ত্তিরিহ যদাপ্ত বাধতে।
যঃ সনাতনতয়া স বিশ্রুতে বৃন্দকাননমধন-মন্দিরম্ ॥ ৩ ॥

যস্য শাসন-বলাৎ কৃতাবিহ
প্রাবৃতং রসময়ঞ্চ তুদুক্তঃ।
রূপ-নামমহিতস্য মৎপ্রভোঃ
শ্রীপদাং কমলতা ভবেঃ শিরাঃ ॥ ৪ ॥

প্রাস্ত্রিতোহবসরপাচতে জনৈঃ যতঃ প্রভু-নিদেশ-ভাবতি।
তত্ত্বহারব-বিভাবি-বৈভবৈস্তাবিয়েশি নবকাব্য রশিষী ॥ ৫ ॥
পাতু মাং পিতৃতয়া কৃপাশ্রিত-স্তৎ প্রভূপম-সহোদর-লক্ষী।
যো বিভাতি রঘুনাথবংশতামত্যাতিভির্নিগতি সাধুসম্মতঃ ॥ ৬ ॥
তন্নিবেশবর-বীর্য্য-সম্পদা সম্বরাং প্রস্থতে কৃতঃ বিহ।
হত। তত কপটৈব সত্তরং বাহ চোষণপি তে মহাশয়াঃ ॥ ৭ ॥
যত্ন পাদয়দ্ভ হৃচিতং বৃহদেশতরীয়দ্ভ মাৎসমপ্যহ।
নিশ্চিতং প্রত্যুৎবরেণ বর্ণিতং তদ্বৎ প্রথমিতুং বলোদ্ধবঃ ॥ ৮ ॥

অভিষেকজলধারাসিক্ত শ্রীরাধিকালিঙ্গিতবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বিস্তীর্ণ কিরণাবলী জয়যুক্ত হউন। ময়ূরগণসহ মেঘমালা যেরূপ লোকলোচনের তৃপ্তিবিধান করে, তদ্রূপ অভিষেক-বাহিনিক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের কিরণাবলীও সখীবৃন্দের নয়নানন্দকর হউক ॥ ১ ॥

যিনি 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নামে প্রসিদ্ধ, শ্রীশচীগর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত ও শুদ্ধভক্তিরসামৃতের সমুদ্রস্বরূপ, সেই গৌর-কান্তি শ্রীমদ্ গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে স্বীয় কিরণমালা বিস্তার করুন ॥ ২ ॥

যিনি 'শ্রীসনাতন'-নামে সর্ব্বজনবিদিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবন-কুঞ্জে স্বীয় ধামস্থিতি লাভ করিয়াছিলেন অর্থাৎ যিনি অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনেই বাস করিয়াছিলেন, অন্য কুত্রাপি যান নাই, সেই শ্রীসনাতনপ্রভু তাঁহার নখশশিবিনিন্দিত শ্রীপাদপদ্ম আমার মস্তকে স্থাপন করুন ॥ ৩ ॥

যাঁহার আদেশবলেই আমি এই অপ্রাকৃত গ্রন্থলিখনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই পরম সন্তুষ্টচিত্ত, অতিশয় কৃপালু, সর্ব্ব-পূজ্য মৎপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর করুণাই এই গ্রন্থরচনে আমার একমাত্র সম্বল; অন্য কোন পাণ্ডিত্যবল বা সাধন-

বন্ধাদি আমার কিছুমাত্র নাই। এই গ্রন্থ শ্রীহরির প্রিয়জন-গণের প্রীতিবিধান করুক ॥ ৪ ॥

হে প্রভুনিদেশ-ভারতি! এই বিনীত প্রণত জন আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছে যে, কোন প্রকার কষ্টকল্পনা ব্যতিরেকেই আপনি বহং নব নবাকৃত কাব্য-রূপে শ্রীরাধামাধবমহোৎসবোপযোগী গুণগণ-ভাবালঙ্কারাদি-বৈভবমণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হউন ॥ ৫ ॥

শ্রীবল্লভ, যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রভুদ্বয়ের অর্থাৎ শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের সহোদর বলিয়া বিখ্যাত, যিনি শ্রীরাম-পাদে দৃঢ়-নিষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বজনবিদিত হইয়াছেন এবং সাধুজন-গণের প্রীতিপ্রিয়, সেই কৃপাময় বংশিতা শ্রীল বল্লভপ্রভু আমাকে পালন করুন ॥ ৬ ॥

মদ্‌গুরু শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর আদেশস্বরূপ সম্পদের বলে ও প্রেরণায় উৎসাহান্বিত হইয়া এই গ্রন্থ-লিখনে আমি প্রবৃত্ত হইতেছি। অহো! তাঁহার করুণা-প্রভাবে অমৎসর মহাশয়গণ নিশ্চয় এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিবেন ॥ ৭ ॥

এই গ্রন্থে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শ্রীপদ্মপুরাণ, শ্রীগৌতমপুরাণ ও শ্রীমৎস্যপুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে দেখা যায়; অধিকন্তু মৎপ্রভু শ্রীল রূপপ্রভু শ্রীদানকেলি-কৌমুদীতে এই অভিষেক-মহোৎসবের কথা বর্ণন করিয়াছেন। অতএব এই বিষয়টী আনন্দের সহিত বর্ণন করিয়া প্রকাশ করিতে আমি উদ্যত হইয়াছি; কারণ, ইহা আমার স্বকপোলকল্পিত ব্যাপার নহে ॥ ৮ ॥

এই গ্রন্থের উপসংহার-শ্লোক যথা,—

উভয়ভুবনমধ্যং যঃ সদা মে বিধাতা
নিরবধিরপি যদীয়ং পাদপদ্মং নিষেব্যম্।
অরুণ-রূপয়া মৎপ্রেমদঃ সর্ব্বদা স-
প্রমিহ মহিতরূপং রূপদেবং নিষেবে ॥

যিনি উভয়ভুবনের অর্থাৎ প্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চাতীত ধামের একমাত্র পরম-মঙ্গলবিধাতা, যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম নিরবধিং সাধকের সেব্য, যিনি স্বপাদপদ্মে প্রেমপ্রদানকারী, সেই শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার ইষ্টদেব, সেই শ্রীরূপপ্রভুকে আমি সতত বন্দনা করি।

এই গ্রন্থ-রচনার কাল যথা,—

সপ্তসপ্তমনৌ শাকে জীবো বৃন্দাবনে বসন্।
মধনোরথরথাং কাব্যমেতদপূরয়ৎ ॥

১৪৭৭ শকাব্দে শ্রীজীব (শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু) শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানপূর্ব্বক নিজ চিত্তবৃত্তির অনুরূপ এই নব-কাব্যগ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ করেন।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর রচিত অন্য কোন তারিখযুক্ত গ্রন্থে ইহার পূর্ব্বের তারিখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার শ্রীগোপালচম্পূ, উত্তর খণ্ড ১৬৪৯ সংবৎ বা ১৫১৪ শকে সমাপ্ত হয়। সুতরাং শ্রীমাধব-মহোৎসব ও উত্তর-চম্পূর সমাপ্তির ব্যবধান-কাল ৩৭ বৎসর।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীমদ্‌-ভাগবতের দশম স্কন্ধোক্ত শ্রীকৃষ্ণলীলার সমন্বয়, সিদ্ধান্ত ও তাৎপর্য্যস্বরূপ 'শ্রীগোপালচম্পূ'-নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাহারই অনুক্রমণিকাস্বরূপ এই গ্রন্থ প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলাদি বর্ণন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ভগবৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় সঙ্কল্পের বা কামনার কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ। ইহার নিকটে ভগবৎসম্বন্ধীয় যাহা প্রার্থনা করা যায়, তাহাই পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থে ২৭৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদিলীলা, ৩১৪ শ্লোকে শ্রীশ্রীরাধামাধবের নিত্যলীলা, ১৩১ শ্লোকে সর্ব্ব-ঋতু-লীলা বা ছয় ঋতুতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা এবং ১০ শ্লোকে ফলনিষ্পত্তি যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সহিত শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণচৈতন্য। সসনাতনরূপক।
গোপাল। রঘুনাথাপ্ত। ব্রজবল্লভ। পাহি মাম্ ॥ ১ ॥
নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনঃ।
অনাদিজনসিকানাং গোপীনাং পতিরেব যঃ ॥ ২ ॥
নবীনবীরস্তাভ তং রাজীববিলোচনম্।
বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্ ॥ ৩ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! হে শ্রীরূপ! হে শ্রীসনাতন! হে শ্রীগোপালভট্টপ্রভো! হে পরম বান্ধব শ্রীল রঘুনাথদাস প্রভো! হে ব্রজবল্লভ শ্রীলব্রজবল্লভপ্রভো! আপনারা সকলে আমাকে সর্ব্বতোভাবে পালন করুন ॥ ১ ॥

যিনি শ্রীনন্দমহারাজের নন্দন বলিয়া প্রসিদ্ধ, ব্রজবধূর আনন্দবর্দ্ধক এবং নিত্যসিদ্ধ গোপীবৃন্দের পতি, যাঁহার অঙ্গকান্তি নবঘনের ন্যায় উজ্জ্বল, যাঁহার নয়নযুগল পদ্মের ন্যায় কমনীয়, সেই বল্লবীনন্দন বা শ্রীযশোমতীনন্দন গোপাল-রূপী শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি ॥ ২-৩ ॥

শ্রীল গোস্বামিপাদ উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

সজ্জনেষ্বতুলং পিতৃব্যযুগলং কৃত্বা মদীয়াং গতিম্ ।
যৎ স্বান্তং দিশতি স্ম যৎ প্রভুযুগং তন্মে সদাস্তাং গতিঃ ॥
গঙ্গায়াং মধুসূদনঃ প্রণয়িতাং ভক্তিপ্রদাং যাং প্রতি
শ্রীবৃন্দাবিপিনে দদাবপি দাস্যং বন্দামহে তং পুনঃ ।
যঃ শ্রীমান্ মধুবর্ষিণঃ সুতপতাসম্পত্তা-বিস্তৃতঃ
সংজ্ঞাবান্ সদ্বংশিধারীত্যক্ষরৈঃ বন্দে চ বন্দে চ তম্ ॥
শ্রীকৃষ্ণ ! কৃষ্ণচৈতন্য ! সসনাতন-রূপক !
গোপাল ! রঘুনাথাপ্ত ! ব্রজবল্লভ ! পাহি মাম্ ॥
ইতি সঙ্কল্পকল্পদ্রুম-নাম-কাব্য-যাবকস্পৃহাবান্
শ্রীরাধাকৃষ্ণচরণপূজামপি পূর্ববৎ ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণচরণার্পিতমেব মম
সর্ব্বমিতি ভবিষ্যদপি তথা ভবেদেবম্ ॥

সজ্জনগণের মধ্যে যাঁহারা অতুলনীয়, সেই পিতৃব্য-যুগল অর্থাৎ শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন-নামক যে আমার প্রভুদ্বয় আমাকে স্বউপদেশ প্রদান করিয়া আমার সুপথ নিরূপণ করিয়া দেন, তাঁহারা নিত্যকাল আমার একমাত্র গতি হউন।

শ্রীমধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পরমরূপবান্ এবং মধুর বংশীধ্বনি করেন বলিয়া 'বংশীধারী' নামে বিখ্যাত, যিনি গঙ্গাতীরপ্রদেশে অবস্থানকালে কাতরতাবশতঃ আমাকে প্রেমপ্রদায়িনী ভক্তি ও শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে দাস্যভক্তি প্রদান করিয়াছেন, আমি সেই শ্রীহরিকে পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি।

যেরূপ আমার সর্ব্বস্বই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণে অর্পিত হইয়াছে, তদ্রূপ আমার বাহ্যরূপে গ্রথিত এই 'সঙ্কল্পকল্পদ্রুম'-নামক গ্রন্থ, যাহা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা-পরিপূর্ণ, তাহাও শ্রীশ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের শ্রীচরণে অর্পিত হউক।

শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতার (পঞ্চমাধ্যায়) টীকা :— টীকার মঙ্গলাচরণে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণরূপমহিমা মম চিত্তে মহীয়তাম্ ।
যস্য প্রসাদাদ্ব্যাকর্ত্তুমিচ্ছামি ব্রহ্মসংহিতাম্ ॥
দুর্যোজনাপি যুক্তার্থা সুবিচারাদৃষিস্মৃতিঃ ।
বিচারে তু যদত্র স্যাদৃষীণাং স গতির্মতিঃ ॥
যদপ্যধ্যায়শতযুক্ সংহিতা সা তথাপ্যসৌ ।
অধ্যায়ঃ সূত্ররূপত্বাত্তস্যাঃ সর্ব্বাঙ্গতাং গতঃ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতাদ্যেষু দৃষ্টং যদ্ বৈবুধৈরিতি ।
তদেবাত্র পরামৃষ্টং ততো হৃষ্টং মনো মম ॥
যদ্যচ্ছ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বিস্তারাদ্বিনিরূপিতম্ ।
অত্র তৎ পুনরামৃশ্য ব্যাখ্যাতুং স্পৃহতে মনঃ ॥

যাঁহার কৃপাবলে আমি এই 'শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা'র ব্যাখ্যা লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছি, সেই শ্রীকৃষ্ণরূপের মহিমা আমার চিত্তে সতত পূজিত হউক। ঋষিগণের রচিত স্মৃতিগ্রন্থ সুবিচারপূর্ণ, আপাতদৃষ্টিতে দুর্যোজনাযুক্ত মনে হইলেও যুক্তার্থসমন্বিত। অতএব সেই ঋষিগণের প্রবিচারে ঋষিগণেরও পরমপূজ্য শ্রীরূপপ্রভুই আমার একমাত্র গতি। যদিও এই সংহিতা-গ্রন্থটী একশত অধ্যায়যুক্ত, তথাপি এই পঞ্চম-অধ্যায়ই সূত্ররূপে সমগ্র সংহিতার সম্পূর্ণতা বিধান করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদিগ্রন্থে ধার্ম্মিক-বুদ্ধি বা সুধীগণ যে সমস্ত সিদ্ধান্ত অবগত হন, এই গ্রন্থেও সেই সকল বিষয় দর্শন করিয়া আমার চিত্তে পরমানন্দের সঞ্চার হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে যাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এখানে অর্থাৎ এই গ্রন্থে তাহার পুনরালোচনা করিয়া আমি ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

Theodor Aufrecht সঙ্কলিত Catalogus Catalogorum এ (Vol. II. Page 42) শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভুর ব্রহ্মসংহিতার টীকার নাম 'দিগ্দর্শিনী' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু টীকার মধ্যে এইরূপ কোন নামের উল্লেখ দেখা যায় না।

উপসংহার :—

"অধ্যায়শতসম্পন্না ভগবদ্ব্রহ্মসংহিতা ।
সর্ব্বোপনিষদাং সারৈঃ সঙ্কিতা ব্রহ্মণোদিতা ॥"
যদ্যপি নানাপাঠান্নানার্থান্ বহতি নানার্থতে ।
তথাপি চ সংশয়স্যা এতামাতিকশ্রী প্রমিতাঃ ।

সনাতনসমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীমান্ সনাতনঃ।
শ্রীবল্লভোঽনুজঃ সোঽসৌ শ্রীরূপো জীবসদ্গতিঃ॥

এই শ্রীভগবদ্ব্রহ্মসংহিতা শত অধ্যায়-সম্পন্না। ইহা শ্রীব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণোপনিষদের সারসমূহ সঙ্কলন করিয়া প্রকাশিত।

যদ্যপি নানা অর্থবিদ্‌গণ এই সংহিতায় নানাপ্রকার পাঠ ও অর্থাদির পরিচিন্তন করেন, তথাপি আমরা যে এই সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহে রত হইয়াছি, ইহা সুনিশ্চিত।

সাক্ষাৎ সনাতনতত্ত্ব শ্রীহরির ন্যায় আরাধ্য শ্রীল সনাতন প্রভু যাঁহার অগ্রজ এবং শ্রীবল্লভ যাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা, সেই শ্রীরূপপ্রভুই জীবের (শ্রীজীবগোস্বামীর) একমাত্র আশ্রয়।

দুর্গমসঙ্গমনী—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শ্রীজীবগোস্বামি-কৃত টীকার নাম দুর্গমসঙ্গমনী। 'সঙ্গমনী' অর্থে সম্প্রাপিকা বা সেতু। দুর্গম বা দুস্তর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকে যে সেতুর সাহায্যে সম্যগ্‌রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই দুর্গমসঙ্গমনী। দুর্গমসঙ্গমনীর মঙ্গলাচরণ যথা,—

সনাতনসমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীমান্ সনাতনঃ।
শ্রীবল্লভোঽনুজঃ সোঽসৌ শ্রীরূপো জীবসদ্গতিঃ॥

অথ শ্রীমান্ সোঽয়ং গ্রন্থকারঃ সকলভাগবতলোক-হিতাভিলাষপরবশতয়া প্রকাশিতৈঃ স্বকৃতবিবিধকমলকোষ-বিলাসিভিঃ শ্রীমদ্ভাগবতষট্পদৈরেব ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-নামানং গ্রন্থমপূর্ব্বঞ্চেমাচিরানন্তর্বর্ত্তিতয়ৈব চ সর্ব্বোত্তমতাং বিজ্ঞাপয়ন্নেবৈষ মঙ্গলমাচরতি এবং সর্ব্ব এব গ্রন্থোঽয়ং মঙ্গলরূপ ইতি চ বিজ্ঞাপয়তি।

যাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীল সনাতন প্রভু সনাতনতত্ত্ব শ্রীহরির ন্যায় পূজ্য, শ্রীবল্লভ যাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সেই শ্রীরূপপ্রভুই জীবসদ্গতি অর্থাৎ শ্রীজীবের একমাত্র আশ্রয়। অনন্তর সেই শ্রীমান্ গ্রন্থকার শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু ভাগবত জনগণের অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তগণের মঙ্গলবিধান করিবার অভিলাষে স্বীয় হৃৎপদ্মকোষগত শ্রীমদ্ভাগবতামৃতরসসমূহকে 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-নামক গ্রন্থমধ্যে সম্পুটিত করিয়া মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোক রচনাভঙ্গি-দ্বারা এই গ্রন্থের সর্ব্বোত্তমতা ও সর্ব্বমঙ্গলময়ত্বের কথা জানাইয়াছেন।

উপসংহার :—

শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্বপূর্ণঃ স চকাস্তি বিপুলে গোকুলে ব্যক্তভক্ত-
মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যবর্য্যঃ স চ পশুপসুতানন্দনন্দীরিজিষ্ঠৈঃ।
শ্রীরাধাবর্ণিতো যো ন চ মধুবন-শ্রীবৃন্দাবনবাসী
যস্মিন্ গ্রন্থে রসাখ্যাভক্তিসত্ত্বমহিমাবারসাঞ্চারঃ॥
যদপি চ নাতিবিস্তৃতা তদপি চ সদ্ভিঃ কদাপ্যঙ্গীকার্য্যা।
দুর্গমসঙ্গমনীয়ং নৌকেবাতামৃতাম্ভোধেঃ॥

শ্রীকৃষ্ণই পরিপূর্ণতম। তিনি বিপুলধাম শ্রীগোকুলে ব্যক্তভাবে মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাত্র হইয়াও শ্রীনন্দ-যশোদার পুত্ররূপে এবং ব্রজললনাগণের কান্তরূপে সতত বিলাসবান্। তিনি শ্রীরাধিকা ও তৎসখীবৃন্দের মধ্যে অদ্ভুত মধুর গুণ-রূপ-লীলাদিসম্পত্তিবিগ্রহরূপে বিরাজমান। এবম্বিধ নিজ অভিমত ইষ্টদেবমহিমাসমূহ প্রচুরভাবে এই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রকাশিত হইয়াছে।

সংস্কৃতা এই টীকা অতি বিস্তৃতা অর্থাৎ ভাষাপারিপাট্যে অতি সুললিতা] না হইলেও সাধুজনগণ ইহা অবশ্য অনুশীলন করিবেন। কারণ, ইহা শ্রীরূপবদন-বিনিঃসৃত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-উত্তরণের নৌকাস্বরূপ অর্থাৎ এই টীকা অনুশীলন করিলে সুধীজন অবশ্য শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারিবেন, নতুবা তাহা অতীব দুরধিগম্য।

শ্রীলোচনরোচনী—শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির টীকার নাম 'লোচনরোচনী'। টীকার মঙ্গলাচরণ যথা,—

সনাতনসমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীমান্ সনাতনঃ।
শ্রীবল্লভোঽনুজঃ সোঽসৌ শ্রীরূপো জীবসদ্গতিঃ॥
হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ যাতে পূরা হ্যালোকে।
উজ্জ্বলনীলমণৌ মম লোচনরোচন্যসৌ বিবৃতিঃ॥

পুরাকালে শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু যখন সুধীজনগণ কর্ত্তৃক আদরের সহিত আলোচিত হইতেছিল না, তখন শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির এই 'লোচনরোচনী'-নাম্নী বিবৃতি মৎকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল।

উপসংহার :—

সনাতনসমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীমান্ সনাতনঃ।
শ্রীবল্লভোঽনুজঃ সোঽসৌ শ্রীরূপো জীবসদ্গতিঃ॥

অগ্নিপুরাণান্তর্গতা গায়ত্রীব্যাখ্যার বিবৃতি—ইহার মঙ্গলাচরণেও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দুর্গমসঙ্গমনী-টীকার মঙ্গলাচরণের শ্লোকটি দৃষ্ট হয়।

অগ্নিপুরাণের ২১৬শ অধ্যায়ের সপ্তদশ-শ্লোক এই গায়ত্রী-ব্যাখ্যায় সম্পুটিত হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু

ইহার প্রথম শ্লোকের বিবৃতিতে 'উক্‌থ', 'অর্ক', 'প্রাণ', 'গায়ত্রী', 'সাবিত্রী' প্রভৃতি শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে গায়ত্রীর প্রত্যেক পদের অর্থ সরলভাবে ব্যাখ্যাত আছে।

শ্রীগোপাল-চম্পূ :—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু গদ্য ও পদ্যাত্মক মহাকাব্য শ্রীগোপালচম্পূর পূর্ব্বচম্পূতে তেত্রিশটী পূরণ বা পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া কৈশোরলীলা এবং উত্তরচম্পূতে সাঁইত্রিশটী পূরণে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপ্রয়াণ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের বিবাহনির্ব্বাহ ও শ্রীগোলোকপ্রবেশ পর্য্যন্ত সমুদয় লীলা বর্ণন করিয়াছেন।

পূর্ব্বচম্পূর মঙ্গলাচরণ :—

শ্রীকৃষ্ণ ! কৃষ্ণচৈতন্য ! সসনাতনরূপক !
গোপাল ! রঘুনাথাপ্ত ! ব্রজবল্লভ ! পাহি মাম্ ॥

গ্রন্থরচনা :—

যদ্যৎ কৃষ্ণসন্দর্ভে সিদ্ধান্তামৃতমাচিতম্ ।
তদেব রজ্যতে কাব্যকৃতিপ্রবৃত্তরসনয়া ॥
সোঽহং কাব্যস্য লক্ষ্যেণ মনো নির্মামি তাদৃশম্ ।
তদ্যাত্যো যদ্যোকেঽহংবেদা হেতি চিত্তো যদি ॥
পূর্ব্বোত্তরতয়া চম্পূর্দ্বৌ সেয়ং ধত্তে দ্বয়ী ।
পৃথক্ পৃথগ্ গ্রন্থরূপা যথেষ্টং সন্নিরীক্ষ্যতাম্ ॥
শ্রীগোপালগণানাং গোপালানাং প্রমোদায় ।
ভবতু সমস্তাদেষা নাম্না গোপালচম্পূর্যা ।
যদপি চিরন্তন্যা জাতা শ্রীগোকুলজনানাম্ ।
তদপি মহামহ তেষাং শৃণ্বৎসমূহঃ পুনঃ স্ফুরন্ ভাতি ॥

আমি শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে যে সিদ্ধান্তামৃত সঞ্চয় করিয়াছি, এই কাব্যগ্রন্থরচনায় প্রবৃত্তা প্রেমার্দ্রিণী রসনাধারা সেই অমৃতকেই পুনঃ আস্বাদন করিবে অর্থাৎ ষট্‌সন্দর্ভের অন্তর্গত 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে' যে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে, এই 'শ্রীগোপালচম্পূ'-গ্রন্থে সেই কৃষ্ণতত্ত্বই পুনরায় কাব্যাকারে বর্ণিত হইবে। আমি কাব্যরচনাচ্ছলে আমার মনকে আস্বাদনযোগ্য রসনার ন্যায় নির্ম্মাণ করিতেছি। যদি এই গ্রন্থ কোন সংস্কারযোগী সুধী ব্যক্তি অবলোকন করেন, তাহা হইলে যথার্থই মণি সুবর্ণখচিত হইল অর্থাৎ এই গোপালচম্পূ-গ্রন্থ সুধীগণের দৃষ্টি-আকর্ষণের যোগ্য। এই গোপালচম্পূর পূর্ব্ব ও উত্তর এই দুই বিভাগ আমার ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে বিভক্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থের তুল্য হইয়াছে। পণ্ডিতগণ যদৃচ্ছাক্রমে এই গ্রন্থ অনুশীলন করুন। শ্রীকৃষ্ণের গণ ও শ্রীনন্দাদি গোপগণের সুখায় আনন্দবর্দ্ধনের জন্য এই গোপালচম্পূ-নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত থাকুন। যদিও শ্রীগোকুলের শ্রীনন্দাদি গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বহুকাল পূর্ব্বে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তথাপি মহাজনগণের (ভক্তিবিলোচনের) সম্মুখে শ্রীব্রজনন্দনাদি ব্রজবাসিগণ নিত্যকালেই প্রকটিত থাকিয়া অনুস্যূত হন, সুতরাং তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধন অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীগোপালচম্পূর পূর্ব্বচম্পূর ৩৩টী পূরণে যে-সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইল,—

প্রথম পূরণে—গোলোকরূপনিরূপণ; দ্বিতীয়ে—শ্রীগোলোকবিলাস-বিকাশন; তৃতীয়ে—শ্রীকৃষ্ণজন্ম, শ্রীমধুকণ্ঠ ও শ্রীস্নিগ্ধকণ্ঠের সংলাপারম্ভ; চতুর্থে—শ্রীব্রজজনানন্দপর্ব্ব বা শ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসব; পঞ্চমে—পূতনাবধলীলা; ষষ্ঠে—শকটভঞ্জনাদি বিচিত্র বাল্যলীলা; সপ্তমে—তৃণাবর্ত্তবধ ও মৃদ্‌ভক্ষণাদি লীলা; অষ্টমে—জননী-কর্ত্তৃক দামবন্ধন ও যমলার্জ্জুন-মোচন-লীলা; নবমে—গোপগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ; দশমে—শ্রীব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ বাল্যলীলা ও বৎসাসুর-বধ; একাদশে—অঘাসুর-বধ ও ব্রহ্ম-বিমোহন-লীলা; দ্বাদশে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের সহচরগণের সহিত গো-চারণ-প্রচার; ত্রয়োদশে—শ্রীকৃষ্ণের কালিয়-দমন এবং দাবানল-নির্ব্বাপণ। ১ম হইতে ১৩শ পূরণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-বিলাস বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ পূরণে—শ্রীকৃষ্ণের গর্দ্দভাসুর-বধ; পঞ্চদশে—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বানুরাগ-লীলা; ষোড়শে—প্রলম্বাসুর-বধ ও দাবানলসর্ব্ব-নিবর্ত্তন-লীলা; সপ্তদশে—বংশীশিক্ষাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীতিকা; অষ্টাদশে—ইন্দ্র-যজ্ঞভঙ্গ ও গো-গণসহ শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজের পূজন; ঊনবিংশে—ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব-স্তম্ভন এবং গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের গবেন্দ্রপদ-প্রাপ্তি; বিংশে—শ্রীনন্দমহারাজের বরুণলোকে গমন ও শ্রীগোলোক-দর্শন; একবিংশে—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রজগোপীগণের বস্ত্রহরণ ও আকর্ষণ-লীলা; দ্বাবিংশে—যজ্ঞপত্নীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা; ত্রয়োবিংশে—শ্রীরাসলীলারম্ভ, প্রথমসঙ্গমজনিত বাকোবাক্য ও সঙ্গীতাদি বর্ণন; চতুর্বিংশে—

শ্রীরাসলীলাক্ষেত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান এবং শ্রীরাধিকার সৌভাগ্য-বর্ণন; পঞ্চবিংশে—গোপীগণের বিপ্রলম্ভ-ক্রন্দন ও শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি; ষড়্‌বিংশে—শ্রীরাস-বিলাসের বিস্তার; সপ্তবিংশে—জলকেলি, বনভ্রমণ ও শ্রীরাসলীলা-সমাপ্তি; অষ্টাবিংশে—শ্রীকৃষ্ণের অম্বিকাবনে গমন ও বিদ্যাধরশাপ-মোচন; ঊনত্রিংশে—শ্রীকৃষ্ণের নির্জ্জনে কৌতুককেলি-বর্ণন; ত্রিংশে—শঙ্খচূড়বধ এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের নির্জ্জন হোরিকাক্রীড়ন (বসন্তোৎসব); একত্রিংশে—বৃষাসুর-বধ, কুণ্ডদ্বয়-প্রকাশ ও শ্রীকৃষ্ণের দশমবর্ষীয় নানা-বিচিত্র-লীলা; দ্বাত্রিংশে—শ্রীকৃষ্ণের কেশিদৈত্য-বধ; ত্রয়স্ত্রিংশ পূরণে—শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় ভক্তগণের সর্ব্বমনোরথ-পূরণ।

পূরণ হইতে ৩৩শ পূরণে শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর-বিলাস বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বচম্পূর উপসংহার :—

সংবৎপঞ্চকবেদষোড়শযুজং শাকং দশেষেকভাগ্-
জাতং যর্হি তদাদিনং বিলিখিতা গোপালচম্পূরিয়ম্।
বৃন্দাকাননবাসিনৈব লঘুনা জীবেন কেনাপি তদ্-
বৃন্দাকাননমেব সন্ন্‌তিকলাং বত্তাং সমন্তাদিহ॥
প্রায়ঃ সর্ব্বা হরেলীলাঃ ক্রমশঃ সূচিতা ময়া।
যথাবৎ লব্ধরুচিভিরুপাস্যতাং মহাত্মভিঃ॥

১৬৪৫ সংবৎ বা ১৫১০ শকাব্দে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া একজন অতি ক্ষুদ্র জীবকর্ত্তৃক (দৈন্যোক্তি) এই সমগ্র গোপালচম্পূ লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়া পরিপূর্ণতা লাভ করুক।

এই গ্রন্থে আমি প্রায় শ্রীকৃষ্ণের সকল প্রকার লীলাই বর্ণনা করিয়াছি। মহাজনগণ স্ব স্ব রুচি-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকার লীলার উপাসনা করুন।

শ্রীগোপালচম্পূর উত্তরচম্পূর মঙ্গলাচরণ—

শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণচৈতন্য। সসনাতনরূপক।
গোপাল। রঘুনাথাপ্ত। ব্রজবল্লভ। পাহি মাম্॥
সম্পূর্ণীভবতাদ্ গোপালচম্পূ-
রেষাং যৎপাদপদ্মাদেব পূর্ব্বা।
এষা তদ্বদুত্তরাপ্যস্তু তা-
দেবং তং কমহং ভজেয়॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! হে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন! হে শ্রীশ্রীগোপাল-রঘুনাথ! হে শ্রীবল্লভ! আপনারা সকলে শ্রীব্রজে আমাকে সর্ব্বকাল প্রতিপালন করুন।

যাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীগোপালচম্পূর পূর্ব্বচম্পূ শীঘ্র সম্পূর্ণ হইয়াছে, এই আরব্ধ উত্তরচম্পূ-রচনাও যাঁহার কৃপাবলেই সমাপ্ত হইবে, সেই অতীব অদ্ভুত প্রভাবযুক্ত মহতীদের ব্যতীত আমরা আর কাহার ভজনা করিব?

শ্রীগোপালচম্পূর উত্তরচম্পূর ৩৭টী পূরণে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইল,—

প্রথম পূরণে—শ্রীব্রজবাসীদিগের অনুরাগসাগরবিস্তার বর্ণন; দ্বিতীয়ে—শ্রীঅক্রূরের ক্রূরতাবিজ্ঞাপনমুখে শ্রীগোপীগণের বিলাপবর্ণন; তৃতীয়ে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমথুরা-প্রস্থান; চতুর্থে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমথুরাপুরপ্রবেশ; পঞ্চমে—হস্তিমল্লাদির সহিত কংসবধকথা; ষষ্ঠে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক পিতৃবর শ্রীনন্দ মহারাজের প্রেরণ; সপ্তমে—শ্রীনন্দমহারাজের শ্রীব্রজপ্রবেশ; অষ্টমে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চতুঃষষ্টিবিদ্যাধ্যয়নসমাপন; নবমে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের যমালয় হইতে গুরুপুত্রানয়ন; দশমে—শ্রীউদ্ধবের ব্রজগমন-সংবাদ; একাদশে—বৃন্দাবনে ভ্রমরদূত-নামক শ্রীরাধিকার বিচিত্র ভাব-প্রকাশ; দ্বাদশে—শ্রীউদ্ধবের নিকট শ্রীব্রজের বার্ত্তা-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টি-বর্ণন।

১ম পূরণ হইতে ১২শ পূরণে শ্রীউদ্ধব-কর্ত্তৃক শ্রীব্রজের আনন্দবর্দ্ধন-নামক প্রথমবিলাস সম্পূর্ণ হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিলাসে ১৩শ পূরণ হইতে একবিংশতি পূরণ পর্য্যন্ত ৯টী পূরণ আছে।

ত্রয়োদশ পূরণে—জরাসন্ধদমন; চতুর্দ্দশে—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কালযবন ও জরাসন্ধের বধ-বিবরণ; পঞ্চদশে—শ্রীবলরামের বিবাহবর্ণন; ষোড়শে—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরুক্মিণীপাণিগ্রহণ; সপ্তদশে—সত্যভামাদি সপ্তকন্যার বিবাহবর্ণন; অষ্টাদশে—শ্রীকৃষ্ণের নরকবধ, পারিজাতহরণ ও ষোড়শ সহস্র কন্যা-বিবাহ; ঊনবিংশে—শ্রীকৃষ্ণের মহাদেববিজয় ও বাণাসুর-যুদ্ধকথা; বিংশে—শ্রীবলদেবের শ্রীব্রজে গমন; একবিংশে—পৌণ্ড্রকাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীবলদেবের পুনরায় দ্বারকায় আগমন; একবিংশ পূরণে শ্রীবলদেবের আগমনে আনন্দপরিপূর্ণ সৌভাগ্যপ্রকাশ-নামক দ্বিতীয়বিলাস সমাপ্ত হইয়াছে।

উত্তরচম্পূর শেষবিলাসে দ্বাবিংশ পূরণ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তত্রিংশ পূরণ পর্য্যন্ত ষোড়শটী পূরণ আছে।

দ্বাবিংশ পূরণে—শ্রীবলরাম-কর্ত্তৃক দ্বিবিদবানরবধ ; ত্রয়োবিংশে—শ্রীনন্দমহারাজসহ ব্রজবাসীদিগের কুরুক্ষেত্রে যাত্রা ; চতুর্বিংশে—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনানন্তর ব্রজবাসিগণের পুনরায় ব্রজে আগমন ; পঞ্চবিংশে—শ্রীউদ্ধবের মন্ত্রণা ; ষড়্‌বিংশে—জরাসন্ধকর্ত্তৃক বদ্ধরাজকুলের মোচন ; সপ্তবিংশে—রাজসূয়-যজ্ঞ ও শিশুপাল-বধ ; অষ্টাবিংশে—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শাল্ববধ ; ঊনত্রিংশে—ভাবি-কথার প্রকাশ-বিস্তার ; ত্রিংশে—দন্তবক্রবধ ও শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় ব্রজাগমন ; একত্রিংশে—শ্রীপৌর্ণমাসী প্রভৃতি কর্ত্তৃক শ্রীরাধিকাদি গোপীবৃন্দের বাধা-সমাধান ; দ্বাত্রিংশে—রাধামাধবানন্দময় বিবাহোদ্যম ; ত্রয়স্ত্রিংশে—শ্রীশ্রীরাধামাধবের অধিবাস মহোৎসব ; চতুস্ত্রিংশে—শ্রীশ্রীরাধামাধবের নানাবিধ অলঙ্কার পরিধান ; পঞ্চত্রিংশে—শ্রীগোষ্ঠমধ্যে মহোৎসবে শ্রীশ্রীরাধামাধবের শুভবিবাহোৎসব ; ষট্‌ত্রিংশে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা প্রভৃতির পরস্পর মিলনরূপ বিলাস-মঙ্গলানুষ্ঠান ; সপ্তত্রিংশে—শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বসুখপূর্ণ শ্রীগোলোক-প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণাগমনে আনন্দপূর্ণ শ্রীব্রজবাসি-প্রসঙ্গে এই তৃতীয় বিলাস সমাপ্ত হইয়াছে।

উপসংহার—

প্রাগার্দ্ধবদ্ভুতবেত্তরবলঃ চম্পূরয়ং বংহতে
তচ্চেদং যদি ভক্তাবিরতবলোকবল্লভাবৃতম্ ।
রাধাকৃষ্ণপরস্পরপ্রীতিকরানন্দা ভবেৎ যেন তে
প্রাপ্তা নিত্যসঙ্গিং বহুং সুখময়ং সর্ব্বোত্তমত্যন্তরে ॥
শ্রীমদ্ধামনেত্রৌদ্বারপশু-খগ-মৃগাঃ গোপিলোকা বিধাত্রা
দাসা দাস্যাঃ সুহৃদঃ সহচরকলকৃতান্ত্যাঃ ত্রিবর্গাঃ ।
প্রোক্তস্তাম্ রাধাপ্রমুখমুখপ্রেক্ষিভিঃ প্রিয়ঃ কথাঞ্চ
অস্মাকং লোকমুক্তপ্রবরমহিবয়ঃ হন্ত । পশ্যায় কর্হি ॥
শ্রীকৃষ্ণ । কৃষ্ণচৈতন্য । সসনাতনরূপক ।
গোপাল । রঘুনাথাপ্ত । ব্রজবল্লভ । পাহি মাম্ ॥

প্রাগারব্ধ পূর্ব্বচম্পূ ও উত্তরচম্পূ এই প্রবন্ধ-রচনাকালে শ্রীশ্রীরাধামাধবলীলাকথাবর্ণন-প্রসঙ্গে হৃদয়ে ইহ ও পর এই উভয়লোকে আমার এক অপূর্ব্ব অমৃতরস আবির্ভূত হইয়াছে, অতএবই আমরা প্রবন্ধনের ফলস্বরূপ অপূর্ব্ব আনন্দ ও সর্ব্বোর্দ্ধ নিত্যগতি লাভ করিব।

শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণের স্থাবর, পক্ষী, মৃগাদি প্রাণিগণ ; কৃষিকার্য্যাদির অনুষ্ঠাতা লোকসমূহ ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি ; রক্তক-পত্রকাদি দাসগণ ; সুরভী প্রভৃতি দাসা বা দাসী সেবকগণ ; শ্রীদামাদি সহচরগণ ; শ্রীবলদেব, শ্রীনন্দ-যশোদাদি জনক-জননী ; চন্দ্রাবলী প্রভৃতি প্রেয়সীগণ, তন্মধ্যে আবার শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়তমা শ্রীরাধিকা ও ললিতাদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ব্রজসুন্দরীগণের দর্শনের উৎকণ্ঠা আমার কবে অহর্নিশ বলবতী হইবে ? হায় ! কবে আমি তাঁহাদের দর্শন পাইব ? (পরবর্ত্তী শ্লোকের অনুবাদ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।)

রসিকজনসুখার্থং সাধয়ামাস শশ্বৎ
ক্রমবদু রসপুষ্টিং সূপবৎ কৃষ্ণচন্দ্রঃ ।
ক্রমমনুকলয়ন্ যঃ পুষ্টিমাপ্নোতি পূর্ণাং
সকলমিহ পরং তাবন্তু বৈরস্যমন্তঃ ॥ ১ ॥
“প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে ।
প্রপন্নজনতানন্দ-সন্দোহং প্রথিতুং প্রভো ॥” ২ ॥
(শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩৭)

কাচিৎ কাচিদিতি প্রোক্তা প্রশস্তাঃ শ্রীশুকেন যাঃ ।
নাম্না তাসাং রহঃকেলিং ব্যক্তং প্রোক্তবি সম্মদঃ ॥ ৩ ॥
যস্যা শ্রীতে কাব্যে নিখিলরসবোধং জনয়তো
কৃতং বার্ত্তাং কর্ত্তুং বত । হরিদশা-ক্রীড়নময়ং ।
বিধাতব্যং নীচৈর্যদি তুণি তত্ত্ব তত্র ন গিরী-
শ্যামুং চাটুং ভীতঃ প্রকটমিতি গোহহং কবিজনঃ ॥ ৪ ॥

অথবা :—

যদা যৎকাব্যং সরসমিহবিখ্যং জনয়তো
কৃতং বার্ত্তাং কর্ত্তুং বত । কুলবধূ-ক্রীড়নময়ং ।
অনন্তুষ্টৌদ্ধাঃ গুণতিকবিধীশ্রীমুক্তিমুতা
জগত্তিস্তারাদ্বে রহসি হরিলেখাং বিতরতি ॥ ৫ ॥

যেরূপ পাচক মধুরাদি ষড়্‌রসযুক্ত বস্তু প্রস্তুত করেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রসিক ভক্তজনগণের সুখবিধানার্থ নিরন্তর ক্রমানুসারে রসপুষ্টিসাধন করিয়া থাকেন। রসিক বিজ্ঞজন যদি ক্রমবিপর্য্যয় না করিয়া এই গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত-রস আস্বাদন করেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্য পুষ্টি

লাভ করিবেন এবং এই গ্রন্থরচনাও সফল হইবে। অধিকারানুসারে আস্বাদনই রসিক আস্বাদকের আস্বাদননৈপুণ্যের পরিচায়ক ॥ ১ ॥

হে বিভো কৃষ্ণচন্দ্র! আপনি গণনাতীত হইয়াও শরণাগত ভক্তগণের আনন্দাভিবর্দ্ধন-কল্পে প্রাপঞ্চিক-লীলায় অভিনয় করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

শ্রীশুকদেব (শ্রীমদ্ভাগবতে) 'কোন কোন রমণী' এই কথা বলিয়া যাঁহাদিগকে অত্যন্ত গোপন করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজললনাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গোপনীয় লীলাবিলাসকথা প্রকাশ করিয়া আমার হৃদয় নিরতিশয় কম্পিত হইতেছে ॥ ৩ ॥

'আমার রচিত কাব্যে সমস্ত রসের সদ্ভাব আছে'—ইহা জ্ঞাপন করিয়া আমি ধৃষ্টতা করিয়াছি। হায়! এই ধৃষ্টতা শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় প্রেয়সীগণের লজ্জাকর হইয়াছে। তবে ধীর পণ্ডিতগণ যদি এই কাব্য দর্শন মাত্র করেন, তাহা হইলে 'কবি নিজেই ভীত হইয়া চাটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন' এই বিবেচনায় পাঠ করিতে নিশ্চয় অঙ্গীকার করিবেন ॥ ৪ ॥

অথবা 'আমার রচিত কাব্যে সমস্ত প্রকার রসের সদ্ভাব আছে, ইহা প্রকাশ করিয়া ধৃষ্টতা করিয়াছি' এইরূপ উক্তি-শ্রবণ অপ্রাকৃত রসজ্ঞগণের পক্ষে কষ্টকর হয়। কারণ, প্রাকৃত কুলবধূদিগেরই এইরূপ শ্রবণে লজ্জা হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত কুলবধূগণকে লজ্জা স্পর্শও করিতে পারেনা। মহাজনগণ জগতের সমস্ত প্রকার চিন্তাস্রোতের বহুদূরে অবস্থান করিয়া হরিসেবায় নিযুক্ত থাকেন বলিয়া তাঁহাদের নিকট ইহা ধৃষ্টতা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না অর্থাৎ এইরূপ বর্ণনাতে কোন-প্রকার দোষ হইতে পারে না ॥ ৫ ॥

উত্তরচম্পূর রচনার কাল—

পবনকলামিতি সম্বদ্বিদ্ বৃন্দাবনাবাসঃ।
জীবঃ কশ্চন চম্পূং সম্পূর্ণীচকার বৈশাখে ॥
অথবা—
বিজ-নবেন্দুশাকমিতিপ্রথমচরণঃ প্রচারণীয়ঃ।

১৬৪৯ সম্বৎ অথবা প্রথমচরণের পরিবর্ত্ত শেষ চরণের অর্থানুসারে ১৫১৪ শকাব্দে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া 'জীব'-নামক কোন ব্যক্তি (দৈন্যোক্তি) এই চম্পূ সমাপ্ত করিয়াছে।

Catalogus Catalogorum এ (Vol. I. P. 208 & Vol. II. P. 32) রঘুরামের পুত্র জীবরাম-নামক এক ব্যক্তির 'গোপালচম্পূ'-নামক গ্রন্থের (তৎকৃত 'রসবতী'-নাম্নী টীকার সহিত) উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ আছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Notices of Sanskrit Mss. পুস্তকে (Vol. I, P. 41 42) জীবরাম-কৃত গোপালচম্পূর বিবরণ আছে।

ষট্‌সন্দর্ভ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-পূজিত শ্রীশ্রীরূপসনাতনের অনুশাসন-অনুসারে শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু 'শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ' রচনা করেন। ইহার নামান্তর 'ষট্‌সন্দর্ভ'। তাহা যথাক্রমে এই—(১) তত্ত্বসন্দর্ভ, (২) ভগবৎ-সন্দর্ভ, (৩) পরমাত্ম-সন্দর্ভ, (৪) শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ, (৫) শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ ও (৬) শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ। 'তত্ত্ব', 'ভগবৎ', 'পরমাত্ম' ও 'শ্রীকৃষ্ণ'—এই চারিটী সন্দর্ভে সম্বন্ধজ্ঞানতত্ত্ব, 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' অভিধেয়-তত্ত্ব ও 'শ্রীপ্রীতি-সন্দর্ভে' প্রয়োজন-তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু কাশীতে ও শ্রীল রূপ-গোস্বামিপ্রভু প্রয়াগে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখে শ্রীমদ্-ভাগবতোক্ত যে-সকল সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা বহু ভক্তিগ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের সংগৃহীত শ্রীগৌরমুখোদ্গীর্ণ সেই সকল সিদ্ধান্ত ও বিচার দাক্ষিণাত্যের কাবেরীতট-নিবাসী শ্রীবেঙ্কটেশ ভট্টের পুত্র শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীরূপসনাতনের নিকট অধ্যয়ন-সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। তাহারই সার পুনরায় সংগ্রহ করিয়া শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতনের সন্তোষের জন্য এক কারিকাগ্রন্থ রচনা করেন। সেই কারিকা-গ্রন্থকেই শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের আকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তত্ত্বসন্দর্ভ—ইহাই প্রথম সন্দর্ভ। শ্রীমদ্ভাগবতের "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" (শ্রীভাঃ ১।২।১১)—এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয়-অবলম্বনে সম্বন্ধ-তত্ত্বাত্মক প্রথম সন্দর্ভ-

চতুষ্টয় রচিত হইয়াছে। তত্ত্বসন্দর্ভের প্রথম শ্লোকে ইষ্ট-বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ বিহিত হইয়াছে।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

যিনি 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয়কে সতত জিহ্বাগ্রে ধারণ করেন অথবা যিনি শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণাদি-বর্ণনরত, যাঁহার অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ, অঙ্গ—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত, উপাঙ্গ—শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি, অস্ত্র—অবিদ্যা-নাশক শ্রীহরিনাম ও পার্ষদ—শ্রীগদাধর, গোবিন্দ প্রভৃতির সহিত যিনি সতত বর্ত্তমান, সুমেধা ভক্তগণ শ্রীহরিনামকীর্ত্তন-যজ্ঞ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চন করেন।

ইহার দ্বিতীয় শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকেরই বিশেষ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। যথা,—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥

যাঁহার অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ এবং বাহিরে গৌরবর্ণ অর্থাৎ যিনি স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও গৌররূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন, যিনি স্বীয় অঙ্গ-উপাঙ্গাদির বৈভব জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শরণাগত হইতেছি।

ইহার তৃতীয় শ্লোকে আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ যথা,—

জয়তাং মথুরাভূমৌ শ্রীল-রূপ-সনাতনৌ।
যৌ বিলেখয়তস্তত্ত্বং জ্ঞাপকৌ পুস্তিকামিমাম্॥

যাঁহারা সপরিকর শ্রীভগবানের তত্ত্ব জানাইবার জন্য আমাকে এই পুস্তিকা লিখিতে প্রবৃত্ত করাইতেছেন, সেই শ্রীমথুরামণ্ডলবাসী শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের জয় হউক।

ইহার চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে গ্রন্থের শ্রৌত-সিদ্ধান্ত-অনুসরণের বিষয় লিখিত হইয়াছে; এই বিষয়টি অন্য ৫টী সন্দর্ভের প্রথমেও লক্ষিত হয়। তাহা এই,—

কোঽপি তদ্বান্ধবো ভট্টো দক্ষিণদ্বিজবংশজঃ।
বিবিচ্য ব্যলিখদ্ গ্রন্থং লিখিতাদ্ বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ॥
তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্ত-ব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতম্।
পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ॥

বৃদ্ধ বৈষ্ণব—শ্রীমধ্বাচার্য্যাদি প্রাচীন বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবত্তত্ত্ববিষয়ক যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই সমস্ত গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন করিয়া 'শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন' নামক মদীয় জ্যেষ্ঠ তাতদ্বয়ের বান্ধব—দাক্ষিণাত্যের বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রীগোপালভট্ট একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন; তাহাতে কোন স্থানে ক্রমানুসারে, কোন স্থানে ক্রমভঙ্গে বা বিচ্ছিন্নভাবে যাহা লিখিত ছিল, সম্প্রতি এই ক্ষুদ্র জীব-কর্ত্তৃক (দৈন্যোক্তি) উক্ত ভট্টপাদের ঐ পূর্ব্বলিখিত বিষয়সকল পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রমানুসারে লিখিত হইতেছে।

এই সন্দর্ভের ষষ্ঠ শ্লোকে অধিকারি-নির্ণয়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে;

যঃ শ্রীকৃষ্ণপদাম্ভোজ-ভজনৈকাভিলাষবান্।
তেনৈব দৃশ্যতামেতদন্যস্মৈ শপথোঽর্পিতঃ॥

যিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ ভজন করিতে উৎসুক, তিনিই এই গ্রন্থ দেখিবেন, অন্যের দর্শন-সম্বন্ধে শপথ থাকিল।

সপ্তম শ্লোকে মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরুবর্গকে প্রণামপূর্ব্বক গ্রন্থারম্ভ-সূচনা প্রকাশিত হইয়াছে—

অথ নত্বা মন্ত্রগুরূন্ গুরূন্ ভাগবতার্থদান্।
শ্রীভাগবতসন্দর্ভং সন্দর্ভং বষ্মি লেখিতুম্॥

অনন্তর মন্ত্রগুরু বা দীক্ষাগুরু এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থোপদেষ্টা গুরুবর্গকে প্রণাম করিয়া 'শ্রীভাগবতসন্দর্ভ' নামক সন্দর্ভগ্রন্থ লিখিতে ইচ্ছা করিতেছি।

অষ্টম শ্লোকে শ্রোতৃবর্গের অনুরাগ-উৎপাদনের জন্য আশীর্ব্বাদমুখে সংক্ষেপে গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের কথা উক্ত হইয়াছে,—

যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-
প্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ।
একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম-তৎপাদভাজাম্॥

যাঁহার চিন্মাত্রসত্তা স্বরূপ কোন কোন স্থানে 'ব্রহ্ম'-নামে অভিহিত হইয়াছেন, যাঁহার অংশ মায়ানিয়ন্তা পুরুষই নিজ-অংশ—মৎস্যাদি লীলাবতার এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি গুণাবতাররূপ বৈভব প্রকাশ করিয়া থাকেন, যাঁহার 'নারায়ণ'-নামক রূপ পরব্যোমে বিলাস করিতেছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শ্রীচরণসেবী ভক্তগণকে নিজের প্রেম অর্পণ করুন।

শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে নিম্নলিখিত মুখ্য বিষয়-সমূহ বর্ণিত আছে—(১) পরব্যোম ও শ্রীভগবান্, (২) অবতারের কার্য্য, (৩) সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব, (৪) অচিন্ত্য বাস্তব বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞানে ও বস্তুসিদ্ধিনিরূপণে বেদপ্রমাণ ব্যতীত প্রত্যক্ষানুমানাদি-লব্ধ প্রাকৃত জ্ঞানের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা ও অকিঞ্চিৎকরত্ব, (৫) তর্কের অপ্রতিষ্ঠা ও শব্দের প্রামাণিকতা, (৬) বেদ ও পুরাণের আবির্ভাব ও তিরোভাব, (৭) শব্দ-প্রমাণের মধ্যে পুরাণই পঞ্চম বেদস্বরূপ, তাহা আবার তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিকভেদে ত্রিবিধ, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক পুরাণই অবলম্বনীয়, তদনুকূল হইলেই অন্যান্য পুরাণের প্রামাণিকত্ব, বেদের অকৃত্রিম ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতই নির্গুণ অমল পুরাণ এবং তাহাই প্রমাণ-শিরোমণি; (৮) শ্রীকৃষ্ণনামের মুখ্য ফল—প্রেম-ভক্তি, (৯) শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের শ্রেষ্ঠতা, (১০) শ্রীমদ্ভাগবতের পরিচয়, (১১) কলিতে শ্রীমদ্ভাগবতেরই প্রাধান্য, (১২) শ্রীশঙ্করাচার্য্যের শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা না করার কারণ, (১৩) শ্রীমধ্বাচার্য্য-শ্রীশ্রীধরাদি আচার্য্যগণের উপাস্য শ্রীমদ্ভাগবত, (১৪) শ্রীবেদব্যাসের তত্ত্বদর্শন, (১৫) ভক্তির স্বরূপশক্তির সহিত অভিন্নত্ব, (১৬) জীবের প্রতি শ্রীভগবানের করুণা, (১৭) অদ্বৈতবাদী ভক্তগণের মত, (১৮) একজীব-বাদ-খণ্ডন, (১৯) সাধনভক্তির প্রয়োজনীয়তা, (২০) নির্বিশেষজ্ঞান অপেক্ষা প্রেমের শ্রেষ্ঠতা, (২১) দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য, (২২) আশ্রয়তত্ত্ব, (২৩) আধ্যাত্মিকাদির আশ্রয়ত্ব-নিরাস, (২৪) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই মুখ্য আশ্রয় ইত্যাদি।

প্রত্যেক সন্দর্ভের উপসংহারে এই অংশটী পরিদৃষ্ট হয়,—

"ইতি কলিযুগপাবন-স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার-শ্রীশ্রীভগবৎ-কৃষ্ণচৈতন্যদেবচরণানুচর-বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজন-ভাজন-শ্রীরূপ-সনাতনানুশাসনভারতীগর্ভে শ্রীভাগবতসন্দর্ভে 'তত্ত্ব-সন্দর্ভো' নাম প্রথমঃ সন্দর্ভঃ।"

কলিযুগপাবন, নিজভজন-বিতরণই যাঁহার অবতারের প্রয়োজন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীচরণের অনুচর এবং এই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পরমপূজ্য শ্রীশ্রীল রূপ-সনাতনের অনুশাসনময় শিক্ষাবাণী যাহার মধ্যে বর্ত্তমান, সেই শ্রীভাগবতসন্দর্ভে 'তত্ত্বসন্দর্ভ'-নামক সন্দর্ভ-গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।

শ্রীভগবৎসন্দর্ভ—মায়াবাদীর নিঃশক্তিক ব্রহ্মের ধারণা ভ্রান্তিমূলক। বস্তুতঃ 'ব্রহ্ম'-শব্দের মুখ্য অর্থে সশক্তিক শ্রীভগবান্‌কে উদ্দেশ করে (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৭।১১১)। ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের ও শ্রীভাগবতের সিদ্ধান্ত। এইজন্যই শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু 'ব্রহ্মসন্দর্ভ' না বলিয়া 'ভগবৎসন্দর্ভ' নাম করিয়াছেন। ইহার মঙ্গলাচরণের শ্লোকটি এই,—

তৌ সন্তোষয়তা সন্তৌ শ্রীল-রূপসনাতনৌ।
দাক্ষিণাত্যেন ভট্টেন পুনরেতদ্বিবিচ্যতে॥
তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতম্।
পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ॥

(এই শ্লোকটী পরবর্ত্তী অন্যান্য সমস্ত সন্দর্ভের মঙ্গলাচরণেই দৃষ্ট হয়।) শ্রীবৃন্দাবন-নিবাসী পরমপূজনীয় শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুদ্বয়ের সন্তোষ-বিধানার্থ দাক্ষিণাত্যবাসী শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভু এই শ্রীভাগবতসন্দর্ভ-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তদ্রচিত গ্রন্থখানি কোথাও ক্রমভঙ্গভাবে, কোথাও বা ক্রমপর্য্যায়ে এবং কোন কোন স্থানে খণ্ডিতভাবে লিপিবদ্ধ ছিল। সেই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া 'জীব'-নামক ক্ষুদ্র আমি (দৈন্যোক্তি) যথাযোগ্য পর্য্যায়ক্রমে লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

এই সন্দর্ভে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে ;—(১) ব্রহ্ম-পরমাত্মার বিচার, (২) বৈকুণ্ঠ ও বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-নিরূপণ ; (৩) ভগবৎস্বরূপের সশক্তিকত্ব, বিরুদ্ধশক্ত্যাশ্রয়ত্ব ; (৪) শক্তির অচিন্ত্যত্ব ও নানাত্ব স্থাপন ; (৫) মায়াশক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি প্রভৃতি ভেদবৈশিষ্ট্য ; (৬) শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব, বিভুতা, সর্ব্বাশ্রয়তা, স্বগুণাদিবিশিষ্টতা, স্বপ্রকাশত্ব, রূপগুণলীলাময়ত্ব, অপ্রাকৃতত্ব, পূর্ণস্বরূপত্ব, পরিচ্ছদসমূহের স্বরূপাংশত্ব ; (৭) বৈকুণ্ঠ, পার্ষদ ও ত্রিপাদবিভূতির অপ্রাকৃতত্ব, ব্রহ্ম ও ভগবানের তারতম্য, ভগবত্তার পূর্ণত্ব, সর্ব্ববেদাভিধেয়ত্ব, স্বরূপশক্তি-বিবরণ, ভগবানের ভেদ-ভেদৈক্যসমন্বয়।

পরমাত্মসন্দর্ভ—ইহা ষট্‌সন্দর্ভের মধ্যে তৃতীয় সন্দর্ভ। ইহাতে নিম্নলিখিত প্রধান বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে,—

(১) পরমাত্মা, অবতার, গুণাবতারের তারতম্য ; (২) জীব, মায়া, জগৎ, পরিণামবাদ-স্থাপন, বিবর্ত্তবাদখণ্ডন,

জগৎ ও পরমাত্মার অনন্তত্ব ; (৩) জগতের সত্যতা ও শ্রীল শ্রীধরস্বামীর সিদ্ধান্ত ; (৪) নির্গুণ ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বযোজনা ; (৫) লীলাবতারসমূহের ভক্তের উদ্দেশে প্রবৃত্তি, ষড়্বিধ লক্ষণ দ্বারা শ্রীভগবানেরই তাৎপর্য্য ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—ইহা ষট্সন্দর্ভের মধ্যে চতুর্থ সন্দর্ভ। এই সন্দর্ভে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে,—একই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব প্রতীতিভেদে 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবৎ'-শব্দবাচ্য ; পরমাত্মার স্থান, স্বরূপাদি-নির্ণয়, তাঁহার স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণ, পরমাত্মার আকার, লীলাবতার-বিচার, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের বৈশিষ্ট্য, স্বয়ং ভগবত্তা-বিচার, শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে অবতরণের কারণ, শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা-সম্বন্ধে যাবতীয় সন্দেহ-নিরসন ও বিবিধ শাস্ত্রের বিরোধোক্তির সমাধান, শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব, শ্রীগীতার প্রতিপাদ্য বিষয়—শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব ও বর্ণাশ্রমাতীত ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ; পরব্রহ্মের বিভুত্ব, স্বয়ং ভগবানের লক্ষণ ; শ্রীবলদেব, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ও শ্রীঅনিরুদ্ধের স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের রূপ, তাঁহার শ্রীধামের স্বরূপ, শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীগোলোকের একত্ব, ভগবৎপরিকরগণের স্বরূপ, যাদবাদির শ্রীকৃষ্ণপার্ষদত্ব, ও গোপাদির নিত্যপার্ষদত্ব, গোপীগণের অপার স্নেহত্যাগ-সম্বন্ধে উক্তির মীমাংসা, শ্রীকৃষ্ণ নিত্য শ্রীনন্দ-যশোদা-নন্দন, প্রকটাপ্রকটলীলার সমন্বয়, শ্রীকৃষ্ণের অবস্থিতিকাল, শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় ব্রজে আগমন, শ্রীমদ্ভাগবতে পুনর্ব্রজাগমনের বিষয় অস্পষ্ট থাকিবার কারণ, অপ্রকটলীলাগত ভাব-বিচার, শ্রীব্রজদেবীগণের স্বরূপ-নির্ণয়, শ্রীরাধার স্বরূপ ও তাঁহার সর্ব্বোৎকর্ষতা ইত্যাদি।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—শ্রীভক্তিসন্দর্ভে অভিধেয়তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতামৃত-সিন্ধু মন্থন করিয়া শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু ও শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতাদি গ্রন্থে যে সকল ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীজীবপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে চিদ্বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুগভীর বিচার ও প্রমাণ-যুক্তিপ্রভৃতির সহিত পরিপুষ্ট করিয়াছেন। বলিতে কি, শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-গ্রন্থের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও আলোচনা না হইলে শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্মে প্রবেশাধিকারই হইতে পারে না। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ভবব্যাধির নিদানচিকিৎসার প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। ভগবদ্বৈমুখ্য হইতেই রোগের উদয়। সুতরাং ভগবৎসাম্মুখ্যই আত্যন্তিক ক্লেশনিবৃত্তি ও নিত্যানন্দলাভের একমাত্র পথ। ব্যাধির নিদান-বিচারে বিপরীত চিকিৎসার ন্যায় ভগবদ্বৈমুখ্য-বিপরীত ভগবৎসাম্মুখ্যের উপদেশই ভক্তিসন্দর্ভে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে ভক্তির সুখাবহত্ব, ভক্তির পরধর্মত্ব, ভক্তিতাৎপর্য্য ব্যতীত কর্ম্মজ্ঞানাদির নিষ্ফলত্ব, সাধুসঙ্গ ও ভক্তির ক্রমবিচার, দেবতান্তরভজন ও বিষ্ণুভজনের তারতম্যবিচার, শ্রীহরিকীর্ত্তন ব্যতীত কেবল দেহযাত্রাদি-নির্ব্বাহের চেষ্টা, সকল যুগেই হরিভজনের কর্ত্তব্যতা, কুতর্ক ও কুতর্কনিষ্ঠার গর্হণ, জীবের শ্রেণীভেদ-দর্শন, ষড়্বিধ তাৎপর্য্য-লিঙ্গদ্বারা ভক্তির অভিধেয়ত্ব-নির্ণয়, চতুঃশ্লোকীতে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা যুগপৎ সর্ব্বদেশ, সর্ব্বপাত্র, সর্ব্বকাল, সর্ব্ব ইন্দ্রিয়, দ্রব্য ও ক্রিয়ায়, সর্ব্ব ফল ও কারকে, সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ে ভক্তির নিত্যবিদ্যমানতা ; ভগবদ্ভক্তি ও ভগবৎসেবা-প্রভাবে সর্ব্বানর্থনাশ, বৈষ্ণবের কৃপাপাবনত্ব, সর্ব্বজীবের ভগবদ্ভক্তি ও সংসার-প্রাপ্তিবিষয়ে সিদ্ধান্ত, ভক্ত্যাভাসফলেও বিষ্ণুপদপ্রাপ্তি, ব্রহ্মবাদী অপেক্ষাও নামাপরাধীর মহিমা, বৈষ্ণব-অপমানের ফল, ভক্তিশৈথিল্যের কারণ, অজামিলের অন্তিমে নারায়ণস্মৃতি-উদয়ের কারণ, ঐকান্তিক ভাবের লক্ষণ, শ্রদ্ধাসম্বন্ধে বিচার, ভক্তিতে অধিকারী ও অনধিকারী বিচার, অনন্যভক্তের দুরাচারত্বের অভাব, ব্রহ্ম-পরমাত্ম-উপাসনার গর্হণ, জীবের স্বরূপবিচার, ভগবদাশ্রিতজনের সংসার-দুঃখের অভাব, সৎসঙ্গ, সাধু-কৃপা, সৎ ও মহতের প্রকারভেদ ; কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম ভাগবতের লক্ষণ-বিচার, শ্রদ্ধা ও ভজনরুচিবর্ণন, শ্রীগুরুস্বরূপ-বিচার, অহংগ্রহোপাসনা এবং ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণ, অকৈতবা ও সকৈতবা ভক্তি, ষড়্বিধা শরণাগতি, সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য, শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি নববিধা ভক্তির বিস্তৃত বিচার ও স্বরূপদর্শক রাগানুগা ভক্তির স্বরূপ-বিচার, গোকুল-লীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব এবং উপসংহারে শ্রীগুরু ও শ্রীভগবদ্-প্রসাদজ সাধন-সাধ্যতত্ত্ব প্রাণপরিত্যাগেও অপ্রকাশ্য ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থসমাপ্তিকালে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু এইরূপ লিখিয়াছেন,—"গুরুঃ শাস্ত্রং যথা কচিদনুগতিঃ সিদ্ধিবিতি যে ষট্সন্দর্ভং চরণকমলা রাজন্তি যয়োঃ। কৃপাপূর-স্নপিতমনসোজ্জ্বলযুগলৈঃ রাধাকৃষ্ণাবনবরতগতৌ তৌ মম

গতিঃ।"—যাঁহাদের উভয়ের শ্রীচরণকমল আমার ধন, শাস্ত্র, শ্রদ্ধা, রুচি, আস্বাদ্যতা ও সিদ্ধি—এই সর্ববিষয়ে বিরাজমান রহিয়াছেন এবং যাঁহাদের নয়নকমলযুগল কৃপা-প্রবাহের ক্ষরণহেতু অভিষিক্ত হইতেছে, সেই অশরণজন-গতি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সর্বদা আমার গতি হউন।

শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ—ইহা ষট্‌সন্দর্ভের ষষ্ঠ সন্দর্ভ। ইহাতে প্রয়োজন-তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ-শ্লোক অন্যান্য সন্দর্ভের ন্যায়। গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—"অথ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভো লেখ্যঃ। ইহ খলু শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যং পরমতত্ত্বং সন্দর্ভচতুষ্টয়েন পূর্ব্বং সম্বদ্ধম্। তদুপাসনা চ ভক্তিসন্দর্ভেনাভিহিতা। তৎক্রম-প্রাপ্তং প্রয়োজনং খল্বধুনা বিবিচ্যতে। পুরুষপ্রয়োজনং তাবৎ সুখপ্রাপ্তির্দুঃখনিবৃত্তিশ্চ। শ্রীভগবৎপ্রীতৌ তু সুখত্বং দুঃখনিবর্ত্তকত্বঞ্চাত্যন্তিকমিতি এতদেকতমং ভবতি।"—অনন্তর শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ লিখিত হইবে। ভাগবতসন্দর্ভের প্রথম সন্দর্ভ-চতুষ্টয়ে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য পরমতত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছেন তাহা সম্বন্ধতত্ত্ব বা উপাস্যতত্ত্ব। তৎপরে ভক্তিসন্দর্ভে তাঁহার উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। সেই ক্রমানুযায়ী এখন প্রয়োজন-তত্ত্ব বিচারিত হইতেছে। পুরুষের প্রয়োজন—সুখপ্রাপ্তি ও আনুষঙ্গিকভাবে দুঃখনিবৃত্তি। শ্রীভগবৎপ্রেমেই আত্যন্তিক সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে।

শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভের উপসংহারে নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোক দৃষ্ট হয়,—

অত্র বিস্তরভয়াদ্‌যো যা যা ব্যাখ্যা ন বিস্তৃতা।
সা শ্রীক্রমসন্দর্ভটীকাং দৃশ্যা রসলিপ্সুভিঃ॥
অনেন যত্নেন সন্দর্ভেণ শাস্ত্রপ্রয়োজনং ব্যাখ্যাতম্।
তথা চৈবমত্র।
আশীর্ভিঃ পরিপালিতঃ প্রবলিতঃ সানন্দমালোকিতঃ
প্রত্যাশং ক্ষুন্নজনোপদ্রববিধৌ শীতোদকা বাদিতঃ।
কুঞ্জাকল্পাঙ্ঘ্রিপ প্রকাশমধুরঃ সর্বাভিলাষিপ্রিয়া
রাধামাধবয়োঃ প্রমোদয়তু মামুল্লাসকল্পদ্রুমঃ॥
তাদৃগ্‌ভাবং ভাবং প্রথয়িতুমিহ যোঽবতারমায়াতঃ।
আদুর্জ্জনশরণং স জয়তি চৈতন্যবিগ্রহঃ কৃষ্ণঃ॥

এইস্থানে গ্রন্থবিস্তারভয়ে যে যে ব্যাখ্যা বিস্তৃত করা হয় নাই, রসলিপ্সু ব্যক্তিগণ সেই সকল ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভের টিপ্পনীতে দেখিবেন। এইরূপে শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভের দ্বারা শাস্ত্রপ্রয়োজন ব্যাখ্যাত হইল। শ্রীবৃন্দাবনে মধুর-প্রকাশবান শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উল্লাস-কল্পবৃক্ষকে পুষ্প-ফলোদয়ের নিমিত্ত সযত্নে পরিপালন ও বর্দ্ধন করেন, আনন্দের সহিত দর্শন করেন এবং আস্বাদন করেন। তাহা সর্ব্বাভিলাষিনী গোপাঙ্গনা আমাকে প্রমোদিত করুন। সেইরূপ ভাববতী ভক্তির বিস্তারকল্পে এই প্রপঞ্চে যে অবতারী অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি দুর্জ্জন পর্য্যন্ত সকলের শরণ, সেই শ্রীচৈতন্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহ বর্ণিত হইয়াছে,—পুরুষার্থ-বিনির্ণয়, মুক্তির স্বরূপনির্ণয়, মুক্তির পরম-পুরুষার্থতা, প্রীতির পরমপুরুষার্থতা, বিবিধপ্রকার মুক্তির স্বরূপ, ব্রহ্ম ও ভগবৎসাক্ষাৎকার, বহিঃ ও অন্তঃসাক্ষাৎকার, পঞ্চবিধা মুক্তির স্বরূপ ও তারতম্য, ভগবৎপ্রীতির শ্রেষ্ঠত্ব, মুক্তপুরুষগণের শ্রীহরিভজন, শুদ্ধভক্তের প্রার্থনীয় বস্তু, শুদ্ধভক্তের অন্য কামনার সমাধান, ভগবৎপ্রীতির লক্ষণ, প্রীতির আবির্ভাবের ক্রম, প্রীতির তারতম্য ও ভেদ, গোপ-গোপীগণের প্রীতির উৎকর্ষ, প্রীতির রসাবস্থা, দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্যের রসভাবনাবিধি, আলম্বনাদি ভাব ও পৃথক্ পৃথক্ ভাবের দ্বাদশ রসের বিচার এবং সর্বশেষে উজ্জ্বল-রসের স্বরূপবিচার।

ক্রমসন্দর্ভ—ইহা দ্বাদশ স্কন্ধযুক্ত সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীমজ্জীবগোস্বামি-বিরচিত ব্যাখ্যা। গ্রন্থকার ষট্‌সন্দর্ভ রচনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমব্যাখ্যামুখে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজননির্ণয়-প্রদর্শনহেতু ইহা সপ্তম সন্দর্ভরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ক্রমসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে নিম্নলিখিত কতিপয় শ্লোক দৃষ্ট হয়—

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১॥

শ্রীমদ্ভাগবতং নৌমি যস্যৈকস্য প্রসাদতঃ।
আত্মারামানপি আয়াতি সর্ব্বঃ সর্ব্বাগমানপি॥ ২॥

শ্রীভাগবতসন্দর্ভান্ শ্রীমদ্বৈষ্ণবতোষণীম্।
দৃষ্ট্বা ভাগবতব্যাখ্যা লিখ্যতেঽত্র যথামতি॥ ৩॥

যদত্র স্খলিতং কিঞ্চিৎ [illegible] [illegible]
ক্ষেমং ন তত্তৎকার্য্যং সমাধেয়ং [illegible]॥ ৪॥

যেষাং প্রোৎসাহনেনাহমস্মিন্ প্রবৃত্তোঽত্যন্তসাহসে ।
তে দীনানুগ্রহব্যগ্রাঃ শরণং মম বৈষ্ণবাঃ ॥ ৫ ॥

যিনি জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা অজ্ঞানতিমিরান্ধ আমার দিব্যচক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আমি নমস্কার করি ॥ ১ ॥

যে একটিমাত্র গ্রন্থের কৃপায় যে-কোন ব্যক্তি অজ্ঞাত আগমসমূহের তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারেন, আমি সেই শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রণাম করি ॥ ২ ॥

শ্রীভাগবতসন্দর্ভসমূহ ও শ্রীবৈষ্ণবতোষণী অবলোকন করিয়া যাহা চিত্তে স্বতঃ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তদনুসারে এই শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা মৎকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

এই ক্রমসন্দর্ভের মধ্যে যে-সকল প্রমাণ-বাক্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা যদি অনবধানবশতঃ কোন-স্থলে স্খলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা সমাবেশকারী আমারই ভ্রম বলিয়া জানিবেন, তত্তৎ শ্লোকাদির রচয়িতার নহে (গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি) ॥ ৪ ॥

যাঁহারা উৎসাহিত করায় আমি এই অত্যন্ত সাহসিকতার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, দীনজনের প্রতি কারুণ্যপ্রকাশে ব্যগ্র সেই বৈষ্ণবগণই আমার একমাত্র আশ্রয় ॥ ৫ ॥

অথ শ্রীভাগবতশ্লোকব্যাখ্যাভিলাষবশতয়া শ্রীভাগবত-সন্দর্ভনামানং গ্রন্থমারভমাণো মহাভাগবতকোটিবিবিধবিবিদিষিত-নিষ্টঙ্কিত-তত্ত্বার্থং নিজাবতারপ্রচারপ্রচারিত-স্ব-স্বরূপ-ভগবৎপদকমলাবলম্বি-দুর্ল্লভপ্রেমপীযূষময়-গঙ্গাপ্রবাহ-সহস্রং স্ব-সম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনামানং ভগবন্তং কলিযুগেঽস্মিন্ বৈষ্ণবজনোপাস্যাবতারতয়ার্থবিশেষালিঙ্গিতেন শ্রীভাগবতপদ্যেন স্তৌতি। * * অধুনা তু শ্রীমদ্ভাগবত-ক্রমব্যাখ্যানায় তত্রাপি সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজননির্দ্দেশনায় চ সংক্ষেপতঃ ক্রমসন্দর্ভোঽয়মারভ্যতে ।

শ্রীভাগবতনির্ব্বাহ্যা টীকাবৃত্ত্যাদি যৈঃ কৃতা ।
শ্রীধরস্বামিপাদাদ্যান্ বন্দে তান্ ভক্ত্যেকরক্ষকান্ ॥
স্বামিপাদৈর্ন যদ্ব্যক্তং যদ্ব্যক্তং চাস্ফুটং ক্বচিৎ ।
তত্র তত্র চ বিজ্ঞেয়ঃ সন্দর্ভঃ ক্রম-নামকঃ ॥

অনন্তর ভক্ত-ভাগবতজনগণের কল্যাণাভিলাষে 'শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ'-নামক গ্রন্থ-রচনা আরম্ভ করিয়া কোটি কোটি মহাভাগবত বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা যাঁহার তত্ত্বার্থ নির্ণয় করিয়াছেন, যিনি নিজ ভক্তগণ দ্বারা শ্রীভগবৎস্বরূপ ও শ্রীভগবৎপ্রেমসুধানদীর প্রবাহ সহস্রধারায় সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন, যিনি সহস্র সহস্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অধিদেবতা সেই 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব'-সংজ্ঞক শ্রীভগবান্‌কে এই কলিযুগে বৈষ্ণবজনগণের উপাস্য সমস্ত সদর্থশাস্ত্রতাৎপর্য্যসারস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্লোকদ্বারা প্রকার স্তুতি করিতেছেন। * * সম্প্রতি শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমব্যাখ্যা ও সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-নির্দ্দেশ-প্রদর্শনের নিমিত্ত এই 'ক্রমসন্দর্ভ'-নামক সংক্ষেপ সন্দর্ভ রচনা আরম্ভ করিতেছি।

যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতরূপ গ্রন্থরত্নের অর্থপ্রকাশিকা টীকা প্রস্তুত করিয়া বিতরণ করিয়াছেন, সেই ভক্ত্যেকরক্ষক শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণকে আমি বন্দনা করি। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ (তাঁহার টীকাতে) যাহা ব্যক্ত করেন নাই, অথবা কোথাও কোথাও যাহা অস্ফুটভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত বিষয়ের (বিস্তৃত) ব্যাখ্যাই 'ক্রমসন্দর্ভ' বলিয়া জানিবেন।

ক্রমসন্দর্ভের উপসংহারে নিম্নলিখিত শ্লোকত্রয় পরিদৃষ্ট হয়,—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহঃ ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ ১ ॥
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ।
সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণঃ ॥ ২ ॥
এবং সহস্রনামোক্ত-কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞিতঃ ।
মাং পাপাপরাধেভ্যঃ স্বপ্রেমদানেন পুনাতু ॥ ৩ ॥

শ্রীনাম চিন্তামণিস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহস্বরূপ এবং শ্রীনামী হইতে শ্রীনামের অভেদহেতু শ্রীনাম পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। যাঁহার শ্রীঅঙ্গের কান্তি কনকসদৃশ, যাঁহার অবয়ব সর্ব্বশুভলক্ষণযুক্ত ও চন্দনচর্চ্চিত, যিনি (লোকশিক্ষার্থ) সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিয়াছেন, শমতাযুক্ত ও শান্তিনিষ্ঠাপরায়ণরূপে সহস্রনামোক্ত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নামে বিখ্যাত, সেই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু আমাকে অপরাধসমূহ হইতে পরিত্রাণ করিয়া নিজপ্রেমের বিতরণ প্রদানপূর্ব্বক শোধন করুন ॥ ১-৩ ॥

ক্রমসন্দর্ভরচনার কোনও কাল লিখিত নাই।

সর্ব্বসম্বাদিনী—শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর রচিত গ্রন্থাবলীর পূর্ব্ব-তালিকা কোন প্রামাণিক-গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মঃ ১।৪২-৪৫) শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভুকে "যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল, তার অন্ত নাই।" ইহা বলিয়া কেবল তাঁহার 'শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ' ও 'শ্রীগোপালচম্পূ'-গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। 'শ্রীভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থে শ্রীজীবপ্রভুর যে সংস্কৃত ও বাংলা পদ্যে গ্রন্থের তালিকা দৃষ্ট হয়, তাহাতেও তালিকার শেষে 'ইত্যাদয়ঃ' পদ থাকায় সেই তালিকাটীও সম্পূর্ণ নহে জানা যায়। ঐ তালিকায় শ্রীল শ্রীজীবপ্রভুর 'সর্ব্বসম্বাদিনী'-গ্রন্থের কোনও উল্লেখ নাই। বস্তুতঃ এই 'সর্ব্বসম্বাদিনী'-গ্রন্থেই শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু বিশেষভাবে বেদান্তবিচার-অবলম্বনে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। সর্ব্বসম্বাদিনীর মঙ্গলাচরণের শ্লোক হইতে জানা যায়, এই গ্রন্থ শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা। যথা,—

শ্রীকৃষ্ণং নমতা নাম সর্ব্বসম্বাদিনী ময়া।
শ্রীভাগবত-সন্দর্ভানুব্যাখ্যা বিরচ্যতে॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া আমি শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের 'সর্ব্বসম্বাদিনী' অনুব্যাখ্যা রচনা করিতেছি। বস্তুতঃ এই অনুব্যাখ্যা শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের পরিশিষ্ট বা পরিপূরক-বিশেষ; যদিও ইহাতে শ্রীভাগবতসন্দর্ভের প্রথম চারিটী সন্দর্ভেরই অর্থাৎ তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভেরই অনুব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। সর্ব্বসম্বাদিনীর মঙ্গলাচরণে ক্রমসন্দর্ভের ন্যায়ই স্বসম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈব শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের অবতারিত্ব-সম্বন্ধে বিচার করিয়া তত্ত্বসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যারূপে প্রথমতঃ দশবিধ প্রমাণের মধ্যে শব্দপ্রমাণের শ্রেষ্ঠতা, শব্দশক্তি-বিচার, স্ফোটবাদ, মহাবাক্যার্থবিপর্য্যয়োপপাদন, শ্রীভগবৎ-স্বরূপবিনির্ণয়, সমাধিবিচার, শ্রীভগবানের বিগ্রহত্বে অদ্বৈতবাদীর পূর্ব্বপক্ষ এবং শ্রীমধ্বাচার্য্য ও শ্রীরামানুজাচার্য্যের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিচার করিয়া তত্ত্বসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা সমাপ্ত করিয়াছেন।

সর্ব্বসম্বাদিনীর ভগবৎসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ প্রধানতঃ বিচারিত হইয়াছে,—

শক্তিসিদ্ধান্ত, শক্তি-স্বীকারে দোষ নিরস্তা, 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ'-সূত্রব্যাখ্যা, নির্ব্বিশেষবাদখণ্ডন, ত্রিবিধ ভেদ-বিচার, ভগবদ্বিগ্রহের নিত্যতা, শ্রীবিগ্রহের পরিচ্ছিন্নত্ব ও অপরিচ্ছিন্নত্ব, শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয় প্রভৃতি।

পরমাত্ম-সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় অনুভূতি, অহংপ্রত্যয়, জীবের অণুত্ব, জীবের জ্ঞাতৃত্ব, জীবের ভোক্তৃত্ব, জীবের পরমাণুত্ব, পরিচ্ছেদাদি মতবাদ-বিবেচন, ব্রহ্ম হইতে অণুচৈতন্য জীবসমূহের ভিন্নত্ব বিবর্ত্তবাদ-খণ্ডন, পরিণামবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত, চতুর্ব্যূহ-বিচার, সাত্বত-পঞ্চরাত্র-মত-সমর্থন ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় সর্ব্বসম্বাদিনীতে অবতার-তত্ত্বের বিচার, শ্রীকৃষ্ণের কেশাবতারত্ব খণ্ডন, শ্রীকৃষ্ণনামের শ্রেষ্ঠত্বহেতু তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তা, শ্রীকৃষ্ণভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতমতা, শ্রীগোপীগণের ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

Catalogus Catalogorum নামক গ্রন্থতালিকা পুস্তকে (Vol I, Page 207) 'মুক্তাচরিত' ও 'স্তবমালা' গ্রন্থ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর রচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা একমাত্র শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর রচিত 'মুক্তাচরিত'-গ্রন্থই দেখিতে পাই। স্তবমালা—শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর রচিত ও শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর দ্বারা সংগৃহীত স্তবপূর্ণ গ্রন্থ। ইহা শ্রীজীবপ্রভু ঐ গ্রন্থসঙ্কলন-কালে উপক্রমে স্বয়ংই বলিয়াছেন। যথা,—

শ্রীমদীশ্বররূপেণ রসামৃতকৃতা কৃতা।
স্তবমালানুজীবেন জীবেন সমগৃহ্যত॥

ঈশ্বর শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু, যিনি 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' রচনা করিয়াছেন, তৎকর্ত্তৃক রচিত স্তবমালা তাঁহারই অনুগত এই জীব (শ্রীজীবপ্রভু) সংগ্রহ করিয়াছে।

(মহামহোপাধ্যায় কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রি-সম্পাদিত) মান্দ্রাজ Government Oriental Manuscripts Libraryর পুঁথির তালিকার ৪র্থ খণ্ডে ৩৪৭১-২ পৃষ্ঠায় 'শ্রীজাহ্নবাষ্টকম্' নামে একটি-স্তোত্র (3053x নং পুঁথি) শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর রচিত বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তোত্রে আটটী শ্লোকে শ্রীসূর্য্যদাস সরখেলের আত্মজা শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীশ্রীজাহ্নবাদেবীর স্তুতি করা হইয়াছে।

আরম্ভ :—

অনঙ্গমঞ্জরীখ্যাতে ব্রজে শ্রীরাধিকানুজে।
সূর্য্যদাসসুতে দেবি জাহ্নবে ত্বং প্রসীদ মে॥

উপসংহার :—

পঠেচ্ছ্রীজাহ্নবাদেব্যা অষ্টকং প্রয়তঃ সদা।
শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজমধুপঃ স্যাৎ স বৈ সুধী॥

পুষ্পিকা :—

ইতি শ্রীজীবগোস্বামিবিরচিত শ্রীমাধবমহোৎসবং সম্পূর্ণম্।

Aufrecht এর তালিকার ১ম খণ্ড ২০৭ পৃষ্ঠায় শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর গ্রন্থ-তালিকার মধ্যে 'সারসংগ্রহ' নামে একখানি পুঁথির উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার 'Notices of Sanskrit Manuscripts' এর ৫ম খণ্ডের ৩০৩-৩০৫ পৃষ্ঠায় উক্ত পুঁথির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

Beginning (প্রারম্ভ) :—

শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরে কৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্ণি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ॥
আবদ্ধাঞ্জলিং হস্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥
শ্রীকৃষ্ণচরণং নৌমি শরণং মম সর্বদম্।
হরণং সর্বদুঃখানাং শরণং যত্র তত্রাপি॥
শ্রীযুক্তরূপপদদ্বন্দ্ব কল্যানসন্ততেঃ।
অনোত্ম যদি কারুণ্যং যথাত্রৈকগতৌ সতঃ॥
স্বমনোভ্রান্তিবৃত্তকার্ণ্যাতাপবাধিতে মম।
শ্রীরূপকৃতগ্রন্থানাং কোহপি কোহপি বরঃ স্ফুটঃ॥
জয়তাং মথুরাভূমৌ শ্রীল-রূপসনাতনৌ।
যৌ বিলেখয়তস্তত্ত্বজ্ঞাপিকাং পুস্তিকামিমাম্॥
শ্রীল-রূপকবীন্দ্রস্য পাদপদ্মবর্ণিনম্।
স্বকৃতাং মানসে সন্যস্য মম সন্তত দুর্মতেঃ॥

End (উপসংহার):—

শ্রীমদ্রাধাচরণরতিকাস্বশ্রীযুতায়াং .
বারং বারং রসিক-সরসি প্রেমতঃ প্রবর্তন্।
যেনাদ্ভুতে পুনরপি কথা শ্রীমুকুন্দস্য আরা-
ধ্যানন্দং প্রভুমধুপমং বা সমীহং বিধাতা॥

Colophon (পুষ্পিকা) :—

ইতি শ্রীজীবগোস্বামিকৃতঃ সারসংগ্রহঃ সমাপ্তঃ।

এই গ্রন্থ শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর লিখিত কিনা, তাহা বিচার্য। মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকটী— "শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা" ইত্যাদি শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুর শিষ্য শ্রীগোপালগুরুগোস্বামিপ্রভুর হরিনামার্থ-নির্ণয়েও দৃষ্ট হয়। (শ্রীচৈঃ শিঃ ৪৬ দ্রঃ)। দ্বিতীয় শ্লোকটী "আবদ্ধানঞ্জলিং হস্তৈঃ" শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি প্রভুর 'মুক্তাচরিতে'র উপসংহারের প্রথম শ্লোক। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ মায়াবাদ খণ্ডনপূর্বক স্বকীয়-সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে।

Catalogus Catalogorumএর ৩য় খণ্ড ৩৭ ও ৪৪ পৃষ্ঠায় শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদের শ্রীজীবগোস্বামিকৃত টীকার নামোল্লেখ আছে।

আধ্যাত্মিক, সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক-সম্প্রদায় শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর গ্রন্থাবলী-সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক ভ্রমেও পতিত হইয়াছেন। মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত (১৯৩৭) M. Krishnamachariar তাঁহার History of Classical Sanskrit Literature পুস্তকের ২৮৯ পৃষ্ঠায় শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর "শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু" ও "শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী"কে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর গ্রন্থ-তালিকার মধ্যে ধরিয়াছেন। "Indian Culture" (১৯৩৪-৩৫) পত্রিকায় কয়েক বর্ষ "Theology & Philosophy of Bengal Vaisnabism" শীর্ষক প্রস্তাবসমূহে ষট্সন্দর্ভ-সম্বন্ধে যে সমালোচনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে নানা-প্রকার ভ্রম ও আধ্যক্ষিক চিন্তাস্রোত প্রবিষ্ট হইয়াছে। ষট্সন্দর্ভের প্রারম্ভেই শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু আধ্যক্ষিক পাঠকগণের প্রতি যে শপথ অর্পণ করিয়াছেন, তাহা উল্লঙ্ঘন করায় ঐরূপ বিপত্তি ঘটিয়াছে।

যাঁহারা শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথার বা শ্রীগৌরসুন্দরের অনর্পিতচর প্রেমসিন্ধু স্পর্শ লাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীগৌর-প্রণয়ি-ভক্তের নিকট শ্রীল শ্রীজীবপ্রভুর ষট্সন্দর্ভ-গ্রন্থ আলোচনা করিলে কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন। শ্রীমায়াপুরে বর্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যবর্য শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামিঠাকুর শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর শিক্ষানুসারে আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই জীবন নিয়মিত করিয়া হরিভজন করিবার জন্য স্বয়ং আচরণ করিয়া নিয়ত উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

পৌষী শুক্লা তৃতীয়া তিথি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতেরও অপ্রকট-তিথি। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত পূর্ব্ববঙ্গে গৌহাটি-অঞ্চলে আবির্ভূত হন। মাতা-পিতার অপ্রকটের পরে তিনি গঙ্গাতীরে বাস ও বৈষ্ণব-সঙ্গে কাল কাটাইবার জন্যই শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথমিশ্রের গৃহের নিকটে আসিয়া বাস করেন। শ্রীগৌরসুন্দর বাল্য-লীলায় শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের গৃহ হইতে শ্রীএকাদশীদিবস শ্রীবিষ্ণুনৈবেদ্য আনাইয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগদীশকে শ্রীহরিনাম-প্রচারের জন্য শ্রীজগদীশ-ক্ষেত্রে (শ্রীনীলাচলে) গমন করিতে আদেশ করেন। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনীলাচলে শ্রীনাম-প্রচারের কালে শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট প্রার্থনা-ফলে শ্রীজগন্নাথ-শ্রীমূর্ত্তি লইয়া আসিয়া চাকদহ-থানার অধীন গঙ্গাতীরস্থ যশড়াগ্রামে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীব্রজে যিনি 'চন্দ্রহাস'-নামে প্রসিদ্ধ রসজ্ঞ নর্ত্তক ছিলেন, তিনিই শ্রীগৌরলীলায় নৃত্যবিনোদী শ্রীজগদীশ পণ্ডিত।

"শ্রীজগদীশ পণ্ডিত হয় জগৎপাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে, যেন বর্ষা ঘন ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১১।৩০)

গত ২২শে অগ্রহায়ণ সোমবার জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পঞ্চম বার্ষিক বিরহোৎসব গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামি-ঠাকুরের আনুগত্যে ও সর্ব্বাধ্যক্ষের সেবোদ্যোগে নিরন্তর শ্রবণকীর্ত্তনমুখে সর্ব্বত্র সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে অগ্রণী করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির হইতে একটী বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-মণ্ডলী প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত "যে আনিল প্রেমধন" গীতিটী কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীধাম-পরিক্রমা করেন। তৎপরে শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ আবেগময়ী ভাষায় 'শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহানুস্মৃতি'-সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তনের পর ১৯শ-২০শ সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে 'শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ' প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ভোগারাত্রিকান্তে সমবেত সজ্জনমণ্ডলী, ভক্তবৃন্দ ও দর্শনার্থিগণকে শ্রীমহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা-নির্দ্দেশানুসারে "শ্রীরূপমঞ্জরীপদ" গীতি-কীর্ত্তনের পর শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থগোস্বামী মহারাজ ১৬শ-১৭শ সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে "গুরুজনবর্গে অপরাধ" প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব "ক্ষুধা অদর্শন-আদি, সহনে আগুন দেহী"—এই মহাজন-পদটী ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীগুরুবর্গের বিরহ-উৎসবের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বুঝাইয়া দেন। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে পণ্ডিতবর শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু ও শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু বিরহ-সংখ্যা গৌড়ীয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে—শ্রীল সাগর মহারাজ বিরহসংখ্যা গৌড়ীয় পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং শ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথিপূজার তাৎপর্য্য, শ্রীগুরুপাদপদ্মের শিক্ষা ও আচার-প্রচার বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুর মূল-গায়কত্বে বিরহ-সূচক মহাজনগীতি-কীর্ত্তনান্তে সমবেত সজ্জনগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ১লা পৌষ গৌড়ীয়-মিশনের পরিচালক-সমিতির তত্ত্বাবধানে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীশ্রীল মহেশপণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাবতিথি-পূজা-মহোৎসব চাকদহ [illegible] শ্রীপাটে তাঁহার গুণমহিমা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও প্রসাদ-বিতরণমুখে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

সত্বর শ্রীশ্রীভজনামৃত-শিক্ষা—শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদকৃত 'শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-স্মরণমঙ্গল'-ধৃত শ্রীভজনামৃতশিক্ষা-মূলক ত্রয়োদশ শ্লোক, মহামহোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি-কৃত 'বিকাশিনী'-টীকা, গৌড়ীয়সম্পাদক-সঙ্কলিত 'আস্বাদন'-ভাষ্য, তথা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত শ্রীআম্নায়দশমূল, শ্রীভগবদ্গীতাদশমূল, শ্রীমদ্ভাগবতদশমূল, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-দশমূল, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালার ভক্তিষট্ক এবং দশমূলনির্য্যাস অনূদিত হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চবার্ষিক-বিরহতিথিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
অপ্রতিহত [illegible]
[illegible] লেখা।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীভক্তিবিনোদ ধারা প্রবল
'ফল্গু' বলিয়া [illegible]॥

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৩রা মাঘ, ১৩৪৮ ; ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪২ {২৪শ-২৫শ সংখ্যা

"তুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহী"

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহে প্রকৃত শিষ্যের চিত্তবৃত্তি কিরূপ হয়, তাহা শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়,

"তুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহী,
চিরদিন তাপিত জীবন।"

—এই পদের মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। হে শ্রীরূপ! তোমার বিচ্ছেদরূপ সর্পের বিষে আমার দেহী অর্থাৎ জীবাত্মা জারিত হইয়াছে। সেই বিষের জ্বালায় আমার জীবন দীর্ঘকাল যাবৎ সন্তপ্ত।

এই বিরহসূচক গীতিটী শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহবাসরে কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপযোগী। শ্রীগুরুপাদপদ্ম— মুকুন্দপ্রেষ্ঠ।

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥
(শ্রীমনঃশিক্ষা, ২য় শ্লোক)

হে মন, তুমি বেদবিহিত ধর্ম্ম-অথবা বেদনিষিদ্ধ অধর্ম্ম কোনটীরই অনুষ্ঠান করিও না; পরন্তু ইহলোকে শ্রীব্রজধামে বাস করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রচুর সেবা বিস্তার কর। তুমি শ্রীশচীনন্দনকে শ্রীনন্দনন্দন ও শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমজন-জ্ঞানে নিরন্তর স্মরণ কর।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

নিখিল শাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরি-স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও সেইরূপেই যাঁহাকে ভাবনা করিয়া থাকেন, তথাপি যিনি অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-

সমস্ত শ্রৌতধারায় বিশ্ববিশ্রুতের একান্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্—নিত্যভৌম শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। তাঁহার অদর্শনই বিচ্ছেদ বা বিরহ। বর্ত্তমানকালে ইন্দ্রিয়ের অগোচর-অবস্থা নামই অদর্শন। কিন্তু সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের অদর্শন প্রবিচ্ছেদের মধ্যে নিত্য চেতনবস্তুর সাক্ষাৎ-সন্দর্শন হইয়া থাকে। অনিত্য বস্তুর বিনাশ হয়, আর নিত্য বস্তুর অন্তর্দ্ধান বা অপ্রকট হইয়া থাকে। অপ্রকট অর্থে শুদ্ধ অবস্থায়—সম্পত্তি দশায়—বস্তুসিদ্ধিতে স্থূলবর্ণ-রহিত অবস্থানে অবস্থিতি বা নিত্য সচ্চিদানন্দ পার্ষদ-তনুতে অবস্থান। অনিত্যবস্তুর অদর্শনের ন্যায় নিত্যবস্তুর অদর্শন বা অন্তর্দ্ধান নহে। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন যে, অপ্রাকৃত বস্তুর অদর্শন ব্যাপারটীও সত্য ও নিত্য—'চিরদিন তাপিত জীবন'। যদিও, শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু নিত্য শ্রীভগবৎপার্ষদ—শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ।

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

যিনি শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্ট এই ভূতলে স্থাপন করিয়াছেন, সেই শ্রীরূপ কবে আমাকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সমীপে স্থান প্রদান করিবেন—আমাকে অন্তেবাসী অর্থাৎ শিষ্য বলিয়া আত্মসাৎ করিবেন!

কোনও যুগে, কোনও অবতারে যাহা প্রদত্ত হয় নাই, সেই অনর্পিতচর শ্রীকৃষ্ণপ্রেম স্বয়ং পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রদান করিয়াছেন। সেই স্বয়ংরূপের নিজরূপ ও অন্তরঙ্গ-জনই শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু। তাঁহার অদর্শন বা বিরহ ইন্দ্রিয়াতীত ভূমিকায় অবস্থিত।

প্রপঞ্চস্থিত জীবগণ শিক্ষাভিমানী হউক বা নাই-ই হউক, যিনি শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট স্থাপন করিতে আসেন, তিনি বিপ্রলম্ভে যে অভিসারের পথে চলিয়াছেন, যাঁহারা সেই পদাঙ্কের অনুগমন করিতে পারেন, তাঁহারাই শ্রীগুরুদেবের দর্শী হন; আর যাহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অভীষ্ট সচ্চিদানন্দ-বস্তু প্রীতির বিরুদ্ধে কার্য্য করে, তাহাদের বহির্মুখতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাজন স্বধামে চলিয়া যান। ইহাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের অদর্শন। এই অদর্শন বহির্মুখের হৃদয় স্পর্শ করে না, কিম্বা আসক্তির শোক-মোহাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়তর্পণের অভাব বা আশঙ্কা-নিবন্ধন যে ক্ষণিক অস্ফূর্ত্তি হয়, তন্মধ্যেও সম্ভোগবাদ বা সংসারের কথা হয় না। বিরহীর হৃদয়ে সংসার নাই। তাঁহার দেহস্মৃতিই নাই, কিরূপে সংসার থাকিবে? দেহারামতাই সংসার।

"দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাহাঁ তার,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহসমুদ্র-জলে, কামতিমিঙ্গিল গিলে,
গোপীগণে নেহ তার পার॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৩।১৪২)

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অদর্শন অর্থে সাধারণ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় প্রকৃতিতে বা মহাভূতে লয়প্রাপ্তি নহে। যে বস্তুর অদর্শন হয়, তাহার নিত্যত্ব কিরূপে হইতে পারে? সৃষ্টি ও ধ্বংস, জন্ম ও মৃত্যু ত' প্রকৃতিজাত বস্তুর ধর্ম্ম। ইহার উত্তর এই যে, শ্রীভগবানের আবির্ভাব-শক্তি নিত্যসিদ্ধ লীলাপরিকরগণকে এই জগতে আনয়ন করেন, আর তিরোধানশক্তি তাঁহাদিগকে নিত্যধামে লইয়া যান।

যখন অভীষ্টদেবের প্রীতির সহায়তা—তাঁহার সংকীর্ত্তনের যোগান করিবার সুযোগ হইতেছে না, তখন সেই দুঃখে শিষ্য আত্মহত্যা করিতে চাহেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু সর্ব্বদা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে পারিবেন না, এই বিচারে রথের চাকার নিচে নিজের দেহ বিসর্জ্জন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

নির্ব্বেদ হইল পথে, করেন বিচার।
নীচ-জাতি, দেহ মোর—অত্যন্ত অসার॥
জগন্নাথে গেলে তাঁর দর্শন না পাইমু।
প্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিমু॥
মন্দির-নিকটে শুনি তাঁর বাসা-স্থিতি।
মন্দির নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি॥
জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য্য-অনুরোধে।
তাঁর স্পর্শ হৈলে মোর হ'বে অপরাধে॥
জগন্নাথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির।
তাঁর রথ-চাকায় ছাড়িমু এই শরীর॥
মহাপ্রভুর আগে আর দেখি' জগন্নাথ।
রথে দেহ ছাড়িমু,—এই পরম-পুরুষার্থ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।৬-৯, ১১-১২)

নিত্যভক্তের অদর্শনের আশঙ্কা করিয়াই এইরূপ আর্তি ও আকৃতি উদিত হয়। যদিও শ্রীমন্মহাপ্রভু বলাৎকারে নিত্যশ্রেষ্ঠ শ্রীসনাতনপ্রভুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং শ্রীসনাতনের শ্রীঅঙ্গের কণ্ডুরসা (?) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুখ উৎপাদন করিয়াছিল, তথাপি শ্রীসনাতন তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। আবার দেহত্যাগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দুঃখ হইবে, এজন্য শ্রীসনাতনের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে বলিয়াছিলেন,—"তোমার দেহ আমার নিজধন, আমি তাহা আত্মসাৎ করিয়াছি; তুমি পরের দ্রব্য কি করিয়া বিনাশ করিতে পার?" বস্তুতঃ প্রেমিক অনুরাগী ভক্ত যে গাঢ় বিপ্রলম্ভে নিজের দেহত্যাগের ইচ্ছা করেন, তাহা সম্পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণেচ্ছাদ্বারা চালিত ও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-চেষ্টাময়; তাহাতেই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি।

প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহ না পায় মরিতে॥
গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
অতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।৬১-৬২)

শ্রীরুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ করা সত্ত্বেও যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী রুক্মী শিশুপালকে শ্রীরুক্মিণীর বররূপে নির্বাচন করিয়াছেন শুনিতে পাইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের বিরহে দেহত্যাগপূর্বক শত শত জন্ম পরেও তাঁহার অনুগ্রহ-লাভের কামনা করিয়া এক লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন,—

"যস্যাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোঽপহত্যৈ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ॥"

(শ্রীভাঃ ১০।৫২।৪৩)

হে অম্বুজাক্ষ! আত্মতমোবিনাশের জন্য শিবের ন্যায় মহান্তগণ যাঁহার শ্রীপাদপদ্মরজে স্নান বাঞ্ছা করেন, তোমার সেই প্রসাদ আমি যদি না পাই, তাহা হইলে তোমার প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রতকৃশ হইয়া জীবন পরিত্যাগপূর্বক শতজন্মের পরেও তোমার প্রসাদ লাভ করিব।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু 'বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি'তে এইরূপ বিপ্রলম্ভবিলাপ করিয়াছেন,—

যো মাং দুস্তরগেহ-নির্জল-মহাকূপাদপারক্লমাৎ
সদ্যঃ সান্দ্রদয়াম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ স্বৈরীকৃপারজ্জুভিঃ।
উদ্ধৃত্যাত্মসরোজনিন্দিচরণপ্রান্তং প্রপাদ্য স্বয়ং
শ্রীদামোদরসাচ্চকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে॥

(শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি—৫)

যিনি দুস্তর ও অপার ক্লেশময় গৃহরূপ নির্জল মহাকূপ হইতে সদ্য নিরুপম কৃপারজ্জুদ্বারা আমাকে উদ্ধার করিয়া কমলের কোমলতাবিজয়ী নিজ শ্রীচরণপ্রান্ত লাভ করাইয়া স্বয়ং নিজ দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভুর নিকট সমর্পণ করিয়াছেন এবং যিনি স্বভাবতঃই প্রগাঢ় কৃপার সাগর-স্বরূপ, সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি।

নিজেশ্বরীর সেবা-বিরহে উৎকণ্ঠিত হইয়া শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু শ্রীগোবর্দ্ধনের প্রান্তে বসিয়া বিলাপ করিয়াছেন,—

অত্যুৎকটেন নিতরাং বিরহানলেন
দন্দহ্যমানহৃদয়া কিল কাপি দাসী।
হা স্বামিনি ক্ষণমিহ প্রণয়েন গাঢ়-
মাক্রন্দনেন বিধুরা বিলপামি পদ্যৈঃ॥
দেবি দুঃখকুলসাগরোদরে
দূয়মানমতিদুর্গতং জনম্।
ত্বং কৃপাপ্রবলনৌকয়াদ্ভুতং
প্রাপয় স্বপদপঙ্কজালয়ম্॥
ত্বদলোকনকালাহিদংশৈরেব মৃতং জনম্।
ত্বৎপাদাব্জমিলল্লাক্ষাভেষজৈর্দেবি জীবয়॥
দেবি তে চরণপদ্মদাসিকাং
বিপ্রয়োগভরদাবপাবকৈঃ।
দহ্যমানতরকায়বল্লরীং
জীবয় ক্ষণনিরীক্ষণামৃতৈঃ॥
স্বপ্নেঽপি কিং সুমুখি তে চরণাম্বুজাত-
রাজৎপরাগপটবাসবিভূষণেন।
শোভাং পরামতিতরামহহোত্তমাঙ্গং
বিভ্রদ্ভবিষ্যতি কদা মম সার্থনাম॥

(শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি ৭-১১)

হে মহীশ্বরী শ্রীবৃষভানুনন্দিনি ! আমি আপনার কোন নগণ্যা দাসী। অসহনীয় বিরহানল আমার হৃদয়কে অত্যন্ত দগ্ধ করিতেছে। আমি ক্রন্দন করিতে করিতে কাতর হইয়াছি; সুতরাং গোবর্দ্ধনের কোন প্রদেশে বসিয়া শূন্য হৃদয়ে কতিপয় পদ্যের দ্বারা বিলাপ করিতেছি।

হে শ্রীগোবর্দ্ধন-বিলাসিনি ! আমি নিখিল দুঃখসিন্ধুতে পতিত হইয়া অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছি। অতএব আমাকে তোমার কৃপারূপ প্রবল নৌকায় উদ্ধার করিয়া অপূর্ব্ব নিজ-পাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করাও।

হে দেবি ! তোমার অদর্শনরূপ কালসর্পের দংশনে এই ব্যক্তি মৃতপ্রায় হইয়াছে। তোমার শ্রীচরণকমলে সঞ্চিত অলক্তকমহৌষধিদ্বারা ইহার জীবন দান কর। হে দেবি ! আমি তোমার শ্রীচরণপদ্মের অতি ক্ষুদ্র দাসী। তোমার বিয়োগ-দাবানলে আমার তনুলতা সাতিশয় দগ্ধ হইতেছে। ক্ষণকাল অবলোকনামৃত-দানে আমাকে জীবিত কর। হে সুমুখি ! স্বপ্নেও কি তোমার শ্রীপাদপদ্মপরাগরূপ সুগন্ধিযুক্ত চূর্ণ বিভূষণের দ্বারা আমার উত্তমাঙ্গ (মস্তক) সুশোভিত হইয়া সার্থকনামা হইবে ?

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু বিরহবিধুরজনের চিত্তের অবস্থা বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন,—

পীড়াভির্নবকালকূট-কটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥
(শ্রীবিদগ্ধমাধব, ২অঃ ১৮)

হে সুন্দরি ! শ্রীনন্দনন্দন-পরকীয় প্রেমা যাঁহার হৃদয়ে জাগিয়াছে, তাঁহার বক্রমধুর ভাব-বিক্রমসকল স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই প্রেম দুইরূপে কার্য্য করে অর্থাৎ নূতন সর্পবিষের কটুতার গর্ব্বকে স্বজাত পীড়ার দ্বারা নির্ব্বাসিত করে, অর্থাৎ যার প্রায় নাই দুঃখের উদয় করায়; আবার আনন্দের অমৃতমাধুর্য্যের যে অহঙ্কার, তাহার সঙ্কোচনকারী পরমসুখ প্রদান করে।

বাহিরে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত।
সেই প্রেমা-আস্বাদন, তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যাঁর মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২।৫০-৫১)

শ্রীনন্দনন্দনের প্রতি যাঁহার প্রীতি হইয়াছে, তাঁহারই এই লক্ষণ। অধোক্ষজ বস্তুর সাক্ষাৎকারের অভাবে দেহাত্মবুদ্ধিজনিত অবিদ্যা ও ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। এই দেহাত্মবুদ্ধি ছেদন করিবার জন্য জগতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবতার হয়।

চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, অবিদ্যাবিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত।

মূল নিদান ধরিয়া চিকিৎসা করা দরকার। পরতত্ত্ববস্তুর প্রতি প্রীতিযোগ হইলে জীব দেহযোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।

"প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে
ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ॥"

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত শ্রীবাসুদেবরূপ আমার প্রতি প্রীতিযোগের উদয় না হইবে, সে পর্য্যন্ত জীব, দেহযোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে শ্রীবিষয়বিগ্রহের সহিত নিত্য প্রেমবন্ধনে বদ্ধ করিয়া দেন। শ্রীগুরুদেব ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের অস্তিত্ব, আবার শ্রীগৌর ব্যতীত শ্রীগুরুদেবের অস্তিত্ব নাই। শক্তি ও শক্তিমান্, পূর্ণচন্দ্র ও পূর্ণিমা অথবা ভাবের দুইটি ভাগ যেরূপ, আশ্রয়বিগ্রহ ও বিষয়বিগ্রহও সেইরূপ অভিন্ন। শ্রীগোপীনাথের ইচ্ছাতেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবের মঙ্গলের জন্য জগতে অবতীর্ণ হন। যেমন ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

গোপীনাথ ! তুমি কৃপা-পারাবার।
জীবের কারণে, আসিয়া প্রপঞ্চে,
লীলা কৈলে সুবিস্তার॥

লীলাশক্তির দুইটি বিভাগ—(১) আবির্ভাব-শক্তি ও (২) অন্তর্দ্ধান-শক্তি। অন্তর্দ্ধান-শক্তি যখন বস্তুসিদ্ধি-অবস্থায় নিত্যলীলায় প্রবেশ করান, তখনই আশ্রয়বিগ্রহগণের অদর্শন হয়। শ্রীভগবানের স্বধামে যে লীলা, তাহা প্রপঞ্চের অগোচর। আবার তিনি অহৈতুকী কৃপা করিয়া

প্রপঞ্চেও লীলা বিস্তার করিতে পারেন। শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবদ্ভক্তের অদর্শন-জনিত বিরহস্ফূর্তিরূপ ভক্তিবিশেষের দ্বারা তাঁহাদের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। তিনি স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম, নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়,—শ্রীমদ্ভাগবতের উপক্রম-শ্লোক ইহাই বলিয়াছেন। শ্রীভগবদ্বস্তু ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই। আলোকের সম্মুখে অন্ধকার যেরূপ আসিতে পারে না, সেইরূপ ভগবানের সম্মুখে মায়া থাকে না। তিনি নিজের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাবশে ও সেবোন্মুখ ভক্তের বৃত্তিমুখে আত্মপ্রকাশ করেন। এইজন্য শ্রীগুরুবর্গের অপ্রকটতিথি 'প্রবেশতিথি' বা 'স্মরণতিথি' নামে খ্যাত। যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, ইন্দ্রিয়যোগে যাঁহার সঙ্গ পাওয়া যায় না, তাঁহার সঙ্গে কিরূপভাবে মিলন হইতে পারে? তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি স্বরূপে আর তাঁহার (শ্রীনামবিগ্রহের) ইচ্ছা শ্রীভগবানের ইচ্ছার সহিত সমসূত্রে গ্রথিত বলিয়া শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারে তাঁহার আবির্ভাব-শক্তিযোগে তাঁহার লীলাপরিকররূপে যদি তিনি (শ্রীআশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম) অবতীর্ণ হন, তবেই তাঁহার দর্শন হয়। প্রশ্ন হইতে পারে,—শ্রীবিষয়-বিগ্রহ ও শ্রীআশ্রয়-বিগ্রহগণ অবতীর্ণ হইলে সকলেই কি তাঁহাদিগকে দেখিতে পান? শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন,—'অস্বচ্ছ' (opaque) 'বিস্কুট'-জাতীয় চিত্ত যাহাদের অর্থাৎ অপরাধের জন্য যাহাদের চিত্ত স্বচ্ছ (transparent) নহে, তাহারা সপার্ষদ শ্রীভগবান্ অহৈতুকী কৃপাবশে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পায় না।

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।১৯২-১৯৩)

শ্রীকৃষ্ণ কোন্ দেহকে চিদানন্দময় করেন? যে ইন্দ্রিয় শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশ-শক্তির সহিত খাপে খাপে মিলিত (dovetailed) না হয়, সেই ইন্দ্রিয় চিদানন্দময় হইতে পারে না। সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা যে দর্শন-প্রতীতি লাভ, তাহা দর্শনাভাসমাত্র। শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির দ্বারা যদি চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত হয়, যদি স্বরূপশক্তি কোন ব্যক্তিবিশেষের মনের মধ্যে কৃপা-সঞ্চার করেন, তবেই সেই মন আর মনোধর্মের দ্বারা চালিত হয় না; তখন তাঁহার চিত্তে এইরূপ অহৈতুক দৈন্য আসিয়া উপস্থিত হয়,—

"আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥"

যখন বৈকুণ্ঠবস্তু জীবের চিত্তকে আত্মসাৎ করিবেন, যখন বৈকুণ্ঠের সহিত খাপে খাপে মিলন হইবে, তখনই বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনের দর্শনলাভ ঘটিবে। কেহ কেহ দর্শন লাভ করিবেন, সকলেরই দর্শন হইবে না। স্বরূপ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও যে-সকল জীবের উপর স্বপ্রকাশ-শক্তির প্রকাশ না হয়, তাহারা অর্থাৎ অপরাধ-পাষাণ-কঠিনহৃদয় জীবগণ তাঁহার দর্শন পাইবে না।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া দেন, পাপের মূলবীজ বিনষ্ট করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন করান। যিনি এইরূপ 'ঘটকালি' করেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। স্বপ্রকাশ-শক্তির কৃপা যাঁহার উপরে পতিত হয়, তিনিই দর্শন পান; অপরে দেখিতে পায় না—বৈকুণ্ঠবস্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির বিষয় হয় না।

এক সময় একজন প্রবীণ অধ্যাপক কলিকাতায় গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট গীতা অধ্যয়ন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেই অধ্যাপককে বলিয়াছিলেন,—"আপনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে কোনদিন দেখেনই নাই।" ইহা শুনিয়া সেই ভদ্রলোক অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—"আমি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট কলিকাতায় রামবাগানে ভক্তিভবনে বহুবার উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট গীতা অধ্যয়ন করিয়াছি, আর আমি তাঁহাকে দেখি নাই!" শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"আপনি এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহার সাক্ষাৎকার পান নাই।" অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব বা মহাভাগবতের দর্শন তাহাদেরই ঘটে-থাকে, যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি তাঁহার চিত্তের সহিত ঐকতানে—একসুরে বাজিতে থাকে। শ্রীগৌরসুন্দরের চিত্তবৃত্তিতে কোনরূপ গড়োগড়ো নাই, তাহা বিপ্রলম্ভরসে নিত্য অভিষিক্ত। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-

শ্রেষ্ঠ প্রকটলীলা আবিষ্কার করিলেও চারিপ্রকার লোক তাঁহাদিগকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না। অবরুদ্ধচিত্ত লোক দুই প্রকার—(১) ভগবদ্বহির্মুখ ও (২) ভগবদ্বিদ্বেষী। ভগবদ্বহির্মুখ আবার দুই প্রকার—(ক) বিষয়াদিতে অভিনিবেশযুক্ত ও (খ) ভগবানের অবজ্ঞাকারী। ভগবদ্বিদ্বেষী দুই প্রকার—(চ) অরুচিহেতু দ্বেষপরায়ণ (ছ) বৈকুণ্ঠ্য অর্থাৎ মাধুর্য্যাদিবৈচিত্র্য-দর্শনে প্রত্যয়হেতু দ্বেষপরায়ণ। অতএব সর্ব্বসমেত অবরুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি চারি প্রকার।

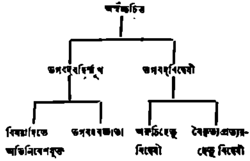

—এই চারি প্রকার ব্যক্তির ভগবদনুভব (?) জিহ্বা-রোগযুক্ত ব্যক্তির সিতোপল-(মিছরি) আস্বাদনের ন্যায়। একপ্রকার পিত্তবিকৃত জিহ্বারোগযুক্ত ব্যক্তি মিছরির আস্বাদ গ্রহণ করে না, কিন্তু মিছরিতে সকলের আদর দেখিয়া অবজ্ঞাও করে না। প্রথম অবরুদ্ধচিত্ত অর্থাৎ বিষয়াদিতে অভিনিবেশযুক্ত ব্যক্তিগণ ইঁহাদের মত। ভগবদবতার-সময় সাধারণ দেব-মনুষ্যাদিকে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে। শ্রীশ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—

ভুবি পুরুপুণ্যতীর্থসদনান্যৃষয়ো বিমদা-
স্ত উত ভবৎপদাম্বুজহৃদোঽঘভিদঙ্ঘ্রিজলাঃ।
দধতি সকৃন্মনস্ত্বয়ি য আত্মনি নিত্যসুখে
ন পুনরুপাসতে পুরুষসারহরাবসথান্॥
(শ্রীভাঃ ১০।৮৭।৩৫)

হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনার শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণহেতু যাঁহাদের পাপরাশি নির্ব্বিশেষ-সমূলোৎপাটন হইয়াছে, সেইরূপ বিগত-অহঙ্কার মুনিগণও পৃথিবীতে বহু পুণ্যতীর্থ ও পুণ্য-ক্ষেত্রসমূহের সেবা করিয়া থাকেন। যাঁহারা একবারমাত্র নিত্যসুখময় পরমপুরুষ আপনার প্রতি মনঃসংযোগ করিয়াছেন, তাঁহারা বিবেক, ধৈর্য্য, ক্ষমা, শান্তি প্রভৃতি সারহরণকারী গৃহের সেবা করিতে পারেন না।

অন্যপ্রকার পিত্তবিকৃত জিহ্বারোগযুক্ত ব্যক্তি মিছরির আস্বাদ ত' গ্রহণ করেই না, অধিকন্তু তাহারা দাম্ভিকতা-নিবন্ধন অবজ্ঞাও করিয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রকারের অবরুদ্ধ-চিত্ত অর্থাৎ ভগবদবজ্ঞাতা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞাকারী ইন্দ্র প্রভৃতিকে এই শ্রেণীর বলা যাইতে পারে। ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন করিয়াও দাম্ভিকতাহেতু দর্শনফল হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের দর্শনের ফল সংসারক্ষয়। ইন্দ্র অভিনিবেশ-সহকারে বিষয়-ভোগচেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের ভক্তদ্রোহ ও ভগবদবজ্ঞারূপ অপরাধ বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও তাঁহার বহির্মুখতা ঘুচে নাই। ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ গোপগোপীগণকে নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"অহো শ্রীমদমাহাত্ম্যং গোপানাং কাননৌকসাম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য যে চক্রুর্দেবহেলনম্॥
বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্॥"
(শ্রীভাঃ ১০।২৫।৩,৪)

অহো, বন্য গোপগণের কিরূপ ধনগর্ব্বমাহাত্ম্য জন্মিয়াছে! তাহারা একটা মর্ত্ত্য কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া আমার যজ্ঞ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবাপরাধ করিয়াছে! ইহারা বাচাল, শিশুস্বভাব, পণ্ডিতাভিমানী, অবিনীত, অজ্ঞ, মনুষ্য কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া আমাকে অবহেলা করিয়াছে।

ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগোবর্দ্ধন-ধারণের প্রভাবাদি দর্শন করিয়া ইন্দ্র যখন ভীত হইয়া স্তবদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—

"মদৈশ্বর্য্যশ্রীমদান্ধো দণ্ডপাণিং ন পশ্যতি।
তং ভ্রংশয়ামি সম্পদ্ভ্যো যস্য চেচ্ছাম্যনুগ্রহম্॥"
(শ্রীভাঃ ১০।২৭।১৬)

ঐশ্বর্য্যমদান্ধ ব্যক্তি দণ্ডপাণি আমাকে দেখিতে পায় না। অতএব আমি যাহাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাকে সকল সম্পদ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া থাকি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু ও শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন,—

"দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলুকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ।"
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৩৮০)

"বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥
• • • •
বিষয়-মদান্ধ সব এ মর্ম্ম না জানে।
সুত-ধন-কুল-মদে বৈষ্ণব না চিনে॥"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৩১,১৬।১৪৭)

তৃতীয় প্রকারের জিহ্বাদোষযুক্ত ব্যক্তি মিছরি মধুর-স্বাদযুক্ত সামগ্রী বলিয়া গ্রহণ করে, কিন্তু তিক্ত, অম্ল প্রভৃতি রস ভালবাসে বলিয়া মধুররসযুক্ত মিছরির প্রতি বিদ্বেষ করে। আমড়া, কামরাঙ্গা, নুন, কয়েৎবেল প্রভৃতিকে মিছরি হইতেও অধিক আদর করে। ইহারা মিছরির মিষ্টতার অস্বীকার না করিলেও অরুচিহেতু দ্বেষপরায়ণ। কালযবনাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কালযবন শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব ও তাঁহার শ্রীবৎসচিহ্নিত চতুর্ভুজ স্বরূপ ও ভগবত্তার বিষয় জানিয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অরুচি ও জরাসন্ধাদির অসৎসঙ্গে রুচিহেতু শ্রীকৃষ্ণের বিদ্বেষী হইয়াছিল।

আর এক প্রকারের জিহ্বাদোষযুক্ত ব্যক্তি বিপরীত-ভাবাপন্ন; অর্থাৎ শ্বেতবর্ণকে বলিবে কৃষ্ণবর্ণ, মিষ্টকে বলিবে তিক্ত, এইরূপ। ইহারা জিহ্বাদোষযুক্ত হওয়ায় সুমধুর মিশ্রিগণকেও তিক্ত বলিয়া গ্রহণ করে ও তজ্জন্য বিদ্বেষ করে। ইহারাই চতুর্থ প্রকারের অযথাচিত্ত। বৈরূপ্য-প্রভাবহেতু দ্বেষ-পরায়ণ অর্থাৎ মিষ্টি পরিপূর্ণ মধুর—সর্ব্বত্র মধুর—গাঢ় মধুর, ইহা একান্ত সত্য হইলেও উঁহাকে বৈরূপ্য বা বিকৃত-স্বরূপে অর্থাৎ মাধুর্য্যগুণরহিতরূপে যাহারা দর্শন করে। চানূর-মুষ্টিকাদি মল্ল এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহা "মল্লানামশনিঃ" (শ্রীভাঃ ১০।৪৩।১৭) শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। কংস-রঙ্গভূমিতে চানূরাদি মল্ল অতি সুকুমার সুশীতল সুমধুরাঙ্গ পরমানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকেও বজ্রকঠোর-রূপে দর্শন করিয়াছিল। "অতিসুকুমারসুশীতলসুমধুরাঙ্গোঽপি স পর্ব্বতৈর্বজ্রকঠোরস্পর্শাপক-কঠিনাঙ্গো যত্র ইব মল্লৈর্বজ্রসারঃকঠোরস্পর্শঃ শিলামুষ্টিভির্দৈর্ব্বর্ত্তিকাদিভি ইত্যাভিহিত ইতি" (শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর)।

এই চারি প্রকার জিহ্বাদোষযুক্ত ব্যক্তি জিহ্বাদোষের ব্যবস্থানবশতঃ সুমধুর স্বাদযুক্ত মিশ্রিগণকে বিভিন্নভাবে গ্রহণ করে অর্থাৎ কেহ মিশ্রির প্রতি সকলের আদর দেখিয়া তৎপ্রতি অবজ্ঞা না করিলেও তাহার মধুর আস্বাদ নিজে গ্রহণ করে না, তৎপ্রতি উদাসীন থাকে; কেহ বা মিছরি আবার কি সুমিষ্ট দ্রব্য, এরূপ অহঙ্কারবশতঃ স্বাদও গ্রহণ করে না, অধিকন্তু অবজ্ঞাও করে; কেহ বা মিছরিকে মধুর রসযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিলেও অম্ল, কষায়, কটু প্রভৃতি রসের প্রতি প্রীতিনিবন্ধন মধুররসযুক্ত মিশ্রির প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে; কেহ বা সেইরূপ পরিপূর্ণ মধুর বস্তুকেও তিক্তরূপে বিচার করিয়া বিদ্বেষ করে; সেইরূপ চতুর্ব্বিধ অযথাচিত্ত ব্যক্তি অর্থাৎ বিষয়াভিনিবিষ্ট কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ বিদ্বেষী, সাধারণ দেব-মনুষ্যাদি ভগবদ্ভক্ত্যা বহির্ম্মুখ, অরুচিহেতু বিদ্বেষী ও বিপরীত জ্ঞানহেতু বিদ্বেষী, শ্রীভগবান্‌কে দেখিয়াও দেখিতে পায় না। তাঁহাদের এইরূপ ভগবৎস্বভাবের অনুভূতির অভাব সর্ব্বপ্রকারেই সম্ভব; কেননা, নির্ম্মল জ্ঞানভক্তিদ্বারা শুদ্ধা যে প্রীতি, তাহার অভাবে তাহাদের অখিল-রসামৃতসিন্ধু শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময়, সার্ব্বৈশ্বর্য্য ও পরমমাধুর্য্যময়-লক্ষণ ভগবৎস্বভাব-সমূহ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য নাই। শ্রীভগবান্—অসাধারণ-স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময় তত্ত্ববিশেষ। সেই স্বরূপ—পরমানন্দময়; ঐশ্বর্য্য—অসমোর্দ্ধ, অনন্ত স্বাভাবিক প্রভুত্ব; মাধুর্য্য—অসমোর্দ্ধরূপে সর্ব্ব-মনোহর, স্বাভাবিক রূপ-গুণ-লীলাদির সৌষ্ঠব। এইরূপ শ্রীভগবান্ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণমুখে আর ইচ্ছামত স্বপ্রকাশ-স্বরূপে এই প্রপঞ্চে আবির্ভূত হন। প্রকট-লীলাকালে সাক্ষাদ্দর্শন, আর অপ্রকট-লীলায় স্মরণের মধ্যে তাঁহার দর্শন হয়। এইজন্যই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীরূপানুগগণের স্মরণমুখে গাহিয়াছেন,—

অনুকূল হ'বে বিধি, সে-পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সে-রূপ-মাধুরীরাশি, প্রাণকুবলয়-শশী,
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে॥
তুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহী,
চিরদিন তাপিত জীবন।

হে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভো! তোমার বিচ্ছেদে আমার আত্মা জর্জ্জরিত হইতেছে। অদর্শন-বিষধরের বিষ আমার

সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়াছে। যদি এই ঘৃণিত দেহটা বিনষ্ট না হয়, তবে উহা বজ্র-অপেক্ষাও কঠিন—পাষাণ অপেক্ষাও পাষাণ! তোমার শ্রীপাদপদ্মসেবার জন্য আমার কি একটুকুও আর্ত্তি হইবে না? আমি কি এতটা পাষাণ যে, চিত্তে একটুকুও ভালবাসা নাই! অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলাম, আমি ছাড়া এই দুর্ব্বিষহ দেহভার আর কে বহন করিবে! এই পাঁচসেরী বা দশসেরী মুণ্ডটা দেহের উপর বহন করিতেছি, আর কতকাল এইভাবে দুর্ব্বিষহ বহির্ম্মুখ জীবনভার বহন করিব! তোমার কি কৃপা হইবে না! এইরূপ আর্ত্তিবিভোর ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিচ্ছেদে হৃদয়ে বিরহ-জ্বালার সুতীব্র অনুভূতি যাঁহার হয়, তাহা একমাত্র তাঁহারই হয়; ইহা লোক-দেখাইবার নহে। সভা-সমিতি করিয়া মাতৃস্নেহ দেখান যায় না। প্রত্যেকের আদর্শ থাকিবে—বিচ্ছেদগত ভজন। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
প্রভু বলে,—"কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল' ইথে বিধি নাহি আর॥"

দীর্ঘস্বরে যে ডাক, যেমন 'হরে-এ-এ-এ' তাহাই বিরহ-বিধুরতার ডাক। প্লুতস্বরে আহ্বান করিতে হয়—কাকূর্বাদ-সহকারে দীর্ঘপ্লুতস্বরে—অকিঞ্চন হইয়া বিচ্ছেদ-রূপ প্রীতি-দ্বারা অবলম্বনে অপরাধশূন্য নির্ম্মল হৃদয়ে—দেহ-দ্রবিণাদি-ব্যবধানশূন্য সেবোন্মুখ জিহ্বায় আত্মবিগ্রহসমাশ্লিষ্ট বিষয়-বিগ্রহকে ডাকিতে হয়। এইরূপভাবে ডাকিলেই আশ্রয়-বিগ্রহের সহিত বিষয়-বিগ্রহকে পাওয়া যায়। এইরূপ আহ্বান প্রীতি-ভূমিকায় অবস্থিত। ইহাই জীবের সাধ্য। সাধনের পর সিদ্ধি। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর-পাতন"—এইরূপ সুদৃঢ় ও সুতীব্র অনুরাগের সহিত সেবোন্মুখ হইলেই সিদ্ধিলাভ হয়। অণুচেতন অণুচেতনের আশা মিটাইতে পারে না, গোষ্পদ গোষ্পদের আশা মিটাইতে পারে না। সমুদ্রই গোষ্পদের আশা মিটাইতে পারে। বিভু-চেতনের শক্তি অণুচেতনে সঞ্চারিত হইলে যে ধর্ম্ম বা স্বভাবের বিকাশ হয়, তাহার এত মাহাত্ম্য যে, তাহা বিভুচেতনকেও পাগল করিয়া তুলে, তাহাই প্রেম। তাহা শ্রীভগবান্ ও ভক্তের কৃপায় প্রকটিত হয়। উহাই শ্রবণকীর্ত্তনমুখে বরণ। সেব্যবস্তুর নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা যখন অনুরাগের সহিত শ্রবণ হয়, তখনই তাঁহার দর্শন ঘটে। যাহারা অবরুদ্ধচিত্ত অর্থাৎ যাহাদের চিত্তের উপর অপরাধ বজ্রলেপের ন্যায় অবস্থান করিতেছে, তাহাদের দ্বারা কিছুতেই আর্ত্তি হয় না। সুতরাং তাহারা কিরূপে সাক্ষাৎকার লাভ করিবে? আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে পাত্রাদি জোড় দিবার সময় ব্যবহৃত আধার-পরিবেষ্টক দুর্ভেদ্য প্রলেপকে 'বজ্রলেপ' বলে *। যেমন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"অপরাধফলে মম, চিত্ত ভেল বজ্রসম,
তুয়া নামে না লভে বিকার।"

চিত্তে অপরাধরূপ বজ্রলেপ থাকিলে শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের প্রকট-লীলায়ও তাঁহাদের দর্শন ও সঙ্গ হয় না, তাঁহাদের অপ্রকট-লীলায়ও চিত্ত বিচ্ছেদজনিত দুঃখে বিগলিত হয় না। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রকটকালে তাঁহাদের সঙ্গ না হইলে চিত্তের মধ্যে ভীষণাদপি ভীষণ অপরাধ-বজ্রলেপের অস্তিত্ব বুঝিতে হইবে। একমাত্র স্বপ্রকাশ-শক্তির কৃপায় চিত্ত শুদ্ধ হইলে বিষয়াসক্তি দূর হয়—তখনই শ্রীবৃন্দাবন-দর্শন ও শ্রীরূপ-রঘুনাথের শ্রীপাদপদ্মে আকৃতি হয়।

নিতাই-চাঁদের কৃপায় অপরাধ-বজ্রলেপ বিদূরিত হইলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। শুদ্ধচিত্তে অপ্রাকৃত-ভূমিকায় শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের জন্য আকৃতি, আবেগ, অনুরাগ, আবেশ ও অভিনিবেশই বিরহ-উৎসবের তাৎপর্য্য।

---

* গো, মহিষ ও ছাগের শৃঙ্গ, গর্দ্দভলোম, মহিষের চর্ম্ম, গব্যদুগ্ধ এবং নিম ও কপিত্থফলে ক্বাথ করিয়া মিশাইলে 'বজ্রতর'-নামে লেপ প্রস্তুত হয়। (বৃহৎসংহিতা, ৫৭ অঃ)

সাধারণতঃ যে সকল প্রলেপ বজ্রবৎ কঠিন হইয়া উঠে বা তদ্বৎ দৃঢ়সংলগ্ন থাকে, তাহাকে 'বজ্রলেপ' বলা যাইতে পারে।

"বারাণস্যাং কৃতং পাপং বজ্রলেপো ভবিষ্যতি।"
(তীর্থতত্ত্বদীপী)

শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু

(সংযোজন ও সংশোধন)

'গৌড়ীয়' (২০শ বর্ষ, ২১শ-২৩শ সংখ্যা) 'শ্রীশ্রীজীবপ্রভুসংখ্যা'য় "শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু"-প্রবন্ধে নিম্নলিখিত সংযোজন ও সংশোধন হইবে।

গণধাতুসংগ্রহ—ইহাতে পাণিনীয় ধাতুপাঠের তুল্য অর্থের সহিত গণভেদে বিভক্ত ধাতুসমূহের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

আদ্য শ্লোক—কৃষ্ণলীলাকথাবীজগণধাতুসংগ্রহো যথা।
সংক্ষেপাদুচ্যতে তেন কৃষ্ণো মহ্যং প্রসীদতু॥

আমি (শ্রীজীব) শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণনের বীজস্বরূপ ধাতুসমূহের গণপাঠ সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে আমাকে তাঁহার প্রসাদ প্রদান করুন।

অন্তিম শ্লোক—ইতি নামামৃতোক্তৈষা সংক্ষেপাদ্ধাতুপদ্ধতিঃ।
যথা দৃষ্টা প্রযুক্তান্যধাতুত্যাগা ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥

শ্রীনামামৃতের এই ধাতুপ্রণালী আমি সংক্ষিপ্তভাবে প্রণয়ন করিলাম। কোথাও কোথাও প্রযুক্ত অপর ধাতুগুলি পরিত্যাগ করিয়াছি।

লঘু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা—ইহাতে শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীমাধবের উপাসনায় বিরোধবাক্য নিরসনপূর্ব্বক তাহারই প্রয়োজনীয়তা স্থাপিত হইয়াছে।

মঙ্গলাচরণ—

সনাতনসমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীমান্ সনাতনঃ।
শ্রীবল্লভোঽনুজঃ সোঽসৌ শ্রীরূপো জীবসদ্গতিঃ॥
ভবিষ্যোত্তর-বারাহ-স্কান্দ-পাদ্মাদিমিশ্রিতম্।
শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ॥
শাস্ত্রাণ্যেতানি সংপ্রাপ্য রাধামাধবয়োরর্চ্চনে।
বাদিনাং বাদহন্তৄনি জয়ন্তি ভুবি সর্ব্বদা॥

ইদং খলু শ্রীরাধিকাসহিতঃ শ্রীকৃষ্ণ উপাস্যতে, তত্র কশ্চিচ্ছাস্ত্র-প্রমাণকত্বং ন মন্যতে। তং প্রতি ইদং ব্রূমঃ। আস্তাং তাবদ্‌ব্রহ্মবৈবর্ত্তপ্রধানতয়া শ্রীসন্দর্ভাদৌ নির্ণীতার্থ নির্দ্দিষ্টমুখ্যা শ্রীরাধাখ্যগোপীযুক্তঃ স উপাস্যতে, ইত্যত্র শাস্ত্রাদি শৃণু। তত্র তাবৎ পুরাণানি দর্শ্যন্তে।

যাঁহার অগ্রজ ভগবানের সদৃশ শ্রীমান্ সনাতন ও যাঁহার অনুজ শ্রীবল্লভ, সেই শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুই জীবের নিত্য আশ্রয়। ভবিষ্যোত্তরপুরাণ, বরাহপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতির সহিত শ্রীমদ্ভাগবত ও বিবিধ নিত্যতন্ত্র, এই শাস্ত্রসমূহ শ্রীশ্রীরাধামাধবের অর্চ্চনবিষয়ে পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বদা প্রতিবাদিগণের বিবাদনাশক মন্ত্র-স্বরূপ হইয়া জয়লাভ করিতেছেন।

শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা-বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন না; তাঁহাদিগকে ইহা বলিতেছি। শ্রীসন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীরাধিকাকে গোপীগণের প্রধানারূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহা থাকুক। এখানে কেবল 'শ্রীরাধিকা'-নাম্নী গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করা হয়, এই বিষয়ে শাস্ত্র শ্রবণ করুন। সেই বিষয়ে পুরাণের প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

উপসংহার—

রাধা বৃন্দাবনে যদ্বত্তদ্বদ্‌গোপাল ঈর্য্যতে।
নারসিংহাদিকে শাস্ত্রে তদ্যুগ্মং তত্তদীরিতম্॥
রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।
বিভ্রাজতে জনেষ্বিতি পরিশিষ্টেষু চোদিতা॥
কার্ত্তিকে ব্রহ্মচর্য্যাদিমতস্তদ্যুগ্মসেবতে।
রাধাদামোদরাভিখ্যে বীক্ষ্যেতে লোকশাস্ত্রয়োঃ॥
কিং বহুনা কুত্রচিৎ তয়োর্যুগলসঙ্গকাতে।
শাস্ত্রে চ শ্রূয়তে তস্মাৎ কৈমুত্যাদ্ যুগ্মতা তয়োঃ॥
উপাস্যত্বেহতো কেচিন্মীনারাধনৌ পরে।
যে ভজন্তি ভজন্ত্যেব রাধা-মাধবয়োর্দ্বয়ম্॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবননিবাসিনঃ কস্যচিজ্জীবস্য শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা সদা দীপ্যমানা সমাপ্তাভূৎ।

শ্রীবৃন্দাবনে যেরূপ শ্রীরাধা, সেইরূপ শ্রীগোপালও কথিত হন। শ্রীনারসিংহাদি শাস্ত্রে সেই যুগলমূর্ত্তি সেই সেই রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ঋক্‌-পরিশিষ্টে বর্ণিত আছে—শ্রীরাধার সহিত শ্রীমাধব ক্রীড়াপরায়ণ এবং শ্রীরাধিকা

শ্রীমাধবের সহিত বিরাজিতা থাকেন। অতএব কার্ত্তিক ব্রতপালনবিষয়ে 'শ্রীরাধা' ও 'শ্রীদামোদর' নামক যুগলদেবতা উপাস্য, ইহা লৌকিক ব্যবহারে ও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। অধিক বাক্যের প্রয়োজন কি, কুণ্ডযুগলও তাঁহাদেরই যুগলরূপে গৃহীত হন এবং শাস্ত্রেও প্রথিত হন। অতএব কৈমুত্য-ন্যায়ানুসারে তাঁহাদের যুগলতা সিদ্ধ।

কেহ কেহ শ্রীউমার সহিত শ্রীমহেশের, অপরে শ্রীলক্ষ্মীর সহিত শ্রীনারায়ণের ভজনা করেন; তাঁহারা তাহা করুন, কিন্তু আমরা শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের ভজন করি।

শ্রীবৃন্দাবনবিলাসী 'জীব'-নামক কোনও ব্যক্তির (বৈষ্ণবের) 'শ্রীশ্রীরাধাকার্ত্তিকদীপিকা' সর্ব্বদা দীপ্তিশালী করিতেছেন। এই স্থানে তাহা সমাপ্ত হউক।

শ্রীমদ্গোপালতাপনী-টীকা (শ্রীসুখবোধিনী):— শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীমদ্‌গোপালতাপনীর পূর্ব্ব-তাপনীর টীকার প্রারম্ভে কামবীজমন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীসচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রণতিজ্ঞাপক মন্ত্রের টীকা রচনা করিয়াছেন। এই টীকার প্রারম্ভের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

অথ "ক্লীংকারাদসৃজদ্বিশ্বমিতি প্রাহ শ্রুতেঃ শিরঃ।
লকারাৎ পৃথিবী জাতা ককারাজ্জলসম্ভবঃ॥

ইত্যাদিভিঃ শ্রীমতা গৌতমেন ভগবতা স্বীয়তন্ত্রে প্রমাণতয়া দর্শিতয়া তদীয়ং পূর্ব্বতাপনী—কাং আপো লাং পৃথিবী ঈতোঽগ্নির্বিন্দুরিন্দুস্তৎসম্পাতাদর্ক ইতি। ক্লীংকারাদসৃজ-দিত্যাদিপ্রতীকময়ী অথর্ব্বাদিবেদপ্রসিদ্ধ-পরাশরগোত্রাদি-ব্রাহ্মণসম্প্রদায়প্রাপ্তাথর্ববেদস্থপিপ্পলাদশাখাদিপঠিত-গোপাল-তাপন্যাখ্যা শ্রুতিরিয়ম্। স্বপ্রতিপাদ্যং শ্রীকৃষ্ণদেবং সর্ব্ব-বেদান্তসমন্বয়াৎ সর্ব্বোত্তমত্বেন প্রতিপাদয়ন্তী নমস্করোতি—সচ্চিদানন্দরূপায়েতি।"

অর্থাৎ শ্রুতিসমূহের শিরোভাগস্বরূপ উপনিষৎ বলেন,—কামবীজ হইতে বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, 'ল'-কার হইতে পৃথিবী এবং 'ক'-কার হইতে জলের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সমস্ত উক্তিদ্বারা ভগবান্ শ্রীমদ্ গৌতমমুনি স্বীয় তন্ত্রের প্রমাণ-প্রদর্শনমুখে পূর্ব্বতাপনী বিষয়ক বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, 'ক'-শব্দ হইতে জল, 'ল'-শব্দ হইতে পৃথিবী, 'ঈ'-কার হইতে অগ্নি, বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বার হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি এবং ইহাদের সম্পাত-স্বরূপ সূর্য্যের প্রকাশ হইয়াছে—ইত্যাদি। 'কামবীজ হইতে বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে' ইত্যাদি শ্রুতির শিরোভাগ উপনিষদের প্রতীক-স্বরূপ অথর্ব্বাদিবেদ-প্রসিদ্ধ পরাশরগোত্রাদিব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় প্রাপ্ত অথর্ব্ববেদের সুপিপ্পলাদ-শাখাদিতে পঠিত ইহা 'গোপাল-তাপনী'-নাম্নী শ্রুতি। নিজ প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণকেই সমস্ত বেদান্তবাক্যানুসারে সর্ব্বোত্তমরূপে প্রতিপাদন করিয়া (এই শ্রুতি) সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে 'নমঃ'-শব্দযোগে প্রণাম করিতেছেন।

এই টীকার মধ্যে শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীমদ্‌-ভাগবত, নারদ-কেন-কঠাদি উপনিষৎসমূহ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীব্রহ্মসূত্র, সনৎকুমার-সংহিতা, শ্রীব্রহ্মসংহিতা, গৌতমীয় তন্ত্র প্রভৃতি বহু প্রামাণ্য-শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধার করিয়া পূর্ব্ব ও উত্তর তাপনীর প্রত্যেক মন্ত্রের বিশদ বিস্তৃত টীকা প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমত্ব ও তাঁহার রূপ-গুণাদি-মাহাত্ম্য বহু শ্রুতি ও বৈষ্ণবস্মৃতি-সংহিতাদি শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা সম্যগ্‌ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকামবীজ ও শ্রীকামগায়ত্রী প্রভৃতি দ্বারা সাধক শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন পদ্ধতি বিশদ বর্ণিত হইয়াছে। উত্তর-তাপনীর টীকার প্রারম্ভেই পূর্ব্ব-তাপনীর উপসংহার-তাৎপর্য্য ও উত্তর-তাপনীর প্রতিপাদ্য-বিষয়ের কথা উক্ত হইয়াছে। যথা—"পূর্ব্বতাপন্যাং তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেব ইত্যুপসংহার-তাৎপর্য্যেণ মহাবাক্যেন শ্রীকৃষ্ণস্য তাদৃশত্বং যদুক্তং তদেব উত্তরতাপন্যাং প্রকারান্তরেণ বিব্রিয়তে।" অর্থাৎ পূর্ব্ব-তাপনীতে 'অতএব শ্রীকৃষ্ণই পরদেব'—এই উপসংহার-তাৎপর্য্যপর মহাবাক্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে তাদৃশ সর্ব্বোত্তমত্বের কথা উক্ত হইয়াছে তাহাই প্রকারান্তরে উত্তর-তাপনীতেও বর্ণিত হইয়াছে। উত্তর-তাপনীতে শ্রীগোপালের পূর্ব্বোক্ত শ্রীব্রহ্মের বাচক মন্ত্রের নাম-তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে। টীকার উপসংহার যথা—

গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরাজ্জ্বলবন্ধুপর্ণবে।
বৃন্দাবনান্তর্বনীকৃষ্ণসঙ্গিনে নমস্তাত্বমঃ॥
বিশেষজ্ঞ-জনার্দ্দনকীর্ত্যাং বৈদিকপ্রাজ্ঞাং তথা।
প্রবোধয়ন্তিনা লিখিতং বিস্তারিতঞ্চ ভাবনয়া॥
ইতি উত্তরগোপাল-তাপনীবিবৃতিঃ সম্পূর্ণতাং গতা।
শ্রীসনাতনরূপস্য লোপামুদ্রেষু না।
পূরিতা টিপ্পনী চেষ্টা জীবেন সুখবোধিনী॥

কেহ কেহ শ্রীরূপের 'শ্রীদানকেলিকৌমুদী'-নাম্নী ভাণিকার টীকা শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই টীকার উপক্রম বা উপসংহারে টীকার রচয়িতার কোন নাম বা পরিচয় পাওয়া যায় না।

টীকার উপক্রম-শ্লোক :—

দানকেলিককৌমুদ্যর্থসর্বার্থবোধকে।
রাধামাধবয়োঃ কামলোভকক্রমদানুকম্ ॥

টীকার উপসংহার-শ্লোক :—

দানকেলিকলোদয়ে রাধামাধবয়োর্গিদম্।
কামলোভসদাক্রান্তেকাকারমদং ভজে ॥

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুকৃত 'শ্রীললিতমাধব-নাটকে'র টীকার প্রারম্ভে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কৃপাপাত্রৈঃ শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামিচরণৈর্মেকমরৈঃ" প্রভৃতি উক্তি-দর্শনে কেহ কেহ ঐ টীকাকে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর রচিত বলিয়া মনে করেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর রচিত বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় "বৈষ্ণব-বন্দনা" নামক একটি সুদীর্ঘ বন্দনা বা স্তোত্রের উল্লেখও কেহ কেহ করিয়া থাকেন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর নামে আরোপিত উক্ত বৈষ্ণব-বন্দনার প্রারম্ভে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয় :—

বন্দনং তৎস্মরণং সর্বসিদ্ধিবিধায়কম্।
জীবেন কেন ক্রিয়তে পৌর্বাপর্যমজানতা ॥

উক্ত বন্দনার মধ্যে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

বন্দে তৌ পরমানন্দৌ প্রভূ রূপসনাতনৌ।
বিরক্তৌ চ কৃপালূ চ বৃন্দাবন-নিবাসিনৌ ॥
বংশাধার-পরিষদ-সহলোক-বিভাবিতঃ।
জীবনামা বিবেকো ভাগিবৈষ ভবে ভবে ॥

বন্দনার উপসংহারে এইরূপ দৃষ্ট হয় :—

এতদ্বৈষ্ণববন্দনং পঠন্তং সর্বার্থসিদ্ধিপ্রদং
শ্রীমদ্বাজিকসংপ্রণামিনিঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তিপ্রদম্।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ পুষ্করং তত্ত্বার্গণাম্বয়
জীবেনৈব ময়া সদাশিববিধং কৃতং হি পাদাশ্রিতম্ ॥

Dr. M. Krishnamachariar-প্রণীত ও মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত (১৯৩৭) 'History of Classical Sanskrit Literature' গ্রন্থের ১০৫৭ পৃষ্ঠায় সংস্কৃত পুস্তকের তালিকার মধ্যে 'কৃষ্ণসন্দেশ'-নামক একটি গ্রন্থ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর রচিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

সংশোধন

২৭২ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভের ৩য় পঙ্‌ক্তির পর নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধ বসিবে।

উৎকণ্ঠাকম্পমদপ্রথাশ্রিতবতী রত্নামৃতস্রাবিণী
জিহ্বাকর্ণশতারসম্বুকলী বৃন্দো নটীনৃত্যতে।

২৭৩ পৃঃ ১ম স্তম্ভের ১ম পঙ্‌ক্তির "তাঁহার প্রতি" —ইহা উঠিয়া যাইবে এবং ২য় পঙ্‌ক্তিতে "শক্রপাটিতুর্বদনয়ঃ" স্থলে "বিদ্রোহাচরণপরয়ঃ" হইবে ও ২৫শ পঙ্‌ক্তিতে "তাঁহাদের মধ্যে" স্থলে "ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে" হইবে। ঐ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভের ৬ষ্ঠ পঙ্‌ক্তির "এবং কেবলমাত্র তাহাই যদি আমার কল্পনা হয়," ইহা ঐস্থলে হইবে না এবং ২৬শ পঙ্‌ক্তিতে 'নৈহাটীগ্রামে' এই পদের পর একটি '*' চিহ্ন বসিবে এবং ঐ স্তম্ভের নীচে পাদটীকায় "*কাটোয়ার উত্তরে নৈহাটি-গ্রাম"—ইহা বসিবে। ২৭৪ পৃঃ ২য় স্তম্ভের ১৫শ পঙ্‌ক্তিতে "শ্রীবনমালী গোস্বামী" স্থলে "শ্রীবনমালীলাল গোস্বামী" হইবে। ২৭৬ পৃঃ ২য় স্তম্ভের ৬ষ্ঠ পঙ্‌ক্তিতে "করিতে" স্থানে "কাড়িতে" হইবে। ২৭৯ পৃঃ ১ম স্তম্ভের ৩য় পঙ্‌ক্তিতে "শ্রীঅনন্ত" এই পদের পর '*' চিহ্ন বসিবে ও পাদটীকায় "*শ্রীগৌরসুন্দরের সমসাময়িক আদি শ্রীবল্লভাচার্য্যের পুত্র শ্রীবিঠ্‌ঠলাচার্য্য, তাঁহার তৃতীয় পুত্র গোকুলনাথেরই অপর নাম—'অনন্ত'; ইনিই পিতামহ শ্রীবল্লভাচার্য্যের মত পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নব্য বল্লভী মতবাদের সৃষ্টি করেন। ইঁহার চেষ্টার ফলেই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শ্রীগোপালদেব বর্ত্তমান নাথদ্বারে স্থানান্তরিত হন।"—ইহা বসিবে। ঐ স্তম্ভের ঐ পঙ্‌ক্তিতে ও ঐ স্তম্ভের ৯ম পঙ্‌ক্তিতে "তত্তদীপ" স্থলে "তত্ত্বদীপ" হইবে; ঐ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ১৮শ পঙ্‌ক্তিতে "মৎসরতার" স্থলে "মৎসরের" হইবে। ২৮০ পৃঃ ১ম স্তম্ভের ১৬শ পঙ্‌ক্তিতে "পরিত্যাজ্য" স্থলে "পরিত্যাজ্যা" হইবে। ২৮৫ পৃঃ ২য় স্তম্ভের ৯ম পঙ্‌ক্তিতে "সংসার অভিনিবিষ্ট" স্থলে "সংসার ও অভিনিবিষ্ট" হইবে।

২৯১ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভের ১২শ পঙ্‌ক্তির নীচে "ইহা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত, অতএব ইহার একটি মাত্রাও বিফল নহে।

পরম তাঁহার লীলাবলিত কাব্যের তুল্য মহাকল্যাণক হইয়া অবলাভ করিতেছেন। ইহাতে যাহা স্পষ্টরূপে কথিত হয় নাই অথবা ভ্রমযুক্ত হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞানাত্রানুসারে সুপণ্ডিতগণের নিকট জানিয়া লইবেন এবং শোধন করিবেন।"—ইহা বসিবে। ঐ স্তম্ভের ১৮শ পঙ্‌ক্তির শেষে অর্থাৎ "চেন্দ্রকাণি"—ইহার পর '॰' চিহ্ন বসিবে এবং ঐ পৃষ্ঠার পাদটীকায় "পাঠান্তর—'পানীয়ং পাণিনীয়ং রসযুত রসবদ্‌ঃকলাপঃ কলাপঃ, সারস্বতানি সারস্বতকর্মবিধু-গীর্বিতরো বিতরোহপি। চান্দ্রং গোবিন্দ সাক্ষ্য সকল-মবিকলং যাস্যসংবং প্রসত্তঃ, গোবিন্দং বিদধতী ত্বাং যদি ভগবতি গীর্বাণি বাণি ব্রবাণি।' অর্থাৎ হে ভগবতি সরস্বতি! আপনাকে যদি গোবিন্দ-প্রবাহিনীরূপে বর্ণন করিতে পারি, তাহা হইলে 'পাণিনি' পানযোগ্য, 'রসবৎ' রসযাত্রা কোমল, 'কলাপ' সারকলাপ, 'সারস্বত' শ্রোতাংশের শোভায় বর্দ্ধিত, 'বিতর' অধিক মধুর বাক্যপূর্ণ বলিয়া বিখ্যাত, 'চান্দ্র' সুখধারা বর্ষসৃষ্টি, অন্য সকল পূর্ণবিদ্যাত্রও প্রশংসাযোগ্য।

অর্থান্তর—হে ভগবতি বাণিদেবি! আপনাকে যদি আমি গোবিন্দের লাভকারিণীরূপে বর্ণন করিতে না পারি, তাহা হইলে পাণিনী-প্রণীত ব্যাকরণ ত্যাগযোগ্য, 'রসবৎ'-নামক শব্দশাস্ত্র নীরস, 'কলাপ' কাকের কোলাহল, 'সারস্বত' শ্রোতাংশের পরিত্যাগকারী, 'বিতর'-নামক শব্দশাস্ত্র সুবিস্তৃত হইলেও বৃথাবাক্যমাত্র; 'চান্দ্র' দুঃখে কষ্টীভূত এবং অপর সমস্ত পূর্ণবিদ্যাত্রও প্রশংসাযোগ্য নহে।"—ইহা বসিবে।

ঐ স্তম্ভের ২২শ পঙ্‌ক্তিতে বিতর, স্থলে 'বিতর', এইরূপভাবে বসিবে।" ৩০২ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ৩নং শ্লোকানুবাদ "সেই (ভক্তিরস) অনুভবসিদ্ধবর্জ্জ্ব পরিত্যক্ত অনধিকারীর প্রীত্যর্থ (প্রীতির) উদ্দেশে সমাবেশ করিতে গিয়া আমি এই সাহিত্যদর্পণকে গহন করিব।"—এইরূপ হইবে। ঐ স্তম্ভের ৬নং শ্লোকানুবাদ "রসপূর্ণ বাক্যই কাব্য,'রস—কাব্যের আত্মা, গুণ বাক্য, (তাহা) ইহার (কাব্যের) দেহ, অদ্ভুতত্ব সকল রসকেই ব্যাপ্ত করে, কেননা, কাব্যে চমৎকারিতাই—সার।"—এইরূপ হইবে এবং ৭নং শ্লোকানুবাদ "অতএব ব্রহ্মের ন্যায় একমাত্র অদ্ভুততা সর্বত্র (সকল রসের) আত্মা, এইরূপে শব্দ ও অর্থের দ্বারা অদ্ভুততাবিশিষ্ট বাক্যই—কাব্য।"—এইরূপ হইবে।

৩০৩ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ২৬শ পঙ্‌ক্তিতে "অকৈতব ও সকৈতব।"—এই শব্দ উঠিয়া যাইবে ও তৎস্থলে "আরোপ-সিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি এবং সকামা, কৈবল্য-কামা ও ভক্তিমাত্রকামা"—ইহা বসিবে।

৩০৬ পৃঃ ২য় স্তম্ভের ২১শ পঙ্‌ক্তিতে (3053X নং পুঁথি) স্থলে (R3053X নং পুঁথি)—এইরূপ হইবে। ঐ স্তম্ভের ৩০শ পঙ্‌ক্তিতে "শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীশ্রীজাহ্নবা-দেবীর স্তুতি করা হইয়াছে।" স্থলে "শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীশ্রীজাহ্নবীদেবী বা শ্রীশ্রীজাহ্নবাদেবীর স্তুতি করা হইয়াছে।" এইরূপ হইবে।

৩০৭ পৃঃ ২য় স্তম্ভের ১১শ পঙ্‌ক্তিতে "Vaisnabism" স্থলে "Vaisnavism" এইরূপ হইবে।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রীমথুরা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

গত ১৮ই পৌষ, ২রা জানুয়ারী, শুক্রবার পূর্ণিমাতিথিতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেকযাত্রা-দিবস শ্রীগৌড়ীয়মঠৈক-সংরক্ষক শ্রীশ্রীমদ্‌গুরুপাদপদ্মের ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও কৃপায়, ত্রিদণ্ডি-পাদপ্রবর শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থগোস্বামী মহারাজের নেতৃত্বে ও গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের প্রযত্নে শ্রীমথুরা-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীজীউর শ্রীবিগ্রহ-প্রকট-মহোৎসব নিরবচ্ছিন্ন শ্রীহরিসংকীর্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

তিরোভাব-উৎসব

গত ২৫শে পৌষ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ও অন্যান্য মঠ-সমূহে শ্রীল জয়দেব গোস্বামি-প্রভু, শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ও শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি তাঁহাদের গুণমহিমা শ্রবণকীর্তনমুখে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীহরি ও শ্রীহরিজনাবির্ভাব-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরসাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'মিছা' বলি' ত্যাগ ফল্গু॥

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৭ই মাঘ, ১৩৪৮ ; ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৪২ {২৬শ-২৭শ সংখ্যা

কৃপা-প্রার্থনা

শ্রীগৌরশক্তি প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াঠাকুরাণী, শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাব তথা শ্রীমদ্ অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব এবং শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের তিরোভাব, শ্রীকৃষ্ণের বসন্তপঞ্চমী-উৎসব, শ্রীজয়া বা শ্রীভৈমী একাদশী ও শ্রীবরাহদ্বাদশী প্রভৃতি শ্রীবাসরতিথির আরাধনা অগ্রণী করিয়া এবং জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদের অষ্টষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাবতিথিপূজার আগমনী-বার্ত্তা শিরে ধারণ করিয়া বিংশ বর্ষের উত্তরার্দ্ধে আমরা 'গৌড়ীয়ে'র সেবা-সৌভাগ্যের কণিকালাভের প্রার্থনা শ্রীবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিতেছি।

৭ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী, বুধবার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাব-তিথিপূজা এবং শ্রীকৃষ্ণের বসন্তপঞ্চমীতিথি-উৎসব। তৎপরে ৯ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী, শুক্রবার শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব; ১১ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী, রবিবার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের তিরোভাব-তিথি-পূজা; ১৪ই মাঘ, বুধবার শ্রীজয়া বা শ্রীভৈমী একাদশী; ১৫ই মাঘ, ২৯শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার শ্রীবরাহ-দ্বাদশী; ১৬ই মাঘ, ৩০শে জানুয়ারী, শুক্রবার শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-উৎসব এবং ২৩শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের অষ্টষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাবতিথি-উপলক্ষে শ্রীব্যাসপূজা। এই অবসরে শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামি-ঠাকুরের কৃপাকণিকা শিরে ধারণ করিয়া আমরা সেই জগদ্-গুরুবর্গের চরিত ও কৃপা প্রসঙ্গ "গৌড়ীয়ে" আলোচনা করিবার ক্ষীণা চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী—সর্ববিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি শ্রীগৌরাবতারে শ্রীনাম-প্রচারের সহায়-স্বরূপে উদিতা হইয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম যেরূপ নববিধা ভক্তির পীঠ-স্বরূপ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীও তদ্রূপ নবধা ভক্তিস্বরূপা।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের ভূশক্তি। তাঁহার কৃপায় প্রাকৃত স্ত্রী-পুং-বিচারবর্জিত অতীব ভোক্তৃভোগ্যভাব-প্রধান সংসার বিদূরিত হইয়া শ্রীগৌরগৃহে প্রবেশাধিকার-লাভ ও তথায় শ্রীনিত্যানন্দ-সচ্চিদানন্দভক্তিবিনোদের শ্রীনাম-হট্টের সম্মার্জনীস্বরূপে সেবাধিকার-লাভের আশা উদিত হয়। কোথাও কোথাও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বহুস্থলে শ্রীদ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নী 'শ্রীসত্যভামা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু ইহাতেও বৈশিষ্ট্য আছে। পুত্রবতী শ্রীসত্যভামার গর্ভে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের ঔরসজাত সন্তানের আবির্ভাব হইয়াছিল, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সম্বন্ধে সেইরূপ কোন লীলার প্রাকট্য না থাকায় তিনি মর্য্যাদামার্গে শ্রীগৌর-নারায়ণের লীলায় শ্রীলক্ষ্মীস্বরূপেই পূজিতা হন। শ্রীদ্বারকাপুরীর অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ বহু দৈব-পত্নীর পতি, শ্রীমায়াপুরাধীশ শ্রীগৌর-নারায়ণ সেইরূপ বহুবল্লভ নহেন। শ্রীগৌর-নারায়ণ ও শ্রীগৌর-বিশ্বম্ভর বস্তুতঃ এক অদ্বয়জ্ঞান হইলেও উভয়ের প্রাকট্যের মধ্যে লীলাগত বৈশিষ্ট্য আছে, লীলার পৃথক্ প্রকোষ্ঠও আছে।

শ্রীনবদ্বীপে 'শ্রীসনাতনমিশ্র'-নামে এক পরম বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। যে-সকল সদ্গুণ শ্রীবিষ্ণুভক্তির শ্রীপদাশ্রয়গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা সমস্তই শ্রীসনাতনমিশ্রে অবস্থিত ছিল। তিনি অতিশয় দয়ার্দ্রচিত্ত, অকপট, উদার, অতিথিবৎসল, পরোপকারী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং ব্যবহারিক ও সামাজিক দৃষ্টিতেও মহাসম্পত্তিশালী সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বহু লোককে লালন-পালন ও ভরণ-পোষণ করিতেন। শ্রীসনাতন উচ্চকুলোদ্ভূত, মহাআভিজাত্যসম্পন্ন ও সর্ব্বত্র 'রাজপণ্ডিত' বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহারই এক অতি সুশীলা, সুচরিতা, সুকৃতিবতী শ্রীলক্ষ্মীস্বরূপিণী কন্যা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী। অতি শিশুকাল হইতেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রত্যহ দুই-তিনবার গঙ্গাস্নান ও শ্রীবিষ্ণুভক্তির আচরণ করিতেন। যখন শ্রীশচীদেবী গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে আসিতেন, তখন সুচরিতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রত্যহ শ্রীশচীমাতাকে ভূলুণ্ঠিত হইয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম করিতেন। শ্রীশচীদেবীও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে "শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় তোমার যোগ্য-পতি লাভ হউক"—এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। শ্রীশচীদেবী মনে মনে অভিলাষ করিলেন যে, ঐ সর্ব্বসুলক্ষণা ব্রাহ্মণকন্যা তাঁহার পুত্রবধূ হউন। রাজপণ্ডিত শ্রীসনাতন মিশ্রের অন্তরেও শ্রীনিমাইপণ্ডিতের হস্তে নিজ কন্যা দান করিবার প্রবল ইচ্ছা বর্দ্ধিত হইতে থাকিল। শ্রীশচীমাতা ঘটক শ্রীকাশীনাথ-পণ্ডিতকে ডাকিয়া আনিয়া শ্রীসনাতনমিশ্রের নিকট পুত্রের সম্বন্ধের প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। শ্রীকাশীনাথ শ্রীসনাতন মিশ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—

"বিশ্বম্ভর-পণ্ডিতেরে তোমার দুহিতা।
দান কর'—এ সম্বন্ধ উচিত সর্ব্বথা॥
তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্যপতি।
তাঁহার উচিত এই কন্যা মহা-সতী॥
যেন কৃষ্ণ-রুক্মিণীতে অন্যোহন্য-উচিত।
সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া-নিমাঞিপণ্ডিত॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।৫৭-৫৯)

ঘটক শ্রীকাশীনাথের এই প্রস্তাব শুনিয়া শ্রীসনাতন মিশ্র স্বীয় সহধর্ম্মিণী ও অন্যান্য আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ করিলেন। সকলেই একবাক্যে অতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবিশ্বম্ভর-পণ্ডিতের সহিত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য সানন্দ-অনুমোদন করিলেন। প্রভুর বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া নিজগণ পরমানন্দিত হইলেন। প্রভুর প্রতিবেশী ও একান্ত অনুগত, ধনশালী ভক্তবিপ্র পরম-সৌভাগ্যবান্ শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান্ মহাশয় স্বয়ং উপযাচক হইয়া প্রভুর বিবাহের যাবতীয়-ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইলেন। চতুর্দ্দিকে কদলীবৃক্ষ, পূর্ণঘট, আম্রশাখা, দীপ, ধান্য, দধি প্রভৃতি মাঙ্গলিক-দ্রব্য ও সমস্ত স্থান আলিপনাদিযুক্ত করিয়া সুসজ্জিত

চন্দ্রাতপসমূহের দ্বারা বিবাহ-মণ্ডপ সজ্জিত করা হইল। শ্রীনবদ্বীপে তখন যত বৈষ্ণব, যত ব্রাহ্মণ ও যত সজ্জন বাস করিতেন, সকলেই অধিবাসোৎসবে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রিত হইলেন। নবদ্বীপে লক্ষেশ্বরেরও বিবাহের অধিবাসোৎসব এরূপ মহাসমারোহে সম্পন্ন হয় নাই। পরদিবস বিবাহোৎসবের বিপুল আয়োজন হইল। অপরাহ্ণে শ্রীবিশ্বম্ভরপ্রভুকে যথোচিত-বেশে সজ্জিত ও দোলায় আরোহণ এবং সর্ব্ব-নবদ্বীপ ভ্রমণ করাইয়া কন্যাগৃহে লইয়া যাওয়া হইল। চতুর্দ্দিকে 'জয় জয়' মঙ্গলধ্বনি ও স্ত্রীগণের হুলুধ্বনি হইতে থাকিল। গঙ্গাতীর দিয়া বরযাত্রা বাহির হইল। সহস্র সহস্র দীপ, নানাপ্রকার অগ্নিক্রিয়া ও পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে অপ্রাকৃত বরের শোভাযাত্রা গোধূলিকালে শ্রীসনাতনমিশ্রের গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল। শ্রীসনাতন মিশ্র ও তৎসহধর্ম্মিণী জামাতাকে বরণ, আশীর্ব্বাদ ও অভিনন্দন করিলেন। নানাভূষণে ভূষিত করিয়া আসনে স্থাপনপূর্ব্বক মহালক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বিবাহ-স্থানে আনয়ন করা হইল। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মহালক্ষ্মী স্বীয় কান্ত শ্রীগৌরনারায়ণকে সপ্তবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। তৎপরে অপূর্ব্ব বাদ্যভাণ্ড ও জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীগৌরনারায়ণ পরস্পর 'পুষ্প-ফেলাফেলি' করিলেন। জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীগৌরসুন্দরের গলদেশে মালা প্রদান করিয়া আত্মনিবেদন করিলেন।

আগে লক্ষ্মী জগন্মাতা প্রভুর চরণে।
মালা দিয়া করিলেন আত্মসমর্পণে॥
তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া॥
তবে লক্ষ্মী-নারায়ণে পুষ্প-ফেলাফেলি।
করিতে লাগিলা হই' মহা-কুতূহলী॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।১৭৬-১৭৮)

শ্রীসনাতনমিশ্র শ্রীগৌরনারায়ণকে বহু যৌতুকের সহিত নিজকন্যা মহালক্ষ্মীকে সম্প্রদান করিলেন।

বিষ্ণুপ্রীতি কাম্য করি' শ্রীলক্ষ্মীর পিতা।
প্রভুর শ্রীহস্তে সমর্পিলেন দুহিতা॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।১৮৮)

বিবাহের পরে শুভরাত্রিতে বাসরগৃহে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ পুষ্পশয্যায় অবস্থান করিলেন। শ্রীসনাতন-পণ্ডিতের অপ্রাকৃত আনন্দ ও সৌভাগ্য বর্ণন করিয়া শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস লিখিয়াছেন,—

নগ্নজিৎ, জনক, ভীষ্মক, জাম্ববন্ত।
পূর্ব্বে তাঁ'রা যেহেন হইলা ভাগ্যবন্ত॥
সেই ভাগ্যে এবে গোষ্ঠী-সহ সনাতন।
পাইলেন পূর্ব্ব-বিষ্ণুসেবায় কারণ॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।১৯৫-১৯৬)

তৎপরদিবস অপরাহ্ণে দৈব-দম্পতি পুনরায় বাদ্যনৃত্যধ্বনি-সহকারে শ্রীশচীদেবীর গৃহে আগমন করিলেন। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত যুগলরূপ-দর্শনে কৃতার্থ হইয়া শ্রীনবদ্বীপের সৌভাগ্যবতী ললনাগণ বলিতে লাগিলেন,—

* * * "এই ভাগ্যবতী।
কত জন্ম সেবিলেন কমলা-পার্ব্বতী॥"
কেহ বলে,—"এই হেন বুঝি হরগৌরী।"
কেহ বলে,—"যেন বুঝি কমলা-শ্রীহরি।"
কেহ বলে,—"এই দুই কামদেব-রতি।"
কেহ বলে,—"ইন্দ্র-শচী লয় মোর মতি।"
কেহ বলে,—"যেন বুঝি রামচন্দ্র-সীতা।"
এইমত বলে যত সুকৃতি-বনিতা॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।২০৫-২০৮)

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরনারায়ণের শুভদৃষ্টিপাতে সমস্ত নবদ্বীপ সুখময় হইয়া উঠিল। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিশ্বম্ভরের পরিণয়-দর্শনে জীবের পরমকল্যাণ-লাভের কথা এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

যাহার মূর্ত্তির বিভা দেখিলে নয়নে।
পাপমুক্ত হই' যায় বৈকুণ্ঠ-ভুবনে॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।২১৬)

শ্রীশ্রীগৌরনারায়ণের সহিত শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-লক্ষ্মীর সম্মিলনরূপ অপ্রাকৃত বিবাহলীলা দর্শন করিলে সাধারণ জীবের সংসার-ভোগবাসনা নিবৃত্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি ঘটে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ১৬শ অধ্যায়, ২০ সংখ্যায়) কেবলমাত্র শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর পরিণয়ের বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অন্য কোন প্রসঙ্গের উল্লেখ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নাই। শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চায় ১ম প্রক্রমের ১৩শ ও ১৪শ

মধ্যে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-ঠাকুরাণীর সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের বিবাহসম্বন্ধ-স্থাপন ও বিবাহের বর্ণনা আছে। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে'র আদিখণ্ডে বিস্তৃতভাবে শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভর-বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিবাহলীলা-বর্ণন এবং গ্রন্থের বহুস্থানে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রসঙ্গ আছে।

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে সূত্রখণ্ডের মঙ্গলাচরণে এইরূপভাবে বন্দনা করিয়াছেন,—

নবদ্বীপবাসী বন্দোঁ বিষ্ণুপ্রিয়া মা।
যাঁ'র অবতার সে প্রভুর দাস পা ॥
(শ্রীচৈঃ মঃ—সূত্রখণ্ড, ২২।৩ পৃঃ, গৌঃ মঃ)

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর শ্রীল মুরারিগুপ্তের অনুসরণে শ্রীসনাতনমিশ্রের উক্তি এইরূপভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

বিষ্ণুপ্রিয়া বিশ্বম্ভর-হেন পতি পা'ব।
'বিষ্ণুপ্রিয়া'-নাম তা'র যথার্থ হইব ॥
শ্রীকৃষ্ণেরে পতি যেন পাইল রুক্মিণী।
ঐছন হইব সেই বিভা অনুমানি ॥
(শ্রীচৈঃ মঃ, আঃ ৪০-৪১।৭৯ পৃঃ)

শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চায়—

অতো হৃষ্টো বিপ্রশ্রেষ্ঠোঽব্রবন্মধুরয়া গিরা।
বিষ্ণুপ্রিয়া পতিং প্রাপ্য তব পুত্রং প্রিয়ান্বিতম্ ॥
যথার্থনাম্নী ভবতু শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরঃ প্রভুঃ।
তামুদ্বাহ্য যথা কৃষ্ণো রুক্মিণীং প্রাপ্য নির্বৃতঃ ॥
(১ম প্রঃ, ১৩শ সঃ, ১৩-১৪ শ্লোক)

অতঃপর সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হৃষ্ট হইয়া মধুরবাক্যে বলিলেন,—"শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পরমসৌভাগ্যশালী আপনার পুত্রকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া যথার্থনাম্না হউন এবং শ্রীমদ্বিশ্বম্ভর প্রভু তাঁহাকে (শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে) বিবাহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুক্মিণীকে প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পরমপ্রীতি লাভ করুন।"

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণ গৌরনাগরী-মতবাদ ও নানাপ্রকার সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কাল্পনিক বর্ণনার প্রক্ষেপ করিয়াছে। ইহা কোন কোন আধুনিক সাধারণ সাহিত্যিকও স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কোন প্রকার সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বিচার প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই; অতএব এই দুই গ্রন্থের সিদ্ধান্তের সহিত যদি অন্য কোন শ্রীচৈতন্যচরিতের বিচার ঐকতানে গ্রথিত দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাহা শ্রীগৌরজনবিহিত সুসিদ্ধান্ত বলিয়া বিহিত হইতে পারে না। শ্রীল লোচনদাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে'র মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসার্থ গৃহত্যাগের পূর্বরাত্রিতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত বিহারাদি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের বিহার কিছু প্রাকৃত জীবের ন্যায় সম্ভোগচেষ্টা নহে; কিন্তু যদি ইহা গৌরনাগরী-মতবাদী বা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের [illegible] অপসিদ্ধান্তস্থাপনের উপজীব্য হইয়া পড়ে, তবে তাহা নিতান্ত অপরাধময়। গৃহত্যাগের পূর্বে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-ঠাকুরাণীকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের সম্ভোগময় জীবকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের ভাষায় সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে; যথা—

"জগতে যতেক দেখ, মিছা করি' সব লেখ,
সত্য এক সবে ভগবান্।
সত্য আর বৈষ্ণব, তা' বিনে যতেক সব,
মিছা করি' করহ গেয়ান ॥
মিছা সুত, পতি, নারী, পিতা, মাতা—যত বলি,
পরিণামে কেবা বা কাহার।
শ্রীকৃষ্ণচরণ বহি, আর ত' কুটুম্ব নাহি,
যত দেখ—এ মায়া তাঁহার ॥
কিবা নারী, পুরুষ, সবারি সে আত্মা এক,
মিছা মায়াবন্ধে বলে দুই।
শ্রীকৃষ্ণ সভার পতি, আর সব প্রকৃতি,
এই কথা না বুঝয়ে কোই ॥

* * * *

তোর নাম—'বিষ্ণুপ্রিয়া', সার্থক করহ ইহা,
মিছা শোক না করিহ চিতে।
এ তোরে কহিনু কথা, দূর কর আন-চিন্তা,
মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে ॥"
(শ্রীচৈঃ মঃ—মধ্য ১৪০ পৃঃ, ২৭-২৯।৩০)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর আরও লিখিয়াছেন,—

আপনে ঈশ্বর হঞা দূর করে নিজ-মায়া,
বিষ্ণুপ্রিয়া পরসন্নচিত্ত।
দূরে গেল দুঃখশোক, আনন্দে ভরল বুক,
চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিত ॥

তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, চতুর্ভুজ দেখিয়া,
'পতি'-বুদ্ধি নাহি ছাড়ে তবু।
পড়িয়া চরণতলে, প্রণতি-বিনতি করে,
"এক নিবেদন শুন, প্রভু॥
মো অতি অধম ছার, জনমিল এ সংসার,
তুমি মোর প্রিয় প্রাণপতি।
এ হেন সম্পদ মোর, দাসী হৈয়াছিনু তোর,
কি লাগিয়া হেন অধোগতি?"
(শ্রীচৈঃ মঃ—মধ্য ১৫০-১৫১ পৃঃ, ৩৪-৩৬)

অতঃপর শ্রীশ্রীগৌরনারায়ণ নিজ নিত্যলক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বলিতে লাগিলেন,—

"শুন দেবি বিষ্ণুপ্রিয়া, এ তোরে কহিল হিয়া,
যখনে যে তুমি মনে কর।
আমি যথা তথা যাই, আছিয়ে তোমার ঠাঁই,
সত্য সত্য কহিলাম দৃঢ়॥"

তখন—

কৃষ্ণ-আজ্ঞাবাণী শুনি', বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গুণি',
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি প্রভু।
নিজসুখে কর কাজ, কে দিবে তাহাতে বাধ,
প্রত্যুত্তর না দিলেক তবু।
(শ্রীচৈঃ মঃ—মধ্য ১৫১ পৃঃ, ৩৮-৩৯)

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের এই বর্ণনাতে শুদ্ধভক্তগণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসলীলায় কোনরূপ বাধাপ্রদানকারিণী সম্ভোগময়ী বাসনার লেশও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-ঠাকুরাণীতে কল্পনা করেন না; বরং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীগৌরবিশ্বম্ভরের নিজসুখের অর্থাৎ শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের বিপ্রলম্ভলীলায় পুষ্টিবিধান করিয়াছেন, ইহাই উপলব্ধি করেন। যাহারা শ্রীলোচনদাসের বর্ণনার কদর্থ করিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর প্রতি অতিভক্তি দেখাইতে গিয়া তাঁহাকে কল্পনাবলে নীলাচলের কাশীমিশ্র-ভবনের গম্ভীরামধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত মিলন করাইবার জন্য ব্যস্ত, তাহারা শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীপাদপদ্মে মহা-অপরাধী, শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী ও অতীব নিন্দনীয় প্রাকৃত-সহজিয়া। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলার পরও নীলাচলে থাকিয়া পূর্ব্বাশ্রমের পত্নীর জন্য বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন, এরূপ বর্ণনাদি করিয়া থাকে। বস্তুতঃ ঐ সমস্ত জড়বুদ্ধি লেখকগণের স্ব-স্ব জড়াসক্তি শ্রীগৌরসুন্দরের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা দুর্দ্দমনীয় বিমূঢ়তা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বিভিন্ন প্রকার 'গৃহিবাউল'-সম্প্রদায় নিমাই-সন্ন্যাসের নানাপ্রকার কাল্পনিক চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। কেহ কেহ পতিগত-প্রাণা ভার্য্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করায় শ্রীচৈতন্যদেব বর্ণাশ্রম ও বনিতার হৃদয়ে দুঃখপ্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া দোষারোপ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ইহারা শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাসের উপদেশের মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারেন না।

পরমার্থে এই ত্যাগ—ত্যাগ কভু নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে॥
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণে।
মহাকাষ্ঠ দ্রবে' যেন ইহার শ্রবণে॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৩।১০৪-১০৫)

শ্রীগৌরসুন্দরের গৃহত্যাগলীলার পরের দৃশ্য শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে এইপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে,—

শচীদেবী কান্দে কোলে করি' বিষ্ণুপ্রিয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া মরা যেন রহিলা পড়িয়া।
অধর আছে—প্রাণ গেল ত' ছাড়িয়া।
শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে ভূমি লোটাইয়া॥

• • •

কোথা বিষ্ণুপ্রিয়া এড়ি' পলাইয়া গেলা।
জগত-সভার প্রেম কিছু না গণিলা॥
বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে—হিয়া নাহিক সম্বিৎ।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে—উনমত-চিত॥
(শ্রীচৈঃ মঃ—মধ্য ১৫২-১৫৩ পৃঃ, ১০-১১, ২১-২২)

বিষ্ণুপ্রিয়া-ক্রন্দনাতে পৃথিবী বিদরে।
পশু-পক্ষি-লতা-তরু এ পাষাণ ঝুরে।
'পাপিষ্ঠ শরীর মোর, প্রাণ নাহি যায়!'
ভূমিতে লোটাঞা দেবী করে হায় হায়॥
বিরহ-অনল-বাণ ধরে অনিবার।
অধর শুখায়—কম্প হয় কলেবর॥

কেশ-বাস না সম্বরে ধূলায় পড়িয়া।
ক্ষণে ক্ষীণ হয় অঙ্গ—রহে ত' ঘুমিয়া॥
ক্ষণে মূর্চ্ছা পায় রাঙ্গা-চরণ-ধেয়ানে।
সম্বেদন পায় ক্ষণে অনেক যতনে॥
"প্রভু! প্রভু!" বলি' ডাকে ক্ষণে আর্ত্তনাদে।
বিষ্ণুপ্রিয়া-কান্দনাতে সবজন কান্দে॥
প্রবোধ করিতে যেই যেই জন গেল।
বিষ্ণুপ্রিয়া দেখি' চিত্ত পুড়িতে লাগিল॥
সবজন বোলে,—"দেবি শুন বিষ্ণুপ্রিয়া।
কি দিব প্রবোধ তোরে—স্থির কর হিয়া॥
তোর অগোচর নহে তোর প্রভুর কাম।
বুঝিয়া প্রবোধ দেহ নিজ-হিয়া-মাঝ॥"
প্রবোধিয়া সব ভক্ত একত্র হইয়া।
বিচার করয়ে গোরাচাঁদের লাগিয়া॥
'সন্ন্যাস করিল মো-সভারে দুঃখ দিয়া।
এখানে ছাড়িয়া গেলা নিদারুণ হৈয়া॥
রহিব কেমনে তাঁহা ছাড়িয়া আমরা।
নিদারুণ মো-সভারে ছাড়িলেন গোরা॥
তাঁ'তোধিক সমান তাঁহার বড় নাম।
নাম হৈতে তাঁরে পাই—এই মুখ্য কাম॥
তাঁ'র বাক্য আছে পূর্ব্বে মো-সভার তরে।
নাম যেই লয়—সে পাইব আমারে॥'
এত চিন্তি' নাম লৈতে বসিলা সভাই।
শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া আর যত যত যেই॥
কি বালক, বৃদ্ধ কিবা, যুবক-যুবতী।
নাম লৈতে বসিলা গৌরাঙ্গ করি' গতি॥

(শ্রীচৈঃ মঃ—মধ্য ১৫৯ পৃঃ, ১৫, ২৬-৪০)

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী তাঁহার এই লীলার দ্বারা জগজ্জীবকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন যে, তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভলীলায় শ্রীনামভজনের শিক্ষাদাত্রী আদর্শ আচার্য্য। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যঠাকুর যখন শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-লীলার অব্যবহিত পরে শ্রীগদাধরপণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর আদেশে শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করেন, তখন শ্রীল আচার্য্যঠাকুর শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী ও বৃদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীঈশান প্রভুর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' (৪র্থ তরঙ্গ) ও 'প্রেমবিলাস'-গ্রন্থে এইসকল ঘটনা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াঠাকুরাণী তণ্ডুলে সংখ্যা রাখিয়া শ্রীনাম করিতেন (অর্থাৎ ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর উচ্চারণান্তে একটী তণ্ডুল রক্ষণ করিতেন; দুইটী নূতন মৃৎপাত্রের একটী শূন্য, অপরটীতে তণ্ডুল থাকিত); যে কয়টী তণ্ডুল হইত, তাহা রন্ধন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভোগ দিয়া তাহার কিয়দংশমাত্র প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। প্রসাদ-গ্রহণকালেও বিপ্রলম্ভের সহিত শ্রীনাম গ্রহণ করিতেন। এইরূপে তাঁহার দিবারাত্র শ্রীনামভজনে অতিবাহিত হইত।

প্রতিদিন শ্রীনিবাস করয়ে দর্শন।
ঈশ্বরীর ক্রিয়া—যৈছে না হয় বর্ণন॥
প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা ত্যজিল নেত্রেতে।
কদাচিৎ নিদ্রা হৈলে শয়ন ভূমিতে॥
কনক জিনিয়া অঙ্গ, সে অতি মলিন।
কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীণ॥
হরিনাম-সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি' প্রভুরে অর্পয়॥
তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করয়ে ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে, কেনে রাখয়ে জীবন॥

(শ্রীভক্তিরত্নাকর, ৪।৫৭-৬১)

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অপ্রকট-লীলার পর শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকট-লীলার পরও শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে শ্রীগৌরগৃহে অবস্থান করিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াঠাকুরাণী শ্রীগৌরনাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরকাম-সেবা-শিক্ষাদাত্রী আচার্য্যের লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দ শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণীর কৃপায় ও আনুগত্যে যেরূপ সর্ব্বত্র সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব প্রচার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীগৌরশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীরও কৃপা ও আনুগত্য বরণ করিয়া তাঁহারা আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। 'প্রেমবিলাসে'র ৪র্থ বিলাস, ১৬৭ সংখ্যায় ও শ্রীভক্তিরত্নাকরের ৪র্থ তরঙ্গে দৃষ্ট হয় যে; শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু যখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শ্রীচরণদর্শনার্থ শ্রীখণ্ড হইতে নবদ্বীপে আগমন করেন, তখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীবংশীবদন দাসের সহিত শ্রীমায়াপুরে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য

ঠাকুরের সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীবংশীবদন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সেবার্থ শ্রীমায়াপুরে বাস করিতেছিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও তদ্ভিন্ন শ্রীবংশীবদনের কৃপাশীর্ব্বাদ লাভ করেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী বাৎসল্যাগ্রহে শ্রীনিবাসের মস্তকে শ্রীচরণ ধারণ করিয়াছিলেন।

সন্ন্যাসলীলার প্রাক্কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশচীদেবীকে প্রবোধদানচ্ছলে বলিয়াছিলেন,—

আরো দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২৭।৪৭)

অর্থাৎ হে মাতঃ! আমি অবিলম্বেই শ্রীঅর্চ্চাবতার ও শ্রীনামাবতাররূপে সংকীর্ত্তনযুগে অবতীর্ণ হইব। কারণ—"নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ॥" শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চায় দৃষ্ট হয় যে, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াঠাকুরাণী সর্ব্বপ্রথমে শ্রীবিগ্রহের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ ও শ্রীগৌরনামামৃত-কীর্ত্তনের দ্বারা জগন্মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন।

প্রকাশরূপেণ নিজপ্রিয়ায়াঃ
সমীপমাসাদ্য নিজাং হি মূর্ত্তিম্।
বিধায় তস্যাং স্থিত এব কৃষ্ণঃ
সা লক্ষ্মীরূপা চ নিষেবতে প্রভুম্॥
—(৪র্থ প্রঃ, ১৪শ সঃ, ৮ম শ্লোক)

সেই শ্রীলক্ষ্মীস্বরূপা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সমীপে অবস্থানকালেই (শ্রীমহাপ্রভু) স্বীয় প্রকাশস্বরূপ শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া 'ইহাতে কৃষ্ণ অবস্থান করেন' এইরূপ উপদেশ করায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সেই প্রভুর (শ্রীমূর্ত্তির) সেবা করেন।

এই শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনের প্রায় সমকালেই শ্রীগৌরীদাস-পণ্ডিত নিজগৃহে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্র-শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করেন।

ততো নিত্যানন্দগৌরচন্দ্রৌ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরৌ।
জগ্মতুঃ গৌরীদাসাখ্যপণ্ডিতস্য গৃহে প্রভূ॥
তত্র প্রেম্ণা নিবদ্ধৌ তৌ প্রকাশরুচিরাং তনুম্।
মূর্ত্তিং স্বাং স্বাং রসৈঃ পূর্ণাং দর্শনক্রিয়সমন্বিতাম্॥
দদতৌ পরমপ্রীতৌ নিবসতোঽস্যালয়ম্।
তাভ্যাং সহ ভুক্তবন্তাবন্নং বিবিধ রসম্॥
(শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা—৪র্থ প্রঃ, ১৪শ সঃ ১২-১৪)

অতঃপর সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরচন্দ্র—এই প্রভুদ্বয় শ্রীগৌরীদাস-পণ্ডিতের গৃহে শুভবিজয় করিয়া তাঁহার প্রেমে বদ্ধ হইয়া দর্শনক্রিয়ান্বিত স্ব-স্ব রসে পূর্ণ প্রকাশরুচিবিশিষ্ট সর্ব্বশুভলক্ষণযুক্ত শ্রীমূর্ত্তি প্রদানপূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহদ্বয়ের সহিত বিবিধ রসযুক্ত অন্ন ভক্ষণ করিতেন এবং পরমপ্রীতিসহকারে তাঁহার গৃহে বাস করিতেন।

'শ্রীভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থ পাঠ করিলে আরও কয়েকটী স্থানে শ্রীশ্রীগৌরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়।

কাশীশ্বর-প্রতি প্রভু কহয়ে নির্জ্জনে।
"তোমারেই যাইতে হইল বৃন্দাবনে॥"
কাশীশ্বর কহে,—"প্রভু, তোমারে ছাড়িতে।
হিয়ায় দুঃখ, যে উচিত কর ইথে॥"
কাশীশ্বর-অন্তর বুঝিয়া গৌরহরি।
দিলেন নিজ-স্বরূপ-বিগ্রহ যত্ন করি'॥
প্রভু সে-বিগ্রহ-সহ আহারাদি ভুঞ্জিল।
দেখি' কাশীশ্বরের পরমানন্দ হৈল॥
'শ্রীগৌরগোবিন্দ'-নাম প্রভু জানাইলা।
তাঁ'রে লৈয়া কাশীশ্বর বৃন্দাবনে আইলা॥
শ্রীগোবিন্দ-দক্ষিণে প্রভুরে বসাইয়া।
করয়ে অদ্ভুত সেবা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
(শ্রীভঃ রঃ ২।৪৩৮-৪৪০)

শ্রীল নরহরি সরকারঠাকুর শ্রীখণ্ডে যে শ্রীগৌর-বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শ্রীখণ্ডে শুভবিজয় করিলে শ্রীল রঘুনন্দনঠাকুর তাহা তাঁহাকে দর্শন করান।

• • •

তেঁহো মহাপ্রভুর আলয়ে লৈয়া গেলা॥
ভুবনমোহন গৌরচন্দ্রের দর্শনে।
প্রেমাবেশে নরোত্তম প্রণমে প্রাঙ্গণে॥
(শ্রীভঃ রঃ ৮।৪৩১-৪৩২)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কাটোয়ায় শ্রীল দাস গদাধরের স্থাপিত শ্রীগৌরমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন।

দাস গদাধরের জীবন গোরাচাঁদে।
নিরখিয়া নরোত্তম ধৈর্য্য নাহি বান্ধে॥
(শ্রীভঃ রঃ ৮।৪৫০)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় খেতুরীতে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী-সহ শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ,

শ্রীব্রজমোহন, শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধারমণ—এই ছয় বিগ্রহ প্রকট করিয়া প্রসিদ্ধ খেতুরী-মহোৎসব সম্পাদন করেন। এই শ্রীবিগ্রহস্থাপনের কথা শ্রীভক্তিরত্নাকর—১০ম ও ১২শ তরঙ্গে, প্রেমবিলাস—১৯শ বিলাসে ও শ্রীনরোত্তমবিলাস—৬ষ্ঠ বিলাসে বর্ণিত আছে। শ্রীখণ্ডে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের অনুজ্ঞাক্রমে শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের আত্মজ ঠাকুর শ্রীকানাই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা প্রকট করেন বলিয়া শুনা যায়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৯ই চৈত্র (ইং ১৮৯৪, ২১শে মার্চ) ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা প্রকট করেন।

শ্রীরূপানুগ-পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের (?) উপাসনার ছলনা করিয়া যে 'গৌরভজা', 'গৌরবাদী' 'গৌরনাগরী' ও 'বিষ্ণুসখি' মতবাদ-মিশ্রিত অভক্তি-মতবাদসমূহ কল্পিত হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শুদ্ধ শ্রীরূপানুগপথে শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন প্রচার এবং শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের শ্রীপদাঙ্কানুসরণে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌরগৃহে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-শ্রীমূর্ত্তি বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজের অনুজ্ঞায় স্থাপন করেন। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর আবির্ভাবতিথির দিবসও বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দ্বারা পুনরায় জগতকে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীগৌরগৃহে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার সেবাপ্রকাশ-কারণের কথা এইরূপ-ভাবে জানাইয়াছেন,—

কেহ বলে, বিষ্ণুপ্রিয়া,   ত্যজ নিজ প্রাণ দিয়া,
রূপানুগ-পথ ত্যাগ করি'।
রাধাকৃষ্ণ-সেবা ত্যজি'   'বিষ্ণুসখি' ভাব ভজি'
প্রাকৃত যোগের পথ ধরি'॥
'আমার গৌরাঙ্গ' সব,   বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁ'র সব,
নবীন ভজন শিখ ভাই।
রূপানুগ রঘুনাথ,   নাহি সব তাঁ'র সাথ,
নিন্দা করিয়া কহি তাই॥
ঠাকুর শ্রীনরোত্তম,   নাশিয়া জগদ্ভ্রম
বসাইল গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।
মহাজন-পথ ধরি',   রাধাকৃষ্ণ সদা স্মরি'
ব্রজে ভজে নিজ প্রিয়া দিয়া॥
প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী,   রাধাকৃষ্ণ-গৌরপ্রিণী,
নারায়ণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।
লক্ষ্মীদেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া,   নীলাদেবী ধামপ্রিয়া,
তিন শক্তি রাধাকৃষ্ণ সেবি'॥
গোপী-অনুগত হ'য়ে,   মানসে সেবিল ব্রজে,
রাধাকৃষ্ণ গৌর-ভগবানে।
এবে যে নূতন মত,   নাগরিয়া কলিহত,
ভক্তির নাশক শুদ্ধ মানে॥
ভকতিবিনোদ নিজ,   প্রভুপদ-সরসিজ,
আপনে জানিয়া গৌরকৃত্য।
নরোত্তম-পথ স্মরি'   মায়াপুরে প্রিয়া-হরি,
বসাইল জানি' নিজ কৃত্য॥

(উপদেশামৃতের 'অনুবৃত্তি'র পরিশিষ্ট)

এইসকল উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, যে-স্থলে শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীশ্রীজীব, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও ঠাকুর শ্রীনরোত্তমের উপদিষ্ট শ্রীশাস্ত্রবিগ্রহ-সম্মত শ্রীকৃষ্ণের ভজন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ বুদ্ধিতে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার পূজার ছলনা করা হয়, তথায় ভূশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও তন্নাথ শ্রীগৌরসুন্দরের অবস্থান নাই। শ্রীগৌরসুন্দর বিষ্ণু নহেন, বর্ণাশ্রমগত জীব বা 'জগদ্গুরু', 'তথাকথিত মহাপুরুষ' বা 'অবৈষ্ণব সম্প্রদায়াচার্য্য গুরুমাত্র'—এই সব নাম করিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ত্রিশক্তির অন্যতম ভূশক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে শ্রীগৌরনারায়ণের সহিত খেতুরীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তথায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজী গোপীভাববিভাবিত বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভের সহায়তাকারিণী; পরস্পরের মধ্যে উভয়ের সম্ভোগময় ব্যবহার নাই। শ্রীগৌরনারায়ণের শ্রী-ভূ-লীলারূপিণী শক্তি যথাক্রমে শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীনারায়ণী প্রকাশিত এবং পরা শক্তি শ্রীরাধিকার স্বাংশপ্রকাশ ও সেবিকা।

'শ্রীচৈতন্যভাগবত'কার (শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১০।৪৮) ও 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'কার (৪৩ সংখ্যায়) শ্রীবল্লভাচার্য্যকে একাধারে জনক ও ভীষ্মক এবং তাঁহার কন্যা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে শ্রীজানকী ও শ্রীরুক্মিণীর একত্র-স্বরূপে শ্রীলক্ষ্মী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আঃ ১০।৪৯)

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীরুক্মিণীরূপেও বর্ণিতা আছেন। 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীসনাতন মিশ্রকে শ্রীকৃষ্ণলীলার শ্রীসত্রাজিৎ নৃপরূপে এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে সেই সত্রাজিৎ নৃপ-দুহিতা জগন্মাতা ভূ-স্বরূপিণী শ্রীসত্যভামাস্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীসত্যভামা ও শ্রীরুক্মিণী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অবতার হওয়ায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকেও শ্রীরাধিকারই অবতার বলা যাইতে পারে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে 'অংশিনী রাধা' বলিয়া শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াকে যাঁহারা 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ' বলিতে চাহেন, তাঁহারা উভয়লীলার বৈশিষ্ট্য-নাশন-প্রয়াস-হেতু উভয়স্থলেই ঘোরতর অপরাধী হন। শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের নাগরত্ব কোথাও নাই। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণ-প্রসঙ্গে যে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তঃপুরে সম্ভাষণ বর্ণন করিয়াছেন বলিয়া কথিত হয়, তাহাতেও শ্রীলক্ষ্মী-গৌরনারায়ণের লীলাবৈশিষ্ট্য উল্লঙ্ঘিত হইবার কোন কথা নাই। *

'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে' শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে 'সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপিণী' বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তিস্বরূপ প্রকাশিত হইবার প্রাক্কালে শ্রীলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন অর্থাৎ প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া যখন পরিবর্দ্ধিতা হইতেছিলেন, তখন শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া শ্রীগৌরনারায়ণের সেবিকাস্বরূপে বিরাজিতা ছিলেন; ক্রমে সেই প্রেমভক্তি যখন পরিবর্দ্ধিতা হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাযোগ্যা হইলেন, তখন শ্রীলক্ষ্মীদেবী অন্তর্হিতা হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু; সুতরাং ভক্তবাৎসল্যবিধায়িনী জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবিকা—শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর একজন ভক্তা—'সহচরী'—'পরমেশ্বরী' বলিয়া সুচিহ্নিত করা যাইতে পারে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর কৃপা হইলে আমাদের গৃহব্রত-ধর্ম্মের মূল উৎপাটিত হইয়া শ্রীযোগমায়াপুরে শ্রীগৌরগৃহে প্রবেশাধিকার ও প্রীতিলাভ হয়।

শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের 'শ্রীলঘুতোষণী'-টীকায় লিখিয়াছেন,—

> যশ্চায়ং রঘুনাথদাস ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ রাধিকা-
> কৃষ্ণপ্রেম-মহার্ণবোর্ম্মি-নিবহে ঘূর্ণন্ সদা দীব্যতি।
> দৃষ্টান্ত-প্রকর-প্রভা-ভরভরৈস্তৈস্তৈরনয়োর্ম্মিলতো-
> জ্বলাজ্বলকং যন্ত্রিভুবনে সাশ্চর্য্যমার্য্যোত্তমৈঃ॥

'শ্রীল রঘুনাথদাস'-নামক মহাজন তাঁহাদের (শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের) প্রিয় বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-মহাসমুদ্রের তরঙ্গরাশিতে সন্তরণপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেন। যাবতীয় উপমার প্রকারাদিকে ম্লান করিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন প্রভুদ্বয় শোভমান ছিলেন। ত্রিভুবনে সজ্জনশ্রেষ্ঠগণ শ্রীল রঘুনাথকেও সেই শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন প্রভুদ্বয়ের তুল্যতত্ত্বরূপে সবিস্ময়ে পূজা করিতেন।

শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে' শ্রীল শিবানন্দ সেনের শ্রীমুখোক্ত শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর এইরূপ সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,—

> আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-
> স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাম্।

---

* রাত্র্যন্তে পিককুক্কুটাদিনিনদং শ্রুত্বা স্বতল্পোত্থিতঃ
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়য়া সমং রসকথাং সম্ভাষ্য সন্তোষ্য তাম্।
গত্বাক্ষ্য বহিরাসনোপরি বসন্ সখ্যৈঃ সুধৌতাননো
যো মাত্রাদিভিরীক্ষিতোঽতিমুদিতস্তং গৌরমধ্যেম্যহম্॥

যিনি নিশাবসানে কোকিল-কুক্কুটপ্রভৃতি পক্ষিগণের কলরব শ্রবণ করিয়া স্বীয় শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত রসকথালাপ দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া অন্যত্র গমন করেন, ভূমির উপর উপবেশন করিয়া সজ্জনগণের সহিত উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন করেন এবং জননী প্রভৃতি স্বজনগণকর্ত্তৃক অবলোকিত হইয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে আমি স্মরণ করিতেছি।

শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকসততস্নিগ্ধঃ স্বরূপপ্রিয়ো
বৈরাগ্যৈকনিধির্ন কস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাম্।
যঃ সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা সৌভাগ্যভূঃ
কাচিদকৃষ্টপচ্যা।
যত্রায়মারোপণতুল্যকালং তৎপ্রেমশাখী ফলবানতুল্যঃ।
—(শ্রীচৈঃ চঃ নাঃ ১০।৩-৪)

(কাঞ্চনপল্লী-নিবাসী) শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের প্রিয়পাত্র অতি সুমধুর-মূর্ত্তি শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য, তাঁহার শিষ্যই—শ্রীল রঘুনাথদাস। নিজগুণে তিনি আমাদের সকলেরই প্রাণাধিক প্রিয়তম; তিনি শ্রীচৈতন্যের কৃপাতিশয্য দ্বারা সততস্নিগ্ধ শ্রীল স্বরূপগোস্বামীর প্রিয় এবং বৈরাগ্য-রাজ্যের একমাত্র নিধি। যিনি সর্ব্বলোকের চিত্তরঞ্জনতাদ্বারা কোন এক অনির্ব্বচনীয় স্বতঃপ্রকটিত সৌভাগ্যের আধার-স্বরূপ হইয়াছিলেন, যাহাতে বীজ-সমারোপণ-সময়েই শ্রীচৈতন্যের অনুপম প্রেমবৃক্ষ ফলবান্ হইয়াছিল, নীলাচলবাসী ভক্তগণের মধ্যে কেই বা তাঁহাকে (শ্রীরঘুনাথকে) না জানেন ?

শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর আবির্ভাবের তারিখ আমরা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার সম্পাদিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী'-পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডের (বঙ্গাব্দ ১২৯২) ২৫ পৃষ্ঠায় "ছয় গোস্বামীর সম্বন্ধে অব্দ-নির্ণয়" শীর্ষক বিবরণে ষড়্গোস্বামীর আবির্ভাবাদির তারিখ নিম্নলিখিত মন্তব্যের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন,—"আমরা কোন বৈষ্ণবের ঘরে অন্বেষণ করিতে করিতে নিম্নলিখিত অব্দগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার মধ্যে কতকগুলি নিঃসন্দেহ বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি অব্দ-সম্বন্ধে সন্দেহের উদয় হয়।

শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী

জন্ম—১৪২৮ শকাব্দা; প্রকটস্থিতি—৭৬ বৎসর; বৃন্দাবনবাস—৪৯ বৎসর; গৃহে স্থিতি—১৯ বৎসর, নীলাচলবাস—৮ বৎসর, অন্তর্দ্ধান—১৫০৪ শকাব্দা, আশ্বিনীয় শুক্লা দ্বাদশী।"

শ্রীধাম-বৃন্দাবনের পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বনমালিলাল গোস্বামী মহাশয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত প্রাচীন পুঁথি হইতে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর আবির্ভাবাদির কাল-সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি,—

প্রাকট্য—১৫৬৩ সম্বৎ (শকাব্দ ১৪২৮), গার্হস্থ্য (শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন-লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত)—১৯ বর্ষ; শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ-সেবা (শ্রীক্ষেত্রে)—৮ বর্ষ; শ্রীব্রজে শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস—৪৯ বর্ষ; মোট প্রাকট্য-কাল—৭৬ বর্ষ; তিরোভাব (অপ্রকট)—১৬৩৯ সম্বৎ, শকাব্দা ১৫০৪, আশ্বিন, শুক্লা দ্বাদশী।

শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুরে পণ্ডিতবর শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহাশয়ের সংগৃহীত প্রাচীন পুঁথির মধ্যেও আমরা শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর আবির্ভাবাদির নিম্নলিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি,—

প্রাকট্য—১৪২৮ শকাব্দ, গার্হস্থ্য—১৯ বর্ষ; শ্রীক্ষেত্রে বাস—৮ বর্ষ; শ্রীব্রজে বাস—৪৯ বর্ষ; অপ্রকট—১৫০৪ শকাব্দ, আশ্বিন, শুক্লা দ্বাদশী, প্রপঞ্চে স্থিতি—৭৬ বর্ষ।

এই তিনটী বিভিন্ন বিবরণের তারিখ একই প্রকার। উক্ত বিবরণত্রয়-অনুসারে ১৪২৮ শকাব্দা বা ১৫৬৩ সম্বৎ (১৫০৭ খৃষ্টাব্দ) শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর আবির্ভাব-অব্দ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু হুগলী-জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামের অন্তঃপাতী শ্রীকৃষ্ণপুর-গ্রামে শ্রীগোবর্দ্ধন দাসের গৃহে আবির্ভূত হন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনদাস কায়স্থকুলোদ্ভূত সম্রান্ত ও ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী ছিলেন। ইঁহাদের রাজপ্রদত্ত উপাধি 'মজুমদার'। ইঁহাদের বাৎসরিক আমদা-আদায় তাৎকালীন বারলক্ষ মুদ্রা ছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালে নবদ্বীপনগর হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের আশ্রিত বিদ্যানুশীলনরত ব্রাহ্মণগণের বাসস্থল ছিল। ইঁহাদের প্রদত্ত অর্থ, ভূমি ও গ্রামাদির দ্বারা ব্রাহ্মণগণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহপূর্ব্বক অধ্যাপনাদি করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সহিত ইঁহাদের অন্তরঙ্গ ভ্রাতৃসম্বন্ধ ছিল। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঁহাদিগকে 'আজ্জা' বা 'মাতামহ' বলিয়া ডাকিতেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রকেও ইঁহারা পূর্ব্বে অনেক সেবানুকূল্য করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যপ্রভুকেও ইঁহারা যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সেবা করিতেন। যদিও ইঁহারা ব্রাহ্মণের সহায়ক ছিলেন, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঁহাদের বিষয়াসক্তি দেখিয়া ইঁহাদিগকে 'বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া', 'শুদ্ধবৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায়' প্রভৃতি স্পষ্ট উক্তি করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এইরূপ বিষয়ীর গৃহে বিষয়-

বিরক্তগণের আদর্শ প্রপূজ্যচরণ ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু অবতীর্ণ হন। হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের পুরোহিত শ্রীবলরাম আচার্য্য নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের কৃপাপাত্র ছিলেন। ঠাকুর শ্রীহরিদাস কোন সময় শ্রীবলরাম আচার্য্যের গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহপূর্ব্বক নিরন্তর শ্রীনামকীর্ত্তনানুশীলনে রত ছিলেন। সেই সময় শ্রীবলরামের গৃহে অধ্যয়নার্থ আগত শ্রীরঘুনাথ প্রত্যহ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের দর্শন ও সঙ্গ লাভ করিয়া শ্রীল ঠাকুরের কৃপাভাজন হইয়াছিলেন। হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের কুলপুরোহিত শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যপ্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। শ্রীল যদুনন্দন শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের অশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন। এই শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্যই শ্রীল রঘুনাথের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর চরিত্র-গাথা 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে'র পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। বিভিন্ন সময়ে 'শ্রীসজ্জনতোষণী', 'গৌড়ীয়', 'নদীয়া প্রকাশ' প্রভৃতি সাময়িকপত্রে ও অন্যভাবে এবং 'গোস্বামী শ্রীরঘুনাথদাস' পুস্তিকায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভুর চরিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। যিনি কৈশোরকালেই 'ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য' ও 'অপ্সরাসম স্ত্রী' পরিত্যাগের লীলা প্রকট করিয়া—স্বধর্ম্মপরায়ণ মাতাপিতার বহু চেষ্টা ও অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপাভিষিক্ত হইয়া—বিপ্রলম্ভবিভাবিত-হৃদয়ে শ্রীনীলাচলে গমনপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ 'স্বরূপের রঘু' হইয়া শ্রীরাধা-মাধবমিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ-সেবাধিকার লাভ করিয়াছিলেন; যিনি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলারূপী শ্রীগিরিধারী ও গুঞ্জামালারূপিণী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেবাধিকার লাভ করিয়াছিলেন; যিনি শ্রীগৌরবিরহে উৎক্ষিপ্ত হইয়া শ্রীগোবর্দ্ধনে ভৃগুপাতের দ্বারা দেহ বিসর্জ্জন করিতে সঙ্কল্প করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় শ্রীশ্রীরূপসনাতনের কৃপামৃতে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহাদের তৃতীয় ভ্রাতৃরূপে অতিমর্ত্ত্য সুতীব্র বিপ্রলম্ভ-বৈরাগ্যের সহিত শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর ভজন-সংকীর্ত্তনযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর কথা কোন্ সুধী ব্যক্তিই না অবগত আছেন? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু সেই শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুকে শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে বরণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীরঘুনাথের শ্রীব্রজবাস-কালীন দৈনিক কৃত্য এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

অন্ন-জল ত্যাগ কৈল অন্য-কথন।
পল দুই-তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করে, লয় লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম।
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে আলিঙ্গন দান॥
সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারিদণ্ড নিদ্রা, সেহ নহে কোনদিনে॥

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।৯৮-১০২)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর ভাষায় জানিতে পারি—

"অনন্তগুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥"

শ্রীল রঘুনাথ তাঁহার 'স্বনিয়মদশকে' যে কয়েকটী নিয়মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতেই তাঁহার অতিমর্ত্ত্য ও অতুলনীয় প্রগাঢ় নিত্যসিদ্ধ রতির পরিচয় পাওয়া যায়। কেহ কেহ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুকে ব্রজলীলায় 'রতিমঞ্জরী', কেহ বা 'রসমঞ্জরী' বলিয়া থাকেন।

দাস-শ্রীরঘুনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা রসমঞ্জরী।
অমুং কেচিৎ প্রভাষন্তে শ্রীমতীং রতিমঞ্জরীম্।
ভানুমত্যাখ্যয়া কেচিদাহুস্তং নামভেদতঃ॥

(শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ১৮৬ শ্লোক)

শ্রীরঘুনাথদাসের পূর্ব্বনাম 'রসমঞ্জরী'। কেহ কেহ ইঁহাকে 'শ্রীমতী রতিমঞ্জরী' বলিয়া থাকেন, নামভেদে কেহ কেহ তাঁহাকে 'ভানুমতী' বলিয়াও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীল রঘুনাথদাস প্রভুর 'স্বনিয়মদশক' হইতে নিম্নে তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে,—

গুরৌ মন্ত্রে নাম্নি প্রভুবর-শচীগর্ভজপদে
স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয়-প্রথমজে।
গিরীন্দ্রে গান্ধর্ব্বা-সরসি মধুপুর্য্যাং ব্রজবনে
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মম রতিঃ॥

শ্রীগুরুদেব, ইষ্টমন্ত্র, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীপাদপদ্ম, শ্রীস্বরূপগোস্বামিপ্রভু, শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু, গণাগ্রগণ্য

শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভু, গিরিবর শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীমথুরাপুরী, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীব্রজভূমি, ভক্তজন এবং শ্রীগোষ্ঠবাসিগণে আমার রতি নিরতিশয়ভাবে অবস্থান করুক।

ন চান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনু-সনাথেঽপি সুজনাদ্
রসাস্বাদং প্রেম্ণা দধদপি বসামি ক্ষণমপি।
সমং ত্বেতদ্গ্রাম্যাবলিভিরভিতন্বন্নপি কথাং
বিধাস্যে সংবাসং ব্রজভুবন এব প্রতিভবম্॥

অন্য কোন ক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহযুক্ত হইলেও আমি শ্রীবৈষ্ণব-সুজনের নিকট হইতে সপ্রেমে রসাস্বাদন করিয়া ক্ষণকালও তথায় বাস করিব না, পরন্তু এই শ্রীব্রজভূমিতে ইতরজনগণের সহিত গ্রাম্যজনোচিত বাক্যালাপ করিয়াও প্রতিজন্মে বাস করিব।

অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈর্বৈণিকমুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তমাম্।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্॥

বীণাবাদক শ্রীনারদপ্রমুখ মুনিগণ বেদে যাঁহাকে গান করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমা প্রবীণা শ্রীগান্ধর্ব্বাকে পরিত্যাগ করিয়া যে কপট-স্বভাব পুরুষ দম্ভবশতঃ কেবল গোবিন্দের ভজন করে, তাহার সমীপবর্ত্তী অপবিত্র দেশে আমি ক্ষণকালও গমন করিব না,—ইহাই আমার নিশ্চিত ব্রত।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে পানিহাটি-গ্রামে শ্রীল রঘুনাথের প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের বিশেষ কৃপা ও তাঁহার ইচ্ছায় শ্রীল রঘুনাথের দধি-চিড়া-মহোৎসবদানের কথা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ-ভৃত্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যভাগবতে এই প্রসঙ্গ, এমন কি, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর নামটিও তাঁহার গ্রন্থের কোথাও উল্লেখ করেন নাই অথবা শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'স্তবাবলী' প্রভৃতির মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কোন নামোল্লেখ করেন নাই। ইহা দেখিয়া আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায় বঞ্চিত হইয়া থাকে। আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের মাপ-কাঠির মধ্যে বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব শ্রীভগবান্ বা শ্রীভগবদ্ভক্তগণ কোনদিনই আত্মসমর্পণ করেন না।

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তিঠাকুর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু-রচিত গ্রন্থত্রয়ের উল্লেখ করিয়াছেন,—

রঘুনাথদাস গোস্বামীর গ্রন্থত্রয়।
'স্তবমালা' নাম (১) 'স্তবাবলী' যা'রে কয়॥
(২) 'শ্রীদানচরিত', (৩) 'মুক্তাচরিত' মধুর।
যাহার শ্রবণে মহাদুঃখ হয় দূর॥
রঘুনাথাভিধেনৈব ভক্তোঽতিপ্রথমীয়ুষঃ।
স্তবমালা-দান-মুক্তাচরিতং রচিতং ত্রিতম্॥
—(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১।৮০০-৮০২)

তাঁহাদের (শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের) বন্ধুপ্রায় 'শ্রীল রঘুনাথ'-নামক গোস্বামীর গ্রন্থত্রয় 'স্তবমালা', 'দানচরিত' ও 'মুক্তাচরিত' প্রসিদ্ধ।

(১) স্তবাবলী—শ্রীল রঘুনাথের স্তবাবলীতে ২৯টী স্তব গ্রথিত আছে। নিম্নে সেই স্তবসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

(ক) শচীসূন্বষ্টক—এই অষ্টকে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু শ্রীস্বরূপ গোস্বামি-প্রভুর কড়চা-ধৃত শ্রীগৌর-অবতারের মূল-প্রয়োজন ও শ্রীগৌরসুন্দরের নীলাচল-লীলাসমূহ-বর্ণনমুখে বিপ্রলম্ভবিভাবিত হইয়া শ্রীরাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের পুনরায় দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

(খ) শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তব-কল্পতরু—ইহাতে একাদশটী শ্লোক ও আর একটী ফলশ্রুতিবাচক শ্লোক—সর্ব্বসাকল্যে দ্বাদশটী শ্লোকে নীলাচলে শ্রীগৌরসুন্দরের অন্ত্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। শচীসূন্বষ্টক ও শ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু শ্লোকাবলী হইতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' বিস্তার করিয়াছেন, ইহা বেশ উপলব্ধি হয় এবং তৎসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর এই উক্তিটীও বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া প্রতীত হয়,—

রঘুনাথদাসের সদা প্রভুসঙ্গে স্থিতি।
তাঁ'র মুখে শুনি' লিখি করিয়া প্রতীতি॥
চৈতন্যলীলা-রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহাঁ কিছু যে শুনিলুঁ, তাহা ইহাঁ বিস্তারিলুঁ,
ভক্তগণে দিলুঁ এই ভেটে॥

(গ) মনঃশিক্ষা—একাদশটী শ্লোকে গ্রথিত। অন্তিম শ্লোকে ইহার ফলশ্রুতি আছে। এই দশটী শ্লোক ঐকান্তিক হরিভজনপ্রার্থী, বিশেষতঃ শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের বিচারধারা-অনুসরণকারী সাধকগণের নিত্যাস্বাদ্য ও নিত্যপাঠ্য। শ্রীরূপানুগগণ সর্ব্বদা এই মনঃশিক্ষার শিক্ষায় দীক্ষিত হইয়া প্রত্যহ শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর পূজা, নাম, ধ্যান, শ্রবণ ও নমস্কাররূপ পঞ্চামৃত পান করিয়া শ্রীসনাতন-শ্রীরূপগোবর্দ্ধনের ভজনা করেন। এই মনঃশিক্ষার ফল-প্রতিপাদক শ্লোকে শ্রীল রঘুনাথ 'সযূথ-শ্রীরূপানুগ'-শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।

মনঃশিক্ষাদৈকাদশক-বরমেতন্মধুরয়া
গিরা গায়ত্যুচ্চৈঃ সমধিগতসর্বার্থততি যঃ।
সযূথঃ শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণাতুলভজনরত্নং স লভতে॥

যিনি মনঃশিক্ষাপ্রদ এই একাদশ শ্লোকের যাবতীয় অর্থ সম্যক্ অবগত হইয়া মধুরবচনে ইহা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন, তিনি শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীগোপাল-শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামী এবং শ্রীজীবগোস্বামী প্রমুখ যূথের সহিত শ্রীরূপগোস্বামীর অনুগত হইয়া এই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অতুলন ভজন-রত্ন লাভ করেন।

বহরমপুর হইতে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর যে 'স্তবাবলী'-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে যে বঙ্গের শ্রীবিদ্যাভূষণ-কর্ত্তৃক-রচিত 'কাশিকা'-নাম্নী এক টীকা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে মনঃশিক্ষার টীকায় অতিশয় শাস্ত্র-মত স্থান পাইয়াছে। উক্ত টীকাকারের অর্ব্বাচীন-মতে 'শ্রীরূপানুগতা ব্যতীত শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তি হইতে পারে না', এরূপ বিচার আধুনিক বিচার বলিয়া কথিত হইয়াছে। উক্ত টীকাকার শ্রীরূপানুগবর শ্রীরঘুনাথের 'স্তবাবলী'র টীকা লিখিবার অভিনয় করিয়া অতিশয় অপরাধকরূপে শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামিপ্রভুর বিচারধারা সম্পূর্ণ অবধারণ করিতে পারেন নাই। ইনি অনেক অপরবিদ্যাভূষণ, শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য পরবিদ্যাভূষণ অর্থাৎ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুরের শিক্ষা-শিষ্য শ্রীল বলদেব বিদ্যা-ভূষণপ্রভু নহেন। উক্ত 'কাশিকা'-টীকার রচয়িতা আপনাকে শ্রীবিদ্যানাচার্য্য প্রভুর বংশধর 'শ্রীমধুসূদন'-নামক এক ব্যক্তির অনুগ্রহলাভকারী এবং টীকার প্রারম্ভে স্বকীয় নাম 'বৃন্দাবনচন্দ্র তর্কবিদ্যার্ণব' ও টীকার শেষে স্বকীয় নাম 'তর্কালঙ্কার' এবং টীকারচনার কাল ১৮০০ শকাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহার অপর নাম—বনবিহারী বিদ্যাভূষণ।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুও শ্রীরূপানুগসিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভুর মনঃশিক্ষার 'ভজন-দর্পণ'-নামক সিদ্ধান্ত ও পদ্যানুবাদ করিয়াছেন।

(ঘ) প্রার্থনা—ইহা চতুঃশ্লোকী আকারে শ্রীলদীনগণের আহৃতা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মরণময়ী সেবা-প্রার্থনা।

(ঙ) **শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়দশক**——দশটী শ্লোকে গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনের মাহাত্ম্য ও শোভা কীর্ত্তন করিয়া গোকুলবাসে গিরিরাজের আশ্রয় লাভ করা প্রত্যেক সুধী ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য, ইহা শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভু প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহার ফলশ্রুতিবাচক একাদশসংখ্যক শ্লোকটী এই,—

ভক্তিন্ যাসদস্ক রসাদশকং গোবর্দ্ধনস্যেহ যঃ
প্রাদুর্ভাবিতং যদীয়কৃপয়া জীর্ণান্ধবক্ত্রাদপি।
তত্তোষং গুণবৃন্দকন্দবপুষো জীবাতুরূপস্য ত-
স্তোষায়াপি অলং ভবস্থিতি ফলং পক্ষং ময়া বুধ্যতে॥

যে শ্রীগোবর্দ্ধনের কৃপায় এই জীর্ণ অন্ধব্যক্তির মুখ হইতেও শ্রীগোবর্দ্ধন-বাসপ্রদ এই রম্য শ্লোকদশক প্রকাশিত হইল, তাঁহা অনন্তগুণখনিস্বরূপ এবং আমার জীবনস্বরূপ শ্রীগোবর্দ্ধনেরই সন্তোষবিধান করুক—এই প্রণক ফল আমি প্রার্থনা করি।

(চ) **শ্রীগোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনাদশক**—দশটী শ্লোকে শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভু গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনকে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের বিবিধ লীলানিকেতনরূপে বর্ণন করিয়া তাঁহার সন্নিকটে বাসের প্রার্থনা করত দশম শ্লোকে অতিশয় দৈন্যভরে বলিতেছেন,—

নিরুপধিকরুণেন শ্রীশচীনন্দনেন
ময়ি কপটিশঠেঽপি ত্বৎপ্রিয়েণার্পিতোঽস্মি।
ইতি খলু মম যোগ্যাযোগ্যতাং তামগৃহ্নন্
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥

হে শ্রীগোবর্দ্ধন! আমি কপটী ও শঠ হইলেও আপনার প্রিয় অহৈতুক-কৃপাময় শ্রীশচীনন্দন-কর্ত্তৃক আপনার নিকটে

অর্পিত হইয়াছি; কেবল এইহেতু আমার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা গ্রহণ না করিয়া নিজসমীপবাস প্রদান করুন।

(ছ) **শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক**—নিখিল শ্রীহরিজনের মধ্যে যেরূপ শ্রীমতী রাধার সর্ব্বোত্তমতা, তদ্রূপ নিখিল শ্রীহরি-ক্ষেত্রের মধ্যে শ্রীরাধাপ্রিয়া শ্রীরাধাসরসীর সর্ব্বোত্তমতা। শ্রীরাধানিত্যজন শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু তাঁহার শ্রীঈশ্বরীর কুণ্ডের শোভা, মহিমা ও লীলাপ্রবাদসমূহ বর্ণন করিয়া সেই শ্রীরাধাকুণ্ডই তাঁহার আশ্রয়ণ হউক, এইরূপ প্রার্থনা শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

(জ) **শ্রীব্রজবিলাসস্তব**—ইহাতে ১০৬টী শ্লোকে শ্রীব্রজমণ্ডলের শ্রীকৃষ্ণলীলার স্থান, কাল ও পাত্রের বর্ণন অতীব অনবদ্য অতিমর্ত্ত্য নৈপুণ্যের সহিত গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ও বিভিন্ন পুরাণাদি-শাস্ত্রে শ্রীব্রজমণ্ডলে সাবরণ শ্রীকৃষ্ণের যে-সকল বিলাস বর্ণিত আছে, তাহার সার-নির্য্যাস এই শ্রীব্রজবিলাসস্তবে দৃষ্ট হয়। এই স্তবের মঙ্গলাচরণের প্রথম দুইটী শ্লোক এই,—

প্রতিষ্ঠারজ্জুভির্বদ্ধং কামাদ্যৈর্বর্ত্মপাতিভিঃ।
ছিত্বা তাঃ সংহরন্তামবতাৎ পাতু মাং ভটাঃ ॥
দগ্ধং বার্দ্ধক্যদবাগ্নিভিরলং দষ্টং দৃগান্ধ্যাহিনা
বিদ্ধং মামতিপারবশ্যবিশিখৈঃ ক্রোধাদিসিংহৈর্বৃতম্।
স্বামিন্ প্রেমসুধারসং করুণয়া প্রাক্ পায়য় শ্রীহরে
যেনৈতানবধীর্য্য সত্বরমহং ধীরো ভবংস্তং ভজে ॥

কামক্রোধাদি রিপুগণ সংসারমার্গে নিগূঢ়ভাবে অবস্থান করিয়া প্রতিষ্ঠারূপ রজ্জুদ্বারা আমাকে আবদ্ধ করিয়াছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণের বীরাগ্রগণ্য সেনাপতিস্বরূপ শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবৃন্দ সেই বন্ধনসমূহকে সংহারপূর্ব্বক আমার বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমাকে রক্ষা করুন।

হে প্রভো শ্রীহরে! বার্দ্ধক্যরূপ দাবানলে নিতান্ত দগ্ধ, অতিশয় অন্ধত্বরূপ সর্পের দ্বারা দষ্ট, পরাধীনতারূপ শরসমূহ-দ্বারা বিদ্ধ ও ক্রোধাদিরূপ সিংহগণকর্তৃক পরিবৃত আমাকে কৃপাপূর্ব্বক শীঘ্র এতাদৃশ প্রেমসুধারস পান করান, যাহাতে আমি বার্দ্ধক্য-অন্ধতাদি (প্রতিকূল) বিষয়সমূহের স্বরূপ অবগত হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক (অবিচলিতচিত্তে) আপনার ভজন করিতে পারি।

উপসংহারের শেষ তিনটী শ্লোক এইরূপ,—

অন্যত্র ক্ষণমাত্রমচ্যুতপুরে প্রেমামৃতাম্ভোনিধি-
মগ্নোঽপ্যচ্যুতসজ্জনৈরপি সমং নাহং বসামি ক্বচিৎ।
কিন্ত্বত্র ব্রজবাসিনামপি সমং যেনাপি কেনাপ্যলং
সংলাপৈর্মম নির্ভরঃ প্রতিমুহুর্বাসোঽস্তু নিত্যং মম ॥

রাগেণ গন্ধর্ব্বয়া রক্তীকৃত-মুরদ্বিষঃ।
গুণারাধিত-রাধায়াঃ পাদযুগ্মে রতির্মম ॥
ইমং নিরতমাদরাদ্ব্রজবিলাসনাম স্তবং
সদা ব্রজজনোজ্জ্বলমধুরমাধুরী-বন্ধুরম্।
মুহুঃ সুদৃঢ়লালসাঃ পরিপঠন্তি যে যত্নতঃ
সদা পরিকরৈর্বৃতং মিথুনমত্র পশ্যন্তি তে ॥

প্রেমামৃতসমুদ্রে মগ্ন হইয়া ভগবজ্জনগণ-সঙ্গেও (শ্রীবৃন্দাবন ব্যতীত) অন্য কোন শ্রীহরিধামে আমি কখন বাস করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু এই (শ্রীব্রজে) ব্রজবাসিগণের মধ্যে যে-কোন ব্যক্তির সঙ্গে সংলাপাদিদ্বারা নিত্যকাল—প্রতিমুহূর্ত্তে আমার বাস হউক।

অনুরাগদ্বারা শ্রীগন্ধর্ব্বা শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহার প্রতি অনুরক্ত করিয়াছেন, সেই অশেষগুণসমূহদ্বারা আরাধিতা শ্রীরাধিকার শ্রীপাদপদ্মযুগলে আমার রতি হউক।

শ্রীব্রজজনগণের উজ্জ্বলমাধুরীদ্বারা অতি সুন্দর এই 'ব্রজবিলাস'-নামক স্তব যাঁহারা নিরন্তর মুহুর্মুহুঃ পরম আগ্রহ ও আদরের সহিত পরিপঠন করেন, তাঁহারা সপরিকর মনোরম শ্রীযুগলমূর্ত্তি দর্শন করেন।

(ঝ) **বিলাপকুসুমাঞ্জলি**—অতিমর্ত্ত্য অত্যুৎকট অপ্রাকৃত বিরহানল-সন্তপ্ত হইয়া শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভু ১০৪টি শ্লোকে যে অপ্রাকৃত বিলাপকুসুম শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলিপ্রদান করিয়াছেন, তাহাই 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'-নামে খ্যাত। ইহাতেও শ্রীল রঘুনাথের শ্রীমদ্রাধাবিগ্রহের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ স্বাভাবিক প্রগাঢ় অনুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিলাপকুসুমাঞ্জলির মঙ্গলাচরণে চতুর্থ হইতে সপ্তম শ্লোকের অতিমর্ত্ত্য বিরহ-বিজ্ঞাপিকা দৈন্যাত্মিকা উক্তি পাষাণ-হৃদয়কেও বিগলিত করে।

প্রভুরপি যদুনন্দনো য এষ
প্রিয়-যদুনন্দন উন্নতপ্রভাবঃ।

ব্রজনন্দনকৃপামৃতাভিষেকম্
যঃ কৃতবাংস্তমহং গুরুং প্রণমে ॥
যো মাং দুস্তরগেহনির্জলমহাকূপাদপারক্লমাৎ
সদ্যঃ সান্দ্রদয়াম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ স্বৈরী কৃপারজ্জুভিঃ।
উদ্ধৃত্যাত্মসরোজনিন্দিচরণপ্রান্তং প্রপাদ্য স্বয়ং
শ্রীদামোদরসাচ্চকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে ॥
বৈরাগ্যযুগ্ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-
রপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্ ।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥
অত্যুৎকটেন নিতরাং বিরহানলেন
দন্দহ্যমানহৃদয়া কিল কাপি দাসী ।
হা স্বামিনি ক্ষণমিহ প্রণয়েন গাঢ়-
মাক্রন্দনেন বিধুরা বিলপামি পদ্যৈঃ ॥

শ্রীব্রজনন্দন—যিনি ঔদার্যপ্রভাববিশিষ্ট ও শ্রীব্রজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার অতীব প্রিয়—যিনি স্বয়ং আমাকে অতুলনীয় কৃপামৃতের দ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমি প্রণত হইতেছি।

স্বভাবতঃ প্রগাঢ় করুণাসমুদ্রস্বরূপ যিনি আমাকে অহৈতুকী কৃপারজ্জুদ্বারা দুস্তর ও অশেষ-ক্লেশপূর্ণ গৃহরূপ নির্জল মহাকূপ হইতে উদ্ধার করিয়া স্বীয় কমলবিনিন্দি শ্রীচরণ-প্রান্তে আকর্ষণপূর্বক শ্রীদামোদরস্বরূপের হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি ভজনা করি।

আমি অজ্ঞানান্ধ ও অনিচ্ছুক হইলেও যিনি প্রযত্ন-সহকারে আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছিলেন, সেই পরদুঃখদুঃখী দয়ার সাগর শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি।

হে স্বামিনি শ্রীরাধে! শ্রীগোবর্দ্ধনের একদেশে আপনার কোন এক দাসী অত্যুৎকট বিরহানলদ্বারা মুহুর্মুহুঃ নিতান্ত দহ্যমান হইয়া অত্যন্ত বিরহবিধুরচিত্তে ক্রন্দনসহকারে গাঢ়প্রণয়পূর্ণ পদ্যসমূহদ্বারা ক্ষণকাল বিলাপ করিতেছে।

(১০) প্রেমপূরাভিধস্তোত্র—অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাপূর্তিকারিণী শ্রীবৃষভানুনন্দিনী ক্রমশঃ লীলা-সমূহের দ্বারা শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভুর সেবানন্দ বিধান করুন, ইহাই দশশ্লোকাত্মক-স্তোত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

(১১) প্রার্থনা—ইহাতে চারিটি শ্লোকে শ্রীরাধিকা, সগোপবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ও সখীকে আহ্বান করিয়া প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

(১২) স্বনিয়মদশক—ইহাতে দশটী শ্লোকে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু স্বভজনের নিত্য নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীব্রজধামেই নিত্যকাল অবস্থান করিয়া শ্রীব্রজবাসিগণ প্রদত্ত দ্রব্যাদির দ্বারা আহারব্যবহারাদি নির্বাহপূর্বক শ্রীরূপানুগ সখীভাবাশ্রয়িগণের সঙ্গে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর শ্রীচরণ একান্তভাবে আশ্রয়পূর্বক নিরন্তরই শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর পশ্চাতে থাকিয়া নিত্য সাক্ষাৎ-সেবার নিয়ম এই দশকে গ্রথিত হইয়াছে এবং একাদশ-সংখ্যক শ্লোকে ইহার ফলশ্রুতি কথিত হইয়াছে।

(১৩) শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্র——ইহাতে শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা-তর্পণকারিণী লীলাবিষয়ক অষ্টোত্তরশতনাম ৩৪টী শ্লোকে গ্রথিত হইয়াছে। সর্বশেষে একটী ফলশ্রুতিবাচক শ্লোকও আছে। ইহার মঙ্গলাচরণের শ্লোকপাঠে বুঝা যায় যে, শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভু নিজেশ্বরী শ্রীরাধিকার বিরহে উৎকণ্ঠিত হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীরাধিকার নামাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন। মঙ্গলাচরণের দুইটী শ্লোক এইরূপ,—

অবীক্ষ্যাত্মেশ্বরীং কাচিদ্বৃন্দাবনমহেশ্বরীম্ ।
তৎপদাম্ভোজমাত্রৈকগতির্দাসীতিকাতরা ॥
পতিত্বা তৎসরস্তীরে রুদত্যার্ত্তরবাকুলম্ ।
তচ্ছ্রীবক্ত্রেক্ষণাবাপ্ত্যৈ নামান্যেতানি সঞ্জগৌ ॥

স্বীয় আরাধ্যা শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে না দেখিতে পাইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মই যাহার একমাত্র গতি, তাদৃশী কোন দাসী অত্যন্ত কাতরা এবং শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে দণ্ডবৎ-পতিতা হইয়া আর্ত্তব্যাকুলস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহার শ্রীমুখদর্শনহেতু এই শ্রীনামসমূহ গান করিয়াছিল।

(১৪) শ্রীরাধিকাষ্টক—ইহাতে আটটি শ্লোকে শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর লীলাময়ী শোভা ও কীর্তি বর্ণনপূর্বক শ্রীল দাস-গোস্বামিপ্রভু শ্রীরাধিকা কবে তাঁহাকে স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন, এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই অষ্টকের পরে নবম শ্লোকে এই ফলশ্রুতিটী বিবৃত হইয়াছে,—

পঠতি বিমলচেতা মৃষ্টরাধাষ্টকং যঃ
পরিহৃতনিখিলাশা-সন্ততিঃ কাতরঃ সন্ ।
পশুপপতিকুমারঃ কামমামোদিতস্তং
নিজজনগণমধ্যে রাধিকায়াস্তনোতি ॥

যিনি সর্ব্বপ্রকার বাসনারাশি পরিত্যাগপূর্ব্বক বিমলচিত্তে কাতরভাবে এই কমনীয় শ্রীরাধাষ্টক পাঠ করেন, শ্রীনন্দনন্দন অতীব হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রীরাধিকার নিজজনগণ-মধ্যে গণনা করেন।

(গ) **প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য-স্তবরাজ**—বারটী শ্লোক ও একটী ফলশ্রুতিবাচক শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিকারিণী শ্রীকৃষ্ণময়ী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর রূপ ও গুণবর্ণনা এই স্তবমধ্যে দৃষ্ট হয়। শেষ দুইটী শ্লোকে শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভু নিজেশ্বরীর নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন,—

ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ ।
স্বদাস্যামৃতসেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতম্ ॥
ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ ।
অতো গান্ধর্ব্বিকে ! হা হা মুঞ্চৈনং নৈব তাদৃশম্ ॥

হে শ্রীরাধে ! দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি—এই সুদুঃখিতজনকে স্বীয় দাস্যামৃত-সেকের দ্বারা জীবিত করুন। হে শ্রীগান্ধর্ব্বিকে ! দয়াময় ব্যক্তি যখন শরণাগত দুষ্টব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করেন না, তখন তুমি আশ্রিত এই দুষ্টজনকেও পরিত্যাগ করিও না।

এই প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য-স্তবরাজটী অবলম্বন করিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামি-প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদে ১৬৪ সংখ্যা হইতে ১৮০ সংখ্যা পর্য্যন্ত শ্রীরাধাবিগ্রহ বর্ণন করিয়াছেন।

(ঙ) **স্বসঙ্কল্পপ্রকাশস্তোত্র**—শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু ত্রিংশতিটী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকেলিতর্পণময় স্বীয় সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া এই স্তোত্র রচনা করিয়াছেন এবং একত্রিংশ শ্লোকে সখীর অনুকম্পায় সেই সকল সঙ্কল্প বাস্তবতায় পরিণত করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। এই স্বসঙ্কল্পপ্রকাশ-স্তোত্রের উপক্রম-শ্লোকটী ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত তৎপদ্যানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

অনারাধ্য রাধা-পদাম্ভোজরেণু-
মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাম্ ।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীরচিত্তান্
কুতঃ শ্যামসিন্ধো রসস্যাবগাহঃ ॥
রাধা-পদাম্ভোজরেণু নাহি আরাধিলে ।
তাঁহার পদাঙ্কপূত ব্রজ না ভজিলে ॥
না সেবিলে রাধিকা-গম্ভীরভাবভর ।
শ্যামসিন্ধুরসে কিসে ডুবিবে অন্তর ?

(চ) **শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলকুসুমকেলি**—ইহাতে ত্রিচত্বারিংশটী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার সখীগণের প্রণয়কলহ ও পরস্পর বাক্চাতুর্য্যপ্রতিযোগিতা প্রকাশিত হইয়াছে। উপসংহারে চতুশ্চত্বারিংশ শ্লোকে শ্রীল দাস-গোস্বামি-প্রভু এরূপ প্রার্থনা করিতেছেন,—

ইদং রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলকুসুমকেলীকলিমধু
প্রিয়ালীনর্ম্মালীপরিমলযুতং যস্য ভজনাৎ ।
ময়াজ্ঞেনাপ্যেতজ্জনমধুপেনালসগতিনা
মনাগ্ ঘ্রাতং তস্য গতিরতুলরূপাঙ্ঘ্রিজরজঃ ॥

যাঁহার অতুলনীয় শ্রীচরণধূলির ভজনহেতু আমার ন্যায় অজ্ঞেও মন্দগতিশীল এই বাক্যরূপ ভ্রমর সখীগণের পরিহাস-বচনপরিমলপূর্ণ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উজ্জ্বল কুসুমকেলি-কলহমধুকে ঈষৎ স্পর্শ করিয়াছে, সেই শ্রীরূপপ্রভুর অনুপম পদরেণু আমার একমাত্র গতি হউক।

(ছ) **প্রার্থনামৃত**—ইহাতে বিংশতিটী শ্লোকে শ্রীল দাস গোস্বামি-প্রভু স্বীয় অভীষ্ট প্রার্থনা, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রণয়লীলাবর্ণনমুখে উভয়ের স্তুতি ও শ্রীরূপমঞ্জরীর নিকট নিজেশ্বরীর কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। এই প্রার্থনামৃতের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটী এইরূপ,—

শ্রীরূপরতিমঞ্জর্য্যোরঙ্ঘ্রিসেবৈকগৃধ্নুনা ।
অসংখ্যেনাপি জনুষা ব্রজে বাসোঽস্তু মেঽনিশম্ ॥

শ্রীরূপমঞ্জরী ও শ্রীরতিমঞ্জরীর শ্রীচরণসেবালাভেই এক-মাত্র লালসা থাকে, এরূপ অসংখ্য জন্মে শ্রীব্রজেই নিরন্তর আমার বাস হউক।

(জ) **নবাষ্টক**—এই অষ্টকে শ্রীরাধার নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা বর্ণনপূর্ব্বক শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভু নিজ মনকে সেইরূপ অপর্য্যাপ্তগুণশালিনী শ্রীরাধার ভজনের জন্য অনুনয় করিয়াছেন। উপসংহারে নবম শ্লোকে ইহার ফলশ্রুতি এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

শ্রিত্যা হৃষ্ট নবাষ্টকং পটুমতিস্ত্বৌ নিপত্য স্ফুটং
কাকা সকলবিধানেন নিয়তং পূর্ণং পঠেদ্ যঃ কৃতী।
পূর্ণস্তত্রকুন্দকূলবিলসদ্রাধাস্বামিনীং
সেবোৎকর্ষকলেন গোষ্ঠবিপিনে প্রেম্ণা স তাং সিঞ্চতি॥

যে সুবুদ্ধিসম্পন্ন কৃতিমান্ ব্যক্তি প্রীতিসহকারে ভূমিতে নিপতিত হইয়া কাকুবাণীযুক্ত গদগদস্বরে পরিস্ফুটভাবে নিয়ত সম্পূর্ণ এই নবাষ্টক পাঠ করেন, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে পূর্ণরূপে উদিত শ্রীকৃষ্ণরূপ ভ্রমর-পরিশোভিত শ্রীরাধিকারূপা অম্বুজলতাকে গোষ্ঠসেবাসমূহ-রসধারা সেচন করিতে পারেন অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধামাধবকে সেবারসধারা পরিতুষ্ট করিতে পারেন।

(ন) **শ্রীগোপালরাজস্তোত্র**—শ্রীবল্লভাচার্য-আত্মজ শ্রীবিঠ্ঠলের প্রণয়-সেবা-ভূষিত শ্রীগোবর্দ্ধনপর্বতবিহারী শ্রীগোপালদেবের স্তব চতুর্দশটী শ্লোকে গ্রথিত হইয়াছে। পঞ্চদশ শ্লোকে ইহার ফলশ্রুতি আছে।

(প) **শ্রীমদনগোপালস্তোত্র**—এই স্তোত্র শ্রীশ্রীমদনগোপালের লীলা ও মাহাত্ম্যের একবিংশ শ্লোকাত্মক। ইহার ফলশ্রুতিবাচক শ্লোকটী এই,—

মদনললিতগোপালস্য যঃ স্তোত্রমেতৎ
পঠতি সুমতিরুচ্চৈর্দৈন্যরত্নাভিষিক্তঃ।
স খলু বিষয়রাগং সৌখিত্যাগং বিহায়
প্রতিজনি লভতে তৎপাদপদ্মানুরাগম্॥

সুমতিবিশিষ্ট, স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত দৈন্যরত্নদ্বারা অভিষিক্ত যে ব্যক্তি এই শ্রীমদনগোপালের স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি দারাপুত্র শ্রীধনাদের সুখভোগের কারণস্বরূপ বিষয়াসক্তি পরিত্যাগপূর্বক প্রতিজন্মে শ্রীমদনগোপালের শ্রীপাদপদ্মে অনুরাগ লাভ করেন।

(ফ) **শ্রীবিশাখানন্দাভিধস্তোত্র**—ইহাতে ১৩১টী শ্লোকে শ্রীরাধার অভিন্নস্বরূপা শ্রীবিশাখার আনন্দদায়িনী শ্রীরাধাস্তুতি গ্রথিত হইয়াছে। মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকে ভাব, নাম ও গুণাদির ঐক্যনিবন্ধন যিনি সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকাস্বরূপা, সেই শ্রীবিশাখাদেবীর প্রতি প্রার্থনা জ্ঞাপিত হইয়াছে। উপসংহারে শ্রীরাধাই ব্রজবাসের একমাত্র গতি—ইহা বর্ণন করিয়া উক্ত স্তোত্রপাঠের ফলশ্রুতি ও শ্রীরূপানুগ জনগণকে উক্ত পদ আস্বাদন করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

(ব) **শ্রীমুকুন্দাষ্টক**—ইহাতে আটটী শ্লোকে শ্রীরাধার প্রাণনাথ ও একান্ত বশগত শ্রীকৃষ্ণের স্তব করা হইয়াছে। শেষে ফলশ্রুতিবাচক আর একটী শ্লোক আছে।

(ভ) **উৎকণ্ঠাদশক**— ইহাতে শ্রীকৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিকারিণী শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়লীলাসমূহ বর্ণনপূর্বক সেই শ্রীরাধার সেবা-প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে।

(ম) **শ্রীনবযুবদ্বন্দ্বদিদৃক্ষাষ্টক**—ইহাতে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের বিভিন্ন প্রণয়কেলি বর্ণনপূর্বক শ্রীব্রজভূমিতে সেই শ্রীনবযুবযুগলের দর্শন আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছে।

(য) **অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টক**—এই অষ্টকে শ্রীল দাস-গোস্বামি-প্রভু শ্রীবিশাখার প্রিয়সখী ও নিজেশ্বরী শ্রীরাধার প্রতি অভীষ্ট-সেবা প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীরাধার তীর যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী নিত্য বাস করিতেছে, সেই শ্রীললিতানন্দীয় বর্ণন শ্রীরাধাকুণ্ডের সমীপদেশে প্রার্থনা করিয়াছেন।

(র) **দান-নির্বর্ত্তন-কুণ্ডাষ্টক**—এই অষ্টকে শ্রীদান-নির্বর্ত্তন-কুণ্ডের অতুলনীয় মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য্য বর্ণন করিয়া শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভু সেই কুণ্ডে বাস প্রার্থনা করিয়াছেন। ফলশ্রুতিবাচক নবম শ্লোকে যোগ্য অধিকারি-কর্তৃক দাননির্বর্ত্তন-কুণ্ডাষ্টক-পাঠের নিঃসন্দিগ্ধ ফল কথিত হইয়াছে,—

পঠতি সুমতিরেতদ্দাননির্বর্ত্তনাখ্যং
প্রথিতমহিমকুণ্ডাষ্টকং যো যতাত্মা।
স চ নিয়তনিবাসং হন্ত সংলভ্য কালে
কলয়তি কিল রাধাকৃষ্ণয়োর্দানলীলাম্॥

যিনি সংযতাত্মা ও সুমতিবিশিষ্ট হইয়া এই 'দাননির্বর্ত্তন'-নামক প্রসিদ্ধ মাহাত্ম্যযুক্ত শ্রীকুণ্ডাষ্টক পাঠ করেন, তিনি 'দাননির্বর্ত্তন'-নামক কুণ্ডে নিয়তবাস লাভ করিয়া যথাসময়ে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দানলীলা নিশ্চিতরূপে দর্শন করেন।

(ল) **প্রার্থনাশ্রয়চতুর্দ্দশক**—এই চতুর্দ্দশ শ্লোকাত্মক প্রার্থনায় শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভু নিজাভীষ্ট-সেবালোভের সুতীব্র উৎকণ্ঠাবশতঃ বিপ্রলম্ভ-কাতর আপনাকে সান্ত্বনা-প্রদানের জন্য অপ্রাকৃত ভাবাবেশে শ্রীরূপমঞ্জরীকে আহ্বান করিয়া দীপাবলী-কৌতুকসমূহ নিবেদন করিতেছেন এবং শ্রীরূপমঞ্জরীর নিকট শ্রীঈশ্বরী'র কুণ্ডে সর্বদা বাস প্রার্থনা করিতেছেন। আবার অপ্রাকৃত ভাবাবেশে শ্রীরূপমঞ্জরীকে

দেখিতে না পাইয়া তাঁহার বিরহে এইরূপ বিলাপ করিতেছেন,—

অপূর্ব্বপ্রেমাব্ধেঃ পরিমলপয়ঃফেননিবহৈঃ
সদা যো জীবাতুর্যমিহ কৃপয়াসিঞ্চদতুলম্ ।
ইদানীং দুর্দ্দৈবাৎ প্রতিপদবিপদ্দাববলিতো
নিরালম্বঃ সোঽয়ং কমিহ তমৃতে যাতু শরণম্ ॥
শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরীন্দ্রোঽজগরায়তে ।
ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতুরহিতস্য মে ॥
গিরিবরতটকুঞ্জে মঞ্জুবৃন্দাবনেশা-
সরসি চ রচয়ন্ শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ-কীর্ত্তিম্ ।
ধৃতরতি রসিকেন্দ্রং সাম্যরত্নং পদাব্জং
প্রভববিকলমত্র সর্ব্বকালং নমামি ॥
বসতো গিরিবরকুঞ্জে লপতঃ শ্রীরাধিকেহ কৃষ্ণেতি ।
ধয়তো ব্রজদধিতক্রং নাথ সদা মে দিনানি গচ্ছন্তু ॥

আমার জীবনস্বরূপ যিনি (শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু) অপূর্ব্ব প্রেমসমুদ্রের পরিমলযুক্ত সলিলের ফেনসমূহদ্বারা (অর্থাৎ প্রেমামৃতবাক্যদ্বারা) কৃপাপূর্ব্বক প্রচুরভাবে সতত আমাকে সিক্ত করিতেন, সম্প্রতি দুর্দ্দৈববশতঃ প্রতিক্ষণ নানা বিপদরূপ দাবানলদ্বারা দগ্ধ নিরাশ্রয় আমি তাঁহা ব্যতীত আর কাহাকে আশ্রয় করিব ? আমার জীবনস্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমার নিকট মহাগোষ্ঠ শূন্যের ন্যায়, গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন অজগরের ন্যায়, শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্রমুখের ন্যায় বোধ হইতেছে। আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের কীর্ত্তি প্রচার করিতে করিতে ও অনুরাগের সহিত রসীয় শ্রীযুগলপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে পরম মনোরম শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার কুণ্ডতটবর্ত্তী কুঞ্জে ব্রজের দধি ও ঘোল ভক্ষণ করিয়া যেন সর্ব্বকালে বাস করি।

(খ) **অভীষ্টসূচন**—ইহাতে ত্রয়োদশটী শ্লোকে শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভু শ্রীরাধাদাস্য-বিরহকাতর হইয়া শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর শ্রীপাদপদ্মরাগে সুতীব্র আবেশ-সহকারে শ্রীরাধার দাস্যই প্রার্থনা করিতেছেন। ইহার উপক্রমের শ্লোকটী এই,—

আভীরপল্লীপতিপুত্র-কান্তা-দাস্যাভিলাষাতিবলাশ্ববারাঃ ।
শ্রীরূপচিন্তামণিসঙ্গিলান্ধো মং শ্বায়ুর্ভং বিদেশিত্রাতাম্ ॥

আভীরপল্লীপতি শ্রীনন্দমহারাজ, তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার কান্তা শ্রীরাধিকা, তাঁহার দাস্যাভিলাষরূপ অতি বলবান্ অশ্বারোহী শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর চিন্তারূপ নির্ম্মল অশ্বে আরোহণ করিয়া আমার চিত্তরূপ দুর্দ্দান্ত অশ্বের অধিকারী হউন ; অর্থাৎ আমার চিত্তবৃত্তি শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর চিত্তবৃত্তির ন্যায় সতত শ্রীরাধাপদদাস্যের জন্য লালায়িত থাকুক।

'অভীষ্টসূচনে'র নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোকদ্বারা শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভু অনন্যকর্ত্তৃক—অভিধর্ম্ম—বিপ্রলম্ভময় দিব্যোন্মাদের পরিচয় দান করিতেছেন,—

নিকুঞ্জবিপিনলীলাঃ কৃষ্ণচন্দ্রং সদাক্ষা
প্রণিপত মৃগকন্যা যূথসেবাতিদক্ষাঃ ।
ক্ষণমপি ন বিলোকে সাধবো ব্রজস্থা-
স্বামরক্ষণমুগ্ধা বংশ্রমতী হতাহম্ ॥
রাধেতি নাম নবসুন্দরসীধুমুগ্ধং
কৃষ্ণেতি নাম মধুরাদ্ভুতগাঢ়দুগ্ধম্ ।
সর্ব্বক্ষণং সুরভিরাগহিমেন রম্যং
কৃত্বা তদেব পিব মে রসনে ক্ষুধার্ত্তে ॥
চৈতন্যচন্দ্র মম হৃৎকুমুদং বিকাশ্য
হৃদ্যং বিধেহি নিজচিন্তনকুন্দচন্দ্রৈঃ ।
কিঞ্চাপরাধতিমিরং নিবিড়ং বিধূয়
পাদামৃতং সদয় পায়য় দুর্গতং মাম্ ॥
যৎপাদাম্বুজযুগ্মবিচ্যুতরজঃসেবাপ্রভাবাদহং
গান্ধর্ব্বাসরসী-গিরীন্দ্রনিকটে কষ্টেঽপি নিত্যং বসন্ ।
তৎপ্রেয়োগণপালিতো ব্রজসুধাধারা মুকুন্দাভিধা
উন্মাদাদপি ভূপোঽপি মাং পুনরহো শ্রীমান্ স রূপোঽবতু ॥

হে মৃগকন্যাগণ ! তোমরাই অতিশয় ধন্য ; যেহেতু, নির্জ্জন বৃন্দারণ্যমধ্যে বিচরণকালে তোমরা সর্ব্বদা নেত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বদনসুধা পান করিতেছ ; কিন্তু দুর্ভাগিনী আমি শ্রীব্রজে অবস্থান করিয়াও ক্ষণকালের জন্যও ঐ শ্রীমুখ দর্শন করিতে পারিলাম না ; কেননা, উদ্বেগজনিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতেই আমি হত হইলাম।

'শ্রীরাধা' এই নাম অভিনব সুন্দর অমৃতের ন্যায় মনোরম ; 'কৃষ্ণ' এই নাম গাঢ় এবং অদ্ভুত মধুর। হে ক্ষুধার্ত্ত রসনে। তুমি অনুরাগরূপ সুগন্ধি তুষারদ্বারা আরও রমণীয় করিয়া উহা সর্ব্বক্ষণ পান কর।

হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ! আপনি আমার হৃদয়-কুমুদকে বিকশিত করিয়া আপনার চিন্তনরূপ জ্যোৎস্নার দ্বারা উহাকে মনোরম করুন এবং হে সদয় প্রভো ! অপরাধরূপ

নিবিড় অহঙ্কার বিনাশ করিয়া দুর্গত আমাকে আপনার শ্রীচরণামৃত পান করান।

অহো! যাঁহার শ্রীপাদপদ্মযুগল হইতে বিচ্যুত পরাগের সেবাপ্রভাবে শ্রীরাধাকুণ্ডসমীপস্থ গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন-সন্নিকটে নিত্য বাস করত অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত আমি তাঁহার প্রিয় স্বগণ-কর্ত্তৃক পালিত হইয়া অমৃতধারা-বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণের লীলাবলী উদ্গান ও শ্রবণ করিতেছি, সেই শ্রীমান্ রূপপ্রভু পুনরায় আমাকে রক্ষা করুন।

(২) **শ্রীদানচরিত**—'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' যাহা শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর 'শ্রীদানচরিত'-নামে উক্ত হইয়াছে, তাহারই অপর নাম 'শ্রীদানকেলি-চিন্তামণি'—এইরূপ অনেকেই বিচার করেন। কেহ কেহ ইহাও বলেন যে, 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে'র রচয়িতা তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত পদ্যের প্রমাণ-শ্লোকের 'দান-মুক্তাচরিতম্' এই পদে 'মুক্তাচরিতে'র সহিত 'শ্রীদানকেলি-চিন্তামণি'কে একসঙ্গে মিলাইয়া 'শ্রীদান-চরিত' নাম দিয়াছেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Notices of Sanskrit Mss. পুস্তকে (Vol. VII., P. 279-280, No. 2528) ও Catalogue of Sanskrit Mss. in the Sanskrit College পুস্তকে (Calcutta, 1908, No. 677) 'শ্রীদানকেলি-চিন্তামণি'-গ্রন্থকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের রচিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। Theodor Aufrecht-এর Catalogus Catalogorum পুস্তকে (Vol. I., P. 249; Vol. III., P. 54) 'শ্রীদানকেলিচিন্তামণি'র প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও তাহার নামের উল্লেখমাত্র আছে।

এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীরাধামাধবের দান-লীলা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীনন্দমহারাজের ভ্রাতা ও মন্ত্রী উপনন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র—শ্রীসুভদ্র। তাঁহারই পত্নী শ্রীকুন্দলতা এই গ্রন্থের শ্রোত্রী এবং তাঁহার সখী শ্রীনান্দীমুখী ইহার বক্ত্রী। শ্রীরূপের 'শ্রীদানকেলি-কৌমুদী'-ভাণিকার অনুসরণে এই 'শ্রীদানকেলিচিন্তামণি'-গ্রন্থ রচিত। শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

উদার-নর্মরস-রঙ্গ-তরঙ্গকান্ত-
রাধাগিরীন্দ্রধরধর্ষণি-সম্মোদম্ ।
শ্রীরূপ-চারুচরণাব্জ-রজঃপ্রভাবা-
দন্ধোঽপি দান-নবকেলিমণিং চিনোমি ॥

আমি অন্ধ হইলেও (দৈন্যোক্তি) শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর চারুচরণকমলের পরাগপ্রভাবে এই দান-নবকেলিমণি চয়ন করিতেছি। এই মণি উদার-পরিহাস-রসরঙ্গের তরঙ্গময়ী রাধারূপা সরিৎ ও শ্রীগিরিধারিরূপ সমুদ্রের সঙ্গম-স্থলেই আবির্ভূত হইয়াছে।

উপসংহারে শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন,—

ধন্যাদি-দান-নব-কেলি-রসাব্ধিমধ্যে
মগ্নং নবীনযুবরাজযুগং বীক্ষ্য ।
নর্মালী-হৃত্পুষ্টিত-দ্যুতি-গৌরনীল-
মন্ধোঽপি মূঢ় ইব লোকিতুমুৎসুকোঽস্মি ॥
রাধামাধবয়োর্দানকেলিচিন্তামণিং গিরৌ ।
লব্ধবানেন যৎকৃপাং শ্রীমদ্রূপগণাঃ প্রিয়াঃ ॥
আদরাদীক্ষণং সন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজ-রজোঽহং স্যাং ভবে ভবে ॥

ধনি প্রভৃতি দান-বিষয়ক নবকেলিরস-সাগরে নিমগ্ন, নর্মালীবৃন্দের মনোজ্ঞ, গৌর ও নীলবর্ণ দ্যুতিশীল শ্রীব্রজের নবযুবরাজযুগলকে দর্শন করিবার জন্য অন্ধ হইলেও আমি মূঢ় ব্যক্তির ন্যায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। এই অন্ধ ব্যক্তি গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের 'শ্রীদানকেলিচিন্তামণি' লাভ করিয়াছে। শ্রীমদ্রূপগোস্বামীর প্রিয় নিজজনগণ ইহা বিশেষভাবে দর্শন করুন, এই প্রার্থনা। আমি [illegible] আদরপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ এই ভিক্ষা করিতেছি যে, যেন জন্মে জন্মে শ্রীল রূপপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের ধূলি হইতে পারি।

কেহ কেহ প্রশ্ন করেন,—শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর 'শ্রীদানকেলিকৌমুদী'তে যেরূপ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রণামসূচক কোন শ্লোক বা নামোল্লেখ নাই—'শ্রীদানকেলিচিন্তামণি'র মঙ্গলাচরণেও যখন সেইরূপ কোনও নামোল্লেখ নাই, তখন ইহা কি শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর শ্রীচৈতন্যচরণ-আশ্রয়ের পূর্ব্বের রচনা? বস্তুতঃ 'শ্রীদানকেলিচিন্তামণি'তে শ্রীরূপপ্রভুর বন্দনাসূচক শ্লোকই ঐরূপ প্রশ্নের অবকাশকে নিরাস করিয়া থাকে। যেখানে শ্রীরূপপ্রভুর বন্দনা আছে, তথায় শ্রীরূপপ্রভুর আরাধ্য শ্রীগৌরসুন্দরেরও বন্দনা অন্তর্ভুক্ত। 'শ্রীদানকেলিকৌমুদী' ১৪৭১ শকাব্দায় রচিত। অতএব 'শ্রীদানকেলিচিন্তামণি' ইহারই কিছুকাল পরে রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর অন্য সজ্জনগণের সুখদায়িনী

ভাণিকারূপে 'শ্রীদানকেলিকৌমুদী' রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

(৩) **শ্রীমুক্তাচরিত**—এই গ্রন্থের বক্তা প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রোত্রী শ্রীসত্যভামা দেবী। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্রজে মুক্তাফল-রোপণাবধি তদ্বিষয়ক যে-সকল অপ্রাকৃত লীলা করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি শ্রীসত্যভামার নিকট বর্ণন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ আত্মবিদ্যার অনুরূপা শ্রীললিতাদেবীর প্রিয়সখী শ্রীসত্যভামাও তৎসময়ে মুক্তাচরিত শ্রবণ করিয়া স্বীয় সখী শ্রীললিতাদেবীর নিকট তাহা বর্ণন করিয়াছিলেন। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ এইরূপ,—

কন্দর্পকোটিরম্যায় স্ফুরদিন্দীবরত্বিষে।
জগন্মোহনলীলায় নমো গোপেন্দ্রসূনবে॥
ক্রয়বিক্রয়খেলাদৌ মুক্তানাং মণিকাঞ্চনোঃ।
মিথো জয়ার্থিনোর্বন্দে রাধামাধবয়োর্ম্মদম্॥
নিজাপূর্ব্বদিকাং ভক্তিসুধামর্পয়িতুং ক্ষিতৌ।
উদিতং তং শচীগর্ভব্যোম্নি পূর্ণং বিধুং ভজে॥
নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো। রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥
হরিচরিতামৃতলহরীং বৃন্দাবিপিনাম্বুধিপ্রসূতাম্।
রসবদ্ভাবকগণ-পরমানন্দায় সন্তনুমঃ॥

যিনি কোটী কোটী কন্দর্প হইতেও রমণীয়, যাঁহার কান্তি প্রস্ফুটিত নীলপদ্মসদৃশ এবং যাঁহার লীলাবলী ত্রিজগন্মোহন-কারিণী, সেই শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। মুক্তাদানের ক্রয়বিক্রয়রূপ ক্রীড়াসিন্ধুতে যাঁহাদের চিত্ত নিমগ্ন হইয়াছে এবং মুক্তাবিষয়ে বাদানুবাদে যাঁহারা পরস্পর বিজয়ার্থী, সেই শ্রীশ্রীরাধামাধবযুগলকে আমি বন্দনা করি। যিনি এই পৃথিবীতে নিজ উজ্জ্বল ভক্তিসুধা সমর্পণ করিবার জন্য শ্রীশচীমাতার গর্ভাকাশে সমুদিত হইয়াছেন, সেই অপ্রাকৃত পূর্ণচন্দ্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি ভজনা করি। অহো! যাঁহার বিস্তৃত কৃপায় নামশ্রেষ্ঠ 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র, শ্রীমন্ত্র, শ্রীশচীনন্দন; শ্রীল স্বরূপ-দামোদর, শ্রীরূপ, তাঁহার অগ্রজ শ্রীল সনাতন, বিশালা শ্রীমথুরাপুরী, গোষ্ঠবাটী, শ্রীরাধাকুণ্ড, গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন ও শ্রীশ্রীরাধামাধবের শ্রীচরণসেবার আশা প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আমি নমস্কার করি। রসবেত্তা ভক্তগণের পরমানন্দের জন্য শ্রীবৃন্দাবন-সমুদ্রে সমুৎপন্ন শ্রীহরিচরিতামৃত-লহরী সম্যক্‌রূপে বিস্তার করিতেছি।

শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভু তাঁহার এই 'মুক্তাচরিত'-গ্রন্থ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর ইচ্ছানুসারে শ্রীল রূপ-প্রভুর শিক্ষার অনুসরণ করিয়া রচনা করিয়াছেন, ইহাই উপসংহারে ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগ অনুরাগী ভক্তগণই এই গ্রন্থ-পাঠের অধিকারী। অন্তিম শ্লোকে শ্রীল রঘুনাথ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর সৎপ্রভাবে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, ইহাও দৈন্যভরে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপ-পদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥
যস্যাজ্ঞয়া প্রবোধিতধিয়া মুক্তাচরিত্রৈর্ময়া
গুচ্ছঃ পুষ্পতরৈর্ব্যধায়ি স ইহ শ্রীরূপসংশিক্ষয়া।
জীবাধাতু রসেকজীবিততনোস্তস্যৈব যুগ্মেশ্বরী
প্রাণৈস্তং পরিভূষিতং স্ম তনুতাৎ তৎকেলিলীলোৎসুকঃ॥
মুক্তাচরিত্রপুষ্পৌঘৈর্বদ্ধং গুম্ফিতমদ্ভুতম্।
বতংসয়তু মৎস্নেহাৎ শ্রীমদ্রূপগণো মম॥
যস্য সঙ্গবলতোঽদ্ভুতা ময়া
মৌক্তিকোত্তমকথা প্রচারিতা।
তস্য কৃষ্ণকবিভূপতের্ব্রজে
সঙ্গতির্ভবতু মে ভবে ভবে॥

আমি দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ইহাই প্রার্থনা করিতেছি যে, যেন জন্মে জন্মে শ্রীল রূপপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের ধূলি হই। আমি শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর আদেশামৃতে প্রবোধিতবুদ্ধি হইয়া শ্রীল রূপপ্রভুর সম্যক্‌ শিক্ষানুসারে 'মুক্তাচরিতে'র কুসুমসমূহের এই স্তবক প্রস্তুত করিলাম। আমার একমাত্র জীবিতবিগ্রহস্বরূপ শ্রীজীবের যে নেত্রযুগ শ্রীকৃষ্ণলীলামাধ্বীকপানের জন্য অতিশয় সমুৎসুক হইয়াছে, সেই নাসারন্ধ্র ঘ্রাণের দ্বারা এই স্তবককে পরিভূষিত করুক। 'মুক্তাচরিতে'র কুসুমদামে যে গুচ্ছ গ্রথিত হইল, শ্রীল রূপ-প্রভুর নিজজনগণ আমার প্রতি স্নেহবশতঃ নির্ব্বন্ধে বসিয়া তদ্দ্বারা স্ব-স্ব কর্ণ বিভূষিত করুন। আমি যাঁহার সঙ্গবলে এই অতিমর্ত্ত্য মৌক্তিকোত্তম-কথা প্রচার করিলাম, সেই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর সঙ্গ এই ব্রজমণ্ডলে আমার জন্মে জন্মে লাভ হউক।

Theodor Aufrechtএর Catalogus Catalogorum পুস্তকে (Vol. I. P. 486, 729) শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর রচিত বলিয়া 'উপদেশামৃত' ও 'স্তবাবলী'-নামক দুইখানি গ্রন্থের নামেও উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত পুস্তকে (Vol. I. P. 249, 486 ; Vol. III. P. 54) শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর 'শ্রীদানকেলিকৌমুদী'র 'শ্রীরঘুনাথদাস'-কৃত টীকার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু কিনা, তাহা বলা যায় না।

– শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর 'পদ্যাবলী'-গ্রন্থেও শ্রীরঘুনাথদাসের নামে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কথিত হয় যে, শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভুর রচিত উপরি-উক্ত গ্রন্থাবলীর কোনটিতেও এই শ্লোক-তিনটি দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্লোক-তিনটি এই,—

গোপেশ্বরীবদনচুম্বকৃতি-লোলনেত্রং
তাম্বূলেন বাণীময় সকম্পম্।
কলিতবর্ণিতসুধা-মধুরাধরাভং
শ্যামং তমালবনলীনমহং ভজামি॥

(পদ্যাবলী, ১৩১ শ্লোক)

তত্ত্বং কথয় মুক্তি পদ্মকুণ্ডৈরকুণ্ডতামতলে
নির্বিকরং মম পুষ্পহস্তনবিধৌ নাত্মাপি কিং মুকসি।
পশ্য ক্রীড়নমদ্যন্তত্মনং কৃষ্ণাটবীং তত্বরে
তন্মেলাপেৎকৃপায়ানন্দ বিনিশ্চয়াং মনঃ পঞ্চতে॥

(পদ্যাবলী, ২১২ শ্লোক)

প্রথয়তি ন তথা মমার্তিমুচ্চৈঃ
সহচরি বল্লবচন্দ্রবিপ্রয়োগঃ
কটুভিরসুরমণ্ডলৈঃ পরীতে
দনুজপতের্নগরে যথাস্য বাসঃ॥

(পদ্যাবলী, ৩৩১ শ্লোক)

দ্বিতীয় পদটী Deccan College Paper Mss-এ (৩৭নং, ১৮৭৩-৭৪) "রূপস্য" অর্থাৎ শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর কৃত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত হস্তলিখিত পুঁথি (১০৯১নং) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটী বিভিন্ন হস্তলিখিত পুঁথিতে (২৫২০ ও ৫০১৪০ নং) এবং বহরমপুরের শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত পুস্তকে এই শ্লোকটী শ্রীরঘুনাথদাসের রচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদ্যাবলীর যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও শেষোক্ত তৃতীয় শ্লোকটী শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর রচিত বলিয়া দৃষ্ট হয়; কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের হস্তলিখিত পুঁথিতে এই শ্লোকের রচয়িতার নামের স্থলে 'কস্য' এইরূপ দৃষ্ট হয়। ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটী বিভিন্ন হস্তলিখিত পুঁথিতেও রচয়িতার নাম-নির্দেশ নাই। শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত পদ্যাবলীতে "রূপস্য" বলিয়া উক্ত হইয়াছে; Deccan College Paper Mss.-এ (১৩৭নং) ও শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সংস্করণে "কস্যচিৎ" বলিয়া উল্লিখিত আছে।

এতদ্ব্যতীত শ্রীবৈষ্ণবদাস-সংকলিত 'শ্রীপদকল্পতরু'-নামক বাংলা পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থে শ্রীল দাস-গোস্বামিপ্রভুর নামে আরোপিত তিনটী বাংলা পদ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীজয়দেব-বন্দনা

জয় জয় শ্রীজয়- দেব দয়াময়,
পদ্মাবতী-রতিকান্ত।
রাধামাধব- প্রেম-ভকতি-রস,
উজ্জ্বল-মূরতি নিতান্ত॥

'শ্রীগীতগোবিন্দ', গ্রন্থ সুধাময়,
বিরচিত মনোহর ছন্দ।
রাধা-গোবিন্দ- নিগূঢ়-লীলাগুণ-
পদ্যাবলী-পদবন্ধ॥

কেন্দুবিল্ব বর- ধাম মনোহর,
অনুখন করত বিলাস।
রসিক-ভকতগণ, যো সরবস-ধন,
অহনিশি রহ তছু পাশ॥

যুগলবিলাস-গুণ, কহ আস্বাদন,
অবিরত ভাবে বিভোর।
দাস রঘুনাথ ইহ, তছু গুণ বর্ণন,
কৈছে করব লব ওর।

শ্রীরাধাস্তব

চন্দ্রবদনি ধনি, মৃগনয়নী।
রূপে গুণে অনুপমা রমণীমণী॥
মধুরিম হাসিনি, কমল-বিকাশিনি,
মোতিম-হারিণি কম্বু-কণ্ঠিনী।
মিত-মৌবাদিনি, গলিত-কাঞ্চন জিনি',
তনু-রুচি-ধারিণি পিক-বচনী॥
উরজ-নলি-বেদি, মেরু 'পর যেন কলি,
অঙ্গনে বহ ধনি, গজ-গমনী।
নীলা-পরিধানিনি, চরণে নূপুর-ধ্বনি,
রতিরসে পুলকিনি কৃষ্ণ-মোহিনী॥
শিরে জিনি' মাথ বিধি, ভারে শশি-কিরিণি,
ঝাঁপি ওড়নি অঙ্গ পর অবনী।
বৃষভানু-নন্দিনি, জগজন-বন্দিনি,
দাস রঘুনাথ-পহুঁ-মনোহারিণী॥

শ্রীমদনগোপালের আরতি

হেরত সকল সন্তাপ জনমকো
মিটত তলপ যমকালনকি।
আরতি কিজে মদনগোপালকি॥
গো-ঘৃত-রচিত কর্পূরকি বাতি
ঝলকত কাঞ্চন থারকি।
ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি
বাজত বেণু বিষাণকি॥
চন্দ্রকোটি-জ্যোতি ভানুকোটি-ছবি
মুখশোভা নন্দলালকি।
ময়ূরমুকুট পীতাম্বর সোহে
উরে বৈজয়ন্তী-মালকি॥
চরণকমল 'পর নূপুর বাজে
আর কি কুসুম জালকি।
সুন্দর লোল কপোলক ছবিসো
নিরখত মদনগোপালকি॥
সুর-নর-মুনিগণ করতহি আরতি
ভক্তবৎসল-প্রতিপালকি।
হঁ বলি বলি রঘুনাথদাসপ্রভু
মোহন গোকুল-বালকি॥

নিম্নলিখিত গীতটী শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামি-প্রভুর উদ্দেশে রচিত গীত বলিয়া প্রচলিত। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ এই গীতটী অবধূতবেশে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে কীর্ত্তন করিয়া ভ্রমণ করিতেন।

কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে রাধে।
রাধে রাধে গো, জয় রাধে রাধে॥
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ, রাধে রাধে।
তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে, রাধে রাধে।
রাধে বৃন্দাবন-বিলাসিনি, রাধে রাধে।
রাধে কানু-মনোমোহিনি, রাধে রাধে।
রাধে অষ্টসখীর শিরোমণি, রাধে রাধে।
রাধে বৃষভানু-নন্দিনি, রাধে রাধে॥
(গোসাঞি) নিয়ম ক'রে সদাই ডাকে, রাধে রাধে।
(গোসাঞি) একবার ডাকে কেশীঘাটে, আবার ডাকে বংশীবটে, রাধে রাধে।
(গোসাঞি) একবার ডাকে নিধুবনে, আবার ডাকে কুঞ্জবনে, রাধে রাধে॥
(গোসাঞি) একবার ডাকে রাধাকুণ্ডে, আবার ডাকে শ্যামকুণ্ডে, রাধে রাধে।
(গোসাঞি) একবার ডাকে কুসুমবনে, আবার ডাকে গোবর্দ্ধনে, রাধে রাধে॥
(গোসাঞি) একবার ডাকে তালবনে, আবার ডাকে তমালবনে, রাধে রাধে।
(গোসাঞি) মলিন বসন দিয়ে গায়, ব্রজের ধূলায় গড়াগড়ি যায়, রাধে রাধে॥
(গোসাঞি) মুখে 'রাধা রাধা' বলে, ভেসে' নয়নের জলে, রাধে রাধে।
(গোসাঞি) বৃন্দাবনে কুলি কুলি, কেঁদে' বেড়ায় 'রাধা' বলি', রাধে রাধে॥
(গোসাঞি) ছাপান্নদণ্ড রাত্রিদিনে, জানে না রাধা-গোবিন্দ বিনে, রাধে রাধে।
(তারপর) চারিদণ্ড শুতি থাকে, স্বপনে রাধা-গোবিন্দ দেখে, রাধে রাধে॥

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর 'শিষ্য'-নামে প্রচারিত ('প্রেমবিলাস' ও 'কর্ণানন্দ' গ্রন্থানুসারে) 'শ্রীরাধাবল্লভদাস'-নামে এক প্রাচীন পদকর্ত্তা শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-

প্রভুর একটী সংক্ষিপ্ত চরিত পত্যাকারে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

অথ রঘুনাথদাস-গোস্বামিনাং গুণবর্ণনং যথা।

শ্রীচৈতন্যকৃপা হৈতে, রঘুনাথদাস-চিত্তে,
পরম বৈরাগ্য উপজিল।
দারা-গৃহসম্পদ, নিজরাজ্য-অধিপদ,
মলপ্রায় সকল ত্যজিল॥

পুরশ্চর্য্য কৃষ্ণনামে, গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে,
গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে।
এই মনে অভিলাষ, পুন রঘুনাথদাস,
নয়নগোচর হ'য়ে রবে॥

গৌরাঙ্গ দয়াল হৈয়া, 'রাধাকৃষ্ণ'-নাম দিয়া,
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জাহারে।
ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে,
সমর্পণ করিলা তাহারে॥

চৈতন্যের অগোচরে, নিজকেশ ছিঁড়ি' করে,
বিরহে আকুল ব্রজে গেলা।
দেহত্যাগ করি' মনে, গেলা গিরি-গোবর্দ্ধনে,
দুই গোসাঞি তাহারে দেখিলা॥

ধরি' রূপ-সনাতন, রাখিলা তাঁ'র জীবন,
দেহত্যাগ করিতে না দিলা।
দুই গোসাঞির আজ্ঞা পাঞা, রাধাকুণ্ড-তটে গিয়া,
বাস করি' নিয়ম করিলা॥

ছেঁড়া কম্বল পরিধান, ব্রজফল গব্য খান,
অন্ন-আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি', স্মরণ-কীর্ত্তন করি',
রাধাপদ ভজন যাহার॥

ছাপ্পান্নদণ্ড রাত্রিদিনে, রাধাকৃষ্ণ-গুণগানে,
স্মরণেত' সদাই গোঙায়।
চারিদণ্ড শুতি থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
এক তিল ব্যর্থ নাহি যায়॥

গৌরাঙ্গের পদাম্বুজে, রাখে মনভৃঙ্গ-রাজে,
স্বরূপেরে সদাই ধেয়ায়।
অভেদ শ্রীরূপ-সনে, গতি যাঁ'র সনাতনে,
ভট্টযুগপ্রিয় মহাশয়॥

শ্রীরূপের গণ যত, তা'র পদ-আশ্রিত,
অত্যন্ত বাৎসল্য যা'র জীবে।
সেই আর্ত্তনাদ করি', কাঁদি' বলে "হরি হরি,
প্রভুর করুণা হ'বে কবে॥

হে রাধাবল্লভ, গান্ধর্ব্বিকা-বান্ধব,
রাধিকা-রমণ, রাধা-নাথ।
হে বৃন্দাবনেশ্বর, হা হা কৃষ্ণ দামোদর,
কৃপা করি' কর আত্মসাথ॥

শ্রীরূপ-সনাতন, যবে হৈল অদর্শন,
অন্ধ হৈল এ দুই নয়ন।
বৃথা আঁখি কাঁহা দেখি, বৃথা প্রাণ কাঁহা রাখি",
এত বলি' করয়ে ক্রন্দন॥

শ্রীচৈতন্য শচীসুত, তাঁ'র গণ হয় যত,
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থল, দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব
সভারে করয়ে পরণাম॥

রাধাকৃষ্ণ-বিয়োগে, ছাড়িল সকল ভোগে,
শুখ রূখ অন্নমাত্র সার।
গৌরাঙ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি' দিল আগে,
ফল গব্য করিল আহার।

সনাতনের অদর্শনে, তাহা ছাড়ি' সেইদিনে,
কেবল করয়ে জল পান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি' দিল তবে,
"রাধাকৃষ্ণ" বলি' রাখে প্রাণ॥

শ্রীরূপের অদর্শনে, না দেখি' তাহার গণে,
বিরহে ব্যাকুল হৈয়া কান্দে।
কৃষ্ণকথা-আলাপন, না শুনিয়া শ্রবণ,
উচ্চস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে॥

"হা হা রাধাকৃষ্ণ কোথা, কোথা বিশাখা-ললিতা,
কৃপা করি' দেহ দরশন।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু, হা স্বরূপ মোর প্রভু,
হা হা প্রভু রূপ-সনাতন॥"

কান্দে গোসাঞি রাত্রিদিনে, পুড়ি' যায় তনু-মনে,
ক্ষণে অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
চক্ষু অন্ধ—অনাহার, আপনাকে দেহ-ভার,
বিরহে হইল জরজর॥

রাধাকুণ্ড-তটে পড়ি' সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি'
মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, প্রেম-অশ্রু নেত্রে পড়ে,
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ।

সেই রঘুনাথদাস, পূরাহ মনের আশ,
এই মোর বড় আছে সাধ।
এ রাধাবল্লভ-দাস, মনে বড় অভিলাষ,
প্রভু মোরে কর পরসাদ।

শ্রীরাধাদেবাসর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীরূপ-রূপানুগবর শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভুর অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভময় দিব্যোন্মাদের তাৎপর্য্য হৃদয়ে সম্ভোগপরের লেশমাত্র থাকিতে উপলব্ধি হয় না। কিরূপ সহজসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনুরাগপরাকাষ্ঠা এবং নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় সুগভীর—সুগভীর আবেশ ও অভিনিবেশের সহিত শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভু শ্রীরাধাপদের জন্য সর্ব্বাত্ম নিবেদনের শ্রীযজ্ঞে আহুতিপ্রদান করিয়াছেন। সমগ্র জীবনীশক্তি, সমগ্র সত্তা, আনখকেশাগ্র, সর্ব্বাঙ্গ, সমগ্র চিত্ত, অস্মিতা, প্রাণ, বুদ্ধি, বাক্য—সর্ব্বস্ব নিজাভীষ্টা শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠা শ্রীরূপমঞ্জরী ও স্বারাধ্যা নিজেশ্বরী শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর পাদপদ্মের জন্য যে দান করিয়াছেন, তাহা কোন-প্রকার মর্ত্ত্য ভাষায় বর্ণিত হইতে পারে না। শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভুর চিত্তবৃত্তির ইঙ্গিত পাইবার যোগ্যতা ভূলোকে দুর্লভ। কেবল যাঁহারা সেই শ্রীরূপানুগবরের বিশেষ কৃপানুকম্পাবিশেষে সুনির্ম্মল-হৃদয় হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার অতিমর্ত্ত্য দিব্যোন্মাদময়ী ভজনবিলাসবিগ্রহতার প্রতি লোভবিশিষ্ট হইতে পারেন। শ্রীল রঘুনাথের বিপ্রলম্ভময় বৈরাগ্য যে কোন্ ভূমিকায় অবস্থিত, তাহা পৃথিবীর কোনও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব হরিভজন-প্রয়াসিগণের দুই প্রকার গতির কথা বলিয়া থাকেন। যাঁহারা বৈধমার্গে ভজন-প্রয়াসী অর্থাৎ যাঁহারা শাসন, শঙ্কা, দণ্ড প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া হরিভজনের জন্য ক্ষীণা চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের গতি শম্বুকের গতির ন্যায়; আর যাঁহারা রাগাত্মিকজনের সুতীব্র সেবাদর্শের লোভে লুব্ধ হইয়া অতিশয় অনুরাগ, অভিনিবেশ ও আবেশের সহিত হরিভজনে অগ্রসর হন, তাঁহাদের গতি এরোপ্লেন বা আকাশযানের গতির ন্যায় প্রবল বেগশালিনী। ঐরূপ সুপ্রবল বেগশালী কোটি কোটি আকাশযানের গতিকে অতিক্রম করিয়া শ্রীরাধানিজজন শ্রীরূপানুগবর শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভুর দিব্যোন্মাদের স্বাভাবিকী বিদ্যুৎ-প্রগতি স্বয়ং শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর ভাবকান্তিতে বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরেরও বিস্ময় ও প্রীতি উৎপাদন করিয়াছে।

শ্রীশ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর

শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীমুকুন্দদাস ঠাকুর, শ্রীমাধব দাস ও শ্রীনরহরি সরকারঠাকুর—তিন ভ্রাতা ছিলেন। শ্রীল মুকুন্দদাস জ্যেষ্ঠ ও শ্রীল নরহরি সরকারঠাকুর সর্ব্বকনিষ্ঠ। শ্রীল মুকুন্দদাস সরকারঠাকুরের আত্মজই—শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু ইঁহাদিগকে 'শ্রীচৈতন্য-কৃপাধাম' মহাশাখা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।৭৮-৭৯)।

শ্রীল মুকুন্দদাস ঠাকুর বৈষ্ণব-গৃহস্থবেশে মহাভাগবতবর রাজবৈদ্যের কার্য্য করিতেন বটে, কিন্তু ইঁহার অন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে অভিষিক্ত ছিল। স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল মুকুন্দের সম্বন্ধে বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১২০),—

"বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহো, করে রাজসেবা।
অন্তরে প্রেম ইঁহার, জানিবেক কেবা॥"

একদিন শ্রীল মুকুন্দ বাদশাহকে দেখিবার জন্য রাজপ্রাসাদে গমন করিয়াছিলেন। যখন বাদশাহের নিকট একটি উচ্চ স্থানে বসিয়া শ্রীল মুকুন্দ চিকিৎসার কথা বলিতেছিলেন,

আসিয়া বাদশাহের মস্তকের উপর ধারণ করেন। সেই শিখিপিচ্ছদর্শনে শ্রীল মুকুন্দের শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি উদ্দীপ্ত হয়। ইহাতে তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া উচ্চস্থান হইতে ভূতলে পতিত হন। বাদশাহ শ্রীল মুকুন্দকে সংজ্ঞাহীন দেখিয়া রাজবৈদ্যের দেহত্যাগ হইয়াছে বলিয়া বিচার করেন এবং স্বয়ং ভূতলে অবতরণ করিয়া রাজবৈদ্য কোন্ স্থানে ব্যথা পাইয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীল মুকুন্দ বলেন যে, তিনি কোন ব্যথা পান নাই; তাঁহার মৃগীব্যাধি আছে বলিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে ঐরূপে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। কিন্তু বাদশাহ শ্রীল মুকুন্দের ছলনা ও আত্মগোপন-সত্ত্বেও তাঁহাকে 'মহাসিদ্ধ' বলিয়া ধারণা করেন। এই প্রসঙ্গটি শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজভক্তগণ-সম্মুখে বর্ণন করিয়াছিলেন (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১২১-১২৭ দ্রষ্টব্য)। এই মহাভাগবতবর মহা-প্রেমিক শ্রীগৌরপার্ষদের আত্মজই—শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর। ইনিও পিতার ন্যায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলাসহচর ও প্রেমিক মহাভাগবতবর ছিলেন। শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীগৌরপার্ষদগণের মধ্যে শ্রীল মুকুন্দদাস, তৎপুত্র শ্রীল রঘুনন্দন ও শ্রীমুকুন্দের কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীনরহরি সরকারঠাকুরই প্রধান। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু লিখিয়াছেন,—

"খণ্ডের মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীনরহরি,—এই মুখ্য তিন জন॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১১২)

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল মুকুন্দদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মুকুন্দ! তুমি ও শ্রীরঘুনন্দন—এই দুই-এর মধ্যে কে পিতা, কেই বা পুত্র? তুমি কি শ্রীরঘুনন্দনের পিতা? অথবা শ্রীরঘুনন্দনই কি পিতা, তুমি কি তাহার পুত্র? ইহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল; আমার সংশয় হইয়াছে।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমুকুন্দ বলিলেন,—"শ্রীরঘুনন্দনই আমার পিতা, আমি তাঁহার পুত্র; কারণ, আমাদের সকলের কৃষ্ণভক্তি শ্রীরঘুনন্দনের অনুগ্রহে প্রকাশিত হইয়াছে।" শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—"মুকুন্দ! তোমার এই বিচারই ঠিক; কারণ, যাঁহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয়, তিনিই প্রকৃত গুরুজন। বয়সের কম-বেশীর দ্বারা গুরুত্বের পরিমাণ হয় না।"

মুকুন্দ কহে,—"রঘুনন্দন আমার 'পিতা' হয়।
আমি তাঁ'র 'পুত্র',—এই আমার নিশ্চয়॥
আমা-সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব পিতা—রঘুনন্দন আমার, নিশ্চিতে"
শুনি' হর্ষে কহে প্রভু,—"কহিলে নিশ্চয়।
যাঁহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি, সেই গুরু হয়॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১১৫-১১৭)

শ্রীগৌরসুন্দরের এই উক্তি হইতে আমরা শ্রীমুকুন্দাত্মজ শ্রীরঘুনন্দনের মাহাত্ম্যের দিগ্দর্শন প্রাপ্ত হইতে পারি। 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী শ্রীল রঘুনন্দনকে "তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্নঃ প্রিয়নর্মসখো ভবন্।
চক্রে লীলাসহায়ং যো রাধামাধবয়োর্ব্রজে।
শ্রীচৈতন্যাদ্বৈততনুঃ স এব রঘুনন্দনঃ॥
(শ্রীগৌঃ গঃ, ৭০ শ্লোক)

অর্থাৎ তৃতীয় ব্যূহ শ্রীপ্রদ্যুম্ন, যিনি প্রিয়নর্মসখারূপে ব্রজে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলায় সহায়তা করিয়াছিলেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভিন্নতনু শ্রীরঘুনন্দন।

প্রাচীন বৈষ্ণবকবি ও পদকর্তৃগণের বিভিন্ন পদে শ্রীরঘুনন্দনের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে; যথা,—

মুকুন্দদাসং তং বন্দে যৎসুতো রঘুনন্দনঃ।
কাম্যো রতিপতির্জজ্ঞে যো গোপালমভোজয়ৎ॥
স চ রঘুনন্দন এব বরেণ্যো নরহরি-শিষ্যঃ সুকৃতী মান্যঃ।
বাল্যাবধিতঃ সাধুচরিত্রো ভক্তিবিনোদিত-চিত্ত-পবিত্রঃ॥

শ্রীরঘুনন্দন যাঁহার পুত্র, যিনি রতিপতি কন্দর্পস্বরূপ (অর্থাৎ কন্দর্পবৎ কমনীয়-রূপবান্), যিনি শ্রীগোপালকে লড্ডুক ভক্ষণ করাইয়াছিলেন, সেই শ্রীমুকুন্দদাসকে আমি বন্দনা করি। (শ্রীমুকুন্দদাসপুত্র) সেই শ্রীরঘুনন্দন শ্রীল নরহরি সরকারঠাকুরের শিষ্য। তিনি বরেণ্য, সুকৃতিসম্পন্ন সজ্জনগণের মান্য, বাল্যকাল হইতে সাধুচরিত্র এবং ভক্তি-বিনোদিত পবিত্র-চিত্তবিশিষ্ট।

মধুর চরিত্র বন্দোঁ শ্রীরঘুনন্দন।
আকৃতি প্রকৃতি যাঁ'র ভুবনমোহন॥

• • •

বন্দোঁ রঘুনন্দন, মুরতি মদন-সম,
জগৎ মোহিত যাঁ'র নাটে।

একসময় শ্রীখণ্ড-অঞ্চল শাক্ত তান্ত্রিক-পূজার পীঠস্থান ছিল। কিন্তু শ্রীল মুকুন্দদাস, শ্রীল নরহরি ও শ্রীল রঘুনন্দনের

প্রভাবে শ্রীখণ্ড ষোড়শ শতাব্দী হইতে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারের একটী বিশিষ্ট কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। শ্রীখণ্ডের প্রচারের কিছু বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্ব-সম্বন্ধে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ঐতিহাসিকগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু 'গৌরনাগরী'-মতবাদ বা 'গৌরবাদী' মতবাদ উপরি-উক্ত শ্রীখণ্ডবাসী মুখ্য গৌরপার্ষদত্রয়ের অনুসৃত মতবাদ নহে। ইহা পরবর্ত্তিকালে মনোধর্ম্মী ব্যক্তিগণের দ্বারা কল্পিত হইয়া উক্ত গৌরপার্ষদত্রয়ের নামের সহিত সংযুক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

শ্রীল রঘুনন্দনের শিষ্যানুশিষ্যগণের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক বহু পদ প্রচলিত আছে। শ্রীল রঘুনন্দনের 'শিষ্য'-নামে পরিচিত 'রায়শেখর' বা 'শশিশেখর রায়ে'র নামে ব্রজবুলিতে অনেক পদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঐ-সকল পদের মধ্যে সকলগুলিই নির্ব্বিচারে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কেহ কেহ শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের রচিত বলিয়া "শ্রীগৌরনামামৃত-স্তোত্র" ও 'শ্রীশচীসুতাষ্টক'-নামক সংস্কৃত-স্তবের উল্লেখ করেন।

শ্রীরঘুনন্দন শ্রীখণ্ডে নিজ ভজনময় গৃহে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেন। তৎসম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১২৮-১২৯),—

রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে।
দ্বারে পুষ্করিণী, তা'র ঘাটের উপরে॥
কদম্বের এক বৃক্ষে ফুটে বারমাসে।
নিত্য দুই ফুল হয় কৃষ্ণ-অবতংসে॥

শ্রীমুকুন্দ, শ্রীরঘুনন্দন ও শ্রীনরহরি—এই তিনজনকে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্ব-স্ব সেবা ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীরঘুনন্দনকে কেবল শ্রীকৃষ্ণের অনন্য-সেবা প্রদান করিয়াছিলেন।

রঘুনন্দনের কার্য্য—কৃষ্ণের সেবন।
কৃষ্ণসেবা বিনা ইঁহার অন্য নাহি মন॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৩১)

'ভক্তচরিত-মহিমদর্পণ'-গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই শ্রীরঘুনন্দনের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশ হইয়াছিল।

কৃষ্ণসেবনলালসোদয়যুতো যঃ পঞ্চমবৎসরাৎ
কৃত্বা তত্র সুবিগ্রহং পরিবরং শ্রীগোপীনাথাভিধম্।
যত্নতঃ পিতৃলীলয়া সুমধুরং ক্ষীরং স আশীর্ব্বদা
সোঽয়ং শ্রীরঘুনন্দনো বিজয়তে শ্রীখণ্ডভূমণ্ডলে॥

যিনি পঞ্চবর্ষ বয়ঃকাল হইতে 'শ্রীগোপীনাথ'-নামক শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত করিয়া তাঁহাকে পরিচর্য্যা করিতেন এবং বাল্যলীলায় শ্রীগোপীনাথ যাঁহাকে আশীর্ব্বাদ বা প্রসাদ-রূপে সমধুর ক্ষীর প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরঘুনন্দন 'শ্রীখণ্ড'-নামক স্থানে অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে' নিজ শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল নরহরি সরকারঠাকুরের মহিমা-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

তাঁ'র ভ্রাতুষ্পুত্র—শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর।
সকল সংসারে যশঃ ঘোষয়ে প্রচুর॥
শ্রীমূর্ত্তিকে লাড়ু খাওয়াইল যেই জন।
তা'রে অনুবৃত্তি করে কোন্ মূঢ় জন?
সহজে বৈষ্ণব নহে বর্ণের বিচার।
কৃষ্ণপদে যা'র কথা—সে কৃষ্ণ কেবল॥
শ্রীমূর্ত্তির সনে কথা যা'র অনুব্রত।
তাহারে কেমন জান, কেমন মহত্ব।
যাহারে চৈতন্য কৈল,—"মোর প্রাণ তুমি।"
প্রকাশ করিল যা'রে অভিরাম গোসাঞী।
'মদন' বলিয়া অবতার জানাইল।
চৈতন্যের কোলে সবে যেমনি দেখিল।
কৃষ্ণের আবেশে নৃত্য জগ-মনঃ মোহে।
নাহি ভিন্নাভিন্ন—সব সমান-সিনেহে॥
সর্ব্বদা মধুর বাণী বোলয়ে বদনে।
সর্ব্বকাল না শুনিল উৎকট-কথনে॥
চাতুরী, মাধুরী লীলা বিলাস লাবণ্য।
রূপময় দেহ তা'র—এ সংসারে ধন্য॥
পিতা যা'র মহাকবি শ্রীমুকুন্দদাস।
চৈতন্য-সমাজ-পথে নির্ম্মল বিশ্বাস॥
(শ্রীচৈঃ মঃ সূত্রখণ্ড, ৬৩৭-৬৫৩)

পদকর্ত্তা শ্রীউদ্ধবদাসের রচিত একটী পদে বাল্যলীলায় শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের আরাধ্য শ্রীগোপীনাথজীউকে লাড়ু খাওয়াইবার প্রসঙ্গটী এইরূপভাবে বর্ণিত আছে,—

প্রকট শ্রীখণ্ড-বাস, নাম শ্রীমুকুন্দ-দাস,
ঘরে সেবা গোপীনাথ জানি'।
গেলা কোন কার্য্যান্তরে, সেবা করিবার তরে,
শ্রীরঘুনন্দনে ডাকি' আনি'॥

"ঘরে আছে কৃষ্ণসেবা, যত্ন করি' খাওয়াইবা,"
এত বলি' মুকুন্দ চলিলা।
পিতার আদেশ পাঞা, সেবার সামগ্রী লৈয়া,
গোপীনাথের সম্মুখে আইলা॥
শ্রীরঘুনন্দন অতি, বালকের শিশু-মতি,
'খাও' বলে কান্দিতে কান্দিতে।
কৃষ্ণ সে প্রেমের বশে, না রাখিয়া অবশেষে,
সকল খাইলা অলক্ষিতে॥
আসিয়া মুকুন্দ-দাস, কহে বালকের পাশ,
"প্রসাদ-নৈবেদ্য আন দেখি।"
শিশু কহে,—"বাপ! শুন, সকলি খাইলা পুন,
অবশেষ কিছুই না রাখি'॥"
শুনি' অপরূপ হেন, বিস্মিত-হৃদয়ে পুন,
আর দিন বালকে কহিয়া।
সেবা-অনুমতি দিয়া, বাড়ীর বাহির হৈয়া,
পুন আসি' রহে লুকাইয়া॥
শ্রীরঘুনন্দন অতি, হইয়া হরিষ-মতি,
গোপীনাথে লাড়ু দিয়া করে।
'খাও, খাও' বলে ঘন, অর্দ্ধেক খাইতে হেন
সময়ে মুকুন্দ দেখি' দ্বারে॥
যে খাইল, রহে হেন, আর না খাইলা পুন,
দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমে ভোর।
নন্দন করিয়া কোলে, গদগদ-স্বরে বলে,
নয়নে বহিছে ঘন লোর॥
অদ্যাপি শ্রীখণ্ডপুরে, অর্দ্ধ লাড়ু আছে করে,
দেখে যত ভাগ্যবন্ত জনে।
অভিন্ন-মদন যেই, শ্রীরঘুনন্দন সেই,
এ উদ্ধবদাস রস ভণে॥

কথিত হয় যে শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের দণ্ডবৎ-প্রণাম ও শ্রীজয়মঙ্গল চাবুকের আঘাত অকপট শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিক ব্যতীত অপর কেহ সহ্য করিতে পারিতেন না। পরবর্ত্তী শ্রীউদ্ধবদাসের আর একটি পদে বর্ণিত আছে যে, এক সময়ে শ্রীঅভিরাম ঠাকুর শ্রীখণ্ডে আসিয়া শ্রীরঘুনন্দনের সন্ধান করেন। কিন্তু শ্রীঅভিরাম ঠাকুর প্রণাম করিবেন আশঙ্কা করিয়া শ্রীমুকুন্দ শ্রীরঘুনন্দনকে লুকাইয়া রাখেন। শ্রীরঘুনন্দন 'বড়ডাঙ্গি'-নামক স্থানে গিয়া শ্রীঅভিরামের সহিত মিলিত হন। তিনি শ্রীঅভিরামের প্রচণ্ডপ্রণাম সহ্য করিয়া শ্রীঅভিরামের সহিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের নাম কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে থাকেন।

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের বামে শ্রীগদাধর ও দক্ষিণে শ্রীনরহরি এবং শ্রীরঘুনন্দনকে শ্রীচরণতলে অবস্থিত হইয়া সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখচন্দ্র-সুধা-পানকারিরূপে একাধিকবার বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীল রঘুনন্দন শ্রীব্রজলীলায় শ্রীপ্রদ্যুম্ন-বিভু। সমস্ত প্রাচীন পদেই তাঁহার ভুবনমোহন শ্রীমূর্ত্তির বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীখণ্ডে যখন শ্রীল রঘুনন্দন শ্রীল নরহরি সরকার-ঠাকুরের তিরোভাব-মহামহোৎসব শ্রীশ্রীনিবাসাদি ভক্তবৃন্দের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেইসময় সমাগত মহান্তগণ শ্রীল রঘুনন্দনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। ইহা 'শ্রীভক্তি-রত্নাকরে' বর্ণিত আছে,—

কেহ কহে,—"শ্রীরঘুনন্দনে প্রীত যা'র।
অল্পে অল্পে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বশ তা'র।"
কেহ কহে,—"কি দয়ালু শ্রীরঘুনন্দন!
অতি দীনহীন-দুঃখিজনের জীবন।"
কেহ কহে,—"কি দৈন্য! তিলেক নাই হেন।"
কেহ কহে,—"কন্দর্পের প্রায় শোভা যেন।"

• • •

কেহ কহে,—"গীতবাদ্য-নৃত্যে মহাধীর।"

শ্রীল রঘুনন্দনের শ্রীমন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গপ্রাঙ্গণে ভক্তগণের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের মঙ্গলারাত্রিক ও সন্ধ্যারাত্রিক দর্শন ও নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করিতেন। ইহা 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' নবম তরঙ্গে বর্ণিত আছে। শ্রীরঘুনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালেও প্রতিবৎসর নীলাচলে গমন করিয়া শ্রীজগন্নাথের রথাগ্রে শ্রীমহাপ্রভুর মনোহরলীলাহ্লাদে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেন। রথাগ্রে যে সপ্তসংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিতেন, শ্রীখণ্ডবাসীর সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় তাহার অন্যতম। সেই সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায়ে শ্রীনরহরি ও শ্রীরঘুনন্দন নৃত্য করিতেন।

কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে (১।১) লিখিয়াছেন,—

নরহরি-রঘুনন্দন-প্রধানাঃ কতিচন খণ্ডভুবোঽপ্যখণ্ডভাগ্যাঃ।
প্রণয়বিনয়মূর্ত্তয় এতে প্রতিশরদং পুরুষোত্তমং ভজন্তে॥

শ্রীনরহরি, শ্রীরঘুনন্দন প্রভৃতি কতিপয় চিরভাগ্যবান্ শ্রীখণ্ডবাসী প্রধান প্রধান ভক্তবৃন্দ প্রথমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে দর্শন করেন নাই। ইঁহারা (ইঁহার দর্শনের পর হইতে) প্রতিবৎসর শরৎকালে শ্রীপুরুষোত্তমে আসিয়া থাকেন।

শ্রীমুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চায় (৩।১৫) লিখিয়াছেন,—

খণ্ডস্থিতাঃ শ্রীরঘুনন্দনাদয়ো গৌরাঙ্গভাবেন বিভাবিতাশয়াঃ।
কুলীনগ্রামনিবাসিনঃ প্রভুং নৃত্যন্তি গায়ন্তি নমন্তি সন্ততম্॥

(শ্রীনীলাচলে নৃত্যকীর্ত্তনকালে) শ্রীখণ্ডস্থিত শ্রীরঘুনন্দন প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গভাববিভাবিতাত্মা কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণ আনন্দে সর্ব্বদা নৃত্য, গীত ও প্রণাম করিয়া থাকেন।

শ্রীল রঘুনন্দনের বংশাবলী শ্রীখণ্ডে বাস করিতেছেন। নিম্নে সেই বংশের তালিকা প্রদত্ত হইল। শ্রীনারায়ণদেব সরকারের পুত্র শ্রীমুকুন্দ ঠাকুর, শ্রীমাধব ও শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর। শ্রীমুকুন্দের পুত্র শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের পুত্র শ্রীকানাই ঠাকুর। শ্রীকানাই ঠাকুরের পুত্র শ্রীমদনরায় ও শ্রীবংশীরায়। শ্রীমদনরায় শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। শ্রীমদনরায়ের পুত্র শ্রীভগবান্ ও অপর চারিপুত্র। শ্রীভগবানের পুত্র শ্রীরতিকান্ত। শ্রীরতিকান্তের পুত্র শ্রীপ্রাণবল্লভ। শ্রীপ্রাণবল্লভের পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের পুত্র শ্রীকন্দর্প। শ্রীকন্দর্পের পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ। অচ্যুতানন্দের পুত্র নৃসিংহানন্দ। নৃসিংহানন্দের পুত্র ব্রজানন্দ ও ললিতানন্দ। ব্রজানন্দের পুত্র গোপিকানন্দ। গোপিকানন্দের পুত্র যুগলানন্দ। যুগলানন্দের পুত্র গৌরগুণানন্দ। ললিতানন্দের পুত্র প্রেমানন্দ ও কেশবানন্দ। প্রেমানন্দের পুত্র সর্ব্বানন্দ, কিশোরানন্দ ও রাধিকানাথ। সর্ব্বানন্দের পুত্র জীবানন্দ। কেশবানন্দের পুত্র কীর্ত্তনানন্দ, রাখালানন্দ ও বনমালীনন্দ।

শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়

ষষ্ঠ প্রসঙ্গ *

শ্রীল নরোত্তমের দীক্ষাপ্রাপ্তি-লীলা

"চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাঁ'তে
বেদে গায় যাঁহার চরিত॥"

—শ্রীল নরোত্তম

শ্রীল নরোত্তম শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর বিশেষ কৃপা ও স্নেহে অভিষিক্ত হইয়া যখন শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি-প্রভুর দর্শন লাভ করিলেন, তখন শ্রীল লোকনাথকে স্বীয় নিত্য শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে অনুভব করিয়া তাঁহার নিকট শ্রীদীক্ষামন্ত্রের প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীল লোকনাথ ও শ্রীল নরোত্তম—উভয়েই নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌরজন। শ্রীনরোত্তমের হৃদয়ে ইতঃপূর্ব্বেই গৌরবর্ণ শিক্ষাগুরু স্বর্ণবর্ণ শ্রীগৌরহরি প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন; সেই জন্যই তিনি শ্রীরূপের শ্রীচরণ হৃদয়ে দর্শন করেন। তথাপি তিনি লোকশিক্ষাকল্পে দীক্ষাগ্রহণলীলার জন্য ব্যাকুল হইয়া শ্রীরূপের অভিন্নবিগ্রহ ও সুহৃৎ শ্রীল লোকনাথের শ্রীচরণে শরণাপন্ন হন। শ্রীল লোকনাথও লোকশিক্ষাকল্পে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে বলিলেন যে, সাক্ষাৎ প্রেমময়বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর যাঁহাকে প্রেমদান করিয়াছেন, তাঁহার আর গুরুগ্রহণ করিবার কি প্রয়োজন? প্রেমই জীবের একমাত্র সাধ্য, সেই সাধ্যভক্তি লাভ করিয়া শ্রীনরোত্তম ধন্য হইয়াছেন।

শ্রীল লোকনাথ প্রভুর এই কথা শুনিয়া শ্রীনরোত্তম অতীব দৈন্যসহকারে বলিলেন,—

---

* পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ-১২শ সংখ্যার পর

* * —"প্রভু, মুঞি অতি দীন।
আপনার যেই আজ্ঞা, সেই সে প্রবীণ॥
সাক্ষাতে কহিতে, প্রভু, মনে বাসোঁ ভয়।
পুন নিবেদন করোঁ, যদি আজ্ঞা হয়॥
আপনে চৈতন্য কলিযুগে অবতরি'।
চণ্ডাল-যবন-আদি সকল উদ্ধারি'॥
যেহোঁ জগদ্গুরু—তাঁ'রে সেবে সর্বজন।
তথাপি করিল তিঁহো মর্যাদা স্থাপন॥
আপনে করিলা গুরু-বর্ণ সংস্থাপন।
সেইমত পারিষদ—যত প্রভুর গণ॥
গুরু-আজ্ঞা শিষ্য-প্রতি যেই আজ্ঞা করে।
প্রাপ্যাপ্রাপ্ত হয় তা'র বাক্য-অনুসারে॥
গুরু-আজ্ঞা নাহি মোরে, কি কহিব কথা।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিবা জানিব সর্বথা॥"

(শ্রীপ্রেমবিলাস, ১১শ বিলাস)

শ্রীল নরোত্তমের বিষয়-কাতরতাময় দৈন্য ও অদ্ভুত বৈরাগ্য দর্শন করিয়া সকল বৈষ্ণবের হৃদয় তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। সকলেই শ্রীনরোত্তমের পক্ষ হইয়া তাঁহাকে দীক্ষা-মন্ত্রের দ্বারা কৃপা করিবার জন্য শ্রীল লোকনাথ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন জানাইলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, শ্রীধামবৃন্দাবনে দীক্ষামন্ত্রে কোন কালাকাল বিচার নাই; অতএব অবিলম্বে শ্রীল লোকনাথ প্রভু শ্রীনরোত্তমের কর্ণে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

শ্রীল লোকনাথ প্রভু বলিলেন যে, শাস্ত্র-আজ্ঞা এই—একবৎসর পরীক্ষা করিয়া মন্ত্রগ্রহণ ও মন্ত্রপ্রদান করা কর্ত্তব্য। অবশেষে শ্রীল লোকনাথ শ্রীল নরোত্তমকে "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই—সকল জীবের মঙ্গলের জন্যই শ্রীহরিনাম প্রদান করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণনামে জীবের অবিদ্যাবন্ধন-মোচন ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-লাভ হয়। যিনি সদ্গুরু, তিনি শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে কার্য্য করিবেন। শিষ্যও একবৎসরকাল শ্রীগুরুদেবের আচরণ সেবোন্মুখ-চিত্তে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মহত্ত্ব অনুভব করিবেন। শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে থাকিয়া শ্রীহরিনাম সাধন করিতে করিতে বৈষ্ণবের সেবাধর্ম-অনুসরণে লোভ হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রগাঢ়-রতি না হইলে জীবের দুর্গতি কখনও দূর হয় না। আচার্য্য-শিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভু বহু-শিষ্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণনামে রতি হইলেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়।"

শ্রীল নরোত্তম শ্রীল লোকনাথ প্রভুর নিকট শ্রীহরিনামোপদেশ লাভ করিয়া দিবারাত্র নির্জ্জনে বসিয়া অপতিতভাবে দুই লক্ষ শ্রীনাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মালামাত্র আশ্রয় করিয়া সংখ্যা-নাম পূরণ করিতেন এবং প্রভাতে আসিয়া সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ-প্রণাম ও স্তব-স্তুতি করিতে করিতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্মুখে অবস্থান করিতেন। নিরন্তর শ্রীগুরুদেবের সেবার জন্য কোটি-প্রাণে উন্মুখ হইয়া থাকিতেন। শ্রীগুরুদেবের উপদেশ শ্রবণ, শ্রীচরণ সেবন, শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞানুসারে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থানসমূহ দর্শন এবং কখনও কখনও শাস্ত্রাধ্যয়ন সেবন করিতেন। শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থানসমূহ দর্শন করিবামাত্র সাষ্টাঙ্গ-প্রণত হইয়া কৃপাভিক্ষা করিতেন। কখনও কখনও শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর সহিত ইষ্টগোষ্ঠী এবং তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকথা শ্রবণ করিয়া প্রেমসমুদ্রে ভাসিতেন।

শ্রীল নরোত্তম প্রত্যহ রাত্রিশেষে নিয়ম করিয়া একটী সেবা করিতে লাগিলেন। যে-স্থানে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামিপ্রভু বহির্দ্দেশে গমন করিতেন, সেইস্থানে গমন করিয়া শ্রীল নরোত্তম বিশেষভাবে স্থান-সংস্কার করিতেন এবং মৃত্তিকা-শৌচের জন্য মাটি ছানিয়া আনিয়া সযত্নে রক্ষা করিতেন। রাত্রিশেষে শ্রীল লোকনাথ প্রভুর বহির্দ্দেশে গমন করিবার পূর্ব্বেই শ্রীনরোত্তম সমস্ত সংস্কার-কার্য্য শেষ করিয়া পুনরায় নিজের সম্মার্জ্জনীটী লুকাইয়া রাখিতেন। তিনি ঐরূপ সেবা করিয়া নিজের শরীরকে ধন্য ও সার্থক মনে করিতেন; প্রভুর শ্রীচরণ-ধূলিই তাঁহার একমাত্র ধন,—ইহা বিচার করিতে করিতে সম্মার্জ্জনীটী বক্ষে ধারণ করিয়া প্রেমভরে ক্রন্দন করিতেন। এইরূপভাবে এক-বৎসরকাল শ্রীল নরোত্তম অপতিত-ভাবে সেবা করিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামিপ্রভু প্রত্যহ কে এইরূপে গুপ্তভাবে রাত্রিশেষে সেবা করিয়া যান, কেনই বা এইরূপ সেবা করেন, ইহা মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, তিনি আরও অধিক রাত্রি থাকিতে বহির্দ্দেশে গমন করিয়া কে

ঐরূপ কার্য্য করেন, তাহাতে অনুসন্ধান করিবেন। এদিকে শ্রীগুরুদেবের বিরহে চিত্ত ব্যথিত হইয়াছে; এইরূপ অবস্থায় কিরূপে অপরের সেবা গ্রহণ-রূপ সম্ভোগ জীবনে সহ্য করা যাইতে পারে? বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীব্রজবাসিগণের সেবা গ্রহণ করার ন্যায় গুরুতর অপরাধ আর কিছু নাই। ইহা অন্ত লোকের নিকটও প্রকাশ করিতে লজ্জা হয়।

শ্রীল লোকনাথপ্রভু এইরূপ মনোদুঃখে ও দৈন্যের সহিত সেবা গ্রহণ করিতে করিতে তৎপরদিবস অধিক রাত্রি থাকিতে বহির্দ্দেশে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন, শ্রীনরোত্তম একটি সম্মার্জ্জনীদ্বারা স্থান-সংস্কার করিতেছেন। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামিপ্রভু প্রথমে নীরবে শ্রীনরোত্তমের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিলেন; দেখিলেন যে, শ্রীনরোত্তম সম্মার্জ্জনীটী বক্ষে ধারণ করিয়াছেন। শ্রীলোকনাথ প্রভু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তুমি কে?" শ্রীনরোত্তম বলিলেন,—"আমি আপনার কৃপাভাজন—আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবা-প্রার্থী।" তখন শ্রীল লোকনাথ প্রভু বলিলেন,—"নরোত্তম! তুমি এইরূপ কার্য্য করিতেছ! ইহাতে আমি হৃদয়ে বড়ই দুঃখ পাইতেছি। ইহা পরিত্যাগ কর।" শ্রীনরোত্তম বলিলেন,—"বহু ভাগ্যে এইরূপ সেবা পাওয়া যায়। আপনি কৃপা করুন, যেন জন্মে জন্মে এই সেবা লাভ হয়।"

এতদিন শ্রীনরোত্তম লুকাইয়া সেবা করিতেছিলেন; এবার সাক্ষাদ্ভাবে প্রভুর সেবা করিবার সুযোগ হইল। শ্রীনরোত্তম যুক্তকরে শ্রীলোকনাথ প্রভুর সম্মুখে প্রণত হইলে শ্রীলোকনাথ প্রভু অহৈতুকী কৃপা বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে নিজের শ্রীচরণ স্থাপন করিলেন। তৎপরে শ্রীলোকনাথপ্রভু শ্রীযমুনায় স্নান সমাপন করিয়া শ্রীনরোত্তমকে শ্রীযমুনা-স্নান করিবার আজ্ঞা দিলেন। শ্রীলোকনাথ প্রভু কুঞ্জের অভিমুখে গমন করিতে থাকিলে শ্রীনরোত্তমও শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অনুগমন করিলেন। এবার শ্রীল নরোত্তমের স্বহস্তে শ্রীলোকনাথ প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালন করিবার সৌভাগ্য হইল। শ্রীলোকনাথ গোস্বামিপ্রভু আসনে বসিয়া দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ, স্তব পাঠ ও স্মরণ করিতে লাগিলেন; শ্রীনরোত্তম কুঞ্জের ভিতর বসিয়া রহিলেন।

শ্রীল লোকনাথপ্রভু শ্রীল নরোত্তমকে শ্রীনামবীজ ও শ্রীকামগায়ত্রী প্রদান করিলেন এবং শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর নিকট গমন করিয়া নমস্কার ও তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতে বলিলেন।

শ্রীল নরোত্তম প্রভু শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞানুসারে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া স্তবপাঠ করিলেন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু পরমপ্রীতি-সহকারে শ্রীল নরোত্তমকে কৃপালিঙ্গন করিয়া শ্রীনরোত্তমের অভীষ্ট-পূরণ হইয়াছে জানিয়া আনন্দ-প্রকাশ করিলেন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর কৃপাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া শ্রীল নরোত্তম পুনরায় শ্রীলোকনাথ গোস্বামিপ্রভুর সমীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীল লোকনাথ সাদরে শ্রীল নরোত্তমকে সন্নিকটে বসাইয়া নিজ-পাত্রান্নের প্রদান করিলেন।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভু তাঁহার কড়চায় শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যপ্রভুকে এইরূপভাবে বন্দনা করিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৬।৬-৭),—

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥

যে শ্রীমহাবিষ্ণু মায়াদ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন, তিনিই জগৎকর্ত্তা; ঈশ্বর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তাঁহারই অবতার। শ্রীহরি হইতে অভিন্নতত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম 'শ্রীঅদ্বৈত' এবং ভক্তিশিক্ষক বলিয়া তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলে। সেই ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যপ্রভুর তত্ত্বনির্ণয়ে বলিয়াছেন,—

অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর॥

যাঁহাকিছু সৃষ্টি করেন জগদাদি-কার্য।
তাঁ'র অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য॥
জগৎ-মঙ্গল অদ্বৈত, মঙ্গল-গুণধাম।
মঙ্গল-চরিত্র সদা, 'মঙ্গল' যাঁ'র নাম॥

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৬।৬-৭,১২)

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর॥
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার।
সর্বত্র বাখানে,—'কৃষ্ণপদভক্তি সার'॥
তুলসীমঞ্জরী-সহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণে মহাকুতূহলে॥
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের তেজে।
যে-ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' বৈকুণ্ঠেতে বাজে॥
যে-প্রেমের হুঙ্কার শুনিঞা কৃষ্ণ নাথ।
ভক্তিবশে আপনে যে হইলা সাক্ষাৎ॥
অতএব অদ্বৈত—বৈষ্ণব-অগ্রগণ্য।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যাঁ'র ভক্তিযোগ ধন্য॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ২।৭৯-৮৪)

স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে বলিয়াছেন,—

"ভক্তির ভাণ্ডারী তুমি, বিনে ভক্তি দিলে।
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ কা'রে মিলে?"
"গুরু-আদি করি' সব বালক উদ্ধার।
আজ্ঞার পাছে সে জন্ম জানিহ সবার॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১।২৬৩, ২৯৬)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সুসংক্ষেপে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য-প্রভুর মহাদানের কথা নির্দেশ করিয়াছেন।

দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত-গোসাঞি।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য-নিতাই॥

(শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা)

শ্রীশ্রীল অদ্বৈত আচার্যপ্রভুর সুবিস্তৃত চরিত্র-প্রসঙ্গ 'গৌড়ীয়'র বর্তমান যুগ্মাঙ্ক-সংখ্যায় আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মরেণুগণের কৃপা-আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া সময়ান্তরে তাঁহার প্রসঙ্গ আলোচনা করিব, এই ইচ্ছা থাকিল।

শ্রীনিত্যানন্দ-ভৃত্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দের সম্বন্ধে বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৯।২০১),—

"এক বস্তু দুই ভাগ কৃষ্ণের লীলায়॥"

গত বৎসর শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-সংখ্যা গৌড়ীয়ে (১৯শ বর্ষ, ২৮শ সংখ্যা) "শ্রীনিত্যানন্দবাণী"-শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সংক্ষিপ্ত চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। আমরা পরমপবিত্রা, শ্রীভক্তিবর্ধিনী, শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীনিত্যানন্দ-ভৃত্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর দাসানুদাসগণের কৃপাপ্রার্থনা করিয়া কেবল এই আশাবন্ধ পোষণ করিতেছি,—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।১৫০)

এমন নির্ঘৃণেরে কেবা কৃপা করে।
এক-নিত্যানন্দ বিনু জগৎ-ভিতরে॥
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম, অধম কিছু না করে বিচার॥
যে আগে পড়য়ে, তা'রে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিল মো-হেন দুরাচার॥

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৫।২০৭-২০৯)

সংশোধন ও সংযোজন

গত ২১শ-২২শ সংখ্যা (শ্রীশ্রীজীবপ্রভু-সংখ্যা) 'গৌড়ীয়ে' ২৮৫ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভে 'শ্রীসজ্জনতোষণী' ১ম বর্ষে (বঙ্গাব্দ ১২৮৮)...'শ্রীজীবগোস্বামী' ও 'শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী' শীর্ষক দুইটী প্রবন্ধ প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়।" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু "শ্রীজীবগোস্বামী" শীর্ষক কবিতাটী প্রবন্ধ নহে এবং তাহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিতও নহে।

২৩শ-২৪শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে' ৩১৭ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভে প্রকাশিত শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু-বিরচিত "গণ্যাত্মসংগ্রহ" বা "ধাতু-সংগ্রহ" গ্রন্থের আদ্য শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে 'সংক্ষেপাদ্বক্ষ্যতে' স্থলে 'সংক্ষেপাদ্ বক্ষ্যতে' এবং অন্তিম শ্লোকের প্রথম চরণে 'ইতি ধাতামৃতস্যৈষা' স্থলে 'হরিনামামৃতস্যৈষা'—এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীব্যাসপূজা

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

কবিকুল-প্রমুখ-সজ্জনোপান্ত-পরবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ২৩শে মাঘ (১৩৪৮), ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪২), শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণপঞ্চমীতিথিতে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-স্থানে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়-মিশনের পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট পরমহংসকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অষ্টষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন, শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও প্রচারের বৈশিষ্ট্য-আলোচনা, শ্রীমহাপ্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি মহামহোৎসবে, মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন ও যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা
১২ই মাঘ, ১৩৪৮

নিবেদনমিতি—
শ্রীশ্রীরূপানুগমঠাশ্রিতানাং সেবকবৃন্দানাম্

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রীব্যাসপূজার অব্যবহিত পরের দিবস অর্থাৎ আগামী ২৪শে মাঘ, ৭ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একনিষ্ঠ সেবকবর ও শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সেবায় আত্মোৎসর্গকারী পরমপূজ্যপাদ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট মহামহোপদেশক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর তৃতীয় বার্ষিক-বিরহতিথি শ্রীধাম-মায়াপুরে ভক্তবৃন্দগণ সংকীর্ত্তনমুখে পালন করিবেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন গৌড়ীয়মঠ-শাখামঠেও তাঁহার গুণ-মহিমা ও সেবাদর্শের কথা-আলোচনা-মুখে তাঁহার বিরহতিথি উদ্‌যাপিত হইবেন।

গত ৭ই মাঘ, বুধবার শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল যদুনন্দন ঠাকুর ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাবোৎসব শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীধাম-পরিক্রমা করিয়া নিরন্তর হরিকীর্ত্তন ও প্রসাদ-বিতরণ-মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রীল তীর্থ-গোস্বামী মহারাজ পাঠ ও বক্তৃতা করেন।

গত ৯ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী, শুক্রবার শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীঅদ্বৈতভবনে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সংকীর্ত্তনসেবাধ্যক্ষতায় শ্রীশ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর লীলা প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্ন-ভোগারাত্রিকের পর সকলকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ'-ব্যাখ্যাকালে "অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতম্" শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীশ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর মহিমা ও কৃপার কথা কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর তত্ত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গ পাঠ করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আচার্য্য-আবির্ভাব সময় সেবা-সম্ভারাদি ও প্রীতিপূজা শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমার্থ সাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২রা ফাল্গুন, ১৩৪৮ ; ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ { ২৮শ-২৯শ সংখ্যা

শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের বাণী

"মাদৃশ গৌড়ীয়চরণসেবাবিমুখ অকিঞ্চন জীবাধম কৃতাঞ্জলিপুটে সর্ব্ব-গুরুগণ-সমীপে নিবেদন করিতেছে যে, গৌড়ীয়মঠবাসিগণ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের অনুগমনে যে **হরিকীর্ত্তন** আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট-প্রচারকারী **শ্রীরূপের নিত্যকান্ত**। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রদানই মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের জগদ্বাসীকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরিচয়-প্রদান। সেই সেবাই শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের একমাত্র পূজা এবং **শ্রীব্যাসপূজা**।"

(শ্রীগৌড়ীয়মঠ, উল্টাডিঙ্গি ; ২০শে মাঘ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলায় চরম উপদেশ

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ যে-ভাবে বহির্জগতের সহিত প্রচারাদি-কার্য্যমুখে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে বিভিন্ন ব্যক্তির ও সম্প্রদায়ের তাঁহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার অসম্যক্ ও বিকৃত ধারণার উদয় হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩০৩ বঙ্গাব্দে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-সম্পাদিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী'তে একটী প্রবন্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার-অবলম্বনে অভিমর্ত্ত্য শ্রীভগবান্ ও শ্রীভাগবত-চরিত্রের এইরূপ প্রভাবের কথা জানাইয়া লিখিয়াছিলেন,—

"ভগবচ্চরিত্রে এই এক আশ্চর্য্য ভাব আছে যে, যিনি যেরূপ প্রকৃতির লোক, তাঁহার হৃদয়ের উল্লাসে ভগবানের মূর্ত্তির পার্থক্য উপলব্ধি হয়। শ্রীকৃষ্ণের রঙ্গ-সভায় গমনকালে নানা জনে নানা মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। জীব আত্মোৎকর্ষের তারতম্যানুসারে ভগবদ্ভাব ও লীলার তারতম্য দৃষ্ট হয়।" (শ্রীসঃ তোঃ—৮ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও ব্যবহার শ্রবণ ও দর্শন করিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে সাংখ্য-যোগের উপদেষ্টা অর্থাৎ বিচার-যুক্তি-তর্কপরায়ণ সমালোচক, পণ্ডিত, গবেষক বা প্রচারক বলিয়া মনে করিতে পারেন; কেহ কেহ বা তাঁহার প্রচারকে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-মতবাদ ও নির্ব্বিশেষবাদের মুখাপেক্ষিকা বলিয়া ধারণা করিতে পারেন; কেহ কেহ বা আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, জাতিগোস্বামী প্রভৃতি প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের মত-নিরাসক বৈষ্ণবধর্ম্ম-সংস্কারকবিশেষ বলিয়া কল্পনা করিতে পারেন; কেহ কেহ বা তাঁহাকে 'বিষয়নিন্দক' বলিয়া অভিহিত করিতে পারেন; আবার কেহ কেহ তাঁহাকে কোন কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব-প্রদর্শনকারী অথবা তাঁহাদের অসৎ আচরণ-সমর্থনকারী বলিয়া কল্পনা করিতে পারেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদেরই ভাষায় সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে গেলে আমাদিগকেও ইহাই বলিতে হয় যে, সেই অভিমর্ত্ত্য আচার্য্যের সম্বন্ধে ঐসকল ধারণা জড়-অভিমানকারী দর্শকের স্ব-স্ব অধিকারে ও অনর্থযুক্ত হৃদয়ের উচ্ছলিত প্রতিচ্ছবি ব্যতীত আর কিছুই নয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাস্তব স্বরূপ ও রূপ ঐসকল দর্শন ও ধারণা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তাঁহার আচার্য্য-লীলার আদি, মধ্য ও অন্তে—উপক্রম ও উপসংহারে—অভ্যাসে ও অপূর্ব্বতায়—অর্থবাদ ও উপপত্তিতে তিনি তাঁহার কীর্ত্তনের মধ্যে তাঁহার যে স্বরূপ ও রূপ প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার বাস্তব রূপ। এই পৃথিবীর জনসমাজ এতটা দেহ ও মনোধর্ম্মের অতল-গর্ত্তে নিমজ্জিত যে, তাহাতে তিনি সাংখ্যযোগ অর্থাৎ দেহ ও মনোধর্ম্ম-নিরাসক উপদেশ ব্যতীত অন্য কোন উপদেশ প্রদানের সুযোগই পান নাই। তাঁহার কথা-প্রসঙ্গে এজন্য তিনি প্রচুর দুঃখ প্রকাশ করিতেন। 'মহাপুরুষকে-দর্শন করিতে হইলে তাঁহাকে সেবোন্মুখ কর্ণে দর্শন করিতে হয়,'—তাঁহার এই উপদেশ অনুসরণ করিলে আমরা তাঁহার বাণীর মধ্যে দেখিতে পাই যে, যেদিন হইতে তিনি তাঁহার আচার্য্যলীলা প্রকট করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতেই তাঁহার অভীষ্ট ও আদিষ্ট সেবার কথা তিনি এইভাবে বলিয়াছেন,—

"হৃদয়ে বলিল কেবা,— ভক্তি-দাসের সেবা,
গোদ্রুম-কথায় কীর্ত্তন।"

কেহ কেহ কল্পনা করেন,—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ একটী ঠাকুর-বাড়ী স্থাপনের উদ্দেশ্যে শ্রীমায়াপুর-ধাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার যে আত্মচরিত প্রকট করিয়াছেন এবং স্বয়ং যে-সকল ভজন-গীতি প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে এরূপ বিচার-ধারা দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি স্বয়ং তাঁহার আত্মচরিতের যে অংশলিপি লিখাইয়াছিলেন, তাহা হইতেও আমরা জানিয়াছি যে, তিনি শ্রীপুরুষোত্তমে শুদ্ধ শ্রীরূপানুগ-ভজন-পদ্ধতির কথা শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আনুগত্যে কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে বহু লোকের অপস্বার্থ বিপদসঙ্কুল হওয়ায় সেইসকল স্বার্থান্ধ ব্যক্তি নানা-প্রকারে উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিবার জন্য তিনি শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধির সন্নিকটে শ্রীশ্রীরূপানুগ-ভক্তবর্গের প্রাচীন ভজনস্থলী 'সাতাসন মঠ' আশ্রয় করিয়া হরিভজন করিয়াছিলেন। সেই-

সময় শ্রীশ্রীরূপানুগ-সিদ্ধান্তপ্রচার-বিরোধী ব্যক্তিগণ যখন নানাভাবে অত্যাচার আরম্ভ করিল, তখন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীরামানুজাচার্য্যের তিরু-নারায়ণপুরে নির্জ্জনবাসের ন্যায় শ্রীব্রজ-মায়াপুরে গমন করিয়া হরিভজন করিতে আদেশ করেন। শ্রীমায়াপুরে শ্রীব্রজপত্তনে বাসের উদ্দেশে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ একাধিকবার স্বরচিত গীতি-সমূহে বর্ণন করিয়াছেন; যথা,—

রূপানুগ-পূজ্যবরা, শ্রীবার্ষভানবী বরা,
তাঁহার দয়িতদাস-বলে।
রূপানুগ-সেবা-আশ, শ্রীব্রজপত্তনে বাস,
'অনুবৃত্তি' করিল প্রকাশ॥
(শ্রীউপদেশামৃতের 'অনুবৃত্তি'র মঙ্গলাচরণ)

অন্যত্র—

শ্রীব্রজপত্তনে বসি', চিন্তি' গৌরপদশশী,
লভি সুখ রূপানুগ-মনে॥
(ঐ 'অনুবৃত্তি'র পরিশিষ্ট)

অন্যত্র—

'সার্ব্বভৌম! তুমি এই বিমুখ-জনেরে।
ক্ষমার অযোগ্য জানি' একবার হেরে'॥
করে' দয়িতের সেবাজলে ডুবাইয়া।
চরণে আশ্রয় দিবে করুণা করিয়া॥
('প্রার্থনা-রস-বিবৃতি'র মঙ্গলাচরণ)

আরও অন্যত্র বলিয়াছেন,—

ব্রজবাসিগণ, প্রচারক-ধন,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তা'রা নহে শব।
প্রাণ আছে তা'র, সে-হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব॥
শ্রীদয়িত-দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জনে সম্ভব॥

অর্থাৎ শ্রীব্রজবাসিগণই প্রচারকগণের প্রাণধন। সেই হরিকীর্ত্তনকারী শ্রীব্রজবাসিগণ জড়প্রতিষ্ঠার প্রার্থী নহেন। প্রাণ বা চেতনের ধর্ম্ম—কীর্ত্তন; আর শব অর্থাৎ মৃতের লক্ষণ—বাগ্‌রোধ। শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তনসেবারহিত ব্যক্তিদিগকে "জীবচ্ছব" বা 'পদশব' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (শ্রীভাঃ ২।৩।২৩)। শ্রীশ্রীল হরিদাস প্রভুর কীর্ত্তনই একমাত্র অভীষ্ট-সেবা। সেই কীর্ত্তন—উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম-রব। 'উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম' শব্দের অর্থ—প্রচার। নির্জ্জনে হরিকীর্ত্তন কেবল নিজের নিকট প্রচারের অভিনয়; আর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম—স্বয়ং আচরণ করিয়া নিজের ও পরের নিকট প্রচার অর্থাৎ শ্রীরূপানুগত্যে যুগপৎ আচার ও প্রচার। এই আচার ও প্রচারে শ্রীগৌরকিশোর প্রভু ও শ্রীভক্তিবিনোদ বিভুই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষাগুরুকুলশ্রেষ্ঠ।

রূপানুগ-জন-পদ, লভিবারে সুসম্পদ,
রূপানুগবর-প্রীতি-তরে।
রূপ-উপদেশামৃত, শুদ্ধ-বর্ণনামৃত,
অযোগ্যেও সমাশ্রয় করে॥
গৌরকিশোর প্রভু, ভক্তিবিনোদ বিভু,
শুদ্ধভক্তি যেই প্রচারিল।
সেই শুদ্ধভক্তি-সূচী, বদ্ধজীব যাবে শুচি,
পাইবার তরে এক দিল॥
রূপানুগ-পূজ্যবরা, শ্রীবার্ষভানবী বরা,
তাঁহার দয়িতদাস-নাম।
রূপানুগ-সেবা-আশ, শ্রীব্রজপত্তনে বাস,
'অনুবৃত্তি' করিল প্রকাশ॥

শ্রীশ্রীব্রজপত্তনপালকবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ বিভু শিক্ষাগুরুরূপে যে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়াছেন, তাহাই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভজনের সূচী অর্থাৎ পথনির্দ্দেশক। সূচী দেখিয়া যেরূপ গ্রন্থের অভ্যন্তরে কি কি বিষয় আছে জানিতে পারা যায়, সেইরূপ শ্রীরূপানুগ-ভজন-পদ্ধতিটি কি ব্যাপার, তাহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রচারিত শুদ্ধভক্তিই সূচনা

করিয়াছে। তাহার একতিল পাইবার জন্য শ্রীরূপানুগগণের পূজ্যপ্রেষ্ঠ শ্রীবার্ষভানবীর প্রেষ্ঠবরের দাস্যাভিমানী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপানুগ-সেবা-মার্গের আশায় শ্রীব্রজপত্তনে বাস করিয়া শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদের আনুগত্যে শ্রীরূপের কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; ইহাই উক্ত পদ্যের মর্ম্মার্থ।

আবার অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়,—

শ্রীগৌরকিশোর-দাস শ্রীগৌর-প্রকাশ।
নিতাই-স্বরূপে যিনি যাঁ'র আমি দাস॥
তব দাসে কর কৃপা ভক্তিবিনোদ।
রূপানুগ-মনোহভীষ্ট-প্রচার-প্রমোদ॥

('প্রার্থনা-রস-বিবৃতি'র, মঙ্গলাচরণ)

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ হইতেই বর্ত্তমান-যুগে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই প্রচারের প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের স্ব-রচিত একাধিক গীতির মধ্যে প্রকাশিত আছে।

গৌরভক্তি-সাম্রাজ্যের যুবরাজাগ্রণী।
ভক্তিবিনোদ জয় শুদ্ধাচার্য্যমণি॥
অদ্যাবধি ভ্রমপূর্ণ কণ্টকালয়।
বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-বীজ যে করিল ক্ষয়॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রচারিত শুদ্ধ-বেদমত।
সব জানি' গৌরজনানুগ যা'তে রত॥
সেই শুদ্ধ হরিকথা যাঁহার কৃপায়।
প্রকাশ হইল এবে, সবে শুনে গায়॥

('প্রমেয়রত্নাবলী'র মঙ্গলাচরণ)

অন্যত্র—

শ্রীভক্তিবিনোদ-পদ, যা'তে নাশে ভোগি-মদ,
শুদ্ধভক্তি যাঁ' হ'তে প্রচার।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আদি, মধ্য ও অন্ত্যে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীরূপানুগ-কৃপাবৈশিষ্ট্যের ধারার কথাই পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ 'শ্রীগৌরাঙ্গ'-শীর্ষক স্ব-রচিত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগত শ্রীরূপানুগ-পদ্ধতির সহিত অপর ব্যক্তিগণের মতবাদের পার্থক্য বুঝিবার চেষ্টারূপ সাধুসঙ্গ করুন, নিশ্চয়ই আপনি শুদ্ধভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট হইবেন। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে যেরূপ আচার ও প্রচার করিয়াছেন, তাহা আশ্রয় করিলে কখনই কোন বঞ্চক-দলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের নিকট পাণ্ডিত্যাদের জন্য ভক্তির নামে অন্য কোন মত শিখিতে হইবে না।" (শ্রীসঃ তোঃ ১৮।৩)

শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ নীরবতা ও নির্জ্জনতাকে 'প্রাকৃতধর্ম্ম' বলিয়াছেন এবং শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনকেই একমাত্র 'অপ্রাকৃত ধর্ম্ম' বলিয়া জানাইয়াছেন। "**অনর্থের মূলসমূহ উদরে পূর্ণ রাখিয়া নির্জ্জনতা-পন্থা গ্রহণ করত জীবের নীরব ও নির্জ্জন হইবার সামর্থ্য নাই।** অজ্ঞানের গরিমা, তীর্থভট্টাদি কর্ম্মিগণের আড়ম্বর-বলে বৈরাগ্যের প্রক্রিয়া হৃদয়ে পোষণ করিয়া কিরূপে ভক্তি-বিরোধী জীব হরি-রহিত-যুক্তবর্গ এবং হরিরহিত নির্জ্জন-কারাবাস স্বীকার করিয়া কৃষ্ণভক্তি হইল মনে করিবে? নীরব ও নির্জ্জন অবস্থা কর্ম্মফলাধীন জীবের আকাশ-কুসুম বা শশবিষাণের ন্যায় অসম্ভব। ভক্তগণ প্রাকৃত নিঃসঙ্গ বা প্রাকৃত যুক্তবর্গকে ভক্তির বিরোধী জানেন। তাদৃশ নীরব ও নির্জ্জন ধর্ম্ম কখনই ভক্তির অনুকূল হইতে পারে না। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র পাঠক! 'ইষ্টগোষ্ঠী'র কথা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠক! ভাগবত-শ্রবণ-সভার কথা আপনাদের অবিদিত নাই। শ্রবণ ও কীর্ত্তনই সাধনের পরম পরাকাষ্ঠা বলিয়া শ্রীগৌরহরি ও শ্রীমদ্ভাগবতগণ নিরন্তর জগৎকে উপদেশ দিয়েছেন। নীরব ও নির্জ্জনতা উভয়ই প্রাকৃতধর্ম্ম। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ নীরব অনুশীলনের প্রতিপক্ষে কীর্ত্তন-বিষয়ে লিখিয়াছেন,—'নামকীর্ত্তনঞ্চেদং উচ্চৈরেব প্রশস্তম্। নামা[illegible] পঠিতাদৌ। * * * যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তিসংযোগেনৈব কর্ত্তব্যম্।' হরিকথাকীর্ত্তন যেখানে নাই—হরিকথাপ্রচার যেখানে নাই, সেইখানেই ধ্যানাদি কৃত্রিম বিষয়-কথা প্রবল। যেখানে কীর্ত্তন নাই—শ্রবণ নাই, পরন্তু ফল্গু-বৈরাগ্যের কথা বধির-সমাজকে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছে, সেখানে অপ্রাকৃত যুক্তবৈরাগ্য নাই।" (শ্রীসঃ তোঃ ১৮।৩)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যে এত বিচারের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা কেবল শ্রীরূপ, শ্রীরূপানুগবর শ্রীরঘুনাথ, শ্রীশ্রীজীব, শ্রীকবিরাজ, শ্রীনরোত্তম, শ্রীবিশ্বনাথ ও শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভৃতি ভক্তবর্গের শ্রীরূপানুগবিচারধারার প্রতিকূল মতবাদ নিরাস করিবার জন্যই। কেবল নামযোগ-প্রচার তাঁহার

আদৌ উদ্দেশ্য নহে। এইজন্যই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এইরূপভাবে শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম শিক্ষা দিয়াছেন,—

"নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একশতবর্ষ-পূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথি-পূজাবাসরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের যে হরিকথা 'রূপানুগ-বৈশিষ্ট্য'র * কথা শ্রৌতবাণীর অনুসরণে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা হইতেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হৃদয়ের চরম অভীষ্টসমূহ উপলব্ধির বিষয় হয়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"বেদশাস্ত্র 'শব্দ' ও 'ক্রিয়া' এই দুইটী অভিধেয়ের কথা বলিয়াছেন। এই জগতের শব্দ ও ক্রিয়ার মধ্যে ব্যবধান অথবা ছিদ্র আছে; কিন্তু কৃষ্ণের শব্দ—সমগ্রই (অপ্রাকৃত) শব্দ ও সমগ্রই (অপ্রাকৃত) ক্রিয়া বা বিলাস। শ্রীচৈতন্যদেবের উপদিষ্ট যে-সকল ক্রিয়া, তাহা সকলই (অপ্রাকৃত) শব্দদ্বারা নিয়মিত (regulated)। যেখানে ছিদ্রযুক্ত শব্দ, তাহাই 'আর্ত্তন'; আর যেখানে শব্দ সমগ্র বা পরিপূর্ণভাবে অবস্থিত, তাহাই 'কীর্ত্তন'। শ্রীনামের বা বৈকুণ্ঠ-শব্দের আদ্যন্ত যখন পরিপূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয়, তখন তাহাই 'ভজন'। শব্দের বিলাস, বৈষ্ণব যেরূপ উপলব্ধি করেন, অপরে তাহা পারেন না বলিয়াই বৈষ্ণব বড়।"

শ্রীল প্রভুপাদের সেবাবাণী ও উপদেশের মধ্যে পাই—"শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনাতেও হরিভজন ছাড়্‌বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণ-সেবার কথা গ্রহণ কর্‌ছে না দেখে' নিরুৎসাহিত হ'বেন না; নিজ-ভজন, নিজ-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণ-কথা-শ্রবণকীর্ত্তন ছাড়্‌বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ হরি-কীর্ত্তন কর্‌বেন। জগতে শ্রীরূপানুগচিন্তাস্রোতঃ প্রবাহিত হউক। সর্ব্বাভিধেয় শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তা'তে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাক্‌লেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকাশিত সংলাপ

[শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও রসকীর্ত্তন-শ্রবণ-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ]

[১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ৩১শে ভাদ্র, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর, বুধবার সন্ধ্যার পর ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের ভজন-মন্দিরে নদীয়া-জেলার রাণাঘাটস্থ ভূম্যধিকারী নকুলচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ মহোদয় আগমন করিয়াছেন। নকুলবাবু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম-সাময়িক ব্যক্তি ও শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার কার্য্যকরী সমিতির সম্পাদক ছিলেন। তিনি কয়েক দিবস হইতে প্রত্যহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট আসিয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। অদ্য আসিয়া প্রশ্ন করিলেন।]

নকুল বাবু—আমরা পূর্ব্বে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রকট থাকিতে প্রতিবৎসরই দেখিতাম, শ্রীমায়াপুরে শ্রীমহাপ্রভুর জন্মোৎসবের সময় গণেশ কীর্ত্তনীয়া প্রভৃতি লীলাগান করিতেন। শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইহাতে কোন আপত্তি করিতেন না। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ', তাহা হইলে আপনি লীলাগান-শ্রবণে আপত্তি করেন কেন?

শ্রীল প্রভুপাদ—শ্রীহরিলীলা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে আমরা আপত্তি করি না। শ্রীহরির লীলাই একমাত্র শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে হইবে, তাহা হইলেই বদ্ধজীবের কর্ম্মবীরদের কাহিনী বা গ্রাম্যকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রতি যে কর্ণের লাম্পট্য, তাহা বিদূরিত হইতে পারে; ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

নকুল বাবু—তবে আপনি মায়াপুরে বা গৌড়ীয়মঠে পূর্ব্ব-রাগাদি লীলাকীর্ত্তন বা পদাবলী-কীর্ত্তনীয়াগণের কীর্ত্তনাদি করান না কেন?

শ্রীল প্রভুপাদ—লীলাকীর্ত্তন ও শৃঙ্গার-রসের কীর্ত্তনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। অনর্থযুক্ত জীব শ্রীগৌরলীলা-কীর্ত্তন

---

* গৌড়ীয় ১০ম বর্ষ, ২৯শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বা শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলাদির কীর্তন শ্রবণ করিতে পারেন ; কিন্তু শৃঙ্গার-রসের কীর্তন শ্রবণ-কীর্তনের চেষ্টা করিলে মঙ্গলের পরিবর্তে তাঁহাদের অমঙ্গলেরই উদয় হয়।

নন্দ বাবু—ভক্তগণ ত' শ্রবণ-কীর্তন করিতে পারেন, তাহাতে আপত্তি কি ?

শ্রীল প্রভুপাদ—ভক্ত ও অভক্ত বিচার করিবেন কে ? আর যিনি ভক্ত হইবেন, তিনি বিষয়ীর দ্বারা ভক্ত ও অভক্তের নির্বাচন ও পরিমাপ করাইবার প্রবৃত্তির অধীনই হইতে যাইবেন কেন ? ভক্ত ত' নিজেই কীর্তন করিবেন। ভক্ত অভক্তসমাজে মিশিয়া ভাড়াটিয়ার মুখে কীর্তন শুনিতে যাইবেন কেন ? কীর্তন একমাত্র শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতেই শ্রবণ করিতে হইবে। প্রকৃত ভক্তের বিচার—'আমি কখনও শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখপদ্মবিনিঃসৃত—শ্রীগুরুমুখ-বিগলিত শ্রীমদ্ভাগবত-কথা বা শ্রৌতপারম্পর্য্যে আগত শ্রীগৌরবিহিত-সংকীর্তন—শ্রীরূপানুগ-সংকীর্তন ব্যতীত অন্য কোন কীর্তন শুনিব না। ইতর লোকের কীর্তন, ভাড়াটিয়ার কীর্তন, বেশ্যার কীর্তন, প্রাকৃত যোষিতের কীর্তন, বণিকের কীর্তন, বিষয়ীর কীর্তন, পাঁচমিশালী বারোয়ারী-দলের কীর্তন কখনও প্রকৃত ভাগবতগণ শ্রবণ করেন না। সজাতীয়াশয় অর্থাৎ সমান-উদ্দেশ্যযুক্ত ও সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট স্নিগ্ধ স্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের নিকট হইতেই কীর্তন শ্রবণ করিতে হইবে। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-প্রাপ্তির অভিসন্ধি-যুক্ত সাংসারিকের নিকট হইতে কীর্তন শুনিলে কখনই মঙ্গল হইবে না।

নন্দ বাবু—শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে ব্যবসায়ী কীর্তনীয়ার মুখেও কীর্তন শুনিতেন এবং কীর্তন করাইতেন ; তিনি কি অভক্তির কার্য্য করিয়াছেন ?

শ্রীল প্রভুপাদ—শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কোনদিনই ব্যবসায়ী, বিষয়ী, লম্পট বা প্রাকৃত স্ত্রীলোকের কীর্তন শুনেন নাই। কতকগুলি সাধারণ ব্যক্তিকে—হুজুগপ্রিয় ব্যক্তিকে—ঐরূপ অসদ্বিষয়ে আবিষ্ট ব্যক্তিকে 'ফুলুরী হাণ্ডী' দ্বারা মৎস্যজীবীকে বড়িশা ক্রমশঃ উঁহাদের মত্ততা নষ্ট করিবার জন্য ঐরূপ এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। অত্যন্ত বর্ণ-লাম্পট্যযুক্ত ব্যক্তিগণ ঐসকল গান শুনিবার লোভে যদি শ্রীমায়াপুরে আগমন করে, তবে শ্রীধামের প্রভাবে ও সাধুগণের বলে তাহাদের ক্রমশঃ মঙ্গল লাভ হইতে পারে। অজ্ঞাতসারে শ্রীগৌরধামের সেবা করিয়া ফেলিলে তাহাদের মহা-ভক্ত্যাভাসের উদয় হইতে পারে। কর্ণেন্দ্রিয়লম্পট ব্যক্তিগণ ঐরূপ কর্ণরসায়ন সঙ্গীত না শুনিতে পাইলে একেবারেই শ্রীধামবিমুখ হইয়া থাকিবে—সাধুগণের হরিকথা-শ্রবণেরও সুযোগ পাইবে না ; এইজন্যই তিনি ঐরূপ কৌশল করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার কৃপারই পরিচয়। তিনি যাঁহাদিগকে একান্তভাবে অমায়ায় কৃপা করিতেন, তাঁহাদিগকে ঐসকল বিষয়ী ভাড়াটিয়ার রসগান আদৌ না শুনিবার জন্য বিশেষ সাবধান করিয়া দিতেন। আমাদিগকে বলিতেন,—"সাবধান ! তোমরা ঐদিকেই যাইও না। কখনও ভাড়াটিয়ার মুখে—প্রাকৃত যোষিতের মুখে—অবৈষ্ণবের মুখে হরিকথা (?) শুনিও না। শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবিগলিত কীর্তন ব্যতীত আর কাহারও কথা শুনিও না।"

নন্দ বাবু—তাহা হইলে কি তিনি দুই রকম প্রচার করিতেন—একটি তাঁহার অন্তরঙ্গগণের জন্য, আর একটি বহিরঙ্গগণের জন্য ?

শ্রীল প্রভুপাদ—'অন্তরঙ্গ', 'বহিরঙ্গ' বলিয়া কিছু মার্কা-মারা নাই। যাঁহারা তাঁহার অকপট-কৃপা ও কঠোর সত্য-কথা প্রাণপণে বরণ করিয়াছেন ও করিবেন, তাঁহারাই অন্তরঙ্গ হইতে পারেন ; আর যাঁহারা নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা আপাত-সুবিধাবাদকে স্বীকার করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহারাই বহিরঙ্গ হইবেন। 'শ্রীসজ্জনতোষণী'-পত্রিকায়, 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' ও 'শ্রীজৈবধর্ম' প্রভৃতি গ্রন্থে রস-কীর্তন-শ্রবণ-সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন। তাঁহার 'শ্রীসজ্জন-তোষণী'র (৮।২) 'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস' প্রবন্ধে এই কথাগুলি সম্ভবতঃ আপনিও পাঠ করিয়াছেন,—"মহাজনের বাক্যে রসাভাস ও বৈষ্ণব-বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত নাই। অরসজ্ঞ ব্যক্তি বা গায়ক অক্ষর (আখর) সংযুক্ত করিলে কাজেকাজেই রসাভাস ও সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথা হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত অতিশয় গভীর। যিনি (বা যাঁহারা) শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম অনেকদিন সাধুসঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত হইবে না। • • • ব্যবসায়ী গায়কগণ প্রকৃত সাধুসঙ্গ করেন নাই, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তও জানেন না (তাহার উপর পেশাদার—এই

মহৎ দোষ)। অতএব তাঁহাদের অক্ষরগুলি বৈষ্ণবকর্ণে বজ্রাঘাতের ন্যায় পড়িয়া থাকে। * * * ইহার মধ্যে একটি ভয়ানক কথা আছে। শ্রীরাধাগোবিন্দের শৃঙ্গার-লীলার গীত ও শ্রবণ—উভয়ই প্রধান উপাসনা ও নিত্যভজন। এই ভজনলীলা সর্ব্বসাধারণের নিকট গান করা অনুচিত ও অপরাধ। "আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা তথা"—এই আচার্য্য-বাক্য বিস্মৃত করিলে অর্থব্যবসায়ী (প্রতিষ্ঠা-কাঙ্গাল বা কামিনী-লোলুপ) গায়কদিগের মুখে রসগান শ্রবণ করা অপরাধ হইয়া উঠে। * * * সর্ব্বপ্রকার অধিকারী যেখানে উপস্থিত, সেখানে নাম ও প্রার্থনা এবং শান্তরসের গান হওয়া উচিত। যেখানে অমিশ্র শুদ্ধরসিক-বৈষ্ণবমাত্র উপস্থিত, সেখানে (নিজ নিজ অধিকার থাকিলে) রসগান শ্রবণ করুন এবং রসগান-শ্রবণ-সময়ে নিজ নিজ স্বরূপোচিত ভজনভাব অনুভব করুন। ইহাতে গানপদ্ধতি উঠিয়া যায় যাউক, তাহাতেও বৈষ্ণবদিগের মঙ্গল হইবে। অর্থলোভে ও ইন্দ্রিয়-সুখের প্রত্যাশায় যেখানে-সেখানে রস-গানের প্রথা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত কলির কার্য্য।"

নফর বাবু—তাহা হইলে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় কি যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহা আচরণ করেন নাই ? তিনি যখন শ্রীমায়াপুরে পেশাদার কীর্ত্তনীয়ার রস-কীর্ত্তন হইতে আপত্তি করেন নাই, বরং তাহাতে প্রশ্রয় দিয়াছেন, তখন তাঁহার প্রচার ও আচার কি ভিন্ন হয় নাই ?

শ্রীল প্রভুপাদ—কিছুদিন পরে আমাদের সম্বন্ধেও এইরূপ কথা আমাদের সম-সাময়িক ব্যক্তিগণ হয় ত' বলিবেন। আমরা অনেক বিষয় আপত্তি করি না বলিয়া বা তাহাতে অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্যের জন্য সাক্ষাদ্ভাবে বাধা দিই না বলিয়া তাহাতে আমাদের অভিমত আছে, যাঁহারা এইরূপ মনে করেন, তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন। শ্রীরূপের "দুরাঢ়ৌরাশয়ে চিহ্নে" শ্লোকটী সর্ব্বদা আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তি মনে রাখেন। আমার-যাহা উদ্দেশ্য, যদি সেই উদ্দেশ্য কেহ পরিপূর্ণভাবে সাধন করেন, তবেই আমি তাঁহার নিকট যাইব। ধন চাহিলে আমা-অপেক্ষা অধিক ধনীর নিকট যাইব। দরিদ্রের নিকট অথবা আমা-অপেক্ষা কম ধনীর নিকট গেলে তাঁহারাই আমার ধনে ভাগ বসাইতে চাহিবে—আমাকে নিঃস্ব করিয়া ফেলিবে। শ্রীহরিকে যিনি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, প্রেমরজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়াছেন, যাঁহার যেমন ছেদন করিবার ক্ষমতা শ্রীহরির নাই, যিনি শতকরা শতভাগ শ্রীহরিসেবা করেন, তাঁহার নিকটই শ্রীহরিকথা শুনিব। শ্রীগুরুদেবের নিকটই শুনিতে হইবে, লঘুর নিকট শুনিব না। শ্রবণকারী কীর্ত্তন করিবেন; সন্তানেই যোগ্যকালে শিষ্যরূপে পুত্রোৎপাদন করেন। যাঁহাদের ভাণ্ডারে বিবিধ রং, যাঁহারা বহুরূপী লোক, তাঁহাদের কথা শুনিতে হইবে না। একে ত' আমারই হজম হয় নাই, তাহার পর যদি বহুজনীর পরামর্শ লই, তবে আরও অসুবিধা হইবে। শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাহ্যে বহুরুচির লোকের জন্য ঐসকল গান করাইতেন; তাহা তাঁহার প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল না। তাঁহার ধারণা ছিল, শ্রীমহাপ্রভুর সেবা করিয়া তিনি যেমন প্রচুর লাভবান্ হইয়াছেন, তাঁহার তথাকথিত বন্ধুবান্ধব—সকলেই সেইরূপ হউক। তিনি সকল লোকের নিকট সাংসারিক লোকের মত ছিলেন। সেইসকল লোকের অধিকার বুঝিয়া তাহাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিবার জন্য তিনি নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন,—"কোন আচরণহীন ব্যক্তির মুখে হরিকথা শুনিও না। তোমাদের যদি আচরণ কম থাকে, তবে হরিকথা প্রচার করিতে যাইও না—বরং বন্ধ করিয়া নিজের নিকট হরিকথা প্রচার কর।" শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আচরণ দেখিবার চক্ষু থাকা চাই। অনেকে তাঁহার সঙ্গ করিবার অভিনয় করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আচার ও প্রচার দেখিয়াও, শুনিয়াও দেখিতে ও শুনিতে পান নাই।

নফর বাবু—তিনি আপনাদিগকে যাহা নিষেধ করিয়াছিলেন, আমাদিগকেও সেইরূপ সতর্ক করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ—আমরা যে অল্প লোকের সহিত মিশিয়াছি, তাহা তাঁহারই আদেশে। আমরা বলিতেছি,—'সব সময়ই হরিকথা শোন'। কেহ বলিতেছেন,—আমার পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত; আমরা বলি,—তোমার পুত্র যায় যাক্, হরিকথা শ্রবণ কর। দুর্ব্বুদ্ধি ঘুচাইয়া দিতে হইবে। বিষয়োন্মুখ চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণোন্মুখ করিতে হইবে। [এই সময়ে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমায়াপুর হইতে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গমন করিবার পথে ললিতপুর-গ্রামে দারি-সন্ন্যাসীর গৃহে আগমন প্রভৃতি প্রসঙ্গ

(শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য ১৯।৫৮-৯৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত) বিস্তৃত-ভাবে ব্যাখ্যা করেন।] শ্রীচৈতন্যভাগবত অনেকেই পড়েন, কিন্তু এইসকলের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে কে? কর্ম্মে যাহা আছে, তাহা আপনিই হইবে। তজ্জন্য নূতন করিয়া চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা কি? যদি নূতন করিয়া চেষ্টা করিতে হয়, তবে হরিভজনেরই চেষ্টা করিব। যে-ব্যক্তি আমাকে বিষয়ভোগে প্ররোচনা দেয়, বিষয়ী আমি তাহাকেই আমার দলের লোক বলি। যিনি বিষয়সুখ নিষেধ করেন, তাঁহার কথা শুনি না। 'ইনি আমাদের দলের লোক নহেন', ইহা মনে করিয়া আমরা তাঁহার শত্রু হই।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু

দেখিতে দেখিতে মহামহোপদেশক শ্রীশ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর তৃতীয়-বার্ষিকী বিরহ-তিথি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পতিতপাবনী আবির্ভাব-তিথির অনুগমন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের ভক্তভক্তমণ্ডলীর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ষষ্টবর্ষীয়-বপুমূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীব্যাসপূজার আত্মাঞ্জলি দান করিয়া [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীসংকীর্ত্তনযজ্ঞে যোগদান করিয়াছেন, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের লীলায় মিলিত হইয়াছেন—শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীগৌরসুন্দরের মিলন করাইবার জন্য,—এ কথা আমরা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী হইতে শ্রবণ করিয়াছি। নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—সর্ব্বস্ব—সমগ্র জীবনীশক্তি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তন-মহাযজ্ঞে আহুতি প্রদান করিয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-সভায় যে অন্যাভিলাষ-রহিতা অহৈতুকী ভক্তির দিব্য কিরণ বিতরণ করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু ছিলেন '[illegible] বক্তা'—যাহা বলিতেন, তাহা আচরণ করিতেন; অতিবড় বিরোধী ও বিদ্রোহী-ব্যক্তি ইহা অস্বীকার করিতে পারে না। তাঁহার স্বভাব ছিল সুদৃঢ়। শরণাগতের সমস্ত লক্ষণ তাঁহাতে দেদীপ্যমান ছিল। উহার বিরুদ্ধে কাহারও প্রতিবাদ করিবার সামর্থ্য নাই। তাঁহার সুদৃঢ়তা দেখিয়া অভিনব গড্ডলিকা-প্রবাহ গুরুত্রবগণের হৃদয়ে কখন ভয়, কখন বা বিস্ময়ের সঞ্চার হইত; কখন বা তাঁহার শ্রীচরণে উচ্চ মস্তকও স্বভাবতঃই বিলুণ্ঠিত হইত। তাঁহার মধ্যে কোন আড়ম্বরের প্রহেলিকা ছিল না। তিনি স্বাভাবিক, সহজ, সরল, অতি সাধারণ, সুস্পষ্ট ভাষায় যে-সকল সুদৃঢ়ভাবাত্মক সত্যবাণী কীর্ত্তন করিতেন, তাহা প্রত্যেক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর হৃদয়কে তীক্ষ্ণভাবে স্পর্শ করিত; তাহাতে চিদ্বৈদ্যুতিক-শক্তি নিহিত ছিল। তাঁহার অলৌকিক শরণাগতিময় ব্যক্তিত্ব, তাঁহার আচার-প্রচারময়ী সুদৃঢ়তা, তাঁহার সমগ্র সত্তা ও সমগ্র জীবনীশক্তিকে আহুতি-দানের আদর্শ প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসুকেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার শ্রীচৈতন্যবাণীকে কেন্দ্র করিয়া যে-সকল মহাজন তাঁহার সেবাবিগ্রহের আরতি করিবেন, তাহা যখনই কাহারও স্মৃতিপথে উদিত হয়, তখনই স্ব-স্ব জীবনের প্রতি ধিক্কার, দৈন্য, কার্পণ্য স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়। ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে থাকিয়াও কিরূপে ব্যক্তিগত-ভজনের চরমোৎকর্ষ লাভ করা যায়, অশেষ বাত্যাঘাত ও জাগতিক জটিলতার মধ্যে অবস্থান করিয়া কিরূপে সুদৃঢ় শরণাগত থাকা যায়, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের কথিত 'যুধিষ্ঠির বা যুধিষ্ঠিরে'র আনুগত্যের আদর্শ সংরক্ষণ করা যায়, তাহা তিনি দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনপ্রভৃতি ব্যক্তিগণের সহিত ব্যবহার-নিপুণতাদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি কখনও পূর্ব্ব হইতে বিষয়কার্য্যে অভ্যস্ত ছিলেন না বা নানাপ্রকার চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও কলি-কোলাহলের কোলেও তিনি পরিবর্দ্ধিত হন নাই। তথাপি শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবৈকনিষ্ঠা দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনপ্রভৃতি ব্যক্তিগণের সহিত যুদ্ধে স্থির রাখিয়া তাঁহাকে অচিরেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের লীলায় মিলিত করিবার সহায়তা করিয়াছিল। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহকে তিনি প্রাণাপেক্ষা

প্রিয় (মুখে বা বক্তৃতায় নহে) অন্তরের অন্তঃস্থলে অনুভব করিতেন। এজন্যই তিনি তাঁহার সমগ্র জীবনীশক্তি ও সত্তাকে সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপী মিশনের সেবায় আহুতি বা বলিদান করিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপভাবে বলিদান না করিলে, আত্মাহুতি না দিলে কেবল মুখের কথায়—মুখের বচনে শ্রীগুরুপাদপদ্মের লীলায় প্রবেশাধিকার হয় না, তাহা শ্রীশ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের যথার্থ শিষ্য—সার্থকনামা 'শ্রীভক্তিসুধাকর'। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত নামের— শ্রীগৌরাশীর্বাদের প্রকৃত মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিয়াছেন—তিনি শ্রীগুরুদেবের প্রদত্ত আশীর্ব্বাদকে আত্মম্ভরিতা-পোষণের ও প্রচারের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেন নাই, পক্ষান্তরে তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশীর্বাদকে কোটি সেবা-প্রদীপশিখায় আহুতি করিয়াছেন। সেই আরাত্রিকের মঙ্গল-ধ্বনি, স্নিগ্ধ আলোক ও সৌরভ অনন্তকাল এই শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে মুখরিত, আলোকিত ও পুলকিত করিয়া রাখিবে। আমরা তাঁহার এই তৃতীয়-বার্ষিকী বিরহতিথিতে তাঁহার শ্রীহস্তলিখিত কয়েকটী অপ্রকাশিত পত্র-প্রসূন চয়ন করিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিবার বাসনা করিয়াছি। তাঁহার লিখিত এইসকল পত্রের মধ্যে সাধক-জীবনের শিক্ষণীয় ও পালনীয় অনেক অনবদ্য ও অদ্ভুত উপদেশ নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার এইসকল পত্রের কোনও কোনও অংশ পাঠ করিতে করিতে অতিশয় হরিবিমুখ, পতিত, মৃতপ্রায় ব্যক্তির হৃদয়েও সেবোন্মুখতারূপ সঞ্জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়। নিম্নে সেইসকল পত্র প্রকাশিত হইল।

অধ্যাপকবেশে
শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু

অপ্রকাশিতপূর্ব্ব শ্রীভক্তিসুধাকর-পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কটক
ইং ১০।৮।৩৫

কল্যাণবরেষু—

* * * তোমাদের পত্র অনেকদিন পাই নাই। আশা করি, তোমার শরীর এখন অনেকটা ভাল হইয়াছে।

অসুখ হওয়া খারাপ নয়। উহা ভগবানের প্রকৃত কৃপা। তিনি যত কষ্ট দিবেন, ততই আমাদের তাঁহার প্রতি ভালবাসা অধিক হওয়া উচিত। কারণ, কষ্ট না পাইলে আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া যাইতে পারি। যাহারা এই জগতে খুব সুখী, তাহারা ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকাই 'সুখ' বলিয়া মনে করে। এই জগতে সকলেই ভগবান্‌কে ভুলিয়া আছে। ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকাই একমাত্র কষ্ট। কিন্তু ইহা জগতের লোক বুঝিতে পারে না। তাহারা মনে করে—টাকা, বাড়ী, রূপ, সম্মান, বিদ্যা ইত্যাদির দ্বারা তাহারা সুখী হইতে পারিবে। কিন্তু সে-সব পাইলে সেই অহঙ্কারে একেবারেই বুঝিতে পারে না যে, ভগবান্‌কে ভুলিয়া তাহারা অত্যন্ত কষ্টে আছে; যেমন আফিংএর নেশায় লোকে কষ্ট টের পায় না, সেইরূপ। তুমি ভগবান্‌কে সর্ব্বদা স্মরণ করিবা, তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহার কৃপায় জানিতে পারিবা। তাঁহাকে জানিতে পারিলে একটুও কোন কষ্ট অনুভব হইবে না। অত সকল প্রকার অবস্থাই ভজন করিও। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার নিজজনের কৃপায় এই সব কথা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং তুমি সর্ব্বদাই শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিবা। তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইবেন এবং তুমি তাঁহাকে জানিতে পারিয়া সুখী হইতে পারিবা।

মধ্যে মধ্যে তোমাদের পত্র পাইতে আশা করি। এখানে সকলে ভাল আছেন। ইতি—

আঃ
শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
ইং ২৬।৩।৩৬

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন—

* * প্রভো! আপনার ২০।৩ তারিখের পত্র পাইলাম। শ্রীপাদ * * প্রভুকে পাটনা-মঠে যাইবার জন্য অত্র পত্র দেওয়া হইল। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবেন। বাড়ী বদল ও মঠরক্ষক বদল শ্রীগুরুবর্গের নির্দ্দেশ-অনুসারে হইয়াছে। তাহার জন্য সেবার কোনরূপ বাধা কেন হইবে বুঝি না। বাড়ী কিছু মঠ নয়। নিজের সেবাপ্রবৃত্তিদ্বারা সর্ব্ব-অবস্থা সেবার অনুকূল হয়। অন্যে সেবা করিতেছে না, তাহার জন্য আমাদের নিরুৎসাহিত হইবার কি কারণ আছে, তাহাও বুঝি না। আমার ভাগ্যের দোষেই আমার নিরুৎসাহ হয়। তাহাতে অপরের কোনই হাত নাই। এই সমুদয় বিষয় ধীরভাবে বিচার করিয়া সর্ব্বদা সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার সেবা তিনি নিজেই করিয়া থাকেন। সুতরাং আপনি নিজের উপর অত অধিক দায়িত্ব লইবেন না। অকৃত্রিম মঠসেবকগণের সেবাপ্রাপ্তির জন্য সর্ব্বদা প্রার্থী হইলে তাঁহারা আমাদিগকে তাঁহাদের সেবার অধিকার প্রদান করিয়া আমাদের মঙ্গল-লাভের সুযোগ করিয়া দিবেন। ইতি—

দাসাধম—শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
ইং ১১।১১।৩৬

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎপ্রণামপূর্ব্বক নিবেদন—

* * প্রভো! তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। * * শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের আনুগত্যে শ্রীগদাধরের সেবা কর। তুমি এখন শ্রীগদাধরের সেবায় নিযুক্ত আছ। শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্পূর্ণ আনুগত্যে ঐ সেবা তোমার লাভ হইতে পারিবে; অন্য উপায় নাই। শ্রীগদাধরের শ্রীপাদপদ্মসেবা লাভ হইলে কর্ম্ম অর্থাৎ ভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না, ভোগবুদ্ধির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ হইবে। কিরূপভাবে শ্রীগদাধরের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করিতে হয়, তাহা পরিপ্রশ্নদ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হইতে জানিয়া লইবা। একমাত্র তিনিই শ্রীগদাধরের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় অধিকার দিতে পারেন।

শ্রীগদাধরের সেবা লাভ হইলে উহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিবে। একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া সুদৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশ পালন করিতে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবা। দূরে থাকিলে ভাল সেবা হয়, কাছে থাকিলে ভোগবুদ্ধি হওয়া সম্ভব। শ্রীগদাধরের কৃপায় ভোগবুদ্ধি কাটিয়া গেলে ইহা বুঝিতে পারা যায়। তুমি প্রাণপণে শ্রীগদাধরের সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকিবে। পাঠ-কীর্ত্তনে যোগদান করিবে। মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে ক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেবের কথার প্রকৃত অর্থ তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে। শ্রীল আচার্য্যদেবের তোমার প্রতি অসীম কৃপা, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। তোমার সমুদয় অসুবিধার কথা নিষ্কপটে তাঁহার পাদপদ্মে পত্রদ্বারা নিবেদন করিবা। তাঁহার কৃপাকে শাস্তি মনে করিবা না। তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যেই সমুদয় কথা বুঝিতে পারিবা। তাঁহার কৃপা হৃদয়ের সহিত গ্রহণ না করিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হইতে চিরবঞ্চিত হইতে হইবে।

আমার দণ্ডবৎপ্রণাম গ্রহণ করিবা। ইতি—

দাসাধম—শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
ইং ১৮।১১।৩৬

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন—

* * প্রভো! তোমার ১৬।১১ তারিখের পত্র পাইলাম। তুমি শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীগদাধরের শ্রীপাদপদ্ম-সেবা করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। এই আদেশ নিষ্কপটে পালন করিলে তোমার মনের চঞ্চলতা অতি সত্বর দূর হইবে। অনুগ্রহপূর্ব্বক এই কথা বিশ্বাস করিয়া সেইরূপভাবে চলিবা। শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে সকলের সেবা হয়। শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করিলে কাহারও সেবা হয় না। শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করিলে সকলের প্রতি হিংসা করা হয়, সকলের অনিষ্ট করা হয়, নিজের অনিষ্ট করা হয়। ভালবাসা ও সেবা

এক। শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিলে সকলকে প্রকৃতই ভালবাসা হয়। শ্রীকৃষ্ণকে ভাল না বাসিলে কপট-ভালবাসা অর্থাৎ নিজের সুখের চেষ্টা হয়। কপটই একমাত্র দুঃখ। ভোগবুদ্ধি হইলেই লোক কপটী হইতে বাধ্য হয়। সেবাবুদ্ধি হইলে আর কপটের আবশ্যক হয় না। তুমি সর্ব্বদা সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা লাভ করিতে পারিবা। তিনি কৃপা না করিলে ভোগবুদ্ধি দূর হইবে না, কপট যাইবে না, বৈষ্ণব চিনিতে পারিবা না, সেবা হইবে না। সেবা করিলেই এসব বুঝিতে—অনুভব করিতে পারিবা। এখন সেবা কষ্টকর বোধ হইলেও উহাই প্রকৃত সুখ। সেবাদ্বারাই বৈষ্ণবের সঙ্গে নিত্যানন্দযুক্ত হইতে পারিবে। সেবা না করিলে বৈষ্ণবের পাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে—বাড়ী চলিয়া যাইতে হইবে। যাহাতে এইরূপ ভয়ানক বিপদ না হয়, তজ্জন্য প্রাণপণে শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ পালন করিতে চেষ্টা করিবা। তিনিই দয়া করিয়া তোমাকে তাঁহার সেবার যোগ্যতা দিবেন। ভোগের চিন্তা—অসৎসঙ্গ। অসৎ-কথাবার্ত্তা হইতে দূরে থাকিবা। সেবার চিন্তা, শুদ্ধভক্তের সঙ্গ (সেবা) ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিবা।

তুমি ভিক্ষায় যাইতেছ শুনিলাম। সকলের নিকট হরিকথা বলিবা। বৈষ্ণবের কথা—শ্রীগুরুদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিবা। তাহা হইলে তুমি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবানন্দ লাভ করিতে পারিবা। নিকটেই থাক কিংবা দূরেই থাক, সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইবা না। বৈষ্ণবের কথা ও বৈষ্ণব একই বস্তু। আমার দণ্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করিবা।

দাসাধম—শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
ইং ৮।১২।৩৮

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎপ্রণামপূর্ব্বক নিবেদন—

প্রভো! তোমার ২১।৮।৩৮ তারিখের পত্র পাইয়া সমস্ত সংবাদ অবগত হইলাম।

ভক্তির দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর প্রকৃত স্বরূপ জানা যাইবে। ভক্তির বীজের নাম—শ্রদ্ধা। 'শ্রদ্ধা' অর্থ বিশ্বাস; শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিলে সমস্ত কর্ত্তব্যপালন করা হয়, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস। শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট সেবা—শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ।

শ্রীকৃষ্ণের সেবালাভের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী শ্রবণ করা প্রধান এবং সর্ব্বপ্রথম সেবা। শ্রবণ হয় না, যদি শরণাগতি না হয়। সেবালাভের জন্য সদ্গুরুর শ্রীচরণে সর্ব্বতোভাবে আত্ম প্রার্থনা করিলে তাঁহার কৃপায় তাঁহার বাণীর প্রকৃত অর্থ জানিতে পারা যায় এবং সেইরূপভাবে সেবা করিবার যোগ্যতা হয়। মিশনের প্রত্যেক সেবকেরই ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য হইলে পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আত্মীয়তা জন্মে।

ধীরভাবে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত শ্রীগুরুদেবের বাণী একাগ্র হইয়া শ্রবণ করিতে হয়। 'একাগ্র হওয়া'র অর্থ এই যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্তরের কথা জানিবার উদ্দেশ্যে শ্রবণ করিতে হয়। তাহা হইলে তাঁহার অন্তরের সহিত তোমার অন্তরের মিল হয় এবং তাঁহার উদ্দেশ্যই তোমার উদ্দেশ্য হয়। উদ্দেশ্য এক হইলে প্রত্যেক চিন্তা ও কার্য্য সেবা হয়। 'ভক্তি'র অর্থই 'ভালবাসা'। শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিলে ভক্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভালবাসার বস্তু। কৃষ্ণেতর বস্তুকে ভালবাসার নাম—ভাল না বাসা, হিংসা করা। ইহা অনর্থযুক্ত-অবস্থায় বুঝিতে পারা যায় না। তখন হিংসা করাকেই 'ভালবাসা' বলিয়া জ্ঞান হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের উদ্দেশ্য-অনুসারে সর্ব্বদা সেবায় নিযুক্ত থাকিলে ক্রমে তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়।

আমার বিশ্বাস—নিষ্কপটভাবে শ্রীল আচার্য্যদেবের উদ্দেশ্যের অনুকূলে সমস্ত কার্য্য ও সেবা করিবার জন্য তোমার প্রকৃতই ইচ্ছা আছে। ইহাও তাঁহারই কৃপায় সম্ভব হইয়াছে।

তিনিই দয়া করিয়া তোমার হৃদয়ে ক্রমশঃ তাঁহার উদ্দেশ্য জানাইয়া দিবেন। তখন প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইবে। অনেক কথা বলিলেই কীর্ত্তন হয় না। একটি কথা কাণে প্রবেশ করিলে কীর্ত্তনের যোগ্যতা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী সর্ব্বদা স্মরণ করিবা, তাহা হইলেই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেবা হইবে। তুমি তাঁহার আদেশ যত্নের সহিত পালন করিতেছ জানিলে বিশেষ সুখী হইব। তোমার মঙ্গল হইলে বিশেষ সুখী হইব। সুখের অবস্থা অপেক্ষা কষ্টের মধ্যেই এই সব কথায় অধিক মনোযোগ দিতে

পারা যায়। সেইজন্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার প্রিয়তম সেবককে সর্ব্বদাই দূরে রাখেন। এই সব চিন্তা করিয়া সর্ব্বদা একমনে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবা—ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। আমার দণ্ডবৎপ্রণাম গ্রহণ করিবা। ইতি—

দাসাধম—শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
ইং ১১।১।৩৯

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণামপূর্ব্বক নিবেদন—

• • প্রভো।

'অন্য-বাঞ্ছিত্বের', 'বিষয়াভিনিবেশ' এই সব বড় বড় কথার প্রকৃত অর্থ তোমার নিজের অন্তরে অনুভব হইবে। ওগুলো কেবল মুখের কথা নয়। যাহাদের মুখে এক কথা ও কাজে অন্যরকম, তাহারাই প্রকৃত অবৈষ্ণব। তুমি যেখানেই থাক, সেই সব ব্যক্তির সঙ্গ হইতে অন্তরে অন্তরে সম্পূর্ণভাবে দূরে থাকিবা। যে-পরিমাণে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিবা, সেই পরিমাণে প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান তোমাতে নিশ্চয়ই হইবে। সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তোমার হৃদয়ে শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্বন্ধ উদিত হইবে। তখন তিনিই যে আমাদের একমাত্র আশ্রয়, ইহা নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারিবা। তাঁহার যেরূপ ব্যবস্থা, উহাই আমাদের মঙ্গলের একমাত্র উপায়—ইহা বিশ্বাস হইবে। সেবা হয় না, শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য না হইলে। আনুগত্য হয় না, উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ এক না হইলে। উদ্দেশ্য এক হয় না, অপ্রাকৃত-জ্ঞান না হইলে। অপ্রাকৃত-জ্ঞানই দিব্যজ্ঞান, উহাই সম্বন্ধজ্ঞান, উহাই প্রকৃতজ্ঞান। যাহাকে ভালবাসি, তাহার সহিত প্রকৃত পরিচয় না হইলে তাহাকে প্রকৃত ভালবাসাই যায় না। প্রকৃত ভালবাসা না হইলে ভালবাসার 'ভান'মাত্র, কপটতামাত্র হয়। তাহা অপেক্ষা অধিক কষ্ট আর কি হইতে পারে?

নিজের সুখ-দুঃখের কোন মূল্য নাই। যে-দুঃখের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে থাকে—শ্রীকৃষ্ণের সেবার বাধা হয় না, তাহা প্রকৃত সুখের কারণ। যে-কষ্টের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে থাকে—শ্রীকৃষ্ণের সেবার বাধা হয় না, তাহাও প্রকৃত সুখের কারণ। যে সুখ-দুঃখের সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবার সম্বন্ধ নাই, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ। তুমি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে তোমার কষ্টও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখের কারণ হইবে। শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করিলে সেরূপ সুখ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখের কারণ হইবে।

প্রচারে তোমাকে শীঘ্রই যাইতে হইবে। তখনও এই সব কথাই সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক হইবে। তাহা হইতে তোমার কি কর্ত্তব্য, তাহা তুমি নিজেই অতি সহজে বুঝিতে পারিবে। কষ্টের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবার মত সুখ আর নাই। সুখের মধ্যে কৃষ্ণের সেবা করা কঠিন। কৃষ্ণের সেবার বাধা হইলে সেরূপ সুখ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্টকর; উহাই ভোগ। ভোগীর সঙ্গ করিবা না। যাহারা সেবা করে না, সেবা কি তাহা জানে না, বুঝিতে চেষ্টাও করে না, কেবল বাক্যবাগীশ, মুখে এক—কার্য্যে বিপরীত, নিজসুখের জন্ত যাহার সকল চিন্তা, সেরূপ ব্যক্তির সঙ্গই প্রকৃত দুঃসঙ্গ। সেরূপ ব্যক্তি হইতে অন্তরে দূরে থাকিবা। তাহার সহিত সেবার জন্ত বাহিরের সম্বন্ধমাত্র করিবা; অধিক মিশিবা না।

শ্রীল আচার্য্যদেবের 'কথা' ও তাঁহার আদর্শ-চরিত্র সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবা এবং সর্ব্বদা তাঁহার একান্ত আশ্রয় ও কৃপা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিবা। তাঁহার কথা স্মরণ হইলেই কৃষ্ণস্মৃতি হইবে।

আমার দণ্ডবৎপ্রণাম গ্রহণ করিবা। ইতি—

দাসাধম—শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
ইং ১৫।২।৩৯

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎপ্রণামপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীপাদ • • প্রভো। শ্রীপাদ • • প্রভুকে পরিক্রমার জন্ত এখানে পাঠাইতে প্রার্থনা।

পরিক্রমার জন্ত সকলকেই মাধুকরী-ভিক্ষা-সংগ্রহের সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে। পরিক্রমার আহ্বান সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। এতদুপলক্ষে শ্রীধাম-মায়াপুর ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচার ও প্রচারের সংবাদ সকলকে ভালভাবে বুঝাইয়া দেওয়া সঙ্গত। নিজেদের মধ্যে অর্থাৎ শ্রীমঠে এসম্বন্ধে সর্ব্বদা নির্দ্দিষ্ট আলোচনার ব্যবস্থা করিতে

প্রার্থনা। আশা করি, 'শ্রীভাগবত'-পত্রিকার বিশিষ্ট সংখ্যায় ইহার আলোচনা প্রকাশিত হইবে। বিহার-প্রদেশ হইতেও ভক্তবৃন্দ পরিক্রমায় যোগদান করিলে বিশেষ আনন্দের বিষয় হয়।

আপনারা আমার দণ্ডবৎ-প্রণাম কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। ইতি—

দাসাধম—শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
ইং ৫।৪।৩৯

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎপ্রণামপূর্ব্বক নিবেদন—

• • প্রভো! আপনার ৩।৪ তারিখের কৃপালিপি পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম।

শ্রীপাদ • • প্রভু ও শ্রীপাদ • • প্রভুর কথা আপনাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে জানিলাম।

অপ্রাকৃত হরিদাসের কৃপা হইলে প্রাকৃত ব্যবধানদ্বারা সেবার বাধা হয় না; বরং তদ্দ্বারা অধিকতর উৎকর্ষ সাধিত হয়। বৈষ্ণব আমাদের সেবা গ্রহণ করেন না; তিনি উহা শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। তাহার ফলে শ্রীগুরুদেবে আমাদের ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা দৃঢ়া হয়। শ্রীগুরুদেবে যে-পরিমাণে শ্রদ্ধা উদিত হয়, শ্রীকৃষ্ণে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনামেও সেই পরিমাণে সেবাবুদ্ধি হয়। এই লক্ষণগুলিদ্বারা নিজের পারমার্থিক অবস্থা বিচার করা আবশ্যক। শ্রীগুরুদেবই বৈষ্ণবের সেবা আমাদিগকে প্রদান করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার বিধান অধিকারে সর্ব্বদা শিরোধার্য্য হওয়া সঙ্গত। তাঁহার আদিষ্ট সেবাকার্য্যে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিলে শ্রীহরিনাম কৃপা করেন। তখন আমাদের অপ্রাকৃত-তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হয় এবং তাহার ফলে শ্রীহরিনামের শুদ্ধ সেবা লাভ ও ভোগবাসনা নিবৃত্ত হয়। সুতরাং মনঃস্থির করিয়া সর্ব্বদা সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

আমার দণ্ডবৎপ্রণাম কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। ইতি—

দাসাধম—শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
ইং ১৩।২।৪০

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎপ্রণামপূর্ব্বক নিবেদন—

• • প্রভো! তোমার ১২।২ তারিখের কৃপালিপি পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম।

আশা করি, তুমি কাষায় বস্ত্র লাভ করিয়াছ। ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা, সন্দেহ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বসনের রং 'অরুণ'। ব্রহ্মের জ্যোতিঃ অরুণবর্ণ। বিরজা পার হইয়া ব্রহ্মলোক। বিষয়বাসনা নিবৃত্ত হইলে অপ্রাকৃত ধামের জ্যোতির দর্শন হয়। 'ব্রহ্মভূত' না হইলে ভগবদুপাসনা হয় না। বিষয়বাসনাগ্রস্ত আমাদের সেবার অযোগ্যতা-নিরসনের জন্য শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া আমাদিগকে অরুণ-বসন-ধারণের অধিকার প্রদান করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগণ সকলেই অন্তরে বা বাহিরে কাষায়-বস্ত্রধারী। শ্রীগুরুদেবের প্রসাদে আমরা সংসার-বাসনা হইতে মুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত সেবাপ্রবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। কাষায়-বস্ত্রধারিগণের কর্ত্তব্য—সংসার হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের অপ্রাকৃত সেবায় নিযুক্ত থাকা।

আমার দণ্ডবৎপ্রণাম গ্রহণ করিবা।

দাসাধম—শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ

আগামী ৪ঠা ফাল্গুন, সোমবার জগদ্গুরুপ্রতিম বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজের পতিতপাবনী বিরহতিথি। ঐ দিবস শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর অনুগমন এবং শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অভিন্ন-হৃদয় শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর প্রিয়শিষ্য শ্রীল রসিকমুরারি প্রভুরও অপ্রকট-তিথি।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-ধারা হইতে অখণ্ডভাবে প্রবাহিত শ্রীগৌরকিশোর-সরস্বতী-সুরধারাই জগতে শ্রীশ্রীরূপানুগশিক্ষাতত্ত্বাদি বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীগৌরভক্তি-সাম্রাজ্যের যুগপ্রবর্ত্তী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজের অনুপ্রেরণায় শ্রীগৌরজন্মপীঠ আবিষ্কার

শ্রীগৌরজন্মোৎসব-প্রবর্তন ও শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা-প্রকাশ প্রভৃতি প্রচার-কার্যে ব্রতী হইয়া প্রকৃত শ্রীরূপানুগগণের মনোঽভীষ্ট প্রচারকারী লোকশিক্ষকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের অদ্ভুত নর্তন-কীর্তন এবং শ্রীগৌরনাম-সংকীর্তনে উল্লাস সপার্ষদ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নর্তনকীর্তনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্রীল জগন্নাথ-প্রভু শ্রীগৌরধাম-প্রকাশ ও শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ এবং শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার উদ্বোধনের পরের বৎসরই অর্থাৎ ১৩০১ বঙ্গাব্দের ১৪ই ফাল্গুন, শকাব্দা ১৮১৬, খৃষ্টাব্দ ১৮৯৫, ২৫শে ফেব্রুয়ারী সোমবার শুক্লপ্রতিপৎ-তিথিতে দিবা ১০ ঘটিকায় শ্রীকোলদ্বীপে অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে নিজেই তাঁহার সমাধিস্থান খনন করাইয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ বিষয়ে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শ্রীসজ্জনতোষণী'তে লিখিয়াছেন,—"বিগতবর্ষে ১৩০১ বঙ্গাব্দ, ১৪ই ফাল্গুন, সোমবার দিবা ১০ ঘটিকার সময় ভক্তগণের বৃদ্ধ সেনাপতি শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত কোলদ্বীপস্থ ভজনকুটীরে শ্রীধাম লাভ করিয়াছেন। সিদ্ধ বাবাজী মহাশয় শ্রীগৌরভূমি অন্ধকার করিয়া চিজ্জগতে প্রবেশ করিলেন। আমরা জড়নয়নে তাঁহার আনন্দময় নৃত্য-কীর্তন আর দেখিতে পাইব না! তিনি চিজ্জগতে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগের প্রতি কৃপা বিধান করুন।" (শ্রীসঃ তোঃ—৭ম বর্ষ, ২৭ পৃষ্ঠা)

"গৌড়-ব্রজ-জনে, ভেদ না দেখিব, হইব বরজবাসী। ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে, হইব রাধার দাসী॥"—শ্রীল ভক্তিবিনোদের এই গীতির কথার শ্রীশ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-দ্বারাই নিত্য সত্য হয়। শ্রীল জগন্নাথ এই ভজনরহস্যের আদর্শ স্বয়ং ও তাঁহার অনুগমণ্ডলীর দ্বারা আচরণ করিয়া ও করাইয়া বিশ্ববৈষ্ণবের নিকট প্রচার করিয়াছেন। শ্রীল বৈষ্ণবসার্বভৌম স্বয়ং বাবাজিক শ্রীগৌড়-ব্রজ-জন হইয়াও পরমহংসশিরোমণি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দ্বারা বৈষ্ণবগৃহস্থপরিবার-পরিজনের সদাচারের আদর্শ-স্থাপনকল্পে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে 'শ্রীগিরিধারী' (শ্রীগোবর্ধনশিলা) প্রদান করিয়াছিলেন। অনেক সময় শ্রীল প্রভুপাদ 'শ্রীগীতগোবিন্দে'র প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা-কালে বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথকে বিপ্রলম্ভক্ষেত্র শ্রীকুরুক্ষেত্রের 'থানেশ্বরী শ্রীজগন্নাথ' বলিয়া বর্ণন করিতেন। যেরূপ বিপ্রলম্ভময়-ধাম শ্রীকুরুক্ষেত্রের শ্রীগৌরকৃষ্ণপাদাঙ্কিত নিকটস্থ থানেশ্বরের প্রাচীনসরস্বতীর তীরে শ্রীজগন্নাথের ভবনে শ্রীগৌরহরি পদার্পণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বৈষ্ণব-সার্বভৌম শ্রীজগন্নাথের বিপ্রলম্ভময় ভজন-কুটীরে শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার শ্রীধামপ্রকাশের সেবা অতিথিরূপে সমাগত হইলে শ্রীল জগন্নাথ তাহা শ্রীভক্তিবিনোদে সমর্পিত করিয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীনবদ্বীপের 'খড়ে' বা সরস্বতীনদীকে অভিন্ন-প্রাচীনসরস্বতী এবং শ্রীযোগপীঠে বটবৃক্ষের পাদমূল হইতে শ্রীযমুনা ও শ্রীযোগপীঠের পাদদেশ বিধৌত করিয়া শ্রীগঙ্গা প্রবাহিত হইবার কথা বলিতেন।

শ্রীভাগবতাষ্টকম্

[শ্রীল রসিকানন্দপ্রভু-কৃত] *

শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমধুপানন্যাভিলাষোজ্ঝিতান্
পূর্ণপ্রেমরসোৎসবোজ্জ্বলমনোবৃত্তিপ্রসন্নাননান্।
অন্তঃকৃষ্ণকথামহামৃতপয়োরাশৌ মুদা খেলতো
বন্দে ভাগবতানিমানসুলভান্ মূর্ত্ত্যা নিবসতো ক্ষিতৌ। ১॥

যাঁহারা শ্রীগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মের ভ্রমর, অন্যকাম অভিলাষবর্জিত, পূর্ণপ্রেমরসের আস্বাদনজনিত আনন্দযুক্তা দেদীপ্যমানা মনোবৃত্তিহেতু যাঁহাদের বদনমণ্ডল উৎফুল্ল রহিয়াছে এবং নিরন্তর কৃষ্ণকথারূপ শ্রেষ্ঠ মহাসমুদ্রে যাঁহারা সানন্দে নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছেন, সেই শ্রীভাগবতগণকে ভূমি-বিলুণ্ঠিত হইয়া মস্তকদ্বারা সর্বদা (সাষ্টাঙ্গে) প্রণিপাত করি ॥১॥

---

* সম্পাদক শ্রীপাদ মদনলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ-কৃত বঙ্গানুবাদ

পাদাব্জে কৃতনম্রকানপি চতুর্বর্গে স্পৃহাং কুর্বতো
দৃষ্ট্বাপ্যেষ্বপি সত্যধীন্ ব্রজপতিপ্রেমামৃতপ্রাশকান্ ।
নত্যাবানভিষ্কৃত্য ভবমহাপাথোনিধিং গোষ্পদং
বন্দে ভাগবতানিমানহমহং মূর্দ্ধ্না নিপত্য ক্ষিতৌ ॥ ২ ॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ যাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে প্রণামচ্ছলে লুণ্ঠন করিতে থাকিলেও তাঁহাকে দৃষ্টিপথবর্তী হইলেও যাঁহারা অবজ্ঞা করিয়া থাকেন, যাঁহারা নিখিল-ভ্রম-বিনির্মুক্ত, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসুধা যাঁহারা আস্বাদন করিতেছেন এবং যাঁহারা অচিরেই উত্তরণযোগ্য সংসাররূপ মহাসমুদ্রকে গোষ্পদতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, এতাদৃশ শ্রীভাগবতগণকে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া মস্তকদ্বারা নিরন্তর (সাষ্টাঙ্গ) প্রণাম করি ॥ ২ ॥

[illegible] ব্রজধবাদিবিধিভির্নবদূরবাপ্তিং [illegible]
আস্বাদ্যাং ভগবত্যোপন্যকৃতিভিরহো বলাদৈর্গতম্ ।
যন্মূলং শিবতত্ত্বতাপ্যবসং প্রভুপ্যমানং মুদা
বন্দে ভাগবতানিমানহমহং মূর্দ্ধ্না নিপত্য ক্ষিতৌ ॥ ৩ ॥

শ্রীব্রজগোপীগণের একমাত্র প্রভু শ্রীকৃষ্ণের যে শ্রীপাদপদ্ম-যুগল শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীশিবাদি অন্বেষণ করিয়াও পান নাই, কিন্তু যাঁহারা শ্রীগুরুবর্গের কৃপাপূর্বক শ্রীভক্তিরূপ উৎকৃষ্ট রজ্জুদ্বারা তাঁহাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া তাঁহা হইতে নিরন্তর অতি মধুরস সেবনানন্দে রত আছেন, এতাদৃশ শ্রীভাগবতগণকে ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইয়া মস্তকদ্বারা (সাষ্টাঙ্গ) প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

বিশ্বেষাং সুখদোৎসবান্ বহুদয়ান্ মায়ামহাকাননৈ-
[illegible] জনগণানুদ্ধারায় পৃথ্বীতলে ।
সুস্নাতাচ্ছবিধৃতপাদকমলাংস্ত্রৈলোক্যভাগোত্তমান্
বন্দে ভাগবতানিমানহমহং মূর্দ্ধ্না নিপত্য ক্ষিতৌ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মাদি-তৃণপর্য্যন্ত সকল জীবের আনন্দপ্রদ, নিজাশ্রিত জনবর্গের সুখদাতা, ভবদাবানলরূপ [illegible] মহাকাতর-বাসী), পাপিগণের উদ্ধারার্থ কৃপাবশেই ভূতলে অবতারিত, সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধারের পোতস্বরূপ শ্রীপাদপদ্মযুক্ত, ত্রিভুবনবাসীর সৌভাগ্যের স্বরূপ এই শ্রীভাগবতগণকে ভূমিতে বিলুণ্ঠিত-মস্তকে সর্ব্বদা (সাষ্টাঙ্গ) প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

আলোক্যৈব দুরাশয়ান্ ভবমহাবন্ধে নরান্ ক্লিশ্যতঃ
স্বর্গীয়ং পাদসরোজসৌহৃদভাজং তাপত্রয়ং ক্লিশ্যতঃ ।
কারুণ্যাদ্ভুবনাশয়ং পরমো প্রেমাপ্যহো ভক্তো
বন্দে ভাগবতানিমানহমহং মূর্দ্ধ্না নিপত্য ক্ষিতৌ ॥ ৫ ॥

যাঁহারা কর্ম্মাবৃত-প্রবাহে জীবকুলের জন্ম-মরণরূপ সংসৃতির মহাবন্ধন ছেদন করেন, যাঁহাদের পাদপ্রক্ষালন-জলের স্পর্শ সকলের 'আধ্যাত্মিক', 'আধিদৈবিক' ও 'আধিভৌতিক' নামক তাপত্রয় বিনাশ করে, এবং যাঁহাদের সহিত আলাপে ব্রজনাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি বিস্তারিত হয়, এতাদৃশ শ্রীভাগবতগণকে ভূমিবিলুণ্ঠিত হইয়া মস্তকদ্বারা সর্ব্বদা (সাষ্টাঙ্গ) প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

ভাবাবেশনমূর্চ্ছনান্ পুলকিতো হর্ষাশ্রুধারাবলী-
সিক্তোঽমলনবাম্ববসবানন্দাৎ কৃষ্ণং নৃত্যতঃ ।
প্রেমোদ্রেকচরিত্র সংকীর্ত্তনপরান্ গোপীপতের্গায়তো
বন্দে ভাগবতানিমানহমহং মূর্দ্ধ্না নিপত্য ক্ষিতৌ ॥ ৬ ॥

যাঁহারা প্রেমবিকারের আবেশে সর্বাঙ্গ পুলকিত ও রোমাঞ্চিতদেহ, হর্ষাশ্রুধারায় যাঁহাদের বদনকমল প্রক্ষালিত হইতেছে, যাঁহারা নব নব আবেশে প্রকৃষ্টভাবে নৃত্য করিতেছেন এবং যাঁহারা সদানন্দবাক্যে প্রমত্ততাসহকারে গোপীপতি শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তনে রত আছেন, এতাদৃশ শ্রীভাগবতগণকে ভূমিবিলুণ্ঠিত হইয়া মস্তকদ্বারা নিরন্তর (সাষ্টাঙ্গ) প্রণিপাত করি ॥ ৬ ॥

প্রেমাস্বাদপরায়ণান্ হরিকথাপীযূষপানোন্মদান্ ।
আনন্দৈকপয়োনিধীন্ সকলস্ম্রান্তিচ্ছিদঃ শ্রীযুতান্ ।
যত্নান্ সজ্জনচিত্তবিশ্রামান্ কারুণ্যপূর্ণাশয়ান্
বন্দে ভাগবতানিমানহমহং মূর্দ্ধ্না নিপত্য ক্ষিতৌ ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের আস্বাদনই যাঁহাদের একমাত্র ব্রত, তদীয় শ্রীপাদপদ্মের স্ফূর্তিতে যাঁহাদের হৃদয় আলোকিত, যাঁহারা আনন্দের সুধাসমুদ্র-স্বরূপ, শ্রীভগবানের প্রতি অনুরাগে সমুজ্জ্বলিত এবং হাস্য দ্বারা যাঁহাদের বদনমণ্ডল অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন, যাঁহারা সাধুচরিতাবলী দ্বারা নরগণকে আনন্দিত করিতেছেন এবং যাঁহারা দয়াবান্ ও করুণা-প্রবাহের আকর, এতাদৃশ শ্রীভাগবতগণকে ভূমিবিলুণ্ঠিত হইয়া মস্তকদ্বারা নিরন্তর (সাষ্টাঙ্গ) প্রণতি করি ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণাদ্যুক্তমনান্তঃ কথমপি স্বপ্নেঽপি বিস্মর্যতে
ভক্তিং ভক্তিমহৈকনৃত্যঃ বিনয়তো সংস্কারযুক্তিঃ সদা ।
শ্রীমান্ সদ্গুণপুঞ্জকেলিনিলয়ান্ প্রেমাবতারানহং
বন্দে ভাগবতানিমানহমহং মূর্দ্ধ্না নিপত্য ক্ষিতৌ ॥ ৮ ॥

তাঁহারা মুহূর্ত্তকালের জন্যও স্বপ্নেও শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না, মৎস্য-কূর্ম্মাদি ও সর্ব্বোৎকর্ষশালী প্রভৃতি অবতারের অংশী শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা সর্ব্বদা কামনোন্মাদে অহৈতুকী-ভক্তিমান্, সেই ভজনানন্দাতিশায়ী সাধুজনসমূহের জীবাতুস্বরূপ ও প্রেমের অবতার শ্রীভাগবতগণকে ভূমি-বিলুণ্ঠিত-মস্তকে সর্ব্বদা (সাষ্টাঙ্গে) প্রণতি করি ॥৮॥

এতদ্‌ভাগবতাষ্টকং পঠতি যঃ শ্রদ্ধান্বিতঃ কেবলং
কৃষ্ণপ্রেমবিবর্দ্ধনং প্রতিপদং প্রেমপ্রবোধপ্রদম্।
প্রেমার্দ্রং পরমং এবং স লভতে বৃন্দাবনেশাত্মজ
কিঞ্চ ভাগবতেষু যেন বশগো গোপাঙ্গনাবল্লভঃ ॥৯॥

এই শ্রীভাগবতাষ্টক ভগবজ্জনপ্রীতিকর কৃষ্ণপ্রেম প্রদাতা, যিনি বিশেষরূপে ভক্তির উৎকর্ষবর্দ্ধক এবং প্রতিপদে প্রেমানন্দ-বর্দ্ধনকারী। যিনি শ্রদ্ধাসহকারে এই অষ্টক পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই কত বৃন্দাবনাধীশ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শ্রীভাগবতগণের প্রতি পরমা প্রীতি লাভ করেন এবং তাহা দ্বারাই গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হন ॥৯॥

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রীধামে শ্রীনিত্যানন্দ-আবির্ভাবোৎসব

গত ১৩ই মাঘ, ৩০শে জানুয়ারী, শুক্রবার হইতে দিবসত্রয়-ব্যাপী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি-পূজামহোৎসব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের সংকীর্ত্তন-সেবানুকূল্যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে নগর-সংকীর্ত্তন, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল।

উৎসবের দিবস শ্রীশ্রী[illegible] শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষার ফল (গৌরাব্দ ৪৫৫)

মধ্যম বিভাগ—১। শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, ২। শ্রীমাধব-চৈতন্য ব্রহ্মচারী; সাধারণ বিভাগ—৩। শ্রীসঙ্কর্ষণ ব্রহ্মচারী, ৪। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বিদ্যাধিকারী, ৫। শ্রীসনাতন দাসাধিকারী।

নবপ্রকাশিত গ্রন্থ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে 'শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। বহু আলেখ্যসহ উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর ছাপা।

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী

(১) ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার—শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন)। (২) ১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার—শ্রীসীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, সোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর)। (৩) ১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার—শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশপুর, সুবর্ণবিহার, দেবপল্লী, শ্রীসুরভিকুঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া)। (৪) ১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার—শ্রীমধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আমঘাটা, ব্রাহ্মণপুষ্কর)। (৫) ১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার—শ্রীকোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, পাখালি, কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল-আমাদ, কোলের দহ)। (৬) ১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার (একাদশীর উপবাস)—শ্রীঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির)। (৭) ১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার—শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর)। (৮) ১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার—শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, বৈকুণ্ঠপুর বা একডালা মাতাপুর)। (৯) ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, রবিবার—শ্রীরুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, বৈরাকপুর, পারের ডাঙ্গা)। ১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ সোমবার শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব ও ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে। ২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ, বুধবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সাধারণ-অধিবেশন হইবে।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৫৩, বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, [illegible] সালের

গৌর-জয়ন্তীর উপবাস-বিধি

দিনচন্দ্রিকা প্রভৃতির সারণী অনুসারে গণনা দ্বারা জানা যায়—আগামী [illegible] ফাল্গুন—২রা মার্চ্চ চতুর্দ্দশী দিঃ ১২।২২, সেকেণ্ড সূর্য্যোদয়ের পর রহিয়াছে। তাহার পরে পূর্ণিমা তিথি প্রবিষ্টা পর-দিনেও প্রায় ১ মিনিটকাল স্থায়ী হইতেছে। শাস্ত্রে চতুর্দ্দশীবিদ্ধা পূর্ণিমার উপবাস নিষেধ করিয়াছেন; যথা "নাগবিদ্ধা চ যা ষষ্ঠী শিববিদ্ধা চ সপ্তমী। দশম্যেকাদশীবিদ্ধা তত্র নোপবসেৎ ক্বচিৎ। একাদশ্যষ্টমী ষষ্ঠী পৌর্ণমাসী চতুর্দ্দশী। তৃতীয়া চ চতুর্থী চ অমাবস্যাষ্টমী তথা। উপোষ্যাঃ পরসংযুক্তা নোপোষ্যাঃ পূর্ব্বসংযুতাঃ।" অর্থাৎ পঞ্চমী দ্বারা বিদ্ধা ষষ্ঠী, ষষ্ঠী দ্বারা বিদ্ধা সপ্তমী, দশমী দ্বারা বিদ্ধা একাদশীতে পণ্ডিতগণ উপবাস করিবেন না। একাদশী, ষষ্ঠী, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, তৃতীয়া, চতুর্থী, অমাবস্যা ও অষ্টমী পরতিথির সংযোগে উপবাসের যোগ্য, পূর্ব্বতিথির যোগে কদাপি উপবাসের যোগ্য হইবে না। আবার বিদ্ধার প্রকারভেদ জানাইয়া সম্পূর্ণা লক্ষণ বলিতেছেন—"প্রতিপৎপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়াদুদয়াদ্রবেঃ। সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসরবর্জ্জিতাঃ।" অর্থাৎ প্রতিপদাদি তিথিসমূহ সূর্য্যের এক উদয় হইতে অপর উদয় পর্য্যন্ত ভোগ করিলে সম্পূর্ণা নামে আখ্যাত হয়,—কিন্তু কেবল হরিবাসর বা একাদশীতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দুই মুহূর্ত্ত প্রাক্কাল প্রয়োজন।

[illegible] এই ক্ষেত্রে আমাদের পূর্ণিমা তিথি চতুর্দ্দশী দ্বারা বিদ্ধা হইয়াছে, নৃসিংহপরিচর্য্যাদি গ্রন্থে একপল মাত্র দ্বারা বিদ্ধ হইলেও দূষিত বলিয়া প্রাপ্ত। সুতরাং কলিকাতা সময়ে গণিত [illegible] মতে [illegible] ১২ মিঃ ২২ সেকেণ্ড দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছে এবং যে স্থানে ঐ সময়ের পরে সূর্য্যোদয় হইতেছে তথায় আর পূর্ণিমার চতুর্দ্দশী দ্বারা বেধ সম্ভাবনা নাই। এই জন্য রাঁচির পশ্চিমবর্ত্তী স্থানসমূহে ১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ শুক্রবার দিবস উপবাসাদি-শ্রীগৌরজয়ন্তী-কৃত্যসমূহ বিহিত এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী স্থানসমূহে ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ মঙ্গলবারেই করিতে হইবে।

গৌড়ীয়দিগের প্রধান মঠগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানের মঠে ঐ উপবাসাদি ১৮ই ফাল্গুন সোমবারে হইবে, যথা—পাটনা, গয়া, বারাণসী, এলাহাবাদ, নৈমিষারণ্য, লক্ষ্ণৌ, মথুরা, বৃন্দাবন, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, [illegible] ও লণ্ডন।

All glory to Sri Guru and Gauranga

THE GAUDIYA MISSION

(Registered under Act XXI of 1860)

Tele { Gram "Gaudiyamath" Cal.
Phone B. B. 4116.

SREE GAUDIYA MATH,
16A, Kaliprasad Chakravarti St.
P. O. Baghbazar, CALCUTTA.
The 7th, February 1942.

NOTICE

The second Annual General Meeting of the members of the Gaudiya Mission (Society, Registered under Act XXI of 1860) will be held at 9-30 A. M. on, Tuesday, the 3rd March, 1942 (Gaura Janmotsava Day) at Sri Chaitanya Math, Sree Mayapur, Nadia.

All members are respectfully requested to be present.

AGENDA

1. Allegiance and Homage to His Divine Grace Sri Srila Acharyadeva.
2. Report of the Governing Body regarding administration of the Society, Sri Visva Vaishnava Raj Sabha and Sri Nabadwipdham Pracharini Sabha.
3. Audited accounts for the years 1344-47 B. S.
4. Appointment of Auditor.
5. Working of the Governing Body.
6. Any other subject that may be transacted at the congregation.

Sundarananda Vidyavinode
Secretary,
THE GAUDIYA MISSION.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরসাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৪৮ ; ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ {৩০শ-৩১শ সংখ্যা

শ্রীগৌরনামকীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য

গৌরনাম না লইয়া, যেই কৃষ্ণ ভজে গিয়া,
সেই কৃষ্ণ বহুকালে পায়।
গৌরনাম লয় যেই, সদ্য কৃষ্ণ পায় সেই,
অপরাধ নাহি রহে তায়॥

—(শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ৭ম অঃ)

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণতত্ত্ব

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। যাঁহারা মনে করেন, গৌরাঙ্গ-চরণাশ্রয় করিলে আর কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে হইবে না, তাহাদের গৌরকৃষ্ণে ভেদজ্ঞান হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলায় কোন ভেদ নাই, দুই লীলাই এক। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ভজন-বিষয় প্রতিভাত, শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় সেই ভজনের প্রণালী প্রতিভাত হইয়াছে। প্রণালী ছাড়িয়া ভজন ও ভজন ছাড়িয়া কেবল প্রণালী কখন সম্পূর্ণ হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গচরিত্র যত পাঠ করা যায়, শ্রীকৃষ্ণলীলায় ততই প্রেম হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা যত পাঠ করা যায়, ততই শ্রীগৌরলীলা মনে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌর এবং শ্রীগৌর ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কখনই ভাল বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীগৌরকে পরোপাস্য বলিয়া যখন বিশ্বাস করা যায়, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণলীলায় সম্পূর্ণরূপে উদয় হয়। এই সকল কথা বড় গোপনীয় হইলেও বড় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে। 'আমরা শ্রীগৌর ভজিব আর শ্রীকৃষ্ণস্মরণ করিব না'—একথা একটি গৌরাঙ্গদ্রোহ মধ্যে পরিগণিত। সেইরূপ 'শ্রীকৃষ্ণ ভজিব, শ্রীগৌরকে স্মরণ করিব না'—ইহাও মহাদুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে কলিজীবের পরমামৃতরূপে উদ্ভূত হইয়াছে। একটু বুদ্ধির সহিত বিচার করিলে শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ পরস্পর এক বলিয়া মনে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ কে? যে শ্রীগৌর, সেই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীগৌর হইয়া নিজে শ্রীকৃষ্ণরস আস্বাদন করত জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণশূন্য শ্রীগৌর-উপাসনা একটি নূতন প্রথা হয়, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের অনুমোদিত নহে। দেখুন! শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকরগণ কিরূপ উপাসনা করিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণের স্বরূপ জানিয়া শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন, যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপাসনা-তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের আর কোন সন্দেহ হয় না।

এই কলিকালে গৌর বিনা গতি নাই, একথা নিতান্ত সত্য। যাঁহারা স্মার্ত্তমতে বা তান্ত্রিকমতে কৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভজনে প্রেমোদয় হয় না, ইহা সত্য। স্মার্ত্ত ও তান্ত্রিকের কৃষ্ণভজনে সম্বন্ধজ্ঞানের নিতান্ত অভাব, সুতরাং তাহাদের ভজনই, ভজন-বিরোধী। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণাশ্রয় করত শ্রীকৃষ্ণভজন না করিলে পরমপুরুষার্থ পাওয়া যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়কালের পূর্ব্বে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণভজন করিতেন। তাঁহাদের ভজন সম্পূর্ণরূপে প্রীতিপ্রদ ছিল। যদিও শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গদেবের বাহ্যপ্রকাশ তখন হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রভুর ভাবোদয় ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য নিত্যপ্রকাশ। কে অগ্রে, কে পশ্চাৎ, বলা যায় না। আগে শ্রীচৈতন্য ছিলেন, পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ হইলেন,—আবার সেই দুই একত্র হইয়া এখন শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন, এ কথায় তাৎপর্য্য এই যে, কেহ আগে, কেহ পাছে, এরূপ নয়—দুই প্রকাশই নিত্য।

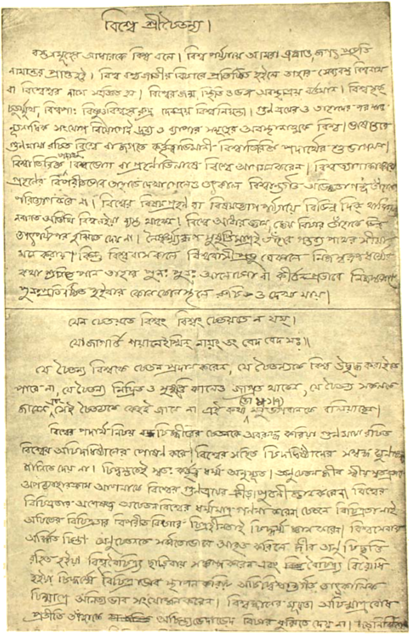

বিশ্বে শ্রীচৈতন্য।

বস্তুসমূহের আধারকে বিশ্ব বলে। বিশ্ব পর্য্যায়ে আমরা ব্রহ্মাণ্ড, জগৎ প্রভৃতি নামান্তর প্রাপ্ত হই। বিশ্ব বস্তুজাতীয় বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার সেব্যবস্তু বিশ্বনাথ বা বিশ্বেশ্বর নামে সংজ্ঞিত হন। বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ অবস্থাত্রয় বর্ত্তমান। বিশ্বসৃট্ চতুর্ম্মুখ, বিশ্বপাঃ বিষ্ণু ও বিশ্বহর রুদ্র দেবত্রয় বিশ্বনিয়ন্তা। পুনঃ ঘরের ও তাহাদের পর পর ন্যূনাধিক্য সংযোগ বিয়োগেই দ্রব্য ও ব্যাপার সমূহের অবস্থানমূলক বিশ্ব। ভগবান্ তাঁহার পুনর্মায়া রচিত বিশ্বে বা জগতে কর্ত্তৃত্বাভিমানী বিশ্বাতিরিক্ত পদার্থের প্রভু ভগবান্ বিশ্বাতিরিক্ত পদার্থ। বদ্ধভোগী বা প্রপঞ্চোভিলাষে বিশ্বে আগমন করেন। বিশ্বত্যাগাকাঙ্ক্ষী প্রপন্নের বিপরীতভাব তাহাতে দেখা গেলেও তৎকালে বিশ্বপ্রতীতি অভিজ্ঞতাগন্ধ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না। বিশ্বের বিষয়গ্রহণ বা বিষয়ভোগ পর্য্যায়ে বিভিন্ন দিক্ থাকিয়া নবাগত অতিথি বিশ্ব লইয়া ব্যস্ত থাকেন। বিশ্বে আবিল জ্ঞান, ভোগ বিচার তাঁহাকে ভিন্ন তাৎপর্য্যপর হইতে দেয় না। নৈষ্কর্ম্যরূপ মুমুক্ষুসম্প্রদায়ই তাঁহাকে সতত পাপের সীমায় মনে করায়। কিন্তু বিশ্বে বাসকালে বিশ্ববাসী প্রভু যেকালে নিজ স্বরূপধর্ম্মের কথা শুনিতে পান তাহার পুনঃ পুনঃ আলোচনা বা কীর্ত্তনপ্রভাবে নিরন্তর সুসম্প্রতিষ্ঠিত হইবার কোন কোন স্থলে রুচিও দেখা যায়।

যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যম্।
যো জাগর্ত্তি শয়ানেঽস্মিন্ নায়ং তং বেদ বেদ সঃ॥

যে চৈতন্য বিশ্বকে চেতন প্রদান করেন, যে চৈতন্যকে বিশ্ব উদ্বুদ্ধ করাইতে পারে না, যে চৈতন্য নিদ্রিত ও সুষুপ্তি কালেও জাগ্রত থাকেন, যে চৈতন্য সকলকে জানেন, সব সেই চৈতন্যকে কেহই জানে না এই কথা (ভা ৮।১।৯) মনু ভগবানকে বলিয়াছেন।

বিশ্বের পদার্থনিচয় বদ্ধ চিজ্জীবের চেতনকে অবরুদ্ধ করিয়া পুনর্মায়া রচিত বিশ্বের অচিদধিষ্ঠানের পোষণ করে। বিশ্বের সহিত চিদধিষ্ঠানের সম্বন্ধ থাকিতে দেয় না। চিদ্বস্তুতেই স্বতঃ কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম অনুস্যূত। অনুচেতন জীব স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারক্রমে আপনাকে বিশ্বের পুনর্মায়ার ক্রীড়াপুত্তলী জ্ঞান করেন। বিশ্বের বিচিত্রতার অপেক্ষায় অচেতন বিশ্বের ধর্ম্মমাত্র গণনা করেন। চেতনে বিচিত্রতা নাই অচিতের বিচিত্রতার বিপরীত বিচারে চিদ্বৈচিত্র্য নাই। চিদ্ধর্ম্ম জ্ঞান করেন। বিশ্বসেবার অর্জ্জিত চিন্তা অনুচেতনকে সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিলে জীব অনু চিন্মুক্তি রহিত হইয়া বিশ্ববৈচিত্র্য ছাড়িবার সঙ্কল্প করেন এবং ~~[illegible]~~ বৈচিত্র্য বিরোধী হইয়া চিদ্ধর্ম্মে বিচিত্রভাব স্থাপন করিয়া অচিদ্বিশ্বান্তর্গত তাৎকালিক চিন্মাত্রে অনিত্যভাব সংযোজন করেন। বিশ্বজ্ঞানের মূঢ়তা অচিন্মাত্র বোধ প্রতীতি তাঁহাকে ~~[illegible]~~ অচিন্ত্যভেদাভেদ বিচার বুঝিতে দেয় না। কেবলনির্বি

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীহস্তলিখিত অপ্রকাশিত প্রবন্ধ

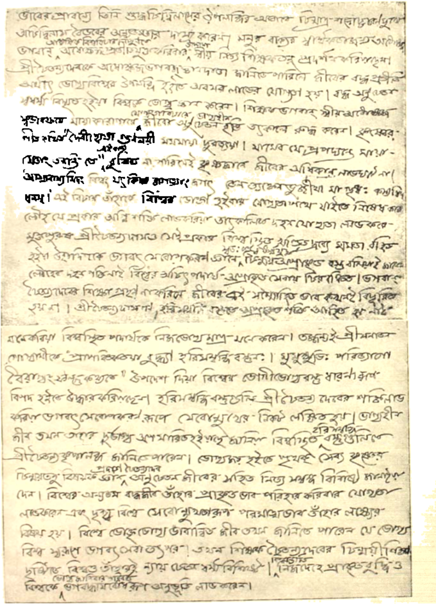

ভাবের প্রাবল্যে তিনি শুদ্ধচিত্তদিগের উপলব্ধির অভাবে চিন্মাত্র-বাদ [illegible] আচ্ছিন্ন [illegible] অনুসন্ধান দান করেন। মনুষ্য বাক্যে [illegible] ভাবান্ [illegible] স্বীয় নিত্য শিক্ষকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবকে অধোক্ষজ ভগবান্ [illegible] জানিতে পারিলে জীবের বদ্ধপ্রতীতি অর্থাৎ ভোগ্যবিশ্বের উপলব্ধি হইতে অবসর লাভের যোগ্যতা হয়। বদ্ধ অণুচেতন স্বধর্ম বিচ্যুত হইয়া বিশ্বকে ভোগ্য জ্ঞান করেন। শিক্ষক ভগবান্ স্বীয় [illegible] মায়া কারাগারে জীবের অণুচেতন বৃত্তি [illegible] রুদ্ধ করেন। [illegible] দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে [illegible] জীবের অধিকার [illegible] [illegible] এই বিচার তাঁহাতে [illegible] ভোক্তা হইবার যোগ্যতা পথে যাইতে নিষেধ করে। লৌহ যে প্রকার অগ্নি শক্তি লাভ করিয়া তৎকালিক দহন যোগ্যতা লাভ করে, [illegible] শ্রীচৈতন্যদাসও সেই প্রকার বিশ্বস্থিত [illegible] হইয়া তাঁহাদিগকে ভগবৎসেবোপকরণ জানে, চিন্ময় অপ্রাকৃত বস্তু বলিয়াই [illegible] লৌহের দহন শক্তি নাই, বিশ্বের অচিৎ পদার্থ অপ্রাকৃত সেবায় নিযুক্ত। ভগবান্ চৈতন্যদেবের শিক্ষা গ্রহণ না করিলে জীবের এই সাম্যাবস্থিত ভাব কখনই বিদূরিত হয় না। শ্রীচৈতন্যদাসগণ, হরিসম্বন্ধি বস্তুতে অপ্রাকৃত শক্তি আছে [illegible]

মনে করিয়া বিশ্বস্থিত পদার্থকে নিজ ভোগ্য মাত্র মনে করেন। তজ্জন্যই শ্রীসনাতন গোস্বামীকে "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি বস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে" উপদেশ দিয়া বিশ্বের ভোগী ভোগ্যবস্তু ধারণারূপ বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। হরিসম্বন্ধি বস্তুগুলি শ্রীচৈতন্যদেবের শক্তি লাভ করিয়া ভগবৎসেবোপকরণরূপে সেবোন্মুখের নিকট লক্ষিত হয়। ভাগ্যহীন জীব তখন তাহার দুর্ভাগ্য প্রশমিত হইয়াছে জানিয়া বিশ্বস্থিত হরিসম্বন্ধি বস্তুগুলিকে শ্রীচৈতন্য কৃপালব্ধ জানিতে পারেন। ভোগ্যজ্ঞান হইতে পৃথক্ই সেব্য হইলেও চিন্ময়তনু বিষয়ক জ্ঞান, প্রদর্শক চৈতন্যদেব অণুচেতন জীবের সহিত নিত্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট জানাইয়া দেন। বিশ্বের অনুত্তম বদ্ধজীব তাঁহার প্রাকৃত ভাব পরিহার করিবার যোগ্যতা লাভ করেন এবং দৃশ্য বিশ্বে সেবোন্মুখতারূপ পরমাত্মভাব তাঁহার লক্ষ্যের বিষয় হয়। বিশ্বে ভোক্তৃভোগ্য ভাবান্বিত জীব তখন জানিতে পারেন যে ভোগ্য বিশ্ব স্বরূপে ভগবৎসেবা তৎপর। তখন শিক্ষক চৈতন্যদেবের চিন্ময়ী শিক্ষা চক্ষুতে বিশ্বও তাঁহারই ন্যায় চেতন ধর্ম বিশিষ্ট। নিজ দোষে প্রাকৃত বুদ্ধি ও [illegible] বিশ্বকে ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠরূপে অনুভূতি লাভ করেন।

প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বলেন যে,—

"ভূর্ভুবঃ স্বর্মহশ্চৈব জনস্তপ এব চ।　　সত্যলোকশ্চ সপ্তৈতে লোকাস্তু পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

সপ্ত পাতালবর্ণনে অপর শাস্ত্র বলেন,—

"অতলং নিতলং চৈব বিতলং চ গভস্তিমৎ।　　তলং সুতল-পাতালে পাতালানি তু সপ্ত বৈ॥"

আবার শাস্ত্রান্তর বলেন,—

"অতলং বিতলং চৈব সুতলং চ তলাতলম্।　　মহাতলঞ্চ বিখ্যাতং ততো জ্ঞেয়ং রসাতলম্॥
ততঃ পাতালমিত্যেবং সপ্ত পাতাল-সংজ্ঞকাঃ।　　এতে সর্ব্বাধিকসুখা বিলস্বর্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, সংসার প্রভৃতি শব্দের চতুর্দ্দশটি বিভাগ আছে—সপ্ত ব্যাহৃতি ও সপ্ত তললোক। অতল-বিতলাদি সপ্তলোক বা অধোভুবন স্বর্গাধিক সুখপ্রদ, কিন্তু নিম্ন স্তরে অবস্থিত। এই পাতালাদি সপ্তলোক মেদিনী প্রভৃতিকে বহন করে। উপর্য্যুপরি পর্য্যায়ে চতুর্দ্দশ লোক—(১) সত্য, (২) তপঃ, (৩) জন, (৪) মহঃ, (৫) স্বর্গ, (৬) অন্তরীক্ষ, (৭) পৃথিবী, (৮) অতল, (৯) বিতল, (১০) সুতল, (১১) তলাতল, (১২) মহাতল, (১৩) রসাতল ও (১৪) পাতাল।

এই চতুর্দ্দশলোকবাসিগণের নিত্যমঙ্গলের জন্য বৈকুণ্ঠবাসিগণ জগৎ-দেশের অধিবাসিরূপে অবতীর্ণ হন। তাঁহারা বৈকুণ্ঠের নিত্য অধিবাসী এবং এই চতুর্দ্দশলোকে বাসকালে পরিমিতকাল পর্য্যন্ত অবস্থান লাভ হয়। গৃহস্থগণ স্বর্গ হইতে পাতাল পর্য্যন্ত লোকে বাস করিবার অধিকার লাভ করেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুগণ সত্য, তপঃ, জন ও মহর্লোকে কোন কোন সময়ে গতি লাভ করেন এবং নির্দ্দিষ্টকাল অতীত হইলে পুনরায় ভূর্লোকে গতিলাভের জন্য প্রেরিত হন।

জীবমাত্রেই উচ্চাবচক্রমে সেবোন্মুখতা বা সেবাবিমুখতা—এই উভয়দিকে গতিশীল। চতুর্দ্দশ বাসক লোক যেকালে সাধন-সিদ্ধ বিষ্ণুসেবাপর জনগণের গতি রোধ করে, সেইকালে তাহারা ভোগী ও কিয়ৎপরিমাণে ত্যাগী বলিয়া নিজ নিজ পরিচয় দিয়া থাকে।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজগণের অনুগ্রহ লাভ করিলেই জীবের বৈকুণ্ঠগমনে ও সেবানুকূলতৎপরতায় রুচি উৎপন্ন হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগত ভক্তগণ নানাবিধ বিষ্ণুভক্তগণের মঙ্গলের জন্য ও ভগবৎসেবা-রত সাধারণ বৈষ্ণবগণের উপকারের জন্য পরস্পরসম্মিলিতরূপে সকল বিষ্ণুভক্তের মঙ্গলবিধানে সর্ব্বদা তৎপর। এই বিশ্বে বৈষ্ণব-রাজগণ জীবকল্যাণের জন্য গুরুভক্তি প্রচার করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুমোদনক্রমে বৃন্দাবনীয় গোস্বামিগণ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্বোধন করিয়াছেন। ইঁহারা চারিপ্রকার ক্ষিতিপাবন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পদ্ধতি অনুমোদন করিয়া তাঁহাদের অসম্পূর্ণতার সম্পূর্ণতাসাধন ও বিহিত মঙ্গল বিধান করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। বিশ্বনিস্তারকার্য্যে পরমহংসানুকূলী বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকার সাধনভক্তির কথা স্বীয় চরিত্রে প্রতিফলিত করিয়া অনুমোদন করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্টপ্রচারকার্য্যে শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামিপাদ স্বীয় অনুগত জনগণের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি করেন। চতুর্দ্দশ লোকসমূহে উচ্চাবচ ভাব বিদ্যমান। বৈকুণ্ঠপুরুষগণের মধ্যে ছোটবড় লক্ষ্য করিবার বিষয় নহে, কিন্তু ভোগলোকার্থ জীবকুল উচ্চাবচে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হয়।

শ্রীরূপ গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।　　গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।　　শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।　　বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥"

চতুর্দ্দশ ভুবনের বেষ্টন-স্বরূপ বিরজা নদী। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে গুণত্রয়ের অবস্থান। চতুর্দ্দশ ভুবন প্রকৃতিজাত বা প্রাকৃত বলিয়াই কথিত। তাহা অতিক্রম করিয়া বিরজা নদী অবস্থিত। তথায় গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা দেখা যায়। বিরজার একপারে চতুর্দ্দশ ভুবন, অপর পারে ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মলোক কেবল সলিলবিশেষ নহে, কিন্তু চিন্মাত্রভূমিকা। সেখানে চেতনবিপরীত অচিৎ ধর্ম প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। মানবের যেকাল পর্য্যন্ত বিরজাস্নানে অধিকার না হয়, তৎকালাবধি চতুর্দ্দশ ভুবনে ভ্রমণকার্য্যে যোগ্যতা থাকে।

শ্রীচৈতন্যের শ্রীরূপ

চতুর্দ্দশব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণকারী বিবর্ত্তগত অচৈতন্যদেব-সমূহ শ্রীচৈতন্যদেবকে হীনরূপে বিভিন্নমূর্ত্তিতে স্থাপিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাজন শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন ও তাঁহাদের প্রিয়বর শ্রীশ্রীস্বরূপ-দামোদর এবং তাঁহাদেরই অভিন্নবিগ্রহ শ্রীচৈতন্য-নিজজনগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে যে-ভাবে অন্তরে ও বাহিরে সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহাদের সর্ব্ববাণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত শ্রীরূপ। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুই স্বয়ংরূপ শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য শ্রীরূপ অর্থাৎ তাঁহার মধ্যদিয়াই শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত রূপ বা সেবা-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। সেই শ্রীরূপ প্রভু শ্রীচৈতন্যের শ্রীস্বরূপ, শ্রীনাম, শ্রীরূপ, শ্রীগুণ ও শ্রীলীলা বর্ণনা করিয়া সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাদিদেব শ্রীচৈতন্যের প্রণাম করিয়াছেন,—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৯।৫৩শ শ্লোক-ধৃত শ্রীরূপ-স্তব)

মহাবদান্য, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাতা, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক শ্রীগৌরাঙ্গরূপধারী প্রভু তোমাকে নমস্কার।

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশ-পরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

(স্তবমালা, শ্রীরূপগোস্বামি-কৃত প্রথম
শ্রীচৈতন্যাষ্টকের ১ম শ্লোক)

যিনি মনুষ্যবিগ্রহধারী ও চিরপ্রণয়বহনকারী শিব-বিরিঞ্চি প্রমুখ দেবগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা আরাধ্য এবং যিনি নিজভক্তগণের প্রতি বিশুদ্ধ নিজভজনপ্রণালীর উপদেশে নিরত, সেই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু পুনরায় আমার দৃষ্টিমার্গ প্রাপ্ত হইবেন কি?

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥

(স্তবমালা, শ্রীরূপগোস্বামিকৃত দ্বিতীয়
শ্রীচৈতন্যাষ্টকের ১ম শ্লোক)

স্বরূপতঃ কৃষ্ণবর্ণ, পরন্তু কান্তিরাশিদ্বারা গৌরবর্ণ-বিশিষ্ট যে মহাপুরুষকে কলিযুগে বুধগণ সংকীর্ত্তনময় ভক্তিযজ্ঞের বিধিসমূহদ্বারা সাক্ষাদ্ভাবে আরাধনা করেন এবং যাঁহাকে নিখিল পরিব্রাজকগণের উপাস্যরূপে বর্ণন করেন, শ্রীচৈতন্যরূপী সেই পরমদেব আমাদিগের প্রতি প্রচুরভাবে কৃপা প্রকাশ করুন।

ন যং কথমপি শ্রুতাবুপনিষদ্ভিরপ্যাহিতং
স্বয়ঞ্চ বিবৃতং ন যদ্ গুরুতরাবতারান্তরে।
ক্ষিপন্নসি রসাম্বুধে তদিহ ভক্তিরত্নং ক্ষিতৌ
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্॥

(স্তবমালা, শ্রীরূপগোস্বামিকৃত তৃতীয়
শ্রীচৈতন্যাষ্টকের ৩য় শ্লোক)

হে শ্রীশচীনন্দন! হে প্রভো! হে শ্রীমুকুন্দ! উপনিষদ্-গণকর্ত্তৃকও যাহা মানবগণের শ্রবণপথে কোনরূপেই

অর্থাৎ অতি দুর্লভরূপেও প্রকট হয় নাই এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক ও শ্রীরামাবতার, শ্রীব্যাস প্রভৃতি অবতারকালে যাহা প্রকাশিত হয় নাই, হে রসসাগর! আপনি সেই ভক্তিরূপ ধন এই ভূতলে বিতরণ করিয়াছেন। হে দেব! আপনি মন্দভাগা আমার প্রতি কৃপা করুন।

নিজপ্রণয়িতাং সুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিততমস্ততির্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম বিন্যস্যতু॥

(ললিতমাধব, ১ম অঙ্ক, ৪র্থ শ্লোক)

যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হইয়া নিজ প্রণয়রূপসুধা বিস্তার করিতেছেন, সেই দ্বিজকুলের অধিরাজরূপে অবস্থিতি অঙ্গীকারকারী, তমোরাশিবিদূরণকারী, জগন্মানসবশকারী শ্রীশচীনন্দনাখ্য চন্দ্র আমার মঙ্গলবিধান করুন।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।

(বিদগ্ধমাধব, ১ম অঙ্ক, ২য় শ্লোক)

স্বর্ণকান্তিসমূহদ্বারা দীপ্যমান শ্রীশচীনন্দন শ্রীহরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্তিলাভ করুন। যে সর্বোৎকৃষ্ট উন্নতোজ্জ্বলরস জগতে কখনও অর্পিত হয় নাই, তিনি সেই স্বভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য॥

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূঃ বিঃ ১ম লহরী, ২য় শ্লোক)

হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণা দ্বারা সামান্য কাঙ্গালরূপ আমি ভক্তিগ্রন্থ রচনে প্রবর্তিত হইয়াছি, সেই শ্রীচৈতন্যদেব—শ্রীহরির পদকমল আমি বন্দনা করি।

শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরেকৃষ্ণেতিবর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্ণি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ॥

(শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত, ৪র্থ শ্লোক)

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমুখপদ্ম-বিনিঃসৃত 'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি দ্বাত্রিংশৎ বর্ণাত্মক শ্রীকৃষ্ণনামাবলী বিশ্ববাসীকে প্রেমে নিমজ্জিত করিয়া সর্বোপরি জয়যুক্ত হউন।

শ্রীরূপের শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুও শ্রীচৈতন্যদেবকে বন্দনা করিয়াছেন,—

নমঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নিরুপাধিকৃপাকৃতে।
যঃ শ্রীচৈতন্যরূপোঽভূৎ তন্বন্ প্রেমরসং কলৌ॥

(শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্, ১ম অধ্যায়, ১০ম শ্লোক)

কলিযুগে প্রেমরসবিস্তারার্থ যিনি শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকটিত, সেই অহৈতুক-করুণা-বিস্তারকারী শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভগবন্তং কৃপার্ণবম্।
প্রেমভক্তিবিতানার্থং গৌড়েষ্ববততার যঃ॥

(বৃঃ বৈষ্ণবতোষণী-টিপ্পনী, মঙ্গলাচরণ ২য় শ্লোক)

যিনি প্রেমভক্তি-বিস্তারার্থ গৌড়দেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই কৃপাসমুদ্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি।

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের প্রিয়বর শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের এই প্রপঞ্চে আবির্ভাবের মূল প্রয়োজন বর্ণন করিয়া তাঁহাকে এইরূপভাবে বন্দনা করিয়াছেন,—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

(শ্রীস্বরূপ-গোস্বামি-কড়চা)

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতি অর্থাৎ প্রেমবিলাসরূপা হ্লাদিনী-শক্তি। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে অভিন্নাত্মা হইলেও তাঁহারা বিলাসাস্বাদনার্থ বিগ্রহভেদরূপে প্রকটিত। বর্তমানে শ্রীগৌরলীলায় তাঁহারা এক স্বরূপে শ্রীচৈতন্যস্বরূপে প্রকটিত। অতএব সেই শ্রীরাধার ভাবদ্যুতি দ্বারা সুবলিত সেই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরকে আমি প্রণাম করি।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

(শ্রীস্বরূপ গোস্বামি-কড়চা)

শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, আমাতে অদ্ভুত মধুরিমা, যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ, আমার

মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়,—এই তিনটি বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীশচী-গর্ভসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।

হেলোদ্ধূনিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে ! তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, ৮ম অঙ্ক, ১০ম শ্লোক)

হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য ! যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া) প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহা রসবর্ষণ দ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তিবিনোদন-ক্রিয়া সর্বদা মত্ততা দান করে, মাধুর্য্য-মর্য্যাদা দ্বারা তোমার অতিবিস্তারিণী সেই করুণা সদা আমার প্রতি উদিত হউক।

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে এইভাবে জানাইয়াছেন,—

হরিং দৃষ্ট্বা গোষ্ঠে মুকুরগতমাত্মানমতুলং
স্বমাধুর্য্যং রাধাপ্রিয়তরসখীবাপ্তুমভিতঃ।
অহো গৌড়ে জাতঃ প্রভুরপরগৌরৈকতনুভাক্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ॥

(স্তবাবলী, শ্রীশচীসূন্বষ্টকম্, ১ম শ্লোক)

যে শ্রীহরি শ্রীব্রজধামে দর্পণমধ্যে প্রতিফলিত স্বীয় অতুলন অঙ্গকান্তি দর্শন করিয়া প্রিয়তমা সখী শ্রীরাধিকার ন্যায় সর্বতোভাবে তাহা অনুভব করিবার জন্য শ্রীরাধিকার গৌরকান্তিদ্বারা স্বীয় শ্রীবিগ্রহ সমাচ্ছাদিত করিয়া গৌড়-দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীশচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ?

নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণনবিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ।
ইতি প্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ॥

(স্তবাবলী, শ্রীশচীসূন্বষ্টকম্, ৫ম শ্লোক)

যিনি জগতে গৌড়দেশীয় জনগণকে আত্মীয়রূপে স্বীকার করিয়া—"হে জনগণ, তোমরা সংখ্যা রাখিয়া 'হরে কৃষ্ণ' এই নাম কীর্ত্তন কর"—এইরূপ বাক্যে পিতার ন্যায় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীশচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ?

গতিং দৃষ্ট্বা যস্য প্রমদগজবর্গেঽখিলজনা
মুখঞ্চ শ্রীচন্দ্রোপরি দধতি থূৎকারনিবহম্।
স্বকান্ত্যা যঃ স্বর্ণাচলমধরয়ৎ স্বীয়ৈশ্চ বচ-
স্তরঙ্গৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি॥

(স্তবাবলী, শ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু, ১ম শ্লোক)

মানবগণ যাঁহার (গতিলাস) গতিদর্শনে মদমত্ত মাতঙ্গ-বরের প্রতি এবং যাঁহার মুখমণ্ডলদর্শনে পূর্ণচন্দ্রের প্রতি থুৎকারসমূহ নিক্ষেপ করিয়া থাকে এবং যিনি নিজ কান্তি দ্বারা স্বর্ণাচল সুমেরুকেও স্বমাধুর্য্য-প্রভাবে অধঃকৃত করিয়াছেন অর্থাৎ পরাজিত করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্বীয় বচনপ্রবাহের সহিত হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

নিজামুজ্জ্বলিমাং ভক্তিসুধামর্পয়িতুং ক্ষিতৌ।
উদিয়ায় যং শচীগর্ভব্যোম্নি পূর্ণং বিধুং ভজে॥

(মুক্তাচরিত, ৩য় শ্লোক)

যিনি এই পৃথিবীতে স্বীয় উজ্জ্বল-ভক্তিসুধা সমর্পণ করিবার জন্য শ্রীশচীগর্ভাকাশে উদিত হইয়াছেন, সেই পূর্ণচন্দ্রস্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে আমি ভজনা করি।

ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপ্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মঙ্গলাচরণে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন,—

চৈতন্যদেবং ভগবন্তমাশ্রয়ে
শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রমুদেঽঞ্জসা লিখন্।
আবশ্যকং কর্ম্ম বিচার্য্য সাধুভিঃ
সার্দ্ধং সমাহৃত্য সমস্তশাস্ত্রতঃ॥

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস, ১ম বিঃ ১ম-শ্লোক)

আমি সাধুগণের সহিত বিচার করিয়া বৈষ্ণবগণের আবশ্যকীয় কর্ত্তব্যসকল তাঁহাদের পরম-আনন্দবর্দ্ধনার্থ শাস্ত্রসমূহ হইতে আহরণ পূর্ব্বক অনায়াসে লিখিবার জন্য ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের এইরূপ স্তব করিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতয়া প্রথিতঃ
সতঃ শচীকুক্ষি-সমুদ্র-সম্ভবঃ।

সদ্ভক্তিপীযূষনিধিঃ স্বতোঽভিতঃ
স গৌরকান্তির্বিতনোতু মদ্ধৃদি ॥

(শ্রীমাধবমহোৎসব, প্রথম-উল্লাস, ২য় শ্লোক)

যিনি ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’-নামে প্রসিদ্ধ, শ্রীশচীগর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত এবং শুদ্ধভক্তিরসামৃতের সমুদ্র-স্বরূপ, সেই গৌর-কান্তি শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে স্বীয় কিরণমালা বিস্তার করুন।

ষট্‌সন্দর্ভের প্রারম্ভে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবকে এইভাবে প্রণাম করিয়াছেন,—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্ ।
কলৌ সঙ্কীর্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥

(তত্ত্বসন্দর্ভ, ২য় শ্লোক)

যাঁহার অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ এবং বাহিরে গৌরবর্ণ অর্থাৎ যিনি স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও গৌররূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন, যিনি স্বীয় অঙ্গ-উপাঙ্গাদির বৈভব জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্তন দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শরণাগত হইতেছি।

ক্রমসন্দর্ভ ও সর্বসম্বাদিনীর প্রারম্ভে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,—

“শ্রীভাগবতলোকহিতাভিলাষপরবশতয়া শ্রীভাগবত-সন্দর্ভনাম্নঃ গ্রথনায়তমানো মহাভাগবতকোটিবহিরন্তর্বৃত্তি-নিষ্টঙ্কিতভগবত্তাং নিজাবতারপ্রচারপ্রচারিত-স্ব-স্বরূপ-ভগবৎ-পদকমলানবধি-দুর্লভপ্রেমপীযূষময়-গঙ্গাপ্রবাহ-সহস্রং স্ব-সম্প্রদায়সহস্রাধিদৈবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনামানং ভগবন্তং কলিযুগেঽস্মিন্ বৈষ্ণবজনোপাস্যাবতারতয়ার্থবিশেষালিঙ্গিতেন শ্রীভাগবতপদ্যেন স্তৌতি।” (ক্রমসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণ)

ভক্তভাগবতজনগণের কল্যাণাভিলাষে ‘শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ’-নামক গ্রন্থ-রচনা আরম্ভ করিয়া কোটি কোটি মহাভাগবত বহির্বৃত্তি ও অন্তর্বৃত্তি দ্বারা যাঁহার ভগবত্তা নির্ণয় করিয়াছেন, যিনি নিজ ভক্তগণ দ্বারা শ্রীভগবৎস্বরূপ ও শ্রীভগবৎপ্রেমসুধাসিন্ধুপ্রবাহ সংখ্যাতীত সর্বত্র প্রচার করিয়াছেন, যিনি সহস্র সহস্র বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অধিদেবতা, সেই ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব’-সংজ্ঞক শ্রীভগবান্‌কে এই কলিযুগে বৈষ্ণবজনগণের উপাস্য সমস্ত-পদার্থ-শাস্ত্রতাৎপর্যাধারস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্লোক দ্বারা (শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু) স্তুতি করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীনবদ্বীপ-লীলার নিত্যসঙ্গী শ্রীল মুরারিগুপ্ত ঠাকুর এইভাবে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে বন্দনা করিয়াছেন,—

স জয়তি বিশুদ্ধবিক্রমঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ ।
বরজানুবিলম্বিষড়্‌ভুজো বহুধা ভক্তিরসাভিনর্তকঃ ॥

(শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা, ১ম সর্গ, ১ম শ্লোক)

বিশুদ্ধবিক্রম, হেমকান্তি, দীর্ঘকমললোচন, সুন্দর আজানু পর্যন্ত বিলম্বিত ষড়্‌ভুজযুক্ত, ভক্তিরসভরে বিবিধ-প্রকারে নৃত্যবিলাসশীল শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন।

জগন্নাথসুতো জগৎপতির্জগদাদির্জগদার্তিহা বিভুঃ ।
কলিপাতা কলিভারহারকোঽজনি শচ্যাং
নিজভক্তিভূষণম্ ॥

(শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা, ১ম সর্গ, ২য় শ্লোক)

জগতের পতি, জগতের আদিকারণ, জগতের দুঃখহারী, অনন্ত শক্তিমান্ পরমেশ্বর, কলিত্রাণ, কলিভারহারী শ্রীজগন্নাথসুত নিজ প্রেমভক্তি লইয়া শ্রীশচীদেবীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর পিতৃব্যদেব ও শ্রীগুরুদেব শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন,—

স্বমহং চৈতন্যাদ্ভুতমতিবিখ্যাপনপরা-
কুতৌদার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম্ ।
বিশুদ্ধ-স্ব-প্রেমোন্মদমধুরপীযূষলহরীং
প্রদাতুং চান্যেভ্যঃ পরপদ-নবদ্বীপপ্রকটম্ ॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্—১ম বিভাগ, ১ম শ্লোক)

শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন আপনাকে স্বীয় হৃদিমধ্যে প্রেমসিন্ধু-সমুত্থিত মধুরামৃত-লহরী আস্বাদন করাইবার এবং অপরকে বিতরণ করিবার জন্য যিনি নবধাভক্তির পীঠ-স্বরূপ ‘শ্রীনবদ্বীপ’-নামক পরমধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সর্বাবতারশ্রেষ্ঠ, অপরিসীম ও অত্যদ্ভুত কারুণ্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামধেয় পুরুষকে আমরা স্তব করি।

যন্নাপ্তং কর্মনিষ্ঠৈর্ন চ সমধিগতং যত্তপোধ্যানযোগৈ-
র্বৈরাগ্যৈস্ত্যাগতত্ত্বস্তুতিভিরপি ন যত্তর্কিতং চাপি কৈশ্চিৎ ।
গোবিন্দপ্রেমভাজামপি ন চ কলিতং যদ্রহস্যং স্বয়ং ত-
ন্নাম্নৈব প্রাদুরাসীদবতরতি পরে যত্র তং নৌমি গৌরম্ ॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্—৩য় শ্লোক)

কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা লাভ করিতে পারেন না—জপতপ, ধ্যান ও অষ্টাঙ্গযোগের প্রভাবে যাহা কেহ লাভ হইতে পারেন না—বৈরাগ্য, কর্ম্মত্যাগ, তত্ত্বজ্ঞান ও স্তবপাঠ প্রভৃতি দ্বারাও যাহা কেহ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না, অধিক কি, শ্রীগোবিন্দসেবাপরায়ণ ভক্তগণেরও যাহা অলভ্য (অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ধর্ম্মবিচার-চাতুর্য্যহীন, স্বকীয় প্রেমসেবায় নিরবচ্ছিন্নভাবে ভক্তগণেরও যাহা অলভ্য), সেই সুদুর্লভ প্রেম যাঁহার আবির্ভাবে নামকীর্ত্তন দ্বারাই স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে আমি স্তব করি।

শ্রীল শিবানন্দসেনাত্মজ শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যকার বলিয়াছেন,—

যঃ শ্রীবৃন্দাবনভুবি পুরা সচ্চিদানন্দসান্দ্রো
গোপালীভিঃ সমুপরুচিভিঃ রাসলাস্যং ননর্ত।
তাসাং শশ্বদ্দৃঢ়পরিরম্ভৈকরূপ্যং গতঃ কিং
গৌরাঙ্গঃ সন্ জয়তি স নবদ্বীপমাসাদয়ানঃ ॥

হেমাঙ্গ-শ্রীমধুরিম-পরীপাকপীযূষসেকৈ-
র্গাঙ্গেয়চ্ছায়ীকৃতবপুষৈঃ শান্তনিঃশেষতাপৈঃ।
যস্য শ্রীমৎপদকমলমকরন্দপ্রবাহৈঃ
সাক্ষাৎ প্রকাশিতমিব জগজ্জ্বলদানন্দ্যতাং নঃ ॥

আজানুপ্রায়প্রলম্বভুজদণ্ডপ্রচণ্ড-
জ্যোতঃশ্রেণী-পটুতরমহোমণ্ডলীমভিভাজম্।
আকর্ণাক্ষঃললিত-ললিতাপাঙ্গমত্যন্তভক্তম্-
মণ্ডাশোভং মৃগপতিশতাক্রান্তমানং ভজামঃ ॥

যঃ শ্রীমন্নখমণি-সুধারশ্মি-রম্যপ্রকাশৈ-
স্ত্রৈলোক্যান্তর্গতিতিমিরপ্রকাশনাশোন্মিষদ্ভিঃ।
স্বীয়প্রেমাম্বুধিলহরিকাপূরপূরেণ ভূয়ো
জাড্যং চক্রে তমিহ জগতো সেবতাং জীবলোকঃ ॥

স্বীয়ৈর্লীলাবিলসিতরসৈঃ পাদসেবাবিলাসৈ-
র্নৃত্যোল্লাসৈর্বহলমকরোৎ পূর্ণপূর্ণাং ত্রিলোকীম্।
যস্যৈতদ্বিহ করুণা সৈব নিত্যং নবীনা
ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণমতুতরাং তামিমাং জীবলোকঃ ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যম্, ১ম সর্গ, ১-৫)

সচ্চিদানন্দঘন ভগবান্ যিনি পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনভূমিতে রূপসী গোপাঙ্গনাগণের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন, তিনি কি সেই গোপাঙ্গনাগণের নিরন্তর দৃঢ় আলিঙ্গন দ্বারা একরূপতাপন্নঃ গৌরাঙ্গ হইয়া শ্রীনবদ্বীপধাম আশ্রয়পূর্ব্বক জয়যুক্ত হইতেছেন?

যাঁহার শ্রীঅঙ্গের অশেষতাপনাশন, উজ্জ্বল-সুবর্ণ-কান্তি (অর্থাৎ উজ্জ্বল গলিত স্বর্ণতুল্য) বিপুল মাধুর্য্যামৃতের বর্ষণ দ্বারা এবং শ্রীপাদপদ্ম হইতে বিনির্গত মকরন্দ-প্রবাহ দ্বারা জগৎ সাক্ষাদ্ভাবে প্রকাশিত, তাঁহাকে অর্থাৎ সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে নিত্যকাল নমস্কার করি।

আজানুপর্য্যন্ত বিলম্বিত ভুজদণ্ডশালী, প্রচণ্ড সূর্য্য-সমূহের ন্যায় উজ্জ্বলতর-প্রভারাশিদ্বারা • বিরাজিত-দেহ, আকর্ণ-প্রসারিত সুন্দর নয়নবিশিষ্ট, অতিভক্তজনগণমণ্ডলযুক্ত, শত শত সিংহের ন্যায় বিক্রমশীল তাঁহাকে (অর্থাৎ সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে) আমরা ভজন করি।

ত্রিলোকমধ্যে পুঞ্জীভূত-অন্ধকারসমূহের নিবিড় প্রকৃতির যাঁহার শ্রীমৎ-নখমণির অমৃতকিরণের মধুর প্রকাশরাশি নিজ প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গপ্রবাহসমূহদ্বারা পুনরায় এই জগতে জড়তা উৎপাদন করিয়াছিল, অহো! সেইহেতু জীবজগৎ তাঁহার (সেই গৌরাঙ্গের) সেবা করুক।

বোধ হয়, (ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ,) স্বীয় বিবিধ রসযুক্ত লীলাবিলাস, পাদসেবাবিলাস এবং নৃত্যোল্লাসে যে ত্রিলোক পরিপূর্ণ করিয়াছেন,—ইঁহা তাঁহার একটি অভিনব করুণা-বিজৃম্ভণেরই পরিচয়। অতএব, জীবজগৎ বারবার তাঁহার সেই করুণাকে প্রণাম করুক।

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামী বলিয়াছেন,—

নিধিষু কুমুদপদ্মশঙ্খমুখ্যেষু রুচিকরো নবভক্তি-চন্দ্রকান্তৈঃ।
বিরচিত-কলিকোকশোকশঙ্কুর্বিষয়তমাংসি হিনস্তু গৌরচন্দ্রঃ ॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকম্—১ম অঙ্ক, ১ম শ্লোক)

যিনি নবধা ভক্তিরূপ চন্দ্রকান্তমণিসমূহ দ্বারা কুমুদ, পদ্ম, শঙ্খ প্রভৃতি রত্নসমূহে রুচি উৎপাদন করিয়াছেন, যিনি কলিরূপ চক্রবাক্ পক্ষীকে শোকশঙ্কু-দ্বারা (শোকরূপ শেলদ্বারা) বিদ্ধ করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরচন্দ্র (জগতের) বিষয়ান্ধকার নাশ করুন।

বৈদান্তিককুলচূড়ামণি শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যপাদ শ্রীচৈতন্যদেবকে এইভাবে বন্দনা করিয়াছেন,—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে।

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকধৃত শ্রীসার্ব্বভৌমকৃত শ্লোক)

বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপধারী একটী সনাতন পুরুষ—যিনি কৃপা-সমুদ্র-স্বরূপ, তাঁহার প্রতি আমি প্রপন্ন হই।

কালে নিজভক্তিযোগকে বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া যে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামক পুরুষ তাহা পুনরায় প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমার চিত্তভৃঙ্গ অতিশয় গাঢ়রূপে লীন হউক।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীনারায়ণীনন্দন শ্রীশ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন,—

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥
নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১।১-২)

যাঁহাদের বাহুযুগল—আজানুলম্বিত, কান্তি—সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল-পীতবর্ণ (বা কমনীয়), যাঁহারা—সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, যাঁহাদের নয়ন—পদ্মপলাশের ন্যায় বিস্তৃত, যাঁহারা জগৎপালক, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, যুগধর্ম্মসংরক্ষক, জগতের শুভদায়ক এবং করুণার অবতার, আমি সেই শ্রীশ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়কে বন্দনা করি।

হে প্রভো! আপনি—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই তিন কালেই সত্য; আপনি—শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের নন্দন; আপনার পরিকর বা ভৃত্যরূপী ভক্তগণের, আপনার পুত্রগণের ('পুত্র'-পর্য্যায়ে গৃহীত '[illegible] গোস্বামী' প্রভৃতি শিষ্যগণের অথবা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'-নামক অভিধেয়বিশেষের) এবং আপনার কলত্রগণের (বিধিবিচারে—'ভূ'-শক্তিস্বরূপা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, 'শ্রী'-শক্তিস্বরূপা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া এবং 'লীলা', 'নীলা' বা 'দুর্গা'-শক্তি-স্বরূপা শ্রীনবদ্বীপধাম এবং রুচি-বিচারে— শ্রীগদাধর-শ্রীনরহরি-শ্রীরায় রামানন্দ-শ্রীজগদানন্দ প্রভৃতি) সহিত আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি।

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-লীলার ব্যাস শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১।৩)

উপনিষদ্‌গণ যাঁহাকে 'অদ্বৈত ব্রহ্ম' বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি। যাঁহাকে যোগশাস্ত্র 'অন্তর্য্যামী পুরুষ' বা 'পরমাত্মা' বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশস্বরূপ। যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশিস্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলেন, আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্। অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্য-জনগণের মহিমা বর্ণন করিয়া গাহিয়াছেন,—

গৌরাঙ্গের দু'টী পদ, যা'র ধন-সম্পদ,
সে জানে ভকতি-রস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যা'র কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তা'র॥

যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তা'র হয় প্রেমোদয়,
তা'রে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তা'রে স্ফুরে,
সে-জন ভকতি-অধিকারী॥

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস॥

গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে-তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ' ব'লে' ডাকে,
নরোত্তম মাগে তা'র সঙ্গ॥

(শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা)

শ্রীল নরোত্তমের অনুগ অপ্রাকৃত রসিককুলচূড়ামণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের স্বরূপ বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাখ্যঃ প্রপদ্যে
নাশোদিততমসাং প্রপঞ্চম্।
অরুণ-কোট্যর্ক-রুচাভিরাম্যা-
পারম্পরাপ্যায়িত-সর্ববিশ্বম্॥

(শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত ১।১)

যিনি উদিত হইয়াই (বিশ্বের) অন্ধকাররাশি নাশ করিয়াছেন এবং কোটি-অর্কের অনর্গল কান্তিদ্বারা সমস্ত বিশ্বকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ দেবের নিকট (অর্থাৎ চন্দ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকট) আমি প্রণত হই।

কৃপাম্বুধাবৃষ্টিকৃতঃ স্বভক্তিসর্বাদিনী-খেলিতজীবশম্পা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঘনঃ সবিদ্যুদ্গৌরো মনোম্বরমপি
নন্দতান্নঃ॥

নিত্যানন্দাদ্বৈতচৈতন্যদেবং
তত্ত্বং নিত্যানন্দব্রজস্বরূপম্।
নিত্যোদর্কৈর্নিত্যয়া ভক্তিদেব্যা
ভাতং নিত্যং ধাম্নি নিত্যং ভজামঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত, সারার্থদর্শিনী টীকার মঙ্গলাচরণ)

যাঁহার কৃপামৃতসমুদ্র হইতে উৎপন্ন স্বভক্তিসম্পদে দ্বিতীয় প্রভৃতি অদ্ভুতাদি ক্রীড়াশীল, সেই বিদ্যুৎসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ ঘন (অর্থাৎ সৌদামিনীর ন্যায় গৌরবর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র) আমাদের চিত্তাকাশে প্রকাশিত হউন।

যিনি শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের সহিত তত্ত্বতঃ অভিন্ন, যিনি নিত্যকাল শ্রীব্রজস্থ দ্বারা অনুভূত, যিনি নিত্য ভক্তগণ ও ভক্তিদেবী দ্বারা পরিশোভিত, নিত্যধামে বিরাজমান সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমরা নিত্যকাল ভজনা করি।

অদ্বৈতপ্রকটীকৃতো নরহরিপ্রেষ্ঠঃ স্বরূপপ্রিয়ো
নিত্যানন্দসখঃ সনাতনগতিঃ শ্রীরূপহৃৎকেতনঃ।
লক্ষ্মীপ্রাণপতির্গদাধররসোল্লাসী জগন্নাথভূঃ
সাঙ্গোপাঙ্গসপার্ষদঃ স দয়তাং দেবঃ শচীনন্দনঃ॥

(অলঙ্কারকৌস্তভের সুবোধনী টীকার মঙ্গলাচরণ)

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য কর্তৃক প্রকটিত, শ্রীল নরহরি ঠাকুরের প্রেষ্ঠ, শ্রীল স্বরূপদামোদরের প্রিয়, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সখা, শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর একমাত্র গতি, শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর হৃদয়ই যাঁহার বাসভবন, শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর প্রাণপতি, শ্রীল গদাধরের অপ্রাকৃত-সেবারসে যিনি উল্লাসবান্ এবং শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র যাঁহার জনক, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ ও পার্ষদ সহিত শ্রীশচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব (আমাদিগকে) দয়া করুন।

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের অনুগ শ্রীগৌড়ীয়বেদান্তাচার্যবর্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলিয়াছেন,—

কারুণ্যাদ্গজপতিরাপ যত্র দেবে
নির্ধূতাখিলবৃজিনঃ পরং প্রমোদম্।
চৈতন্যাকৃতিমিহ বিভ্রতং হিতং স্বভক্তৈ-
স্তং বন্দে মধুরিমসাগরং মুরারিম্॥

(সাহিত্যকৌমুদীর মঙ্গলাচরণ)

যাঁহার করুণাবলে গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র শীঘ্র নিখিল-পাপনির্মুক্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন, ভক্তগণ কর্তৃক হিত, অজিত, শ্রীমুরারি-স্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহকে আমি বন্দনা করি। (গুরুদেব শ্রীমুরারির বন্দনা-পক্ষে এই শ্লোকটীর অন্যার্থ হয়)

যত্র শ্রীমন্নামপীযূষবর্ষৈর্ধৌতমিদং ভুবনানাং কিল্বিষং।
আবির্ভাবোল্লাসিতানন্দসিন্ধুর্জীয়াৎ স শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥

(বেদান্তদর্শন, গোবিন্দভাষ্যের মঙ্গলাচরণ)

যাঁহার শ্রীনামামৃতবর্ষণের আঘাতে এই বিশ্বের পাপরাশি বিধৌত হইয়াছিল, সেই স্বপ্রকাশিতানন্দসিন্ধুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র জয়যুক্ত হউন।

বর্তমানযুগে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

শাকাব্দে ঋতুশরধরে ফাল্গুনে পূর্ণিমায়াং
গৌড়ে শাকে মধুপতিদিনে সন্ধ্যয়ারঞ্জিতে যঃ।
মায়াপূর্য্যাং সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ প্রমোদে
তং চিচ্ছক্তিপ্রকটিত-তনুং মিশ্র-সূনুং স্মরামি॥

(শ্রীমদ্গৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্র—১)

১৪০৭ শকাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সন্ধ্যাকালে চন্দ্রগ্রহণের সময় গৌড়ভূমিতে (নদীয়ায়) শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশচীগর্ভ-সিন্ধুতে যিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই চিচ্ছক্তিপ্রকটিত-তনু শ্রীল জগন্নাথ-মিশ্র-নন্দনকে আমি স্মরণ করি।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ শ্রীল মুরারিগুপ্ত ঠাকুরের 'শ্রীচৈতন্যচরিতে'র মঙ্গলাচরণমুখে শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ স্তব করিয়াছেন,—

কনককমলকান্তি কমললোচন।
আজানুলম্বিতভুজ তরুণ-বসন।
প্রেমের নাটুয়া গোরা বিশুদ্ধবিক্রম।
জয় জয় জগন্নাথসুত অনুপম।
জগতের নাথ প্রভু জগতের মূল।
কলিপাপ, কলিতাপ, অনর্থ নির্মূল।
নাশ করিবার তরে নিজভক্তি-সহ।
শচীগর্ভে জনমিলা গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ।
পুলকিত প্রেমবপু, সঙ্গে ভক্তগণ।
কীর্ত্তনমুখেতে হয় অনুবর্ত্তন।
সন্ন্যাস-কীর্ত্তিমান্ কীর্ত্তিরসামৃতে।
পিপাসুজনেরে সব ডুবাইতে চিতে।
হর্ষামর্ষবিলোল চক্ষু 'প্রেমরসে ধরি'।
শুদ্ধ-সংকথালোকে বিশ্বের হরি।
চৈতন্যচরিত-লীলা অপূর্ব্বমূর্ত্তি।
কহিতে সাধিবারে তাহার শকতি।

(শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূনমালা)

শ্রীল প্রভুপাদ অন্যত্র বলিয়াছেন,—

স্বয়ংরূপ অতিরিক্ত রূপের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করেন না। স্বয়ংরূপেই বিগ্রহগণের সমগ্রতা ও অবস্থান আছে। সেবা-পরায়ণের সেব্যের নয়ন-মনোভিরাম রূপ প্রদর্শনক্রমে সেব্যবস্তু আশ্রয়ের রূপ গ্রহণ করিয়া ভোক্তৃ-ভাবের সেবার ভোগ্যভাব-সৌন্দর্য্য প্রচার করিয়াছেন। এরূপ-কথা মানব-জাতি আর কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত হয় নাই।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণন করিয়াছেন,—

বাল্যোচিতৈশ্চাতিচপলক্রীড়ৈ-
র্বিদ্যাবিলাসৈশ্চ গৃহস্থধর্ম্মৈঃ।
বর্ষাণ্যতুর্বিংশতিমত্র পুণ্যে
মায়াপুরে গৌরহরির্ব্বিরেজে ॥ ১ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সমাখ্যা এষ
গৃহীতসন্ন্যাসবিধিঃ পরেশঃ।
ভক্তিং পরাং ভারতবর্ষকেহস্মিন্
প্রচারয়ামাস চ বর্ষষট্কম্ ॥ ২ ॥
আচার্য্যলীলাভিনয়ং ষট্ স-
র্ব্বত্র সদাচর্য্য সদার্থমান্যঃ।
ভক্তৈঃ সমং শ্রীপুরুষোত্তমস্থ-
ক্ষেত্রে সমাঃ ষড়্ গময়াঞ্চকার ॥ ৩ ॥
নিরন্তরং কৃষ্ণরসামৃতং স
স্বয়ং সমাস্বাদ্য নিজান্তরঙ্গৈঃ।
ততৈব শেষাঃ শরদো নিনায়
মহেশমুখ্যৈ জগতামধীশঃ ॥ ৪ ॥
অনন্তলীলাম্বুধিবীচিমালাং
প্রেমামৃতাব্ধিং গুণরত্নখানিম্।
অশেষতো বর্ণয়িতুং ন শেষ-
ব্রহ্মাদয়শ্চাপি ন ঈশতেহদ্ধা ॥ ৫ ॥

(শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারে লীলাসংক্ষেপোক্তিঃ)

শ্রীগৌরহরি বাল্যোচিত চপলক্রীড়া-প্রদর্শন, বিদ্যা-বিলাস ও গৃহস্থধর্ম্মপালনে ব্যাপৃত থাকিয়া পবিত্র শ্রীধাম-মায়াপুরে চতুর্বিংশতি বর্ষ অতিবাহিত করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

পরমেশ্বর (শ্রীগৌরহরি) সন্ন্যাসবিধি গ্রহণ করিয়া "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নাম ধারণপূর্ব্বক এই ভারতবর্ষে ছয় বৎসর যাবৎ উত্তমা ভক্তি প্রচার করেন ॥ ২ ॥

অতঃপর, সর্ব্বমান্য শ্রীগৌরহরি আচার্য্যাভিনয় প্রদর্শনপূর্ব্বক সর্ব্বদা স্বয়ং আচরণ করিয়া ভক্তগণের সহিত শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ছয় বৎসর অবস্থান করেন ॥ ৩ ॥

জগদীশ্বর শ্রীগৌরহরি সেখানেই (শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রেই) নিজ অন্তরঙ্গ-ভক্তগণের সহিত গোপনে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণরস-আস্বাদে রত থাকিয়া অবশিষ্ট দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করেন ॥ ৪ ॥

শ্রীগৌরহরির প্রেমামৃতসমুদ্রস্বরূপ, গুণরত্নের অনন্তলীলাসমুদ্রবীচি-বিলাসের শেষ নাই বলিয়া তাহা বর্ণনা করিতে শ্রীঅনন্তদেব, শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীশিবের তাঁহারাও অসমর্থ হন ॥ ৫ ॥

Lord Gauranga

[কুমারী শ্রীবিনোদবাণী দাসী বা Miss. C. Bowtell-কর্ত্তৃক
লণ্ডন-শ্রীবাসুদেবগৌড়ীয়মঠ হইতে বিমান-ডাকে প্রেরিত]

A Divine Event burst once again upon the world.
The Iron Age fettered our soul
As we had forgot the goal ;
So the Lord Himself in pity came as Teacher of His Word.
Let this saving message be not hostilely disbelieved.
There is no other course
Possesses the force
To lift us to the plane that by the saints are trod.
The Divine Dispensation is the promise of the Word.
Therein alone doth lie
The sole guarantee
Of redemption for the indifferent, the bad and the good.
Let not the vanity of all our earthly endeavour
Hide the Truth Who is ;
Whom no soul need miss ;
Whom no graceless speculation may ever discover.
So let us leave off all doubting ignorance of the issue
May God Himself place
The Truth by His Grace !
Only thus may we have the subject that has any value.
To bless the Age Lord Gauranga acted the part of the Seeker.
His life is the search
And the progressive march
On the plane where the goal is self-realized endeavour.
A spark of the Truth has power to dispel all mortal gloom.
Our soul's vessel is small
In comparison with the All ;
So may we learn to be humble and seek and cease to mourn.

বঙ্গানুবাদ *

আবার ভগবানের কৃপা জগতের ভাগ্যে প্রকটিত হইল। আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলাম, সেইজন্য কলি আমাদের আত্মাকে শৃঙ্খলিত করিল। সেইহেতু শ্রীভগবান্ স্বয়ং কৃপার্দ্র হইয়া তাঁহার বাণী বা শব্দ-ব্রহ্মের শিক্ষকরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিরুদ্ধাচরণ-পূর্ব্বক কেহ যেন এই পরিত্রাণের বাণী অবিশ্বাস করিও না। সেই বাণী মহাজনগণের বিচরণ-ভূমিকায় আমাদিগকে উন্নীত করিবার শক্তিবিশিষ্ট; তদ্ব্যতীত আর কোন পন্থান্তর নাই। সেই অভয়-বাণীই ভগবদ্বিধান। একমাত্র তাহাতেই সৎ, অসৎ বা উদাসীন—সকলেরই উদ্ধারের পূর্ণ-প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। সকল জীবাত্মার অবশ্য অপরিহার্য্য ও সকল শুদ্ধ মনোধর্ম্মের অজ্ঞেয় সেই বাস্তব-সত্যকে আমাদের সর্ব্ববিধ প্রাপঞ্চিক অভিমান যেন আবরণ না করে। আমরা যেন এ বিষয়ে সকল সংশয়াশঙ্কার পরিহার করি। ভগবান্ কৃপা করিয়া সেই সত্যকে প্রকাশিত করুন। কেবল এই উপায়েই যেন আমাদের সকল প্রসঙ্গের সার্থকতা হয়। শ্রীগৌরহরি কৃষ্ণান্বেষণকারিরূপে লীলা প্রকাশ করিয়া এই কলিযুগকে ধন্য করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রটী কেবল ক্রমাগত অন্বেষণলীলাপূর্ণ এবং আত্মোপলব্ধির ভূমিকায় ক্রমগতিশীল। সত্যের একটী স্ফুলিঙ্গও এই মরজগতের সকল ভ্রমান্ধকার দূরীভূত করিতে পারে। সেই পূর্ণব্রহ্মের তুলনায় আমাদের আত্মার আধার অতি ক্ষুদ্র। সুতরাং আমরা যেন সকল শোক পরিহার-পূর্ব্বক বিনম্রচিত্তে সত্যের অনুসন্ধান করিতে শিক্ষা করি।

অর্দ্ধশতাব্দীর পূর্ব্বে শ্রীগৌরাবির্ভাব

২০শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, প্রাতেই কৃষ্ণনগরের ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে 'শ্রীস্বরূপগঞ্জে' পৌঁছিলেন। তখনই গম্ভীর হুঙ্কার ও আনন্দে নৃত্যাদিক্রমে শ্রীগোদ্রুমবন বিশেষ উল্লসিত হইল। একদল ভক্ত গঙ্গাতীরে নিশান গাড়িয়া অপর পার হইতে ভক্তবৃন্দের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বেলা ১১টার সময় পশ্চিম-পার নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দ তিনখানি নৌকায় পার হইলেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়কে পাল্কীতে করিয়া লওয়া হইল। শ্রীমায়াপুর-যাত্রিসংখ্যা তখন আর গণনা করা যায় না। শ্রীমায়াপুরের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখা গেল যে, ভক্তবর শ্রীযুক্ত দ্বারিক বাবু শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থানে একটি সংকীর্ত্তনের দল লইয়া নানাবিধ পতাকা উড্ডীয়মান করত মহানন্দে বাবাজী মহাশয়দিগের প্রতীক্ষা করিতেছেন। সমস্ত ভক্তবৃন্দ যখন জন্মভিটার উপর উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন একটী আশ্চর্য্য শোভা সমস্ত নবদ্বীপ-মণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। বোধ হয়, এরূপ শোভা আর চারিশত বৎসর হয় নাই। সকল বৈষ্ণব বসিয়া শেষে স্থির করিলেন যে, প্রভুর জন্মস্থানে একটি সেবা ও শ্রীবাস-অঙ্গন-ভূমিতে একটি সেবা স্থাপিত হউক। শ্রীযুক্ত জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় শেষে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, জন্মস্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচীদেবী একগৃহে এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীলক্ষ্মীদেবী দুই পার্শ্বে শ্রীমহাপ্রভুর কৈশোরমূর্ত্তি অন্য ঘরে স্থাপিত হউন; শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীপঞ্চতত্ত্ব স্থাপিত হউন।

দিবসের আনন্দে ভক্তবৃন্দের সকলে রাত্রিজাগরণ হইল।

(শ্রীসজ্জনতোষণী—৪র্থ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা,
১২৯৯ বঙ্গাব্দ)

---

* শ্রীপাদ নিষ্কিঞ্চনবৈভবপ্রধান বিজয়কৃষ্ণ বি-এ কর্ত্তৃক অনূদিত।

আটচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে

হে ভক্তবৃন্দ ! শ্রবণ করুন,—

কলিযুগপাবন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশচীগৃহে আবার বিগত ৮ই চৈত্র ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত অর্চ্চামূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।

৭ই চৈত্র মঙ্গলবার। সন্ধ্যাকালে শ্রীমূর্ত্তিযুগল শ্রীযোগপীঠে সিংহাসনস্থ হইলে শ্রীযুক্ত হরিদাস গায়ক ভক্তবৃন্দ লইয়া অধিবাস-গান করিয়াছিলেন।

৮ই চৈত্র বুধবার। সে দিবস যে-প্রকার আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করা যায় না। অতি প্রত্যূষে শ্রীযোগপীঠের উপর শ্রীমন্দিরে যখন শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া এক সিংহাসনে এবং শ্রীরাধা-মাধব অপর সিংহাসনে সজ্জীকৃত হইয়া বিরাজমান হইলেন, তখন সহস্র সহস্র যাত্রিগণ ও ভক্তবৃন্দ প্রবল আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সহিত জয়ধ্বনি করিতে করিতে দর্শনসুখে বিভোর হইলেন। এদিকে প্রভুর কর্ম্মচারিগণ সেবা-সুখে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছেন—আবার শ্রীহট্ট, ঢাকা, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী, পাবনা, ফরিদপুর, যশোহর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলী, ২৪ পরগণা ও কলিকাতা প্রভৃতি নানাস্থান-নিবাসী অসংখ্য ভক্তবৃন্দ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া শ্রীমূর্ত্তিযুগল-দর্শন-অভিলাষে মহা-জনতার সহিত প্রবেশ করিতে লাগিলেন; শান্তিরক্ষকাদি রাজ-প্রতিনিধিগণ যাহাতে সকলের সুশৃঙ্খলে দর্শন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

এইরূপ ২৫।৩০ হাজার যাত্রীর দর্শন হইতে হইতে প্রতিষ্ঠা-কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রতিষ্ঠা-পূজা-ভোগাদি সমাপ্ত হইতে তিন প্রহর অতিবাহিত হইল। নবদ্বীপের অধ্যাপক-মণ্ডলীর অনেকেই তৎকালে উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যা-আরাত্রিক হইলে গ্রহণ-সময়ে শ্রীগৌর-জন্মলীলা পাঠ হইল। সেই সময়ে কএকটী অদ্ভুত-লীলা দেখা গেল। মহা-সংকীর্ত্তনে অনেক সহস্র লোক উন্মত্ত হইয়া শ্রীমায়াপুরের সম্মুখে শ্রীগঙ্গানগরস্থ জাহ্নবীজলে অবগাহন করিতে লাগিলেন। পরে নাট্যমন্দিরে সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-সময়ে শ্রীনবদ্বীপ-মধ্যনগরীর মধ্যস্থলে ছিলেন। তাহার প্রায় শত বৎসর পরে গঙ্গা ও খড়িয়া নদীর দ্বারা অনেক ভূমি লণ্ডভণ্ড হওয়ায় তত্রস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বণিকগণ শ্রীগঙ্গাদেবীর পশ্চিম-পারে গিয়া প্রথমে 'বাবলা-আড়ি' গ্রামে ও পরে বর্ত্তমান নবদ্বীপ যেখানে আছে, সেই তাৎকালিক 'কুলিয়া'-গ্রামে সমাজ ও দেবতাদি উঠাইয়া লইয়া যান। সেইকাল হইতে শ্রীমায়াপুর সামান্য সাধারণ লোকের আবাসস্থান মাত্র হইয়াছিলেন। এ বৎসর ১৪০৭ শকাব্দার ন্যায় আবার প্রভুর প্রকটযোগ হওয়ায় সেই শ্রীমায়াপুর-ভূমিতে পুনরায় নগর পত্তন হইয়াছে। পাকা ঘর বা যাত্রী থাকিবার অনেকস্থান না থাকায় অনেকের দুঃখ-বোধ হইয়াছিল। শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছায় আগামী বৎসর হইতে সে-দুঃখ অনেক নিবৃত্ত হইবে। শ্রীযোগপীঠের নিকট উত্তম জলাশয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

৯ই চৈত্রের প্রত্যূষেই মহামহোৎসবের উদ্যোগ হইতে লাগিল। প্রায় দশ সহস্র লোকের অন্নব্যঞ্জনাদি পাক ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভোগ হইতে প্রায় অপরাহ্ণ হইয়া পড়িল। সহস্রলোচন ইন্দ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা পোষণ করিবার জন্য কিরীটমালীর উগ্রতেজকে ঘনঘটা-দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া সমাগত যাত্রিগণের বিশেষ সুখ প্রদান করিলেন। মহোৎসবের সুবিধার জন্য সেই সময় শ্রীবাস-অঙ্গনের আয়োজনে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কীর্ত্তন-দলের যাত্রা আরম্ভ হইল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যাত্রা শুনিয়া যাত্রিগণ বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলেন। আরাত্রিকের পরেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাট্যমন্দিরে অপূর্ব্ব মনোহরসাহী গান হইয়াছিল।

১০ই চৈত্র, যাত্রীদিগের বিপুল আনন্দের সহিত সমারোহ, সমাগত মেলায় ক্রয়-বিক্রয়াদি, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পূজা-ভোগাদি ও বহুকালব্যাপী কীর্ত্তন হইয়াছিল। ঐ দিবস প্রত্যূষে চিরস্মরণীয় চাঁদকাজী মহাশয়ের সমাধিস্থলে [illegible] হইয়াছিল। তাহাতে হিন্দু, মুসলমান সকলেই মনে এক আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাটী হইতে একদল চৌদ্দমাদল সংকীর্ত্তন আশা-সোঁটা-নিশান-ডঙ্কা লইয়া কাজী মহাশয়ের সমাধি পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। ভক্তবৃন্দ সেই সংকীর্ত্তনে শ্রীমায়াপুর, বল্লালদীঘি ও ব্রাহ্মণপুষ্করিণী প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থান ব্যাপিয়া নৃত্য করিতে করিতে নামানন্দ বিতরণ করিয়াছিলেন।

১১ই চৈত্র শনিবার, পূর্ব্ববৎ সমস্ত উৎসব হইয়াছিল। সেই দিবস রাত্রে রাম-লীলা গান হইয়া উৎসব শেষ হইল।

শ্রীমায়াপুরের মহোৎসবের ন্যায় বিশ্বব্যাপী মহোৎসব শ্রীপাট খেতুরীর মহোৎসবের পর, বোধ হয়, কুত্রাপি আর হয় নাই। অনেক স্থানে ধনী ভক্তগণ নিজ নিজ গৃহে বিপুল অর্থব্যয়ে মহোৎসব করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধামতে সর্ব্বসাধারণ ভক্তবৃন্দের নিজ নিজ ব্যয়ে আর নিজ নিজ যত্নে এরূপ জগদ্ব্যাপী ব্যাপার আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় নাই। বৃহৎ বৃহৎ মেলা বসিয়াছিল, জোয়ারের উপর সহস্র-আদি যাত্রা হইতেছিল। নানা-প্রকার ভেকধারী, চিহ্নধারী বৈষ্ণবগণ স্থানে স্থানে বসিয়া আনন্দ করিতেছিলেন। অনেক কৃতবিদ্য পুরুষ, যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য-বিদ্যার বলে স্বদেশগৌরব অনেক-অংশে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও দলে দলে বৈষ্ণব-বেষ ধারণপূর্ব্বক সমধিকতার সহিত এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রায় অর্দ্ধলক্ষ লোক এই মহোৎসব-সন্দর্শনার্থে বহুদূর হইতে শ্রীমায়াপুরে আসিয়াছিলেন। কেবল কতকগুলি স্বার্থপর ব্যক্তি নবীন নবদ্বীপের গৌরব খর্ব্ব হইবার আশঙ্কায় প্রাচীন শ্রীমায়াপুরের উন্নতি-বিরোধে কিছু কিছু কার্য্য করিয়াছিলেন; কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীমায়াপুরের মাহাত্ম্য অবগত আছেন বলিয়া তাঁহাদের প্রকৃত বাধাসকল তিরস্কার করত শ্রীমায়াপুরে আসিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, যশোহর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর ও কলিকাতা—এই সকল স্থানে অনেক বিশুদ্ধ গৌরভক্ত বর্ত্তমান আছেন। আমরা শুনিয়াছি, ইঁহারা কেহ কেহ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া ও কেহ কেহ বা প্রেমধারা উত্তেজিত হইয়া এই শ্রীমায়াপুর-প্রকটের বিষয়ে বিশেষ যত্ন পাইয়াছেন।

(শ্রীসজ্জনতোষণী—৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩০১ বঙ্গাব্দ)

নবপ্রকাশিত শ্রীভক্তিসাহিত্য

১। The Teachings and Philosophy
of
LORD CHAITANYA

শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রবীণতম ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী ও পাশ্চাত্ত্য-দেশে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-বিজয়-বৈজয়ন্তী-বহনকারী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ইং ১৯৬০ সালে কিছুকাল (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর) মুম্বাই-নগরীর শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্নস্থানে যে-সকল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুললিত মর্ম্মস্পর্শী সেই একাদশটি অভিভাষণ ইংরাজী ভাষায় গ্রথিত করিয়া একটি পুস্তকাকারে মুম্বাই হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আত্ম-মঙ্গলেচ্ছু ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ-জনমাত্রেই বিশেষ লাভবান্ ও হরিভজনে অগ্রসর হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। এইসকল অভিভাষণ স্রোতঃপথে আকর্ষিত শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর পুনরাবৃত্তি। সুতরাং ইহার মধ্যে প্রকৃত শ্রীরূপানুগ-বিচার-ধারা ও সিদ্ধান্ত-স্রোতঃ প্রবাহিত রহিয়াছে। বড়ই আনন্দের বিষয় যে, শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ ইংরাজী ভাষায় শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুষ্ট শ্রীরূপানুগ-বিচার-ধারা প্রচার করিয়া এইরূপ সঙ্কটময় দুর্দ্দিনেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতে প্রকৃত পন্থা খাঁটি সুরধুনী প্রবাহিত রাখিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'Sri Chaitanya Mahaprabhu', শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষ্যানুযায়ী 'শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতা' এবং আরও অনেক গ্রন্থ ও নিবন্ধ ইংরেজী ভাষায় অনূদিত ও প্রচারিত হইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য-দেশের মনীষী ও সত্যানুসন্ধিৎসুগণের নিকট অত্যন্ত সমাদরের সহিত অভ্যর্থিত হইয়াছে। বাজারে সেই গীতার দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে। আলোচ্য গ্রন্থ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

২। সভাষ্য শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

বর্ত্তমান যুগে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ও বিভুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত ও তাঁহার বিপুল ভক্তিসাহিত্যের বিভিন্নস্থানে বিক্ষিপ্ত সাধক ও সিদ্ধকুলের নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তন ও অনুশীলনযোগ্য ভজনগীতসমূহ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের হস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপির সহিত পাঠ মিলাইয়া এবং তথ্য, ব্যাখ্যা ও বিবৃতি-সম্বলিত 'প্রতিবেদন'রূপে সংযুক্ত করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় হইতে শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রৌত-ভক্তিসিদ্ধান্তের অনুগমনে গৌড়ীয়-মিশনের সম্পাদক মহাশয় সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ সঙ্গীত-সাহিত্যের এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর অভিনব সংস্করণ এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে শ্রীল ঠাকুরের রচিত 'বাউল-সঙ্গীত', 'কাঙ্গালের গীত, 'শোক-শাতন'-পালাগান প্রভৃতিও তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ভজনানন্দ ও সাধন-জীবনের বাস্তব চরম প্রয়োজন-লাভে স্পৃহা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে এই গ্রন্থ-রাজটী অপরিহার্য্য নিত্যসঙ্গিরূপে গৃহীত হইবে।

৩। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মমঙ্গলদায়ক গ্রন্থটীকে কেবল যে প্রত্যেক শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ তাঁহাদের নিত্যসঙ্গিরূপে বরণ করিবেন, তাহা নহে; পরন্তু প্রত্যেক গৃহস্থ ও আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত, কলি-কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া নিশ্চয়ই মানবজীবনের চরম প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। এই জগতের মানবমাত্রেই স্বভাবতঃ গৃহস্থ-জীবনের পক্ষপাতী। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত গৃহেই মানব-জীবনের নাট্যমঞ্চের যবনিকা উত্তোলিত ও পতিত হয়। এরূপ অবস্থায় কিরূপভাবে গৃহস্থ-জীবন যাপন করিলে প্রকৃত গৃহস্থ অর্থাৎ নিজ শ্রীভগবদ্গৃহে বা স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারেন, তাহারই সন্ধান সাধনরাজ্যের নানা প্রকার বাস্তব চিত্রের মধ্য দিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে,—(১) শিষ্য বা শ্রীগুরুদাস, (২) সৎসঙ্গ, (৩) মঠসেবা, (৪) আশ্রিত গৃহস্থের কর্ত্তব্য, (৫) অধিকারিভেদে কর্ত্তব্য, (৬) পুরুষাভিমান, (৭) আত্মমঙ্গলেচ্ছুর চিত্তবৃত্তি, (৮) শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের বৈশিষ্ট্য, (৯) সাধনপথে বিঘ্ন, (১০) গৃহব্রত-ধর্ম ও অপরাধ, (১১) মঙ্গলের উপায় ও (১২) শ্রীভক্তিবিনোদ-উপদেশ।

৪। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা (৪৫৬ গৌরাব্দ)

বর্ত্তমান বর্ষের শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা শ্রীগৌরজন্মবাসরে প্রকাশিত হইয়াছেন। অনেক নূতন প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট হওয়ায় এই বৎসরের পঞ্জিকার কলেবর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। উপবাসাদির ও ব্রতাদির তালিকাও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

উপরি-লিখিত নবপ্রকাশিত গ্রন্থসমূহ শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া অথবা মহুয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, গ্রন্থবিভাগ, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা—এই ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-উপলক্ষে প্রতি বৎসরের ন্যায় মুদ্রাযন্ত্র বন্ধ থাকায় আগামী সপ্তাহে 'গৌড়ীয়' প্রকাশিত হইবে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরসাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৭ই চৈত্র, ১৩৪৮; ২১শে মার্চ্চ, ১৯৪২ { ৩২শ-৩৩শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভার

৪৮-তম বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণ

গত ১ বিষ্ণু (৪৫৬ শ্রীগৌরাব্দ), ২০শে ফাল্গুন (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ), ৪ঠা মার্চ্চ (১৯৪২ খৃষ্টাব্দ), বুধবার শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার ৪৮তম বার্ষিক অধিবেশন বিশেষ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণব্যাকরণতীর্থ মহোদয় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীপঞ্চতত্ত্বের শ্রীশ্রীনামগুণলীলাত্মক উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামি-ঠাকুরের কৃপাদেশে ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামি-মহারাজের প্রস্তাবে ও পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুর সমর্থনে বর্ষীয়ান্ বুধবর পণ্ডিত শ্রীযুৎ ত্রিপুরাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত অধিবেশনে সভাপতি-পদে বৃত হন। সভার প্রারম্ভে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং সভায় কিছুকাল অবস্থান করেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীল তীর্থগোস্বামি-মহারাজ ও সভাপতি-মহোদয়ের গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। সভাপতি-মহোদয়ের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সম্পাদকমহোদয় ১৯শ বর্ষ 'গৌড়ীয়ে'র ৩৩-৩৪শ সংখ্যা হইতে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার ৪৭তম বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণী পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীপাদ ভগবজ্জন্ দাস ভক্তিসৌরভ প্রভু দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে তথাকার ভারপ্রাপ্ত সেবক শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর তারযোগে প্রেরিত নিম্নলিখিত সংবাদটি পাঠ করেন,—

New Delhi, 4th. March, 1942.

Acharyadev

Sreemayapur

Through your Divine Grace's Mercy Gourjanmotsab successfully celebrated.

Aprameyadas.

শ্রীপাদ শিবদাসভক্তিবিগ্রহ- বিভাকর বি-এ মহোদয়ের প্রস্তাবে ও পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ বিদ্যার্ণব প্রভুর সমর্থনে নিম্নলিখিত সভ্যগণ বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সভ্যপদে বৃত হন,—

(১) শ্রীযুক্ত প্রভুনাথ সহায় (পাটনা), (২) শ্রীযুক্ত প্রবোধকিশোর চৌধুরী (আসাম), (৩) শ্রীযুক্ত ভোলানাথ পোদ্দার (বোয়ালমারি, ফরিদপুর)।

অতঃপর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তবিলাস ভক্তি-মধুপ প্রভু 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' ১৬শ বর্ষের ২৩৩শ-২৩৪শ সংখ্যা হইতে গত বৎসরের শ্রীধাম-মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠের 'ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল' পাঠ করেন।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৫৫

২য় বিভাগ

১। শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, ২। শ্রীরাধাচৈতন্য ব্রহ্মচারী

সাধারণ বিভাগ

১। শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, ২। শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী, ৩। শ্রীপাবনজীবন দাসাধিকারী।

শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল মহোদয় নিম্নলিখিত স্বধামগত গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের নাম ও সেবার কথা উল্লেখ করিয়া বিরহ প্রকাশ করেন,—

১। শ্রীপাদ কানাইলাল ভক্তিশরণ, (৭ই চৈত্র, ১৩৪৭); ২। শ্রীযুক্ত চিন্তামণি দাসাধিকারী, কটক, (১০ই শ্রাবণ, ১৩৪৮); ৩। শ্রীযুক্তা স্বর্ণদেবী (২০শে ভাদ্র, ১৩৪৮); ৪। শ্রীপাদ রেবতীরমণ ভক্তিনিকেতন প্রভু, (২৪শে ভাদ্র, ১৩৪৮); ৫। শ্রীপাদ প্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী, (৯ই আশ্বিন, ১৩৪৮); ৬। শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস বি-এ, শান্তিপুর, (৮ই আশ্বিন, ১৩৪৮)।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ নিম্নলিখিত সজ্জনগণকে শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরনামপ্রচারের সেবাকার্য্যের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন,—

১। শ্রীযুক্ত লালচাঁদ শর্ম্মা, দিল্লী ; ২। শ্রীযুক্ত জোতিলাল মাষ্টার, দিল্লী ; ৩। ডাঃ শ্রীনারায়ণপ্রসাদ আস্থানা, অ্যাড্‌ভোকেট্ জেনারেল, এলাহাবাদ ; ৪। মিঃ টি, আর, কৃষ্ণা, দিল্লী ; ৫। শ্রীযুক্ত গৌরীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, দিল্লী ; ৬। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দাস, দিল্লী ; ৭। শ্রীযুক্ত প্রভুনাথ সহায়, পাটনা ; ৮। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ পালিত, পাটনা ; ৯। কাশী ও গয়ার কতিপয় মহিলা ভক্ত।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী প্রভু, শ্রীপাদ যাদবানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ও শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারীজী গৌরপ্রিয় কার্য্যানুষ্ঠাতৃবর্গের সেবাকার্য্যের উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তিপ্রমোদ প্রভু নিম্নলিখিত সজ্জনগণের সেবাকার্য্যের উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন,—

১। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল এম্-এ, বি-এল, অ্যাড্‌ভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট ; ২। শ্রীযুক্ত রবিচন্দ্র দেব এম্-এ, অ্যাটর্নি ; ৩। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, ব্যারিষ্টার ; ৪। শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার গাঙ্গুলী ; ৫। শ্রীযুক্ত তুলসী ব্যানার্জ্জী।

অতঃপর সভাপতি-মহোদয় একটি নাতিদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করিয়া বলেন,—"শ্রীগুরুবর্গ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হ'য়ে আমি এই সভায় কিছু বল্‌তে প্রস্তুত হ'য়েছি ; বস্তুতঃ আমার বল্‌বার কোনই ক্ষমতা নাই। আমি নিতান্ত মূক। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণীবৈভব শ্রীল তীর্থ-গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল সাগর মহারাজ, শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু, শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণবগণ আমাকে সর্ব্বক্ষণ কৃপা কর্‌ছেন। তাঁ'দের কৃপা আমি সর্ব্বক্ষণ প্রার্থনা করি।

শ্রীভগবদিচ্ছায় এবৎসর শ্রীপরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। শ্রীযোগপীঠে, শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীপরিক্রমার বিভিন্ন স্থানে সহস্র সহস্র

আবালবৃদ্ধবনিতা সমবেত হ'য়ে হরিকথা-শ্রবণকালে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অচিন্ত্য-প্রভাবে এরূপ নিস্তব্ধতা সংরক্ষণ কর'ছেন যে, শ্রীহরিকথাশ্রবণে কাহারও কোনপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই।

পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" শ্লোকটি বহুবার শ্রবণ করে'ছি। আমি সেইপ্রকার কর্তৃত্বাভিমানী। ভীষণ কলির দ্বারা প্রপীড়িত জীবের মঙ্গলের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা কর্‌ছেন। এই শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার প্রকৃত সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব যেন কৃপা ক'রে তাঁ'র শ্রীপাদপদ্মে স্থান দেন। শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার দ্বারে থা'কে প্রহরিরূপে থাক্‌তে পারি, এজন্য আমি আপনাদের সকলের শ্রীচরণে প্রার্থনা কর্‌ছি।"

শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ের সম্পাদকমহোদয় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতামুখে শ্রীশ্রীধাম-প্রচারিণীসভা ও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার মধ্যে যে একটী বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের পাদপদ্মে অবস্থিত বর্ত্তমান শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবরের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণের সহায়তাকারী মহাত্মগণের নাম ও সেবা উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের প্রশস্তি কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ ক্ষীরোদকশায়ী দাসাধিকারী প্রভু শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্টপ্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার ৩৮তম বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত বৈষ্ণব ও সজ্জনবৃন্দের কতিপয় নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি-মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সম্পাদকমহোদয়, শ্রীভক্ত-বৎসল ভক্তিসৌরভ, বি-এল, মহোপদেশক শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, শ্রীশচীনন্দনদাস ভক্তিপ্রমোদ, শ্রীসজ্জনসুহৃৎ দাসাধিকারী এম্-এ, বি-এল, শ্রীক্ষীরোদকশায়ী দাসাধিকারী বি-ই, ডাঃ শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী, [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব, শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ, শ্রীকুঞ্জবিলাস ভক্তিময়ূখ, শ্রীযদুনাথ মহাপাত্র, শ্রীপ্রভুনাথ সহায়, শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীবাসবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনগোপাল দাসাধিকারী, শ্রীক্ষেমানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনাদিগৌরাঙ্গ দাসাধিকারী, শ্রীগঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবলদেবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস, শ্রীরাধাবন ঘোষাল, শ্রীহরিদাস নাথ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মল্লিক, লালা মদনমোহন রায়, শ্রীবাসুদেব দাস, শ্রীরাখালচন্দ্র দত্ত মৌলিক, শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস, শ্রীনারায়ণচন্দ্র দাস, শ্রীগুরুপদ আঁচারী, শ্রীভূষণচন্দ্র দাস, শ্রীহৃষীকেশ মাইতি, শ্রীগুরুপদ দাস, শ্রীরতনকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীপাবন চন্দ্র পাল, শ্রীত্রিপুরাচরণ পাল, শ্রীগোপালচন্দ্র জানা, শ্রীঅনন্তপ্রসাদ রাণা, শ্রীশশিভূষণ পট্টনায়ক, শ্রীসাধুচরণ দাস, শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল, শ্রীগোবিন্দ কর্মকার, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শ্রীভক্তিরাম পট্টনায়ক, শ্রীনরসিংহ সাহু, শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী, শ্রীহৃষীকেশ দাসাধিকারী, শ্রীব্রজরাজ দাসাধিকারী, শ্রীদুখহর দাসাধিকারী, শ্রীশ্যামচরণ দত্ত, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস, শ্রীজগবন্ধু শীল, শ্রীগুরুচরণ ঘোষ, শ্রীরামচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীনবকৃষ্ণ দাস, শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী, শ্রীবলাইচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীপুলিনবিহারী পাল, শ্রীহরেকৃষ্ণ মহান্তি, শ্রীমন্মথলাল সরকার, শ্রীচিন্তামণি মহান্তি, শ্রীবাবুলাল দাস, শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস, শ্রীহরচরণ শীল, শ্রীসাধুচরণ দাসাধিকারী, শ্রীক্ষিতিভূষণ দাসাধিকারী, শ্রীঅতুলচন্দ্র বারিক, শ্রীরামপদ রায়, ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শ্রীব্রজদেব দাসাধিকারী, শ্রীনেপালচন্দ্র দাস, শ্রীহরেন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাণ্ডা, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাসাধিকারী, শ্রীব্রজবিহারী দাস, শ্রীঅরুণচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীমুকুন্দমুরারি দাসাধিকারী, শ্রীগোপালচন্দ্র দাস, শ্রীচন্দ্রকিশোর দাসাধিকারী, শ্রীজগদীশ দাসাধিকারী, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীদুর্য্যোধন পট্টনায়ক, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাস, শ্রীগোপালচন্দ্র দাস, শ্রীবীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীআত্মবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীমোহিতলাল ঘোষ, শ্রীগোপীজনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরমণীকান্ত সেন বি-এল; শ্রীযুগলবিহারী চক্রবর্ত্তী, শ্রীপবিত্র দাসাধিকারী, শ্রীমুরারিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজগমোহনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসতীশচন্দ্র দাস,

শ্রীসখিপ্রিয় ব্রহ্মচারী, শ্রীভাগবতপ্রসাদ দাস, শ্রীউপেন্দ্র মাইতি, শ্রীঈশানচন্দ্র মাইতি, শ্রীরামচরণ দাসাধিকারী, শ্রীবিনোদবিহারী দাস, শ্রীঅনন্তপ্রসাদ দাসাধিকারী, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, শ্রীহেমন্তকুমার দাস, শ্রীরাধাসুন্দর দাস, শ্রীভুবনচন্দ্র দাস, শ্রীকালিপ্রসাদ দাস, শ্রীনরোত্তম দাসাধিকারী, শ্রীসীতাপতি দাসাধিকারী, শ্রীহরিগোপাল দাস, শ্রীহর্ষকুমার দাস, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীবাসুদেব ঘোষ, শ্রীভূতনাথ দাস, শ্রীনন্দলাল কর্মকার, শ্রীচন্দ্রমোহন জানা, শ্রীশশিমোহন সাহা, শ্রীআশুতোষ দাসগুপ্ত, শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, শ্রীনবকিশোর পাণ্ডে, শ্রীজগবন্ধু সাহা, শ্রীঅভয়পদ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণচরণ দাস, শ্রীহরকুমার রায়, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র দাস, শ্রীসীতানাথ দাসাধিকারী, শ্রীগৌরহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গলময় ব্রহ্মচারী, শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী, ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম্-বি, শ্রীগৌরহরি দাস, শ্রীগৌরদাস, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রদাস, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীবিপিনবিহারী দাস, শ্রীকেশব পাত্র, শ্রীমধুসূদন দাস, শ্রীনিতাইচরণ দাস, শ্রীসন্তোষকুমার কর্মকার, শ্রীশৈলেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅভিরাম দাস, শ্রীরাধানাথ দাস, শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস, শ্রীযোগমায়াশ্রিত-দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, শ্রীপরমপদদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবনবিহারী ব্যানার্জী, শ্রীনিত্যবান্ধববিগ্রহ দাসাধিকারী বিদ্যারত্ন বি-এ, শ্রীগৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহৃষীকেশ দাসাধিকারী, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধামাধব ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তনারায়ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীপুরুষোত্তমদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী, শ্রীকেশবচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীহরিবিনোদ দাসাধিকারী, শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীহরিজনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস, শ্রীনারায়ণচন্দ্র দাস, শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাদাস অধিকারী, শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী, শ্রীহরীশচন্দ্র রায় ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় এ বৎসর শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে বিশেষ সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীধামপরিক্রমাকারী যাত্রিগণের সকলের পশ্চাতে বৈষ্ণবের অবস্থান করিয়া সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার অনুগমন করেন। শ্রীঅন্তর্দ্বীপ-পরিক্রমার দিবস শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীভক্তিসন্দর্ভ হইতে 'আত্মনিবেদনে'র কথা পাঠ ও সন্ধ্যারাত্রিক পর্য্যন্ত বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। শ্রবণাখ্য-ভক্তিপীঠ শ্রীসীমন্তদ্বীপ-পরিক্রমার দিবস শ্রীভক্তিসন্দর্ভ হইতে 'শ্রবণ'-বিষয়ে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। কীর্ত্তন-ভক্তি-পীঠ শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ-পরিক্রমা-দিবস শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রিয়তম-ভজনস্থলী শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে [illegible] করিয়া শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর কৃপার কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীকোলদ্বীপ-পরিক্রমার দিবস শ্রীপরিক্রমার সেবকগণ গঙ্গা পার হইয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে মহাভাগবতবর শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজকে পরিক্রমা করেন এবং ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া সন্ধ্যাকালে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশে'র সম্পাদক-মহোদয় লিখিয়াছেন,—"এইবারের শ্রীধামপরিক্রমায় দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করিয়াছি;—একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রীপরিক্রমায় যাত্রিগণের মধ্যে পুরুষ বা মহিলা কেহই শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের পূর্ব্ব-নির্দ্দেশ-অনুসারে পরিক্রমায় যানাদি ব্যবহার অর্থাৎ শকটাদি-যোগে অথবা পদে পাদুকা প্রদান-পূর্ব্বক শ্রীধাম-পরিক্রমা করেন নাই; সকলেই শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে অকৃত্রিমভাবে প্রফুল্ল-বদনে ও প্রবল-উৎসাহের সহিত পদব্রজে সমস্ত দ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছেন। আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, পরিক্রমার যাত্রিগণ এ বৎসর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অসীম কৃপায় শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদপ্রবর নিজজন, পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজকে পরিক্রমা করিবার সৌভাগ্য লাভ করায় এবৎসরের শ্রীধাম-পরিক্রমা সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত হইয়াছে।"

শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমার পরের দিবস শ্রীহরিবাসর-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের মধ্যাহ্নারাত্রিকের পর শ্রীবাস-অঙ্গনে উপস্থিত হইয়া ভক্তমণ্ডলীতে অবস্থানপূর্ব্বক 'শ্রীকল্যাণকল্পতরু', 'শ্রীশরণাগতি', শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা' ও শ্রীপ্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা'র পদাবলী প্রভৃতি স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া ও বৈষ্ণবগণের দ্বারা করাইয়া এবং মধ্যে মধ্যে স্বয়ং মৃদঙ্গবাদন ও নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিয়া শ্রীসঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনে

সঙ্কীর্ত্তন-সুরধুনীর বন্যা প্রবাহিত করত সমস্ত রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক শ্রীহরিবাসরতিথির মর্য্যাদা শিক্ষাদান করেন।

শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাসদিবস হইতে তিন দিবস শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' ব্যাখ্যা করেন। শ্রীগৌরজন্মবাসরে নির্জ্জল-উপবাসী থাকিয়া রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক শ্রীধামযোগপীঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ হইতে শ্রীগৌরজন্মগাথা সংকীর্ত্তন এবং শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

প্রত্যহই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অকপট শুশ্রূষুগণের নিকট শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনমুখে বাস্তব পারমার্থিক জীবনযাপনের নির্দ্দেশ ও আলোক প্রদান করিয়াছেন। কেবল মৌখিক গুরুভক্তি বা প্রকৃতভক্তির ছলনায় অন্তরে গুরুদেবে অবিশ্বাস ও মর্ত্ত্যবুদ্ধি পোষণ করিয়া শ্রীগুরুদেবের প্রকৃত কৃপাস্বরূপ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা না করা যে বিদ্ধাভক্তি এবং শ্রীশ্রীগুরুবর্গকে শ্রীরূপের পাদপদ্মে বা সেই ভাবধারার সহিত ঐকতানে অবস্থিত দর্শন করাই যে প্রকৃত গুরুভক্তি, তাহা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সুদৃঢ়ভাবে জ্ঞাপন করিয়াছেন। প্রচার-ব্যাপারটী কপট বা আচারহীন ব্যক্তির দ্বারা কখনই সম্ভব নহে। শ্রীল প্রভুপাদ গাহিয়াছেন,—"প্রাণ আছে তা'র, সেহেতু প্রচার।" মুখ্যপ্রাণ—শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্য বা শ্রীগুরুদেব। পরম-মুখ্যপ্রাণ অর্থাৎ প্রাণেরও প্রাণ, প্রভুরও প্রভু—শ্রীবিষ্ণু। তাই শ্রুতি বলিতেছেন,—"প্রাণস্য প্রাণঃ।" শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "একাকী আমার নাহি পায় বল, হরিনাম-সংকীর্ত্তনে।"-পদের দ্বারা সকলের কথাই বলিয়াছেন অর্থাৎ একাকী বা নির্জ্জন-ভজনে দুর্ব্বলের অধিকার নাই। 'বল' বলিতে 'শ্রীবলদেব'। "তুমি কৃপা করি', শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া, দেহ কৃষ্ণনামধনে"—এই ধনই শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ—"ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র, প্রাণ মোর যুগলকিশোর।" শ্রীযুগলকিশোরই সকল প্রাণের প্রাণ। বৈষ্ণব—শ্রীনিত্যানন্দের বৈভব। বৈষ্ণবই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে জানিতে পারেন। যে মিশনে শ্রীকৃষ্ণনামই একমাত্র ধন—শ্রীনিত্যানন্দই একমাত্র ধন—শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গই প্রাণ, তথায় শ্রীঅর্চ্চা—সচল। আধ্যক্ষিক-দৃষ্টিতে কেহ অর্চ্চাকে প্রাণহীন বস্তু মনে করিলেও শ্রীঅর্চ্চা ভক্তের মর্য্যাদারক্ষায় বিবিধ সত্য সাক্ষ্য দিতে আসেন। ইহা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীসাক্ষিগোপালের ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায়। শ্রীমদনমোহন তাঁহার ভক্তের জন্য স্বয়ং কাদায় নামিয়াছিলেন, এই ইতিহাসও প্রচলিত রহিয়াছে। ইহা আধ্যক্ষিকগণ বিশ্বাস করুন আর নাই-ই করুন, ইহা পরম বাস্তবসত্য।

ম্লেচ্ছভয়ের ছল উঠাইয়া শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শ্রীগোপাল-বিগ্রহ যেরূপ শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুকে দর্শন দান করিবার জন্য শ্রীমথুরানগরীতে বিজয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ বর্ত্তমানেও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মগণের ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অভীষ্ট-পূরণের জন্য ম্লেচ্ছভয়ের ছল উঠাইয়া বিভিন্ন মঠ ও পাষণ্ড-বর্দ্ধিতস্থানের শ্রীবিগ্রহগণ অভিন্ন-মথুরা শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভবিজয় করিতেছেন।

গৌড়ীয়-মিশনের সভার অধিবেশন

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে গৌড়ীয়মিশনের রেজিষ্টার্ড নিয়মাবলী-অনুসারে গত ২রা মার্চ্চ (১৯৩২) তারিখে কাউন্সিল-সভার এক অধিবেশন হয়। তৎপরদিবস ঐস্থানে বার্ষিক সাধারণসভার অধিবেশন হয়।

সভায় আগামী বর্ষের জমাখরচের বাজেট নিরূপিত হয়। মিশনসম্বন্ধীয় অনেক বিষয় পাঠ ও আলোচিত হয়। ১৩৩৩ হইতে ১৩৩৭ সন পর্য্যন্ত হিসাব পরিদর্শন অন্তে মঞ্জুর হয়।

সভায় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত বহু মঠসেবক ও বহু সম্ভ্রান্ত সজ্জনবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বৈষ্ণব-সদাচার ও শিষ্টাচার

বৈষ্ণব তাঁহার পারমার্থিক জীবনে সাধু ও শাস্ত্রবিহিত যে-সকল আচার পালন করিয়া থাকেন, তাহাই 'বৈষ্ণব-সদাচার'; আর তিনি শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব ও অপর প্রাণিমাত্রের প্রতি যে-সকল ভক্ত্যনুকূল ব্যবহার প্রদর্শন করেন, তাহাই 'বৈষ্ণব-শিষ্টাচার'। 'শিষ্টাচার' সদাচারেরই অন্তর্গত; বিশেষ এই যে, সদাচার-পালনকালে অপরের প্রতি যে-সকল পারমার্থিক ব্যবহার প্রদর্শিত হয়, তাহাই বিশেষভাবে "বৈষ্ণব-শিষ্টাচার" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সকল সভ্য মানব-সমাজেই ব্যবহারিক শিষ্টাচারসমূহ পালিত হইয়া থাকে। ঐসকল শিষ্টাচার দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ও আকারের হইলেও উহাদের মূল উদ্দেশ্য পরস্পরের মধ্যে প্রীতি সংরক্ষণ ও সম্বর্দ্ধন। জাগতিক শিষ্টাচারসমূহ মানবের পরস্পর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিমূলে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু বৈষ্ণবশিষ্টাচার একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-উদ্দেশ্যে ভক্তিবিবর্দ্ধনকল্পে অনুষ্ঠিত হয়। "স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥" (পদ্মপুরাণ ৭২। ১০০)—বিষ্ণুকে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে, কখনই তাঁহাকে ভুলিতে হইবে না। সমস্ত বিধি ও নিষেধ এই দুইটী কথার অনুগত। তাৎপর্য্য এই যে, শাস্ত্রে যত প্রকার 'বিধি' ও 'নিষেধ' উক্ত হইয়াছে, সে সমস্তই উক্ত দুইটী কথাকে অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত হইয়াছে। যাহা অবলম্বন করিলে ভগবান্ স্মরণপথে আসেন, তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া 'বিধি', আর যে কার্য্যদ্বারা ভগবানের বিস্মরণ হয়, সেই কার্য্যই 'নিষেধ'।—এই বিচারকে কেন্দ্র করিয়াই বৈষ্ণব-শিষ্টাচারসমূহ জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব বৈষ্ণব-শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিয়া কেহই বৈষ্ণবতার অধিকারী হইতে পারেন না। যেরূপ সভ্য সামাজিক জীবনের প্রতি-মুহূর্ত্ত ব্যবহারিক শিষ্টাচার দ্বারা নিয়মিত হয়, তদ্রূপ বৈষ্ণব-শিষ্টাচারদ্বারাও পারমার্থিক জীবন পরিচালিত হইয়া থাকে। জাগতিক শিষ্টাচারসমূহ কাপট্যপূর্ণ, কিন্তু বৈষ্ণবশিষ্টাচার সম্পূর্ণ সরলতাময় ও বাস্তব-শ্রদ্ধা-গর্ভ, ইহাই জাগতিক শিষ্টাচারের সহিত পারমার্থিক শিষ্টাচারের পার্থক্য। জাগতিক শিষ্টাচারের অনুকরণে পারমার্থিক শিষ্টাচার সৃষ্ট হয় নাই, পরন্তু পারমার্থিক শিষ্টাচারের আনুকরণিক ও খণ্ড হেয় সংস্করণরূপেই ব্যবহারিক শিষ্টাচারসমূহ নানা দেশে নানা আকারে প্রচলিত রহিয়াছে। উদাহরণরূপে বলা যাইতে পারে যে, ব্যবহারিক সভ্যসমাজে যে পরস্পরের সম্ভাষণ-প্রথায় নানাপ্রকার রীতি দৃষ্ট হয়, তাহার কোনটীই আন্তরিক অকপট শ্রদ্ধামূলক নহে। তথাকথিত সভ্যতার খাতিরে অন্তরে বিরোধ ও শত্রুতা বা ঔদাসীন্য পোষণ করিয়াও বাহিরে সম্ভাষণ, অভিবাদনাদি করিবার অভিনয় দৃষ্ট হয়। কখন কখনও হৃদয়ের মাৎসর্য্য গোপন করিবার গূঢ় উদ্দেশ্যে অভিবাদনাদি প্রদর্শিত হয়। কিন্তু বৈষ্ণব-শিষ্টাচার ঐরূপ কাপট্যাদিপোষণের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হইলে তাহা অন্যায় অপরাধের হেতু ও প্রয়োজন-বিরোধী ব্যাপার বলিয়াই গৃহীত হইবে। প্রাকৃতসহজিয়া-সমাজে বৈষ্ণব-শিষ্টাচারসমূহ প্রাণহীন, অর্থাৎ শ্রদ্ধাহীন ক্রিয়াকলাপমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-শিষ্টাচারের অভিনয়-সূত্রে যেখানে কাপট্যের অস্তিত্ব থাকিলেই ঐরূপ অনর্থ উপস্থিত হয়। এইজন্য আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তি যেরূপ বৈষ্ণব-শিষ্টাচার-পালনের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন, তদ্রূপ জাগতিক তথাকথিত শিষ্টাচারের মল যাহাতে বৈষ্ণব-শিষ্টাচারের মধ্যে কোনরূপে প্রবেশ না করে অর্থাৎ বৈষ্ণব-শিষ্টাচারসমূহ অকপট-শ্রদ্ধাহীন ক্রিয়াকাণ্ডমাত্র না হইয়া পড়ে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকিবেন। নিম্নে বৈষ্ণব-শিষ্টাচার ও সদাচারের একটী অসম্পূর্ণ তালিকা প্রদত্ত হইল,—

১। শ্রীগুরুদেবের নামের পূর্ব্বে 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' শব্দ ব্যবহারপূর্ব্বক প্রণতির সহিত তাঁহার নাম উচ্চারণ বৈষ্ণব-শিষ্টাচার।

২। নিজেকে বহির্ম্মুখ-সমাজ-প্রদত্ত বা স্মার্ত্তসমাজে প্রচলিত উপাধিতে অভিহিত না করিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যদত্ত নামে আত্ম-পরিচয়প্রদান বৈষ্ণব-শিষ্টাচার।

৩। ভক্তিসূচক উপাধি বা পারমার্থিক নামধারণ বৈষ্ণবশিষ্টাচারসম্মত।

৪। সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুবন্দনা, তৎপরে বৈষ্ণব-বন্দনা, তৎপরে পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দরের বন্দনা ও তৎপরে শ্রীবৃষভানুসুতাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের বন্দনার পদ্ধতি বৈষ্ণব-শিষ্টাচার-সম্মত।

৫। অন্য দেবতার নিন্দা না করা ও প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দেওয়া বৈষ্ণব-শিষ্টাচার।

৬। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণকারী ব্যক্তিমাত্রকে দেখিলেই তাঁহাকে যথাবিহিত অভিবাদন করা বৈষ্ণবশিষ্টাচারসম্মত। যদি সেই ব্যক্তি ভিন্ন-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্তও হন অথবা শুদ্ধবৈষ্ণব না হন, তথাপি তাঁহার ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি চিহ্নের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ যথাবিহিত দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করা কর্ত্তব্য। শুদ্ধবৈষ্ণব হইলে তাঁহাকে ভূপতিত হইয়া দণ্ডবৎ করিতে হইবে ও চিহ্নধারী বিদ্ধবৈষ্ণব হইলে বৈষ্ণবচিহ্নের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ মস্তক অবনত করিয়া সম্মান করা কর্ত্তব্য।

৭। কোন বৈষ্ণবকে দূর হইতে দেখিতে পাইলে সেই বৈষ্ণবের নিকট অভিগমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করা বৈষ্ণবশিষ্টাচার। .

দৃষ্ট্বা ভাগবতং দূরাৎ সম্মুখে নোপযাতি হি।
ন গৃহ্নাতি হরিস্তস্য পূজাং দ্বাদশবার্ষিকীম্॥
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ধৃত স্কান্দবাক্য, ১৫৩ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তকে দূর হইতে দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট অভিগমন করে না, ভগবান্ শ্রীহরি তাহার দ্বাদশবার্ষিকী পূজাও গ্রহণ করেন না।

৮। বৈষ্ণবের ন্যায় ব্রাহ্মণকেও নমস্কারাদি দ্বারা সম্মান বৈষ্ণব-শিষ্টাচার। নিজেকে বৈষ্ণব সুতরাং ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ বিচার করিয়া ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করা ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল। শ্রীউদ্ধব ও শ্রীঅক্রূরাদি মহাভাগবতগণ ব্রাহ্মণমাত্রেরই বন্দনা করিয়া এই বৈষ্ণব-শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়াছেন। "দুর্ব্বাসসাপি শ্রীঅম্বরীষস্য পাদগ্রহণপর্য্যন্তমাচরিতম্। কিন্তু অম্বরীষজ্ঞানতীর্থেন ভবিতি ভক্তের বাক্যাৎ, শ্রীভগবতা শ্রীমদুদ্ধবাদিভিস্তু ব্রাহ্মণমাত্রস্য বন্দনাচ্চ ইত্যবৈষ্ণবৈস্তু তৎ সর্ব্বথা ন মন্তব্যম্,—'বিপ্রং কৃতাগসমপি নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ। ঘ্নন্তং বহুশপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশঃ॥' ইতি ভগবদাদেশবিরুদ্ধপ্রসঙ্গাচ্চ। 'বধাকমিব নেক্ষেত' ইত্যাদিকন্তু তদ্দর্শনাসক্তিবিশেষপরত্বেন সমাধেয়ম্; দূরতো যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদ্যাদীনামন্যথাপি তথা ব্যবহারঃ।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৫৬ সংখ্যা)

দুর্ব্বাসা শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের পাদগ্রহণ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, তাহা উক্ত মহারাজের অনভীষ্টরূপে তথাই প্রকাশিত হওয়ায় এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীউদ্ধবাদিকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণমাত্রেরই বন্দন দৃষ্ট হওয়ায় নীচকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবগণ কোনরূপেই ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক নিজের পাদগ্রহণ অভিলাষ করিবেন না। বিশেষতঃ তাদৃশ অভিলাষ করিলে—"হে যাদবগণ! ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলেও তাঁহার প্রতি হিংসা করিবে না এবং তিনি হিংসা করিলে বা অভিশাপ প্রদান করিলেও সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রণাম করিবে।"—এই ভগবদাজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া থাকে। অতএব "বধ্যকের ন্যায় তাঁহাকে দর্শন করিবে না।"—এই নিষেধবাক্যের অর্থ এই যে, তাঁহার দর্শনে আসক্ত হইবে না। শ্রীযুধিষ্ঠির, শ্রীদ্রৌপদী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়জনগণের অন্যথাচারের প্রতি তাদৃশ ব্যবহারই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

"দৃষ্ট্বা ভাগবতং বিপ্রং নমস্কারেণ নার্চ্চয়েৎ।
নৈবিদ্যস্তস্য পাপস্য ন চ বৈ ক্ষমতে হরিঃ॥"
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৫৩ সংখ্যা)

যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত বিপ্রকে নমস্কারদ্বারা পূজা করে না, ভগবান্ শ্রীহরি সেই দুর্বেষ্টাশীর পাপ কখনও ক্ষমা করেন না।

৯। প্রত্যেক জীবেই কৃষ্ণের অধিষ্ঠান আছে জানিয়া সকল জীবের প্রতি যথাবিহিত সম্মানপ্রদর্শন বৈষ্ণব-শিষ্টাচার। 'সম্মান-প্রদান' অর্থে 'দণ্ড' বুঝায় না। ব্যাঘ্রে শ্রীকৃষ্ণাধিষ্ঠান আছে জানিয়া তদন্তর্যামীকে প্রণাম করিতে হইবে বলিয়া ব্যাঘ্রের হিংস্রস্বভাবকে বহুমানন বা ব্যাঘ্রকে আলিঙ্গন করিতে হইবে না।

১০। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের ছায়া, শ্রীতুলসী ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের ছায়া অতিক্রম বা লঙ্ঘন না করা বৈষ্ণব-শিষ্টাচার। শ্রীতুলসী বা শ্রীবৈষ্ণবের সম্মুখভাগ অতিক্রম বা উল্লঙ্ঘন না করা একটি বৈষ্ণব-শিষ্টাচার।

১১। শ্রীবিগ্রহদর্শনকালে গর্ভমন্দিরে গমন না করিয়া শ্রীগরুড়স্তম্ভ বা শ্রীতুলসী-মঞ্চ প্রভৃতির পশ্চাতে

থাকিয়া ও তাঁহাদিগকে বামভাগে রাখিয়া অথবা নাট্যমন্দিরে অবস্থান করিয়া শ্রীবিগ্রহদর্শন করা কর্ত্তব্য।

১২। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রণামের প্রণালীবিষয়ে শিষ্টাচার এইরূপ,—

গরুড়ং দক্ষিণে কৃত্বা কুর্য্যাত্তৎপৃষ্ঠতো বুধঃ।
অবশ্যক্ প্রণামাংস্ত্রীন্ শক্তশ্চেদধিকাধিকান্॥
(শ্রীঃ ভঃ বিঃ ৮।১৬৪)

পণ্ডিত ব্যক্তি গরুড়কে দক্ষিণে রাখিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে প্রণাম করিবেন। কিন্তু শ্রীভগবানের অতি নিকটে প্রণাম নিষিদ্ধ। প্রণাম অবশ্য তিনবার করিতে হইবে। সামর্থ্য থাকিলে তাহা অপেক্ষাও অধিকবার প্রণাম করা যাইতে পারে।

১৩। শ্রীগুরুদেব বা শ্রীবৈষ্ণবের হস্তে কোন বস্তু প্রদান করিতে হইলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহা প্রদান করা কর্ত্তব্য।

১৪। পুণ্যাদি ফল-কামনা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির জন্য শ্রীগঙ্গাদি তীর্থে স্নান শ্রীনারদ, শ্রীব্যাসাদির আচরিত সদাচার। "যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ" ইত্যাদৌ শ্রবণাৎ অপি স্নানাদিকমাচরতি, তৎ খলু শ্রীনারদব্যাসাদিসংপরম্পরাচারগৌরবাৎ এব। অন্যথা তদতিক্রমেণাপরাধঃ স্যাৎ। তে চ তথা মর্য্যাদাং লোকস্য কদর্য্যবৃত্ত্যাদিনিরোধায়ৈব স্থাপিতবন্ত ইতি জ্ঞেয়ম্।" (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১১৩ অনুচ্ছেদ)—"যিনি পুণ্ডরীকাক্ষের স্মরণ করেন, তিনি বাহ্য ও অভ্যন্তরে শুদ্ধ হইয়া থাকেন" ইত্যাদি বাক্যে শ্রদ্ধাশীল হইয়াও ভক্তগণ পুনরায় যে স্নানাদির আচরণ করেন, তাহা কেবল শ্রীনারদ-ব্যাস প্রভৃতি সজ্জনগণের প্রবর্ত্তিত আচারের গৌরব-রক্ষার জন্যই জানিতে হইবে। অন্যথা তল্লঙ্ঘনেও অপরাধ হয়; যেহেতু লোকের কদাচার প্রভৃতির নিবারণার্থই তাঁহারা ঐ সকল নিয়ম বিধান করিয়াছেন।

১৫। যেস্থলে ভগবানের বা বৈষ্ণবের নিন্দা হইতেছে, সেই স্থান অবিলম্বে পরিত্যাগ করা অথবা ক্ষমতা থাকিলে নিন্দকের জিহ্বা খণ্ডিত করা বৈষ্ণব-শিষ্টাচার। নিন্দকের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিলে ব্যবহারিক অসভ্যতা, অভদ্রতা বা অশিষ্টাচার প্রদর্শন করা হইবে মনে করাও অত্যন্ত অপরাধময় চিত্তবৃত্তির লক্ষণ।

১৬। শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রদত্ত প্রসাদ-ভোজন, শুদ্ধবৈষ্ণবকে ভোজন করান, শুদ্ধবৈষ্ণবের সহিত দান, প্রতিগ্রহ, শুভানুধ্যায়ী শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট হৃদয়ের গূঢ়কথা জ্ঞাপন ও তাঁহার নিকট হইতে গুহ্যকথা শ্রবণের দ্বারা বৈষ্ণবের সঙ্গ করা বৈষ্ণব-শিষ্টাচার।

১৭। প্রজল্পের পরিবর্ত্তে সাধুসঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করা বৈষ্ণব-শিষ্টাচার।

১৮। সম্বন্ধতত্ত্বজ্ঞানাভাবহেতু স্বল্পবুদ্ধি কনিষ্ঠগণকে মধ্যমাধিকারীর কেবল বালিশ-জ্ঞানে কৃপা, তাঁহার মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম শুনিয়া স্বসম্পর্কবোধে মনে মনে তাঁহাকে আদর, হরিভজনে প্রবৃত্ত দীক্ষিত ব্যক্তিকে প্রণতি দ্বারা আদর এবং মহাভাগবতকে ঈপ্সিত-সঙ্গ জানিয়া পরিচর্য্যা করা বৈষ্ণব-শিষ্টাচার।

১৯। বস্ত্রাধারে শ্রীহরিনামের মালিকা রক্ষা করিয়া সর্ব্বক্ষণ সংখ্যানাম করা বৈষ্ণব-শিষ্টাচার। তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ঐরূপ করিতে দেখিলে বা শ্রীহরিনামের মালার ঝোলা দেখিলে বিদ্রূপাদি করিবে ভাবিয়া সংখ্যানাম হইতে বিরতি শ্রীহরিসেবায় সংসাহসহীনতার ও শ্রীহরিপ্রীতির অভাবের পরিচায়ক।

২০। শ্রীতুলসী, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীনামসংকীর্ত্তনের সম্মুখে তাম্রকূটাদি সেবন বৈষ্ণব-শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ও অপরাধজনক।

২১। আরাত্রিক-দর্শনকালে দণ্ডায়মান হইয়া আরাত্রিক-দর্শন বৈষ্ণব-শিষ্টাচার।

২২। শ্রীবিগ্রহকে আরতি বা ব্যজন করিতে হইলে দণ্ডায়মান হইয়া করা কর্ত্তব্য, নতুবা আলস্য ও অভ্যাসজনিত অপরাধ ঘটিতে পারে।

২৩। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে শয়ন করা বা বিশ্রামসুখ উপভোগ করা অপরাধজনক কার্য্য; অতএব তাহা বৈষ্ণব-শিষ্টাচারবিরুদ্ধ।

২৪। শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও শ্রীহরিকথাশ্রবণ-কীর্ত্তনকালে নিদ্রালুতা, আলস্য, জাড্য, বৈধির্য্য প্রভৃতি শ্রীভক্তিদেবীর চরণে মহা-অপরাধ।

২৫। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সম্মুখে বা শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠব্যাখ্যাদিকালে নিজের প্রশংসা বা আত্মশ্লাঘা মুখে ব্যক্ত বা

ক্ষেত্রে অনুকরণ করা অত্যন্ত অপরাধজনক ও বৈষ্ণব-সদাচার-বিরুদ্ধ।

২৬। পাদুকা পরিধান বা যানে আরোহণ করিয়া শ্রীমন্দিরে গমন, শ্রীধাম-পরিক্রমা, নগর-সংকীর্তনের অনুব্রজ্যা, শ্রীবিগ্রহ-দর্শন বা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবার অভিনয় অপরাধজনক, অতএব বৈষ্ণব-শিষ্টাচারবিরুদ্ধ।

২৭। শ্রীনগর-সংকীর্তন, শ্রীনাম-সংকীর্তন বা পরিক্রমা প্রভৃতির অভিযানকালে গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডবৎপ্রণামাদি ও অনুগমন না করিলে পরমজ্ঞানী ব্যক্তিও অধঃপতিত হন, ইহাই শাস্ত্র তারস্বরে বলিয়াছেন। অতএব অভ্যুত্থান ও অনুব্রজ্যাদিদ্বারা শ্রীনামকীর্তনের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন বৈষ্ণব-শিষ্টাচারসম্মত।

নানুব্রজতি যো মোহাদ্ ব্রজন্তং জগদীশ্বরম্।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাপি স ভবেদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥

(রথযাত্রা-প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ধৃত-পুরাণবাক্য)

মূঢ়তাপ্রযুক্ত যে-ব্যক্তি শ্রীমূর্তির গমনকালে তাঁহার অনুগমন না করে, সে-ব্যক্তি জ্ঞানাগ্নিদ্বারা সকল কর্ম দগ্ধ করিলেও 'ব্রহ্মরাক্ষস' বলিয়া পরিগণিত হয়।

২৮। অভ্যুত্থানপূর্বক বৈষ্ণবের অভ্যর্থনা বৈষ্ণব-শিষ্টাচারের একটি অঙ্গ; অর্থাৎ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন বৈষ্ণবকে আসিতে দেখিলে স্বীয় আসন হইতে উত্থিত হইয়া কিছুদূর গমনপূর্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসা এবং দণ্ডবৎপ্রণামাদিদ্বারা তাঁহাকে সম্বর্ধনা করা বৈষ্ণব-শিষ্টাচার।

২৯। ভগবদ্ভক্ত যদি কখনও কঠোর শাসন বা তীব্রভাষা প্রয়োগ করিয়া অবমাননাও করেন, তথাপি তাঁহার অবমাননা না করাই বৈষ্ণবশিষ্টাচার। বৈষ্ণব কোনরূপ তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ করিলে মুখে মুখে তাহার প্রতিবাদ না করিয়া তাঁহার শাসনবাণী শিরে ধারণপূর্বক আত্মশোধন করাই কর্তব্য। যদি মনে হয় যে, বৈষ্ণব অযথাই দোষারোপ করিয়া শাসন করিতেছেন, তখন নিজের দুষ্ট মনকে শাসন করিয়া বৈষ্ণবের বিচারই মঙ্গলজনক বলিয়া বরণ করিতে হইবে। এইজন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

রুক্ষাক্ষরং শৃণ্বন্ বৈ তথা ভাগবতেরিতম্।
প্রণামপূর্বকং ক্ষান্ত্যা যো বদেদ্ বৈষ্ণবো হি সঃ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২০৭ অনুচ্ছেদ-ধৃত শাস্ত্রবাক্য)

যিনি ভগবদ্ভক্তের দ্বারা উচ্চারিত রুক্ষ বচন শ্রবণ করিয়াও সহিষ্ণুতা-সহকারে প্রণামপূর্বক সেই ভগবদ্ভক্তের সম্ভাষণ করেন, তিনি 'বৈষ্ণব'-নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

৩০। শ্রীগুরুদেব ব্যতীত অন্য বৈষ্ণবকে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম বা পূজা করা অপরাধজনক। শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে বামদিকে রাখিয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম করা বৈষ্ণব-শিষ্টাচার।

৩১। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি কোন ভক্তি-গ্রন্থ বা জপের মালিকা হস্তে থাকিলে তাহা লইয়াই দণ্ডবৎ-প্রণাম করা অপরাধজনক। যদি শ্রীগুরুদেব বা নিজাপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিতে হয়, তবে শ্রীগ্রন্থ বা তুলসী-মালিকাকে কোন উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করিয়া দণ্ডবৎপ্রণাম করা কর্তব্য।

৩২। হস্তে শ্রীকৃষ্ণপূজার কোন উপকরণ, ভগবৎ-প্রসাদপূর্ণ পাত্রাদি লইয়া বা উচ্ছিষ্টলিপ্ত-হস্তে দণ্ডবৎ-প্রণাম করা নিষিদ্ধ।

৩৩। বৈষ্ণবকে ভূপতিত হইয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম করিতে হয়। সংক্ষেপ করিবার জন্য বা আলস্যবশতঃ কেবল হস্তদ্বারা অভিবাদন বা ভূমিতে ললাট বা অষ্টাঙ্গ স্পর্শ না করাইয়া দণ্ডবৎপ্রণাম অথবা সময়ে অসময়ে কেবল দণ্ডবৎ-প্রণাম করিবার অভিনয় দেখাইয়া বৈষ্ণবকে ক্লান্ত করা কর্তব্য নহে।

৩৪। শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ, শ্রীতুলসী, শ্রীগুরুদেব ও শ্রীবৈষ্ণবগণের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া উপবেশন বা দণ্ডায়মান হইয়া অবস্থান অপরাধজনক, অতএব বৈষ্ণব-শিষ্টাচারবিরুদ্ধ।

৩৫। আরাত্রিককালে শ্রীবিগ্রহের দর্শনপথ অতিক্রম করিয়া একদিক্ হইতে অন্যদিকে গমনাগমন নিষিদ্ধ।

৩৬। শ্রীমন্দিরে যখন শ্রীভগবানের আরাত্রিকাদি সেবা হয়, তখন শ্রীবিগ্রহকে বামদেশে রাখিয়া সেই সেবা দর্শন ও বামদেশে রাখিয়া প্রণাম করিতে হয়, ইহাই বৈষ্ণব-শিষ্টাচার।

৩৭। যখন শ্রীমন্দিরে আরাত্রিকাদি সেবা বা শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও সংকীর্তন হয়, সেই সময় নিজের সুখ বা আরামের উদ্দেশ্যে শয়ন, বায়ুসেবন বা বৃথা গল্পগুজবাদি-কার্যে সময়ক্ষেপণ করা অপরাধজনক।

৩৮। শ্রীমন্দিরের বা শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দুই জানুকে একত্রিত করিয়া বা পাদপ্রসারণপূর্ব্বক উপবেশন কিংবা অর্দ্ধশায়িতভাবে আরামে করিবার অভিপ্রায়ে অবস্থান অপরাধজনক, অতএব বৈষ্ণব-শিষ্টাচারবিরুদ্ধ।

৩৯। শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকাকালে শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে শ্রীচরণামৃতাদি পান, শ্রীমহাপ্রসাদ ভোজন, শ্রীহরিকথা ও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের স্তব স্তুতি ব্যতীত জাগতিক লোকের স্তুতি-নিন্দা ও বৈষয়িক আলাপ করা অত্যন্ত অপরাধজনক। অন্তরালে থাকিয়া শ্রীচরণামৃত-সেবন কর্ত্তব্য।

৪০। শ্রীমন্দির উন্মুক্ত থাকাকালে যেরূপ শ্রীবিগ্রহের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া উপবেশনাদি অত্যন্ত অপরাধজনক, তদ্রূপ শ্রীমন্দির বন্ধ থাকাকালেও তদভিমুখে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া অবস্থান বা তদভিমুখে পদপ্রসারণাদি কিংবা মন্দিরের অলিন্দে বায়ুসেবনার্থ উপবেশন, আরোহণ বা শয়ন মহা-অপরাধজনক।

৪১। শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ যেই গৃহে অবস্থান করেন বা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ যেই গৃহে পূজিত হন, নিজের কোনপ্রকার সুখভোগের উদ্দেশ্যে সেই গৃহের ছাদের উপর আরোহণ করা অপরাধজনক।

৪২। শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীবৈষ্ণবকে নীচের তলায় রাখিয়া নিজে উপরের তলায় শয়ন বা অবস্থান অপরাধ।

৪৩। শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীতুলসী, শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের সম্মুখে পায়ের উপর পা' তুলিয়া বসা বা পাদদেশকে অনাবৃত করিয়া বসা অপরাধজনক, অতএব বৈষ্ণবশিষ্টাচার-বিরুদ্ধ।

৪৪। বৈষ্ণবকে নিম্নস্থানে বা নীচ-আসনে রাখিয়া নিজে উচ্চ-আসনে উপবেশন অত্যন্ত অপরাধজনক; সুতরাং বৈষ্ণবশিষ্টাচারবিরুদ্ধ।

৪৫। যখন কোন গৃহের মধ্যে শ্রীমহাপ্রসাদ পরিবেশন ও সম্মান বা শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন হয়, তখন সেই গৃহের ছাদের উপরে উঠিয়া ভ্রমণ বা বায়ুসেবন করা অত্যন্ত অপরাধজনক; সুতরাং বৈষ্ণবশিষ্টাচারবিরুদ্ধ।

৪৬। শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিবার পূর্ব্বে প্রসাদের বন্দনা এবং প্রসাদসেবন করিতে করিতে তাঁহার গুণগান ও শ্রীনামকীর্ত্তন করা বৈষ্ণব-শিষ্টাচার।

৪৭। গৃহস্থের গৃহে কোন বৈষ্ণব পদার্পণ করিলে তাঁহাকে বৈষ্ণবোচিত অভ্যর্থনা ও আসনাদি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করা বৈষ্ণব-শিষ্টাচারসম্মত।

৪৮। কোন বৈষ্ণব-অতিথি গৃহে উপস্থিত হইলে অন্যকার্য্য থাকিলেও বৈষ্ণবের পূর্ব্বেই নিজে ভোজনাদি সমাপ্ত করা এবং তাঁহার বিশ্রামের পূর্ব্বেই নিজে বিশ্রাম করা অত্যন্ত অপরাধজনক।

৪৯। কোন বৈষ্ণব শ্রীএকাদশী ব্যতীত অন্যদিবস কোন বৈষ্ণবগৃহস্থের গৃহে আগমন করিলে তাঁহাকে প্রসাদাদি-দ্বারা সৎকার না করা বৈষ্ণবশিষ্টাচার-বিরুদ্ধ।

৫০। শ্রীএকাদশী-দিবস কোন অতিথি গৃহে আসিলে তাঁহাকে প্রসাদাদি-প্রদান বৈষ্ণব-শিষ্টাচারবিরুদ্ধ; মিষ্ট বাক্য ও আসনাদি দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে।

৫১। আরতি-কীর্ত্তনাদি করিবার কালে সর্ব্বপক্ষে তাহা দণ্ডায়মান হইয়া অনুষ্ঠান করাই বৈষ্ণব-শিষ্টাচার।

৫২। শ্রীবিগ্রহ, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীতুলসী, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পূজ্যবস্তুর সম্মুখে কেহ দণ্ডবৎপ্রণাম করিতে থাকিলে তৎসম্মুখে অবস্থান বা সেইস্থান অতিক্রম করিয়া যাওয়া অপরাধজনক, সুতরাং বৈষ্ণব-শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ।

৫৩। কোনরূপ পাদুকা পরিধান করিয়া বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎপ্রণাম অপরাধজনক, অতএব বৈষ্ণবশিষ্টাচারবিরুদ্ধ। পদদেশ পাদুকাসংযুক্ত থাকাকালে যদি কোন বৈষ্ণবের দর্শন ঘটে, তবে পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিতে হইবে। ইহাতে কোন প্রকার আলস্য, শৈথিল্য বা ত্রুটী করিলে তদ্দ্বারা বৈষ্ণব-শিষ্টাচার-লঙ্ঘন-জনিত অপরাধ হইবে।

৫৪। শরণাগত শ্রীধামবাসিগণে বহির্ম্মুখ পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্য্য, কুল, শীল ও তথাকথিত সভ্যতার অভাব আছে মনে করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অশ্রদ্ধামূলক ব্যবহার বিশেষ অপরাধজনক। শ্রীধামবাসিগণের গ্রাম্যভাষা ও ব্যবহার দেখিয়া তৎপ্রতি অশ্রদ্ধামূলক বিদ্রূপাদি করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু তাঁহার 'শ্রীব্রজবিলাস'-স্তবে শ্রীধামবাসিগণের সহিত গ্রাম্য-আলাপ করিতে করিতে শ্রীব্রজবাসের অভিলাষ করিয়াছেন; কারণ, শ্রীধামবাসিগণে শরণাগতিমূলা সরলতা বর্ত্তমান।

তাঁহারা শ্রীধামেশ্বরের বিশেষ কৃপাপাত্র। তাঁহাদের দর্শনের দ্বারা শ্রীধামস্ফূর্ত্তির উদ্দীপন এবং তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টিতে শ্রীধামেশ্বরের সেবা লাভ হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"ধামবাসিজনে, প্রণতি করিয়া',
মাগিব কৃপার লেশ।"

৫৫। সর্ব্বপ্রকার অসৎসঙ্গ-পরিত্যাগ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার নির্ব্বিশেষবাদী, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী ও স্ত্রৈণগণের সঙ্গ-পরিত্যাগই বৈষ্ণব-সদাচার।

৫৬। শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত হইয়া তাপ, পুণ্ড্র, কৃষ্ণদাস-সূচক নাম, মন্ত্র, শ্রীবিগ্রহসেবাপদ্ধতিরূপ পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত হওয়া বৈষ্ণব-সদাচার।

৫৭। শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী, শ্রীগৌরপূর্ণিমা, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী, অষ্টমহাদ্বাদশী, শ্রীএকাদশীতিথি প্রভৃতি মাধবতিথিতে মহাপ্রসাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক উপবাস ও অনুক্ষণ হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ অবশ্য-পালনীয় বৈষ্ণব-সদাচার।

৫৮। শ্রীকার্ত্তিক-ব্রত, শ্রীপুরুষোত্তমব্রত প্রভৃতি নিয়মের সহিত পালন বৈষ্ণব-সদাচার।

৫৯। শ্রীএকাদশী প্রভৃতি মাধবতিথিতে শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে রাত্রিজাগরণ বৈষ্ণব-সদাচার।

৬০। শুদ্ধভক্তগণকে লইয়া জন্মদিনাদি মহোৎসবের অনুষ্ঠান বৈষ্ণব-সদাচার।

৬১। প্রত্যহ অপতিতভাবে শ্রীতুলসী, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীধাম, শ্রীভাগবত ও শ্রীসংখ্যানামের সেবা অপরিহার্য্য বৈষ্ণব-সদাচার।

৬২। শ্রীবিগ্রহ-অর্চ্চনকালে উত্তরীয়ধারণ বিধি। নগ্নদেহে অবস্থান বা অনাবশ্যক অঙ্গাবরণাদি পরিধান করা বৈষ্ণবসদাচার-বিরুদ্ধ।

৬৩। পূজাকালে কম্বলাবরণ, লোমবস্ত্র পরিধান বা আবরণরূপে ব্যবহার করা সেবাপরাধ; সুতরাং উহা বৈষ্ণব-সদাচারবিরুদ্ধ।

৬৪। শ্রীভগবান্‌কে কালোচিত ফল, পত্র ও দ্রব্যাদি অর্পণ এবং কায়শাঠ্য ও বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবাই বৈষ্ণব-সদাচার।

৬৫। অনিবেদিত দ্রব্য বা দেবতান্তরে নিবেদিত দ্রব্য ভোজন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর নিবেদিতান্ন-সম্মানই বৈষ্ণব-সদাচার।

৬৬। শ্রীবিগ্রহের ভোগের পূর্ব্বে কোন দ্রব্য ভোজন মহা-অপরাধজনক। গৃহস্থগণের অনেকে শ্রীবিগ্রহের জন্য অগ্রভাগ নৈবেদ্য রাখিয়া ভোগের পূর্ব্বেই অবশিষ্ট দ্রব্যাদি ভোজন করিয়া থাকেন; ইহাও অপরাধ। সমস্ত ভোগ নিবেদিত হওয়ার পরই ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

৬৭। অত্যন্ত দারিদ্র্যবশতঃ যদি কোন গৃহস্থ সত্য-সত্যই শ্রীবিগ্রহের সেবা-পারিপাট্যে অসমর্থ হন, যেমন যাঁহাদের দিন-মজুরের কার্য্য করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে হয়, সেইরূপ ব্যক্তি যদি নিয়মিত সময়ে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন করিতে একান্তভাবে অসমর্থ হন, তাঁহার পক্ষে শ্রীগুরু-পাদুকা, শ্রীগুরুদেবের ব্যবহৃত বস্ত্র, আসন ও শ্রীতুলসীরূপা অর্চ্চার সেবা করা কর্ত্তব্য। তাহা দীক্ষিত বৈষ্ণবগৃহস্থের অপরিহার্য্য সদাচার।

৬৮। প্রত্যহ অপতিতভাবে সাধুর সঙ্গ, ভগবৎসম্বন্ধী স্থানে, যথা শ্রীধামে, শ্রীমন্দিরে বা শ্রীমঠে বাস, শ্রীনাম-কীর্ত্তন, শ্রীভাগবত-শ্রবণ ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তির সেবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-সদাচার।

৬৯। প্রত্যহ শয্যাত্যাগকালে নিয়ম করিয়া শ্রীগুরু-বর্গের নাম ও গুণ কীর্ত্তন করা একটী অপরিহার্য্য বৈষ্ণব-সদাচার।

৭০। প্রত্যহ আরাত্রিক মহোৎসব ও শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন, শ্রীমন্দির-পরিক্রমা, তীর্থ-গৃহে গতি, শ্রীবিগ্রহের অগ্রে নৃত্য-গীত, বিজ্ঞপ্তিজ্ঞাপন, দণ্ডবন্নতি প্রভৃতি বৈষ্ণব-সদাচার।

৭১। শ্রীচরণামৃত-সেবন ও ভগবৎপ্রসাদী ধূপ, দীপ, নির্ম্মাল্যাদির গন্ধগ্রহণ ভক্তির অনুকূল বৈষ্ণব-সদাচার।

৭২। মহাভাগবতের অধরামৃত সেবন, শুদ্ধনামপরায়ণ সাধুর পদধূলি দেহে ভক্তিপূর্ব্বক লেপন প্রভৃতি বৈষ্ণব-সদাচার।

৭৩। প্রত্যহ নিয়মিত স্বাধ্যায় অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত, গৌড়ীয়, শ্রীগোস্বামী ও আচার্য্যবর্গের গ্রন্থাদি শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে তাঁহাদের কৃপা-প্রতীক্ষা করিতে করিতে অধ্যয়ন বৈষ্ণব-সদাচার।

৭৪। কার্ত্তিক-মাসে আকাশ-দীপ-দান, বৈশাখ বা গ্রীষ্মে তুলসীতে জলধারা-প্রদান প্রভৃতি বৈষ্ণব-সদাচার। কিন্তু এইসকল ভক্ত্যঙ্গ প্রাকৃত ফল-কামনা-উদ্দেশে বা ফলভোগকামী কর্ম্মিগণের অনুকরণে কৃত হইলে তদ্দ্বারা ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ ঘটে।

৭৫। বৈষ্ণবকে হনন করা, তাঁহার নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং বৈষ্ণব-দর্শনে হর্ষযুক্ত না হওয়া—এই ছয়টী অধঃপাতকর অপরাধ হইতে সর্ব্বক্ষণ সতর্ক থাকিয়া তদনুকূল ব্যবহার করা বৈষ্ণব-সদাচার।

৭৬। অশ্রদ্দধান ব্যক্তির নিকট নামোপদেশ করা, অনধিকারী ব্যক্তিগণের সভায় বা সাধারণস্থানে রসকীর্ত্তন বা রসগ্রন্থাদি পাঠ করা ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধজনক, অতএব তাহা বৈষ্ণব-সদাচারবিরুদ্ধ।

৭৭। ব্যক্ত ও অব্যক্ত বাক্যবেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ ধারণপূর্ব্বক যে ভক্তির অনুকূল আচার প্রকাশিত হয়, সে-সকলই বৈষ্ণব-সদাচার। অতএব যাঁহারা ঐ ষড়্‌বেগকে দমন করিতে না পারেন, তাঁহারা কোনদিন বৈষ্ণব-শিষ্টাচারও পালন করিতে পারেন না।

৭৮। ভক্তির অনুশীলনে উৎসাহ, তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস, তত্তৎ আশাবন্ধ-জনিত ধৈর্য্য, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি-পালন ও কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগ-বর্জ্জন, দুঃসঙ্গ-ত্যাগ, সাধু-মহাজনগণ যে-সকল সদাচার অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং যে বৃত্তিদ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহার অবৈধ অনুকরণ না করিয়া তাঁহাদের কৃপা-প্রতীক্ষাপূর্ব্বক অনুসরণ ও সেইরূপ চিত্তবৃত্তি হইতে প্রসূত যাবতীয় আচারই বৈষ্ণব-সদাচার।

৭৯। বহির্ম্মুখ-জনসঙ্গ বা নির্জ্জনে স্ত্রীজনের সঙ্গ করিবার অন্যাভিলাষ পোষণ না করিয়া অপ্রাকৃত শ্রীহরিজনের সঙ্গ করাই বৈষ্ণব-সদাচার।

৮০। অসৎকথা বা অসদ্বিষয়ে লৌল্যের পরিবর্ত্তে সাধু-সঙ্গে শ্রীহরিকথায় লৌল্য-প্রবৃত্ত ব্যবহার বৈষ্ণব-সদাচার।

৮১। অধিকারগত নিয়মবর্জ্জন ও অন্য-অধিকারগত নিয়মগ্রহণের পরিবর্ত্তে নিয়মপূর্ব্বক শ্রীঅর্চ্চাদেবের সেবা-সাধন পূর্ব্বাচার্য্যগণের বিহিত শিষ্টাচার। শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনে, শ্রীমাধবতিথিপালনে ও অষ্টকাল হরিসেবায় নির্ব্বন্ধপূর্ব্বক শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে সেবা বৈষ্ণব-সদাচার।

৮২। বৈষ্ণবের নীচবর্ণ, কর্কশতা ও আলস্যাদি স্বাভাবিক-দোষ, কদর্য্য বর্ণ, কুগঠন, পীড়া ও জরাদিজনিত কুদর্শন প্রভৃতি বপুর্দ্দোষ এবং প্রাকৃতপর, জন্মাবশিষ্ট ও বৈরোৎপন্ন দোষ দর্শন না করিয়া তাঁহার অধোক্ষজ-প্রীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন বৈষ্ণব-সদাচার।

৮৩। ক্রমপন্থা-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ-ভিন্ন অন্য কথাপর বাক্যকে ও অন্যচিন্তাপর মনকে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-পরিকর ও লীলার সম্যক্ শ্রবণ, অনুকীর্ত্তন ও অনুস্মরণ স্মরণাদিতে নিযুক্ত করিয়া শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল, শ্রীক্ষেত্র-মণ্ডল বা শ্রীব্রজমণ্ডলে বাসপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণজনের অনুগত হইয়া নিখিলকাল-যাপনই বৈষ্ণব-সদাচার।

৮৪। ব্যবসায়ী ও আচারহীন সম্প্রদায়-বক্তার মুখে শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা বা পদাবলী-কীর্ত্তনাদি শ্রবণ অত্যন্ত অপরাধজনক; অতএব তাহা শুদ্ধবৈষ্ণবসদাচার-বিরুদ্ধ।

৮৫। শ্রীগুরুদেব বা শ্রীবৈষ্ণব কোন সেবাকার্য্যের আদেশ করিলে তাহা স্বয়ং সম্পাদনে শৈথিল্য বা আলস্য করিয়া অপরের দ্বারা সম্পাদন করান বৈষ্ণবসদাচার-বিরুদ্ধ অপরাধের কার্য্য।

৮৬। শ্রীহরিনামের মালিকা বা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থকে যেখানে-সেখানে ফেলিয়া রাখা কিম্বা অন্যান্য সাধারণ দ্রব্যাদির সহিত রাখা অপরাধজনক।

৮৭। শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মুখে রাখিয়া কলহ, প্রজল্প বা ক্রোধাদি প্রকাশ মহা-অপরাধ।

৮৮। কাহারও সহিত কলহ করিয়া বা ক্রোধ করিয়া মহাপ্রসাদান্ন পরিত্যাগ করা মহা-অপরাধের ফল।

৮৯। মহাপ্রসাদকে সাধারণ দ্রব্যবিশেষ জ্ঞান করিয়া অপবিত্র স্থানে নিক্ষেপ করা মহা-অপরাধজনক।

৯০। মহাপ্রসাদকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাওয়া ও তাহা পদদলিত করা অত্যন্ত অপরাধের কার্য্য।

৯১। মহাপ্রসাদের সহিত অমেধ্য দ্রব্য বা কোন প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণপর বস্তু মিশ্রিত করিয়া ভোজন অপরাধজনক। কোন কোন পাষণ্ডী হিন্দু শ্রীজগন্নাথদেবের কালিকা, মোচার ও অড়হর ডাল সুস্বাদু জানিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া

পুরের পর অপরের দ্রব্যাদি-সংযোগে ভোজন করিয়া থাকে। এইরূপ ইন্দ্রিয়-লাম্পট্য অনন্ত নরকের হেতু।

৯২। শ্রীএকাদশীদিবস শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্ত তণ্ডুলাদি ভিক্ষা প্রদান না করা ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য। শ্রীএকাদশীতে শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য যখন হয় সেই দিবস বৈষ্ণবগণ উপবাস করেন বলিয়া বিষ্ণুর সেবার্থ মাধুকরী-ভিক্ষা গ্রহণকারী বৈষ্ণবকে 'পেট-বৈরাগী' মনে করিয়া ভিক্ষাদানে কুণ্ঠিত হইলে নিশ্চয়ই অপরাধ হইবে। শ্রীএকাদশীদিবস মহাপ্রসাদ-ভোজনের ছলনা করিয়া অন্ন-ভোজনার্থ গৃহীতে আগমন অপরাধজনক।

৯৩। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের আলেখ্যদ্বারা গৃহ সজ্জিত করা অথবা যাদুঘরের ন্যায় শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নানাপ্রকার শ্রীমূর্ত্তি লোক-দেখাইবার জন্ত সাজাইয়া রাখা অত্যন্ত অপরাধজনক।

৯৪। যে-গৃহে শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ থাকেন, সেই গৃহে স্ত্রীপুরুষের শয়ন মহা-অপরাধজনক। শ্রীগ্রন্থ ও শ্রীভগবদ্বিগ্রহ একই বস্তু; তাহা অচেতন কাগজের স্তূপ নহে, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

৯৫। ভাড়াটিয়া-দ্বারা শ্রীবিগ্রহের সেবা (?) বা শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবা (?) করান অথবা নিজহস্তে ভোগরন্ধন বা শ্রীমন্দিরমার্জ্জন না করিয়া চাকরের দ্বারা ঐসকল মার্জ্জনাদের কার্য্য করান অপরাধজনক।

৯৬। প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা ভক্তিপূর্ণচিত্তে আত্মনিবেদন করিতে করিতে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীধাম, শ্রীভাগবতাদি প্রভৃতি ভগবান্ ও ভগবৎসম্বন্ধী বস্তুকে প্রণাম ও বন্দনা করা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

৯৭। গঙ্গাতীরে মূত্র-পুরীষাদি বিসর্জ্জন বা গঙ্গাগর্ভে শ্লেষ্মা-নিষ্ঠীবন-উচ্ছিষ্টাদি পরিত্যাগ অত্যন্ত অপরাধজনক বলিয়া বৈষ্ণব-ব্যবহার-বিরুদ্ধ।

মূত্রং বাপি পুরীষং বা গঙ্গাতীরে ত্যজেত্তু যঃ।
ন দৃষ্টা নিষ্কৃতিস্তস্য কল্পকোটিশতৈরপি॥
শ্লেষ্মাণং বাপি নিষ্ঠীবং গঙ্গাগর্ভে ত্যজেত্তু যঃ।
স যাতি নরকে ঘোরে তিষ্ঠত্যেব ন সংশয়ঃ॥
উচ্ছিষ্টং কফলঞ্চৈব গঙ্গাগর্ভে চ যস্ত্যজেৎ।
স যাতি রৌরবং বিপ্র ব্রহ্মহত্যাঞ্চ বিন্দতি॥

(শ্রীপদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, ৪র্থ অঃ)

৯৮। হস্তে শ্রীগঙ্গাজল বা গঙ্গাজলপূর্ণ পাত্রসহিত অপর বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করা অপরাধজনক ও বৈষ্ণব-সদাচারবিরুদ্ধ কার্য্য।

৯৯। পাদুকা পরিত্যাগ না করিয়া তৎসহই শ্রীবিগ্রহ-দর্শন, শিরস্ত্রাণ, শিরোভূষণ বা উষ্ণীষ উন্মোচন না করিয়া তৎসহই দণ্ডবৎপ্রণাম, ছত্রধারণ করিয়া অথবা মস্তকে, হস্তে বা পৃষ্ঠে কোন দ্রব্যাদি লইয়া দণ্ডবৎপ্রণাম অপরাধজনক ও বৈষ্ণব-শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। প্রখর রৌদ্র, এমন কি, মুষলধারে বৃষ্টিপাতকালেও ছত্রধারণপূর্ব্বক দণ্ডবৎপ্রণাম অপরাধজনক, অতএব বৈষ্ণব-শিষ্টাচারবিরুদ্ধ।

১০০। বৈষ্ণবের সম্মুখে তাঁহার গুণকীর্ত্তন অথবা হৃদয়ে তাঁহার মহত্ত্ব অনুভব না করিয়া বিমর্ষবদনে বসিয়া থাকা অপরাধের পরিচায়ক। যদি কেহ বাহিরে বৈষ্ণবের গুণকীর্ত্তন নাও করেন, তথাপি অন্তরে অন্তরে বৈষ্ণবের গুণাবলী অনুভব না করিলে তৎপ্রতি মাৎসর্য্যের উদয় হইবে। এজন্ত বৈষ্ণবের সম্মুখে অকপটে তাঁহার গুণকীর্ত্তন বা স্মরণ (তোষামোদ বা নিজপ্রতিষ্ঠা-অর্জ্জনের জন্ত নহে) ভক্তির অনুকূল।

১০১। যাবন্নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ বৈষ্ণব-আচারের একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ। যাঁহারা শ্রীহরিভক্তির অনুকূল দেহযাত্রা-নির্ব্বাহ-অপেক্ষাও অধিক আহরণ ও সঞ্চয়ের জন্ত প্রমত্ত হইয়া নানাপ্রকার প্রয়াস করেন, তাঁহারা কোনদিনও ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না। তাঁহাদের চিত্ত বিষয়মদে দুষ্ট হইয়া পড়ে।

১০২। কৌতূহল-পরিতৃপ্তি, 'হুজুগ' প্রভৃতি অভক্তিপর চিত্তবৃত্তি লইয়া মহাভাগবত বৈষ্ণবের নিকট গমন করিলে তাঁহার চরণে অপরাধ ঘটে। মহতের বাণীর আলোকে সেবোন্মুখ দৃষ্টিতে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে হয়। তাঁহাকে তুল্য বিচার না করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে নিজেকে স্থাপনপূর্ব্বক অন্তরে তাঁহার কৃপাপ্রার্থনা করিতে করিতে মহতের সঙ্গই বৈষ্ণবাচার।

১০৩। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের নিকট ভগবদ্-বিষয়ক বার্ত্তা জিজ্ঞাসা বা তাঁহাদের শ্রীমুখবাণী শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের নিকট "মনমরা"-ভাব বা "ভোগাভাবে দুঃখিতাভাব" হইয়া মুখভার করিয়া থাকা অত্যন্ত দুর্দ্দৈবের পরিচায়ক।

১০৪। যাত্রা, থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখিবার কৌতূহল, মাদকদ্রব্যাসক্তি ও যাবতীয় ভোগ্যদ্রব্যাসক্তি এবং গ্রাম্যকথা প্রভৃতি বর্জ্জন বৈষ্ণবসদাচার।

১০৫। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ বা অষ্টপ্রহর নাম-কীর্ত্তনাদি করিবার ছলনা করিয়া অর্থ বা দক্ষিণা সংগ্রহ করা অত্যন্ত অপরাধমূলক; অতএব শুদ্ধবৈষ্ণব-সদাচারবিরুদ্ধ।

১০৬। হরিনাম বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা ও সেই অর্থকে সংসারের বৃত্তিরূপে গ্রহণ করা অত্যন্ত অপরাধজনক। নিজের বা স্ত্রীপুত্রাদির উদরভরণ অথবা প্রতিষ্ঠাদি-অর্জ্জনের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ-বিক্রয়ের ব্যবসায় করা অত্যন্ত অপরাধ। অশ্রদ্দধান ও পাষণ্ডী আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণের জাগতিক প্রতিভা বা প্রতিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহাদের নিকট অর্থের বিনিময়ে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীভক্তিসন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রদান করা অথবা উপহাররূপে দান করা অত্যন্ত অপরাধ। এজন্যই আচার্য্যগণ তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ কোনরূপ অশ্রদ্দধান ব্যক্তির হস্তে পতিত না হয়, তজ্জন্য শপথ অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদি গ্রন্থের উপসংহারে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় (১৮।৬৭)। কেবলমাত্র পাঠের জন্য কৌতূহল ভক্তের লক্ষণ নহে। পাণ্ডিত্য করিবার জন্যও সেরূপ কৌতূহল অত্যন্ত অশ্রদ্ধালু ব্যক্তিতে দৃষ্ট হয়।

১০৭। নিজের প্রতিষ্ঠা বা প্রভুত্ব-অর্জ্জনের জন্য শ্রীমন্ত্র বা ভজনবিষয়ক রহস্য ব্যক্ত করা অত্যন্ত অপরাধজনক।

"অত্র চ শ্রীগুরোঃ শ্রীভগবতো বা প্রসাদলব্ধং সাধনসাধ্যগতং স্বীয়সর্ব্বস্বভূতং যৎকিমপি রহস্যং, তত্তু ন কস্মৈচিৎ প্রকাশনীয়ম্; যথা—(শ্রীভাঃ ৮।১৭।২০)—'নৈতৎ পরস্মা আখ্যেয়ং পৃষ্টয়াপি কথঞ্চন। সর্ব্বং সম্পদ্যতে দেবি দেবগুহ্যং সুসংবৃতম্।'" (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৩১১ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ ইহার মধ্যে শ্রীগুরু বা শ্রীভগবানের প্রসাদে সাধন-সাধ্যগত স্বীয় সর্ব্বস্বভূত যে রহস্য অবগত হওয়া যায়, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ্য নহে। যথা—'হে দেবি! কেহ জিজ্ঞাসা করিলেও এই গুহ্য অন্যকে বলিবে না। দেবগণের রহস্য সম্যক্ সুগুপ্ত হইলেই ফলপ্রদ হইয়া থাকে।'

১০৮। বৈষ্ণবগণের সম্মুখে ভজন করিতে করিতে দেহত্যাগের বাসনা আচার্য্যবর্গের আচরণের মধ্যে সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। তদ্বিপরীত বাসনা, অর্থাৎ ভোগ্য স্ত্রীপুত্রাদির সম্মুখে তাহাদের পরিচর্য্যালোলুপ হইয়া দেহত্যাগের বাসনা, অত্যন্ত অপরাধী পশু-মনোভাবাপন্ন গৃহব্রতগণের মধ্যেই দৃষ্ট হয়।

জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ ও তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ শ্রীআচার্য্যবৃন্দের আচরণ আধ্যক্ষিক-দৃষ্টিতে মাপিতে গেলে অধঃপতিত হইতে হয়। শ্রীনিত্যানন্দ-ভৃত্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে এজন্য বিশেষভাবে সতর্ক করিয়াছেন। ঈশ্বরগণের বাক্যই সত্য; তাঁহাদের বাণী অনুসরণ করিলে জীব সদাচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। তাঁহাদিগের আচার মাপিবার চেষ্টা করিলে জীব কোনদিনই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। যাঁহারা বৈষ্ণবসদাচার ও শিষ্টাচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে এই মূল বিষয়টী সর্ব্বদা আলোকস্তম্ভের ন্যায় সম্মুখে রাখা কর্ত্তব্য, নতুবা শত শত সদাচার-পালনের অভিনয় করিয়াও মঙ্গল-লাভ হইবে না। সকল সদাচারের মূল উদ্দেশ্যই শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গে প্রীতি।

ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষা

শ্রীধাম-মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ

(প্রশ্নপত্র—পূর্ণসংখ্যা ১০০)

শ্রীগৌরাব্দ ৪৫৬ বর্ষপূর্ত্তি—শ্রীশ্রীগৌরজন্মবাসর।

১। আপনি কিজন্য মঠে আসিয়াছেন? মঠ ও গৃহে পার্থক্য কি? গৃহের বিষয়বৈভব ছাড়িয়া মঠের বিষয়বৈভব লইয়া চিন্তা-ভাবনা, পরিশ্রম ও তজ্জন্য সমগ্র জীবনীশক্তি নিয়োগ করিবার সার্থকতা কি?

২। গত এক বৎসরের 'নদীয়া-প্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়ে' এমন কি কি বিশেষ প্রবন্ধ ও প্রয়োজনীয় কথা প্রকাশিত হইয়াছে—যাহা আপনার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে? সংক্ষেপে তাহা বর্ণন করুন।

৩। 'বেগুন-বেচা সুখ' ও বিরহব্যাকুলভাবের মধ্যে পার্থক্য কি? শ্রীমদ্ভাগবতাদি-পাঠশ্রবণকালে তন্দ্রা বা নিদ্রা আসিবার মূল কারণ কি? 'মনমরা-ভাব' ও 'দেঁতো হাসি'—এই দুইটি কি কি কারণে হয় ও তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় কি?

৪। সঙ্ঘের সেবা ও নির্জ্জন-ভজন, এই উভয়ের মধ্যে আপনার কোন্‌টিতে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা? মঠের বাসন মাজা ও পাঠকীর্ত্তনাদি সেবাকার্য্য—এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টিকে আপনি বড় বা ছোট মনে করেন এবং কেন করেন?

৫। শ্রীগুরুবৈষ্ণব ও তদনুগত সেবকগণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও 'আপন'বুদ্ধির লক্ষণ কি? বাহ্যদৃষ্টিতে গুরুবর্গ যে-স্থানে উপস্থিত বা কোন শাসক উপস্থিত না থাকেন, তথায় আপনার মনের অবস্থা ও বিচার কি হয়?

৬। শ্রীনবদ্বীপধাম, শ্রীমন্দির, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সমাধি-ক্ষেত্র, শ্রীতুলসীবৃক্ষ প্রভৃতি পরিক্রমা করিবার উদ্দেশ্য কি? মঙ্গলারাত্রিক ও সন্ধ্যারাত্রিক দর্শন ও শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণ-দর্শনার্থ গমন আপনি কি উদ্দেশ্যে করেন? আপনি কি উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের জয় প্রদান করেন? জয় প্রদান না করিলেই বা কি ক্ষতি হয়?

৭। শ্রীহরিনাম, নামাভাস ও নামাপরাধের মধ্যে পার্থক্য কি? নামাভাস ও নামাপরাধ কত প্রকার? যাঁহারা শ্রীনামপ্রাপ্ত হইয়াছেন ও যাঁহারা পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই উভয়শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য কি?

৮। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে পার্থক্য কি? ভোগ, ত্যাগ ও সেবার মধ্যে পার্থক্য কি?

৯। 'ভক্তিশাস্ত্রী'-পরীক্ষা বলিতে আপনি কি বুঝেন? ইহা কি কোন কাগজখণ্ডে আবদ্ধ? 'ভক্তিশাস্ত্রী' প্রভৃতি উপাধি লাভ করাই কি আপনার পরীক্ষা-প্রদানের লক্ষ্য? যাঁহারা একবার উপাধি প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারা কি ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষা আর দিবেন না?

১০। নবধা ভক্তির সম্বন্ধে যাহা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করুন। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-পাঠ শ্রবণ করিয়া আপনি কি কি নূতন বিষয় জানিতে পারিয়াছেন, সংক্ষেপে বর্ণন করুন।

ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষার ফল

৪৪৬ শ্রীগৌরাব্দ বর্ষপূর্ত্তি

(গুণানুক্রমে সজ্জিত)

মধ্যম-বিভাগ

১। শ্রীভক্তিশেখরদাস ব্রহ্মচারী *; ২। শ্রীপুরুষোত্তমদাস ব্রহ্মচারী; ৩। শ্রীনেত্রানন্দদাস ব্রহ্মচারী *; ৪। শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাস ব্রহ্মচারী *; ৫। শ্রীপ্রভুপদদাস ব্রহ্মচারী; ৬। শ্রীহরেকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (বড়); ৭। শ্রীকৃষ্ণমোহনদাস ব্রহ্মচারী *; ৮। শ্রীহরিজনদাস ব্রহ্মচারী; ৯। শ্রীরাধানাথদাস *।

---

* তারকাচিহ্নিত ব্যক্তিগণ পূর্ব্বে ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা এবৎসরও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এবার সাধারণ-বিভাগে কাহাকেও উত্তীর্ণ বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই।

শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব

(প্রাপ্ত)

আগামী ১২ই চৈত্র বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীরামনবমীব্রত। এই ব্রত শুদ্ধবৈষ্ণবমাত্রেরই উপবাস ও হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন-দ্বারা সযত্নে পালন করা কর্ত্তব্য। শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের উপাসকগণ শ্রীরামনবমীতিথিকে কখনও অনাদর করেন না। শ্রীরাম, শ্রীনৃসিংহ, শ্রীবরাহাদি বিষ্ণু অবতারগণের আবির্ভাব-তিথিকে তাঁহারা শ্রীমাধবী তিথি বলিয়া পরমাদরে বরণ করেন। এই দিবস শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল মুরারিগুপ্ত ঠাকুরের ভবনে বিশেষভাবে সংকীর্ত্তনোৎসব হইয়া থাকে।

গুর্ব্বর্থে ত্যক্তরাজ্যো ব্যচরদনুবনং
পদ্মপদ্ভ্যাং প্রিয়ায়াঃ,
পাণিস্পর্শাক্ষমাভ্যাং মৃজিতপথরুজো
যো হরীন্দ্রানুজাভ্যাম্।
বৈরূপ্যাৎ শূর্পণখ্যাঃ প্রিয়বিরহরুষা
রোপিতভ্রূবিজৃম্ভ-
ত্রস্তাব্ধির্বদ্ধসেতুঃ খলদবদহনঃ
কোশলেন্দ্রোঽবতান্নঃ।
(শ্রীভাঃ ৯।১০।৪)

শ্রীরামায়ণে (বালকাণ্ড, ৮-১২, ১৪-১৮) মহর্ষি বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব-সম্বন্ধে বর্ণন করিয়াছেন,—"যজ্ঞ সমাপনানন্তর ছয় ঋতু অতীত হইলে, চৈত্রমাসে নবমী-তিথিতে পুনর্ব্বসু-নক্ষত্রে কর্কটলগ্নে কৌশল্যাদেবী দিব্য-লক্ষণ-সম্পন্ন লোহিত-নয়ন রাজাধিরাজ ইক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধন তনয় প্রসব করিলেন। সেই মহাভাগ রক্তোষ্ঠসম্পন্ন দুন্দুভিতুল্য গভীর-নিস্বন মহাবাহু শ্রীরাম সর্ব্বলোক-নমস্কৃত জগন্নাথ; তিনি বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ। তাঁহার জন্মকালে রবি মেষ-রাশিতে, মঙ্গল মকর-রাশিতে, শনি তুলা-রাশিতে, বৃহস্পতি ও চন্দ্র কর্কট-রাশিতে এবং শুক্র মীন-রাশিতে ছিলেন। দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের জন্মে অদিতি যেরূপ শোভা পাইয়াছিলেন, সেইরূপ সেই অমিততেজস্বী পুত্রের জন্মে কৌশল্যাদেবী শোভা পাইলেন। সেই অমরাবতীতে দেব-দুন্দুভিসকল নিনাদিত হইল; গন্ধর্ব্বেরা মধুর গান ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল এবং অযোধ্যা-নগরীতে বিমান হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল এবং মহাসমারোহে মহোৎসব হইল—নগরীর সুবিপুল ও সুপ্রশস্ত পথসকল নট ও নর্ত্তকগণে এরূপ পরিব্যাপ্ত হইল যে, ঐসকল পথে মনুষ্যের সমাগম বন্ধ হইল এবং ঐসকল পথ গায়ক ও বাদকগণের গানে ও বাদ্যে ধ্বনিত ও তাহাদিগের পুরস্কারার্থ প্রদত্ত নানাবিধ রত্নসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া শোভান্বিত হইল। সেইসময় রাজা দশরথও ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র সহস্র গোধন ও বহু ধনরত্ন এবং সূত, মাগধ ও বন্দিগণকে পারিতোষিক প্রদান করিলেন।"

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১৪।৩০) শ্রীরামনবমীব্রত-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—"চৈত্রমাসীয়া নবমীতিথিতে স্বয়ং হরি শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হন। ঐ তিথি পুনর্ব্বসুযুক্তা হইলে নিখিল-কামফলপ্রদায়ী হইয়া থাকেন। মধ্যাহ্নসময়ে পুনর্ব্বসুর যোগ হইলে ঐ তিথি মহাপুণ্যতমা বলিয়া কীর্ত্তিতা হন। দিবাকর মেষরাশিগত হইলে কর্কটলগ্নে পরমপুরুষ শ্রীরাম স্বীয় কলাসহ কৌশল্যার গর্ভে ১২টার পর প্রাদুর্ভূত হন। হরিপরায়ণ ব্যক্তিগণ অষ্টমীবিদ্ধা নবমী বর্জ্জনপূর্ব্বক শুদ্ধা নবমীতে উপবাসী থাকিয়া দশমীতে পারণ করিবেন।"

শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকায় ব্রতবিধি উক্ত হইয়াছে,—"পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্তা শুদ্ধা নবমীই মহাফলপ্রদায়িনী; যেহেতু পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্তা চৈত্রমাসীয়া শুক্লা নবমীতেই শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া ঐরূপ তিথি সর্ব্বাভীষ্ট-ফলপ্রদা। নবমীতিথির অন্তও যদি পুনর্ব্বসু-নক্ষত্রে যোগ না হয়, তাহা হইলেও ঐ তিথির অনেক মাহাত্ম্য। মধ্যাহ্ন-সময় পর্য্যন্ত যদি পুনর্ব্বসুর যোগ থাকে, তবে ঐ তিথিকে পুণ্যতমা জানিবে। সেই প্রধান পুরুষ শ্রীরামচন্দ্র মেষরাশিগত সূর্য্যে এবং কর্কটলগ্নে কৌশল্যার গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; এই শাস্ত্রদ্বারা সৌর-বৈশাখই প্রভুর জন্মমাস প্রতিপাদিত হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত চৈত্রমাস চান্দ্র নির্ব্বাচিত হইয়াছে। কেবল নবমীতেও ব্রত কর্ত্তব্য, এই ব্রত সাধারণেই করিতে পারিবে। বৈষ্ণবদিগের দশমী-যুক্তা নবমীতে উপবাস, পরদিন দশমী ত্রিমুহূর্ত্ত থাকিলে সেই দশমীর মধ্যে পারণ করিবেন।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরসাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২১শে চৈত্র, ১৩৪৮ ; ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪২ {৩৪শ-৩৫শ সংখ্যা

সৎ ও মহৎ

'সৎ' বা 'সাধু' শব্দ একটি সাধারণ (general) ও ব্যাপক (wide) পরিভাষা। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত সকলেই তাঁহাদের স্ব-স্ব ধারণানুযায়ী সাধুর স্বরূপ বিচার করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাঁহারা সকলেই সাধারণভাবে 'সাধু'শব্দবাচ্য হইলেও তাঁহাদের মধ্যে তারতম্য আছে। আবার সৎ বা সাধু হইতে মহৎ বা ভক্তের বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বিশেষ বিশ্লেষণ-সহকারে বিভিন্ন দিক্ হইতে 'সৎ' ও 'মহতে'র স্বরূপ বিচার করিয়াছেন।

সাধু কাহারা ?

"সন্তস্তৎসন্মুখা এবাত্র গৃহ্যন্তে, ন তু বৈদিকাচারমাত্রপরাঃ, অনুপযোগিত্বাৎ।" (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৮৯ অনুঃ)

যাঁহারা শ্রীবাসুদেবের প্রতি উন্মুখ, তাঁহারাই 'সৎ' শব্দবাচ্য। কেবল বৈদিক-আচার-রত পুরুষগণকে 'সাধু' বলা যাইতে পারে না ; কারণ, যে-সকল ফলকামনামূলক বৈদিক-আচার বন্ধনের কারণ, তাহা কখনও সাক্ষাদ্ভাবে মুক্তির দ্বার হইতে পারে না।

জ্ঞানী ও মায়াবাদী

যাঁহারা সাধক, তাঁহারা সৎ ; আর যাঁহারা সিদ্ধ, তাঁহারা মহৎ। মহৎ দুই প্রকার। ইঁহারা যথাক্রমে 'জ্ঞানিসিদ্ধ' ও 'ভক্তিসিদ্ধ' নামে খ্যাত। জ্ঞানিসিদ্ধ ও মায়াবাদী এক নহে। মায়াবাদী কৃষ্ণাপরাধী বা কৃষ্ণবঞ্চক। তাহারা শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাকে অনিত্য জ্ঞান করিয়া তৎপ্রতি অপরাধ করে। অর্থাৎ মায়াবাদী চিদ্বিলাসের বিরোধী, কিন্তু জ্ঞানী তাহা নহেন। এজন্ত মায়াবাদী অসৎ। কিন্তু জ্ঞানিসৎ ও জ্ঞানিমহৎ তাহা নহেন। ব্রহ্মানুশীলনকারী সাধকগণ জ্ঞানিসৎ ; আর জ্ঞানিসিদ্ধগণই জ্ঞানি-মহৎ। জ্ঞানিসিদ্ধগণ—সমদর্শন, প্রশান্ত,

ক্রোধহীন ও সকলের সুহৃৎ। শ্রীচতুঃসন প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জ্ঞানি-সিদ্ধ বা জ্ঞানি-মহৎ। শ্রীশুকদেব পূর্ব্বে আত্মারাম জ্ঞানী ছিলেন, পরে মধুররস পর্য্যন্ত আস্বাদন করেন। দুর্ব্বাসা জ্ঞানি-ভক্ত। জ্ঞানী শান্তরস-পর্য্যন্ত অনুভব করিয়াছেন। ভাগবত-সাধকগণ—ভক্তমহৎ। জ্ঞানি-মহৎকে অপর ভাষায় **"মহাজ্ঞানী"** ও ভক্তমহৎকে **"মহাভাগবত"** বলা যায়।

মহাভাগবতই শ্রেষ্ঠ

মহাজ্ঞানী ও মহাভাগবত উভয়েরই মহত্ত্ব স্বীকৃত হইলেও উভয়শ্রেণীই সমান নহেন। জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুভবকারীও 'মহৎ'; আর ভক্তিমার্গে যিনি ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়াছেন, তিনিও মহৎ; উভয়েই মুক্তপুরুষ বটে, কিন্তু 'মহাজ্ঞানী' হইতে 'মহাভাগবত' শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥
(শ্রীভাঃ ৬।১৪।৫)

হে মহামুনে! কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধদিগের মধ্যে শ্রীনারায়ণপরায়ণ প্রশান্তাত্মা পুরুষ অত্যন্ত দুর্লভ। অতএব জ্ঞানিসিদ্ধ হইতে ভক্তিসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানী ও ভাগবতের লক্ষণ

জ্ঞানিসিদ্ধের লক্ষণ এই যে, তাঁহার নিজের শরীর-সম্বন্ধে অনুভূতিই নাই; তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মসুখে মগ্ন। ভক্তিসিদ্ধের একমাত্র শ্রীবাসুদেবের প্রতি প্রেমই পরম-পুরুষার্থ। সেজন্য তিনি বিষয়বার্ত্তানিষ্ঠ ব্যক্তিগণের প্রতি এবং স্ত্রী, পুত্র ও বন্ধুবর্গযুক্ত গৃহের প্রতি প্রীতিযুক্ত নহেন। কেবলমাত্র শ্রীভগবানের ভজনানুকূল যে-পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, সেই পরিমাণ অর্থ—তিনি স্বীকার করিয়া থাকেন।

ত্রিবিধ মহৎ

ভক্তিসিদ্ধ তিন প্রকার—(১) **মূর্চ্ছিতকষায়** অর্থাৎ যাঁহার হৃদয়ের কষায়, সংস্কার বা বাসনাসমূহ মূর্চ্ছিত বা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে, সামান্য একটুকু প্রাণমাত্র, অর্থাৎ বাসনার অতি সামান্য লেশ থাকিলেও থাকিতে পারে, এইরূপ অবস্থাযুক্ত; (২) **নির্ধূতকষায়**—যাঁহার কষায় বা বাসনা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে; এবং (৩) প্রাপ্ত-ভগবৎপার্ষদদেহ বা **লীলাপ্রবিষ্ট**।

মূর্চ্ছিত ও নির্ধূতকষায়

মূর্চ্ছিতকষায় মহতের উদাহরণ ভগবৎপার্ষদ শ্রীনারদের পূর্ব্বজীবন বা সাত্ত্বিক-কষায়যুক্ত অর্থাৎ হরিণশিশুর প্রতি অনুকম্পাযুক্ত শ্রীভরত। সামান্য কিছু কষায় বা সংস্কার থাকিলেও ইঁহাদের বিমোহ উপস্থিত হয় না। ইঁহাদের নবীন প্রেমাঙ্কুর হইয়াছে। মূর্চ্ছিতকষায় হইতে নির্ধূতকষায় শ্রেষ্ঠ। শ্রীল শুকদেব গোস্বামিপ্রভু নির্ধূতকষায় মহতের আদর্শ। আবির্ভাবকাল হইতেই ইঁহাতে কোনরূপ কষায় দৃষ্ট হয় নাই। নির্ধূত-কষায় মহতে সম্পূর্ণরূপে নৈষ্ঠিকী ভক্তি ও *ধ্রুবানুস্মৃতি আছে এবং সম্যগ্‌রূপে † রূঢ় প্রেমাঙ্কুর হইয়াছে।

পূর্ব্বকল্পে শ্রীনারদ

লীলাপ্রবিষ্ট অর্থাৎ প্রাপ্তপার্ষদদেহের উদাহরণ—ভগবৎপার্ষদ শ্রীনারদ। সেই স্বরূপেই তিনি শ্রীব্যাসদেবকে কৃপা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকল্পে শ্রীনারদ কোন দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দাসীরূপিণী তাঁহার মাতা বর্ষাকালে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-উপলক্ষে সমবেত কতিপয় বেদজ্ঞ ঋষির সেবা করিয়াছিলেন। তখন দাসীপুত্র বালক শ্রীনারদও সেই ঋষিগণের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগের শুশ্রূষা ও তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট-ভোজনের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং ঋষিগণের কীর্ত্তিত হরিলীলাগুণগান প্রত্যহ শ্রবণ করিতে থাকেন। ইহাতে বালকের শ্রীহরির প্রতি প্রীতির উদয় হয়। সাধুগণের কৃপায় তিনি গুহ্যতম জ্ঞান লাভ করেন। কালক্রমে তাঁহার জননী সর্প-দংশনে দেহত্যাগ করিলে বালক উহাকে ভগবানের কৃপা বিচার করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করেন এবং কোন এক নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ মুনিগণের উপদিষ্ট প্রণালী-অনুসারে

---

* ধ্রুবানুস্মৃতি—"ধ্যানম্ অনু[illegible] তৎ ধ্রুবানুস্মৃতিঃ।" ([illegible] ৭।৩।২৩)—অনুক্ষণ [illegible] অবিচ্ছিন্ন ধ্যানের নাম 'ধ্রুবস্মৃতি'।

† রূঢ়—"উদ্দীপ্তা সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে।" (শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাবপ্রকরণ ১১০)—সাত্ত্বিক-ভাবসকল যাহাতে উদ্দীপ্ত, সেই মহাভাব "রূঢ়"-নামে কথিত।

শ্রীভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন হইলে তাঁহার হৃদয়ে শ্রীহরি আবির্ভূত হন। শ্রীভগবান্ দর্শন প্রদান করিয়াই অন্তর্হিত হইলে শ্রীনারদ শ্রীভগবদ্দর্শনের জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শ্রীহরি নারদকে দর্শন না দিয়া বাক্যের দ্বারা জানাইলেন,—

হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্বকষায়াণাং দুর্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্॥
সকৃদ্ যদ্দর্শিতং রূপমেতৎ কামায় তেঽনঘ।
মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্বান্ মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্॥
সৎসেবয়া দীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ়া মতিঃ।
হিত্বাবদ্যমিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসি॥
(শ্রীভাঃ ১।৬।২২-২৪)

হে বৎস! তুমি এইজন্মে আমাকে দেখিবার যোগ্য নহ; যেহেতু যাহাদের কষায় অর্থাৎ হৃদয়ের মল সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয় নাই, সেইরূপ অনিষ্পন্ন যোগিগণ আমাকে সহজে দর্শন করিতে পারে না। হে নিষ্পাপ! তবে যে আমি তোমাকে একবার আমার রূপ দেখাইয়াছি, তাহা আমার প্রতি তোমার অনুরাগ-বৃদ্ধির জন্য; যেহেতু আমাতে অনুরাগবিশিষ্ট হইলেই সাধুপুরুষ ক্রমে ক্রমে হৃদয়ের কষায়-সমূহ পরিত্যাগ করিতে পারেন। অতি অল্পকালমাত্র হইলেও তুমি যে সাধুর পরিচর্য্যা করিয়াছ, তদ্দ্বারাই আমার প্রতি তোমার নিশ্চলা ভক্তির উদয় হইয়াছে। অতএব তুমি দাসীগর্ভজাত তোমার এই নিন্দিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া অচিরেই আমার পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীনারদের দাসীগর্ভজাত দেহে যে একবারমাত্র ভগবদ্দর্শন, তাহাই মুদ্রিত-কষায়-অবস্থার দৃষ্টান্ত। সেইজন্মে শ্রীভগবানের উপদেশ-লাভের পর শ্রীঅনন্তদেবের শ্রীনামসমূহ অনুক্ষণ উচ্চারণ ও তাঁহার রহস্যময় লীলাচেষ্টা-সমূহ স্মরণ করিতে করিতে সকল অভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীনারদ একমাত্র কৃষ্ণতাৎপর্য্যবিশিষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগী হইয়া স্বরূপসিদ্ধি-অবস্থা লাভ করেন।

এবং কৃষ্ণমতের্ব্রহ্মন্নাসক্তস্যামলাত্মনঃ।
কালঃ প্রাদুরভূৎ কালে তড়িৎ সৌদামনী যথা॥
প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ॥
(শ্রীভাঃ ১।৬।২৮-২৯)

শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে বলিতেছেন,—"হে ব্যাস! এইরূপে শ্রীকৃষ্ণগতচিত্ত ও তাঁহাতে অনুরাগী হইয়া আমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইল। কালে বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় দেহ-ত্যাগের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীহরির প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবৎ-পার্ষদোচিত দেহ শ্রীভগবানের কৃপায় লাভ করিবার উপযুক্ত সময় হইলে প্রারব্ধকর্ম্ম ধ্বংস হওয়ায় আমার পঞ্চভূতাত্মক শরীরের পতন হইল।"

পার্ষদদেহ-সম্বন্ধে সৎসিদ্ধান্ত

স্বরূপশক্তিবৈভবের অন্তর্গত হইয়া গেলে তাঁহার আর তটস্থশক্তিপ্রসূত জীবত্ব-দর্শন সঙ্গত হয় না। দাসীগর্ভজাত ব্যক্তি যখন পার্ষদ-দেহ প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি স্বরূপ-শক্তির বৈভবের অন্তর্ভুক্তরূপে প্রকাশিত।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামিঠাকুর উক্ত শ্লোকের বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—"ভগবদ্ভক্ত আপনার হরিসেবা-প্রবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া স্বরূপসিদ্ধিকালের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত নূতন বাসনা স্বীকার করেন না। প্রাক্তন আরব্ধ ক্রিয়া তাঁহার স্বরূপসিদ্ধির ব্যাঘাত করে না। তাদৃশ স্বরূপসিদ্ধ ভক্ত-দর্শনে বদ্ধজীবের নানাবিধ অপরাধ উপস্থিত হয়। সেইজন্য শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ তৎকৃত 'শ্রীউপদেশামৃতে' লিখিয়াছেন,—'ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।' মহৎস্বরূপ ভক্ত নিরুপাধিক হইয়া স্থূল প্রাপঞ্চিক শরীর ত্যাগ করেন। তৎকালে তাঁহার চিদানন্দ-স্বরূপ, ভোগময় কর্ম্মের আবাহন করে না। স্বরূপসিদ্ধ ভক্তের ভগবানের সেবোপযোগী উপকরণস্বরূপ স্বীয় চিন্ময়ী প্রতীতিকেই শুদ্ধা ভাগবতী-তনু বলে।"

শ্রীভরত

ভগবদ্ভাবনশী মহারাজ ভরতের ভগবদ্দর্শন হইয়াছিল; কিন্তু তিনি ভক্তির মাহাত্ম্য প্রদর্শন ও সাত্ত্বিক কষায় থাকিলেও কিরূপ ভগবৎপ্রেমের বিঘ্ন হয়, তাহা শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য হরিণশিশুর প্রতি আকৃষ্ট হইবার লীলা করিলেন। যাঁহার ভগবৎপ্রেম হইয়াছে, তাঁহাতে মৃগ-পালনাদিরূপ কোনরূপ সাত্ত্বিক-কষায় থাকিতে পারে না। প্রাকৃত সাত্ত্বিক হরিণশিশুর দেহ-রক্ষার জন্য যে মমতা, ইহা একটি

সাত্ত্বিক-কষায়-বিশেষ। ভরতের দেহত্যাগের পর মৃগদেহ-প্রাপ্তি হইয়াছিল। কিন্তু মৃগদেহেও তাঁহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি বিনষ্ট হয় নাই। তিনি অত্যন্ত নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণ অতি দৈন্যভরে শ্রীবাসুদেবের স্মরণে নিযুক্ত ছিলেন। পরে মৃগশরীর পরিত্যাগ করিয়া (জড়) বিপ্ররূপে আবির্ভূত হন এবং সেইজন্মেই তিনি সিন্ধু ও সৌবীরদেশের রাজা রহূগণকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্বজন্মের ইতিহাস-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলেন,—

অহং পুরা ভরতো নাম রাজা বিমুক্তদৃষ্টশ্রুতসঙ্গবন্ধঃ।
আরাধনং ভগবত ঈহমানো মৃগোঽভবং মৃগসঙ্গাদ্ধতার্থঃ॥
সা মাং স্মৃতির্মৃগদেহেঽপি বীর কৃষ্ণার্চ্চনপ্রভবা নো জহাতি।
অথো অহং জনসঙ্গাদসঙ্গো বিশঙ্কমানো বিবৃতশ্চরামি॥
তস্মান্নরোঽসঙ্গসুসঙ্গজাতজ্ঞানাসিনেহৈব বিবৃক্ণমোহঃ।
হরিং তদীহাকথনশ্রুতাভ্যাং লব্ধস্মৃতির্যাত্যতিপারমধ্বনঃ॥
(শ্রীভাঃ ৫।১২।১৪-১৬)

আমি পূর্ব্বে 'ভরত'-নামে রাজা ছিলাম। দৃষ্ট ও শ্রুত-বিষয়ে আসক্তিরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের আরাধনা করিতাম। দৈবাৎ এক মৃগ-শিশুতে আসক্ত হওয়ায় আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হই ও মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করি। শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন-প্রভাবে সেই মৃগশরীরে আমার পূর্ব্বস্মৃতি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। তজ্জন্য আমি জনসঙ্গ হইতে ভীত হইয়া একাকী প্রচ্ছন্নরূপেই বিচরণ করিতেছি। মানবগণ ইহজন্মেই মহাভাগবতগণের সুসঙ্গজনিত দিব্যজ্ঞান-অসিদ্বারা অজ্ঞানপাশ ছেদন করিয়া শ্রীহরির লীলা-কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার স্মৃতি লাভ করেন এবং সংসার-মার্গের পরপারে গমন করিয়া থাকেন।

ভক্তিসিদ্ধের তারতম্য

এই তিন প্রকার ভক্তিসিদ্ধ বা ভক্তমহতের প্রেমের আধিক্যের তারতম্যানুসারে ইঁহাদের মহাভাগবতত্বের তারতম্য হইবে। প্রেমের আধিক্য দুই প্রকার—(১) স্বরূপাধিক্য ও (২) পরিমাণাধিক্য। বিষয় ও আশ্রয়ের দিক্ হইতে এই স্বরূপাধিক্যের বিচার হয় অর্থাৎ যাঁহার অংশীর প্রতি প্রেম আছে, তিনি অংশাবতারের প্রতি যাঁহার প্রীতি তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শ্রীনন্দনন্দনের প্রতি যাঁহার প্রেম আছে, তিনি শ্রীদশরথনন্দনের প্রতি প্রীতিযুক্ত পুরুষ অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ। শ্রীশ্রুতদেব, শ্রীপুণ্ডরীক, শ্রীবহুলাশ্ব, শ্রীঅম্বরীষাদি লীলাপ্রবিষ্ট ভগবৎ-পার্ষদ অপেক্ষাও মূর্চ্ছিত-কষায় শ্রীলীলাশুক (শ্রীবিল্বমঙ্গল) শ্রেষ্ঠ। সাধারণতঃ লীলাপ্রবিষ্ট শ্রীভগবৎ-পার্ষদ মূর্চ্ছিত-কষায় ভাগবত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এস্থলে শ্রীবিল্বমঙ্গল মূর্চ্ছিত-কষায় হইয়াও অংশী শ্রীনন্দনন্দনের প্রতি প্রেমবশতঃ অংশাবতারগণের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট ভগবৎপার্ষদ শ্রীহনুমান্ ও শ্রীপুণ্ডরীক প্রভৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেন। ইহা বিষয়তত্ত্ব বা ভজনীয় বস্তুর দিক্ হইতে বিচার।

রতিভেদে

ভজনকারীর রতিভেদেও ভক্তের তারতম্য হয়। শান্ত-ভক্ত অপেক্ষা দাস্যরসের ভক্ত, তাঁহা অপেক্ষা সখ্যরসের ভক্ত, তাঁহা অপেক্ষা বাৎসল্য-রসের ভক্ত, তদপেক্ষা মধুর-রসের প্রেমিক ভক্ত উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। মধুর-রসের প্রেমিক ভক্ত যদি মূর্চ্ছিতকষায় হন, আর প্রাপ্ত-ভগবৎ-পার্ষদদেহ যদি শান্ত, দাস্য, সখ্য বা বাৎসল্যরতির ভক্ত হন, তথাপি মধুর-রতির মূর্চ্ছিত-কষায় মহত্তই রসগত-বিচারে শ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবানে প্রীতি যাঁহার যতটা গাঢ় হইবে, তিনি তত অধিক প্রেমিক। প্রেমের তারতম্য-ভেদে ভগবৎ-প্রিয়ত্বের তারতম্য। ভগবৎক্ষেত্রের তারতম্যভেদেও প্রেমের তারতম্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠের সেবক অপেক্ষা শ্রীদ্বারকার সেবকে প্রীতির আধিক্য, তদপেক্ষা শ্রীমথুরার সেবক, তদপেক্ষা শ্রীবৃন্দাবনের, তদপেক্ষা শ্রীগোবর্দ্ধনের ও তদপেক্ষা শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রেমিক উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ।

প্রীতির পরিমাণভেদে

প্রীতির পরিমাণাধিক্যে ভক্তত্বের তারতম্য হয়। প্রেম বৃদ্ধি-ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হইয়া থাকে। অতএব যাঁহার স্নেহ-প্রেমভক্তি হইয়াছে, তাঁহা অপেক্ষা মান, প্রণয়, রাগাদি প্রেমভক্তির প্রেমিকগণ শ্রেষ্ঠ। যাঁহার মহাভাব হইয়াছে, তাঁহাতে প্রেমের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; অতএব তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইক্ষুরস যত গাঢ় হয়, ততই তাঁহার মিষ্টত্ব বৃদ্ধি হয়। ইক্ষুরস হইতে গুড়, তদপেক্ষা খণ্ডসার, তদপেক্ষা শর্করা, তদপেক্ষা সিতামিসরি, তদপেক্ষা উত্তম মিসরি

উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। সেইরূপ মহাভাবেই প্রীতির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গাঢ়ত্ব আছে। যাঁহার মধুর-রতিতে অংশীর প্রতি মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেমভক্তি হইয়াছে, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এজন্য শ্রীবৃষভানুনন্দিনী ও তাঁহার অনুচরীগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক।

ত্রিবিধ ভাগবতোত্তম

উত্তম-ভাগবত তিন প্রকার—(১) **উত্তম-শ্রেণীর** উত্তম-ভাগবত, (২) **মধ্যম-শ্রেণীর** উত্তম-ভাগবত ও (৩) **কনিষ্ঠ-শ্রেণীর** উত্তম-ভাগবত। আবেশ ও স্ফূর্ত্তির তারতম্যানুসারে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমের বিচিত্রতা নিরূপিত হয়। উত্তম-ভাগবতের মানদচিহ্ন শ্রীহবিঃ এইরূপ বলিয়াছেন,—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

(শ্রীভাঃ ১১।২।৪৫)

যিনি সমস্ত প্রাণী ও পদার্থে নিজের ন্যায় প্রেম, সর্ব্ববস্তুতে নিজের ইষ্টদেবের আবির্ভাব এবং ইষ্টদেবে ও আপনাতে সর্ব্বভূতের সত্তা দর্শন করেন, তিনি ভাগবতোত্তম।

শ্রীগোপীর দৃষ্টান্ত

শ্রীব্রজদেবীগণ বনলতা ও বৃক্ষাদিকে বনলতা ও বৃক্ষরূপে দর্শন করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিতে তাঁহাদের চিত্ত এত তন্ময় যে, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসখী বস্তুরূপে দর্শন করিয়াছেন; তাঁহাদের নিজেদের শ্রীকৃষ্ণে যেরূপ প্রেম, সেইরূপ প্রেম বনলতা-তরু প্রভৃতিতেও আছে জানিয়া তাঁহাদিগকে সেইরূপভাবে সম্ভাষণ করিয়াছেন।

শ্রীগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুরা হইয়া নিজেদেরই ন্যায় বনলতা-তরুগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের কথা বর্ণন করিতেছেন,—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভার-বিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম॥

(শ্রীভাঃ ১০।৩৫।৯)

হে সখিগণ! শ্রীকৃষ্ণ যখন গিরিতটে ভ্রমণশীল গাভীগণকে বেণুরবের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ নাম উচ্চারণ করিয়া আহ্বান করেন, তখন অবনত-শাখাবিশিষ্ট বনলতা ও তরুগণ আপনাদের মধ্যে বিরাজমান শ্রীহরিকে প্রকাশ করিয়াই প্রেমপুলকিত-গাত্রে অশ্রুধারার ন্যায় মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকেন। তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুকে প্রকাশ করিয়াই পুষ্পফলাঢ্য হইয়াছেন।

মহাভাগবত চিত্তের দ্রবভাব, হাস্য-রোদনাদি অনুভাবযুক্ত অনুরাগবশতঃ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল প্রভৃতি পদার্থসমূহকে শ্রীহরির শরীর-জ্ঞানে অনন্যমনে প্রণাম করিয়া থাকেন।

শ্রীব্রজদেবীগণ (শ্রীভাঃ ১০।২১।১৫) বলিয়াছেন,—

নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীত-
মাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্ম্মিভুজৈর্ম্মুরারে-
র্গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ॥

চেতনের কথা দূরে থাকুক, অচেতন নদীসমূহও শ্রীকৃষ্ণের মোহন-বেণুরব শ্রবণ করিয়া রতিপ্রার্থনারতা কামিনীর ন্যায় আবর্ত্ত প্রকাশপূর্ব্বক স্তম্ভিতবৎ হইতেছে এবং তরঙ্গমালারূপ শত শত বাহুপ্রসারণদ্বারা শ্রীভগবানের শ্রীচরণযুগল আলিঙ্গনপূর্ব্বক বিকসিত কমলরাশি প্রদান করিয়া পূজা করিতেছে।

শ্রীপট্টমহিষীগণের দৃষ্টান্ত

শ্রীপট্টমহিষীগণও কুররী-পক্ষীকে বিলাপ করিতে দেখিয়া নিজেদের শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুরতা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজেদের ন্যায় প্রেম পক্ষীতেও আছে, এই ভাবে বিভাবিত হইয়া বলিতেছেন,—

কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা
নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন॥

(শ্রীভাঃ ১০।৯০।১৫)

হে কুররি! তুমি নিদ্রাশূন্যা হইয়া যাঁহার বিরহে বিলাপ করিতেছ, তোমার প্রতি প্রেমযুক্ত সেই পুরুষ আমাদের পতি; তিনি সম্প্রতি নিদ্রা যাইতেছেন, সুতরাং তোমার বিলাপ শ্রবণ করিতেছেন না। অথবা হে সখি, নলিননয়ন শ্রীকৃষ্ণের হাস্যযুক্ত উদারলীলাদৃষ্টিপাত কি আমাদের ন্যায় তোমার চিত্তকেও বিদ্ধ করিয়াছে?

অধিরূঢ়-মহাভাব

শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁ'র শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তা'র মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁ'র ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।২৭৩-২৭৪)

অধিরূঢ় মহাভাবে শ্রীগোপী শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের পরম-চমৎকারময়ী সর্ব্বোত্তমাবস্থা বা দিব্যোন্মাদে বিভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহে আপনাকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া জ্ঞান করেন।

উদ্‌ঘূর্ণা, বিরহচেষ্টা—দিব্যোন্মাদ-নাম।
বিরহে কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি, আপনাকে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৩।৫৭)

'আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞানে'র তাৎপর্য্য

শ্রীরায়-রামানন্দ-সংবাদে যে 'প্রেমবিলাসবিবর্ত্তে'র কথা আছে, তাহাই বিচ্ছেদকালে অধিরূঢ়ভাববশতঃ শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি বা 'আপনাকে কৃষ্ণ-জ্ঞান'। ইহা শ্রীল রায়-রামানন্দপ্রভুর স্বকৃত সঙ্গীতের—"না সো রমণ, না হাম রমণী" পদে ব্যক্ত হইয়াছে। অধিরূঢ়-মহাভাব-মত্ত শ্রীব্রজ-গোপীর যে আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান, তাহা নিত্যচিন্ময় সেবা-বিলাসের সর্ব্বোত্তম অবস্থা। উহা জড়নির্ব্বিশেষ, কেবলাদ্বৈতসিদ্ধি বা অহংগ্রহোপাসনা নহে। ইহাই শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু সন্দর্ভে বলিয়াছেন।

"অত্র ন ব্রহ্মজ্ঞানস্থিতীয়তে ভাগবতৈঃ তজ্‌জ্ঞানস্য তৎফলস্য চ হেয়ত্বেন জীবভগবদ্বিভাগাভাবেন চ ভাগবতত্ব-বিরোধাৎ। (শ্রীভাঃ ১।২।৬) 'অহৈতুক্যব্যবহিতা' ইত্যাদিকা-ধিকভক্তিলক্ষণানুসারেণ সুতরামুক্তত্ববিরোধাচ্চ। ন চ নিরাকারেশ্বরভগবজ্‌জ্ঞানং (শ্রীভাঃ ১১।২।৫৫) 'প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ' ইত্যুপসংহারগতলক্ষণপরমকাষ্ঠাবিরোধাদেবেতি বিবেচনীয়ম্।" (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৮৯ অনুচ্ছেদ)

এস্থানে অর্থাৎ প্রেমের পরাকাষ্ঠায় যে নিজেকে কৃষ্ণ-জ্ঞান, সেইরূপ উত্তম-অবস্থায় সেবার সেব্য ও সেবকের সেবকত্ব বিলুপ্ত হয় না। এইস্থানে ভাগবতগণ ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থার কথা বলেন নাই। কারণ, ব্রহ্মজ্ঞানীর নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান ও তাহার ফলস্বরূপ নির্ব্বিশেষমুক্তি হেয়। নির্ব্বিশেষ-মতে জীব ও ভগবানের বিভাগ নাই। এইজন্য সেইরূপ বিভিন্ন জ্ঞানের সহিত ভাগবতত্বের বিরোধই হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে জ্ঞান-কর্ম্মাদি-ব্যবধানরহিতা অহৈতুকী ভক্তিই পরমধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই আত্যন্তিক-ভক্তির লক্ষণানুসারে নির্ভেদজ্ঞান কখনই ভক্তির চরম-অবস্থা বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে না অর্থাৎ কেবলাদ্বৈতসিদ্ধি ও দিব্যোন্মাদ কখনই এক নহে। নিরাকার ঈশ্বর কিংবা নিরাকার ভগবানের জ্ঞানের কথাও তথায় উক্ত হয় নাই। কারণ, মহাভাগবতের লক্ষণে বলা হইয়াছে,—

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥
(শ্রীভাঃ ১১।২।৫৫)

হে মহারাজ! অবশে যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলেও অর্থাৎ যাঁহার নামাভাসের দ্বারাই পাপরাশি বিনষ্ট হয়, সেই শ্রীহরির পদযুগল যিনি প্রণয়রজ্জুদ্বারা হৃদয়ে আবদ্ধ করায় শ্রীহরি যাঁহার হৃদয়ক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন না, তিনি উত্তম-ভাগবত। এইস্থানে "শ্রীপদযুগল" শব্দের ব্যবহার থাকায় নিরাকার ঈশ্বর কিংবা নিরাকার ভগবানের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বাধিত হইয়াছে; কারণ, নিরাকারের চরণ হয় না। অতএব উপসংহারগত ভক্তিলক্ষণের এই পরাকাষ্ঠার সহিত নিরাকার ঈশ্বর এবং নিরাকার জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধ হয়।

শ্রীভাগবতে ভক্ত-ভাগবতের লক্ষণ

মহাভাগবত যে ধর্ম্মযুক্ত ও যেরূপ স্বভাববিশিষ্ট হইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করেন, যাহা কীর্ত্তন করেন ও যে-সমস্ত লক্ষণে লক্ষিত হন, তাহা জানিবার জন্য নিমিরাজ শ্রীনব-যোগেন্দ্রকে পরিপ্রশ্ন করিলে তদুত্তরে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীহবিঃ তিনটি শ্লোকে যথাক্রমে উত্তম-মহাভাগবত, মধ্যম-মহাভাগবত ও কনিষ্ঠ-ভাগবতের লক্ষণ বলিয়া অন্য আটটি শ্লোকে বিশেষভাবে ত্রিবিধ শ্রেণীর মধ্যম-মহাভাগবত ও ত্রিবিধ শ্রেণীর উত্তম-মহাভাগবতের ধর্ম্ম, স্বভাব, তাঁহার উক্তি ও লক্ষণসমূহ বর্ণন করেন। নিম্নে সেই একাদশটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

উত্তম-শ্রেণীর মহাভাগবত

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥
(শ্রীভাঃ ১১।২।৪৫)

যিনি সকল প্রাণীতে নিজের ন্যায় ভগবৎপ্রেম দর্শন বা সর্ব্বপ্রাণীতে নিজের ইষ্টদেবের আবির্ভাব দর্শন করেন এবং নিজের মধ্যে ও নিজোপাস্য ভগবানে সর্ব্বভূতের সত্তা দর্শন করেন, তিনি ভাগবতোত্তম। শ্রীব্রজদেবীগণ ও শ্রীমহিষীগণ তরুলতায় ও কুররী-পক্ষীতে নিজেদের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর সভা-স্তম্ভে নিজ-প্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন। ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষীর দর্শনেও ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি হওয়ায় মহাভাগবত শ্রীউদ্ধবাদি তাহাদিগকে নমস্কার করিয়াছেন। শ্রীযশোদা শ্রীকৃষ্ণের জঠরে সর্ব্বভূতের দর্শন করিয়াছেন। এইসকল মহাভাগবতোত্তমের লক্ষণ।

মধ্যম-শ্রেণীর মহাভাগবত

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥
(শ্রীভাঃ ১১।২।৪৬)

যিনি নিজোপাস্য ভগবানে প্রেমবিধান করেন অর্থাৎ তাঁহাতে আসক্ত হন, তদধীন ভক্তে বন্ধুভাব প্রদর্শন করেন, যাঁহারা ভক্তিবিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহাদিগের প্রতি কৃপা করেন এবং ভগবানের বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা মধ্যম-মহাভাগবত। উত্তম-মহাভাগবতের ক্রোধ ও নমস্কার একই তাৎপর্য্যপর। মধ্যম-মহাভাগবত নিজের প্রতি বিদ্বেষীর দর্শনে কখনও ক্ষুব্ধ হন না; শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষীর প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিলেও তদ্দ্বারা অভিনিবিষ্ট হন না। "আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত, বিষয়সমূহ সকলি মাধব"—ইহাই মধ্যম-মহাভাগবতের মানসিক লক্ষণ। মধ্যম-মহাভাগবতের বন্ধুত্ব হয়, আর কৃপা ও উপেক্ষা হয়, কিন্তু তন্মধ্যে ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি হয় না। কিন্তু উত্তম-মহাভাগবতের ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি এবং তদন্তর্গত বন্ধুভাবও (আত্মীয়জ্ঞানও) থাকে।

কনিষ্ঠ-ভাগবত

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥
(শ্রীভাঃ ১১।২।৪৭)

যিনি শ্রীহরির কেবলমাত্র অর্চ্চাবিগ্রহেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীহরির ভক্ত বা অন্যের প্রতি পূজাবিধান করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত; অর্থাৎ তাঁহার ভক্তি মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। **শরীরের দ্বারা ভগবৎ-অনুশীলন-প্রবৃত্তি যে-স্থলে অধিক, তথায়ই কনিষ্ঠত্ব।** শ্রীহরিভক্তের মধ্যে যে শ্রীভগবান্ বিরাজমান, তাহা কনিষ্ঠ-ভক্ত উপলব্ধি করিতে পারেন না। অতএব ভগবানের প্রতি যাঁহার প্রীতি বা রুচি নাই, আর ভক্তের মাহাত্ম্য যিনি অবগত নহেন এবং সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী পরমেশ্বরকে যিনি উপলব্ধি করেন না, কেবলমাত্র লোকপরম্পরা-প্রাপ্ত শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চন করেন, তিনি কনিষ্ঠ।

ত্রিবিধ কনিষ্ঠ

এই কনিষ্ঠ ত্রিবিধ শ্রেণীর—(১) গৌণ-শ্রেণীর কনিষ্ঠ বা কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠ (২) মধ্যম-শ্রেণীর কনিষ্ঠ ও (৩) উত্তম-শ্রেণীর কনিষ্ঠ। যাঁহার শ্রীহরির অর্চ্চায় লৌকিক-শ্রদ্ধামাত্র, তিনি গৌণ-শ্রেণীর কনিষ্ঠ বা কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠ। যাঁহার ভক্তের প্রতি একটু আদর ও শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা ক্রমশঃ হইতেছে, তিনি মধ্যম-শ্রেণীর কনিষ্ঠ; আর যাঁহার শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা হইয়াছে, কিন্তু রতির উদয় হয় নাই, তিনি মুখ্য-কনিষ্ঠ বা উত্তম-শ্রেণীর কনিষ্ঠ।

কনিষ্ঠ-শ্রেণীর মধ্যম-মহাভাগবত

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥
(শ্রীভাঃ ১১।২।৪৮)

যিনি এই বিশ্বকে বিষ্ণুর মায়াকল্পিতরূপে দর্শন করিয়া এবং ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা জাগতিক বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়াও তদ্বিষয়ে দ্বেষ বা হর্ষযুক্ত হন না, তিনি মহাভাগবত। ইহা কনিষ্ঠ-শ্রেণীর মধ্যম-মহাভাগবতের কায়িক লক্ষণ; তিনি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়াও রাগদ্বেষহীন।

ন যস্য জন্মকর্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥
(শ্রীভাঃ ১১।২।৫১)

সৎকুল, তপস্যাদি কর্ম্ম, বর্ণ, আশ্রম বা জাতির অভিমানে যাঁহার এই দেহে অহংকার উদিত হয় না, কিন্তু যিনি প্রেমভক্তি যাজন করিবার অনুকূল ভজনের উপকরণরূপ শরীরের প্রতি বীতশ্রদ্ধও হন না, অর্থাৎ ভোগ ও ত্যাগে আসক্ত হন না, তিনিই শ্রীহরির প্রিয়। ইহা কনিষ্ঠ-শ্রেণীর মধ্যম-মহাভাগবতের অন্যতম লক্ষণ। ইঁহার বর্ণাশ্রমাতীতাবস্থা লাভ হইয়াছে, রতির উদয় আরম্ভ হইয়াছে। "মানস, দেহ, গেহ যো কিছু মোর। অর্পিলুঁ তুয়া-পদে নন্দকিশোর ॥"—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইনি শ্রীহরির সেবার অনুকূলমাত্র বিষয়-গ্রহণে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা ।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥
(শ্রীভাঃ ১১।২।৫২)

যাঁহার নিজবিত্তে ও দেহে স্ব-পর-ভেদবুদ্ধি নাই অর্থাৎ যাঁহার উভয়-ভেদবুদ্ধি নাই, যিনি 'সমস্ত জীবই আমার প্রভুর সংসারের জন'—এই বিচারে সর্ব্বভূতে সমদর্শী, রাগাদি-রহিত, তিনিই মহাভাগবত। ইহা কনিষ্ঠ-শ্রেণীর মধ্যম মহাভাগবতের অন্যতম লক্ষণ। ইহা দ্বারা ধনের ন্যায় নিজের প্রতিও আসক্তি ও অভিনিবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু জীবত্বে ভেদ, অর্থাৎ জীবে জীবে ভেদ নিষিদ্ধ হয় নাই।

মধ্যম-শ্রেণীর মধ্যম-মহাভাগবত

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥
(শ্রীভাঃ ১১।২।৪৯)

যিনি হরির স্মৃতিনিবন্ধন দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির উৎপত্তি, বিনাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা এবং দুঃখাদি সংসারধর্ম্মের দ্বারা মোহগ্রস্ত হন না, তিনি মহাভাগবত। ইহা মধ্যম-শ্রেণীর মধ্যম-মহাভাগবতের লক্ষণ। ইঁহার কষায়-সমূহ মূর্চ্ছিত হইয়াছে, নবীন-প্রেমাঙ্কুরের উদয় হইয়াছে এবং সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরির স্মৃতি আছে।

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥
(শ্রীভাঃ ১১।২।৫০)

যাঁহার চিত্তে কাম, কর্ম্ম ও বীজ অর্থাৎ বাসনা-সমূহের উৎপত্তি হয় না এবং শ্রীবাসুদেবই যাঁহার একমাত্র আশ্রয়, তিনিই শ্রীহরির প্রিয়। ইহা নিবৃত্তকষায় মধ্যম-শ্রেণীর মধ্যম-মহাভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা।

উত্তম-সোপানাশ্রিত মধ্যম-মহাভাগবত

ত্রিভুবন-বিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা-
ল্লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥
(শ্রীভাঃ ১১।২।৫৩)

ত্রিলোকের রাজ্য-লাভের জন্য যাঁহার স্মৃতি কুণ্ঠিত হয় না, অর্থাৎ তৎপ্রতি প্রলুব্ধ হয় না এবং যিনি শ্রীহরিগতচিত্ত, শ্রীব্রহ্মাদি দেবগণেরও আরাধ্য দুর্লভ শ্রীভগবৎপাদপদ্ম হইতে নিমেষার্দ্ধও বিচলিত হন না, তিনি বৈষ্ণবাগ্রগণ্য। ইহা মধ্যম-মহাভাগবতের সর্ব্বোত্তম অবস্থা। অর্থাৎ ইনি উত্তম-শ্রেণীর মহাভাগবত।

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখা-
নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে ।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স
প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ ॥
(শ্রীভাঃ ১১।২।৫৪)

চন্দ্র উদিত হইলে যেরূপ সূর্য্যতাপ অবস্থান করিতে পারে না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মহাবিক্রমশালী শ্রীচরণযুগলের অঙ্গুলি-নখমণিসমূহের সুশীতল কিরণদ্বারা হৃদয়ের বাসনা বা সন্তাপ নিরস্ত হইলে ভক্তগণের হৃদয়ে পুনরায় উহার উদয় হইতে পারে না।

মহাভাগবত-লক্ষণ-সার

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥
(শ্রীভাঃ ১১।২।৫৫)

যাঁহার নাম অবশে উচ্চারিত হইলেও অর্থাৎ যাঁহার নামের আভাসের ফলে পাপরাশি বিনষ্ট হয়, সেইরূপ শ্রীহরির পদযুগল প্রণয়রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হইলে শ্রীভগবান্ যে প্রণয়ী ভক্তের হৃদয়ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তিনি ভাগবত-প্রধান। যাঁহার নামের আভাসেই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, তাঁহার নামোচ্চারণ অভিনিবেশের সহিত হইলে ত' কথাই নাই। এই শ্লোকটিতে **মহাভাগবতের সমস্ত লক্ষণের সার** উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকটি "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ"-শ্লোকের বিবৃতি। ইহাতে উত্তম-শ্রেণীর উত্তম-ভাগবতের লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। **স্মৃতি বা স্মরণই মহাভাগবতত্বের কারণ; স্মৃতির ফলে আবেশ। আবেশেও স্মৃতির তারতম্যানুসারে উত্তম, মধ্যম ও উত্তম-কনিষ্ঠের ভেদ।** বৈধমার্গই হউক, আর রাগমার্গই হউক, শ্রীহরিস্মৃতি সর্ব্বত্রই থাকিবে। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকসমূহে মহাভাগবতত্বের যে-সকল লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহা একত্রে কোন মহাভাগবতে থাকিতে পারে, অথবা দুই-তিনটি শ্লোকের লক্ষণও একসঙ্গে থাকিতে পারে, অথবা পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে এক-একটি শ্লোকের লক্ষণও থাকিতে পারে। যিনি প্রণয়রজ্জুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বশীকৃত করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে ঐসকল লক্ষণই অন্তর্ভুক্ত।

কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম-শ্রেণীর যে তিন প্রকার উত্তম-মহাভাগবতের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের সকলেরই সাধারণভাবে শ্রীহরিতে প্রেম থাকিলেও সকলেরই সমান পরিমাণে নহে—তারতম্য আছে।

অধিকারভেদ

কনিষ্ঠাধিকারী, মধ্যমাধিকারী ও উত্তমাধিকারী হইতে কনিষ্ঠ-ভাগবত, মধ্যম-ভাগবত ও উত্তম-ভাগবত পৃথক্। **শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারে অধিকারভেদ, আর রতি বা প্রেমভক্তির তারতম্যানুসারে ভাগবতত্বের ভেদ।** উত্তম-অধিকারী হইলেই যে তিনি উত্তম-ভাগবত হইবেন, এরূপ নহে। "ঈশ্বরে তদধীনেষু"-শ্লোকটি উত্তম-শ্রেণীর বা উত্তম-সোপানাশ্রিত মধ্যম-মহাভাগবতের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে।

ত্রিবিধ মধ্যম-মহাভাগবত

মধ্যম-মহাভাগবত তিন প্রকার—(১) কনিষ্ঠ-শ্রেণীর, (২) মধ্যম-শ্রেণীর ও (৩) উত্তম-শ্রেণীর। উত্তম-সোপানাশ্রিত মধ্যম-মহাভাগবত নির্দ্ধূত-কষায়। তাঁহাতে সম্যগ্‌রূপে প্রেমাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছে এবং তিনি প্রেমানুবৃত্তিতে সর্ব্বদা আবিষ্ট। তিনি "ঈশ্বরে তদধীনেষু" (শ্রীভাঃ ১১।২।৪৬) ও "ত্রিভুবনবিভবহেতবে" (শ্রীভাঃ ১১।২।৫৩) শ্লোকদ্বয়েই প্রতিপাদ্য। তাঁহাতে রতির গাঢ়ত্ববশতঃ প্রেমের চারাগাছের উদয় হইয়াছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রবল মমতা ও মৈত্র্যাদিবিশিষ্ট।

মধ্যম-সোপানাশ্রিত মধ্যম-মহাভাগবত মূর্চ্ছিতকষায়; যথা,—শ্রীভরত ও পূর্ব্বকল্পে শ্রীনারদ। তাঁহাতে নবীন প্রেমাঙ্কুরের উদয় হইয়াছে। তাঁহার "দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াম্" (শ্রীভাঃ ১১।২।৪৯) শ্লোকের প্রতিপাদ্য অবস্থা। তিনি সংসারধর্ম্মের দ্বারা মুগ্ধ হন না। মধ্যম-শ্রেণীর মধ্যম-মহাভাগবত যখন মূর্চ্ছিতকষায়-অবস্থা হইতে নির্দ্ধূতকষায় হন, তখন তিনি "ন কামকর্ম্মবীজানাম্" (শ্রীভাঃ ১১।২।৫০) শ্লোকের প্রতিপাদ্যরূপে প্রকাশিত হন। তাঁহার চিত্তে কাম, কর্ম্ম ও বাসনার উদয় হয় না। তিনি একমাত্র শ্রীবাসুদেবের শরণাগত। ইহা উত্তম-শ্রেণীর মধ্যম-মহাভাগবতের লক্ষণ।

কনিষ্ঠ-সোপানাশ্রিত মধ্যম-মহাভাগবতে সাধারণতঃ তিনটি লক্ষণ দৃষ্ট হয়—(১) ইহাতে রতির উদয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে; ইনি বর্ণাশ্রমের প্রতি অভিমানশূন্য হইয়াছেন; শ্রীহরির সেবার অনুকূল-মাত্র বিষয় স্বীকারপূর্ব্বক শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন; মানস, দেহ, গেহ প্রভৃতি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চরণে সমর্পণ করিয়াছেন। "মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর। অর্পিলুঁ তুয়া-পদে নন্দকিশোর॥" প্রভৃতি পদ এবং "ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাম্" (শ্রীভাঃ ১১।২।৫১) শ্লোক তাঁহাতে প্রযোজ্য। (২) তাঁহার উদয়-ভেদ-বুদ্ধি নাই; 'সমস্ত প্রাণীই আমার প্রভুর সংসারের জন',—এইরূপ উপলব্ধির সহিত তিনি সর্ব্ব-প্রাণীতে আত্মীয়-বুদ্ধি করেন; তিনি মূর্চ্ছিত-কষায়। তিনি "ন যস্য স্বঃ পরঃ" (শ্রীভাঃ ১১।২।৫২) ইত্যাদি শ্লোকের প্রতিপাদ্য। (৩) তিনি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়াও তাহাতে রাগদ্বেষহীন; ইহা তাঁহার বাহ্যিক-লক্ষণ। "গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্" (শ্রীভাঃ ১১।২।৪৮) শ্লোক তাঁহাতে প্রযোজ্য। "বিষয়সমূহ সকলি মাধব"—তাঁহার এইরূপ উপলব্ধি সর্ব্বদা আছে। ইহাই

তাঁহার মানসিক-লক্ষণ। তাঁহাতে নিম্নলিখিত শ্লোকটির বিচার দৃষ্ট হয়,—

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥
(শ্রীভাঃ ১০।১৪।২২)

এই নিখিল জগৎ অনিত্যস্বরূপ, স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী, অবিদ্যার দ্বারা লুপ্তজ্ঞান ও অতিশয় দুঃখপ্রদ। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীভগবান্ হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইলেও ইহা সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে।

ত্রিবিধ উত্তম-মহাভাগবত

উত্তম-মহাভাগবত (১) **কনিষ্ঠ-সোপানাশ্রিত**, (২) **মধ্যম-সোপানাশ্রিত** ও (৩) **উত্তম-সোপানাশ্রিত**-ভেদে ত্রিবিধ। ইঁহারা **সকলেই নির্মুক্ত-কষায়**। “সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ”-শ্লোকের বিবৃতি-স্বরূপ “বিসৃজতি ন যস্য”-শ্লোক উত্তম-শ্রেণীর উত্তম-মহাভাগবতে প্রযোজ্য। আবেশ ও ক্রমোন্নতির তারতম্যানুসারে মধ্যম-শ্রেণী ও কনিষ্ঠ-শ্রেণীর উত্তম-মহাভাগবতের গণনা হয়।

মধ্যম-মহাভাগবতের ভক্তজনের দর্শনে বন্ধুভাবের উদয় হয়; আর উত্তম-মহাভাগবতের বিশেষভাবে ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে ও তদন্তর্গতরূপেই বন্ধুভাব থাকে। মধ্যম-মহাভাগবতের কৃপা ও উপেক্ষা-বৃত্তির মধ্যে ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি হয় না। এইজন্যই তাঁহাকে ‘মধ্যম-ভাগবত’ বলা হয়।

মধ্যম ও উত্তম মহাভাগবতে “ঈশ্বরে তদধীনেষু” শ্লোক প্রযুক্ত, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তাঁহারা নিজের বিদ্বেষীর প্রতি উদাসীন। ভগবান্ ও ভাগবতের প্রতি বিদ্বেষীর ব্যবহারে চিত্তক্ষুব্ধ হইলেও তাহাতে অভিনিবেশ অর্থাৎ তাহা লইয়াই সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে আলোচনা করেন না। **উত্তম-মহাভাগবতের নিজপক্ষ, এমন কি, ভক্ত ও ভগবদ্-বিদ্বেষীতেও ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি হয়।** মহাভাগবতবর শ্রীউদ্ধব মহারাজের পাণ্ডব-বিদ্বেষী ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনাদিকে বন্দনাই তাহার প্রমাণ। যে-স্থলে সর্ব্বত্র নিজের ভাব স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হওয়ায় ভগবদ্বিদ্বেষি-জনের প্রতিও সেই স্ফূর্ত্তি পর্য্যবসিত হয়, সেইরূপ ক্ষেত্রে এইরূপ হওয়া কিছু অসঙ্গত নহে। প্রশ্ন হইতে পারে—দেবকীর প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত কংসকে শ্রীশুকদেবগোস্বামিপ্রভু **“ভোজানাং কুলপাংসনঃ”** (শ্রীভাঃ ১০।১।৩৫) অর্থাৎ ভোজকুলের কলঙ্ক বলিয়া তিরস্কার করিলেন কেন? উত্তম-ভাগবতের সেইরূপ শাসন-কর্ত্তৃরূপে তিরস্কার বা ক্রোধব্যঞ্জক-ভাব-প্রদর্শন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বস্তুতঃ **উত্তম-ভাগবতগণের ঐরূপ ভক্ত ও ভগবদ্-বিদ্বেষীর প্রতি শাসনাদির মধ্যেও স্বীয় ইষ্টদেবেরই স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে।** শ্রীউদ্ধবের ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনাদির বন্দন এবং শ্রীশুকদেবের কংসকে শাসন একই তাৎপর্য্যপর; যেহেতু, যাঁহারা নিজ কোটী কোটী প্রাণের দ্বারা শ্রীবাসুদেবের একটীমাত্র শ্রীপাদপদ্ম-রেণু আরতি করিবার জন্য সতত উৎসুক, তাঁহারা শ্রীভগবানের প্রতি অন্যের দুর্ব্ব্যবহার-দর্শনে ক্ষুব্ধ হন এবং নিজের অনুভবানুসারে এইরূপ বিচার করেন,—“এইরূপ চেতন কে আছে যে, সর্ব্বানন্দকন্দস্বরূপ, নিরুপাধিক-প্রেম-রসাস্পদ, সর্ব্বানুগ্রহকারী, সদ্গুণমণি-বিভূষিত, সর্ব্বলোকের পরম-হিতকারী, ভজনীয়তম সেই পুরুষোত্তমের প্রতি অথবা তাঁহার প্রিয়জনের প্রতি প্রীতি না করে? পরন্তু শ্রীভগবান্ ও ভাগবতগণের প্রতি দ্বেষের কারণ কি, তাহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর। অতএব ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ও মহৎ সকলেই শ্রীপুরুষোত্তমে সত্যসত্যই অনুরক্ত।”

ত্রিবিধ কনিষ্ঠ-ভাগবত

কনিষ্ঠ-ভাগবত (১) **কনিষ্ঠ-শ্রেণীর কনিষ্ঠ**, (২) **মধ্যম-শ্রেণীর কনিষ্ঠ** ও (৩) **উত্তম-শ্রেণীর কনিষ্ঠ**-ভেদে তিন প্রকার। লোক-দেখান বা লোকপরম্পরাগত-শ্রদ্ধামূলে কনিষ্ঠ-শ্রেণীর কনিষ্ঠ শ্রীমূর্ত্তির পূজা করেন, কিন্তু ভক্তগণের প্রতি বা সমস্ত প্রাণীতে তাঁহার আদর নাই; এইজন্য তিনি প্রাকৃত। তাঁহার ভক্তির আভাস বা আরম্ভ মাত্র হইয়াছে, তাহা শুদ্ধভক্তি নহে। “অর্চ্চায়ামেব হরয়ে” (শ্রীভাঃ ১১।২।৪৭) শ্লোক তাঁহাতে প্রযোজ্য। অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহের পূজায় শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞান, অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর এই শ্রদ্ধাটি তাঁহাতে আছে বলিয়া তাঁহাকে ‘কনিষ্ঠ-ভাগবত’ বলা হয়। যাঁহার শ্রীবিষ্ণুতে পরতত্ত্ব-বুদ্ধি বা শ্রীবিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তিতে শ্রদ্ধা নাই, অথচ মূর্ত্তি-পূজা করিয়া থাকেন এই লক্ষণ দেখা যায়, তিনি কখনও ‘ভক্ত’-পদবাচ্য হইতে পারেন না; অর্থাৎ প্রাকৃত-ভক্ত অপেক্ষাও সেই ব্যক্তি অত্যন্ত অধম বা পাষণ্ডী।

মধ্যম-শ্রেণীর কনিষ্ঠের কিছু কিছু শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা হইতেছে। তিনি শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতিও আদর শিক্ষা করিতেছেন এবং শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনে কিঞ্চিৎ শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছেন।

উত্তম-শ্রেণীর কনিষ্ঠ শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাযুক্ত। সেই শ্রদ্ধা—শরণাগতিমূলা। সেই শ্রদ্ধার লক্ষণ এই যে, তিনি নিজের যোগ ও ক্ষেমের প্রতি উদাসীন; অর্থাৎ নিজের দেহ বা দেহ-সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের পোষণের জন্য অপ্রাপ্তি-আহরণ ও তৎসংরক্ষণার্থ চিন্তিত নহেন। তবে তাঁহাতে ভক্তিভাব-প্রভৃতির উদয় হয় নাই; শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রতি আদর করিবার বৃত্তি হইয়াছে এবং শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনেও শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছেন।

কনিষ্ঠ-ভাগবতের যাহা সর্ব্বশেষ-অবস্থা, মধ্যম-মহাভাগবতের তাহা প্রথমাবস্থা; মধ্যম-মহাভাগবতের যাহা চরমাবস্থা, উত্তম-মহাভাগবতের তাহা প্রথমাবস্থা।

ত্রিবিধ সৎ

সৎ তিন প্রকার—(১) সৎ, (২) সত্তর ও (৩) সত্তম। ইহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। সতের মুখ্য-লক্ষণ এই যে, তিনি শ্রীবিষ্ণুকেই একমাত্র ভগবান্ বা পরতত্ত্ব বলিয়া জানেন। তাঁহাতে পাপকার্য্য দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার পাপ-প্রবৃত্তি নাই। এজন্য তিনি সঙ্গযোগ্য নহেন অর্থাৎ তাঁহার সঙ্গ করা উচিত নহে।

(২) **সত্তর**—ইনি শ্রীবিষ্ণুকেই পরতত্ত্ব বলিয়া জানেন ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করেন; বর্ণাশ্রমনিষিদ্ধ পাপকার্য্য করেন না। সত্তর—সঙ্গযোগ্য। "বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্॥" (শ্রীবিষ্ণু-পুরাণ ৩।৮।৮)—পরমেশ্বর বিষ্ণু বর্ণ-ধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্মের আচারযুক্ত পুরুষ-কর্ত্তৃক আরাধিত হন। বর্ণাশ্রমাচার ব্যতীত তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার অন্য কোন কারণ নাই। এই শ্লোকটি সত্তর-সাধকে প্রযোজ্য।

(৩) **সত্তমের** লক্ষণ নিম্নলিখিত শ্রীভাগবত-শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে,—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ॥
(শ্রীভাঃ ১১।১১।৩২)

যিনি আমাদ্বারা বেদরূপে আদিষ্ট হইলেও সমস্ত স্বধর্ম্ম এবং গুণ ও দোষসমূহ জানিয়াও অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদি গুণ ও অকরণে দোষসমূহের কথা অবগত হইয়াও আমার ভক্তিদ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া সমস্ত তাৎকালিক স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার সেবা করেন, তিনিই এইরূপ সত্তম বা সাধুশ্রেষ্ঠ হন। **তিনি নাস্তিকতা বা অজ্ঞানতাবশতঃ স্বধর্ম্ম ত্যাগ বা পাপপুণ্যে স্পৃহা ত্যাগ করেন নাই।** বস্তুতঃ শাস্ত্র-বিহিত পুণ্যকার্য্য করাই গুণ ও তাহা না করাই দোষ, ইহা **সম্যগ্রূপে জানিয়াও শ্রীভগবানে ভক্তিদ্বারাই সমস্ত হইবে, এই দৃঢ়নিশ্চয়তা-নিবন্ধন নিবৃত্ত-অধিকারে প্রতিষ্ঠিত** হইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় সেবাপ্রবৃত্তিদ্বারা পরিচালিত হইতেছে। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের স্পৃহা পর্য্যন্ত ভগবদ্ভক্তিলাভের ব্যাঘাত-কারক জানিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। এইজন্য তিনি সত্তম। সেই সত্তমে যে-সকল গুণ আছে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবৎ-উক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে,—

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ॥
কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥
(শ্রীভাঃ ১১।১১।২৯-৩১)

(১) কৃপালু—পরদুঃখে অসহিষ্ণু; (২) অকৃতদ্রোহ—যাঁহার কাহারও প্রতি অনিষ্টাচরণ অথবা যাঁহার কাহাকেও পরাভব করিবার বুদ্ধি নাই; (৩) সর্ব্বজীবে তিতিক্ষু—ক্ষমাশীল; (৪) সত্যসার—সত্যই যাঁহার স্থিরবল; (৫) অনবদ্যাত্মা—অসূয়া বা মাৎসর্য্য-রহিত; (৬) সম—সুখদুঃখে সমচিত্ত; (৭) সর্ব্বোপকারক—যথাশক্তি সকলের উপকারক; (৮) কামনা বা বাসনাদ্বারা অক্ষুব্ধচিত্ত; (৯) দান্ত—যিনি বাহ্যেন্দ্রিয় সংযত করিয়াছেন; (১০) মৃদু—অকঠিনচিত্ত (বাহিরে বজ্রাদপি কঠোর, অন্তরে কুসুম হইতেও কোমল); (১১) অকিঞ্চন—যিনি নিজের ভোগার্থে কাহারও নিকট হইতে কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না; (১২) অনীহ—নিজ-ভোগার্থ যাঁহার কোন চেষ্টা নাই; (১৩) মিতভুক্—যিনি লঘু

আহার করেন; (১৪) শান্ত—যিনি অন্তরেন্দ্রিয় দমন করিয়াছেন; (১৫) স্থির—যিনি স্বধর্ম্মে স্থিরমতি; (১৬) মচ্ছরণ—'মৎ' অর্থাৎ আমার (শ্রীকৃষ্ণের) একমাত্র শরণাগত; (১৭) মুনি—মননশীল অর্থাৎ যিনি মনে মনে সর্ব্বদা বিচারপরায়ণ; (১৮) অপ্রমত্ত—সাবধান; (১৯) গভীরাত্মা—নির্বিকার; (২০) ধৃতিমান্—বিপদেও অবিচলন; (২১) জিতষড়্গুণ—ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যুরূপী ষড়ূর্ম্মিকে যিনি জয় করিয়াছেন। শ্রীহরিভজনে রস অনুভব করায় ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি যাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না; (২২) অমানী—যিনি অপর হইতে মানাকাঙ্ক্ষা করেন না; যিনি জানেন শ্রীগুরুপাদপদ্মই সমস্ত প্রতিষ্ঠার যথাধিকারী; (২৩) মানদ—যিনি অন্যকে মান দান করেন; (২৪) কল্য—পরবোধনে দক্ষ অর্থাৎ যিনি 'দাগ বসাইয়া' বাস্তব-সত্যের বিষয়-জ্ঞাপনে বিশেষ দক্ষ; (২৫) মৈত্র—অবঞ্চক অর্থাৎ যিনি সত্য-কথা গোপন করিয়া বলেন না; (২৬) কারুণিক—যিনি করুণাবৃত্তিদ্বারা উত্তেজিত, কোন স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যে জীবে দয়ার ছলনা দেখান না; (২৭) কবি—সম্যক্ জ্ঞানী। এই সকল লক্ষণের মধ্যে 'মচ্ছরণ' অর্থাৎ **শ্রীকৃষ্ণৈকশরণতাই স্বরূপ-লক্ষণ বা বিশেষত্ব।** পূর্ব্বোক্ত ২৭টি লক্ষণের মধ্যে 'মচ্ছরণ' এই লক্ষণটি ব্যতীত অন্যকোথাও নবধা ভক্তির সাক্ষাৎ-পরিচয় পাওয়া যায় না।

ত্রিবিধ সত্তম

সত্তম তিন প্রকার; (১) অবর-সত্তম, (২) মধ্যম-সত্তম ও (৩) পরম-সত্তম। যাঁহাতে ২৬টী লক্ষণ ও কৃষ্ণৈকশরণতা আছে, তিনি অবর-সত্তম। যাঁহাতে ২৬টী লক্ষণ আছে, অথচ যিনি কৃষ্ণভক্তিদ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে, এইরূপ দৃঢ়-নিশ্চয়তা-নিবন্ধন বর্ণাশ্রম-বিহিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভজনের প্রয়াসী, তিনি মধ্যম-সত্তম। আর যাঁহার ২৬টী লক্ষণ থাকুক আর নাই থাকুক, যিনি শ্রীকৃষ্ণৈকশরণ হইয়া এবং ব্রহ্মজ্ঞান-স্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্যভক্তি যাজন করিতেছেন, তিনি পরম-সত্তম। অবরতা-মিশ্র ও মধ্যমতামিশ্র সত্তমের অনন্যভক্তির কিছু ত্রুটি থাকিতে পারে, কিন্তু পরম-সত্তমের অনন্যভক্তির কোন ত্রুটি নাই।

রাগানুগ-ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

এখন রাগানুগ-ভক্তের বিচার করা হইতেছে। যিনি রাগানুগা ভক্তির সাধক, তিনি ভক্ততম। সত্তম অপেক্ষাও ভক্ততম-সাধক শ্রেষ্ঠ; ভক্ততমসিদ্ধের ত' কথাই নাই। শ্রীভগবানের মহিম-জ্ঞানের অভাব বা কম-বেশী লইয়া রাগানুগা ভক্তিতে বড়-ছোট হয় না। মহিমা জানিয়াই হউক, আর না জানিয়াই হউক, যিনি লোভবশতঃ শ্রীব্রজবাসীর ও শ্রীমথুরাবাসীর অনুসরণ করেন, তিনি 'সত্তম' হইতেও শ্রেষ্ঠ 'ভক্ততম'।

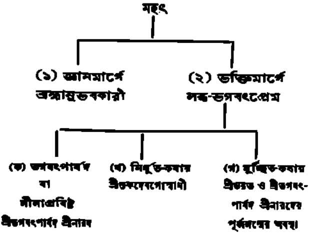
মহৎ
(১) জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুভবকারী
(২) ভক্তিমার্গে লব্ধ-ভগবৎপ্রেম
(ক) ভগবৎপার্ষদ বা লীলাপ্রবিষ্ট শ্রীভগবৎপার্ষদ শ্রীনারদ
(খ) নির্ধূত-কষায় শ্রীশুকদেবগোস্বামী
(গ) মূর্চ্ছিত-কষায় শ্রীশুক ও শ্রীভগবৎ-পার্ষদ শ্রীনারদের পূর্ব্বজন্মের অবস্থা

কনিষ্ঠ-ভাগবত

কনিষ্ঠ-সোপানাশ্রিত কনিষ্ঠ

(লোকপরম্পরাগত-শ্রদ্ধামূলক লৌকিক শ্রীমূর্ত্তির পূজা করেন, কিন্তু ভক্ত বা সর্ব্বপ্রাণীতে আদর নাই। "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে" (শ্রীভাঃ ১১।২।৪৭) শ্লোকের প্রতিপাদ্য। অজাত প্রেমা অথচ শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহের উপাসনা বা পূজায় শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান আছে বলিয়া তাঁহার ভাগবতত্ব।)

মধ্যম-সোপানাশ্রিত কনিষ্ঠ

(শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা কিছু কিছু হইয়াছে, শ্রীভক্তবৈষ্ণবের প্রতি আদর শিক্ষা করিতেছেন, শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনে কিঞ্চিৎ শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাযুক্ত।)

উত্তম-সোপানাশ্রিত কনিষ্ঠ

[শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাযুক্ত (বিষয়ের লোভ ও ভোগের প্রতি উদাসীন), কিন্তু শাস্ত্রবিচার-প্রতিভা উদয় হয় নাই; শ্রীভক্তবৈষ্ণবের প্রতি আদর করিবার বুদ্ধি উদিত হইয়াছে। শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনে শ্রদ্ধান্বিত।]

রুচি বা শ্রীভগবানে প্রিয়ত্বধর্ম্মের তারতম্যানুসারে মহতের বিভাগ

মধ্যম-মহাভাগবত

কনিষ্ঠ-শ্রেণীর

[ইঁহার তিনটি লক্ষণ—

(ক) "ন যস্য জন্মকর্মভ্যাং" (শ্রীভাঃ ১১।২।৫১) শ্লোকের প্রতিপাদ্য অবস্থা। রতির উদ্দীপক, বর্ণাশ্রম-জীবনযাত্রা, শ্রীহরিসেবার অনুকূলমাত্র বিচার স্বীকারপূর্ব্বক শাস্ত্রমর্য্যাদা নির্ব্বাহ করেন; যাবৎ দেহ, গেহ শ্রীভগবৎসেবাতে সমর্পিত।

(খ) "ন যস্য স্বঃ পর" (শ্রীভাঃ ১১।২।৫২) ইত্যাদি শ্লোকের প্রতিপাদ্য অবস্থা। ইনি মূর্চ্ছিত-কষায়। নিজবিত্তে বা আত্মাতে ভেদ-বুদ্ধি নাই, উদাসীনবৃত্তিও নাই।

(গ) "গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈঃ" (শ্রীভাঃ ১১।২।৪৮) শ্লোকের প্রতিপাদ্য অবস্থা। ইনি মূর্চ্ছিত-কষায় (কোমল-লক্ষণ); ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়াও তাহাতে রাগ-দ্বেষহীন। "বিশ্বময় সকলি মাধব," এই বুদ্ধিযুক্ত (মাধ্যমিক-লক্ষণ)।]

মধ্যম-শ্রেণীর

["দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং" (শ্রীভাঃ ১১।২।৪৯) শ্লোকের প্রতিপাদ্য অবস্থা।

(১) ইনি মূর্চ্ছিত-কষায়; রতির অঙ্কুরের উদয় বা নবীন প্রেমাঙ্কুরের উদয় হইয়াছে; কিন্তু কিছু কষায় আছে; যথা—জড়ভরত ও শ্রীনারদের পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত।

(২) "ন কামকর্মবীজানাং" (শ্রীভাঃ ১১।২।৫০) শ্লোকের প্রতিপাদ্য অবস্থা। ইনি নির্দ্ধূত-কষায়।]

উত্তম-শ্রেণীর

[(ক) "ত্রিভুবনবিভবহেতবে" (শ্রীভাঃ ১১।২।৫৩) শ্লোকের প্রতিপাদ্য অবস্থা। ইনি নির্দ্ধূতকষায়; সম্যগ্‌রূপে স্ব-প্রেমাঙ্কুরযুক্ত। প্রেমানুবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

(খ) "ঈশ্বরে তদধীনেষু" (শ্রীভাঃ ১১।২।৪৬) শ্লোকের প্রতিপাদ্য অবস্থা। সাক্ষাৎ প্রেমের উদয় হইয়াছে। রতির গাঢ়ত্বহেতু প্রেমের চরমাবস্থা উদয় হইয়াছে। কৃষ্ণে প্রেম, মৈত্রী ও উপেক্ষাদি-বিশিষ্ট।]

উত্তম-মহাভাগবত

কনিষ্ঠশ্রেণীর

মধ্যমশ্রেণীর

উত্তমশ্রেণীর

["সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ" (শ্রীভাঃ ১১।২।৪৫) ও "বিসৃজতি হৃদয়ং ন" (শ্রীভাঃ ১১।২।৫৫) শ্লোকদ্বয়ের প্রতিপাদ্য। ইনি নির্দ্ধূত-কষায়। আবেশ ও রতির তারতম্যানুসারে শ্রেণীর তারতম্য।]

গুণতারতম্যভেদে সাধুর শ্রেণীবিভাগ

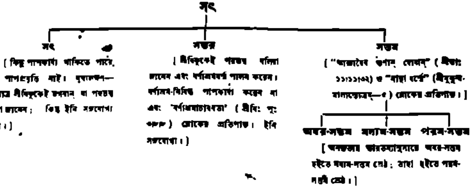

সৎ — [কিছু পাপকার্য্য থাকিতে পারে, কিন্তু পাপপ্রবৃত্তি নাই। দৃষ্টান্ত— একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই ভগবান্ বা পরতত্ত্ব বলিয়া জানেন; কিন্তু ইনি সঙ্গদোষা করেন।]

সত্তর — [শ্রীকৃষ্ণকেই পরতত্ত্ব বলিয়া জানেন এবং বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করেন। বর্ণাশ্রম-বিহিত পাপকার্য্য করেন না এবং 'বর্ণাশ্রমাচারবতা' (শ্রীবিঃ পুঃ ৩।৮।৯) শ্লোকের প্রতিপাদ্য। ইনি সঙ্গদোষা।]

সত্তম — ["আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্" (শ্রীভাঃ ১১।১১।৩২) ও "নাস্থা ধর্ম্মে" (শ্রীমুকুন্দ-মালাস্তোত্রম্—৫) শ্লোকের প্রতিপাদ্য।]

[অনন্যতার তারতম্যানুসারে অবর-সত্তম হইতে মধ্যম-সত্তম শ্রেষ্ঠ; তাহা হইতে পরম-সত্তম শ্রেষ্ঠ।]

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামি-প্রভু

গত ১৮ই চৈত্র, ১লা এপ্রিল, ২২শে বিষ্ণু, বুধবার শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামি-প্রভু ও শ্রীশ্রীল বংশীবদনানন্দ ঠাকুরের আবির্ভাবোৎসব হইয়াছে। শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভুর সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু উৎকল-প্রদেশে 'দণ্ডকেশ্বর'-গ্রামস্থিত করণ-বংশে চৈত্রমাসের পূর্ণিমার দিন জন্ম পরিগ্রহ করেন।

চৈত্র-পূর্ণিমাতে জন্মিলেন শ্যামানন্দ।
দিনে দিনে বাড়িলেন যৈছে বাড়ে চন্দ্র। (শ্রীভঃ রঃ: ৬।১০)

তিনি বাল্য ও পৌগণ্ড-বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গৃহে অবস্থিতি করিয়া যৌবনাবস্থা-প্রাপ্তিমাত্রই গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈরাগ্য সন্দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর ভক্তগণ তাঁহাকে 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' নাম প্রদান করেন। দীক্ষাগ্রহণ ব্যতীত ভজন নিষ্ফল জানিয়া তিনি প্রভুপার্ষদ, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের প্রিয়শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে যথাবিধি গুরুসেবা কর্ত্তব্য জানিয়া তিনি কিছুদিন শ্রীগুরুর সন্নিধানে থাকিয়া, সেবা করণানন্তর গুরুর অনুমতি লইয়া, শ্রীবৃন্দাবনাদি-দর্শনার্থে গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু প্রভৃতি প্রভুপাদদিগের বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্যামানন্দের বৈরাগ্য-চেষ্টা অতি আশ্চর্য্য ছিল। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য-দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইতেন। তিনি আচার্য্য শ্রীনিবাস ও ঠাকুর শ্রীনরোত্তম প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গদেশে বহুদিন অবস্থিতিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রচার করিয়া অনেকানেক দুষ্কৃতি পাষণ্ডগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু—এই তিন মহাত্মা কিছুদিন শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর শিক্ষা-শিষ্যরূপে অবস্থিতি করেন। শ্রীজীবগোস্বামীর অনুমোদনে ইঁহারা কীর্ত্তন-পদ্ধতির ব্যবস্থা করিলেন। তিনজনই সঙ্গীতশাস্ত্রে মহা-মহোপাধ্যায় ছিলেন। দ্বিতীয় কালোয়াতী-বিদ্যায় তিনজনই পারদর্শী। তিনজনই পরস্পর একপ্রাণ, উদাস ও হৃদয়-বন্ধু। ঐ তিন মহাত্মা গৌড়ভূমির অলঙ্কার।"

ভ্রম-সংশোধন

গত ২০শ-২১শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে' ৩৫৪ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে ৩য়-৪র্থ পঙ্ক্তিতে "উপক্রম ও উপসংহারে—অভ্যাসে ও অপূর্ব্বতাফলে—অর্থবাদ ও উপপত্তিতে" স্থলে "উপক্রম-উপসংহারে, অভ্যাসে, অপূর্ব্বতায়, ফলে, অর্থবাদে ও উপপত্তিতে", ঐ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ২৫শ পঙ্ক্তিতে "পঠন্তিত্যাদৌ" স্থলে "পঠন্' ইত্যাদৌ," ঐ ২৬শ পঙ্ক্তিতে "তদা কীর্ত্তনাদ্যাভক্তিসংযোগেনৈবেত্যাশয়" স্থলে "তদা কীর্ত্তনাদ্যভক্তিসংযোগেনৈবেত্যাশয়ঃ" এবং ৩৬০ পৃষ্ঠায় "শ্রীল ভক্তি-সুধাকর প্রভু" প্রবন্ধের ১ম স্তম্ভে ২য় পঙ্ক্তিতে "তৃতীয়-বার্ষিকী বিরহতিথি" স্থলে "দ্বিতীয়-বার্ষিকী বিরহতিথি" হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরসাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৫ই বৈশাখ, ১৩৪৯ ; ১৮ই এপ্রিল, ১৯৪২ {৩৬শ-৩৭শ সংখ্যা

শ্রীল ঠাকুর অভিরাম-গোপাল

গত ৬ই মধুসূদন, ২৪শে চৈত্র, কৃষ্ণদশমী তিথিতে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহে শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীনিত্যানন্দ-সখা রাখাল-গোপালের অন্যতম শ্রীশ্রীল অভিরাম ঠাকুরের বিরহ-সংকীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর অভিরাম 'শ্রীরামদাস'-নামেও খ্যাত। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শেষভৃত্য শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপের পার্ষদগণের চরিত্রবর্ণন-প্রসঙ্গে সর্ব্বাগ্রেই শ্রীল অভিরাম ঠাকুর বা শ্রীল রামদাস ঠাকুরের নামোল্লেখ করিয়াছেন,—

নিত্যানন্দস্বরূপের পারিষদগণ।
নিরবধি সবেই পরমানন্দ-মন॥
কারো কোন কর্ম্ম নাই সংকীর্ত্তন-বিনে।
সবার গোপাল-ভাব বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥
বেত্র বংশী শিঙ্গা ছাদ-দড়ি গুঞ্জাহার।
তাড় খাড়ু হাতে, পায়ে নূপুর সবার॥
নিরবধি সবার শরীরে কৃষ্ণভাব।
অশ্রু কম্প পুলক—হুঙ্কার অনুরাগ॥
সবার সৌন্দর্য্য যেন অভিন্ন-মদন।
নিরবধি সবেই করেন সংকীর্ত্তন॥
পাইয়া অভয় স্বামী প্রভু নিত্যানন্দ।
নিরবধি কৌতুকে থাকেন ভক্তবৃন্দ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের দাসের মহিমা।
শত বৎসরেও কহিবারে নাহি সীমা॥

তথাপিহ নাম কহি—জানি যাঁ'র যাঁ'র।
নাম মাত্র স্মরণেও তরিয়ে সংসার॥
যাঁ'র যাঁ'র সঙ্গে নিত্যানন্দের বিহার।
সবে ব্রজ-বাসী গোপ-গোপী-অবতার॥
নিত্যানন্দস্বরূপের নিষেধ লাগিয়া।
পূর্ব্ব-নাম না লিখিল বিদিত করিয়া॥
পরম পার্ষদ—রামদাস মহাশয়।
নিরবধি ঈশ্বর-ভাবে সে কথা কয়'॥
যাঁ'র বাক্য কেহ ঝাট না পারে বুঝিতে।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁ'র হৃদয়েতে॥
সবার অধিক ভাবপ্রাপ্ত রামদাস।
যাঁ'র দেহে কৃষ্ণ আছিলেন তিন মাস॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৭১২-৭২০)

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের প্রদত্ত বিবরণ-অনুসারে শ্রীল অভিরাম ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রেষ্ঠ পার্ষদ এবং তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাবপ্রাপ্ত। শ্রীরামদাস প্রভু সকল সময়েই বিষ্ণু-বিগ্রহোচিত ভাষায় আলাপ করিতেন। এজন্ত তাঁহার বাক্য সাধারণ ব্যক্তি বা অভক্তগণ ঠিক বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি মায়াবাদী বা অহংগ্রহোপাসক ছিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে বিষয়বিগ্রহ শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু নিত্যকাল বিরাজিত আছেন। কোনসময় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরামদাসের শরীরে তিনমাসকাল বাস করিয়াছিলেন। তিনি সেই দিব্যোন্মাদ-বিভাবিত হইয়া যে-সকল বাক্য বলিতেন ও যে-সকল কার্য্য করিতেন, তাহা অভক্ত মায়াবাদী, অহংগ্রহোপাসক বা সাধারণ ব্যক্তিগণ কেহই বুঝিতে পারেন নাই।

যখন নীলাচলে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়দেশে গমন করিয়া শ্রীনামপ্রেম-প্রচারের আদেশ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিজজন ঠাকুর শ্রীঅভিরাম ও শ্রীগদাধরদাস প্রভুকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত প্রচার-কার্য্যের সহায়করূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামদাস আর, গদাধরদাস।
চৈতন্য-গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁ'র পাশ॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিল তাঁ'র সাথে।
অতএব দুইগণে দুঁহার গণন।
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১১।১৩-১৪)

এজন্ত শ্রীল অভিরাম ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু উভয়েরই গণে গণিত। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু আরও লিখিয়াছেন,—

রামদাস অভিরাম—সখ্য-প্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি' যে করিল বাঁশী॥
রামদাস—মুখ্যশাখা, সখ্য-প্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ যে তুলি' কৈল বাঁশী॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।১১৬, ঐ ১১।১৬)

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর ‘শ্রীভক্তিরত্নাকরে’ শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের চরিত-বর্ণন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

অভিরাম গোস্বামীর প্রতাপ প্রচণ্ড।
যাঁ'রে দেখি' কাঁপে সদা দুর্জ্জন পাষণ্ড॥
নিত্যানন্দ-আবেশে উন্মত্ত নিরন্তর।
জগতে বিদিত যাঁ'র কৃপা মনোহর॥

* * * *

জীব উদ্ধারিতে অবতীর্ণ বিপ্রঘরে॥
সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত পরম মনোরম।
নৃত্য-গীত-বাদ্যে বিশারদ নিরুপম॥
প্রভু নিত্যানন্দ-বলরামের ইচ্ছাতে।
করিল বিবাহ বিজ্ঞ বিপ্রের গৃহেতে॥
শ্রীঅভিরামের পত্নী নাম ‘শ্রীমালিনী’।
তাঁহার প্রভাব যত কহিতে না জানি॥*

* * * *

কৃষ্ণলীলাকালে এঁহ প্রসিদ্ধ ‘শ্রীদাম’।
এবে সেই পূর্ব্বক্রিয়াচারে ব্যক্ত হৈলা।
কোন ভক্তে শ্রীদামরূপেতে দেখা দিলা॥
শ্রীঠাকুর অভিরাম প্রেমমূর্ত্তিময়।
সর্ব্বলোকে পূজ্য, ধন্যঃ কেবা না বুঝয়?
(শ্রীভঃ রঃ ৪।১০৩-১১১)

শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের শাখা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীগোপালাচার্য্যকৃত পদে এইরূপ পাওয়া যায়,—

শ্রীরামাখ্যং পুরা প্রেমমূর্ত্তিং বিপ্রশিরোমণিম্।
শ্রীমালিনীপতিং পূজ্যমভিরামমহং ভজে॥
(শ্রীভঃ রঃ ৪।১১২)

পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণলীলায় 'শ্রীদাম'-নামক ব্রজগোপাল, এখন শ্রীগৌরলীলায় ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, শ্রীমালিনীদেবীর পতি, প্রেমময়-মূর্ত্তি পূজনীয় শ্রীঅভিরাম ঠাকুরকে বন্দনা করি।

হাওড়া-আমতা-রেলপথে চাঁপাডাঙ্গা-ষ্টেশন হইতে প্রায় দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে 'বেলোনার হাট' অতিক্রম করিয়া খানাকুল-কৃষ্ণনগরে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট বর্ত্তমান। বর্ষাকালে পথ জলমগ্ন হয় বলিয়া বেঙ্গল-নাগপুর-রেলপথে কোলাঘাট হইতে ষ্টীমারে 'রাণীচক' হইয়া সাড়ে সাত মাইল উত্তরে খানাকুল-কৃষ্ণনগরে যাওয়া যায়। এইস্থান 'খানা' বা 'দ্বারকেশ্বর'-নদের তীরে অবস্থিত বলিয়া ইহার নাম 'খানাকুল-কৃষ্ণনগর' হইয়াছে।

শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শ্রীগোপীনাথের সেবার কথা 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে'র চতুর্থ-তরঙ্গে লিপিবদ্ধ আছে,—

গোপীনাথ স্বপ্নচ্ছলে সাক্ষাৎ হইলা।
'এথা মোর স্থিতি'—কহি' স্থান দেখাইলা॥
সেইস্থান খনন করিয়া অভিরাম।
পাইলেন গোপীনাথ-মূর্ত্তি অনুপম॥
সর্ব্বত্র হইল ধ্বনি, ধায় সর্ব্বলোক।
করিতেই দর্শন পাসরে দুঃখ-শোক॥
গোপীনাথ-প্রকট-কুণ্ডের দিব্যজল।
স্নান-পানে হৈলা সবে আনন্দে বিহ্বল॥
'রামকুণ্ড' বলি' খ্যাতি হইল তাহার।
লোক-সমাগম যত সীমা নাহি তা'র॥
মালিনী শ্রীঅভিরাম বিপ্রগণ লৈয়া।
শ্রীগোপীনাথের সেবা করে হর্ষ হৈয়া॥
মধ্যে মধ্যে প্রভু নিত্যানন্দ গণ-সনে।
আইসেন প্রিয় অভিরামের ভবনে॥
(শ্রীভঃ রঃ ৪।১১৪-১২০)

এখনও শ্রীপাট খানাকুল-কৃষ্ণনগরে শ্রীশ্রীল অভিরাম ঠাকুরের শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহের সেবা প্রকাশিত আছেন। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমাকালে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের শ্রীপদাঙ্কানুসরণে আমাদের এই শ্রীপাট-দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল। এইস্থানের বর্ত্তমান সেবাইতগণের নিকট হইতে জানা যায় যে, শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের সময় হইতেই এখানে সিদ্ধ-চাউলের ভোগের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এখানে আর একটি অভিনব প্রথা এই যে, ঠাকুরের শয়নকালেও শ্রীমন্দিরের দরজা খোলা থাকে ও সর্ব্বসমক্ষে শয়ন দেওয়া হয়। প্রাতঃকালে ঠাকুরের মঙ্গলারাত্রিক করিবারও এখানে রীতি নাই। বর্ত্তমানে এখানে ৩৮।৩৯ ঘর সেবাইত আছেন।

শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের প্রসিদ্ধ 'শ্রীজয়মঙ্গল'-চাবুকের কথা অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রীল অভিরাম ঠাকুর ঐ চাবুক দিয়া যাঁহাকে আঘাত করিতেন, তাঁহারই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের উদয় হইত। শ্রীল অভিরাম ঠাকুর তাঁহার 'শ্রীজয়মঙ্গল'-চাবুক দ্বারা শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুর শ্রীঅঙ্গে তিনবার স্পর্শ করাইয়াছিলেন। তখন শ্রীঅভিরাম-পত্নী শ্রীমালিনীদেবী পতির হাত ধরিয়া বলিয়াছিলেন,—"ঠাকুর! ধৈর্য্য ধর। শ্রীনিবাস—বালক; তোমার চাবুকের স্পর্শে অধীর হইয়া পড়িবে।"

শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের "ষোল সাঙ্গের * কাঠের বাঁশী"র কথাও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

রামদাস—মুখ্যশাখা, সখা-প্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ যে তুলি' কৈল বাঁশী॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১১।১৬)

শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের বংশীবাদন-লীলার কথা 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' এইরূপ বর্ণিত আছে,—

একদিন প্রেমানন্দে মত্ত অভিরাম।
করয়ে নর্ত্তন, সে-ভঙ্গিমা অনুপাম॥
সখ্যভাবাবেশে বংশী বাজাইতে চায়।
ইতি উতি ফিরে, নিজবংশী নাহি পায়॥
শতাধিক লোকে যা'রে নারে চালাইতে।
হেন কাষ্ঠে বংশী করি' ধরিলেন হাতে॥
তাহা দেখি' সবে মহাবিস্মিত হইলা।
মধ্যে মধ্যে ঐছে তাঁ'র অলৌকিক-লীলা॥
(শ্রীভঃ রঃ ৪।১২১-১২৪)

হুগলী-জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর, আমড়া এবং বাঁকুড়া-জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর, কোতলপুর প্রভৃতি গ্রামে শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের শিষ্যবর্গের বংশধরগণ বাস করেন। শ্রীরত্নেশ্বরের শিষ্য 'শ্রীঅভিরামদাস'-নামক জনৈক

---

* সাঙ—একাধিক ব্যক্তির বহনোপযোগী ভারদণ্ডবিশেষ।

ব্যক্তি 'শাখা-নির্ণয়'-গ্রন্থে ঠাকুর শ্রীল অভিরামের শিষ্যবর্গের নাম ও স্থান-সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন,— (১) খানাকুলে কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বাস; (বংশ লুপ্ত)। (২) 'কৈকড়'-নামক গ্রামে (বর্দ্ধমান হইতে প্রায় দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে) বেদগর্ভ-নামক ভক্তের বাস; অধুনা তথায় ইঁহার বংশধরগণ শ্রীবিগ্রহ-সেবা করিতেছেন। (৩) বুড়ন-গ্রামে হরিদাসের বাস (ইঁহার বিশেষ সংবাদ অজ্ঞাত)। (৪) বেলান (?)-গ্রামে (খানাকুল হইতে প্রায় দুই মাইল উত্তরে, খানা-নদীর তীরে) পাখিয়া-গোপালদাসের বাস; অধুনা তথায় তাঁহার 'সমাজ' বলিয়া পরিচিত একটি ক্ষুদ্র ভগ্ন মন্দির বর্ত্তমান, কিন্তু শ্রীবিগ্রহ নাই। (৫) মেদিনীপুর-জেলায় রামজীবনপুরের নিকট পাইকমানিটা (?) -গ্রামে 'জগন্নারায়ণে'র বাস; ইঁহার বংশধরগণ বর্ত্তমান। (৬) গোতানগরে মাড়িয়া-মোহনের বাস; (স্থান ও পাত্র, উভয়ের অবস্থান অজ্ঞাত)। (৭) মানাম্বুড়িতে (বাঁকুড়ায়) সত্যরাঘবের বাস; (ইঁহার বংশধরগণের বাস অজ্ঞাত)। (৮) সালিখায় (হাওড়ার নিকট?) জানকী-পণ্ডিতের বাস; (ইঁহারও বংশধরগণের অবস্থান অজ্ঞাত)। (৯) তারাবোড়ায় (তারকেশ্বর হইতে প্রায় চারি মাইল উত্তর-পশ্চিমে) সুন্দরানন্দের বাস; ইঁহার বংশধরগণ আছেন। (১০) বীণগ্রামে (অবস্থান অজ্ঞাত) কৃষ্ণানন্দ অবধূতের বাস; ইঁহার কোন বংশ ছিলেন কিনা, সন্দেহ। (১১) সোনাতলা (কলী)-গ্রামে (হুগলী বা হাওড়া-জেলায়?) রতন-কৃষ্ণদাসের বাস (বংশ লুপ্ত)। (১২) মালগড়ে মুরারিদাসের বাস; (ইঁহার বংশধরগণের বাস অজ্ঞাত)। (১৩) পানিহাটীতে গোবিন্দঠাকুরের বাস; (ইঁহার বংশাবলী-সংবাদ অজ্ঞাত)। (১৪) রাধানগরে (খানাকুল-কৃষ্ণনগরের দক্ষিণে) যদু হালদারের বাস; ইঁহার বংশ লুপ্ত হওয়ায় ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ শ্রীবলরাম অদ্যাপি শ্রীগোপীনাথের সহিত সেবিত হইতেছেন। (১৫) অনন্তনগরে (খানাকুলের নিকট) হরিমাধবের বাস; (বংশ লুপ্ত)। (১৬) মাহেশে (শ্রীরামপুরের নিকট?) গোপালদাসের বাস; (ইঁহার বংশ অজ্ঞাত)। (১৭) কোটরায় (খানাকুল-থানার নিকট) অচ্যুত-পণ্ডিতের বাস (বংশধর বর্ত্তমান)। (১৮) পাটলা গ্রামে লক্ষ্মীনারায়ণের বাস; (বংশ লুপ্ত)। (১৯) পুরীতে গোপীনাথদাসের বাস (সংবাদ অজ্ঞাত)। (২০) চুনাখালি-পরগণায় (মাহেশের নিকট) নন্দকিশোরের বাস; (বংশ অজ্ঞাত)। (২১) পাতাগ্রামে (বর্দ্ধমান-জেলায় পাটুল?) বিষ্ণু ব্রহ্মচারীর বাস, বংশ বর্ত্তমান। (২২) বিল্বপাড়ায় রামকৃষ্ণের বাস (স্থান ও পাত্র, উভয়ের সংবাদ অজ্ঞাত)। (২৩) গৌরাঙ্গপুরে (শ্রীপাট হইতে প্রায় চারি মাইল উত্তরে) কমলাকরের বাস, নিকটে তাঁহার সমাজ আছে এবং বংশধরগণ শ্রীশ্রীনিতাইগৌর-বিগ্রহের সেবক। (২৪) দিবগ্রামে বলরাম ঠাকুরের বাস (স্থান ও পাত্র, উভয়ই অজ্ঞাত)। (২৫) শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু (অভিরামের অতি প্রিয়তম ও স্নেহ-কৃপাপাত্র ছিলেন, অথচ দীক্ষিত নহেন বলিয়াই বোধ হয় অর্দ্ধশিষ্যরূপে গণিত)। চৈত্র-কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে মহোৎসব-উপলক্ষে এইখানে বহুলোকের সমাগম হয়।

শ্রীগুণ্ডিচা বা শ্রীনামহট্ট-মার্জ্জনের শতমুখী

শ্রীশ্রীস্বরূপদামোদরের নিত্যারাধ্য শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে যে শ্রীগুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলা ও শ্রীনিত্যানন্দ-মহাজন শ্রীগৌড়মণ্ডলে শ্রীনামহট্ট-পত্তন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তদনুগত ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ এবং শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর অনুগত আচার্য্যবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামি-ঠাকুর স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যের সহিত জগজ্জীবের কল্যাণার্থ বিভিন্নরূপে পুনঃপ্রকাশিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। যাঁহারা স্বরূপ-গুণ্ডিচায় অপ্রাকৃত শ্রীমদনমোহনকে প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীনামহট্টে প্রবেশের অধিকার

লাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা এইসকল মহাজনের শতমুখী-দ্বারা প্রত্যহ হৃদয় শোধন করিবেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শতাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া 'শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদারে'র লীলা প্রকট করিয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ 'প্রাকৃতরস-শত-দূষণী' ও 'নির্জ্জনে অনর্থ' প্রভৃতি মার্জ্জনীর দ্বারা ভক্তিচামার্জ্জন শিক্ষা দিয়াছেন এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামি-ঠাকুর সারগর্ভ ও সুতীব্র বাক্‌শতমুখীদ্বারা অসংখ্য আত্মমঙ্গলকামিগণের চিত্ত শোধন করিতেছেন। তাঁহার সেই বাক্‌শতমুখী হইতে কয়েকটী শলাকা সংগ্রহ করিয়া নিম্নে গ্রথিত হইল।

১। আচার—ঢাল; প্রচার—তরবারি।

ভাষ্য—ঢালহীন তরবারির দ্বারা আত্মরক্ষা ও শত্রুবধ কোনটীই করা যায় না; তদ্রূপ আচারহীন প্রচারের দ্বারা নিজের মঙ্গল ও পরের মঙ্গল—কোনটীই হয় না। ঢাল ও তরবারি একসঙ্গে থাকিলেই অর্থাৎ আচার ও প্রচার যুগপৎ হইলেই স্ব-পর-মঙ্গল সাধিত হয়।

২। ভুঁই ও ভুঁড়িবাদে আচ্ছন্ন হইও না।

ভাষ্য—শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ভুঁই ও ভুঁড়িবাদের অপর নাম 'মাটি ও পেট-বাদ' (soil and coil), 'দেশাত্মবাদ ও দেহাত্মবাদ', 'ক্ষিত্যভিনিবেশ ও কাত্যভিনিবেশ', 'দেশবাদ ও বিরোচনবাদ' প্রভৃতি প্রদান করিয়াছেন। দেহাত্মবাদী বহুজীব 'জাতীয়তা', 'সাম্রাজ্যবাদ', 'গণবাদ' প্রভৃতি বড় বড় নাম দিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত দেহাত্মবাদে অভিভূত হইয়াছে। ইহার ফলে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীব অনিবার্য্য-মৃত্যু বরণ করিয়া লইতেছে। শ্রীনামপ্রভুর সেবকগণ কখনও ভুঁই ও ভুঁড়িবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন হন না। তাঁহারা অন্নাদি-আহরণ ও তৎসংরক্ষণের জন্য ব্যস্ত নহেন। তাঁহারা একমাত্র চিদ্বিলাসের সেবক।

৩। বর্ত্তমান বহির্ম্মুখ যুগ—যন্ত্রের যুগ; কিন্তু সাত্বত-তন্ত্র ও মহামন্ত্রের উপাসনা ব্যতীত কলি হইতে উদ্ধারের উপায় নাই।

ভাষ্য—বর্ত্তমান যুগে নানাপ্রকার ব্যোমযান (aeroplane), মেসিন্ গান্ (machine-gun), কামান, অস্ত্র প্রভৃতি বহুরূপী যন্ত্র জড়বিজ্ঞানের কল্যাণে আবিষ্কৃত হইয়া কিরূপ লোকক্ষয়-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে, তাহা অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। গণ-তন্ত্র, সমাজ-তন্ত্র, স্বেচ্ছা-তন্ত্র প্রভৃতি নানাপ্রকার জড়তন্ত্র বা মতবাদ অত্যন্ত অপস্বার্থপরতা ও অপকারনীতির চরম নিদর্শনে আরোহণ করিয়াছে। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্বত-শাস্ত্র সর্ব্বদোষাকর কলিযুগের একমাত্র মঙ্গলের উপায়রূপে সাত্বত-তন্ত্র বা পঞ্চরাত্র-বিধি ও মহামন্ত্রের উপাসনারূপ ভাগবতমার্গের মহা-চিৎসম্পদ করিয়াছেন। সাত্বত-তন্ত্রে মন্ত্রের দ্বারা শ্রীভগবদর্চ্চন ও শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্মে মহামন্ত্রের দ্বারা শ্রীভগবদ্ভজনের উপায় নির্ণীত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কলিযুগে মঙ্গল-লাভের আর অন্য উপায় নাই। ভুঁইকে ভোগ করিতে হইলে যন্ত্রের প্রয়োজন, আর অপ্রাকৃত কামদেবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান করিতে হইলে কামবীজ, কাম-গায়ত্রী বা মহামন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। এই দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী বাছিয়া লইবে? যদি ভুঁই ভোগ করিতে গিয়া মৃত্যুকে বরণ করিতে চাও, তবে যন্ত্রের উপাসনা কর; আর যদি অমৃতের নিত্যসেবক হইতে চাও, তবে মহামন্ত্রের উপাসনা কর।

৪। চিল্লীলামিথুনের স্বেচ্ছাতন্ত্রের সহিত যোগযুক্ত হও।

ভাষ্য—'চিল্লীলামিথুন' বলিতে 'আশ্রয়বিগ্রহাভিন্ন শ্রীবিষয়বিগ্রহ' — শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ। তাঁহাদের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতার সহিত অণুচিৎ জীবের ইচ্ছা মিলিত হইলেই মায়ার বিক্রম হইতে অণুচিৎ জীব রক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পরম-প্রয়োজন-লাভের অধিকারী হইতে পারেন। 'চিল্লীলামিথুনের সহিত যোগযুক্ত হওয়া'র অর্থ 'শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-যজ্ঞের ইন্ধন হওয়া'।

৫। যন্ত্রের কর্ত্তা—রুদ্র; আর মন্ত্রের গুরু—শ্রীশম্ভু।

ভাষ্য—রুদ্র প্রলয়ের অধীশ্বর বা সংহারকর্ত্তা; তিনি জড়যন্ত্রের উপর প্রভুত্ব করেন। জড়যন্ত্রের দ্বারা বিশ্বের প্রলয়কার্য্য সাধিত হয়। কিন্তু যিনি রুদ্রেরও অংশী, রুদ্র যাঁহার তমোগুণাংশ, সেই শ্রীশম্ভু শ্রীবিষ্ণুর শ্রেষ্ঠজন। তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তম গুরুদেবরূপে জীবের কর্ণে মহামন্ত্র প্রদান করেন। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ"—শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারানুসারে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীশম্ভুর উপাসনাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে নিরুপাধিকী প্রীতির উদয় হয়। যাঁহারা সেই শম্ভুকে 'ভবানীভর্ত্তা' বা 'স্বতন্ত্র ঈশ্বর'-রূপে দর্শন করিয়া তাঁহার

তমোগুণের বিক্রমে পতিত হয়, তাহারা কখন বিশেষ প্রভুত্বকামী হইয়া মহাকালীর উদরে প্রবেশ করে, কখনও বা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে লীন হয়।

৬। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীরূপের আলোক।

ভাষ্য—শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীরূপানুগবর বা শ্রীরূপ-প্রভুর অভিন্নবিগ্রহ—অভিন্ন-বার্ষভানবী। শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিমতী সেবা-শোভাই—শ্রীবার্ষভানবী। এজন্য শ্রীমতীকে 'কালোর আলো' বলা হয়। সেই আলোর রূপই শ্রীরূপগোস্বামী। সেই শ্রীরূপের মনোহভীষ্ট-পরিপূরক—শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

৭। আচার্য্যবৃন্দ সকলেই আলোক, জীবসমূহ সেই আলোকের এক-একটী ক্ষুদ্রতম কণা।

ভাষ্য—শ্রীরাধা হইতে অধস্তন শ্রীগুরুপাদপদ্ম পর্য্যন্ত যে শ্রীভাগবত-পরম্পরা, তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। এজন্য তাঁহারা অপ্রাকৃত আলোকস্বরূপ অর্থাৎ নিত্য অহৈতুকী অপ্রতিহতা সেবাশোভা-বিমণ্ডিত। অণুচিৎ জীব আমরা সম্বন্ধজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ থাকিলে সেই অপ্রাকৃত আলোকের এক-একটী ক্ষুদ্রতম কণা-রূপে আমাদিগকে অনুভব করিতে পারি।

৮। আলো বাদ দিলে কালোকে নির্ব্বিশেষ-জ্যোতিঃ ও অন্ধকাররূপে দর্শন হয়।

ভাষ্য—আলোকে অর্থাৎ আশ্রয়বিগ্রহকে পরিত্যাগ করিয়া বা আশ্রয়বিগ্রহের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা বর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে যে দর্শন করিবার চেষ্টা, তাহাই নির্ব্বিশেষবাদীর ব্রহ্ম এবং মহাকাল-মহাকালীরূপে দর্শনের চেষ্টা। আলোকে বাদ দিয়া কালোকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইলে কালোর অতিরিক্ত আভার, মহিমার বা বৃহত্বে দ্রষ্টৃ-অভিমানীর চক্ষু ঝলসিয়া গিয়া কৈবল্য-অন্ধকারই দৃষ্ট হয়। তখন নিজেকেও দেখা যায় না, আলোকেও দেখা যায় না, কালোকেও দেখা যায় না; দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন-ক্রিয়া বিলুপ্ত হয়। তাহাই অন্ধকার বা নির্ব্বিশেষভাব।

৯। পরস্পর বিজিগীষু আলো-কালোর লুকোচুরির অন্বেষণই জীবের সাধ্য-ভজন।

ভাষ্য—আশ্রয়বিগ্রহ বিষয়বিগ্রহের সুখবিধানে নিত্য-কাল ব্যস্ত; উভয় উভয়কে আত্মসাৎ করিবার জন্য ব্যাকুল। উভয়কে উভয়ের বশীভূত করিবার আয়াস প্রতিমুহূর্ত্তে অনন্তকোটিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি তদুভয়ের তৃপ্তি নাই। কিন্তু আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহের পরস্পর সেবার অভিপ্রায়ের পথে নির্গুণ আত্মার যে সেবার্থ পদাঙ্কানুসন্ধান অর্থাৎ বিপ্রলম্ভময় সেবানুসন্ধান, তাহাই জীবের চরম-প্রয়োজন।

১০। কৃষ্ণ—(বিয়োগ) শুক্ল = মায়াবাদীর নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম; শুক্ল—(বিয়োগ) কৃষ্ণ=সাংখ্যের প্রকৃতি বা মায়া।

ভাষ্য—অদ্বিতীয় বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ শ্রীগুরুদেবকে বর্জ্জন করিলে কৃষ্ণাপলাপী মায়াবাদীর নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের ধারণা উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে গুরুই মূলভোক্তা বা কারণ; শ্রীকৃষ্ণের মূল-কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃ-পুরুষত্ব নাই—এইরূপ মতবাদ স্বীকার করিলে গুরুদেবকে নিরীশ্বর-সাংখ্যবাদীর 'প্রকৃতি' করিবার চেষ্টা হয়।

১১। শ্রীগুরুদেব—Premier Servitor (সর্ব্বপ্রধান সেবক), not the Enjoyer (ভোক্তা নহেন)।

ভাষ্য—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ভাষায় বলিতে গেলে শ্রীগুরুদেব "Predominated Absolute" (আশ্রয়জাতীয় ভগবান্)। তিনি "Predominating Absolute" (বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ) নহেন। শ্রীগুরুদেব—Enjoyer Absolute (ভোক্তৃ-ভগবান্) নহেন, তিনি Enjoyed Absolute (ভোগ্য-ভগবান্)। সম্ভোক্তা ভগবান্—শ্রীকৃষ্ণ, আর সম্ভোগ্য-ভগবান্—শ্রীরাধা বা শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের রসভাণ্ডারের Head-Custodian অর্থাৎ প্রধান রক্ষক; কিন্তু 'স্বয়ং রাসবিহারী' নহেন অর্থাৎ অদ্বিতীয় ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তাশ্রিতগণের মধ্যে তিনি Transcendental Transparent Mediator. তিনি মধ্যপথে শিষ্যের বিত্ত-প্রতিষ্ঠাদি কখনও আত্মসাৎ করেন না। ইহাই তাঁহার গুরুত্ব বা আচার্য্যত্ব।

১২। নোঙর তোল, রূপ দেখাও।

ভাষ্য—বদ্ধজীব এই ভবসমুদ্রের অতলগর্ভে অন্ধ-আসক্তির নোঙর পুঁতিয়া রাখিয়া সাধুসঙ্গ বা সাধন-ভজনের যে-সকল অভিনয়াদি করে, তদ্দ্বারা কিছুই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। মঙ্গল-লাভের প্রতিবন্ধক এই মূল কারণটীর উচ্ছেদ না করিয়া তাহারা কেবল সাধুর কৃপার অভাব বা

বোধ কল্পনা করিয়া থাকে। বস্তুতঃ স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার-ক্রমে জড়াসক্তির মূলোৎপাটন করিয়া নিজের সেবোন্মুখতার বল প্রদর্শন না করিলে জীব কোটি কোটি জন্ম সাধন করিলেও মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। এইজন্য 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে' (আঃ ৮।১৬) উক্ত হইয়াছে,—

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।

অতএব শ্রীকৃষ্ণকে দেহগেহাদি সমস্ত সমর্পণ করিয়া আত্মাভিনিবেশ ও ক্রিয়াভিনিবেশের বোঝা ফেলিয়া আত্ম-নিক্ষেপপূর্ব্বক সেবোন্মুখ-চিত্তে একবার শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার অনুশীলনের দ্বারাই প্রেমের উদয় হইতে পারে।

১৩। যিনি সর্ব্বনাশ চাহেন না, তিনি শ্রীগুরু-দেবের ভালবাসা পান না।

ভাষ্য—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জীবের প্রতি অযাচিত আশীর্ব্বাদ "তোমার সর্ব্বনাশ হউক" অর্থাৎ "তোমার সংসার ক্ষয় হউক, তোমার দেহগেহাসক্তি বিদূরিত হউক, তোমার জড়াসক্তি বিনষ্ট হউক।" ইহাই প্রকৃতপক্ষে অমন্দোদয়া শুভাকাঙ্ক্ষিতা। যাহারা স্ব-পর-বঞ্চক, তাহারা জগতের বিষয়বৈভবদ্বারা—চাকচিক্যদ্বারা মোহান্ধ-জীবকে ভুলাইয়া রাখিতে চাহে। ইহা মায়া ও মায়াবদ্ধ জীবের কার্য্য। কিন্তু যিনি 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' অর্থাৎ 'মায়াতীত মহা-পুরুষ', তিনি কখনও ঐরূপ বঞ্চনা করেন না। তিনি বলেন,—" 'হরি' বলে' যাও, ভাই, আমার মুখে ছাই দে।" যিনি এই বাসনা—সংসার—জড়াসক্তি ক্ষয় করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প ও তজ্জন্য ঐকান্তিক, তিনি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রকৃত ভালবাসা বা স্নেহ বরণ করিয়া লইতে পারেন। যিনি সংসার-ক্ষয় চাহেন না—সর্ব্বনাশ অর্থাৎ পূর্ণশরণাগতি চাহেন না, তিনি শ্রীগুরুদেবের স্নেহও চাহেন না।

১৪। উন্মুক্ত শরীরেই তৈল মর্দ্দন করিতে হয়, শরীরে আবরণ রাখিয়া তৈল-মর্দ্দনে কোন ফল হয় না।

ভাষ্য—আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, তৈল-ভক্ষণ অপেক্ষা তৈল-মর্দ্দনে শরীরের অষ্টগুণ অধিক পুষ্টি হয়। কিন্তু যদি কেহ শরীরে সার্ট, কোট প্রভৃতি পরিধান করিয়া উহার উপর তৈল মর্দ্দন করিতে থাকে, তবে তাহার বৃথাই অত্যধিক তৈল ব্যয় হয়, অথচ শরীরের কোনই পুষ্টিবিধান হইতে পারে না; সেইরূপ স্থূল ও লিঙ্গ-দেহরূপ আবরণে আত্মবুদ্ধি করিয়া যদি বহু-সাধনাদির প্রযত্ন প্রদর্শন করা যায়, তবে তদ্দ্বারাও চিৎ-শরীরের পুষ্টি অর্থাৎ ভক্তিবৃদ্ধি হয় না। অতএব শরণাগত ও সেবোন্মুখ হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপা নবধা ভক্তি যাজন করিলেই পরম-মঙ্গল লাভ করা যায়।

১৫। যাহার কাপড়ে আগুন লাগিয়াছে, সে অন্যদিকে দৃক্‌পাত করে না।

ভাষ্য—নিজের গায়ের কাপড়ে আগুন লাগিলে যেরূপ সর্ব্বাগ্রে অন্য কোনদিকে না তাকাইয়া বা অন্য কোন কর্ত্তব্য-সাধনের জন্য যত্ন না করিয়া সর্ব্বাগ্রে আত্মরক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ আমাদের শরীর-রূপ কাপড়ে অর্থাৎ এই স্থূল-লিঙ্গ-দেহরূপ আবরণে যে ভীষণ সংসার-দাবানল লাগিয়া গিয়াছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে সযত্নে নির্ব্বাপিত করা কর্ত্তব্য। স্ত্রী, পুত্র, মাতা, পিতা ও সংসার প্রভৃতির সেবারূপ কর্ত্তব্য আছে বিচার করিয়া যাহারা আত্মরক্ষায় বিমুখ হয় বা বহু কর্ত্তব্যের আবেষ্টনের দিকে দৃক্‌পাত করিয়া থাকে, তাহারা দগ্ধ হইয়া যায়—তাহাদের অপমৃত্যু ঘটে। অতএব "তূর্ণং যতেত ··· বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ" এই শ্রীমদ্ভাগবত-বাণী শিরে ধারণ করিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতে আত্মরক্ষা বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য।

১৬। একই গরুতে দুধও আছে, চোনাও আছে।

ভাষ্য—কথায় বলে,—'একমণ দুধে একবিন্দু গো-চনা পড়িলে সমস্ত দুধ নষ্ট হইয়া যায়; অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির সহিত একবিন্দু মায়া মিশ্রিত হইলে ভক্তির শুদ্ধত্ব আর থাকে না; তাহা শ্রীনন্দগোপালের ভোগে আর লাগে না।' জীবের চিত্তবৃত্তিতে একই সঙ্গে অহৈতুকী ভক্তি ও তৎসন্নিকটেই বিমুখমোহিনী মায়ার বৃত্তিও আছে। সাধক খুব সতর্ক থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবোপকরণ দুগ্ধের দোহন করিবেন, অর্থাৎ ভক্তির অনুষ্ঠানকালে অন্যাভিলাষের একবিন্দুও যেন শুদ্ধা ভক্তিকে আবরণ না করে, তদ্বিষয়ে খুব সতর্ক থাকিবেন।

১৭। বোবা হইলেই কালা হয়।

ভাষ্য—শব্দের উচ্চারণকারীর সহিত শব্দ-শ্রবণকারীর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। যেখানে শব্দ-কীর্ত্তনকারী আচার্য্য নাই, তথায় শ্রবণকারী বা শিষ্যও থাকিতে পারে

না। মহাভক্ত অর্থাৎ কীর্ত্তনকারী আচার্য্য ব্যতীত 'শিষ্য'-নামের কোন সার্থকতাই থাকিতে পারে না।

১৮। জীবন্ত শাস্ত্রই সাধু।

ভাষ্য—শাস্ত্রই সাধুরূপে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। সাধু, শাস্ত্র ও গুরু একই বস্তু। সাধুর আচার ও প্রচারই শাস্ত্র। প্রকৃত সাধু কতকগুলি 'মুখস্থ কথা' কথা বলেন না। তিনি সরাগ-বক্তা নহেন—তিনি নীরাগ-বক্তা। তাঁহার আচরণই শাস্ত্রের প্রকৃত সিদ্ধান্ত নির্দ্দেশ করে। আচরণহীন বাক্য-মাত্রের প্রচারক সাধু নহে; সে ব্যক্তি প্রতারক। যাহার আচরণই কথা বলে—শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ অব্যাহতভাবে প্রদর্শন করে, তিনিই শাস্ত্রমূর্ত্তি সাধু।

১৯। বিধিপথে ধাপে ধাপে ভক্তিসৌধের শিখরদেশে উঠা যায়। কিন্তু রাগপথ বৈদ্যুতিক-সোপানের (electric lift) ন্যায় সুতীব্রগতিতে অবিলম্বে সর্ব্বোচ্চ শিখরে উপনীত করায়।

ভাষ্য—জীবের দ্বিতীয়-বিষয়ে অভিনিবেশ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব অদ্বিতীয়-বিষয়ে রাগ ও অভিনিবেশ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে নিষ্কৃতি নাই। রাগের পথেই অভিনিবেশ হয়। বিধি, শাসন বা দণ্ডের দ্বারা ধরিয়া বাঁধিয়া যে হরিসেবায় নিয়োগ, তাহাতে হৃদয়ের স্বাভাবিক টান বা অভিনিবেশ নাই। বিধি পালন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে অতি বিলম্বে মঙ্গল লাভ হইতে পারে। সেই বিধি যদি কালক্রমে রাগের প্রস্রবণের নিকট উপনীত করিয়া দেয়, তবেই শ্রীব্রজভজনে গতি হইতে পারে; নতুবা বিধি ঐশ্বর্য্যধাম পর্য্যন্ত উপনীত করাইয়াই সাধকের তৃপ্তিবিধান করে। কোনও মনুমেণ্টে উঠিবার যদি দুইটী পথ থাকে, যেমন—একটী সাধারণ সোপানের পথ, আর একটী বৈদ্যুতিক-সোপানের (electric lift) পথ, তাহা হইলে বৈদ্যুতিক-সোপানের পথে অতি দ্রুতগতিতে সর্ব্বোচ্চ-শিখরে উঠা যায়; সেই প্রকার রাগপথে অভিনিবেশের গতির তীব্রতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বহু ভাগ্যফলে এই রাগ উদিত হয়। ইহা চেষ্টাসাধ্য হয় না; ইহা একমাত্র কৃপাসাপেক্ষ।

২০। অভিনিবেশই অর্থপ্রবৃত্তি।

ভাষ্য—'অর্থপ্রবৃত্তি' অর্থে 'প্রয়োজন' বা 'জীবের সাধ্য'। কেবল অনর্থনিবৃত্তি বা ব্যাধির উপশম প্রয়োজন-পদবাচ্য হইতে পারে না। স্বাস্থ্য লাভ করিয়া আত্মীয়-স্বজনের সহিত আহার, বিহার, আনন্দ-উপভোগই স্বাস্থ্যপ্রাপ্তির মূল উদ্দেশ্য। যিনি শ্রীকৃষ্ণসেবায় সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত, অনুরাগ-বিশিষ্ট, তাহাই যাঁহার ধ্যান, জ্ঞান ও জীবাতু, তিনিই প্রকৃত অভিনিবিষ্ট। প্রীতি না হইলে অভিনিবেশ হয় না। ধরিয়া বাঁধিয়া যে প্রেম (?), উহার মধ্যে অভিনিবেশ নাই। যথায় হৃদয়ের স্বাভাবিকী প্রীতি, তথায়ই অভিনিবেশ বর্ত্তমান।

২১। মন-মরা ভাব নির্ব্বেদ বা বৈরাগ্য নহে।

ভাষ্য—বিরক্তি বলিতে প্রপঞ্চ ও বিষয়ের অস্মিতাকে অতিক্রম করা বুঝায়। যদি তাহা না হয়, অথচ শারীরিক ব্যারাম অর্থাৎ জ্বরাদি বা ভোগাভাবে চিত্তের অপ্রসন্নতামাত্র বৈরাগ্যে পর্য্যবসিত হয়, তবে উহাকে ভগবদ্ভক্তগণ 'যুক্তবৈরাগ্য' বা 'কৃষ্ণসেবায় উৎকণ্ঠা' বলেন না। নিজ-জীবাতুর সেবার জন্য সমগ্র জীবনীশক্তি-প্রয়োগের যে উৎকণ্ঠা ও পরিপূর্ণভাবে সেবা করিয়াও তাহাতে যে অতৃপ্তি, তাহাই 'বিরহ'; আর জগতের ভোগ চাই, কিন্তু তাহা পাই না,—এইরূপ প্রবল আত্মসুখ-কামনামূলে যে 'দুঃখিত অবস্থা', তাহা কখনও 'বিরহ'-পদবাচ্য হইতে পারে না; অপ্রাকৃত বিরহ ত' দূরের কথা, ইহা সম্পূর্ণ অভক্তি।

২২। শুদ্ধভক্ত Pessimist ('জগৎ নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়',—এইপ্রকার মতবাদী) নহেন; তিনি পরিপূর্ণ Optimist ('বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে'—এই সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী)।

ভাষ্য—অনেকের ধারণা—ভগবদ্ভক্তগণ, বিশেষতঃ গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ যখন বিপ্রলম্ভ বা শ্রীকৃষ্ণ-বিরহকে তাঁহাদের সাধ্যবস্তু বলিয়া বিচার করেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহারা 'জগৎ পরিপূর্ণ দুঃখময়' এই মতবাদী। বস্তুতঃ তাহা নহে। নির্ব্বিশেষবাদী বা মায়াবাদিগণ সংসারকে দুঃখময়রূপে দর্শন করেন। কিন্তু যাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণবিরহ বর্ত্তমান, তিনি সমস্তই সুখসমন্বিত ও আনন্দময় বলিয়া অনুভব করেন। 'সকলেই কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত, কেবল হতভাগ্য আমিই কৃষ্ণসেবা করিতে পারিলাম না'—এইরূপ উৎকণ্ঠাযুক্ত হইয়া তিনি অধিকতর উৎসাহে ও উল্লাসভরে অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবানন্দ আস্বাদন করেন। ভোগ ও

ত্যাগের মধ্যে যে ত্যাগাড়ম্বর, তাহার দ্বারাও সেবকের চিত্তবৃত্তিতে পতিত হয় না। এজন্যই শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলেন,—"বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে। যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥"

২৩। কল টিপেন একজন—কৃষ্ণ। সেই বিশ্বাস থাকার নাম ভক্তি।

ভাষ্য—শরণাগত সেবক এই অনিত্য জগতে মায়ার বিক্রম দেখিয়া বিভ্রান্ত, ভীত বা বিচলিত হইতে পশ্চাৎপদ হ'ন না। যাহা সাধারণের নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, শরণাগত সেবকের নিকট তাহাও সম্ভবে পরিণত হইয়া থাকে। তিনি সমস্ত কার্য্যের মধ্যে তাঁহার প্রভুর কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব দর্শন করেন। জাগতিক লোকের নিকট যাহা অত্যন্ত প্রতিকূল ও প্রতিবন্ধক, তাহাও তাঁহার নিকট অত্যন্ত অনুকূল হইয়া থাকে। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বিনষ্ট করিবার জন্য কতই না চেষ্টা করিয়াছিল! কিন্তু শরণাগত প্রহ্লাদের কখনও বিনাশ নাই—হিরণ্যকশিপুই বিনষ্ট হইয়াছে। কারণ, কৃষ্ণই কল টিপেন—এই বিশ্বাস শরণাগত প্রহ্লাদের চিত্তে দেদীপ্যমান আছে। 'কৃষ্ণই মালিক। অণুচিৎ জীব নিত্যভৃত্য। ভৃত্য কেন প্রভুর নিয়ামকত্ব ও প্রভুত্বের আসন গ্রহণ করিতে যাইবেন? শ্রীকৃষ্ণের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে। শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া নিজের কার্য্য করাইতে হইবে না; পক্ষান্তরে, তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হইবে।'—এইরূপ বিচারই শুদ্ধভক্তি।

২৪। শ্রীকৃষ্ণভজনে 'সন্ন্যাস' বলিয়া কোন কথা নাই।

ভাষ্য—সন্ন্যাস বা ত্যাগ শান্তিকামী ভোগিগণের নিকট আদরের বস্তু। ভোগী ব্যক্তিগণ ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইয়া ত্যাগ-সন্ন্যাসাদিদ্বারা জ্বালা জুড়াইবেন মনে করেন। বস্তুতঃ কৃষ্ণভজনকারিগণ সকলেই গৃহব্রত। কিন্তু তাহা কোন্ গৃহ? কোন্ সংসার?—তাহা কৃষ্ণের গৃহ—কৃষ্ণের সংসার। নবধা ভক্তির যাজনকারী আদর্শ-বিগ্রহগণের নয়জনের মধ্যে সাতজনই গৃহস্থ। মহারাজ শ্রীপরীক্ষিৎ, শ্রীপৃথু, শ্রীঅক্রূর, শ্রীঅর্জ্জুন, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীবলি ও শ্রীলক্ষ্মীঠাকুরাণী—সকলেই শ্রীকৃষ্ণের গৃহের গৃহস্থ। শ্রীগোপীগণ সকলেই গৃহস্থ। শ্রীব্রজবাসিগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-গৃহস্থ। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলেন,—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপ-পতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥

(শ্রীভাঃ ১০।৮২।৪৮)

শ্রীগোপীগণ বলিলেন,—"হে কমলনাভ! সংসারকূপে পতিতজনের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন-স্বরূপ তোমার পাদপদ্ম—যাহা অগাধবোধ যোগেশ্বরদিগের হৃদয়েই সর্ব্বদা চিন্তনীয়, তাহা গৃহসেবিনী আমাদিগের মনেও সতত উদিত হউক।"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু গাহিয়াছেন,—

দেহস্মৃতি নাহি যা'র, সংসারকূপ কাঁহা তা'র,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্রজলে, কাম-তিমিঙ্গিল গিলে,
গোপীগণে নেহ' তা'র পার॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৩।১৪২)

যাঁহাদের দেহস্মৃতিই নাই, তাঁহাদের সংসারকূপ বা বহির্ম্মুখ-গৃহসেবিতা কোথায়? শ্রীল জয়দেব গোস্বামি-প্রভু শ্রীবার্ষভানবী দেবীকে "সংসারবাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলা" বলিয়াছেন ('শ্রীগীতগোবিন্দ' ৩।১)।

২৫। শ্রীকৃষ্ণের সংসারের নাম 'মিশন'—চিদ্বিলাসের আধারের নাম 'মিশন'।

ভাষ্য—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপদেশের সার-নির্য্যাস তাঁহার এই উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়,—

কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম—সর্ব্বধর্ম্মসার॥

ভক্তিই আচার, আর অভক্তিই অনাচার। সঙ্ঘ বা মিশনে আচার ও প্রচার—দুইরূপে ভক্তির যাজন দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণনামকীর্ত্তন—আচার ও কৃষ্ণনামবিতরণরূপ জীবে দয়া—প্রচার। যেখানে শ্রীগৌরসুন্দরের এই দুই মনোঽভীষ্টের সাধন তাঁহারই নিজজনের আনুগত্যে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই চিদ্বিলাসের আধার, সঙ্ঘ বা মিশন। যে সংকীর্ত্তন-যাগস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনরূপ জীবে দয়া হয়, তাহাই চিদ্বিলাসের আধার—তাহাই মিশন।

২৬। শ্রীকৃষ্ণের সংসার প্রকট করিয়াছেন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

ভাষ্য—"কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার"—শ্রীল ঠাকুরের এই বাক্য হইতেই তিনি যে কৃষ্ণের সংসারের অর্থাৎ বর্ত্তমান গৌড়ীয়মিশনের মূল-মহাজন, তাহা প্রমাণিত হয়। মিশন বা সঙ্ঘের কার্য্য কৃষ্ণনামানুশীলনরূপ আচার ও কৃষ্ণনামকীর্ত্তনরূপ প্রচার বা জীবে দয়া। নির্জ্জন-ভজনে বা ব্যক্তিগত-ভজনে 'জীবে দয়া'র স্পষ্ট পরিচয় নাই। "একাকী আমার, নাহি পায় বল, হরিনামসংকীর্ত্তনে"—এই পদের দ্বারাও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সঙ্ঘ, কৃষ্ণের সংসার বা মিশনের প্রকটকারিরূপে নিজ-পরিচয় দিয়াছেন। আপনাকে 'শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদার'-পরিচয়ে পরিচয় প্রদান করিয়া, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পুনঃসংস্থাপকরূপে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ও শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভার কার্য্যপতিরূপে প্রকট করিয়া এবং শ্রীগৌরধামের আবিষ্কারক, শ্রীগৌরসংকীর্ত্তনরাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনের, তথা প্রপন্নাশ্রম-ব্রহ্মা-কুটীর-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধানচতুষ্টয়ের ব্যাসরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বর্ত্তমান যুগে শ্রীকৃষ্ণের সংসারের মূল-প্রকটকারী বলিয়া চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

২৭। শ্রীকৃষ্ণের সেবোপকরণের নাম—'সাধু'।

ভাষ্য—সাধু শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি। তিনি প্রকৃতির অতীত বস্তু। সাধু কেবল কৃষ্ণের ভোগের উপকরণরূপে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্যই এই জগতে অবতীর্ণ, অর্থাৎ তাঁহার নিজের কোন ভোগ বা ত্যাগ-বাঞ্ছা নাই। ভোগী বা ত্যাগী শ্রীকৃষ্ণের সেবোপকরণ নহে। তাহারা নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের উপকরণ। আর শ্রীকৃষ্ণসেবার বলিস্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি, তিনিই সাধু।

২৮। প্রীতি না হইলে সঙ্গ হয় না।

এইরূপ পূর্ব্ব-প্রসঙ্গগত সাধুর সঙ্গ করিলে জীবের নিত্য-মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সাধুর বাহ্য-আকৃতি দর্শন করিবার অভিনয় বা তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিবার অভিনয়দ্বারা সাধুর সঙ্গ লাভ হয় না। সাধুর বাণীর প্রতি যখন স্বাভাবিকী প্রীতি ও শ্রদ্ধার উদয় হয়, সাধুকে একমাত্র বান্ধব বলিয়া অনুভব হয় এবং তাহা হইতে সাধুর শ্রীপাদপদ্মে আপনাকে চিরবিক্রীত করিবার প্রবৃত্তির উদয় হয়, তখনই সাধুর সঙ্গ হইতে থাকে।

২৯। "বামন গেল ঘর, ত' লাঙ্গল তুলে' ধর।"

ভাষ্য—ইংরাজী ভাষায়ও এইরূপ মর্ম্ম-জ্ঞাপক একটি প্রবাদ আছে; যথা,—"When the cat is away, the mice are at play" অর্থাৎ 'যতক্ষণ বিড়াল উপস্থিত থাকে, ততক্ষণ মূষিকগণের ভয় থাকে; বিড়াল চলিয়া গেলে উহারা সমস্ত ভয় ও ত্রাস হইতে মুক্ত হইয়া সানন্দে খেলা করিতে থাকে।' কোন কৃষাণ ব্রাহ্মণ যতক্ষণ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিগণের দ্বারা কার্য্য করাইতেন, ততক্ষণ সকলেই বেশ চাপিয়া জমিতে লাঙ্গল দিত; কিন্তু ব্রাহ্মণ যেমনই ঘরে চলিয়া যাইত, অমনি তাহারা লাঙ্গল তুলিয়া আলগা চাষ দিত। যাহাদের প্রকৃত অনুরাগ বা প্রীতি হয় নাই, তাহারা কর্ত্তা সরিয়া গেলে ঐরূপ যথেচ্ছভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় বা শ্রীগুরুরূপী সম্প্রদায়ের সেবাকার্য্যে যাহাদের স্বাভাবিকী প্রীতি নাই—কেবল গুরুবর্গের চাপে পড়িয়া সেবায় অভিনয় করিতে বাধ্য হয়, তাহাদের চিত্তবৃত্তিও এইরূপ। শ্রীগুরুদেব অন্তরালে গেলেই তাহারা হাঁপ-ছাড়িয়া বাঁচে এবং তখন লাঙ্গল তুলিয়া আল্‌গা করিয়া ধরে অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে চলিতে আরম্ভ করে বা সেবায় শৈথিল্য প্রদর্শন করে। এইরূপ বৃত্তিতে ভক্তির লেশও নাই।

৩০। "সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।"

ভাষ্য—শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য যে আর্ত্তি, তাহাই অপ্রাকৃত বিরহ বা বিপ্রলম্ভ; আর আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ লাভ হইল না বলিয়া যে হৃদয়ের খেদ, তাহাই দুর্দ্দমনীয় সম্ভোগ-পিপাসা বা নরকের দ্বার। সঙ্কর্ষণ রাম, দাশরথি রাম বা রাধিকা-রমণ রাম—সকলেই স্বরূপ-শক্তির সহিত রমণ করেন। তাঁহারা জীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান করেন না। সঙ্কর্ষণ রাম জীবের সম্ভোগময় চিত্তবৃত্তিকে খর্ব্ব করিয়া তথায় শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছার বীজ বপন করিয়া থাকেন। শ্রীরামের পুরী বা ধাম—শ্রীঅযোধ্যা, তাহা অযোধ্য—তাহা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাহা যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব বা সমরের অযোগ্য; তথায় কলি নাই—ভোগ ও ত্যাগ-বাসনার কোনরূপ দ্বন্দ্ব নাই। প্রাকৃত জীব ইহা বুঝিতে না পারিয়া

অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠকে ভোগের আগার কল্পনা করিয়া ভোগের অপ্রাপ্তিতে যে খেদ করিয়া থাকে, তাহা তাহাদের সম্ভোগময় চিত্তবৃত্তির পরিচায়ক। 'শ্রীরামচন্দ্র বা ভগবান্ শ্রীশালগ্রাম কোথায় লুকাইলেন! তাঁহার দ্বারা যে আমার ভোগের যোগান আনিতে পারিতেছি না! শ্রীগুরুদেবের প্রকটকালের সুখ-সুবিধা আর এখন নাই!'—এইরূপ চিত্তবৃত্তি হরিভজনকারীর চিত্তবৃত্তি নহে। বস্তুতঃ সেবোন্মুখ, সরল ও আত্মসমর্পণ-যুক্ত ঐকান্তিকের নিকট সেই শ্রীরাম ও শ্রীঅযোধ্যা নিত্য প্রকাশমান।

৩১। আলো ও অন্ধকারে মিল হয় না।

ভাষ্য—"কৃষ্ণ—সূর্যসম, মায়া হয় অন্ধকার। যাহাঁ কৃষ্ণ, তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার॥"—এই বাক্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণভজন সাধুর নির্মৎসর-ধর্ম ও মায়ার কিঙ্কর অসাধু ব্যক্তিগণের মাৎসর্যের সহিত কখনও সমন্বয় হইতে পারে না। যাহাদের শুদ্ধা ভক্তির প্রতি প্রীতি নাই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ নাই, তাহারা সাধু ও অসাধুগণের মধ্যে মতভেদকে সাধারণ বৈষয়িক কলহ বা 'মনান্তরে'র ন্যায় কল্পনা করিয়া উভয়ের মিলন বা সমন্বয় করিবার শুভানুধ্যান (?) করে। বস্তুতঃ শ্রীবাসুদেবাত্মা সাধু ও কুটিলাত্মা অসাধুর মধ্যে যে মতভেদ, তাহা সাংসারিক বা বৈষয়িক মতভেদের ন্যায় নহে। সাধুর ব্যক্তিগত কোন রাগদ্বেষ নাই; কিন্তু তাঁহার জীবাতু শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণভক্তের অপ্রতিহত বিলাসকে যেখানে প্রতিহত করিবার চেষ্টা হয়, তথায়ই ঐরূপ মতভেদ উপস্থিত হয়। সাধুর একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকাম। তাঁহার অন্য কোন স্বার্থ বা অভিলাষ নাই। আলোর সহিত অন্ধকারের সমন্বয় করিতে গেলে তথায় সন্ধ্যা উপস্থিত হয়। তথায় দিবাভাগের নির্মল সূর্যের সৌন্দর্য আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির সর্বস্বপ্রকাশতা আবৃত হয় এবং অচিরেই রাত্রির ঘনান্ধকার আবির্ভূত হইয়া থাকে।

৩২। গণমত আলো ও অন্ধকারের মিলন করাইতে পারে না।

ভাষ্য—চিজ্জড়ের স্বীকার ও চিজ্জড়ের অস্বীকার—ইহা লইয়াই শ্রৌতমত ও গণমতের মূল-বিবাদ। অতএব এই মতভেদ সাধারণ লোক বা গণমত মীমাংসা করিয়া দিতে পারে না। জড়ের সমাজগত মতভেদ সাধারণে মিটাইতে পারে; কিন্তু আত্মধর্মবিষয়ে কোন মতভেদ (?) জনসাধারণ মিটাইতে পারে না। চিজ্জড়ের সহিত যোজন বা যোগাযোগ-ব্যাপারটী সাধারণে করিতে পারে না।

৩৩। নিশ্চিন্ত ব্যক্তি পশু অপেক্ষাও অধম।

ভাষ্য—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অপরাধী বহির্মুখ জীবের দুর্দশার কথা এইরূপে গাহিয়াছেন,—

"ভাল-মন্দ খাই, হেরি, পরি—চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি, এ দেহ ছাড়িব কোন্ দিন॥"

এই নিশ্চিন্তভাব অত্যন্ত অপরাধ হইতেই প্রসূত। 'আমি কে? কিজন্য এই পৃথিবীতে আসিয়াছি? কোথায় যাইব? আমার নিত্য-প্রয়োজন কি?'—এই চিন্তা যাহার হৃদয়ে উপস্থিত না হয় এবং এইসকল প্রশ্নের সমাধান প্রাপ্ত হইয়াও প্রকৃত প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য যাহার চিত্ত সর্বক্ষণ ঐকান্তিকভাবে উৎকণ্ঠিত ও সিদ্ধান্তের অনুকূল-অনুশীলনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট না থাকে, সে-ব্যক্তি পশু অপেক্ষাও অধম, সন্দেহ নাই। অনিত্য ভোগপর বিষয়-বৈভব লাভ করিয়া যাহার চিত্ত পরমার্থ-বিষয়ে চিন্তাহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার যে কত জন্ম-জন্মান্তরের অপরাধ হৃদয়ে সঞ্চিত আছে, তাহা কেহ গণনা করিতে পারে না। বিষয়ী যেরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না, প্রকৃত হরিভজনকারীও তদ্রূপ নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান করেন না। সর্ব উপায়ে—কায়মনোবাক্যে কিরূপে কৃষ্ণসেবা করিবেন, তজ্জন্য তিনি সর্বদা অভিনিবিষ্ট থাকেন।

৩৪। পেটে পীড়া বা কৃমি থাকিলে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিলেও পুষ্টিবিধান হয় না।

ভাষ্য—অসৎসঙ্গজনিত অন্যাভিনিবেশ, বিষয়াসক্তি, অপরাধ প্রভৃতি পীড়া বা কৃমিজাতীয় বস্তু। শত শত সাধুসঙ্গ ও শ্রবণ-কীর্তনের অভিনয় করিয়াও যদি চিত্ত দ্রবীভূত না হয়, তবে নিশ্চয়ই অপরাধরূপ পীড়া বা কৃমি বর্তমান আছে, জানিতে হইবে। সর্বাগ্রে যাহাতে সেই পীড়া বা কৃমিরূপ অপরাধ-ব্যাধি বিদূরিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্নের সহিত সাধুবৈদ্যের শরণাগত হওয়া কর্তব্য।

৩৫। সর্বক্ষণ তীব্র জ্বালাবোধ হওয়া দরকার।

ভাষ্য—পুত্র হারাইয়া গেলে মাতার যেরূপ উৎকণ্ঠা এবং বৎস দূরে গেলে গাভীর যেরূপ ব্যাকুলতা দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্যও সেইরূপ অভিনিবেশ ও ব্যাকুলতা

হওয়া প্রয়োজন। অতএব আর্ত্তি বর্ণন করিতে হইবে। ক্রন্দন দুই অবস্থাতেই হয়। সিদ্ধ—যিনি ব্রজবাসী, কৃষ্ণ তাঁহাকেও কাঁদান; তাহাতে উভয়েরই সুখ। আবার অনর্থযুক্ত সাধকও ক্রন্দন করেন—নাম-সেবার বাধা বা অনর্থ কেন দূর হইতেছে না,—ইহা মনে করিয়া তাঁহার অনুতাপ হয়। শ্রীনামপ্রাপক সাধুর নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া সব জানাইতে হইবে।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হ'তে মাগিব বিশ্রাম॥

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—"চিরদিন তাপিত জীবন।" অনন্তকোটি জীবাত্মার একমাত্র স্বাভাবিক ধর্মই—সপরিকর লীলাপুরুষোত্তমের জন্য বিরহের পরিপোষকের তীব্র-বিরহের অনুভূতি।

৩৬। জেদ থাকা চাই—এইজন্মেই সেবা পাইতে হইবে।

ভাষ্য—বহু ভাগ্যে মনুষ্য-জন্ম পাইয়াছি, পরজন্মে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ—কোন্ দেহ লাভ করিতে হইবে, ঠিক নাই। মনুষ্য-জন্ম ব্যতীত হরিভজন হয় না। অন্য-জন্মে শ্রীহরির কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা যায় না। সর্ব্বক্ষণ এই বিচার রাখিয়া এইজন্মেই যাহাতে শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা লাভ হয়, তজ্জন্য দৃঢ়ভাবে একান্ত হইয়া সাধন করিতে হইবে। দৃঢ়তাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোনরূপ শিথিলতার দ্বারা আবরণ করিতে হইবে না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপায় হৃদয়ে এইরূপ দৃঢ়তা ও জেদ আসে।

৩৭। শ্রীহরিভজনে শম্বুকের গতি হইলে হইবে না, এরোপ্লেনের গতি দরকার।

ভাষ্য—আরামপ্রিয়তা ও জড়সৌকর্য্যাদি অনর্থ থাকিলে শম্বুকের গতিই (খুব ধীর গতি) সমীচীন মনে হয়। বস্তুতঃ শম্বুকের গতির দ্বারা কখনও গোলোক-বৃন্দাবনে উপনীত হওয়া যায় না। "শনৈঃ পন্থাঃ, শনৈঃ কন্থা, শনৈঃ পর্ব্বত-লঙ্ঘনম্" অর্থাৎ 'ধীরে—আস্তে চ'লবে, চিন্তা কেন? সবই ক্রমে ক্রমে হয়; উতলা হওয়া উচিত না?'—এইরূপ মনোভাব শম্বুকের গতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের চিত্তবৃত্তিতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু অনুরাগ-পথে তীব্রতা ও অভিনিবেশ বৈদ্যুতিক-গতিতে গোলোকের পথে লইয়া যায়। শ্রীশ্রীরূপানুগ সাধুগণের কৃপায় ঐরূপ ব্যোমযানের গতি প্রকাশিত হইতে পারে।

৩৮। জড়-প্রত্যক্ষবাদীর নিকট তুলসী হইতে বিছুটির শক্তি অধিক।

ভাষ্য—বিছুটি, বিছুটী বা বিছাতি (সং বৃশ্চিকালী) হ্রস্ব-কণ্টকবৎ শুঁয়ায় আবৃত কোমল বৃন্ত ও পত্রযুক্ত ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ইহা অঙ্গে স্পৃষ্ট হইলে তীব্র জ্বালা ও কণ্ডূয়ন উৎপাদন করে। তুলসী হইতে বিছুটীর শক্তি ও তেজঃ সকল জড়-প্রত্যক্ষবাদীরই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়; কারণ, বিছুটী স্পর্শ করিবা-মাত্রই সঙ্গে সঙ্গেই শরীরে জ্বালা ও কণ্ডূয়ন উৎপন্ন হয়। পাষণ্ডিগণ শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শক্তি অপেক্ষা হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী পাষণ্ডীর শক্তি অধিক অনুভব করিয়া থাকে। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকে তাহারা 'নির্বীর্য্য', 'অপদার্থ' বা 'অকর্ম্মণ্য' বলিয়া মনে করিয়া ভগবদ্-বিদ্বেষকারিগণকে 'পরম-শক্তিশালী' বলিয়া কল্পনা করে। তাহারা শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা রাবণকে অধিক বীর মনে করে।

৩৯। শ্রীদুর্য্যোধনের আধ্যক্ষিকতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীঅর্জ্জুনের ভক্তির বিচারই বরণীয়।

ভাষ্য—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আপনাকে ও নিজের সমান বলশালী নারায়ণী সেনা শ্রীঅর্জ্জুন ও দুর্য্যোধনকে দিতে চাহিয়া 'কে কোন্‌টি গ্রহণ করিতে অভিলাষী', তাহা জিজ্ঞাসা করেন। দুর্য্যোধন বিচার করিলেন,—"কৃষ্ণ minus fighting spirit or gratifying capacity is impotent and useless. কৃষ্ণের তুল্য বলশালী সমান যোদ্ধা নারায়ণী সেনা যখন আমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবে, তখন তাহাদের দ্বারাই বেশী কাজ পাইব; আর ঠুঁটোরাম কৃষ্ণকে পাইয়া আমাদের কি লাভ হইবে?" কিন্তু ভগবদ্ভক্ত শ্রীঅর্জ্জুনের বিচার অন্যরূপ। তিনি একমাত্র পূর্ণবস্তু শ্রীকৃষ্ণকেই চাহিয়াছিলেন। এজন্য দুর্য্যোধন-পক্ষের অসংখ্য শক্তিশালী যোদ্ধৃগণের নানা চক্রান্ত-জালের মধ্যেও শ্রীঅর্জ্জুনেরই জয় হইয়াছিল।

৪০। কাঁচা অবস্থাতেই আঠা ছাড়াইতে হয়।

ভাষ্য—বিষয়ের আঠা লাগিয়া গেলে সেই আঠা ছাড়ান বড় কঠিন। এমন কি পরিপক্ব-কালে বিষয়াসক্তি ছাড়ান যায় না। একখানা বাঁশ আঁঠিয়ালা যখন বক্র করা হয়, তখন চাঁইবা-আঠা-বাঁধা অবস্থায় খুব সহজেই নুনিয়া

খোলা যায়, কিন্তু সময় গেলে বা রৌদ্রে শুকাইলে অনেক টানাটানি করিয়া তাহা খুলিতে হয়; হয় ত' খামটি ছিঁড়িয়াও ফেলিতে হয়। ভগবদ্বিমুখ সংসারের জন্য অর্থাদির সংগ্রহে ও সঙ্কল্পে আঁঠা লাগিয়া গেলে সেই আঁঠা ছাড়ান খুব কঠিন। এজন্য নরম থাকিতে থাকিতে সাধুসঙ্গে যাহাতে ভগবৎসেবায় আঁঠা লাগিয়া যায়, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে একান্ত যত্নবান্ হইতে হইবে।

৪১। প্রহার যত সব আমাদের গুরুবর্গের গায়েই লাগুক, আমাদের গায়ে না লাগিলেই হইল।—ইহাই আরামপ্রিয়তা-পিশাচীর বিচার।

ভাষ্য—আমরা 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের বাইশ বাজারে প্রহৃত হইবার লীলার কথা পাঠ করি। ঐ সকল পাঠ করিয়া আমোদ পাই। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাস-পণ্ডিত, শ্রীপ্রহ্লাদ—ইঁহাদের উপর অত্যাচার হয় হউক, আমরা সেইসকল কথা পাঠ করিয়া কৌতূহল নিবারণ করিব। আমাদের গায়ে সেইরূপ প্রহার করিতে আসিলে আমাদের সেরূপ হরিভজনের দরকার নাই, বিচার করিয়া হরিভজনে ইস্তফা দিই। কে সত্যাভিলাষী, কে সত্যসত্যই হরিভজন-পিপাসু, কাহার শ্রীগুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মে অকপট সেবাপ্রবৃত্তি আছে—ইহার পরীক্ষা হয় তখন, যখন আমরা ঐরূপ প্রহার বরণ করিয়া অবিকৃত উৎসাহের সহিত হরিভজনে পরিনিষ্ঠিত হই। শ্রীনামাচার্য্যের শ্রীচরণে আত্মবোধ জাগ্রত হইলে সেইরূপ প্রহার ও বিপদ্ সহ্য করিবার জন্য নিজের গায়ের উপর অমানুষিক লৌহ-জোব্বা বা বর্ম্মবস্ত্র বরণ করিয়া আমরা হরিভজন করিতে প্রস্তুত হই।

৪২। শাস্ত্রের আপাত অর্থ হইতে সাবধান হওয়া উচিত।

ভাষ্য—আপাত অর্থ হইতেই অভিধেয়ে গোলমাল উপস্থিত হয়। যেমন, শ্রুতি বলেন,—"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" অর্থাৎ 'ইন্দ্র মায়াদ্বারা বহুরূপ প্রকাশ করে।' সাধারণ লোক অর্থ করিবে—'দেবরাজ ইন্দ্র মায়াবী; তিনি মায়াদ্বারা বহুরূপ প্রকাশ করেন।' কিন্তু এখানে 'ইন্দ্র' শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি অর্থ 'ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীনারায়ণ'। তিনি 'মায়া' অর্থাৎ স্বরূপশক্তির দ্বারা বহুমূর্ত্তিতে প্রকটিত হ'ন। শ্রুতির আপাত অর্থ করিতে গিয়া এইরূপে আরও বহুলোক বঞ্চিত হইয়াছে।

'ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ।'
(শ্বেতাশ্বতর ৪।১৯)

এখানে 'প্রতিমা'-শব্দে 'মূর্ত্তি' নহে। 'প্রতিমা' অর্থ 'সদৃশ ও সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী' অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমকক্ষ কেহ নাই; তিনি অসমোর্দ্ধ-তত্ত্ব। তাঁহার নাম 'মহদ্যশঃ' অর্থাৎ উত্তমশ্লোক।

৪৩। শ্রীভগবানের কৃপার প্রথম নিদর্শন দেহাত্মবোধত্যাগ।

ভাষ্য—ভগবৎকৃপা হইলে বিষয়ের প্রতি আসক্তির মূল যে দ্বিতীয়াভিনিবেশ ও তজ্জনিত যে ভয়, তাহা কাটিয়া যাইবে—প্রমাদ, অন্যাভিলাষ প্রভৃতিও কাটিয়া যাইবে। তখন নিজের জন্য অর্থাদি-আহরণ ও তৎসংরক্ষণের জন্য ব্যস্ততা আসিবে না। "নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব, রহিব ভাবের ভরে। ভকতিবিনোদ, তোমারে পালক, বলিয়া বরণ করে।"—এই বিচার স্বাভাবিক হইবে; কিন্তু শ্রীভগবান্ ও শ্রীভাগবতগণের সম্বন্ধে নিশ্চিন্তভাব আসিবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগত-অভিমানিগণের ভোগ ও ত্যাগ করিবার অধিকার নাই। শ্রীহরিসম্বন্ধী বস্তু রক্ষা করিবার জন্য যে বৈষয়িক লোকের ক্রিয়াকলাপের ন্যায় বাহিরে প্রদর্শন করিতে হয়, তাহা বস্তুতঃ বিষয়ভোগ বা বিষয়ত্যাগ নহে।

৪৪। ইচ্ছার মালিক—শ্রীমদনমোহন।

ভাষ্য—'মদন' শব্দের অর্থ 'কাম', 'বাসনা' বা 'ইচ্ছা'। শ্রীকৃষ্ণ—সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বেচ্ছাচারী। তাঁহার ইচ্ছা কখনও ব্যাহত হয় না। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ, চিত্তবৃত্তি ও আত্মা একই বস্তু। তাঁহার প্রতি অঙ্গ ইচ্ছাময়।

৪৫। ইঞ্জিনিয়ারের (Engineer-এর) অধীনে থাকিলে oversee (আত্মপরীক্ষা) করা যায়।

ভাষ্য—Engineer General বা Superintending Engineer শ্রীল রূপগোস্বামী বা তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব। সেই শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর অধীনে Overseerগণের যদি একজন কুলি-মজুরও হওয়া যায়, তবেই শ্রীকৃষ্ণের সেবার রাজ্যে প্রবেশ করা যায়। শ্রীরূপ শ্রেষ্ঠ কলাবিৎ—[illegible] শ্রেষ্ঠ নিবন্ধন। যাঁহারা প্রকৃত শ্রীরূপানুগ,

তাঁহারাই, যাহা কতভাবে কোথা দিয়ে প্রস্তুত হইয়াছে এবং ভজনে কতটাই বা বাস্তব-প্রগতি হইতেছে, তাহা oversee(পরীক্ষা) করিতে পারেন। শ্রীরূপের অনুগত শ্রীশ্রীজীব-প্রভু সৌভাগ্যবন্ত জীবকুলকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মযুগে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য 'সঙ্গমনী' অর্থাৎ 'সেতু' নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দুর্গম—দুষ্পার—দুস্তর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকে যে সেতুর সাহায্যে সম্যগ্‌রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই 'দুর্গমসঙ্গমনী'। সুতরাং শ্রীশ্রীজীবপ্রভু একজন শ্রেষ্ঠ Engineer। তাঁহার অনুগমনে অনুগ একজন কুলি-মজুর হইতে পারিলে তবেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বিন্দুর একটী কণার স্পর্শ লাভ করিবার অধিকার কোনদিন হইতে পারে।

৪৬। নিত্যানন্দ-বলে বলী হইলে কাহারও কাছে কোন ঋণ থাকে না।

ভাষ্য—শ্রীনামহট্টের মূল-মহাজন শ্রীনিত্যানন্দের নাম-প্রেমধনের যিনি বাস্তব-গ্রাহক হইয়াছেন, তিনি দেবতা, ঋষি, অন্য প্রাণী, আত্মীয়, মনুষ্য বা পিতৃগণের নিকট আর ঋণী থাকেন না।

কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১৩৯)

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥
(শ্রীভাঃ ১১।৫।৪১)

অর্থাৎ যিনি পার্থিব কর্ত্তব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে শরণ্য মুকুন্দের শরণাগত হইয়াছেন, হে রাজন্, তিনি দেবতা, ঋষি, অন্য প্রাণী, আত্মীয়, মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট আর ঋণী থাকেন না।

৪৭। গোবরে পদ্মফুল ফুটিলেও গোবরের সহিত পদ্মের কোন সম্বন্ধ নাই।

ভাষ্য—অপ্রাকৃত বস্তুর জনক কোন প্রাকৃত বস্তু বা ব্যাপার নহে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বলিতেন,—"পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উঠিলেও যেরূপ পূর্ব্বদিক্ সূর্য্যের জননী নহে, তদ্রূপ কোন কুল-বিশেষে শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীবৈষ্ণব আবির্ভূত হইলেও তাহা শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীবৈষ্ণবের জন্মদাতা নহে।" "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।"—এই বিচার যাহারা বুঝিতে না পারে, তাহারা প্রাকৃতসহজিয়া হইয়া যায়। তাহারা বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুকে অযোগ্যপদস্থ মনে করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলেন। বস্তুতঃ শ্রীগুরুতে অযোগ্যতা নাই, তদ্রূপ বৈষ্ণবেও দুরাচারত্ব নাই।

৪৮। আমরা অচেতন হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন ও শ্রীগিরিধারীকে দেখি প্রস্তর!

ভাষ্য—শ্রীগোবর্দ্ধন প্রেমের ঘনীভূত বা সান্দ্র-অবস্থা। শ্রীরাধাকুণ্ড চিদ্বিলাসের বিচিত্র রস-রঙ্গে চপল তরল। সেই শ্রীগোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধাকুণ্ডকে অচেতন প্রস্তর বা বদ্ধ জলমাত্র দর্শন করা যে কিরূপ দুর্ভাগ্যের চরম-সীমার কথা, তাহা বর্ণনাতীত। আমরা অচেতনতার শেষ-সীমায় উপনীত হইয়াছি! আমাদের চেতনই অনাদিবহির্ম্মুখতার ফলে প্রস্তরের ন্যায় অনুভূতিহীন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া আমরা গোবর্দ্ধনকে দেখিতেছি প্রস্তর! আমরা স্পন্দন-রহিত হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রেমের মহাপ্লাবন দেখিতে পাই না—তাহার তরঙ্গ-রঙ্গ দেখিতে পাই না। বস্তুতঃ শ্রীগোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ পূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধাকুণ্ড স্বরূপশক্তি শ্রীবৃষভানুনন্দিনী।

৪৯। তাসের ঘর ও হাউইবাজী বেশীক্ষণ থাকে না।

ভাষ্য—এই জগতের বিত্ত-বৈভব, স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, ধন, জন, মান, রাজপদ, সার্ব্বভৌম-পদ—সমস্তই তাসের সৌধ বা হাউইবাজীর ন্যায় কিছুক্ষণের জন্য মায়ামুগ্ধ জীবের চক্ষুর বিস্ময় উৎপাদন করিয়া পরমুহূর্ত্তেই বিলীন হইয়া যায়। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

পাপপুণ্যময় দেহ, সকল অনিত্য এহ,
ধন, জন—সব মিছা ধন্দ।
মরিলে যাইবে কোথা, তাহাতে না পাও ব্যথা,
তবু কার্য্য কর সদা মন্দ॥
রাজার যে রাজ্যপাট, যেন নাটুয়ার নাট,
দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।
হেন মায়া করে যেই, পরম ঈশ্বর সেই,
তাঁ'রে, মন, সদা কর ভয়॥

* * * *

বিষয় 'বিপত্তি' জান, সংসার স্বপন মান,
নরতনু ভজনের মূল।

* * * *

শ্রী গুরু বাক্য ধর, মরি' যা'বে শত শত,
আপনারে হও সাবধান।

শ্রীল রূপপ্রভু বাক্‌লা হইতে এইরূপ এক পত্রী লিখিয়া গৌড়ের বন্দিশালে শ্রীল সনাতনপ্রভুর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন,—

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরা-পুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥"

অর্থাৎ সেই যদুপতির মথুরাপুরীই বা কোথায়? আর শ্রীরঘুপতির উত্তর-কোশলাই বা কোথায়?—ইহা বিশেষরূপে বিচার করিয়া মন স্থির কর। এই জগৎ যে নিত্য নহে, তাহা সুনিশ্চিতভাবে অবধারণ কর। এই জগতে শ্রীনাম-প্রভু ও শ্রীনামপ্রভুর সেবাই নিত্যবস্তু; আর সকলই অনিত্য বস্তু। "নাম বিনা কিছু নাহিক আর, চৌদ্দভুবন-মাঝে।" কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা, ঐশ্বর্য্য, দাম্ভিকতা, প্রভুত্ব-কামনা প্রভৃতির অনিত্য গৌরবে গর্ব্বযুক্ত না হইয়া অকিঞ্চনতার সহিত শ্রীনামপ্রভুর সেবা করাই আমাদের একমাত্র মঙ্গলের পথ।

৫০। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শান্তির যত কিছু প্রচেষ্টা, সমস্ত মহাকালীর উদরে বিলীন হইবে।

ভাষ্য—যখন রজঃ ও তমোগুণ নির্গুণ হইবে, তখনই রুদ্রশক্তি মহাকালীর তাণ্ডব থামিবে। 'নির্গুণ' বলিতে 'ব্রহ্মজ্ঞান' বুঝায়। ব্রহ্মজ্ঞান দুই প্রকার; এক প্রকার—শৈবজ্ঞান, আর এক প্রকার—বৈকুণ্ঠ-জ্ঞান। শৈবজ্ঞানে সততই বিপর্য্যয়-বুদ্ধি অর্থাৎ প্রকৃতিকে একবার বলে 'মা', আর একবার বলে 'বাবা' অর্থাৎ একবার যাহাকে বলে 'প্রকৃতির পুত্র', আবার তাহাকেই বলে 'পতি'। এই বিপর্য্যয়-বুদ্ধি দেখিয়া প্রকৃতি লজ্জায় জিভ্ কামড়ায়। চেতনের অচেতন-অবস্থা দেখিয়া প্রকৃতি তাহার বুকের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান, যাহা 'বৈকুণ্ঠজ্ঞান'-নামে অভিহিত; তাহার আধার পরব্যোম; তাহাই শ্রীপরতত্ত্বের ধাম—তাহা চিন্ময়। তথায় প্রকৃত শান্তি বর্ত্তমান। এ জগতের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তি কোন-না-কোন আকারে চিরদিনই থাকিবে।

৫১। সময়ই শুদ্ধা ভক্তি (Time is unalloyed devotion)।

ভাষ্য—প্রাকৃত অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলেন,—"Time is money" অর্থাৎ 'সময়ই অর্থ'। তাঁহারা জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে ভোগোপকরণ দ্রবিণের সংগ্রহের জন্য নিয়োগ করিয়া থাকেন। যে-মুহূর্ত্ত তাঁহাদিগকে কোন-না-কোন আকারে দ্রবিণ প্রদান করিতে না পারে, তাহা তাঁহাদিগের নিকট ব্যর্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। যাহাতে প্রত্যেক মুহূর্ত্ত অর্থ-সংগ্রহে যাপিত হইতে পারে, তজ্জন্য তাঁহারা আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিতে ত্রুটী করেন না। ইহা কার্ম্মিক লোকের বিচারে অব্যর্থকালত্ব। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত অদ্বিতীয় নিত্য-বস্তুর সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট এই অনিত্য জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তকে পরমার্থের জন্য ব্যয় করা—শ্রীনামপ্রভুর অনুশীলনে নিয়োগ করাই অব্যর্থকালত্ব। "প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন", "যাহাকৃষ্ণে প্রেম যা'র, সেই বড় ধনী"—এই সব উক্তি-অনুসারে যাঁহারা পরম-প্রয়োজন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের অনুশীলনকারী, তাঁহারা প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত শুদ্ধা ভক্তি বা কৃষ্ণপ্রীতি অর্জ্জন করিয়া থাকে। এজন্য তাঁহারা সময়কে পরমার্থ জ্ঞান করেন। তাঁহারা অষ্টকাল শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রীতিময়ী সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া অব্যর্থ-কালত্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

৫২। পূর্ণভাবে দ্বার উন্মুক্ত করাই সাধন।

ভাষ্য—পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করিলে—ষোল আনা বলি দিলে ষোল আনা পাওয়া যায়। 'ষোল আনা বলি দেওয়া' অর্থে "আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে"—এই অভিনিবেশে অভিনিবিষ্ট হওয়া। পূর্ণভাবে দ্বার উন্মুক্ত করিলে পূর্ণসূর্য্যের আলোক পূর্ণ-ভাবে পাওয়া যায়। যতটা কম খোলা যায়, ততটাই অন্ধকার বা আবরণ থাকে। অন্যাভিলাষের বহির্ম্মুখতা এই পূর্ণসূর্য্যালোকের দ্বারে অর্গল বদ্ধ করিয়া রাখে। সেই অর্গল খুলিয়া পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের জন্য যে প্রচেষ্টা, তাহাই জীবের সাধন। বস্তুতঃ উন্মুক্ত চেতনের ধর্ম্মে শরণাগতি ব্যতীত আর কিছুই নাই। স্বরূপের ইন্দ্রিয়ের

আত্মার ভজনক্রিয়াই সাধ্য-ভক্তি। দেহেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভজনক্রিয়াই সাধন।

৫৩। মায়াই কদর্য্য, বিপ্রলম্ভই সৌন্দর্য্য।

ভাষ্য—যাহা স্বরূপশক্তি নহে, তাহাই মায়া। স্বরূপশক্তিই সর্ব্ব শোভার আকর। মায়াতেই বীভৎস বিবর্ত্তন। সেবার জন্য যে উৎকণ্ঠার আর্ত্তি ও অতৃপ্তি, তাহাই বিপ্রলম্ভ। সেবাই শোভা। বিপ্রলম্ভেই সেই সেবা-শোভার পরিপূর্ণ চমৎকারিতা বিদ্যমান।

৫৪। যেখানে সংকীর্ত্তন-যজ্ঞাগ্নির জিহ্বা সংকীর্ত্তন-বিগ্রহকে প্রকট করেন, তাহাই শ্রীধাম।

ভাষ্য—সকল-কলিমলবিধ্বংসী সংকীর্ত্তন-যজ্ঞাগ্নির সপ্ত-জিহ্বা শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় জগতে প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ শুদ্ধ-ভক্তগণের জিহ্বাপ্রাঙ্গণে কীর্ত্তনরূপ আহুতিদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকেন; সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে শ্রীনামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু যেখানে প্রকাশিত হ'ন, তাহাই শ্রীধাম। শ্রীধামে শ্রীনাম ও শ্রীনামীর কাম বা লীলা-মাধুরী একাধারে বর্ত্তমান। যেখানে শ্রীনামের অনুশীলন নাই, সংকীর্ত্তন-যজ্ঞকুণ্ডের নিত্য-আবির্ভাব নাই, সংকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের ব্রহ্মা, অধ্বর্য্যু, হোতা ও উদ্গাতৃরূপে নিত্য-প্রকাশ নাই, সংকীর্ত্তনকারী ঋত্বিগ্‌গণের নিত্যাবির্ভাব নাই, তথায় শ্রীধামের প্রাকট্যও নাই। আর যেখানে সেইসকল চিদ্ব্যাপার প্রকাশিত, তাহাই শ্রীধাম। সংকীর্ত্তন-যজ্ঞাগ্নি নিত্যকাল সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক-বিগ্রহ শ্রীধামেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে প্রকট করিয়া শ্রীধামের শোভা বিস্তার করিতেছেন।

বঙ্গীয় নববর্ষ ও জাগতিক পরিস্থিতি

বঙ্গীয় নববর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। এই নববর্ষে জাগতিক বা রাজনৈতিক পরিস্থিতির চিন্তা ন্যূনাধিক সকলের হৃদয়কেই আন্দোলিত করিতেছে। পাশ্চাত্ত্যদেশে যে রক্তলীলা চলিতেছিল, তাহা প্রাচ্যদেশে সমাগত হইয়া পড়িয়াছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূলকেও সেই রৌদ্রতাণ্ডবের তরঙ্গ উদ্বেলিত করিয়াছিল। কেহ প্রাণভয়ে স্থানত্যাগ করিতেছেন, কেহ বা অর্থসম্পত্তি ও স্ত্রী-পুত্রের চিন্তায় বিনিদ্র-রজনী যাপন করিতেছেন। সকলের মুখেই 'কি হইবে, কেমনে বাঁচিব, কোথায় যাইব, কোথায় গেলে রক্ষা পাইব?'—কেবল এই কথা ও সকলের হৃদয়ে কেবল এই চিন্তা। কেহ পাতালে প্রবেশের পথ অনুসন্ধান করিতেছে, কেহ বা নির্জ্জন স্থানে, কেহ বা কান্তারে, কেহ বা অরণ্যানীতে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। আজ সহস্র সহস্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কেবল আশ্রয়ের জন্য চিন্তা। 'কোথায় যাইব, কি খাইব?'—এই চিন্তা কুবের-সদৃশ ধনাঢ্যগণকেও অধিক আক্রমণ করিয়াছে; যাঁহারা ধন,জন,কুল ও পাণ্ডিত্যের গর্ব্বে 'ধরাকে সরা' জ্ঞান করিতেন, তাঁহারাও আজ সামান্য ভিখারীর ন্যায় আশ্রয়প্রার্থী। এই পরিস্থিতি কত ধন-কুবেরকে যে পথের ভিখারী করিয়াছে—কত অভিমানীর গর্ব্ব-পর্ব্বতকে যে ধূলিসাৎ করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে, তাহা কে গণনা করিবে? তথাপি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার প্রভাবে আমাদের দুর্বুদ্ধি পরিবর্ত্তিত হইতেছে না! আমরা এক অনিত্য আশ্রয় হইতে আর এক অধিকতর বিশ্বাসঘাতক আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি! এক অগ্নিকুণ্ড হইতে আর এক অগ্নিকুণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছি! কেহই কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয়-গ্রহণের জন্য বিন্দুমাত্রও আন্তরিকভাবে আর্ত্ত হইতেছি না!

কয়েকদিন পূর্ব্বের কথা। ব্রহ্মদেশ-প্রবাসী জনৈক চিকিৎসক তথায় বহুলক্ষ মুদ্রার সম্পত্তি ও স্ত্রীপুত্রাদি হারাইয়া কোনরূপে প্রাণ বাঁচাইয়া ভিখারীর ন্যায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। স্বদেশের একটী ডাকঘরে তাহার কিছু অর্থ গচ্ছিত ছিল। আসিয়াই ঐ অর্থ ডাকঘর হইতে উঠাইয়া সঙ্গে কয়েকশত টাকার নোট রাখিয়া

কয়েকজন বন্ধুর নিকট বলিতেছেন,—"আমার পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ছিল; কয়েকখানি বাড়ী ও কয়েকটী মোটর গাড়ীও ছিল; আর ছিল আমার মস্ত বড় অভিমান—'আমার মত বড় চিকিৎসক পৃথিবীতে দুর্লভ—আমি একজন হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা।' কিন্তু আমার সেই অভিমান চূর্ণ হইয়াছে। বর্ত্তমানে আমার হস্তে মাত্র পাঁচশত টাকা আছে। আমি অতীতের দিকে না তাকাইয়া—স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার চিন্তা না করিয়া স্বদেশে সত্বর নানাপ্রকারের সুস্বাদু বস্তু এই অর্থের দ্বারা কিনিয়া মনের সাধে কয়েকদিন খাইব; কারণ, আবার কবে আমাকে মৃত্যুগ্রস্ত হইতে হয়, ঠিক নাই।"

সেদিন আর একজন ধনকুবের বলিতেছিল,—"যদি আমার অর্থসম্পত্তি নষ্ট হয়, অমনি আমি একতোলা আফিম খাইয়া আত্মহত্যা করিব।"

বর্ত্তমান পরিস্থিতি কোথায় আমাদিগের সুবুদ্ধি আনয়ন করিবে, তৎপরিবর্ত্তে আমাদিগকে মায়াদেবীরই ক্রীড়নক করিয়া তুলিতেছে। সর্ব্বত্রই গ্রাম্যকথা, গ্রাম্য-আলোচনা ও দেহ-গেহের চিন্তাস্রোতঃ; কোথাও নিত্যতত্ত্বের সন্ধানের কথা নাই। বর্ত্তমানে যে পরিস্থিতি আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার সমাধান করিতে পারে—একমাত্র পূর্ণ-শরণাগতি। কিন্তু সেই শরণাগতির কথা বলিবার ও শুনিবার লোক নাই। শরণাগতিকে যুগমানব দুর্ব্বলতা বা কাপুরুষতা এবং প্রভুত্বকামনাকে—ইন্দ্রিয়-তৈক্ষ্ণ্যকে পৌরুষ বলিয়া বুঝিয়াছে। গ্রাম্য-কথার কালবৈশাখী যুগমানবের হৃদয়কে এরূপ ধূলিসমাচ্ছন্ন ও সকলের চক্ষুকে এরূপ অন্ধ করিয়া দিতেছে যে, মুহূর্ত্তের জন্যও আমরা নিত্য-অবস্থানের কথা চিন্তা করি না! এই যে বর্ত্তমান পরিস্থিতি, ইহার মধ্যে কত মহতী শিক্ষার বীজ নিহিত রহিয়াছে—ইহা যে শ্রীভগবানের কত করুণার নিদর্শন—ইহাতে অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে আমাদিগকে যে কিরূপ নিত্য-মঙ্গলের সন্ধান প্রদান করিতেছে, তাহা আমরা চরম দুর্দ্দৈব ও অপরাধফলেই অনুভব করিতে পারিতেছি না! আমরা মনে করিয়াছিলাম,—'পৃথিবীতে আমরা চিরদিনই থাকিবার জন্য আসিয়াছি। আমরা বৈজ্ঞানিক বা যান্ত্রিক যুগের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; তাহাদের অবদান আমাদিগকে কত সুখসুবিধা প্রদান করিয়াছে!' কিন্তু সেইসকল অবদানই হইয়াছে আমাদের মৃত্যুবাণ। যে ব্যোমযান প্রেমিক-প্রেমিকার বিহারের বাহন ছিল, আজ সেই ব্যোমযানের শব্দ শুনিবামাত্র আমাদের আতঙ্ক উপস্থিত হয়। যে-সকল অভ্রভেদী মর্ম্মরসৌধ স্বর্গের নন্দনকাননের গর্ব্বকেও খর্ব্ব করিত, সেই সকল সৌধ অনায়াসে ধূলিসাৎ হইবে ভাবিয়া আমরা ঐসকল পরিত্যাগ করিয়া বনভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি; তথাপি আমাদের প্রকৃত সুবুদ্ধির উদয় হইতেছে না! এই জগতের অবশ্যম্ভাবী নশ্বর বস্তুগুলিকে চিরদিন কি করিলে রক্ষা করিতে পারিব, তজ্জন্যই নানাপ্রকার গবেষণা করিতেছি। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে গাহিয়াছিলেন,—

রাজার যে রাজ্যপাট,   যেন নাটুয়ার নাট,
দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।
হেন মায়া করে যেই,   পরম ঈশ্বর সেই,
তাঁ'রে, মন, সদা কর ভয়।

কথিত হয় যে, শ্রীল রূপপ্রভু শ্রীল সনাতন-প্রভুকে গৌড়ের বন্দিশালে এইরূপ একখানি পত্র প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছিলেন,—

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥

অর্থাৎ যদুপতির মথুরাপুরীই বা কোথায়? আর রঘুপতির উত্তরকোশলা-পুরীই বা কোথায়?—ইহা বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া মন স্থির কর। এই জগৎ নিত্য নহে,—ইহা নিশ্চিতরূপে জান।

যাহারা অশরণাগত, তাহাদের চিত্তই ভয়ে ব্যাকুল। শরণাগতের কোন ভয় নাই।

ভিন্নস্য লিঙ্গস্য গুণপ্রবাহো
দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মনঃ।
দৃষ্টাসু সম্পৎসু বিপৎসু সূরয়ো
ন বিক্রিয়ন্তে ময়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ॥

(শ্রীভাঃ ৪।২০।১২)

দেহ, কর্ম্ম, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং চিদাভাসস্বরূপ লিঙ্গদেহেরই সংসারভোগ হইয়া থাকে, এইরূপ জানিয়া বিবেকিগণ আমাতে সৌহৃদ-বদ্ধ হইয়া

নিমগ্ন থাকেন ; সুতরাং সম্পদ্ উপস্থিত হউক বা বিপদই উপস্থিত হউক, কিছুতেই তাঁহাদের চিত্তবিকার উপস্থিত হয় না।

হিরণ্যকশিপু অদ্বিতীয় কূট-রাজনৈতিক ছিলেন। তিনি কেবল রাজনৈতিক নহেন, একজন পরমপণ্ডিত বৈদান্তিকও ছিলেন। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুতে তাঁহার ভক্তি বা শরণাগতি ছিল না। তাঁহার গৃহে অবতীর্ণ অল্প-বয়স্ক বালকরূপী শ্রীপ্রহ্লাদ ষণ্ডামর্কের রাজনৈতিক-শিক্ষাকে বহুমানন না করিয়া শ্রীবিষ্ণুতে একমাত্র আত্মনিবেদনকেই "পরম বাস্তব-সত্য" বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন,—

ধর্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ
ঈক্ষা ত্রয়ী নয়-দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ॥

(শ্রীভাঃ ৭।৬।২৬)

ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটী 'ত্রিবর্গ' বলিয়া অভিহিত। তন্মধ্যে আত্মবিদ্যা, কর্মবিদ্যা, তর্ক, দণ্ডনীতি এবং কৃষিপ্রভৃতি বিবিধ জীবিকা—এই সমস্তই ত্রৈগুণ্য-বিষয় বেদের প্রতিপাদ্য, সুতরাং ইহাদিগকে আমি অসৎ বলিয়া মনে করি ; পক্ষান্তরে, পরমপুরুষ শ্রীবিষ্ণুতে যে আত্মনিবেদন, উহাকেই আমি যথার্থ সত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি।

হিরণ্যকশিপু তাঁহার কূট-রাজনৈতিক-বুদ্ধির দ্বারা নিজের জীবন রক্ষা করিবার জন্য কত প্রকার উপায়ই না অবলম্বন করিয়াছিলেন ; কিন্তু আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। আপাতদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে পঞ্চমবর্ষীয় বালক প্রহ্লাদ সম্পূর্ণভাবে হিরণ্যকশিপুর অধীন হইলেও এবং নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিলেও অসংখ্য প্রকার চক্রান্তপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে একমাত্র শরণাগতির প্রভাবে রক্ষিত ও সমগ্র জগতে শরণাগতি-শিক্ষকের উপাস্যস্বরূপ হইয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' শ্রীপ্রহ্লাদের বিষয় উল্লেখ করিয়া জীব-জগৎকে জানাইয়াছেন যে, শরণাগত ভক্ত নিজে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক ক্লেশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিলেও তিনি অনায়াসে ঐ সকল হইতে সংরক্ষিত হ'ন। কেন-না, ভক্তি সর্ব্বক্লেশ-নাশিনী। "যথা—(শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।৫।৪৩-৪৫)—'দিগ্গজৈর্দন্দশূকেন্দ্রৈরভিচারাবপাতনৈঃ। মায়াভিঃ সন্নিরোধৈশ্চ গরদানৈরভোজনৈঃ॥ হিমবায়্বগ্নিসলিলৈঃ পর্ব্বতাক্রমণৈরপি। ন শশাক যদা হন্তুমপাপমসুরঃ সুতম্। চিন্তাং দীর্ঘতমাং প্রাপ্তস্তৎকর্ত্তুং নাভ্যপদ্যত॥' অত্র 'দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ' (শ্রীবিঃ পুঃ ১।১৭।৪৪) ইত্যাদিকং বৈষ্ণব-বচনজাতমনুসন্ধেয়ম্। 'ন যত্র শ্রবণাদীনি' (শ্রীভাঃ ১০।৬।৩) ইত্যাদিকঞ্চ। যথা শ্রীবৃহন্নারদীয়ে,—'যত্র পূজা-পরো বিষ্ণোস্তত্র বিঘ্নো ন বাধতে। রাজা চ তস্করশ্চাপি ব্যাধয়শ্চ ন সন্তি হি॥ প্রেতাঃ পিশাচাঃ কুষ্মাণ্ডা গ্রহা বালগ্রহাস্তথা। ডাকিন্যো রাক্ষসাশ্চৈব ন বাধন্তেঽচ্যুতার্চ্চকম্॥' ইতি (৭।৫)। শ্রীনারদঃ শ্রীযুধিষ্ঠিরম্॥ তথা (শ্রীভাঃ ৩।২২।৩৭)—'শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ। ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্॥' এবমুক্তং গারুড়ে,—'ন চ দুর্ব্বাসসঃ শাপো বজ্রঞ্চাপি শচীপতেঃ। হন্তুং সমর্থং পুরুষং হৃদিস্থে মধুসূদনে॥' ইতি (৩।২২)।" (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ,১২২-১২৩ অনুচ্ছেদ)।

দিগ্গজ, হিংস্র সর্প ও কৃত্যাদি-নির্ম্মাণ বা মারণাদি-রূপ অভিচার, গিরিশৃঙ্গ হইতে পাতন, কূপ বা গর্ত্তে নিরোধ, বিষদান, অনশন, হিম, বায়ু, অগ্নি ও সলিলে নিক্ষেপ, তদুপরি পর্ব্বতাদি-ক্ষেপণ ইত্যাদি বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও যখন অসুররাজ হিরণ্যকশিপু নিষ্পাপ-পুত্র শ্রীপ্রহ্লাদকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন অতিশয় চিন্তাযুক্ত হইলেন ; কিন্তু শ্রীপ্রহ্লাদকে বধ করিতে সমর্থ হইলেন না। শ্রীপ্রহ্লাদ কিন্তু ইহাকে নিজের প্রভাব মনে করিলেন না। তিনি বলিলেন,—"বজ্রের অগ্রভাগতুল্য কঠোর এই হস্তীর দন্তসমূহ যে আমার প্রতি প্রযুক্ত হইবামাত্র বিশীর্ণ হইয়া গেল, ইহা আমার বল নহে ; ইহা—জনার্দ্দন-স্মরণজনিত মহাবিপৎ-পাপ-বিনাশক প্রভাবমাত্র।" "যেস্থলে মানবগণ স্ব-স্ব কর্ম্মসমূহের মধ্যে সাত্বত-পতি শ্রীকৃষ্ণের রাক্ষস (বিঘ্ন-নাশক কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করে না, সেইস্থলেই রাক্ষসগণ উপস্থিত হয়" ইত্যাদি শ্লোকও অনুসন্ধেয়। যথা বৃহন্নারদীয়-পুরাণে শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—"যেখানে বিষ্ণু-পূজাপরায়ণ ভক্ত বর্ত্তমান, সেখানে কোন বিঘ্নই পীড়ন করে না। কি রাজা, কি তস্কর, কি ব্যাধি, কাহারও উপদ্রব সেখানে থাকে না। (বিঘ্নোৎপাদক) প্রেত, পিশাচ,

কুষ্মাণ্ড (অর্থাৎ গণদেবতা বা প্রমথগণ), গ্রহ, বালগ্রহ (বালঘাতী উপগ্রহ), ডাকিনী ও রাক্ষসী প্রভৃতি কোন অপদেবযোনি শ্রীঅচ্যুতপুরুষকে পীড়ন করিতে পারে না।"

"হে বাসবনন্দন পিতঃ ! ক্ষুধাদি শারীরিক, শোকাদি মানসিক, অনাবৃষ্ট্যাদি (আদি-) দৈব, অর্থাৎ আধিদৈবিক, শত্রু বা হিংস্রজীব-প্রদত্ত এবং শীতোষ্ণাদি (আদি-) ভৌতিক ক্লেশসমূহ শ্রীহরিচরণাশ্রিত ব্যক্তিকে কিরূপে পীড়া দিতে পারিবে ?" (শ্রীভাঃ)। শ্রীনারদপুরাণেও এইরূপই কথিত হইয়াছে,—

"যাঁহার হৃদয়ে শ্রীমধুসূদন অবস্থিত, সেই পুরুষকে দুর্ব্বাসা-ঋষির (তীব্র) শাপ বা ইন্দ্রের তীক্ষ্ণ বজ্রও বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না।"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সুসংকেতে আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, জাগতিক কোন প্রকার পরিস্থিতি যেন কখনও আমাদিগের চিত্তকে বিভ্রান্ত না করে—আমরা যেন কোন অবস্থাতেই ভক্তির পথ হইতে বিচ্যুত না হই। কৃষ্ণের ইচ্ছায় সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করাই ভক্তি ; আর তদ্বিপরীত ইচ্ছা বা অভিলাষ করিতে যাওয়াই অভক্তি।

কৃষ্ণ-ইচ্ছা-মতে সব ঘটে ঘটনা।
তাহে সুখ-দুঃখ-জ্ঞান অবিদ্যা-কল্পনা॥
যাহা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ, তাই জান ভাল।
ত্যজিয়া আপন ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল॥
দেয় কৃষ্ণ, নেয় কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ সবে।
রাখে কৃষ্ণ, মারে কৃষ্ণ, ইচ্ছা করে যবে॥
কৃষ্ণ-ইচ্ছা-বিপরীত যে করে বাসনা।
তা'র ইচ্ছা নাহি ফলে, সে পায় যাতনা॥

—(শোকশাতন)

শরণাগত সেবকের বিচার,—

সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও-পদ-বরণে॥
মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকারা॥

* * *

তোমার ইচ্ছায় মোর ইচ্ছা মিশাইল।
ভকতিবিনোদ আজ আপনে ভুলিল॥

* * *

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি'
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি॥
অশোক-অভয়, অমৃত-আধার,
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয়॥

* * *

তুমি ত' মারিবে যা'রে, কে তা'রে রাখিতে পারে,
তব ইচ্ছাবশ ত্রিভুবন।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, তব দাস অগণন,
করে তব আজ্ঞার পালন॥
তব ইচ্ছামতে হত, গ্রহগণ অবিরত,
শুভাশুভ ফল করে দান।
রোগ শোক মৃতি ভয়, তব ইচ্ছামতে হয়,
তব আজ্ঞা সদা বলবান্॥
তব ভয়ে বায়ু বয়, চন্দ্র সূর্য্য সমুদয়,
স্ব-স্ব নিয়মিত কার্য্য করে।
তুমি ত' পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম পরাৎপর,
তব বাস ভকত-অন্তরে॥
সদা শুদ্ধ সিদ্ধকায়, 'ভকতবৎসল' নাম,
ভকতজনের নিত্যস্বামী।
তুমি ত' রাখিবে যা'রে, কে তা'রে মারিতে পারে,
সকল বিধির বিধি তুমি।
তোমার চরণে নাথ, করিয়াছি প্রণিপাত,
ভকতিবিনোদ তব দাস।
বিপদ্ হইতে স্বামি, অবশ্য তাহারে তুমি
রক্ষিবে, তাহার এ বিশ্বাস॥

* * *

আত্মসমর্পণে গেলা অভিমান।
নাহি করবুঁ নিজরক্ষা বিধান॥
তুয়া ধন জানি' তুহুঁ রাখবি নাথ।
পাল্য-গোধন জানি' করি' তুয়া সাথ॥

—(শ্রীশরণাগতি)

নববর্ষপ্রারম্ভে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শ্রীশরণাগতি'র এই শিক্ষাই আমাদের ঐকান্তিকী প্রার্থনার বিষয়

প্রউক। যে জীবনতম যুগ ও পরিস্থিতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে মৌখিক বা আংশিক শরণাগতিদ্বারা আমরা কেহই রক্ষা পাইতে পারিব না। যদি সত্যসত্যই রক্ষা পাইতে চাই, তবে আমাদিগকে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের পদাঙ্কানুসরণে বাস্তব-শরণাগতির পথে চলিতে হইবে। সমস্ত জগৎ আজ "ভুঁই ও ভুঁড়িবাদে" সম্মুখীন হইয়াছে। "Soil and Coil"-এর প্রভুদের রাক্ষসী-পিপাসা সমগ্র জগৎকে গ্রাস করিয়াছে। যুগ-মানব যতই মাটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চাহিতেছে, ততই ত্রিতাপ-বৈচিত্র্যের আগ্নেয়গিরির ব্যাপক ভূমিকম্প তাহাদের "জীবন-কাটি" মাটির প্রতি আস্থার মূল্য নিরূপণ করিয়া দিতেছে। কোন এক যুগ-কবি মাটির মহিমা-গীতি এইভাবে গাহিয়াছেন,—

"এই যে মাটি—এই যে মিঠা—এই যে চিত্র-চমৎকার,
চরণে লীন এই যে মলিন, এই যে আধার নিরাধার—
এই মাটি গো এই পৃথিবী, এই যে [illegible]—
তারার হাটে মাটির ভাঁটা—তাই ব'লে এ তুচ্ছ না!

মাটি তো নয়—জীবন-কাটি, কণায় কণায় জীবন তা'র,
মাটির মাঝে প্রাণের খেলা—মাটিই প্রাণের পারাবার!

মাটির মাঝে যা' আছে গো, স্বর্গেও তা'র অধিক নেই,
তড়িৎ-হৃতার লাটাই মাটি, জীবন-যাত্রার আধার সেই!"

কবির এই উক্তির মধ্যে যুগের নাড়ীর গতি অনুভব করা যায়। একটা ভূমি-সর্বস্ব না হইলে এইরূপ রৌদ্র-লীলা বা পরিস্থিতির উদ্ভব হইত না! অতএব বর্তমান পরিস্থিতির জন্য আমরাই দায়ী। এই পরিস্থিতি আমাদিগের মঙ্গল-বিধানের জন্য উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে "তত্তেঽনুকম্পাম্"-শ্লোকের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া শরণাগত হইতে পারিলে আমাদিগের মঙ্গল লাভ হইতে পারে। এই আপাত-প্রতিকূল অবস্থা হইতে আমরা পরম-অনুকূল অবস্থায় অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। অতএব বর্তমান পরিস্থিতি ঐকান্তিক আত্মমঙ্গলেচ্ছুগণের শ্রীহরিভজনের সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

ভ্রম-সংশোধন

গত ৩য়-৪র্থ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ৪০৪ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভের সর্বশেষে 'রহু'-শব্দের হ্রস্বোকারটী বসিবে না। ঐ ৪০১ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভে ৯ম পঙ্‌ক্তিতে 'শ্রীমূর্ত্তিগণ তত্তত্তায়' স্থলে 'শ্রীমূর্ত্তিগণ যথাক্রমে তত্তত্তায়', ঐ '২য় স্তম্ভে ৮ম পঙ্‌ক্তিতে 'ভক্তি মাত্র আরম্ভ' স্থলে 'ভক্তি সবে মাত্র আরম্ভ', ঐ ৩২শ পঙ্‌ক্তিতে 'কায়িক লক্ষণ' স্থলে 'কায়িক ও মানসিক মিশ্রিত লক্ষণ', ঐ ৪১০ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভে ৩১শ পঙ্‌ক্তিতে 'সজ্জনের লক্ষণ' স্থলে 'বিধিমার্গে সজ্জনের লক্ষণ' এবং ঐ ৪১৪ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভে ১৫শ পঙ্‌ক্তিতে 'যিনি সত্যকথা গোপন্ করিয়া বলেন না' স্থলে 'যিনি সত্য-কথাই বলেন, গোপন করেন না'—এইরূপ হইবে। ৪১৫ পৃষ্ঠায় 'ত্রিবিধ সজ্জন' প্রসঙ্গের অনুচ্ছেদটীর স্থলে এইরূপ হইবে,—"বিধিমার্গে সজ্জন তিন প্রকার,—(১) অবর-সজ্জন, (২) মধ্যম-সজ্জন ও (৩) পরম-সজ্জন। যাঁহাতে ২৬টী লক্ষণ ও কৈতবশূন্যতা আছে, তিনি অবর-সজ্জন। যাঁহাতে সেই সেই ২৬টী লক্ষণ সম্পূর্ণ নাই,' অথচ যিনি, 'শুদ্ধভক্তিদ্বারাই সর্বার্থসিদ্ধি হইবে', এইরূপ দৃঢ়নিষ্ঠতা-নিবন্ধন বর্ণাশ্রম-বিহিত ধর্ম এবং জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভজনের প্রয়াসী, তিনিই মধ্যম-সজ্জন। আর যাঁহার পূর্বোক্ত ২৬টী লক্ষণ আছে, অথচ যিনি অনন্যভক্তির ব্যাঘাতক বলিয়া বর্ণাশ্রমধর্মাসক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞানস্পৃহা পরিত্যাগপূর্বক অনন্যভক্তি যাজন করিতেছেন, তিনি পরম-সজ্জন। অবরতা-মিশ্র ও মধ্যমতামিশ্র সজ্জনের অনন্যভক্তির কিছু ত্রুটী থাকিতে পারে, কিন্তু পরম-সজ্জনের অনন্যভক্তির কোন ত্রুটী নাই।" ঐ ২য় স্তম্ভে "ধামাশ্রম-ভক্তই সর্বশ্রেষ্ঠ" প্রসঙ্গের সর্বশেষ বাক্যটী এইরূপ হইবে,—"মহিমা জানিয়াই হউক, আর না জানিয়াই হউক, যিনি লোকপরম্পরা শ্রীব্রজবাসীর, শ্রীমথুরাবাসীর ও শ্রীদ্বারকাবাসীর আনুগত্য হইতে আরম্ভ করিয়া মধুর-রতির প্রতি লোভবিশিষ্ট হইয়া অনুসরণ করেন, তিনি 'সত্তম' হইতেও শ্রেষ্ঠ 'ভক্ততম'।" পাঠকগণ উক্ত প্রবন্ধে সর্বত্র 'প্রেমাতুর' অর্থে 'রতি'-শব্দ গ্রহণ করিবেন।

"সৎ ও মহৎ" প্রবন্ধটী সংশোধিত হইয়া আরও বিস্তৃতভাবে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা এতদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু, তাঁহারা ঐ পুস্তিকা সংগ্রহ করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরসাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১২ই বৈশাখ, ১৩৪৯ ; ২৫শে এপ্রিল, ১৯৪২ { ৩৮শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীজাহ্নবাদেবী

অদ্য বৈশাখী শ্রীগৌরনবমী তিথি শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবা দেবী ও শ্রীদশরথ-নন্দন শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয়েশ্বরী শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-তিথি বলিয়া বিখ্যাত।

শ্রীল জাহ্নবা দেবী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-শক্তি; তিনিও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু—জগদ্গুরু—প্রেমভক্তির গুরু। তিনি—শ্রীগোপীনাথের প্রিয়তমা। শ্রীজাহ্নবাদেবী শ্রীপুরীধামে শ্রীটোটা-গোপীনাথের ও শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোপীনাথের দক্ষিণে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অনুজা শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীরূপে নিত্য বিরাজিতা। তিনি শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীললিতা ও শ্রীবিশাখাদেবীর অতিশয় প্রিয়া। শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী যেরূপ শ্রীরাধারাণীকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত করাইয়া অতিশয় সুখী হ'ন, শ্রীরাধারাণীও সেইরূপ অনুজা শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত করাইয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করেন।

আনুমানিক ১৪০৯ শকে শ্রীজাহ্নবাদেবী অম্বিকা-কালনার শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়পার্ষদ শ্রীসূর্য্যদাস সরখেলের পরম সৌভাগ্যশালিনী 'ভদ্রাবতী'-নাম্নী পত্নীর ক্রোড়ে আবির্ভূত হ'ন। শ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণী ও তদীয়া জ্যেষ্ঠা সহোদরা শ্রীবসুধাদেবী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিত্য অপ্রাকৃত শক্তি। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু প্রমুখ গৌড়ীয়াচার্য্যগণ শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবাদেবীকে জগদ্গুরুর আসন প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু প্রমুখ আচার্য্যগণও শ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণীকে জগদ্গুরুরূপে বরণ করিয়াছেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যখন খেতরীতে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধারমণ—এই ছয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময় শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী

শ্রীজাহ্নবা দেবীর তিরোভাবে সেই সুপ্রসিদ্ধ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু প্রমুখ গুরুবর্গগণও তখন শ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রকটের পর তিনিই সমগ্র শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডলের সার্ব্বভৌম শ্রীগুর্ব্বীপাদপদ্মরূপে লোকাকর্ষণ করিয়াছিলেন। যাহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে স্ত্রীরূপী, পুরুষরূপী, বালক বা বৃদ্ধরূপী কিংবা কোন অবস্থানে আবিষ্ট মনে করিয়া অপ্রাকৃত শ্রীগুরুপাদপদ্মে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করে, তাহারা কখনও মঙ্গল-লাভের অধিকারী হয় না। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ববিৎই শ্রীগুরুদেব। তিনি যে-কোন মূর্ত্তিতে, যে-কোন দেশে জগতে অবতীর্ণ হউন না কেন, তাহাতে তাঁহার গুরুত্বের অভাব হয় না। শ্রীহনুমান্ পশুকুলে, শ্রীপ্রহ্লাদ ও শ্রীবলিমহারাজ অসুরকুলে, শ্রীল ঠাকুর হরিদাস ম্লেচ্ছকুলে, শ্রীল বাসুদেব (শ্রীমধ্বাচার্য্য) বালকরূপে, শ্রীল সীতাদেবী, শ্রীল জাহ্নবা-ঠাকুরাণী, শ্রীল গঙ্গামাতা, শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণী প্রভৃতি স্ত্রীকুলে অবতীর্ণ হইয়াও জগদ্গুরু। শ্রীজাহ্নবাদেবী সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা পাওয়া যাইবে না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা ব্যতীত বিষয়-বাসনা বিদূরিত হইতে পারে না। বিষয়-বাসনা বিদূরিত না হইলে শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের কৃপা লাভ হয় না। শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের কৃপা না পাইলে শ্রীশ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের প্রীতি লাভ হয় না। তাহাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রার্থনাগীতির মধ্যে শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'কল্যাণকল্পতরু'র মঙ্গলাচরণে গাহিয়াছেন,—

"নিশ্চিত বৈষ্ণব-জন দয়া প্রকাশিয়া।
শ্রীজাহ্নবাপদে মোরে রাখহ টানিয়া॥"

আবার 'বৈষ্ণবী প্রার্থনা'য় বলিয়াছেন,—

"ভবার্ণবে প'ড়ে মোর আকুল পরাণ।
কিসে কূল পা'ব তা'র না পাই সন্ধান॥
না আছে কর্ম্ম-বল, নাহি জ্ঞান-বল,
যাগ-যোগ-তপোধর্ম্ম না আছে সম্বল।
নিতান্ত দুর্ব্বল আমি না জানি সাঁতার।
এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার॥
বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণ দর্শন।
কামের তরঙ্গ সদা করে উত্তেজন॥
প্রাক্তন বায়ুর বেগ সহিতে না পারি।
কাঁদিয়া অস্থির মন, না দেখি কাণ্ডারী॥
ওগো শ্রীজাহ্নবাদেবী! এ দাসে করুণা।
কর আজি নিজগুণে ঘুচাও যন্ত্রণা॥
তোমার চরণ-তরী করিয়া আশ্রয়।
ভবার্ণব পার হ'ব করেছি নিশ্চয়॥
তুমি নিত্যানন্দ-শক্তি কৃষ্ণভক্তি-গুরু।
এ দাসে করহ দান পদকল্পতরু॥
কত কত পামরেরে করেছ উদ্ধার।
তোমার চরণে আজ এ কাঙ্গাল ছার॥

আবার অন্যত্র লালসাময়ী প্রার্থনা করিতে করিতে গাহিয়াছেন,—

সিদ্ধদেহে নিজকুঞ্জে সখীর চরণে।
নিত্যকাল থাকিয়া সেবিব কৃষ্ণধনে॥
এই সে প্রার্থনা করে এ পামর ছার।
শ্রীজাহ্নবা মোরে দয়া কর এইবার॥

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন যেরূপ "আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥"—ইত্যাদি পদের দ্বারা বুক ফুলাইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা গান করিয়াছেন, তদ্রূপ বর্ত্তমানযুগের শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও শ্রীজাহ্নবার প্রাণধন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-গোপীনাথের [illegible] করিয়া বৈষ্ণবী বিজ্ঞপ্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন ;—

"গোপীনাথ, আমার [illegible] তুমি [illegible]
তোমার চরণ, [illegible] লইনু শরণ,
তোমার কিঙ্কর আমি॥"

* * *

গোপীনাথ, আমি ত' তোমার জন।
তোমারে ছাড়িয়া, সংসার ভজিনু,
ভুলিয়া আপন ধন॥

শ্রীল গদাধরের প্রাণনাথ—শ্রীজাহ্নবার প্রাণনাথ

শ্রীগোপীনাথের শ্রীচরণে শ্রীল ঠাকুরের এই বিজ্ঞপ্তি-গীতির মধ্যে যে তীব্র-আর্তি ও ভক্তিরসসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়াছে, তাহার একবিন্দু একটি কণা জীবের হৃদয়ে অকৃত্রিমভাবে প্রকাশিত হইলে জীব অনায়াসে সংসারসিন্ধু অতিক্রম করিয়া প্রয়োজনবিগ্রহ শ্রীগোপীনাথের নিত্যসেবা-লাভের অধিকারী হইতে পারেন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দসখা শ্রীল অভিরাম ঠাকুর শ্রীগৌড়মণ্ডলে খানাকুল-কৃষ্ণনগরে শ্রীগোপীনাথের সেবা, শ্রীল গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী ও শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর (শ্রীজাহ্নবাদেবীর) সহিত শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রকট করিয়াছেন। শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল মধুপণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবনের প্রধানাধি-দেবতারূপে শ্রীরাধারাণী ও শ্রীজাহ্নবা-অনঙ্গমঞ্জরীর সহিত শ্রীগোপীনাথদেবের সেবা প্রকট করিয়াছেন।

দেহের ত্রাস

নিত্যবদ্ধ প্রাণিগণ দেহের ত্রাসে সর্বদাই ত্রস্ত। কীটাণু কৃমি হইতে আরম্ভ করিয়া রাজসিংহাসনে আসীন সম্রাট্ পর্যন্ত দেহের ত্রাসে পতিত—ব্যতিব্যস্ত। একমাত্র শরণাগতের—সাধুসঙ্গকারীর—সাধুর বীর্যবতী বাণীর বলে বলীয়ান্ ব্যক্তির—নবধা ভক্তির যাজনকারীর কোন ভয় বা ত্রাস নাই। 'পেট' বা 'ভিটা'র আসক্ত ব্যক্তির প্রতি-মুহূর্তেই ত্রাস ও ভয়। যাহারা মুখে শরণাগতির বক্তৃতা করেন, কিন্তু কার্যকালে যাহারা মায়ার যূপকাষ্ঠের বলি হইয়া পড়েন, সেইসকল কপটী ব্যক্তি অধিকতর ত্রাসযুক্ত। যোষিৎ অনুরক্ত থাকিয়া যাহারা বীরত্বের গলাবাজি করে, তাহারা শরণাগত নহে; সুতরাং তাহাদের বীরত্বের কৃত্রিম আস্ফালনের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে দেহের ত্রাস কোটীগুণ অধিক লুকাইয়া রহিয়াছে। শ্রীবিষ্ণুতে প্রীতিযোগ না হইলে কিছুতেই দেহের ত্রাস অপগত হয় না। 'শ্রীহরিতে প্রীতি-যোগ হইতেছে না, সুতরাং দেহের ত্রাস থাকা স্বাভাবিক'—এরূপ বিচার করিয়া উহার প্রশ্রয় দান করিলেও মঙ্গল লাভ হইবে না। যাঁহাতে সেই প্রীতিযোগটি শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় লাভ হয়, তজ্জন্য সর্বক্ষণ প্রপন্ন ভক্তগণের সঙ্গ ও তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের স্মৃতির সহিত সংযোগ রাখিতে হইবে। সেই অভিনিবেশ যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, ততই অজ্ঞাতসারে ও অযত্নে দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত দেহের ত্রাস অনায়াসেই বিদূরিত হইবে। তজ্জন্য পৃথক্ চেষ্টাও করিতে হইবে না।

বর্তমান জাগতিক পরিস্থিতি প্রত্যেক মায়াবদ্ধ জীবের নিকট দেহের ত্রাস উপস্থিত করিয়াছে। কারণ, ইহারা 'পেট' ও 'ভিটা'কে তাহাদের আত্মসম্বল বলিয়া চিরস্থির করিয়া রাখিয়াছেন এই 'পেট' ও 'ভিটা'র আলোচনায় কাণ ঝালাপালা হইয়া যাইতেছে। যেখানে একাধিক লোকের সম্মিলন, সেইখানেই এই 'পেট' ও 'ভিটা'র বড় ত্রাসের কথা। 'দেশনায়ক'-আখ্যাযুক্ত ব্যক্তিগণ দেশপ্রেমিকতা ও বীরত্বের নিশান উড়াইয়া যে ত্রাস ও শঙ্কা পরিহার করিবার বক্তৃতা করিতেছেন, তাহাতেও ত্রাসের মূল উৎপাটিত হইতে পারে না। অনন্যা শরণাগতি ব্যতীত অনায়াসে ত্রাসের মূল অন্য কোন কিছুতেই উৎপাটিত হইতে পারে না। দেহের রক্ষা ও দেহের বিনাশ, এই দুই অবস্থার মালিকই—শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সমস্ত বেদ-বেদান্তের সার তাঁহার দুইটি পদের মধ্যে গাহিয়াছেন,—

দেয় কৃষ্ণ, নেয় কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ সবে।
রাখে কৃষ্ণ, মারে কেবা, ইচ্ছা করে যবে।

শ্রীকৃষ্ণের সত্ত্বগুণময়ী বহিরঙ্গা শক্তি রক্ষা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের তমোগুণময়ী বহিরঙ্গা শক্তি বিনাশ করেন। উভয়ই শ্রীক্ষীরোদকশায়ী শ্রীবিষ্ণুর কার্য্য। শ্রীভগবানের বিধানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন বলিয়া শরণাগত ব্যক্তি নিজের রক্ষার জন্য কোন চিন্তা করেন না। তাঁহার দেহ-রক্ষার জন্য কোন চিন্তা নাই—উহার বিনাশেও দুঃখ নাই; কারণ, উভয় কার্য্যই নিজপ্রভুর শক্তির দ্বারা সাধিত। তাঁহার বিশ্বাস—শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র নিত্যরক্ষক ও পালক। সেব্যবস্তু যেভাবে রাখেন, তাহাতে তাঁহার কোনও অসন্তোষ নাই; কোন দুশ্চিন্তা, ভয় বা ত্রাস তাঁহার কোন কিছুই নাই। সকল অবস্থাকেই তিনি শ্রীভগবানের দান, বিধান বা অনুকম্পা বলিয়া বরণ করেন। যে-কোন অবস্থাই আসুক না কেন, তাহাতেই তাঁহার নিত্য সন্তোষ। তিনি তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযান করেন না; সর্ব্বাবস্থাতেই কেবল প্রভুর সুখবিধানের জন্য তিনি সচেষ্ট ও পরমোৎসাহী। তিনি ধীর—স্থির—সেবাবীর।

'অদৃষ্ট' বলিয়া আর একটী বিষয় আলোচিত হয়। জৈমিনি প্রভৃতি কর্ম্মিগণ মীমাংসাশাস্ত্রে মায়াশক্তির প্রভাবকে 'বিধাতা' মনে করেন। তাঁহারা বিভুচৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত-বিরোধী—অবৈদান্তিক মতবাদ। কর্ম্মিগণ শ্রীভগবানকে কর্ম্মের অধীন বলিয়া কল্পনা করেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ বৈদব্যাসের সুসিদ্ধান্ত—শ্রীবাসুদেববিষ্ণুপ্রভুই কর্ম্মের প্রযোজক কর্ত্তা। অদৃষ্ট বা অপূর্ব্ব শ্রীক্ষীরোদকশায়ী মহাবিষ্ণুরই ইচ্ছাবিধানবিশেষ। সুতরাং কোন অবস্থাতেই সেবকগণের দুঃখ বা ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে বৈবস্বত শ্রীযম বালকের রূপ গ্রহণ করিয়া উশীনর-দেশাধিপতি সুযজ্ঞ রাজার মৃত্যুশোকে প্রপীড়িত, আত্মীয়-স্বজনগণকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন,—

অহো বয়ং ধন্যতমা যদত্র
ত্যক্তাঃ পিতৃভ্যাং ন বিচিন্তয়ামঃ।
অভক্ষ্যমাণা অবলা বৃকাদিভিঃ
স রক্ষিতা রক্ষতি যো হি গর্ভে॥

(শ্রীভাঃ ৭।২।৩৮)

আমাদের ন্যায় বালকের যেটুকু বুদ্ধি আছে, ইহাদের তাহাও নাই, সুতরাং ইহাদের অপেক্ষা আমরাই বড়; কেননা, পিতৃমাতৃকর্ত্তৃক আমরা এই সংসাররূপ দুঃখসাগরে পরিত্যক্ত, সুতরাং অধুনা আমরা দুর্ব্বল হইলেও যাঁহার কৃপায় রক্ষিত হইয়া ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ আমাদিগকে ভক্ষণ করে নাই এবং যিনি গর্ভে রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বত্র আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।

য ইচ্ছয়েশঃ সৃজতীদমব্যয়ো
য এব রক্ষত্যবলুম্পতে চ যঃ।
তস্যাবলাঃ ক্রীড়নমাহুরীশিতু-
শ্চরাচরং নিগ্রহসংগ্রহে প্রভুঃ॥

(শ্রীভাঃ ৭।২।৩৯)

হে অবলাগণ! যে অব্যয় পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এই বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টি, পালন ও সংহার হইতেছে বলিয়া কথিত, সেই অব্যয় পরমেশ্বরের নিকট এই চরাচরাত্মক বিশ্ব সামান্য ক্রীড়া-দ্রব্যমাত্র। তিনিই সৃষ্টি ও সংহার, এই উভয় কার্য্যেই সমর্থ।

পথি চ্যুতং তিষ্ঠতি দিষ্টরক্ষিতং
গৃহে স্থিতং তদ্বিহতং বিনশ্যতি।
জীবত্যনাথোঽপি তদীক্ষিতো বনে
গৃহেঽভিগুপ্তোঽস্য হতো ন জীবতি॥

(শ্রীভাঃ ৭।২।৪০)

পথিমধ্যে পতিত বস্তু ঈশ্বর-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে অপর কাহারও দ্বারা অপহৃত বা নষ্ট হয় না বলিয়া যাহার বস্তু, সেই ব্যক্তিই তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর রক্ষা না করিলে গৃহমধ্যে অতি-যত্নভাবে রক্ষিত বস্তুও বিনষ্ট হয়। তাঁহার দৃষ্টি থাকিলে বনমধ্যে পতিত নিঃসহায় ব্যক্তিরও জীবনরক্ষা হয়; তিনি উপেক্ষা করিলে গৃহে সুরক্ষিত ব্যক্তিও জীবিত থাকিতে পারে না।

অতএব অশরণাগত ব্যক্তিগণ দেহের ত্রাসে সর্ব্বদা ত্রস্ত থাকিয়া মৃত্যুগ্রস্ত বা তথাকথিত ক্ষতিগ্রস্ত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই অধিক অশান্তি ভোগ করিতে থাকে। দেহাত্মবোধই এই অশান্তি, দুশ্চিন্তা ও ত্রাসের মূল। স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, বিত্ত প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াও দেহে আত্মবুদ্ধি থাকিলে তাঁহাকে ত্রাসের দ্বারা অভিভূত হইতে

হয়। শ্রীল শুকদেব গোস্বামি-প্রভু শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন,—

সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।
ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি॥
তদ্রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্বস্বকাত্মনি দেহিনাম্।
ন তথা মমতালম্বিপুত্রবিত্তগৃহাদিষু॥
দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা নহ্যনু যে চ তম্॥
(শ্রীভাঃ ১০।১৪।৫০-৫২)

হে রাজন্! নিজ-দেহই সমস্ত প্রাণীর প্রিয় হইয়া থাকে, দেহভিন্ন পুত্রধন প্রভৃতি পদার্থ দেহের প্রিয় বলিয়া গৌণভাবে প্রিয়; বস্তুতঃ সাক্ষাৎ প্রিয় নহে। হে রাজেন্দ্র! অতএব দেহিগণের নিজ নিজ দেহের প্রতি যেরূপ প্রীতি হয়, মমতার বিষয়ীভূত পুত্র, ধন ও গৃহাদিতে তাদৃশ স্নেহ হয় না। হে সজ্জনোত্তম! দেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট পুরুষগণেরও দেহ যেরূপ প্রিয় হয়, দেহসম্বন্ধী গৃহ, স্ত্রী বা পুত্রাদি সেরূপ প্রিয়তম হয় না।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু যে দেহ, তাহা একমাত্র শ্রীগুরু-সেবায় বলিদান করাই পাণ্ডিত্যের শেষসীমা। জগদ্‌গুরু শ্রীসান্দীপনি মুনি নিজলীলাভিনয়কারী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীদামাদিকে উপলক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় সমাগত শ্রীদামা বিপ্রের নিকট পুনরায় বর্ণন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

অহো হে পুত্রকা যূয়মস্মদর্থেঽতিদুঃখিতাঃ।
আত্মা বৈ প্রাণিনাং প্রেষ্ঠস্তমনাদৃত্য মৎপরাঃ॥
এতদেব হি সচ্ছিষ্যৈঃ কর্ত্তব্যং গুরুনিষ্কৃতম্।
যদ্বৈ.বিশুদ্ধভাবেন সর্ব্বার্থাত্মার্পণং গুরৌ॥
(শ্রীভাঃ ১০।৮০।৪০-৪১)

(শ্রীসান্দীপনি মুনি বলিলেন,—) হে বৎসগণ! এই দেহ সমস্ত প্রাণিগণের অতিশয় প্রিয় পদার্থ; কিন্তু তোমরা আমার প্রতি আসক্ত হইয়া সেইরূপ দেহে অনাদরপূর্ব্বক আমার সুখের জন্য সমস্ত দেহক্লেশ স্বীকার করিয়াছ। শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে এইরূপ শুদ্ধভক্তিসহকারে সর্ব্বার্থ-সমেত দেহ সমর্পণ করিয়া উত্তম শিষ্যগণ শ্রীগুরুদেবের সুখ-বিধান করিবেন।

জাগতিক স্থান, কাল, পাত্র বা পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন সাধন করিলেই দেহের ত্রাস হইতে কেহ মুক্তি লাভ করিতে পারে না। যে-কোন অবস্থায় স্ব-স্ব কর্ম্মফলে ভগবদ্‌-বিধানে আমরা উপনীত হই না কেন, তাহাকে শ্রীভগবানের অনুকম্পা বিচারপূর্ব্বক নির্ভয়ে কায়মনোবাক্যে শরণাগত হইয়া শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেই প্রকৃত মঙ্গল লাভ করিতে পারিব। যখন শ্রীবাণীনাথকে 'হত্যামঞ্চে'র উপর আরোহণ করান হইয়াছিল, তখন 'শ্রীবাণীনাথ কি দেহের ত্রাসেই ব্যস্ত, অথবা শরণাগত হইয়া শ্রীনামপ্রভুর সেবায় রত'—ইহা জানিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রশ্ন করিলেন। তদুত্তরে যখন তিনি শুনিলেন,—

বাণীনাথ নির্ভয়েতে লয় কৃষ্ণনাম।
"হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ" কহে অবিশ্রাম॥
সংখ্যা লাগি' দুই হাতে অঙ্গুলীতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে অঙ্গে কাটে রেখা॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৯।৫৬-৫৭)

তখন—

শুনি' মহাপ্রভু হইলা পরম-আনন্দ।
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপা-ছন্দবন্ধ?
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৯।৫৮)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীকাশীমিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

সেই 'শুদ্ধভক্ত', যে তোমা' ভজে তোমা' লাগি'।
আপনার সুখ-দুঃখে নহে ভোগভাগী॥
তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাৎ মিলে তাঁ'রে তোমার চরণ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৯।৭০-৭১)

শুদ্ধভক্ত কখনও নিজদেহের সৌখ্যের জন্য শ্রীগৌরহরির ভজনা বা শ্রীনামপ্রভুর সেবার অভিনয় করেন না। তিনি আপনার সুখ-দুঃখের দ্বারা অভিভূত নহেন। তাঁহার কখনই দেহের ত্রাস নাই। তিনি যে-কোন অবস্থায়ই পতিত হউন, তাঁহাকে চাঙ্গে অর্থাৎ নিধনমঞ্চে আরোহণ করানই হউক, তাঁহার মস্তকের উপর অস্ত্রাদিই বর্ষিত হউক অথবা পুষ্পবৃষ্টিই হউক, তিনি তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও ত্রস্ত বা অভিভূত না হইয়া নির্ভয়ে যে-কোন অবস্থাকে শ্রীভগবদ্বিধান ও

ভগবদনুকম্পা জানিয়া কায়মনোবাক্যে নিজপ্রভুর সেবায় অভিনিবিষ্ট থাকেন।

'কূর-অগ্রহার' নামক স্থানের কূরবাসী শ্রীকূরেশ শ্রীরামানুজাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। তিনি বহির্দৃষ্টিতে সন্ন্যাসী ছিলেন না। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম ছিল 'অণ্ডাল'। তিনিও পরমা ভক্তিমতী ছিলেন। সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণকুলে ও বিশেষ ধনাঢ্যকুলে জন্মগ্রহণ এবং বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ও পরম প্রতিভার হইয়াও তাঁহার বিন্দুমাত্র অভিমান ও দেহাভিনিবেশ ছিল না। কাশ্মীরস্থ শ্রীসারদাপীঠে শ্রীসারদা দেবী শ্রীল রামানুজাচার্য্যকে যে বোধায়ন-বৃত্তিটী প্রদান করিয়াছিলেন, শ্রীকূরেশ কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে পথিমধ্যে তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পাষণ্ডী মায়াবাদিগণ সেই বোধায়নবৃত্তি-পুঁথিটী শ্রীরামানুজাচার্য্যের নিকট হইতে পথিমধ্যে কাড়িয়া লইয়া যাওয়ায় বোধায়নবৃত্তির সিদ্ধান্ত জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইত। কিন্তু সুকৃতির শ্রীকূরেশ তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীরামানুজাচার্য্য তাহা হইতে 'শ্রীভাষ্য' রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য যে-সময় 'শ্রীভাষ্য' রচনা করেন, তখন শ্রীকূরেশই শ্রীগণেশের কার্য্য করিয়াছিলেন অর্থাৎ আচার্য্যের সমগ্র ভাষ্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া সেই সুবৃহৎ ভাষ্যের প্রতিলিপি লিখিয়াছিলেন।

চোলরাজ্যের দুর্দ্দান্ত অধিপতি পাষণ্ডী কৃমিকণ্ঠ যখন শ্রীরামানুজাচার্য্যকে পর্য্যন্ত পাষণ্ডমতে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া আচার্য্যের প্রাণসংহার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন শ্রীকূরেশই শ্রীগুরুদেবের ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক কৃমিকণ্ঠের সভায় গমন করেন। কৃমিকণ্ঠের আদেশে উহার সেবকগণ শ্রীকূরেশের দুইটী চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিল। সেই সময়ও শ্রীকূরেশ দেহের জন্য বিন্দুমাত্র ব্যস্ত বা বিচলিত না হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা অধিকতর উপলব্ধি করিতে করিতে ঐসকল নির্য্যাতনকারীকে বলিয়াছিলেন,—"তোমরা আমার যথার্থ বান্ধব; যেহেতু যে চক্ষু-দুইটী সর্ব্বদা আমাকে জাগতিক-রূপের মোহে প্রলুব্ধ করিয়া শ্রীভগবৎস্বরূপের সৌন্দর্য্য-দর্শন হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিত, তোমরা আমার মাংস-দর্শনকারী সেই চক্ষু-দুইটীকে নষ্ট করিলে। পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণু তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা আমার দিব্যচক্ষু উন্মীলন করিয়া আমাকে দেবদৃক্ করিয়া দিলেই আমি কৃতকৃতার্থ হইব।" দেহের জ্বালে জড় ও অশরণাগত কৃমিকণ্ঠের ঐসকল কিঙ্কর শ্রীকূরেশের দেহের প্রতি এইরূপ অনাসক্তি ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতি দর্শন করিয়া যুগপৎ আশ্চর্য্যান্বিত ও ভীত হইল।

শ্রীগুরুদেবের শরণাগত শ্রীকূরেশ বাহ্যদৃষ্টিতে গৃহস্থ এবং পুত্রাদির জনক হইলেও তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি আসক্তি বা দেহাভিনিবেশ বিন্দুমাত্রও ছিল না। দেহের জ্বালা শরণাগতকে কখনও বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে পারে না। অশরণাগত ব্যক্তিগণ রাজা, ঐশ্বর্য্য ও জাগতিক শক্তির প্রভু হইলেও শরণাগত ব্যক্তির আদর্শের নিকট কিরূপ ভীত ও ত্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন—শ্রীকূরেশাচার্য্য।

আচার্য্যসেবার মূর্ত্ত-আদর্শ শ্রীকূরেশ সহধর্ম্মিণী ও পুত্র পরাশরের সহিত শ্রীরঙ্গম্ হইতে 'বৃষাচলে' হইয়া 'যাদবাদ্রি'তে-গমনপূর্ব্বক শ্রীরামানুজাচার্য্যের শ্রীপাদপদ্মে বিলুণ্ঠিত হইলে শ্রীরামানুজ শ্রীকূরেশকে বলিয়াছিলেন,—"বৎস! তুমি কাঞ্চিপুরে গমন করিয়া শ্রীবরদরাজের নিকট তোমার চক্ষুর জন্য প্রার্থনা কর। তাঁহার কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়।" শ্রীকূরেশ 'শ্রীগুরুদেবের আদেশ লঙ্ঘন করা অপরাধ' বিচার করিয়া শ্রীবরদরাজ বিষ্ণুর নিকট চক্ষুর জন্য প্রার্থনা করিলেন বটে, কিন্তু তাহা জাগতিক চক্ষু নহে। তিনি দিব্যচক্ষু প্রার্থনা এবং শ্রীশ্রীবরদবৈকুণ্ঠের শ্রীচরণে আপনাকে অপরাধী জ্ঞান করিয়া তাঁহার যাহাতে বিন্দুমাত্রও প্রতিক্রিয়া উপস্থিত না হয়, তজ্জন্যই প্রার্থনা করিয়াছিলেন; আর তাঁহার চক্ষু-উৎপাটনকারিগণেরও মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। আচার্য্য শ্রীরামানুজ যখন লোকমুখে শুনিতে পাইলেন যে, শ্রীকূরেশ নিজচক্ষু প্রার্থনা না করিয়া নিজশত্রুগণের মঙ্গলই প্রার্থনা করিয়াছেন, তখন তিনি নিজ অনৈক শিষ্যের দ্বারা বিশেষভাবে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন,—"বৎস কূরেশ! তোমার দেহ, মন ও আত্মা—সকলই তুমি আমাকে সমর্পণ করিয়াছ; তাহা আমার সম্পত্তি। সুতরাং তুমি আমার সুখবিধানের জন্য শ্রীবরদরাজের নিকট তোমার চক্ষু প্রার্থনা কর।"

এই আদর্শের দ্বারা শ্রীগুরুদেব ও শ্রীশিষ্যদেব উভয়েই জগজ্জীবকে ইহাই শিক্ষা দিলেন যে, শরণাগত শিষ্য যেরূপ নিজদেহের ত্রাসে ত্রস্ত নহেন, ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবও সেইরূপ শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বদা ব্যতিব্যস্ত। শরণাগত নিজের দেহের ত্রাসে ভীত না হইলেও শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবার প্রতি উদাসীন নহেন। যাহারা উদরম্ভরবাদী দেহারামী, তাহারা কেবল নিজের 'পেট' ও 'পিঠ' লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু শরণাগত সেবক নিজের দেহে অভিনিবিষ্ট ও দেহের ত্রাসে শঙ্কিত নহেন বলিয়া শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের যাহাতে বিন্দুমাত্রও সুখের অভাব না হয়, তজ্জন্য সর্বদা ব্যতিব্যস্ত। পাছে দুর্দান্ত ডোমরায় দুর্বৃত্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মের কোনরূপ অবমাননা করে, এইজন্য শিষ্যশ্রেষ্ঠ শ্রীভূদেব উপযাচক হইয়া নিজের দেহ বলিদান করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবর্গ স্ব-স্ব প্রাণধন শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহগণকে ম্লেচ্ছগণের অত্যাচারের ভয়ে স্থানান্তরিত করিয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে পর্যন্ত লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ যেমন ভক্তের জন্য ব্যস্ত হ'ন, বন্ধু-বান্ধব যেরূপ বন্ধুর অনিষ্ট আশঙ্কা করে, তদ্রূপ ব্রহ্মাদি দেবতাগণের রক্ষক হইয়াও যে শ্রীসচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভক্তবাৎসল্য-মাধুর্য-প্রকাশার্থ রক্ষ্যপ্রায় বা পাল্যপ্রায়ের লীলা প্রকট করেন, তাঁহার সেবা করিবার জন্যও প্রীতিযুক্ত সেবক এইরূপ ব্যস্ততা প্রকাশ করেন। মাতা যেরূপ নিজের দেহের চিন্তা ভুলিয়া (যদিও এই প্রাকৃত উদাহরণ সর্বতোভাবে প্রযোজ্য নহে) সন্তানের রক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়, অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিয়াও সন্তানের রক্ষাবিধানে যত্নে; তদ্রূপ শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে প্রীতিযুক্ত শিষ্য নিজের দেহের ত্রাসে ত্রস্ত না হইয়া অর্থাৎ নিজের দেহের কথা ভুলিয়া শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন। নিজের দেহের ত্রাসে ভীত হইতে হইবে না বলিয়া শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীঅঙ্গের প্রতি উদাসীন হইতে হইবে,—এইরূপ বিচার নির্বিশেষবাদীর অভক্তিপর মতবাদ।

কৃত্রিমভাবে দেহের ত্রাস পরিত্যাগ করা যায় না। আসিবে, ততই আনুষঙ্গিকভাবে দেহাত্মবোধ স্বতঃই বিদূরিত হইয়া যাইবে। 'আমি ত্রাসে ত্রস্ত নই'—ইহা লোককে দেখাইবার জন্য অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাশা-বিষ্ঠাগর্তের জল পান করিবার জন্য যদি 'বোমা'র স্থলে দণ্ডায়মান হ'ন বা অসতর্কভাবে বিচরণ করাকেই 'শরণাগতি' মনে করেন, তাহা হইলে তাহা কখনই শরণাগতের বিচার বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। শরণাগতের আচরণ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির দ্বারা পরিচালিত; তাহা দেহের বীরত্ব বা ক্লীবত্বের দ্বারা নিয়মিত নহে।

শ্রীপরাশর ভট্ট ও তাঁহার পর শ্রীভাষ্যের 'শ্রুতপ্রকাশিকা'-টীকার টীকাকার শ্রীসুদর্শনাচার্যের সময় শ্রীরঙ্গনাথজীর শ্রীমন্দিরে দুর্দান্ত অহিন্দুগণ প্রায় পনর শত সেবককে হত্যা (?) করিয়াছিল। ইহা শ্রীরামানুজাচার্যের প্রায় ১০।৭৫ বৎসর পরে সংঘটিত হয়। শ্রীরঙ্গনাথের ইচ্ছাতেই ইহা ঘটিয়াছিল। বস্তুতঃ শ্রীভগবান্‌ই বিধানকর্তা—ইহা জানিয়া তৎপাদপদ্মে আত্মবিক্রয় এবং তাঁহার ইচ্ছার সহিত নিজ-ইচ্ছা মিশাইতে পারিলেই জীব মঙ্গলের অধিকারী হইতে পারে।

বর্তমান জাগতিক পরিস্থিতিতে দেহের ত্রাসে ত্রস্ত গৃহব্রতসম্প্রদায় যোদ্ধৃগণের অঞ্চলতলে লুকাইয়া ও তাহাদিগের রক্ষাকর্তার অভিমান করিয়া তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চাহিতেছে! এই সময় শ্রীধামবাস ও সাধুসঙ্গে শ্রীহরিকথা-শ্রবণার্থ অন্যত্র গমন করিবার কোন উপদেশ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলে তাহারা উহাকে বিষবৎ মনে করিয়া থাকে। এই বিপদের সময় স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, বিত্ত প্রভৃতি ছাড়িয়া ও তাহাদিগের রক্ষায় উদাসীন হইয়া শ্রীধামবাস বা সাধুসঙ্গ করিতে যাওয়াকে তাহারা উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তিগণের বিচার বলিয়াই মনে করিয়া থাকে। অহো! কি বলীয়সী মায়া! এই ভীষণ সময়েও আমাদের চক্ষু উন্মীলিত হইল না! শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্তা—ইহা ভুলিয়া গিয়া আমরা নিজদিগকে রক্ষক ও পালক ভাবিতেছি! স্ত্রীপুত্রাদি ও স্ব-স্ব গৃহবিত্তাদি-রক্ষার জন্য যেরূপ ব্যস্ত হইয়াছি, শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব বা শ্রীভগবানের শ্রীমঠ, শ্রীমন্দির ও বিগ্রহাদি-রক্ষার জন্য আমাদের একবিন্দুও ত' সেরূপ কোনরূপ চিন্তা বা চেষ্টা নাই! তখন আমরা কপটযুক্তি প্রদান করিতেছি,—'ভগবানের দ্রব্য ত' ভগবান্‌ই

নিজে নিজে রক্ষা না করিলে আর কে রক্ষা করিতে আসিবে ?" কোথায় বৈষ্ণব-গৃহস্থের আদর্শ শ্রীগুরুদেবতাত্মা শ্রীসুরেশের আচার ও বিচার, আর কোথায় আমাদের দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত দেহের জ্ঞান ! আমরা কি শ্রীসুরেশাচার্য্যের শ্রীপদাঙ্কের অনুসরণ করিবার শক্তি লাভ করিতে পারিব না ? ঐ সকল কথা কি গ্রন্থেই আবদ্ধ থাকিবে ? সেই আদর্শের একটী কণাও কি আমাদের জীবনে প্রকাশিত হইবে না ? পরমপূজ্যপাদ সেবাবীর শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর শ্রীঅঙ্গ বাহ্যদৃষ্টিতে অতিশয় রুগ্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও কোনদিনও তাঁহার দেহের জ্ঞান কেহ লক্ষ্য করে নাই। শরণাগত শ্রীগুরুদেবতাত্মা সেবকের কিরূপ আচরণ হয়, তাহা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার স্বাভাবিক আচরণে দৃষ্ট হইয়াছে। কারণ, শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে যাঁহার প্রীতিযোগ আছে, সেইরূপ বীর ও ধীরকে দেহের ত্রাস কখনও বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে পারে না।

শ্রীগুণ্ডিচা বা শ্রীনামহট্ট-মার্জ্জনের শতমুখী

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৩৬শ-৩৭শ সংখ্যার পর]

৫৫। সঙ্ঘে শ্রীকৃষ্ণভজনের সুযোগ বেশী, নির্জ্জনে নিজের দায়িত্ব অধিক।

ভাষ্য—একাকী ভজন করিলে আমাদের দোষ সংশোধন করিবে কে ? সঙ্ঘে না থাকিলে সে সুবিধা হয় না। সতীর্থরাই কালের অপ্রতিহতা গতিকে রোধ করিয়া কিভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করা যায়, তাহা শিক্ষাদানের জন্য সঙ্গ, সঙ্ঘ বা মিলন। কেহ কেহ বলেন,—"নির্জ্জনে থাকিয়াও চৈত্ত্যগুরুর শাসনে শাসিত হওয়া যায়, কিন্তু সঙ্ঘে থাকিলে পাঁচমিশালি লোকের হট্টগোলের মধ্যে নিজের ভজন ভুলিয়া যাইতে হয়—কেবল কর্ম্মাড়ম্বরেই মাতিয়া থাকিতে হয়।" এই যুক্তির অসারতা একটু বিচার করিলেই প্রমাণিত হয়। প্রথমতঃ নিষ্কপট না হইলে চৈত্ত্যগুরুর শাসন উপলব্ধি হয় না। মনোধর্ম্মের কোন উত্তেজনা, উচ্ছ্বাস, প্রেরণা ও নানাপ্রকার কল্পনাকে চৈত্ত্যগুরুর আদেশ বলিয়া মনে করা হয়। দ্বিতীয়তঃ নির্জ্জনে অনুসরণীয় আদর্শ সাক্ষাদ্ভাবে না পাওয়ায় দুর্ব্বল জীব হৃদয়ে বল প্রাপ্ত হয় না। সঙ্ঘে থাকিলে অনিচ্ছুক ব্যক্তিরও সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনে সুযোগ লাভ হয়। সঙ্ঘ বা সঙ্গের মধ্যে আচার্য্যবিগ্রহের বা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা অধিক পাওয়া যায়। আচার্য্যবিগ্রহের আনুগত্য দ্বারা সহজেই বিষয়বিগ্রহের কৃপা পাওয়া যায়। যাঁহারা সঙ্ঘে অবস্থান করেন, তাঁহাদের একাধারে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা-সুযোগ লাভ হয়।

"তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ।"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।২৫)

—এই বাক্যের সার্থকতা সঙ্ঘের মধ্যেই বাস্তবভাবে উপলব্ধি হয়। "বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনম্, তদেব সংকীর্ত্তনম্"—ইহা সঙ্ঘের মধ্যেই সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে। সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরসুন্দর সংকীর্ত্তনরাস বা বহু সজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ আশ্রিতজনকে লইয়া বিষয়বিগ্রহের সেবার পক্ষপাতী। বর্ত্তমান যুগে, সঙ্ঘে থাকিয়া হরিভজনের সুযোগ-বিধান শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের একটী বিশিষ্ট দান। সেই দানকে উপেক্ষা করিবার চিত্তবৃত্তি অর্থাৎ নির্জ্জনপ্রিয়তা তমোগুণের পরিচায়ক।

৫৬। আচার্য্যের দুইটী লীলা — একটী বঞ্চনাময়ী, আর একটী জীবকল্যাণময়ী।

ভাষ্য—যে বঞ্চিত হইতে এবং বঞ্চনা করিতে চাহে, তাহাকে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বঞ্চনা করিয়া থাকেন। শ্রীমহাপ্রভুর কার্য্যের সহিত তাঁহার ঐ কার্য্যের সম্পূর্ণ বিরোধ। এই বঞ্চনাছলেই তিনি যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা

করিয়া মায়াবাদ স্থাপন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবদান্য-লীলা; শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর বঞ্চনাময় রূপের বঞ্চনা-কার্য্যটী তাহার বিপরীত। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মনোবৃত্তিই মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ অনুকূল। সেখানে তিনি ভক্তির আচার্য্য। বৈষ্ণবাচার্য্যরূপে তিনি যোগবাশিষ্ঠ আলোচনা করেন না। বৈষ্ণবের অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির বিচারেই তিনি হরিদাস ঠাকুরকে শ্রাদ্ধপাত্র দিয়াছিলেন। তিনিই মহাপ্রভুর মহাবদান্যলীলা জগতে বিস্তার করিবার জন্য মহাপ্রভুকে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। বঞ্চনাময়রূপে বা বিকৃত রুদ্ররূপে তিনি মায়াবাদ-ব্যাখ্যাতা, অতএব অচ্যুতানন্দের পিতা নহেন, ত্যাজ্য—মহাপ্রভুর বিরোধী বহুজীবের জন্মদাতা; সেখানে তিনি মায়াসঙ্গী। বৈষ্ণবদর্শনে আচার্য্যপ্রভু ও সীতাদেবী—মহাপ্রভুর সেবক ও সেবিকা, পরস্পর কৃষ্ণভক্তি-ব্যবহার-সঙ্গী। বৈষ্ণব-বিচারে অদ্বৈতাচার্য্য—যুগপৎ মহাবিষ্ণু ও সদাশিব বা মঙ্গলময়।

৫৭। বন্ধ্যা নারী সন্তান-প্রসবের বেদনা অনুভবের ভাণ করিলেও তাহার সেই বেদনার উপলব্ধি নাই।

ভাষ্য—বন্ধ্যা নারী যেরূপ কখনও সন্তান-প্রসবের বেদনা অনুভব করিতে পারে না; সে যদি উহার ভাণ করে, তাহা যেরূপ কৃত্রিমতা, সেইরূপ যাহারা মনোধর্ম্মের সাহায্যে লীলাস্মরণ করে, 'অনর্থ-নিবৃত্তির পর নিষ্ঠা, তৎপরে রুচি-তারতম্যবিচারে পঞ্চরতির কোন রতিতে আসক্তি, তৎপরে ভাবভক্তির উদয়'—এই ক্রম না ধরিয়া যাহারা 'রতি পূর্ব্বে, আর অনর্থ-নিবৃত্তি পরে—বেদাভ্যাস পরে, আর রসচর্য্যা পূর্ব্বে'—এইরূপ বিচার করে, তাহারা ভ্রান্ত—অপরাধী—আনুকরণিক প্রাকৃত-সহজিয়ামাত্র।

৫৮। লাম্পট্য শ্রীকৃষ্ণেরই একচেটিয়া।

ভাষ্য—শ্রীকৃষ্ণ লম্পট-শিরোমণি। তিনি ব্রজবধূলম্পট, শিক্যলম্পট—একমাত্র তিনিই লম্পট; আর কাহারও লাম্পট্যে অধিকার নাই। যেখানে যত সার, নবনীত আছে, রসময়ী প্রেমময়ী আরাধনায় সার আছে, তিনি চুরি করিয়া ভক্ষণ করেন। তিনি 'নবনীত-তস্কর, সুন্দর মদনগোপাল'—তিনি 'মাখন-তস্কর'। দুগ্ধের সহিত প্রেমের উপমা, তাহা অমৃত। তাহার মন্থনের সার—নবনীত। ব্রজবাসিগণের প্রেমসেবা মন্থন করিতে করিতে যে বস্তু উত্থিত হয় অর্থাৎ প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ প্রভৃতি মাখন। সেই মাখন ভোগ করিবার একচেটিয়া মালিক তিনি। তাঁহার অনুকরণ করিয়া যাহারা মাখন হরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, তাহাদের পরিণাম—শাস্তি দণ্ড—বন্ধন। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।"

৫৯। শ্রীরূপানুগগণের বাণীতেই প্রেক্ষাগৃহের (green room-এর) কথা জগতে প্রকটিত হইয়াছে।

ভাষ্য—যেখানে অভিনেতা রঙ্গমঞ্চের সাজ-পোষাক পরেন ও ছাড়েন, সহজ সরলভাবে hero (নায়ক) এবং heroine (নায়িকা) দর্শকের অপেক্ষা সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দিয়া আপন আপন ব্যবহার বা কার্য্যে রত, সেখানে অভিনয় নহে—বাধাহীন অনর্গল বিলাস। Green room বা প্রেক্ষাগৃহে সাধারণের বা দর্শকের, এমন কি, hero (নায়ক) এবং heroine (নায়িকা)-এর personal attendants (স্বীয় পরিচর্য্যাকারী) ছাড়া অন্যান্য অভিনয়-কর্ম্মচারিগণেরও প্রবেশাধিকার নাই। ইঁহারাই green room-এর (প্রেক্ষাগৃহের) সংবাদ দিতে পারেন। এই green room-এর (প্রেক্ষাগৃহের) বিলাসের সংবাদ জগতে দিতে বা জানাইতে পারেন—নিত্য নব নব রসবিস্তারী, গোবর্দ্ধনের প্রিয়জন—ভক্ত। 'প্রেক্ষা'-শব্দ 'প্র+ঈক্ষা' এইভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্র—পূর্ণতর; ঈক্ষা—দর্শন, প্রেক্ষা—সুদর্শন, বহুদর্শন, ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বদর্শন। ঐ নায়ক ও নায়িকার সহিত অভিন্ন—শ্রীগোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধাকুণ্ড। তাহা পাথর নহে, জল নহে। অপ্রাকৃত চঞ্চলতা-চপলতার শেষ সীমা যেখানে অভিব্যক্ত, তাহাও পরম চঞ্চল ও চপল। প্রেম ঘনীভূত—গাঢ়-অবস্থায় অত্যন্ত নিবিড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, তজ্জন্যই গোবর্দ্ধন কঠিন; আর রাধাকুণ্ড প্রেমের আস্বাদনক্ষেত্র, তজ্জন্যই তরল। একটী শিলাজাতীয়, আর একটী তরলজাতীয়। ইহার পরে আর ভাষা নাই। শাস্ত্র বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের ভাষা ইহার মধ্যে—পর্দ্দার ভিতরে প্রবেশই করে নাই। সেই প্রেক্ষাগৃহের সেবা দিতে পারেন—গোবর্দ্ধনের ভক্ত।

৬০। মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত মদনকে ধ্বংস করেন না, মোহিত করিয়া স্বীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিদ্বিলাস প্রকট করেন।

ভাষ্য—বাণেশ্বর রুদ্র 'স্মরারি' বা 'কামারি'-নামে প্রসিদ্ধ। তিনি মদনকে ভস্ম করিয়াছেন বলিয়া গর্ব করেন। বস্তুতঃ মদন ভস্মীভূত হইয়া পুনরুজ্জীবিত হইয়াছেন—মোহিত বা বিজিত হ'ন নাই। কারণ, প্রাকৃত মদন অপ্রাকৃত মদনেরই বিকৃত ছায়া। অপ্রাকৃত মদন নিত্য বস্তু। তাঁহার নিত্যত্ব কেহ ধ্বংস করিতে পারে না, তাঁহার ছায়ারূপ অনঙ্গও মিথ্যা হইতে পারে না, তবে নশ্বর। মদনকে ভস্মীভূত করিবার চেষ্টা করিলে নির্বিশেষ-বাদের উদয় হয়। শ্রীসনাতনাত্মা মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত মদনকে ধ্বংস না করিয়া উহাকে মোহিত বা পরাজিত করিয়া স্বীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী চৌর্য্য ব্যক্ত করেন। এজন্য বৈষ্ণবগণ 'স্মরহর রুদ্রে'র উপাসক নহেন। তাঁহারা শ্রীমদনমোহনের গোপালনী-শক্তি শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী-শক্তি গোপেশ্বর শ্রীসদাশিবের উপাসক। শ্রীসদাশিব শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি-মূর্তি। রুদ্র—যিনি ক্রোধ দ্বারা জগৎ ধ্বংস করেন, যিনি মায়াধর্মী, তিনি সেই শিব নহেন।

৬১। সকল চিৎ ব্যাপারই শ্রীহরিনামের মধ্যে অবস্থিত।

ভাষ্য — শ্রীকঠোপনিষৎ (১।২।১৬-১৭) বলেন,—"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম হ্যেতদেবাক্ষরং পরম্। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ। এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।" উপনিষৎ অক্ষরাকারিত নাম শ্রীপ্রণবের সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন। অক্ষরাকারিত শ্রীহরিনামে যে চিদ্বিলাসের সমস্ত ব্যাপার প্রকটিত হইয়াছে, তাহা শ্রীনাম-ভজনানন্দী ব্যক্তিগণ নিত্য উপলব্ধি করেন। শ্রীনামেই নাম-ধাম, নামরূপ, নামগুণ, নাম-পরিকর, নাম-লীলা সম্পুটিত রহিয়াছে। অক্ষররূপে অবতীর্ণ আশ্রয়-সমাধিষ্ঠ বিষয়বিগ্রহের নাম-স্বরূপ অবিরাম-সংকীর্তনে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সকল ব্যাপার প্রকটিত হয়। নিত্যস্বরূপের পরিচয় এবং নিত্যধামের 'নিত্যবিগ্রহ ও অংশকিরণগণের পরিচয়' শ্রীহরিনামের কৃপাতেই প্রকাশিত হয়। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং শ্রীমুখে গাহিয়াছেন,—

"নামাদকারি বহুধা নিজসর্বশক্তিস্তত্রার্পিতা"

শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন শ্রীল রূপপ্রভু গাহিয়াছেন,—

"নাম গোকুল-মহোৎসবায় তে কৃষ্ণ পূর্ণবপুষে নমো নমঃ।"

৬২। শ্রীকৃষ্ণ শব্দরূপে নাচেন ও নাচান।

ভাষ্য—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—"নাম নাচে, জীব নাচে, জগৎ নাচে।" সেবোন্মুখ জিহ্বাগ্রভাগে শ্রীনামী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনাম বা শব্দরূপে আবির্ভূত হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। তখন সেই নামানুশীলনকারী প্রেমিকের হৃদয় প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে থাকে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শব্দরূপে নৃত্য করিয়া শ্রীনামানুশীলনকারীকেও নৃত্য করান।

৬৩। প্রিয় প্রিয়কে যে-নামে ডাকেন, সেই নামেই ডাকা উচিত।

ভাষ্য—শ্রীনামের ও শ্রীনামীর সর্বাপেক্ষা প্রিয়—শ্রীগুরুদেব। তিনি তাঁহার প্রাণস্বরূপ শ্রীনামপ্রভুর যে নামটির দ্বারা শ্রীনামীকে আহ্বান করেন, সেই নামেই শিষ্য-নিচয় শ্রীনামপ্রভুকে ডাকিয়া থাকেন। এজন্য শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিহিত বা মহাজনগণের পদাবলীই কীর্তন করিতে হয়। শ্রীনামপ্রভুর প্রিয়তম-কীর্তিত নামে শ্রীভগবান্‌কে ডাকিলে অভিন্ন শ্রীভগবানের কৃপা পাওয়া যায়। মহাজন-পদাবলী ব্যতীত বা মহাজনগণের কীর্তিত পদ ব্যতীত অন্য প্রকারে পদকীর্তন বা নামের উচ্চারণ করিলে শীঘ্র শ্রীনামপ্রভুর কৃপা পাওয়া যায় না।

৬৪। 'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন' অর্থে 'শ্রীগোবর্ধন-পূজা'।

ভাষ্য—শ্রীগোবর্ধন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ। শ্রীগোবর্ধন-পূজা বলিতে অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের সুপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সর্বতোমুখী তর্পণ। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন-যজ্ঞের দ্বারা সেই সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের সর্বতোমুখী তর্পণবিধান হয় বলিয়া তাহাই সুমেধা ব্রজবাসিগণের একমাত্র সাধ্য ও সাধন।

৬৫। শ্রীনামপ্রভুর পুষ্পবাণে বিদ্ধ হইলে অঙ্গে সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী ভাবসমূহের উদয় হয়।

ভাষ্য—কোন ব্যক্তি বাণবিদ্ধ হইলে তাঁহার অঙ্গে রক্তস্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহা প্রাকৃত বাণের কার্য্য। কিন্তু যাঁহারা শ্রীনামপ্রভু বা অপ্রাকৃত কামদেবের পুষ্পশরে বিদ্ধ হ'ন, তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গে অপ্রাকৃত রসোদয়ে

অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী ভাবের উদয় হয়। ইহাতে সন্দেহবাদের কোন কথাই নাই। বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি শ্রীগৌরহরি "নয়নং গলদশ্রুধারয়া"-শ্লোকে ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"ছাড় ভবে নিরাকার, হও তুমি সাকার,
ভজ বৃন্দাবনের মদন।
যাঁহার কুসুমশরে, তব নিত্য জলেধরে,
ব্যাপ্ত হ'বে প্রেমের ভাব।"

৬৬। পরবিদ্যাবধূর সতীত্বে বাধ্য শ্রীগৌরসুন্দর সংকীর্ত্তনপুত্রের আবির্ভাবে নিত্যানন্দ লাভ করেন।

তাৎপর্য্য—সৎ-পতি সতী স্ত্রীর বশীভূত হ'ন। ব্যভিচারিণী কখনও সৎপতিকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥
(শ্রীভাঃ ৯।৪।৬৬)

অর্থাৎ সতী স্ত্রী যেরূপ সৎ-পতিকে বশীভূত করিয়া থাকেন, আমাতে আসক্তচিত্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুগণও তদ্রূপ ভক্তিপ্রভাবে আমাকে বশীভূত করে। শ্রীভক্তিরূপা পরবিদ্যা-বধূর সতীত্বরূপ নিষ্ঠাক্রমে শ্রীনামী শ্রীগৌরসুন্দর বশীভূত হ'ন। পরবিদ্যাবধূর জীবন শ্রীনামপ্রভু। সেই শ্রীনামপ্রভুই শ্রীগৌরসুন্দর। তিনি সংকীর্ত্তন-পিতা বা সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক। কীর্ত্তনকারীর শুদ্ধা ভক্তিরূপ সতীত্বে বশীভূত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরই সংকীর্ত্তনপুত্রের প্রকাশ করেন, তদ্দ্বারাই শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদানন্দ বর্দ্ধিত হয়। সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মই কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারে না। সুপুত্র যেরূপ আনন্দবর্দ্ধন করে, তদ্রূপ সংকীর্ত্তনই সংকীর্ত্তন-পিতার আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকে, অন্য কিছুই নহে।

৬৭। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধিৎসা ও মাতাকে 'সতী' বলিয়া অস্বীকার করা একই কথা।

তাৎপর্য্য—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ অনেক সময় গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধিগণের অবশ্যই জন্মগত দোষ আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রকৃত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি বা ইতিহাস গৃহীত হইত না। বস্তুতঃ এই বিচার সত্যের দিক্ হইতে খুবই সমীচীন। যে-সকল ব্যক্তি অত্যন্ত আধ্যক্ষিক, তাহারা সর্ব্বদাই শ্রীশ্রীগুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া থাকে। অত্যন্ত অসৎ-মনোভাবাপন্ন পুত্র মাতার ক্রিয়াকলাপকেও সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে; সেইরূপ অনিন্দনীয় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে অসৎপ্রকৃতির আধ্যক্ষিক ব্যক্তি বা শিষ্যগণ সর্ব্বদাই সন্দেহ করিয়া থাকে।

৬৮। কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের সহিত অসহযোগ-নীতিই জগতের নিরপেক্ষতা।

তাৎপর্য্য—কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণের সহিত জগতের লোকের চরম সম্বন্ধই অসহযোগ (non-co-operation) পর্য্যন্ত। Attacking attitude বা aggressive mood ছাড়িয়া অসহযোগই তাহাদের শেষ কথা। ভোগী জীব কৃষ্ণের প্রতি মৎসর। কৃষ্ণই একমাত্র নির্গুণ ভোক্তা—প্রভু। ভোগীবৃন্দ নিজেরাই প্রভু সাজিতে চাহে, এইজন্য কৃষ্ণের প্রতি তাহাদের একটা নৈসর্গিক বিরাগ আছে। ভোগে বাধা পড়িলে ভোগীর আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না; ক্রোধে—উত্তেজনায় সে সব করিতে পারে। এই অবস্থায় জীবের মৎসরতা তাহার বাক্যে, কার্য্যে বা ইঙ্গিতে প্রকাশ পায়। জীব যখন আরও ব্যাপক বা সূক্ষ্ম-ভাবে ভোগ করিতে চাহে, তখন সে অসহযোগ-নীতি অবলম্বন করে। তখন তাহার মৎসরতা বাহিরে দেখা না গেলেও ভিতরে অনেক সময় বেশীভাবেই থাকে। যখন বুদ্ধি বা বিচারের প্রেরণায় ভোগী জীব কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের প্রতি প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ ছাড়িয়া অসহযোগী হয়, তখনও তাহার মঙ্গলের আশা করা যায় না। কৃষ্ণ-কৃপায় সৌভাগ্যোদয়ে অসহযোগ-পরিত্যাগের উন্মুখতা হইলে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের প্রতি ঈষৎ আদর আসে। ঈষৎ আদরই শ্রদ্ধার প্রথম অবস্থা। আদরের পরে 'গৌরব' বা মাহাত্ম্যজ্ঞান—শ্রদ্ধার আরও ঘন অবস্থা। সেবাতেই আদরের পূর্ণতা এবং মমতার পূর্ণতা আছে।

(ক্রমশঃ)

পরিপ্রশ্নের উত্তরে

মাদ্রাজ হইতে জনৈক ভক্ত কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছেন। নিম্নে তাহার উত্তর প্রদত্ত হইল।

১। ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র সংখ্যাসহকারে অর্থাৎ সংখ্যা রাখিয়া কীর্ত্তন ও জপ করিবার প্রমাণই শাস্ত্রে ও মহাজনগণের আচরণে দৃষ্ট হয়। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুও সেইরূপই আচরণ করিয়াছেন, ইহা শ্রীল স্বরূপ-প্রভু ও শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু 'শ্রীচৈতন্যাষ্টকে'র মধ্যে বর্ণন করিয়াছেন। এমন কি, শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ককে যখন হত্যামঞ্চে আরোহণ করান হইয়াছিল, তখনও তিনি সংখ্যা রাখিয়া মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। তবে যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নগরকীর্ত্তনের মধ্যে "গায় গোরা মধুর স্বরে— হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" বা "গায় গোরাচাঁদ জীবের তরে—হরে কৃষ্ণ হরে" প্রভৃতি নামকীর্ত্তন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাহা শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইয়া থাকে—শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠকালেও যে "আপনে সবারে প্রভু ... ... করিয়া নির্ব্বন্ধ।" (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২৩শ ৭৫-৭৭)—এইরূপ কথা পাঠ বা আবৃত্তি করা হয় এবং তখন শ্রীমালিকায় সংখ্যা না রাখিয়াই কীর্ত্তন করা হয়, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাবিশেষের কীর্ত্তন, মহামন্ত্রনাম-কীর্ত্তন বা জপ নহে। লীলাকীর্ত্তনের অন্তর্গত বলিয়া অসংখ্যাত ও সংখ্যাত বিচার নাই। কিন্তু পৃথগ্ভাবে জপ ও কীর্ত্তন করিতে হইলে তাহা নির্ব্বন্ধ-সহকারে অর্থাৎ সংখ্যা রাখিয়াই কীর্ত্তন করিতে হইবে।

২। শ্রীরুক্মিণীদেবী বা শ্রীমহিষীগণের মধুররস-প্রতিম [illegible] ও শ্রীব্রজগোপীগণের মধুর-রসের মধ্যে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। ইহা শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে' প্রদর্শন করিয়াছেন। 'গৌড়ীয়,' ৫ম খণ্ড, ২০শ সংখ্যায় প্রকাশিত 'গোপীগণই রসতত্ত্বে কেন?' শীর্ষক প্রবন্ধে এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার দ্রষ্টব্য।

৩। 'তত্ত্বসূত্রে' যে [illegible] কথা বলা হইয়াছে, উহা চিৎপ্রকাশের কথা। মায়াবাদী ঋষিগণ চিৎপ্রকাশ [illegible] করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষই [illegible] মতে মুখ্য-প্রমাণ।

৪। মহামন্ত্রের ইঙ্গিতস্বরূপ [illegible] জপ বা কীর্ত্তন করা যায় না। তবে 'হরে কৃষ্ণ', 'হরে রাম' বা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' প্রভৃতি সম্বোধনাত্মক শব্দের দ্বারা 'শ্রীহরা' ও 'শ্রীকৃষ্ণ'কে আহ্বান করা যায়। তাহা মহামন্ত্র নহে, পৃথক্ পৃথক্ সম্বোধনাত্মক শব্দবিশেষ।

৫। 'কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগ-ত্যাগ'-জাতীয় মধ্যেই [illegible] ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির বিষয় হইবে। কৃষ্ণপ্রীতির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যে ত্যাগের অভিনয়, তাহাই গর্হণ করা হয়। কারণ, তাহা নির্ব্বিশেষপর।

৬। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের গঠিত ভূমিকার উপর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অনর্থ-নিবৃত্তির কর্ত্তব্য-সাধনের সঙ্গে অর্থপ্রবৃত্তির দিকে দৃষ্টি অধিক আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও ইঙ্গিতে ও সূত্রাকারে অর্থপ্রবৃত্তির গুরুত্ব অসংখ্যবার প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন।

৭। "নিত্যসিদ্ধের আবার [illegible] আবশ্যক"— এই উক্তির মধ্যে প্রশ্নের [illegible] উত্তর পাওয়া যাইবে। নিত্যসিদ্ধভাবে যে শ্রীনামপ্রভু জিহ্বাগ্রে উদিত হ'ন, তাঁহারাই আবির্ভাব-উপলব্ধির আবরণসমূহ দূর করিয়া দিতে পারেন। ইহা "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ" বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পত্রসাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৪৯ ; ৯ই মে, ১৯৪২ {৩৯শ-৪০শ সংখ্যা

শ্রীল রায় রামানন্দ

শ্রীপুরীধাম হইতে পশ্চিমে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে 'ব্রহ্মগিরি' বা 'আলালনাথ'-নামক এক সুপ্রাচীন বিষ্ণুস্থান বিরাজিত। সত্যযুগে আদিগুরু শ্রীব্রহ্মা এইখানে শ্রীবিষ্ণুর ভজন করিয়াছিলেন। তাই এইখানের নাম 'ব্রহ্মগিরি' হইয়াছে। শ্রীরামানুজাচার্য্যের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ব হইতে বহু নারায়ণ-পরায়ণ সিদ্ধ-মহাপুরুষ দক্ষিণদেশে অবতীর্ণ হইয়া জগতে শ্রীহরিভক্তির কথা প্রচার করেন। ইঁহারা "দিব্যসূরি"-নামে প্রসিদ্ধ। এইসকল দিব্যসূরি বা ভগবৎ-পার্ষদগণকে তামিলভাষায় 'আলোয়ার' বা 'আল্‌বর' বলা হয়। শ্রীব্রহ্মার ভজনসিদ্ধিস্থান ব্রহ্মগিরি নির্জ্জনতায় ও পবিত্রতায় শ্রীহরিসেবার বিশেষ অনুকূল বলিয়া দক্ষিণদেশের কলিযুগীয় কতিপয় দিব্যসূরি বা আলোয়ার ঐস্থানে চতুর্ভুজ শ্রীজনার্দ্দনমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক পাঞ্চরাত্রিক-বিধিতে শ্রীঅর্চাবতারের আরাধনা করিতেন। আল্‌বর্‌ বা আলোয়ারগণের নাথ বা প্রভু বলিয়া শ্রীনারায়ণ 'আল্‌বরনাথ' বা 'আলোয়ারনাথ'-নামে খ্যাত হ'ন এবং ব্রহ্মগিরির কিয়দংশ আলোয়ারনাথের নামানুসারে 'অল্‌বর্‌পত্তনম্', 'অলারপাটনা', 'অলারপুর', 'অল্‌বর্‌পুর' প্রভৃতি নামে অদ্যাপি খ্যাত রহিয়াছে। অল্‌বরনাথ বা আলোয়ারনাথের অপভ্রংশই 'আলালনাথ'।

এই আলালনাথের অনতিদূরে 'শ্রীভবানন্দ রায়'-নামক এক পরমভাগবত ভূম্যধিকারী বাস করিতেন। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে, যে-সময় শ্রীগৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদের শ্রীপদাশ্রয়ে আমরা শ্রীআলালনাথে গমন করিয়াছিলাম, সেই সময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমীপে আগত কতিপয় স্থানীয় ব্যক্তি জানাইয়া-

ছিলেন যে, আলালনাথ হইতে প্রায় এক মাইল দূরে 'বেন্টপুর'-নামক গ্রামে শ্রীভবানন্দের গৃহে শ্রীরামানন্দ রায় আবির্ভূত হ'ন এবং অদ্যাপি সেইখানে শ্রীভবানন্দ রায়ের বংশীয় অধস্তনগণ 'চৌধুরী পট্টনায়ক' পদবী-বিভূষিত হইয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীল রায় রামানন্দের আবির্ভাবস্থান ও শ্রীআলালনাথ-দর্শনার্থ প্রতি-বৎসর শ্রীব্রহ্মগিরিতে আগমন করিতেন।

শ্রীভবানন্দ রায় পূর্ব্বলীলায় পাণ্ডুরাজ ছিলেন। শ্রীরামানন্দাদি পঞ্চপুত্র। তন্মধ্যে শ্রীরামানন্দই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত যখন নীলাচলে রায় শ্রীভবানন্দের প্রথম মিলন হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব—

আলিঙ্গন করি' তাঁ'রে বলিল বচন।
তুমি পাণ্ডু, পঞ্চপাণ্ডব—তোমার নন্দন॥
(১) রামানন্দ রায়, (২) পট্টনায়ক গোপীনাথ।
(৩) কলানিধি, (৪) সুধানিধি, (৫) নায়ক বাণীনাথ॥
এই পঞ্চপুত্র তোমার—মোর প্রিয়পাত্র।
রামানন্দ-সহ মোর দেহভেদ মাত্র॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।১৩২-১৩৪)

শ্রীরামানন্দ রায় উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অধীনে পূর্ব্ব ও পশ্চিম গোদাবরীর বিষয় শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি একাধারে শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিৎ, কবি, পণ্ডিত, সর্ব্ববিষয়ে দক্ষ ও মহা-ভাগবতোত্তম ছিলেন। শ্রীল রামানন্দের ভ্রাতা শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়কও রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি রাজকোষের কিছু অর্থ নষ্ট করিয়া যুবরাজের অপ্রীতিভাজন হ'ন ও দণ্ডিত হইবার জন্য মৃত্যুমুখে নীত হ'ন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরায়-রামানন্দের মর্য্যাদা স্মরণ করিয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীগোপীনাথকে ক্ষমা করেন। শ্রীবাণীনাথ পট্টনায়ক শ্রীমহা-প্রসাদাদি আনয়ন করিয়া নানাভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিতেন।

শ্রীনবদ্বীপের বিদ্যানগর-পল্লীর মহেশ্বর বিশারদের পুত্র মহাপণ্ডিত শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌমের সহিত নীলাচলে শ্রীরায়-রামানন্দের বিশেষ সৌহার্দ্দ হয়। পূর্ব্বে নবদ্বীপবাসী শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য—যিনি পরে 'শ্রীস্বরূপ-দামোদর'-নামে বিখ্যাত হ'ন, তাঁহার সহিত শ্রীরায়-রামানন্দ একাত্মা ছিলেন। শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ও শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য—উভয়েই পূর্ব্বাশ্রম নবদ্বীপ হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে আগমন করিয়া শ্রীক্ষেত্রসন্ন্যাসিরূপে বাস করেন এবং শ্রীরায়-রামানন্দের সহিত নিত্য-বন্ধুসূত্রে আবদ্ধ হ'ন। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপায় শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেন, তখন শ্রীরায়-রামানন্দের মহিমাও তাঁহার হৃদয়ে অনুভবের বিষয় হইল। তিনি পূর্ব্বে শ্রীরায়-রামানন্দের বাক্য ও চেষ্টা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে পরিহাস করিতেন এবং আপনাকে ক্ষেত্রসন্ন্যাসকারী বিষয়-ত্যাগী আর্য্য-ব্রাহ্মণ ও শ্রীরামানন্দকে শূদ্রকুলে উদ্ভূত শূদ্র বিষয়িজ্ঞানে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ-বোধের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরায়-রামানন্দের অর্থাৎ মহাভাগবতোত্তমের স্বরূপও তিনি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশাভিমুখে যাত্রা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন জানিয়া শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীল রামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য এইরূপে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন,—

তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
অবশ্য পালিবে, প্রভু, মোর নিবেদনে॥
'রামানন্দ রায়' আছে গোদাবরী-তীরে।
অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে॥
শূদ্র বিষয়িজ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁ'র সম॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস—দুঁহের তেঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা॥
অলৌকিক বাক্য-চেষ্টা তাঁ'র না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি তাঁ'রে 'বৈষ্ণব' জানিয়া॥
তোমার প্রসাদে এবে জানিনু তাঁ'র তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁ'র যেমন মহত্ত্ব॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৭।৬১-৬৭)

প্রায় ১৫১২ খৃষ্টাব্দের কথা। শ্রীচৈতন্যদেব জিয়ড়-নৃসিংহক্ষেত্রে শ্রীনৃসিংহদেবের দর্শন করিয়া, তৎপরদিবস ভাবাবেশে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে গোদাবরী-তীরে

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোদাবরী-দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীযমুনা-স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তীরে বনদর্শনে শ্রীবৃন্দাবন-জ্ঞানে তথায় কিছুকাল নৃত্যগীত করিয়া, গোদাবরী পার হইয়া গোষ্পদতীর্থে আসিয়া স্নান করিলেন। ঘাট ছাড়িয়া কিছুদূরে তীরে বসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় এক রাজপুরুষ গোদাবরীর পশ্চিমতটে (বর্ত্তমান কভুর) নানাবাদ্য-মুখরিত শোভাযাত্রার সহিত দোলায় আরোহণপূর্ব্বক গোষ্পদতীর্থের দিকে আগমন করিতেছিলেন। ঐ রাজপুরুষের পরিকর-রূপে বহু বৈদিকব্রাহ্মণও তথায় উপস্থিত হইয়া স্নান-তর্পণাদি করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বুঝিতে পারিলেন—ঐ রাজপুরুষই "রাজমহেন্দ্রীর * রাজা" শ্রীরামানন্দ রায়। যদিও শ্রীরামানন্দের সহিত মিলিত হইবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাণ ব্যাকুল হইল, তথাপি তিনি ধৈর্য্যধারণ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু শ্রীরামানন্দ রায় ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না। দুর্ব্বাদলকান্তি, অরুণ-বসনধারী, সুবলিত-প্রকাণ্ডদেহ, কমলনয়ন, এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসি-মূর্ত্তিদর্শনে শ্রীরামানন্দ রায় চমৎকৃত হইলেন এবং সেই সন্ন্যাসীর নিকট ছুটিয়া আসিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিত্ত শ্রীরামরায়কে আলিঙ্গন করিবার জন্য উৎসুক হইলেও তিনি বাহিরে ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক শ্রীরাম-রায়কে উত্থাপন করিয়া তাঁহার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরামরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে অতি দৈন্যভরে বলিলেন,—"আমি অতিশয় মন্দপ্রকৃতির শূদ্র, আপনার দাসানুদাস।" তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামরায়কে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন। প্রেমাবেশে প্রভু ও ভৃত্য উভয়েরই বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল। উভয়ে ভূমিতে পতিত হইলেন। উভয়ের শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক-বিকার ও উভয়ের শ্রীমুখে গদগদস্বরে "শ্রীকৃষ্ণ"-শব্দ প্রকাশিত হইল। এই দৃশ্য দেখিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণগণ চমৎকৃত হইলেন। শূদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া ব্রহ্মতুল্য তেজস্বী সন্ন্যাসী কেনই বা ক্রন্দন করিতেছেন, আর শ্রীরায়-রামানন্দ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও মহাগম্ভীর হইয়াই বা কেন সন্ন্যাসীর স্পর্শে এরূপ উন্মত্ত ও অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন, ইহা বুঝিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণগণ চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামরায়ের সঙ্গী ব্রাহ্মণগণকে বিজাতীয় (অভক্ত) লোক জানিয়া নিজ ভাবাবেগ সম্বরণ করিলেন, উভয়ে সুস্থ হইয়া সেইখানে উপবেশন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের অনুরোধে শ্রীরামরায়ের সাক্ষাৎকারের জন্য তথায় আসিয়াছেন, তাহা জানাইলেন। শ্রীরাম-রায় আপনাকে দৈন্যভরে 'রাজসেবক', 'বিষয়ী', 'শূদ্রাধম', 'অস্পৃশ্য' প্রভৃতি বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন এবং পতিতপাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজের কোন কার্য্য না থাকিলেও পামর ও পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি এখানে আগমন করিয়াছেন, তাহা শ্রীরামানন্দ রায় স্তুতিমুখে বলিতে লাগিলেন। প্রভুর শ্রীরূপ-দর্শনে ও আচরণবলে বহির্ম্মুখ কর্ম্মী ব্রাহ্মণগণেরও চিত্ত দ্রবীভূত হইল। তাঁহাদের মুখে 'কৃষ্ণ' ও 'হরি'-নাম প্রকাশিত এবং অঙ্গে প্রেমবিকার দৃষ্ট হইল। একমাত্র সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বিগ্রহের প্রভাব ব্যতীত এইরূপ ঘটনা অন্য কোথাও সম্ভব নহে, ইহা শ্রীরামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জানাইলেন।

শ্রীরায়-রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ অবগত হইয়াছেন দেখিয়া প্রভু নিজদৈন্যমুখে ও রায়ের প্রশংসাচ্ছলে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিলেন। এমন সময় একজন বৈদিক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া নিজ-গৃহে ভিক্ষা করাইবার জন্য প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরামরায়ের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শ্রীরামরায়ও দৈন্যভরে ও সাগ্রহে প্রভুর নিকট উপদেশ লাভ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—

* * "আইলা যদি পামর শোধিতে।
দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট চিত্ত।

---

* বর্ত্তমান রাজমহেন্দ্রী-নগর—গোদাবরীর উত্তর-তটে অবস্থিত। শ্রীরামানন্দ রায়ের সময়ের রাজধানী বিদ্যানগর—গোদাবরীর দক্ষিণ-তটে ছিল। বিদ্যানগর বা বিদ্যাপুর গোদাবরী-নদীর সাগর-সঙ্গমে অর্থাৎ কোটদেশে অবস্থিত ও তৎকালে 'রাজমহেন্দ্রী' বলিয়া খ্যাত ছিল। কলিঙ্গদেশের উত্তরাংশে উৎকলিঙ্গ বা উৎকল-দেশ। উৎকলিঙ্গ-রাজ্যের দক্ষিণ-প্রাদেশিক রাজধানী রাজমহেন্দ্রী। বর্ত্তমানকালে রাজমহেন্দ্রী-নগরের স্থান-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

দিন পাঁচ-সাত রহি' করহ মার্জন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই ক্ষুদ্র মন॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।৪১-৪২)

শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা করিলেন। প্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় শ্রীরায়-রামানন্দ এক ভৃত্যের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দকে সাধ্য-নির্ণয়ের শ্লোক পাঠ করিতে বলিলে শ্রীরামানন্দপ্রভু বর্ণাশ্রম-ধর্মরূপ সর্বসাধারণধর্মের উল্লেখ করিয়া কর্মার্পণ, পরে আসক্তিশূন্য কর্ম, পরে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, অবশেষে জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধভক্তি-সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক পাঠ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধা ভক্তিকেই 'সাধ্যতত্ত্ব' বলিয়া স্বীকার করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামরায়কে ভক্তি-সম্বন্ধে উচ্চ-অধিকার বর্ণন করিতে বলিলে রায় প্রথমেই শুদ্ধা কৃষ্ণরতিরূপা প্রেমভক্তি, পরে দাস্যপ্রেম, তৎপরে সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম এবং অবশেষে কান্তভাবগত-প্রেমকে সাধ্যসার বলিয়া বর্ণন করিলেন। কান্তপ্রেম কিরূপে সাধ্যসার হয়, তাহাও শ্রীরায়-রামানন্দপ্রভু বিবিধরূপে প্রকাশ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কান্তপ্রেমকে 'সাধ্যাবধি' বলিয়া স্বীকার করিলে শ্রীরামরায় শ্রীরাধিকার প্রেম বর্ণন করিলেন। পরে শ্রীরামরায় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীরাধার স্বরূপ, রসতত্ত্বের স্বরূপ ও প্রেমতত্ত্ব বর্ণন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসা-ক্রমে শ্রীল রামানন্দপ্রভু প্রেম-বিলাসবিবর্তরূপ বিপ্রলম্ভগত অধিরূঢ়-ভাবময় স্বকৃত একটি সঙ্গীত কীর্তন করিলেন। এই সঙ্গীতটি অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-পদাবলীর একটি উজ্জ্বলতম রত্ন ও প্রাচীনতম ব্রজবুলি-পদ। শ্রীরায়-রামানন্দ কেবল যে সংস্কৃতভাষায় অদ্বিতীয় কবি ছিলেন তাহা নহে, তিনি ব্রজবুলি-পদাবলী-সাহিত্যেও অদ্বিতীয় অপ্রাকৃত কবিসম্রাট্।

ঐ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তৎপর্যন্তই সাধ্যাবধি, ইহা জানাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আবার শ্রীরাম-রায়কে বলিলেন,—"সাধনদ্বারাই সাধ্যবস্তু লাভ হয়। এখন সেই সাধ্যবস্তু পাইবার উপায় বল।" শ্রীরামরায় বলিলেন যে, তাঁহার মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুই বক্তা, আবার তিনি স্বয়ংই শ্রোতা। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবারূপ পরম-সাধ্যবস্তু প্রাপ্ত হইবার উপায়—একমাত্র শ্রীব্রজদেবীর আনুগত্য। শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমকল্পলতাস্বরূপিণী এবং সখীগণই সেই লতার পল্লব-পুষ্প-পত্র। লতারূপা শ্রীরাধিকার পত্রাশ্রয়পূর্বক লতাতেই শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত সেচন করিলে পল্লবাদির অত্যন্ত প্রফুল্লতা হয়। গোপীগণের বিন্দুমাত্রও নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাই। যাঁহার শ্রীগোপীভাবামৃতে লোভ হয়, তিনি বেদ-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন। শ্রীগোপীর আনুগত্য ব্যতীত শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবালাভ অসম্ভব।

এইরূপে উভয়ে প্রেমাবেশে শ্রীকৃষ্ণালাপে রাত্রি যাপন করিলেন। শ্রীরামরায় অত্যন্ত দৈন্যসহকারে অন্ততঃ দশদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গ প্রার্থনা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"দশদিনের কি কথা, যাবজ্জীবন আমি তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। নীলাচলে তুমি ও আমি একসঙ্গে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণকথায় কাল কাটাইব।" সন্ধ্যাকালে শ্রীরামরায় পুনরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও দুইজন নির্জনে বসিয়া প্রশ্নোত্তরমুখে ইষ্টগোষ্ঠী করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রশ্নকর্তা ও শ্রীরামরায় উত্তরদাতা।

প্রভু—কোন্ বিদ্যা সর্বশ্রেষ্ঠ ?

রায়—শ্রীকৃষ্ণভক্তিই পরা বিদ্যা। তাহা অপেক্ষা আর অন্য কিছু 'বিদ্যা'-পদবাচ্যই নহে। আর সকলই অবিদ্যা।

প্রভু—জীবের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কীর্তি কি ?

রায়—'শ্রীকৃষ্ণের দাস', এই পদবীই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা।

প্রভু—জীবের পরম ধন কি ?

রায়—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমিকই সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী।

প্রভু—কোন্ দুঃখ সর্বাপেক্ষা তীব্রতম ?

রায়—কৃষ্ণভক্তের বিরহই তীব্রতম দুঃখ।

প্রভু—সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্ত কে ?

রায়—কৃষ্ণপ্রেমিকই মুক্ত-শিরোমণি।

প্রভু—কোন্ গান জীবাত্মার সহজধর্ম ?

রায়—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাগানই শুদ্ধজীবাত্মার সহজধর্ম।

প্রভু—জীবের একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল কি ?

রায়—শ্রীকৃষ্ণভক্তের সঙ্গই জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল। এতদ্ব্যতীত আর কোনও মঙ্গল নাই।

প্রভু—একমাত্র নিত্যস্মরণীয় কি ?

রায়—শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলাই একমাত্র নিত্য-স্মরণের বিষয়।

প্রভু—একমাত্র ধ্যানের বিষয় কি ?

রায়—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মই একমাত্র ধ্যেয়।

প্রভু—সমস্ত ত্যাগ করিয়া জীবের কোথায় বাস করা কর্ত্তব্য ?

রায়—শ্রীভগবানের নিত্যলীলাস্থানই জীবের একমাত্র বাস্তব্য।

প্রভু—একমাত্র শ্রেষ্ঠ শ্রবণের বিষয় কি ?

রায়—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেম-লীলাই একমাত্র শ্রোতব্য।

প্রভু—একমাত্র কীর্ত্তনীয় কি ?

রায়—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নামই একমাত্র কীর্ত্তনীয়।

প্রভু—মুমুক্ষু ও বুভুক্ষুর গতি কোথায় ?

রায়—মুক্তিকামী স্থাবরদেহ ও ভোগকামী দেবতার দেহ লাভ করিয়া থাকে।

প্রভু—জ্ঞানী ও ভক্তের সাধনের বৈশিষ্ট্য কি ?

রায়—অরসজ্ঞ কাকের ন্যায় জ্ঞানী শুষ্কজ্ঞানরূপ তিক্ত নিম্বফল ভোজন করে, আর রসজ্ঞ ভক্ত কোকিলের ন্যায় প্রেমাম্র-মুকুল আস্বাদন করেন।

এইরূপে কয়েকদিবস প্রতিরাত্রে নানাবিধ শ্রীকৃষ্ণালাপের পর শ্রীল রামানন্দ রায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরাধাভাবকান্তি-সুবলিত-স্বরূপ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং স্বয়ং প্রভুকেই সেই রূপের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—“প্রভো! তোমাকে আমি প্রথমে একটি সন্ন্যাসীর ন্যায় দেখিলাম; এখন তোমাকে শ্যামবপুরূপে দেখিতেছি। আবার তোমার সম্মুখে একটি কাঞ্চন-পুত্তলিকাও দেখিতেছি। সেই পুত্তলিকার গৌরকান্তিদ্বারা তোমার সমস্ত দেহ আবৃত রহিয়াছে। আবার তোমার বদনেও নানাভাবে চঞ্চল। প্রভো! তোমার ঐরূপ চমৎকার ভাবের কারণ কি, তাহা অকপটে বল।” প্রভু বলিলেন,—“যাহাদের শ্রীকৃষ্ণে গাঢ়-প্রেম, সেইসকল মহাভাগবতোত্তমের স্বভাবই এই যে, তাঁহারা স্থাবর-জঙ্গম যাহা কিছু দেখেন, তাহাতে তাঁহাদের স্থাবর-জঙ্গমের মূর্ত্তি দর্শন না হইয়া সর্ব্বত্র ইষ্টদেবের মূর্ত্তিই স্ফূর্ত্তি হয়।”

এইরূপ উক্তিদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিলেন। প্রভু ঐরূপ আত্মগোপন করিতেছেন দেখিয়া শ্রীরামরায় অনুযোগ করিলেন। তখন প্রভু রায়কে স্বীয় শ্যাম ও গৌর-রূপ প্রদর্শন করিলে শ্রীরামানন্দ আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া স্বীয় শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের সমস্ত গূঢ়-কারণই অবগত করাইলেন এবং সেই গূঢ়-তত্ত্বকথা অন্যত্র প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দের সহিত গোদাবরী-তটে দশরাত্র কৃষ্ণকথারঙ্গে যাপন করিয়াছিলেন। শ্রীরামানন্দের নিকট হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিদায় গ্রহণ করিবার কালে শ্রীরামানন্দকে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে যাইবার জন্য আজ্ঞা করিলেন,—

বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি' তাঁহা আসিব অল্পকালে॥
দুইজনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথারঙ্গে॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৯৬-২৯৭)

শ্রীরামরায়ের মিলনের শ্রীল স্বরূপদামোদর-প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহার কড়চার মধ্যে এইসকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তদৃষ্টে শ্রীল কবিরাজগোস্বামি-প্রভু ইহা বিস্তার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যের বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া গোদাবরীর সপ্তশাখায় তীরে তীরে পুনরায় বিদ্যানগরে আগমন করিলেন। শ্রীরায়-রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন এবং নানাপ্রকার ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দের নিকট সমস্ত তীর্থযাত্রার বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া ‘শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত’ ও ‘শ্রীব্রহ্মসংহিতা’ পুঁথিদ্বয়—যাহা তিনি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা শ্রীরায়-রামানন্দের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,—“তুমি যে-সব সিদ্ধান্ত ও রসবিচারের কথা বলিয়াছিলে, এই দুই পুস্তকে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে।” শ্রীরামরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত গ্রন্থদ্বয় আস্বাদন করিলেন এবং দুইটি পুঁথিই নকল করিয়া রাখিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীকাশীমিশ্রের গৃহে অবস্থান করিলেন। এই সময় শ্রীভবানন্দ রায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আসিয়া প্রণত হইলে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীভবানন্দের সম্মুখে শ্রীরামরায়ের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিলেন,—

"রামানন্দ-হেন রত্ন যাঁহার তনয়।
তাঁহার মহিমা লোকে কহন না যায়॥
সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি, তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চপাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১০।৫২-৫৩)

শ্রীভবানন্দ রায় অকপট-দৈন্যভরে আপনাকে 'শূদ্র','বিষয়ী', 'অধম' প্রভৃতি বলিয়া প্রভুপদে সর্বস্ব আত্মনিবেদন-পূর্বক স্বীয় আত্মজ শ্রীবাণীনাথকে সর্বক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য সমর্পণ করিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই শ্রীরামানন্দ শ্রীপুরুষোত্তমে আসিয়া মিলিত হইবেন, তাহা শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীভবানন্দকে জানাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া শ্রীবাণীনাথকে নিজের সমীপে রাখিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজধানী কটক হইতে শ্রীরামানন্দাদি পরিকরগণের সহিত পুরীতে আগমন করিলেন। শ্রীরামানন্দ রায় পুরীতে আসিয়াই সর্বাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-দর্শনার্থ গমন করিলেন। শ্রীরামরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া জানাইলেন যে,—মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা অর্থাৎ রাজকার্য্য হইতে অবসর-গ্রহণের কথা জ্ঞাপন করিলে রাজা তাহাতে সানন্দে সম্মতি প্রদান করিয়া বলিয়াছেন যে,—যিনি শ্রীচৈতন্যের চরণ ভজন করেন, তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবান্ আর কেহ নাই; সুতরাং শ্রীরামানন্দকে রাজকার্য্য হইতে অবসর দিয়াও তিনি তাঁহাকে পূর্ণ বেতন প্রদান করিবেন। শ্রীরামরায়ের নিকট রাজার প্রশংসা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন যে, শ্রীরামানন্দের ন্যায় মহাভাগবতের সেবা করায় রাজার নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে।

এদিকে শ্রীপুরুষোত্তমে সমাগত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীপরমানন্দপুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত ও শ্রীমুকুন্দাদি ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীরামানন্দ রায় মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া আসিয়াছেন কি না, ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরামরায় অচিরেই শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে যাইবেন বলিয়া জানাইলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনের পূর্বেই কেন তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন, শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরামরায়কে ইহা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরামানন্দ রায় বলিলেন যে, তাঁহার পদদ্বয় রথমাত্র, কিন্তু হৃদয়ই সারথি; সারথি রথকে যেখানে লইয়া যায়, তথায়ই জীব-রথী গমন করে। প্রভুর আদেশে শ্রীরামরায় শ্রীজগন্নাথ-দর্শন ও আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে গেলেন।

মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিবার জন্য শ্রীরামানন্দ রায়ের নিকট বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। ব্যবহার-চতুর রাজমন্ত্রী শ্রীরামানন্দ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রভুপদে প্রেমভক্তির কথা পুনঃ পুনঃ জানাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন দ্রবীভূত করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দের নিকটই সন্ন্যাসীর এই উভয়-সঙ্কটে কি কর্তব্য, তদ্বিষয়ে বিচার প্রার্থনা করিলে শ্রীরামরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'বিধিনিষেধাতীত ঈশ্বর' বলিয়া জানাইলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু আপনাকে বিধিবাধ্য বলিয়া ছলনা করিবার চেষ্টা করিলেন। অবশেষে শ্রীরামানন্দের অত্যন্ত আগ্রহে 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ'—এই বিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপ্রতাপরুদ্রের এক কিশোরবয়স্ক পুত্রের সহিত মিলিত হইতে পারেন, এইরূপ অভিমত জানাইলেন। শ্যামবর্ণ কিশোর রাজপুত্রের দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপন হইল। ইহার কয়েক দিবস পরে 'বলগণ্ডি'-উদ্যানে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট-অবস্থায় অবস্থান করিলে মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র একাকী বৈষ্ণববেশ ধারণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদসম্বাহনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু চারি বৎসর শ্রীনীলাচল-লীলায় দুই বৎসর দক্ষিণদেশে গমনাগমন করিলেন; আর দুই বৎসর যাবৎ শ্রীধাম-বৃন্দাবনে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরায়-রামানন্দের চেষ্টায় বহির্গত হইতে পারেন নাই। অবশেষে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য ও শ্রীরায়-রামানন্দের নিকট শ্রীবৃন্দাবন-গমনের সম্মতি প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীরায়-রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু রেমুণা (অথবা ভদ্রক ?) হইতে শ্রীরামানন্দকে বিদায় দিলেন। এইসময় শ্রীরামানন্দের যে প্রভু-বিচ্ছেদের দুঃখ, তাহা অবর্ণনীয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু লিখিয়াছেন,—

ভূমেতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।
রায়ে কোলে করি' প্রভু করয়ে ক্রন্দন॥

রায়ের বিচ্ছেদ-ভাব না যায় সহন।
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৬।১৫৪-১৫৫)

সে-বৎসর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আর শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়া হইল না। গৌড়দেশে রামকেলীতে গিয়া শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপকে অঙ্গীকার ও শ্রীরঘুনাথদাসকে শিক্ষা দিয়া নীলাচলে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। শরৎকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে গমনের ইচ্ছা করিয়া শ্রীরামানন্দ ও শ্রীস্বরূপের সঙ্গে, নিভৃতে যুক্তি করিলেন। শ্রীরামানন্দ ও শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য ও আর একটি ব্রাহ্মণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম-বৃন্দাবন, প্রয়াগ, কাশী প্রভৃতি স্থানে নিজজনগণকে শিক্ষা ও বহু লোককে উদ্ধার করিয়া ঝারিখণ্ড দিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন শ্রীরায়-রামানন্দ কটক হইতে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিলেন।

একদিন শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীরামানন্দ ও শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে শ্রীরূপের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রীরূপপ্রভু শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় শ্রীরূপ 'শ্রীললিত-মাধব' ও 'শ্রীবিদগ্ধমাধব' রচনা করিতেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে শ্রীরূপ ও শ্রীরামরায়ের মধ্যে নাটক-সম্বন্ধে বিবিধ সংলাপ হইল। শ্রীরামরায় সহস্রমুখে শ্রীরূপের অপ্রাকৃত কবিত্বের অজস্র প্রশংসা করিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাশক্তিতে ইহা সম্ভব হইয়াছে, ইহা প্রভুর সমীপে বলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং পরম স্নেহ-কৃপাভাজন শ্রীরূপের প্রতি ভক্তবৃন্দের কৃপা বাঞ্ছা করিয়া শ্রীরামানন্দ রায়কে বলিলেন,—

"সবে কৃপা করি' ইঁহারে দেহ এই বর।
ব্রজলীলা-প্রেমরস যেন বর্ণে নিরন্তর॥
ইঁহার যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা, নাম—'সনাতন'।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁ'র সম॥
তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ তৈছে তাঁ'র রীতি।
দৈন্য-বৈরাগ্য-পাণ্ডিত্যের তাঁহাতেই স্থিতি॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১।১৯৯-২০১)

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমুখে শ্রীরায়-রামানন্দ ও শ্রীসনাতনের একই প্রকার অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের কথা জানাইলেন। শ্রীরায়-রামানন্দ বিষয়ীর প্রায় থাকিয়াও যেরূপ অপ্রাকৃত যুক্তবৈরাগ্যের শিক্ষক-শিরোমণি, শ্রীল সনাতনপ্রভু এক-এক বৃক্ষের তলে এক-এক দিন শয়ন ও শুষ্ক চানাকটি চিবাইয়াও সেইরূপই যুক্তবৈরাগ্য-শিক্ষকের আদর্শ; অর্থাৎ উভয়েই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-রসের পরিপোষ্টা।

সমগ্র শ্রীগৌরভক্তের মধ্যে কেবল সাড়ে তিনজন "শ্রীমতীর গণ" বলিয়া বিখ্যাত। শ্রীরায়-রামানন্দ তাহার অন্যতম,—

প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার "গণ"।
জগতের মধ্যে পাত্র—'সাড়ে তিনজন'॥
স্বরূপ-গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ।
শিখি-মাহিতি—তিন, তাঁ'র ভগিনী—অর্দ্ধজন॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ২।১০৫-১০৬)

বস্তুতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রতাপরুদ্র—এই তিনজনের জন্যই শ্রীপুরুষোত্তমে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া স্বমুখে জানাইয়াছেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রতি মহাপ্রভুর বাক্য,—

তুমি, সার্বভৌম, আর রামানন্দ রায়।
তিনের নিমিত্ত মুঞি আইলুঁ এথায়॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৫।২০২)

শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণব-বিশ্বে শ্রীরায়-রামানন্দের মহত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য একটি লীলা করিলেন। একসময় শ্রীহট্টবাসী শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীকৃষ্ণকথা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি শ্রীরায়-রামানন্দের নিকট হইতেই কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন। একমাত্র শ্রীরায়-রামানন্দই শ্রীকৃষ্ণ-কথা জানেন। যদি প্রদ্যুম্নমিশ্রের কৃষ্ণকথা শুনিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তিনি শ্রীরায়-রামানন্দের নিকট গমন করুন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র শ্রীরামানন্দের গৃহে গমন করিয়া জানিলেন যে, শ্রীরামানন্দ রায় দুইজন কিশোরবয়স্কা পরমসুন্দরী দেবদাসীকে নির্জন-উদ্যানে লইয়া গিয়া স্ব-রচিত নাটকের গীত ও নৃত্যাদি শিক্ষা দিতেছেন। আত্মারাম বিষ্ণুসন্ন্যাসি-শিরোমণি বিবিক্তবেশ শ্রীরামানন্দ-গোস্বামি-প্রভুর মাংসদর্শন ছিল না। তিনি স্বীয় চিন্ময়স্বর সিদ্ধদেহে অপ্রাকৃত শ্রীগোপীভাবে রাগাত্মিকা ভক্তি যাজন

করিয়া নিজেশ্বরী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অপ্রাকৃত চিদ্বিলাস-কৈঙ্কর্য্য করিতেছিলেন,—

কাষ্ঠ-পাষাণ-স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী-স্পর্শে রামানন্দের তৈছে 'স্বভাব'॥
সেব্য-বুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাসীভাব করেন আরোপণ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা।
তাহে রামানন্দের ভাবভক্তি-প্রেম-সীমা॥

• •

প্রতিদিন রায় ঐছে করায় সাধন।
কোন্ জানে ক্ষুদ্র জীব কাঁহা তাঁ'র মন?
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।১৯-২১,২৬)

প্রদ্যুম্নমিশ্রের আগমন-সংবাদ শুনিয়া শ্রীরামানন্দ রায় সভাগৃহে আগমন করিলেন; কিন্তু মিশ্র একক্ষণ অপেক্ষা করিয়া এবং শ্রীরামানন্দ রায়ের ভৃত্যের নিকট শ্রীরামানন্দের ঐরূপ আচরণের কথা শ্রবণ করিয়া অন্তরে অন্তরে অশ্রদ্ধালু হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি শ্রীরামানন্দের সহিত বিশেষ কিছু আলাপাদি না করিয়া নিজগৃহে চলিয়া আসিলেন। অন্যদিবস মিশ্র শ্রীমহাপ্রভুর নিকট আসিলে শ্রীমহাপ্রভু মিশ্রের শ্রীরামানন্দের নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু মিশ্র শ্রীরামানন্দের ঐরূপ আচরণের কথা শ্রীমহাপ্রভুকে জানাইলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীমহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন,—

"রামানন্দ রায়ের কথা শুন, সর্ব্বজন।
কহিবার নহে, যাহা আশ্চর্য্য-কথন॥
একে দেবদাসী, আর সুন্দরী তরুণী।
তাহাদের সব সেবা করেন আপনি॥
স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গ যত, তা'র দর্শন-স্পর্শন॥
তবু নির্ব্বিকার রায়-রামানন্দের মন।
নানাভাবোদ্গম তা'রে করায় শিক্ষণ॥
নির্ব্বিকার দেহ-মন—কাষ্ঠ-পাষাণ-সম।
আশ্চর্য্য,—তরুণী-স্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তা'তে জানি অপ্রাকৃত-দেহ তাঁহার॥
তাঁহার মনের ভাব তেঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥
কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কহি এক অনুমান।
শ্রীভাগবত-শাস্ত্র—তাহাতে প্রমাণ॥
ব্রজবধূ-সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি-বিলাস।
যেই জন কহে, শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্রোগ-কাম তাঁ'র তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ-ক্ষোভ নহে, 'মহাধীর' হয়॥
উজ্জ্বল মধুর-রস প্রেমভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥
যে শুনে, যে পড়ে, তাঁ'র ফল এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট, যেই সেবে অহর্নিশি॥
তাঁ'র ফল কি কহিমু, কহনে না যায়।
নিত্যসিদ্ধ সেই, প্রায়-সিদ্ধ তাঁ'র কায়॥
রাগানুগ-মার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধদেহ-তুল্য, তা'তে 'প্রাকৃত' নহে মন॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।৩৭-৪৭,৪৯-৫১)

শ্রীরামানন্দ—নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় বস্তুসিদ্ধির অপেক্ষায় তিনি সিদ্ধপ্রায় শরীরে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার অপ্রাকৃতদেহে কোনরূপ প্রাকৃত-বিকার নাই। তুমি যদি সত্যসত্যই শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে চাহ, তাহা হইলে পুনরায় শ্রীরামানন্দ রায়ের নিকট গমন কর। আমিও রায়ের নিকট কৃষ্ণকথা শুনি। তুমি আমার নাম করিয়া বলিও যে, আমি তোমাকে তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ করিবার জন্য পাঠাইয়াছি।"

মিশ্র পুনরায় শ্রীরামানন্দ রায়ের গৃহে গমন করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর আদেশ-অনুসারে সকল কথা বলিলেন। শ্রীরামানন্দ শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্রের কি প্রশ্ন আছে, জিজ্ঞাসা করিলে মিশ্র বলিলেন যে, বিদ্যানগরে শ্রীমহাপ্রভুর নিকট তিনি যে-সব কথা বলিয়াছেন, তাহাই তিনি ক্রমে ক্রমে শ্রবণ করিতে চাহেন। শ্রীরামানন্দ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলে রায় ও মিশ্র উভয়েই কৃষ্ণকথায় আত্মহারা হইলেন। মিশ্র এবার শ্রীরামানন্দের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেন। সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্নান-ভোজনান্তে পুনরায় মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন। তখন মহাপ্রভু মিশ্রকে তাঁহার কৃষ্ণকথা শ্রবণ হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে,—

মিশ্র কহে,—"প্রভু, মোরে কৃতার্থ করিলা।
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা॥
রামানন্দ রায়-কথা কহিলে না হয়।
'মনুষ্য' নহে রায়, কৃষ্ণভক্তিরসময়॥
আর এক কথা রায় কহিলা আমারে।
কৃষ্ণকথা-বক্তা করি' না জানিহ মোরে॥
মোর মুখে কথা কহেন আপনে গৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায়, তৈছে কহি,—যেন বীণাযন্ত্র॥
মোর মুখে কথা ইহা করে পরচার।
পৃথিবীতে কে জানিবে এ লীলা তাঁহার?"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।৭০-৭৪)

শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্রের মুখে শ্রীল রামানন্দের মহত্ত্বের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দের আরও প্রশস্তিগাথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন,—

• • "রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি'॥
মহানুভবের এইমত 'স্বভাব' হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয়॥

• • •

'গৃহস্থ' হঞা নহে রায় ষড়্‌বর্গের বশে।
'বিষয়ী' হঞা সন্ন্যাসীরে উপদেশে॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।৭৭-৭৮,৮০)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু এতৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

এই সব গুণ তাঁ'র প্রকাশ করিতে।
মিশ্রেরে পাঠাইলা তাঁহা শ্রবণ করিতে॥

• • •

সন্ন্যাসি-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্ব নাশ।
নীচ-শূদ্রদ্বারা করেন ধর্ম্মের প্রকাশ॥
'ভক্তি', 'প্রেম', 'তত্ত্ব' কহে রায়ে করি' 'বক্তা'।
আপনি প্রদ্যুম্নমিশ্র-সহ হন 'শ্রোতা'॥

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।৮১, ৮৪-৮৫)

এখানে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীরায়-রামানন্দকে 'নীচ' বা 'শূদ্র' বলেন নাই। নীচ ও শূদ্রকুলে আবির্ভূত হইলেও যাঁহার শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বোত্তমা প্রীতি আছে, তিনিই জগদ্‌গুরু—ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীরায়-রামানন্দ অবরকুলে আবির্ভূত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরায়-রামানন্দ নিত্যসিদ্ধ জগদ্‌গুরুগণেরও শ্রীগুরুপাদপদ্ম; ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীর উপদেষ্টৃ-শিরোমণি—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু এই লীলাদ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন।

অন্যসময়ে শ্রীবল্লভ-ভট্টের নিকট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র আত্ম-দৈন্যমুখে শ্রীরামরায়ের গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

রামানন্দ রায়—কৃষ্ণরসের 'নিধান'।
তেঁহ জানাইলা, কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্॥
তা'তে প্রেমভক্তি—'পুরুষার্থ-শিরোমণি'।
রাগমার্গে কৃষ্ণভক্তি 'সর্ব্বাধিক' জানি॥
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, আর যে শৃঙ্গার।
দাস, সখা, গুরু, কান্তা,—'আশ্রয়' যাহার॥
'ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত', 'কেবল'-ভাব আর।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে না পাই ব্রজেন্দ্রকুমার॥
'আত্মভূত'-শব্দে কহে 'পারিষদগণ'।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে লক্ষ্মী না পাইলা ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ।
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করেন বন্ধন॥
'মোর সখা', 'মোর পুত্র',—এই 'শুদ্ধ' মন।
অতএব শুক-ব্যাস করে প্রশংসন॥
ঐশ্বর্য্য দেখিলেহ 'শুদ্ধে'র ঐশ্বর্য্য নহে মন।
অতএব ঐশ্বর্য্য হইতে 'কেবল'-ভাব প্রধান॥
এসব শিখাইলা মোরে রায়-রামানন্দ।
সে-সব শুনিতে হয় প্রবল আনন্দ॥
কহন না যায় রামানন্দের প্রভাব।
রায়-প্রসাদে জানিলুঁ ব্রজের 'শুদ্ধ' ভাব॥

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৭।২৩-২৮, ৩০-৩১, ৩৪-৩৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভু দিবসে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন এবং রাত্রিতে শ্রীল রায় রামানন্দ ও শ্রীল স্বরূপ-দামোদরের সহিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরস আস্বাদন করিতেন। এই দুইজনই তাঁহার অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-লীলার নিত্যসঙ্গী ছিলেন।

রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ॥

• • •

দুইজনার সৌভাগ্য কহন না যায়।
"প্রভুর অন্তরঙ্গ" বলি' যাঁ'রে লোকে গায়॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।৮, ১১)

রাত্রি হইলে স্বরূপ-রামানন্দে লঞা।
আপন মনের ভাব কহে উঘাড়িয়া॥

* * *

প্রাপ্তরত্ন হারাঞা, তাঁ'র গুণ সঙরিয়া,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি', কহে 'হা হা হরি হরি',
ধৈর্য্য গেল, হইলা চপল॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৪।৪০, ৪২)

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে প্রোষিতভর্তৃকা গোপীর যে দশ দশা হয়, শ্রীকৃষ্ণবিরহী শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরেও সেই দশ দশা প্রকাশিত হইত। এই দশ দশায় শ্রীমহাপ্রভু অহোরাত্র ব্যাকুল থাকিতেন। সেই সময় শ্রীরামানন্দ রায় সময়োচিত শ্লোকসমূহ পাঠ করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর সেবা করিতেন।

যদিও শ্রীরায়-ভবানন্দকে 'পাণ্ডু' এবং তাঁহার শ্রীরায়-রামানন্দাদি পঞ্চপুত্রকে 'পঞ্চপাণ্ডব' বলা হইয়াছে, তথাপি কোন কোনও বিচারে শ্রীরামরায় শ্রীব্রজ-লীলায় 'শ্রীবিশাখা-দেবী' বলিয়া কথিত হ'ন,—

স্বরূপ, রামানন্দ,—এই দুইজন লঞা।
বিলাপ করেন দুঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া॥
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন।
বিশাখারে কহে আপন উৎকণ্ঠা-কারণ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৫।১১-১২)

শ্রীমহাপ্রভুর বিভিন্ন রসাশ্রিত ভক্তগণের মধ্যে শ্রীরায়-রামানন্দের শুদ্ধসখ্যরসের কথা উক্ত হইয়াছে,—

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধসখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধদাস্যরস।
গদাধর, জগদানন্দ, স্বরূপের (মুখ্য) রসানন্দ,
এই চারিভাবে প্রভু বশ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২।৭৮)

অর্জুন যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণদেবের সহায়।
গৌরসুখদান-হেতু তৈছে রামরায়॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।৯)

শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামি-প্রভু 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

প্রিয়-নর্ম্মসখঃ কশ্চিদর্জ্জুনঃ পাণ্ডবোঽর্জ্জুনঃ।
মিলিত্বা সমভূদ্রামানন্দরায়ঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ॥
অতো রাধাকৃষ্ণভক্তিপ্রেমতত্ত্বাদিকং কৃতী।
রামানন্দো গৌরচন্দ্রং প্রত্যবর্ণয়দদ্ভুতম্॥
ললিতেত্যাহুরেকে তু বয়মেকে নাহমন্যতে।*
ভবানন্দং প্রতি প্রাহ গৌরো যস্মাৎ পৃথাপতিঃ॥
গোপ্যার্জ্জুনীয়া সার্দ্ধমেকীভূয়াপি পাণ্ডবঃ।
অর্জ্জুনো যদ্ রায়-রামানন্দ ইত্যাহুরুত্তমাঃ॥
অর্জ্জুনীয়াত্মবত্ পর্জ্জুনোঽপি চ পাণ্ডবঃ।
ইতি পাদ্মোত্তরে খণ্ডে বাক্যমেব বিরাজতে॥
তস্মাদেতত্ত্রয়ং রামানন্দ-রায়-মহাশয়ঃ।
মতো ভক্তৈঃ সমাসেন কথ্যতেঽথ যথামতি॥
(শ্রীগৌঃ গঃ ১২০-১২৪)

কেহ কেহ বলেন যে, ব্রজের প্রিয়-নর্ম্মসখা শ্রীঅর্জ্জুন ও পাণ্ডব শ্রীঅর্জ্জুন এই উভয়ে মিলিত হইয়া শ্রীমহাপ্রভুর প্রিয় শ্রীরামানন্দ-রায়-রূপে প্রকট হইয়াছেন। সুতরাং তিনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণভক্তিপ্রেমতত্ত্বাদি শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট বর্ণন করিতে দক্ষ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—তিনি শ্রীললিতা ছিলেন; আবার কেহ কেহ ইহার অনুমোদন করেন না। ইহারা বলেন যে, শ্রীমহাপ্রভু যখন শ্রীভবানন্দ রায়কে 'পাণ্ডু'-নামে অভিহিত করিয়াছেন, তখন শ্রীরায়-রামানন্দ শ্রীললিতা না হইয়া শ্রীঅর্জ্জুনীয়া বা শ্রীবিশাখাদেবী হইতে পারেন। সেই শ্রীঅর্জ্জুনীয়া বা শ্রীবিশাখাদেবীতে পাণ্ডব শ্রীঅর্জ্জুন মিলিত হইয়াছিলেন। ইহা 'শ্রীপদ্মপুরাণে'র উত্তর-খণ্ডে প্রকাশিত আছে। অতএব শ্রীল রায় রামানন্দ-প্রভু এই তিনজনের মিলিত মূর্ত্তি,—ইহা শ্রীব্রজের ভক্তগণ বলিয়া থাকেন।

* * *

একদিন নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের শ্রীবল্লভ-ভোগ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅধরামৃতের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীরামরায় শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিলেন,—

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥
(শ্রীভাঃ ১০।৩১।১৪)

শ্রীগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"হে বীর! তোমার প্রেমবর্দ্ধক, জগতের শোকনাশক, স্বয়ংকৃতবেণুদ্বারা সুন্দররূপে চুম্বিত, চিত্তিতর-রাগবিস্মারক তোমার যে অধরামৃত, তাহা আমাদিগকে প্রদান কর।

আবার শ্রীরামরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবেশে আর একটি শ্লোক পাঠ করিলেন,—

* গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ॥

(শ্রীভাঃ ১০।২১।৯)

হে গোপীগণ! এই বেণু কি সুকৃতি করিয়াছিল যে, গোপিকাদিগের লভ্য কৃষ্ণাধরসুধা ভোগ করিতেছে? আর্য্যজনগণ যেরূপ সৎসন্তানের (কোন ভগবদ্ভক্তের) জন্ম দেখিয়া তজ্জন্য আনন্দে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই বেণু যে-সকল নদীর জলে পুষ্ট হইয়াছে, সেইসকল নদী স্ব-স্ব উৎফুল্লতান্বিত বিকশিত পদ্মনিচয়রূপ রোমসমূহদ্বারা হৃষ্ট হইতেছে এবং যে-তরু হইতে ইহার জন্ম হইয়াছে, তজ্জাতীয় সকলেই আনন্দে মধুধারা-রূপ অশ্রু মোচন করিতেছে।

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীগুণ্ডিচাবাড়ী ও শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের প্রায় মাঝামাঝি-স্থলে 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ'-নামে একটি উদ্যান আছে। কথিত হয় যে, এইস্থানটি শ্রীল রামানন্দ রায়ের স্থান। কেহ কেহ বলেন,—এইস্থানে যে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ বিরাজিত আছেন, তাহা শ্রীল রায় রামানন্দের সেবিত শ্রীবিগ্রহ। এই জগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে শ্রীরায়-রামানন্দকৃত 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক' অভিনীত হইত, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। নবরাত্র-যাত্রার সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে প্রেমানন্দে এই জগন্নাথবল্লভে অবস্থান করিতেন। কোনসময় বৈশাখী পূর্ণিমা-রাত্রিতে ঐ জগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে শ্রীমন্মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদে উন্মত্ত হইয়াছিলেন; তখন শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামরায় নানা উপায়ে মহাপ্রভুকে বাহ্যদশায় আনয়ন করেন। শ্রীপুরুষোত্তমে অহর্নিশ মহাপ্রভু তাঁহার সেই পরমপ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ নিজজনদিগের সহিত স্ব-রচিত 'শ্রীশিক্ষাষ্টকে'র আস্বাদন করিতেন। শ্রীবিদ্যাপতি ও শ্রীচণ্ডীদাসের পদাবলী, শ্রীবিল্বমঙ্গলের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' যেরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্য আস্বাদন করিতেন, সেইরূপ শ্রীরামানন্দ রায়ের 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক'ও নিত্য আস্বাদন করিতেন।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায়, শুনে পরম আনন্দ॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২।৭৭)

বিভিন্ন গ্রন্থে শ্রীল রামানন্দের চরিত

শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চায়

শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চায় লিখিত আছে,—

ততঃ প্রভাতে বিমলে গতে প্রভু-
র্গায়ন্ হরিং প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যঃ।
যযৌ স কাবেরীপথং জগদ্গুরু-
র্দ্দদর্শ শ্রীরামানন্দাখ্যমার্য্যম্॥
স স্বগৃহে কৃষ্ণপূজাবসানে
ধ্যায়ন্ পরং ব্রহ্ম রমেশনন্দনম্।
দদর্শ গৌরং তমনন্তং মহৎ
সৌরাজ্যমাধুর্য্যমতীব বিস্মিতঃ॥
উত্থায় বেগেন চ তস্য রূপং
দৃষ্ট্বা পরং ব্রহ্ম সন্ন্যাসবেশম্।
প্রণম্য মূর্দ্ধ্না বিহিতঃ কৃতাঞ্জলিঃ
সংস্তুত্য সূক্ত্যা তথানিতি স্থিতো॥
হসন্ প্রভুঃ প্রাহ কথং ন্বর্থ্যতে
শ্রীরাধিকাপাদসরোজষট্পদ।
আত্মানমেবং কথয়ন্ স্মরং হরিঃ
স্বাত্মস্বরূপেণ তমালিলিঙ্গ॥
বৃন্দাটবীকেলিরহস্যবৃত্তং
প্রকাশ্য তস্মিন্ রসিকেন্দ্রমৌলিঃ।
আজ্ঞাপ্য ক্ষেত্রগমনায় সত্বরং
তং সার্ব্বভৌমং স যযৌ জনার্দ্দনং॥

(শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্—৩য় প্রক্রম,
১৪শ সর্গ, ১-৫ শ্লোক)

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর শ্রীল মুরারিগুপ্তের কড়চা হইতে শ্রীশ্রীগৌর-রামানন্দ-মিলনের এই অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'-গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু 'জিয়ড়-নৃসিংহ' দর্শন করিয়া প্রেম-পরবশ-চিত্তে কাঞ্চীনগরে উপনীত হ'ন এবং কাঞ্চীনগরের রাজপ্রাসাদের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া প্রহরীকে রাজপুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। দ্বারী সংবাদ লইয়া আসিয়া সেই যতিবর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে জানান যে, রাজপুত্র অন্তঃপুরে শ্রীভগবানের পূজায় অভিনিবিষ্ট আছেন। এই রাজপুত্রই শ্রীভবানন্দ রায়ের পুত্র শ্রীরামানন্দ রায়। তিনি শ্রীমহামন্ত্র জপ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। কিন্তু শ্রীশ্যামসুন্দরের ধ্যান করিতে করিতে তিনি অচিন্ত্যপূর্ব্ব ও অদ্ভুতপূর্ব্ব শ্রীগৌরসুন্দরের রূপ দর্শন করেন। তিনি পুনরায় শ্রীকৃষ্ণধ্যানে প্রবৃত্ত হ'ন, কিন্তু তখনও শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তিই তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হ'ন। তিনি বিস্মিত হইয়া তাঁহার নিত্যধ্যেয় শ্রীশ্যামসুন্দরের ধ্যানে চিত্ত সংযোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও শ্রীগৌরসুন্দরই প্রোজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠেন। শ্রীল রামানন্দ রায় ইহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক দেখেন যে, তাঁহার ধ্যান-দৃষ্ট মহাপুরুষ সশরীরে বিরাজমান। প্রহরিগণের অলক্ষ্যে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরামানন্দ রায়ের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার ধ্যানমন্দিরে তাঁহাকে দর্শন দান করেন। তখন শ্রীরামানন্দ রায়—

আপাদ-মস্তক প্রভুর নেহারয়ে অঙ্গ।
গৌর-অঙ্গ দেখি' হিয়ায় উপজিল রঙ্গ॥
বিস্ময় লাগিল, স্বামী আইলা কেমতে।
প্রভুরে কহয়ে কিছু হাসিতে হাসিতে॥
"মোর অভ্যন্তরে তুমি আইলা কেমনে?
বড়ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণে॥"
প্রভু কহে,—"তুমি কেনে না চিন আপনা?
আমারে না চিন, আমি নিতে আইনু তোমা॥"

এ বোল শুনিঞা প্রভু অট্ট-অট্ট হাস।
আপনা চিনায় প্রভু, করে পরকাশ॥
যে ছিল সেখানে কৃষ্ণ-দেবতাকৃতি।
সকল দেখায় এক গৌর-মূরতি॥

কষিত এ দশবাণ কাঞ্চন-বরণ।
তাহা ছাড়ি' হৈলা প্রভু শ্যাম-সুচিকণ॥
কানড়া-কুসুমাকৃতি অঙ্গের বরণ।
ময়ূর-শিখণ্ড শিরে—মুরলীবদন।
নানা আভরণ অঙ্গে, চিকণীয়া কালা।
পীতবস্ত্র পরিধান—গলে বনমালা॥

তাহা দেখি' মহারাজ আনন্দিত-মন॥
পুনরপি হৈলা প্রভু গৌর-বরণ।
পশু, পক্ষী, বৃক্ষ আর যত লতা-পাতা।
গৌর-অঙ্গ-ছটা ঝলমল করে তথা॥

দেখিয়া জানিল রাজা রামানন্দ রায়।
প্রেমায় বিহ্বল, ধরে নিজ-প্রভু-পায়॥
চরণে পড়িয়া কান্দে, অবশ শরীর।
করে ধরি' লঞা প্রভু হৈলেন বাহির॥

(শ্রীচৈঃ মঃ, শেষখণ্ড ১০১-১১৩)

শ্রীল রামানন্দের রচিত গ্রন্থ

'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক' অথবা 'শ্রীরামানন্দ-সঙ্গীত-নাটক'—যাহা "রায়ের নাটকগীতি"-নামে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু উল্লেখ করিয়াছেন এবং যাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নীলাচলে নিত্য আস্বাদন করিতেন,' সেই গ্রন্থারম্ভেই শ্রীশ্রীল রায়-রামানন্দ প্রভুর [illegible] কীর্ত্তিত।

" সর্ববিজ্ঞানবৌবিলাসগাম্ভীর্যমর্যাদাদৈবতপ্রসাদবিশদ-রত্নাকরস্য সুরগুরুপ্রতিমনীতি-কৌশলকল্পিত-সম্রাজ্ঞীকৃত-প্রতাপ-পৃথ্বীধরস্য শ্রীভবানন্দরায়স্য তনয়েন শ্রীহরিচরণালঙ্কৃত-মানসেন শ্রীরামানন্দরায়েণ কবিনা তত্তদ্গুণালঙ্কৃতং 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ'-নাম গজপতি-প্রতাপরুদ্রপ্রিয়ং রামানন্দ-সঙ্গীতনাটকং নির্মায় সমর্পিতমভিনেয়াদি।"

শ্রীসূত্রধারের এই নান্দীপাঠ হইতে জানা যায় যে, শ্রীরামানন্দ রায়ের পিতৃদেব শ্রীভবানন্দ রায় সমস্ত বিদ্যায় পারঙ্গত ও সর্ব্বজনাদৃত ছিলেন। তাঁহারই পুত্র শ্রীহরিচরণালঙ্কৃতচিত্ত কবি শ্রীরামানন্দ রায় গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রিয় 'শ্রীরামানন্দ-সঙ্গীত-নাটক' বা 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক' নির্মাণ করিয়াছেন। এই নাটকটী শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত শ্রীল রামানন্দ রায়ের মিলনের পূর্ব্বে গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অভীষ্টানুসারে রচিত হইয়াছিল। এই নাটকের মঙ্গলাচরণে এবং প্রত্যেক সঙ্গীতের মধ্যে

শ্রীপ্রতাপরুদ্রের কীর্ত্তি, গুণ ও নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। নাটকের প্রথম অঙ্কে মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে সূত্রধার বলিতেছেন,—

"যস্যাপি নিশম্য সন্নিবেশিতঃ সেকেশ্বরঃ কন্দরং
স্বং বর্গং কনকবর্ণভূমিতিলকঃ সাশ্রং সমুদীক্ষতে।
মেনে দুর্জ্জয়ভূপতির্জরদিবারণ্যং নিজং পত্তনং
বাত্যাপ্রপতোদ্বিলোলতরণিস্থং বেদ গৌড়েশ্বরঃ ॥
কাদম্ববিলাস শৈবগিরের্দ্বৈতং সুধাদীধিতে-
র্নির্ঝরস্তুহিনাচলস্য ফেনং ক্ষীরাম্বুরাশেরসৌ।
সারঃ শারদবারিদস্য কিমপি স্বর্বাহিনী-বারিণো
বৈরাজ্যং বিমলীকরোতি সততং যৎকীর্ত্তিরাশির্জগৎ ॥

যদ্দানাম্বুভবনির্ম্মিতনদীসংভেদবর্দ্ধাম্বসৌ
বিক্ষুভ্যত্তরঙ্গ-নিনদমিষাৎ প্রস্তৌতি যং বারিধিঃ।
নিত্যপ্রস্তুতসপ্ততন্তুভিরভিপ্রত্যক্ষ মনো নাকিনাং
যেনৈতৎ প্রতিমাচ্ছলেন যদমী মুঞ্চন্তি ন প্রাঙ্গণম্ ॥

তেন প্রতিভটনৃপঘটাকালাগ্নিরুদ্রেণ শ্রীমৎপ্রতাপরুদ্রেণ শ্রীহরিচরণপরিকৃত্য কমপি প্রবন্ধমভিনেতুমাদিষ্টোঽস্মি।"

যাঁহার নাম শ্রবণ করিবা মাত্র 'সেকেশ্বর'-নামক শ্রেষ্ঠ-নৃপতি ভীতচিত্তে গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিয়াছে এবং কনকবর্ণ-ভূমিপালকবর নিজ পরিবারবর্গকে সাশ্রুনয়নে দেখিতেছেন, যাঁহার নামমাত্র-শ্রবণে দুর্জ্জয়দেশীয় ভূপতি নিজ রাজধানীকে জীর্ণ অরণ্যের ন্যায় বোধ করিতেছেন এবং গৌড়দেশীয় ক্ষিতিপাল আপনাকে প্রবল বাত্যাবেগে ঘূর্ণিত সমুদ্রস্থ নৌকায় আরূঢ় ব্যক্তির ন্যায় বোধ করিতেছেন, যাঁহার কীর্ত্তিরাশি কৈলাসপর্বতের কাদম্বস্বরূপ, সুধাংশুর দ্বিতীয়-স্বরূপ, হিমালয়ের নির্ঝর-সদৃশ, ক্ষীরসমুদ্রের ফেন-স্বরূপ, শারদমেঘের ন্যায় ও সুরতরঙ্গিণীর পবিত্র-জলধারার ন্যায় জগৎকে নির্ম্মল করিতেছে, যাঁহার দানোৎসর্গ-বারি হইতে জাত নদীসমূহের সঙ্গ লাভ করত সমুদ্র বর্দ্ধিত হইয়া চঞ্চল উচ্ছলিত তরঙ্গ প্রকাশ করিয়া উচ্চধ্বনিচ্ছলে যাঁহার স্তব করিতেছে, যাঁহার নিত্য অনুষ্ঠিত যজ্ঞের দ্বারা দেবতা-সকল বদ্ধচিত্ত হইয়া প্রতিমাচ্ছলে ক্ষণকালের জন্যও যাঁহার প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করেন না, সেই বিপক্ষ-রাজগণের কালাগ্নি-রুদ্রস্বরূপ শ্রীমান্ প্রতাপরুদ্র শ্রীহরি-বিষয় অবলম্বন করিয়া কোন একটী প্রবন্ধ অভিনয় করিতে আমাকে আদেশ করিয়াছেন।

এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, শ্রীপ্রতাপরুদ্রের আদেশে 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক' রচিত হইয়াছিল। ইহার অব্যবহিত পরের উক্তি হইতে জানা যায় যে, এই নাটকটী সম্পূর্ণ মৌলিকবিষয়-অবলম্বনে রচিত। ইহা কোন পুরাতন আদর্শকে অবলম্বন করিয়া তৎপ্রতিচ্ছায়ারূপে নির্ম্মিত হয় নাই।

মধুরিপুপদলীলাশালি উত্তমশ্লোকাঢ্যং
সহৃদয়হৃদয়ানাং কামমামোদহেতুম্।
অভিনবকৃতিমন্যচ্ছায়য়া নো নিবদ্ধং
সমভিনয় নটানাং বর্য্য কিঞ্চিৎ প্রবন্ধম্ ॥

অহে নটশ্রেষ্ঠ! যাহা শ্রীকৃষ্ণলীলাময় ও যাহা সদ্গুণান্বিত হইয়া সামাজিকদিগের চিত্তকে আনন্দিত করে, এরূপ একটী অভিনব প্রবন্ধের অভিনয় কর। কিন্তু তাহা যেন অন্যের কোন পুরাতন প্রবন্ধকে আদর্শ করিয়া তৎপ্রতিচ্ছায়ারূপে নির্ম্মিত না হয়।

'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক' পঞ্চ অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কে 'পূর্ব্বরাগ', দ্বিতীয় অঙ্কে 'ভাব-পরীক্ষা', তৃতীয় অঙ্কে 'ভাব-প্রকাশ', চতুর্থ অঙ্কে 'শ্রীরাধাভিসার' ও পঞ্চম অঙ্কে 'শ্রীরাধা-সঙ্গম' বিষয়স্বরূপে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে ২১টী সঙ্গীত (সংস্কৃত, পদ) আছে। উক্ত সঙ্গীতসমূহ অনেকটা শ্রীজয়দেবের 'শ্রীগীতগোবিন্দ'-সঙ্গীতের অনুরূপ। প্রত্যেক সঙ্গীতের ভণিতায় গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র ও শ্রীরায়-রামানন্দের নামোল্লেখ আছে; যথা,—

সুখয়তু গজপতিরুদ্রমনোহরমধুরিমনিধিমভিধানম্।
রামানন্দ-রায়কবিরচিতং রসিকজনং বুধবিধানম্ ॥
(১ম অঙ্ক)

গজপতিরুদ্র-মনোহরমহরহরিহমধুরসিকসমাজম্।
রামানন্দ-রায়-কবিভণিতং বিহরতু হরিপদভাজম্ ॥
(২য় অঙ্ক)

সুখয়তু রুদ্রগজাধিপচিত্তম্।
রামানন্দ-রায়-কবিভণিতম্ ॥
(ঐ)

উদয়তু রুদ্রগজাধিপহৃদয়ে।
রামানন্দ-ভণিতমভিসদয়ে ॥
(ঐ)

গজপতিরুদ্রমুদে সমুদিতম্ ।
রামানন্দরায়-কবিগীতম্ ॥

(৩য় অঙ্ক)

গজপতিরুদ্রনরাধিপহৃদয়ে বসতু চিরং রসসারে ।
রামানন্দরায়-কবিভণিতং পরিচিতমেকলিখিতারে ॥

(ঐ)

প্রথয়তু রুদ্রগজেশম্ ।
রামানন্দরায়কৃতভণিতম্ ॥

(৪র্থ অঙ্ক) ইত্যাদি

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Notices of Sanskrit Mss.-গ্রন্থে (Vol. IV, No. 1672) ও Catalogus Catalogorum-এর ১ম খণ্ডের ১৬৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত 'শ্রীগোবিন্দবল্লভ'-নামক আর একটী সংস্কৃত নাটক শ্রীরায়-রামানন্দের রচিত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

নারায়ণকবি তাঁহার 'সঙ্গীতসার'-নামক পুস্তকে শ্রীরামানন্দ-কবিরায়ের 'কৃষ্ণগীতপ্রবন্ধ'-নামক একটী সঙ্গীত-গ্রন্থ হইতে 'চিত্রপদ'-নামক একটি গান উদ্ধার করিয়াছেন। উহার পদে এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়,—

"জয়তু রুদ্রগজেশমুদিতরামানন্দ-কবিরায়-কবিগীতম্ ।"

শ্রীল রামানন্দ রায় নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিকজন। সুতরাং তিনি যে "শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক" রচনা করিয়াছেন, তাহা একমাত্র অনর্থনির্মুক্ত রাগানুগগণেরই আস্বাদনের যোগ্য।

শ্রীলশ্রীরায় রামানন্দপ্রভুর রচিত সংস্কৃত 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটকে'র শ্লোকসমূহ শ্রীলোচনদাসের ভণিতায় বাঙ্গালা-পদে রূপান্তরিত হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে 'অকিঞ্চন-দাস'-নামক একব্যক্তি উক্ত নাটকের একটি পদ্যানুবাদ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ঐ পুঁথি দৃষ্ট হয় (পুঁথিসংখ্যা ১৫১২)। 'গোপালদাস'-নামক আর এক ব্যক্তির রচিত 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটকে'র একটি অনুবাদের পুঁথিও দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক ব্যতীত শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুর 'শ্রীপদ্যাবলী'তে শ্রীরামানন্দ প্রভুর রচিত একটি শ্লোক দৃষ্ট হয়। নিম্নলিখিত শ্লোকটী শ্রীল রায় রামানন্দপ্রভুর কৃত বলিয়া 'শ্রীপদ্যাবলী'তে উল্লিখিত আছে এবং 'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে' ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্য অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীশ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

নানোপচারকৃত-পূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্ণৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো নন্থ ভক্ষ্য-পেয়ে ॥

যেমত জঠরে যে-পর্যন্ত তীব্র ক্ষুধা-পিপাসা থাকে, ততক্ষণই ভক্ষ্য-পেয় বস্তুসকল সুখদায়ক হয়, সেইরূপ আর্ত্তবন্ধুর নানা উপচারে পূজা হইলেও তাহা প্রেমযুক্ত হইলেই ভক্তগণের হৃদয় আনন্দে গলিত হয়।

নিম্নলিখিত শ্লোকটিও কোথাও কোথাও শ্রীল রামানন্দ রায়ের রচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে ।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥

কোটিজন্মকৃত সুকৃতিদ্বারা যাহা পাওয়া যায় না, অথচ লোভরূপ একটি মূল্য দিয়া যাহা পাওয়া যায়, এরূপ শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসভাবিতমতি যাহা হইতেও পাও, ক্রয় করিয়া লেন।

শ্রীশ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুর স্ব-রচিত প্রাচীনতম ব্রজবুলী পদটী শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' (মধ্য, ৮ম পরিচ্ছেদ, ১৯২ সংখ্যা) উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামি-প্রভু 'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে'র ১৩শ সর্গে এই পদটি উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরও তাঁহার 'পদামৃতসমুদ্রে' ঐ সঙ্গীতটি আহরণ করিয়া তাহার একটী সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'অমৃতপ্রবাহভাষ্যে' ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ 'অনুভাষ্যে' ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সঙ্গীতটী এই,—

"পহিলেহি রাগ নয়নভঙ্গে ভেল ।
অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল ॥
না সো রমণ, না হাম রমণী ।
দুঁহু-মন মনোভব পেষল জানি' ॥
এ সখি, সে-সব প্রেম-কাহিনী ।
কানু-ঠামে কহবি বিছুরল জানি' ॥
না খোঁজলুঁ দূতী, না খোঁজলুঁ আন্ ।
দুঁহুকেরি মিলনে মধ্য পাঁচবাণ ॥
অব্ সোহি বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী ।
সু-পুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি ॥"

'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে' নিম্নলিখিত ২টি পদ ভণিতা-রূপে দৃষ্ট হয়,—

বর্দ্ধন রুদ্র-নরাধিপ-মান।
রামানন্দ-রায় কবি ভাণ॥

শ্রীল রায়-রামানন্দ-কৃত এই গীতির ভাষ্যে ও বিবৃতিতে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

"শ্রীরামানন্দ রায়ের উক্তি হইতে যে 'প্রেমবৈচিত্ত্যে'র অন্তর্গত 'মোহন-মাদনাদি অধিরূঢ় মহাভাবে'র বিলাস-বৈচিত্র্য ও বিলাস-বিবর্ত্ত কথিত হইয়াছে, তাহা অনুসরণ করিতে প্রাকৃত-সহজিয়া অসমর্থ। প্রাকৃত-সহজিয়া শ্রীরামানন্দের গীতার্থকে কেবল নির্ব্বিশেষবাদে লইয়া যাইবার জন্যই ব্যস্ত হইবেন, কিন্তু তাহা শ্রীরামানন্দের বক্তব্য ও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রোতব্য বিষয় ছিল না; এইজন্যই ভজনের নিগূঢ় চমৎকারিতা ও অপূর্ব্বতা অর্ব্বাচীন জড়-দার্শনিক-সমাজে প্রচার করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়াই শ্রীগৌরসুন্দর স্বহস্তে শ্রীরামানন্দের কৃষ্ণাবৃত বদনকমল আবৃত করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা বাহ্যজগদ্দর্শনশীল জড়দার্শনিকের অনুভূতির দ্বারা এই গীত যে অনুভবনীয় নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। 'না সো রমণ, না হাম রমণী' এই পদব্যাখ্যার বিবর্ত্ত জড়-বিবর্ত্তবাদীকে গ্রাস করিলে বিষয়-আশ্রয়-রাহিত্যরূপ কেবলাদ্বৈতসিদ্ধিকে 'অহংজ্ঞান' বলাইয়া পুনরায় জীব-বিবর্ত্তেই ফেলিয়া দেয়। এস্থলে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বলেন,—'না সো রমণ, না হাম রমণী'—এই বাক্যে বাস্তবসত্তাকে ধ্বংস করা হয় নাই, কিন্তু বস্তুতে বস্তুশক্তি-পরিচয়ে যে অশুদ্ধ-দ্বৈতাপত্তি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারই নিরসন উদ্দিষ্ট হইয়াছে।"

তিরোভাব-প্রসঙ্গ

'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে' দৃষ্ট হয় যে, শ্রীমহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলে সেই বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীল রায় রামানন্দ প্রাণত্যাগ করেন।

স্থিত্বা তত্র শ্রীমতো গৌরচন্দ্রঃ
কতিচিৎ কালং তেন ভক্তোৎসবেনৈব।
কালিন্দীয়ং তীরমেব প্রতস্থে
বিশ্লেষার্ত্তাংস্তত্র তাংস্তান্ বিহায়॥
রামানন্দস্তদ্বিয়োগাধিপীড়া-
ক্ষীণক্ষীণস্ত্যাজাসূন্ মহাত্মা।
বিশ্লেষে তাদৃগ্ যোগ্যমেবৈতদস্মিং
প্রেম্ণাবস্থাদৃশস্যাস্ত নূনম্॥

শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র তথায় কিছুকাল অবস্থান করত বিরহার্ত্ত তাঁহাদিগকে (ভক্তবৃন্দকে) পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সেই (শ্রীবৃন্দাবনে গমনের) পথে শ্রীযমুনাতীরে গমন করিলেন। মহাত্মা শ্রীল রায় রামানন্দ তাঁহার বিয়োগপীড়ায় পীড়িত হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে হইতে (অবশেষে) প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন অর্থাৎ 'মৃত্যু'-নামক দশা প্রাপ্ত হইলেন। বিশ্লেষে তাদৃশ প্রেমের ঐরূপ স্বভাবই যোগ্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এইস্থানে 'প্রাণত্যাগ' বা 'মৃত্যু'-শব্দে সাধারণ-প্রসিদ্ধ অর্থ গৃহীত হয় নাই। অপ্রাকৃত বিরহের দশমী দশার নাম—'মৃত্যু'। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-পাঠকগণ অবগত আছেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত হইবার পরেও শ্রীল রায় রামানন্দের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়া নীলাচলে বিবিধ লীলা প্রকট করিয়াছেন। 'শ্রীমুরারি-গুপ্তের কড়চা'য়ও ৪র্থ প্রক্রমে ১০ম সর্গে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে প্রত্যাগমনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ১০ম সর্গে লিখিত আছে,—

ততো গজপতী রাজা দর্শনার্থং মহাপ্রভোঃ।
সার্ব্বভৌমং সমাহূয় রামানন্দ-সমন্বিতম্॥
(১ম শ্লোক)

'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটের পরও শ্রীল রায়-রামানন্দ প্রভুর অবস্থানের কথা দৃষ্ট হয়,—

হেনকালে প্রভুর অদর্শনের কথা শুনি'।
অঙ্গ আছাড়িয়া রাজা (প্রতাপরুদ্র) লুটায় ধরণী॥
শিরে করাঘাত করি' হৈল অচেতন।
রায়-রামানন্দ যত্নে রাখিল জীবন॥
(শ্রীভঃ রঃ ৩।২১৭-৮)

শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পর শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীপুরুষোত্তমে গমন করিয়া শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও শ্রীরায়-রামানন্দ প্রভুর দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটের অত্যল্প দিবস পরেই শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু নীলাচলে গমন করেন; যথা শ্রীভক্তিরত্নাকরে,—

মনে উৎকণ্ঠিত শ্রীনিবাসেরে দেখিতে।
শ্রীনিবাস গেলা সার্ব্বভৌমের বাটীতে॥
তথায় শ্রীরায়-রামানন্দের গমন।
দোঁহে বসি' গায় গৌরচন্দ্রের গুণগণ॥

মহা-শোক-সমুদ্রে ভাসয়ে দুইজনে।
শ্রীনিবাসে দেখি' সুখ উপজিল মনে॥

(শ্রীভঃ রঃ ৩।১৪৪-১৪৬, ১৪৮)

উপসংহারে আমরা শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর উক্তি আবৃত্তি করিয়া বলিতেছি,—

সহজে চৈতন্যচরিত্র—ঘনদুগ্ধপূর।
রামানন্দ-চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলা—তা'তে কর্পূর-মিলন।
ভাগ্যবান্ যেই, সেই করে আস্বাদন॥
রামানন্দরায়ে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁ'র মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।৩০৩,৩০৪,৩১০)

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীপুরীধামে শ্রীচটকপর্ব্বতে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামি-ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীশ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণীর আবির্ভাব-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অনুক্ষণ হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীল জাহ্নবা-ঠাকুরাণীর তত্ত্ব ও মহত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী-দিবস শ্রীপুরীধাম হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়া উপবাস ও রাত্রি-জাগরণমুখে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তনপূর্ব্বক শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশীতিথি-সম্মান শিক্ষা দিয়াছেন। পণ্ডিতবর শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু ও শ্রীযু বনয়ানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবের কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজের নিয়ামকত্বে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীযোগপীঠে উপনীত হ'ন। বর্ষীয়ান্ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ ভট্টাচার্য্য শ্রীযোগপীঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজের নেতৃত্বে অহোরাত্র সংকীর্ত্তন ও তৎপরদিবস শ্রীমহাপ্রসাদ-বিতরণ-মহোৎসব হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমথুরা-গৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ প্রভৃতি শুদ্ধভক্তিমঠসমূহে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীশ্রীল রায় রামানন্দপ্রভুর তিরোভাব-মহামহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

ভ্রমসংশোধন—"গৌড়ীয়" ২০শ খণ্ড ৫ম সংখ্যায় নিম্নলিখিত ভ্রমসমূহ পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন। ৪৪১ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভের ৮ম পংক্তিতে 'হত্যামঞ্চের ... ... হইয়াছিল' স্থানে 'ভ্রাতা শ্রীগোপীনাথের হত্যামঞ্চের নিকট আনয়ন করা হইয়াছিল'—এইরূপ হইবে এবং ৪৪৮ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভের ৯ম পংক্তিতে 'হত্যামঞ্চে ... হইয়াছিল' স্থানে 'বন্ধন করিয়া ভ্রাতা শ্রীগোপীনাথের হত্যামঞ্চের নিকট আনয়ন করা হইয়াছিল' হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরসাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ ; ১৬ই মে, ১৯৪২ { ৪১শ সংখ্যা।

শ্রীধামের মজুর ●

মজুর দুই প্রকার—গ্রামের মজুর ও শ্রীধামের মজুর। গ্রামের মজুর 'পেট ও ভিটা'র দাস, আর শ্রীধামের মজুর সাবরণ শ্রীধামেশ্বর শ্রীগৌরহরির নিত্যদাস। 'পেট ও ভিটা'কে অবলম্বন করিয়া যে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত হয়, উহার মজুরেরা **'Labourer'** বা **'Communist'** প্রভৃতি পরিভাষার দ্বারা পরিচিত। অপ্রাকৃত শ্রীধামে যাঁহাদের আত্মবোধ হইয়াছে, তাঁহারাই প্রকৃত 'Communist'; রাষ্ট্রাত্মবাদী বা দেশাত্মবাদী যে আপনাকে 'Communist' বলিয়া দাবী করেন, উহা তাঁহাদিগকে কলি বা নানাপ্রকার সংঘর্ষের সম্মুখীন করিয়া থাকে। কারণ, রাষ্ট্রের পরস্পর-বিবদমান ভোক্তা বা রাষ্ট্র হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ভোক্তার সংখ্যা অগণিত। কিন্তু বৈকুণ্ঠ-রাষ্ট্রের ভোক্তা এক অদ্বিতীয় সম্রাট্ লীলা-পুরুষোত্তম; তথায় অন্যান্য সকলেই সেই ভোক্তৃতত্ত্বের সেবক বা মজুর। রাষ্ট্রাত্মবাদী Labourer Impersonalist বা নির্বিশেষবাদী। সে ক্ষেত্র হইতে যে দ্রব্য নিজের বাহুবলে উৎপন্ন করে বলিয়া অভিমান করে, উহার ভোক্তা রাষ্ট্র অর্থাৎ তদন্তর্গত ষড়রিপুর দাস সমষ্টি-জীব বা তদন্তর্গত ব্যষ্টিজীব। কিন্তু শ্রীধামের মজুর নিজে কর্ত্তা, ভোক্তা বা প্রভু নহেন, শ্রীধামেশ্বরই একমাত্র কর্ত্তা ও প্রভু। সেই বৈকুণ্ঠ বা গোলোক যখন শ্রীভগবদিচ্ছায় তাঁহার সহিত ভূলোকে অবতীর্ণ হন, তখনই তাহা শ্রীধামরূপে প্রকটিত।

● শ্রীশ্রীগৌরহরি শ্রীগুরুবর্গের বাণী-অবলম্বনে রচিত।

সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল—ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন-নাম॥
সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনুসম।
উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে, নাহিক নিয়ম॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তাঁ'র কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তাঁ'র, নাহি দুই কায়।
চিন্তামণি-ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁ'রে প্রপঞ্চের সম॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৫।১৭-২০)

যাঁহারা পরমহংসমুকুটমৌলি জগদ্‌গুরুদেব, তাঁহারাও আপনাদিগকে এই 'শ্রীধামের মজুর' বলিয়া অভিমান করেন। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজ যাঁহাদের শুভাভ্যুত্থান করিতেন, তাঁহাদিগকে শ্রীধামের মজুর হইতে বলিতেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অপ্রাকৃত-বিচারকল্পে প্রত্যেক আত্মমঙ্গল-প্রার্থী জীবকে শ্রীগৌরধামের মজুরগিরি করিবার বুদ্ধি প্রদান করিয়াছিলেন। নিত্যমুক্তচূড়ামণি শ্রীনন্দাদি শ্রীকৃষ্ণ-নিজজনগণ অপ্রাকৃত শ্রীব্রজধামের অঙ্গীকৃত বৈশ্য। কিন্তু শ্রী[illegible]ধাম এতই উদার যে, অনর্থযুক্ত জীবকেও তিনি মজুরগিরি করিবার অধিকার প্রদানপূর্ব্বক সর্ব্বোত্তমা কৃপা বিতরণ করেন। গৃহস্থগণ সপরিবারে এই শ্রীধামের কৃষক বা চাষা হইলে শ্রীবাসাদি শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের অহৈতুক-কৃপার অধিকারী হইতে পারেন। যাঁহারা চিত্তবৃত্তিতে শ্রীধামের 'খানদানি চাষা' বা 'গৃহস্থ', তাঁহারাই প্রকৃত 'গৃহস্থ'-শব্দবাচ্য। ইঁহারা নিজের পেটের ও ভিটার জন্য কর্ষণ করেন না। ইঁহারা 'বিক্রীত গো'র ন্যায় সর্ব্বক্ষণের লাঙ্গলের জোয়াল স্কন্ধে করিয়া তাঁহার কৃপাকটাক্ষে পতিত হইবার জন্য শ্রীগৌরহরির সেবোপকরণ-সমূহ প্রকট করেন। ইঁহারা [illegible] চাষা হইতে পারেন, যাঁহাদের নিকট অপ্রাকৃতলোকের বৈকুণ্ঠ [illegible] অবতীর্ণ হন। যাঁহারা শ্রীধামের মজুর হইতে প্রস্তুত নহে, তাহাদের ন্যায় হতভাগ্য মূর্খ অপরাধী আর নাই। কারণ, শ্রীধাম উন্মুক্তহস্তে যে কৃপাদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহারা তাঁহার প্রতি দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে।

'ধামবাসিজনে প্রণতি করিয়া মাগিব কৃপার লেশ'—এই মহাজনের পদ অনুসরণ করিয়া যাঁহারা শ্রীধামবাসীর কৃপালেশ-প্রার্থনায় জন্য ব্যাকুল, তাঁহাদিগের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য—শ্রীধামের মজুর হইবার জন্য অকপটে আগ্রহান্বিত হওয়া। শ্রীধাম তাঁহার ক্ষেত্রে শ্রীগৌরহরি ও তাঁহার সেবকগণের সেবার জন্য মুক্তহস্তে যে উপকরণ পাঠাইয়া দেন, তাহা গ্রহণ করিতে যদি আমরা হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া ফেলি, তবে কি তাহা পাষণ্ডতার চরমকাষ্ঠা নহে? শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গোলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া কিজন্য শ্রীধামে ভূমি সংগ্রহ করিয়াছিলেন? বিষয়াক্রান্তগণ বিষয়িকুল হয় ত' মনে করিবে, ইহা প্রাকৃত ভূম্যধিকারিগণের ন্যায় ভূমি বা বিষয়-সংগ্রহের চেষ্টা-বিশেষ। বস্তুতঃ তাহা নহে। তিনি ভোগ্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া তাঁহার স্বজনগণকে নিরয়ে প্রেরণার্থ অবতীর্ণ হন নাই। তাঁহাদিগকে গোলোকে লইয়া যাইবার জন্যই আসিয়াছিলেন। যে-স্থানে শ্রীলীলাশক্তি শ্রীধাম তাঁহার প্রাণনাথ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিতেছেন, সেই শ্রীলীলাশক্তির আনুগত্য-লীলা প্রকটিত করিবার জন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীধামের ভূমি সংগ্রহ করিয়াছেন। 'শ্রীধামেশ্বরের নিত্যযাত্রামহোৎসব হইবে, শ্রীধামবাসিজনের ও শ্রীধামসেবকগণের সেবা হইবে, শ্রীবাসাদি শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের কৃপাসম্প্রাপ্তি, শ্রীসংকীর্ত্তনরাসস্থলীর কৃপাবদান বিস্তৃত হইবে'—এই বিচারেই পরম করুণাময় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীধামের শ্রীক্ষেত্রসমূহ বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু "এই শ্রীক্ষেত্রের সেবা করিলে বিষয়-কার্য্য হইয়া যাইবে, ভোগ হইয়া যাইবে, অতএব আলস্য-জাড্য অবলম্বন করিয়া শ্রীধামেশ্বরের সেবা হইতে বিরত থাকা যাউক, 'ঠুঁটোরাম' হইয়া অর্থাৎ অদ্বিতীয় ভোক্তা শ্রীজগন্নাথের সজ্জা গ্রহণ করিয়া কেবলমাত্র অপরের আহৃত দ্রব্য-সম্ভার ভোগ করা যাউক"—যাহারা এইরূপ বিচারে ধাবমান, তাহারা অত্যন্ত ধামাপরাধী ও নামাপরাধী পাষণ্ডী; সেইরূপ ব্যক্তি শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে অপরাধী ত' বটেই। যাহারা বিংশ বৎসরাধিক কাল যাবৎ "তৈয়ারী "মাল" ভোগ করিতে করিতে পাষণ্ডী হইয়া পড়িয়াছে, সেইসকল ধামাপরাধী লক্ষকোটী বৎসর মালা টানিয়াও শ্রীধামের কৃপা পাইবে না। শ্রী[illegible] ক্ষেত্র এই বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন,—"হায় হায়! আমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য পড়িয়া রহিয়াছি, আত্মনিক্ষেপ

করিয়াছি, কিন্তু ইঁহারা আমাদ্বারা সেবা করাইতেছে না! আমার মধ্য দিয়া শ্রীগৌরভক্তগণের যে কৃপাশক্তি ফলোন্মুখ হইতে পারে, তৎপ্রতি তাহারা ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না!"

পরোপদেশে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন না করিয়া, বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া গলাবাজি না করিয়া, শ্রীধামের একজন মজুর হইতে পারিলে প্রকৃত কল্যাণ হইবে। যাহারা কেবল মুখে 'কৃপা' 'কৃপা' বলিয়া কপট করে বা যাহারা শত শত সাধন করিয়াও কামক্রোধাদি রিপুর দাস হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে না, শত শত অন্যাভিলাষ যাহাদিগকে সর্ব্বদা বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতেছে, তাহারাও যদি শ্রীধামবাসিজনের অনুগত হইয়া অভিনিবেশ-সহকারে ও আপনবুদ্ধিতে শ্রীধামের মজুরগিরি করে, তবে অচিরেই তাহারা শ্রীধামেশ্বরের কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে শ্রীধামের মজুরের অভিমান পোষণ করিতে হইবে। ইহাকেই নিজের সত্তা বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীধামের মজুরের মজুরী— শ্রীধামেশ্বরের অহৈতুকী কৃপা বা সর্ব্বনাশ—দেহব্রত বা গৃহব্রতধর্ম্ম হইতে চিরতরে মুক্ত হইয়া শ্রীধামেশ্বর ও শ্রীধামবাসিজনে নিরুপাধিক-প্রীতি। 'আমি শ্রীধামের মজুরগণের একজন নগণ্য যোগানদার' এই অভিমান অকপটে যতই প্রবল হইবে, ততই নরদৈত্য ও আত্মপিশাচের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া আমরা শ্রীধামের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব। শ্রীধামের মজুরগিরি করিতে করিতে যতই অপরাধক্ষালন হইতে থাকিবে, ততই শ্রীধামের স্বরূপ হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবে।

শ্রীধামের মজুরগিরি কর্ম্মীর 'কর্ম্ম' নহে, সমাজতন্ত্রবাদীর বুভুক্ষাও নহে অথবা মায়াবাদীর মুমুক্ষাও নহে। শ্রীধামের মজুরের অভিনয় করিয়া কেহ কেহ শ্রীধাম হইতে বিতাড়িত হইয়াছে দেখিয়া যাহারা শ্রীধামপ্রভুর মজুরগিরি করিবার বিপক্ষে যুক্তিবাদী, সেইসকল ধামাপরাধীর কোটিজন্মেও নিস্তার নাই। কারণ, ইহারা অন্তরে শ্রীধামের কৃপামাহাত্ম্যকে অর্থবাদ বা অতিস্তুতি জ্ঞান করিতেছে। যাহাদের শারীরিক-শক্তির অভাব, তাহারাও শ্রীধামের মজুরগণের কোন-না-কোন প্রকার সেবা করিয়া "শ্রীধামের মজুরের মজুর" অভিমান হৃদয়ে প্রবল রাখুন। শ্রীধামের মজুরের প্রতিই শ্রীধামপ্রভুর কৃপা হয়।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়

সপ্তম প্রসঙ্গ *

ভজন-শিক্ষাপ্রাপ্তি-লীলা ও 'ঠাকুর মহাশয়' নাম-প্রাপ্তি

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় নিত্যসিদ্ধ ভাগবত হইয়াও জীবের শিক্ষার জন্য শ্রীশ্রীল লোকনাথ গোস্বামিপ্রভুর নিকট হইতে মন্ত্র-দীক্ষা-প্রাপ্তি-লীলার পর ভজনশিক্ষাগ্রহণের লীলা প্রকাশ করিলেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের চরিত-লেখক কোন প্রাচীন পদকর্ত্তা প্রথমেই সাধারণকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন যে, সেইসকল ভজনের কথা বহির্ম্মুখ-সাধারণের নিকট প্রকাশ্য নহে।

বহির্ম্মুখ-স্থানে ইহা করিব গোপন।
কহিবে তাহার স্থানে যেই এই জন॥

অর্থাৎ এইসকল রূপানুগ-ভজনপদ্ধতি বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের নিকট গোপন করিতে হইবে; কিন্তু যাহারা শ্রীরূপানুগ-সাধুজনের আশ্রিত-জন হইবার জন্য লোভবিশিষ্ট, তাঁহাদিগের নিকট ইহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, কারণ, তাঁহারা ঐ সাধনা-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া স্বাভীষ্টসেবার পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন।

শ্রীল নরোত্তম তাঁহার 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র উপসংহারে গাহিয়াছেন,—

---

* পূর্ব্ব-প্রকাশিত ২০শ বর্ষ, ২৬শ-২৭শ সংখ্যার পর।

"আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা তথা,
ইহাতে হইও সাবধান।
না করিহ কেহ রোষ, না লইহ মোর দোষ,
প্রণমহ ভকতের চরণ॥"

দীক্ষাপ্রাপ্তিলীলার পরদিবস প্রাতে শ্রীল নরোত্তম শ্রীল লোকনাথ গোস্বামিপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম-সম্মুখে আগমন-পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ের ভজনপদ্ধতি-শ্রবণার্থ নিবেদন করিলেন; শ্রীল লোকনাথ প্রভুও শ্রীনরোত্তমকে একান্ত প্রিয় শিষ্য জানিয়া নিগূঢ় শ্রীরূপানুগ-ভজনপদ্ধতি জ্ঞাপন করিলেন। সেই ভজন-পদ্ধতির কথা, শ্রীল নরোত্তম তাঁহার প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় ইঙ্গিতে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

রাগের ভজনপথ, কহি এবে অভিমত,
লোক-বেদ-সার এই বাণী।
সখীর অনুগা হঞা, ব্রজে সিদ্ধদেহ পাঞা,
এইভাবে জুড়াবে পরাণী॥
শ্রীরাধিকার সখী যত, তাঁহা বা কহিব কত,
মুখ্য সখী করিয়ে গণন।
ললিতা, বিশাখা তথা, সুচিত্রা, চম্পকলতা,
রঙ্গদেবী, সুদেবী কথন॥
তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, এই অষ্ট সখী লেখা,
এবে কহি নর্ম্ম সখীগণ।
সেবাপরা সখীগণ, তা'র কহি বিবরণ,
যাঁরা করে যুগলসেবন॥
শ্রীরূপমঞ্জরী আর, শ্রীরতিমঞ্জরী সার,
লবঙ্গমঞ্জরী, মঞ্জুলালী।
শ্রীরসমঞ্জরী-সঙ্গে, কস্তূরিকা-আদি রঙ্গে,
প্রেমসেবা করে কুতূহলী॥
এ-সবার অনুগা হঞা, প্রেমসেবা ল'ব চাঞা,
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজে।
'রূপে গুণে ডগমগি' সদা হ'ব অনুরাগী,
বসতি করিব সখীমাঝে॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সময় বুঝিয়া রসসুখে।
সখীর ইঙ্গিত হ'বে, চামর ঢুলাব কবে,
তাম্বূল যোগাব চাঁদমুখে॥
যুগল-চরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি,
অনুরাগে থাকিব সদাই।
সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পা'ব তাহা,
পক্বাপক্ব সুবিচার এই॥
পাকিলে সে প্রেমভক্তি, অপক্বে 'সাধন'-খ্যাতি,
ভকতিলক্ষণ-অনুসার।
সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই,
পক্ব-অপক্বের এ বিচার॥
নরোত্তম দাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস।
সখীগণ-গণনাতে, আমারে গণিবে তা'তে,
তবহুঁ পূরিবে অভিলাষ॥

• •

আন কথা না শুনিব, আন কথা না কহিব,
সকল করিব পরমার্থ।
প্রার্থনা করিব সদা, লালসা সে ইষ্টকথা,
ইহা বিনু সকলি অনর্থ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যত, তাহা বা কহিব কত,
অনন্ত অপার কেবা জানে।
ব্রজপুর-প্রেম নিত্য, এই সে পরমতত্ত্ব,
ভজ সদা অনুরাগ-মনে॥
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দকন্দ,
পরিবার-গোপ-গোপী-সঙ্গে।
নন্দীশ্বর যাঁ'র ধাম, 'গিরিধারী' তাঁ'র নাম,
সখী-সঙ্গে ভজ তাঁ'রে রঙ্গে॥
প্রেমভক্তিতত্ত্ব এই, তোমারে কহিল ভাই,
আর দুর্ব্বাসনা পরিহরি'।
শ্রীগুরু-প্রসাদে ভাই, এসব ভজন পাই,
প্রেমভক্তি সখী-অনুচরী॥
সার্থক ভজনপথ, সাধুসঙ্গ অবিরত,
স্মরণ-ভজন কৃষ্ণকথা।
প্রেমভক্তি হয় যদি, তবে হয় মনঃশুদ্ধি,
তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা॥
বিষয় বিপত্তি জান, সংসার স্বপন মান,
নরতনু ভজনের মূল।

অনুরাগে ভজ সদা, প্রেমভাবে লীলা-কথা,
আর যত হৃদয়ের শূল ॥
রাধিকা-চরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
অনায়াসে পা'বে গিরিধারী।
রাধিকা-চরণাশ্রয় যে করে, সে মহাশয়,
তাঁ'রে মুঞি যাঙ বলিহারি ॥
জয় জয় রাধা-নাম, বৃন্দাবন যাঁ'র ধাম,
কৃষ্ণসুখবিলাসের নিধি।
হেন রাধা-গুণ-গান, না শুনিল মোর কাণ,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥
তাঁ'র ভক্ত-সঙ্গে সদা, রসলীলা-প্রেমকথা,
যে করে, সে পায় ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই, তা'র কভু সিদ্ধি নাই,
নাহি শুনি যেন তা'র নাম ॥
কৃষ্ণনাম-গানে ভাই, রাধিকা-চরণ পাই,
রাধা-নাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিনু কথা, ঘুচাও মনের ব্যথা,
দুঃখময় অন্যকথা-দ্বন্দ্ব ॥
অহঙ্কার, অভিমান, অসৎসঙ্গ, অসৎ জ্ঞান,
ছাড়ি' ভজ গুরুপাদপদ্ম।
কর আত্মনিবেদন, দেহ-গেহ-পরিজন,
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, নিরবধি তাঁ'রে সেব,
প্রেমকল্পতরু বরদাতা।
শ্রীব্রজরাজনন্দন, রাধিকার প্রাণধন,
অপরূপ সেই সব কথা ॥
নবদ্বীপে অবতরি' রাধাভাব অঙ্গীকরি',
তাঁ'র কান্তি অঙ্গের ভূষণ।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষি' শচীগর্ভে পরকাশি'
সঙ্গে সব পারিষদগণ ॥
গৌরহরি অবতরি' প্রেমের বাদর করি'
সাধিলা মনের তিন কাম।
রাধিকার প্রাণপতি, কিবা ভাবে কাঁদে নিতি,
ইহা বুঝে ভকত-সমাজ।
গোপনে সাধিলে সিদ্ধি, সাধন নবধা ভক্তি,
প্রার্থনা করিব দৈন্যে সদা।
করি' হরি-সংকীর্ত্তন, সদাই বিভোল মন,
ইষ্টলাভ বিনু সব বাধা ॥
এ সংসার-বাটোয়ারে, কাম-ফাঁদে বান্ধি' মারে,
ফুকারি' কহয়ে হরিদাস।
করহ ভকত-সঙ্গ, প্রেমকথা-রসরঙ্গ,
তবে হ'বে বিপদ বিনাশ ॥
স্ত্রী-পুত্র-বান্ধব যত, মরি' যা'বে শত শত,
আপনাকে হও সাবধান।
মুঞি সে বিষয়হত, না ভজিনু হরিপদ,
মোর আর নাহি পরিত্রাণ ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ,
তাঁ'র সঙ্গ বিনু সব শূন্য।
যদি হয় জন্ম পুনঃ, তাঁ'র সঙ্গ হয় যেন,
নরোত্তম তবে হয় ধন্য ॥
আপন ভজন-কথা, না কহিবা যথা তথা,
ইহাতে হইও সাবধান।
না করিহ কেহ রোষ, না লইহ মোর দোষ,
প্রণমহ ভক্তের চরণ ॥

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামিপ্রভু শ্রীল নরোত্তমের নিকট শ্রীরূপের সিদ্ধান্তবাণী ভজনপদ্ধতিসমূহ কীর্ত্তন করিয়া শ্রীগৌরকৃপাপ্রাপ্তির অমোঘ-উপায় জানাইলেন। শ্রীরূপপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের যে-সব মনোহভীষ্ট তাঁহার গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়াছেন, সেইসকল যিনি আচরণ করিয়া প্রচার করেন, একমাত্র তিনিই শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ করিতে পারেন। যে-ব্যক্তি অপরকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করে, কিন্তু নিজে পালন করে না, শ্রীগৌরসুন্দর কখনও তাহাকে কৃপা করেন না। তাহার অপরাধ প্রবল হইয়া উঠে। আচার-হীন প্রচারের দ্বারা শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর মনে দুঃখ প্রদান করায় গুরুপাদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও তাহার জন্ম বৃথায় যায়; সে যে-কিছু সাধন-ভজনাদির বহ্বাগ্রহ প্রদর্শন করে, তাহা সকলই কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া যায়। অতএব নাম-নামীতে অভিন্ন-বুদ্ধি করিয়া নিরন্তর আচার করিয়া শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন কর। এই নামকীর্ত্তনের প্রভাবে জীবের কর্ম্ম-জালের প্রতি আসক্তি অনায়াসে দূর হয়। সংখ্যা করিয়া নির্ব্বন্ধসহকারে হরিনাম গ্রহণ করিলে শ্রীগৌরধাম কৃপা করেন। ভজনকামী ব্যক্তি শ্রীনাম, শ্রীরাধাগোবিন্দ

ও শ্রীবৈষ্ণব—এই তিনস্থানে অপরাধের প্রতি বিশেষ সতর্ক হইবেন। উত্তম হইয়াও দৈন্যযুক্ত থাকিলে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করেন। শ্রীধামে বাস করিয়া নিরন্তর ভজন-স্মরণ করাই শ্রীগুরুপদাশ্রিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

আপনে আচরে ধর্ম, বলেন লোকেরে।
তাহারেই আপনে গৌরাঙ্গ কৃপা করে॥
অন্যে ধর্ম কহে, আপনে না করে পালন।
তাহারে চৈতন্য কৃপা না করেন কখন॥
না করে আপনে কেহ তোলাতোল করে।
কৃষ্ণ নাহি পায় কোন জন্মের ভিতরে॥
প্রভুস্থানে অপরাধ তাঁ'র হয় বল।
শ্রীরূপের মনোহভীষ্ট যায় রসাতল॥
গুরুপদাশ্রয় করি' জন্ম যায় বৃথা।
যে কিছু করয়ে সব উড়ি' যায় কথা॥
নাম নামী অভেদ করি' লহ হরি-নাম।
যাঁ'র কৃপা হইলে চৈতন্য হ'ন কৃপাবান্॥
প্রথমেই গ্রহণ করাইল হরিনাম।
সেই দ্বারে জীবের খণ্ডিল কর্মজ্ঞান॥
যে বৈষ্ণব হইবে, লইবে হরিনাম।
সংখ্যা করি' নাম লৈলে কৃপা করেন গৌরধাম॥
পূর্ব-অভিপ্রায়ে সবে লহ হরিনাম।
কেহ লক্ষ বিশেষতঃ মুখে গান॥
রাধাকৃষ্ণ, নাম গুরু, আর ভক্তগণে।
এইস্থানে অপরাধ হ'বে সাবধানে॥
তিনে অপরাধ হৈলে নাহিক কল্যাণ।
দুঁহে অতি গুণ ধরে কৃষ্ণের সমান॥
উত্তম হইয়া হয় কনিষ্ঠের প্রায়।
নিশ্চয় জানিবা কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায়॥
যাতক শুনিলা তা'তে মন দিয়া রতি।
ভজন-স্মরণ কর বৃন্দাবনে স্থিতি॥

শ্রীল নরোত্তম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ভজনপদ্ধতি-বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে এক কুঞ্জের মধ্যে যখন ভজনে আবিষ্ট ছিলেন, সেই সময় সেই কুঞ্জে শ্রীবৃষভানু-রাজকুমারী স্বেচ্ছায় উপস্থিত হইয়া শ্রীনরোত্তমের প্রতি কৃপাকটাক্ষ বর্ষণপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তোমার মানস-সেবায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। মধ্যাহ্নকালে আমার কুণ্ডের তীরে শ্রীকৃষ্ণের আগমন হয়। সেই সময় সখীগণ তাঁহাকে অনেক প্রকারে সেবা করেন। শ্রীচম্পকলতার কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের জন্য ক্ষীর-পাক হয়। অদ্য হইতে তথায় তোমার উপর দুগ্ধাবর্ত্তন-সেবাটির ভার প্রদত্ত হইল।"

শ্রীল নরোত্তম এই সেবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যখন কিছুক্ষণ পরে বাহ্যদশা লাভ করিলেন, তখন শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি-প্রভুর নিকট গিয়া তাহা অত্যন্ত গদ্গদকণ্ঠে নিবেদন করিলেন। শ্রীলোকনাথ প্রভু শ্রীনরোত্তমের সৌভাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যহ অতিশয় অভিনিবেশের সহিত সেই সেবা করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। একদিন শ্রীল নরোত্তম অপ্রাকৃত মানসে দুগ্ধ-আবর্ত্তনের সেবা করিতেছিলেন; যখন দুগ্ধ পুনঃ পুনঃ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল, তখন তিনি হস্ত দিয়া সেই দুগ্ধ রক্ষা করিতে যত্ন করিলে মানসেই তাঁহার হস্ত দগ্ধ হইল। বাহ্যপ্রাপ্ত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, সত্যসত্যই তাঁহার হস্ত দগ্ধ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া শ্রীল নরোত্তম আপনাকে ধিক্কার প্রদান করিতে করিতে বলিলেন যে, নিশ্চয়ই তাঁহার কোন অপরাধ হইয়াছে, নতুবা সেবায় এইরূপ বিঘ্ন ঘটিবে কেন? অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তে ইহা শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদন করিতে আসিলে শ্রীলোকনাথ-প্রভু দূর হইতেই শ্রীনরোত্তমকে দেখিয়া বলিলেন,—"তুমি বিজ্ঞ হইয়া এইরূপ অজ্ঞপ্রায় বিচার করিতেছ কেন? তোমার প্রতি শ্রীশ্রীরাধা-দামোদরের বিশেষ কৃপা হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুও তোমাকে বহু কৃপা করিয়াছেন।" এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীলোকনাথ-প্রভু মানস-সেবার সিদ্ধিলাভের বহুবিধ প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিলেন।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীল নরোত্তমের এইরূপ অদ্ভুত অধিকার ও সিদ্ধি দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। শ্রীল গোপালভট্ট প্রমুখ গোস্বামিবৃন্দ শ্রীল নরোত্তমকে প্রচুর কৃপা করিলেন। শ্রীনরোত্তম কিছুকাল শ্রীল লোকনাথপ্রভুর সন্নিধানে শ্রীভাগবত-শাস্ত্র এবং শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর নিকট ষট্সন্দর্ভ, শ্রীরূপের নাটকাদি, শ্রীসনাতনের বৃহদ্ভাগবতামৃতাদি সিদ্ধান্ত ও রস-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেন। যাহা অন্যের নিকট দুর্গম, তাহা অতি সহজে শ্রীল নরোত্তমের অনুভবের বিষয় হইতেছে দেখিয়া শ্রীল

শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। সভাস্থিতগণের বৈষ্ণববৃন্দের অনুমতি লইয়া শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীল নরোত্তমকে "ঠাকুর মহাশয়" বা "শ্রীমহাশয়" নাম প্রদান করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' লিখিয়াছেন,—

অন্যদিনে বহুশাস্ত্র হৈল অধ্যয়ন।
দেখি' হেন শক্তি প্রশংসয়ে সর্ব্বজন॥
অন্যের দুর্লভ ঐছে প্রকাশে আশয়।
শ্রীজীবগোস্বামী সদা হর্ষ অতিশয়॥
সর্ব্বত্রই সবার লইয়া অনুমতি।
নরোত্তমে দিলেন "শ্রীমহাশয়"-খ্যাতি॥
(শ্রীভক্তিরত্নাকর ৪।৪২২-৪২৪)

এতৎপ্রসঙ্গে 'শ্রীনরোত্তম-বিলাসে'ও উক্ত হইয়াছে,—

বৃন্দাবনে আনন্দ হইল সবাকার।
দেখি' নরোত্তমের অদ্ভুত অধিকার॥
শ্রীজীবগোস্বামী বুঝি সবার আশয়।
দিলেন পদবী "শ্রীঠাকুর মহাশয়"॥
'শ্রীঠাকুর মহাশয়'-খ্যাতি মনোহর।
শুনি' সর্ব্ব-মহান্তের উল্লাস অন্তর॥
যৈছে নরোত্তম, তৈছে পদবী ইঁহার।
এইকথা সর্ব্বত্রই হইল প্রচার॥
শ্রীঠাকুর-মহাশয়-গুণে কে না ঝুরে।
সবার পরম স্নেহপাত্র ব্রজপুরে॥
(২য় বিলাস ৩১৪-৩১৮)

'শ্রীপ্রেমবিলাসে'ও এতৎপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—

যেহোঁ শ্রীরূপের শক্তি শ্রীজীব-গোসাঞি।
তেহোঁ যাঁ'রে বন্ধু কহে, হেন দেখি নাই॥
রাধিকাজীউর কৃপা যাঁহার হৃদয়।
সার্থক হইল ইঁহার নাম "ঠাকুর মহাশয়"॥
(১২শ বিলাস ৪৪-৪৫)

অন্যাভিলাষ

শ্রীকৃষ্ণসুখবাঞ্ছা বা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি ব্যতীত অন্যপ্রকার যাবতীয় অভিলাষ বা কামনাকে 'অন্যাভিলাষ' বলে। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির বাধিকা সৎ-কামনাই হউক বা অসৎ-কামনাই হউক, সমস্তই অন্যাভিলাষের মধ্যে গণ্য। এজন্য ভোগ-কামনার ন্যায় মুক্তিকামনা, শান্তিকামনা প্রভৃতিও অন্যাভিলাষ; কারণ, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-কামনা নাই। অন্যাভিলাষশূন্যা না হইলে ভক্তি বা সেবা শুদ্ধা বা উত্তমা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। প্রীতির অভাব হইতেই অন্যাভিলাষের উদয় হয়। যেখানে নিরুপাধিকা স্বাভাবিকী প্রীতি, তথায় প্রীতির বিষয়-বিগ্রহের সুখবাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না।

সাধন-পথে অন্যাভিলাষের ন্যায় মারাত্মক শত্রু আর নাই। একটি অন্যাভিলাষের বীজাণু শত শত অন্যাভিলাষ প্রসব করিয়া নিখিল সদ্বৃত্তিকে ধ্বংস করিয়া থাকে। অন্যাভিলাষ বহুপ্রকার ছদ্মবেশে বহুরূপী মায়া বিস্তার করিয়া সাধকের দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় ভঙ্গ করিয়া দেয়। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-কামনা—সকলই অন্যাভিলাষের ক্রোড়ীভূত। যে পর্য্যন্ত অন্যাভিলাষের বীজ হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত শরণাগতি আসে না। অন্যাভিলাষ হৃদয়ে থাকিলে শত শত সাধন-ভজনের অভিনয় করিলেও বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হওয়া যায় না বা চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হয় না। অন্যাভিলাষ সমস্ত অশান্তির জনক। 'মন-মরা-ভাব', 'বেতন-বেচা-মুখ', 'ভোগাভাবে দুঃখিত-অন্তর', হৃদয়ের কাঠিন্য, কৌটিল্য, চিত্তবিক্ষেপ, ভগবৎসেবায় অভিনিবেশের অভাব, পদে পদে নানাপ্রকার ভ্রম, অন্যমনস্কতা, বিহ্বলতা, হৃদ্দৌর্ব্বল্য—সমস্তই মূলরোগ অন্যাভিলাষের এক একটি উপসর্গ। সাধুর সঙ্গে থাকিবার অভিনয় করিয়াও অন্যাভিলাষী ব্যক্তি সাধুর হিতোপদেশ শ্রবণ ও জীবনে আচরণ করিতে পারে না। অন্যাভিলাষী আচারহীন প্রচারকের সঙ্গ গ্রহণ করিয়া আত্ম-প্রতারক ও পর-প্রতারক হইয়া পড়ে।

অন্যাভিলাষী কখনও নীরোগ-বস্তু হইতে পারে না। অন্যাভিলাষী কখনও হৃদ্দৌর্ব্বল্য হইতে মুক্ত হইতে পারে না—তাহার হৃদয়ে প্রতিকূল-বর্জ্জনে ও অনুকূল-গ্রহণে দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা আসে না। অন্যাভিলাষী কোনদিনও অন্যাসক্তির মোহর ভুলিতে পারে না।

অন্যাভিলাষীর হৃদয়ে বৈষ্ণবে বিশ্বাস ও অকপট শ্রদ্ধা আসে না। অন্যাভিলাষীকে বাধ্য হইয়া কপটী হইতে হয় এবং একটি কাপট্য-সমর্থনকল্পে আরও শত শত কাপট্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অন্যাভিলাষী শুদ্ধ বৈষ্ণবের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে না এবং সাধুসঙ্গে অকিঞ্চন থাকিতেও পারে না। অন্যাভিলাষীর অকপট আনুগত্য নাই; কারণ, আনুগত্য করিলে অন্যাভিলাষকে রক্ষা করা যায় না। অন্যাভিলাষী মনে ও মুখে এক হইতে পারে না। অন্যাভিলাষী সংশয়াত্মা, পরের ছিদ্রান্বেষী, পরচর্চ্চক ও বিসম্বাদক হইয়া থাকে। অন্যাভিলাষী সকলকেই তাহার নিজরূপে সন্দেহ করিয়া থাকে। অন্যাভিলাষী—অশান্ত। অন্যাভিলাষী—মৎসর, পরসুখে দুঃখী ও পরদুঃখে সুখী; এজন্য তাহার হৃদয়ে কোনদিনও শান্তি নাই। অন্যাভিলাষী—অস্থির। অন্যাভিলাষী দ্বিতীয় বস্তুতে বা মায়াতে অভিনিবিষ্ট বলিয়া হরিসেবায় সর্ব্বদা অন্যমনা। অন্যাভিলাষী তাহার যাবতীয় ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সাধন-ভজনকে অন্যাভিলাষের বাহনরূপে পরিণত করিতে চাহে। তাহার সাধন-ভজনাদি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতির জন্য নহে, তাহা কোন-না-কোন প্রকার আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণরূপী অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য। অন্যাভিলাষী যে নবধা ভক্তি-যাজনের অভিনয় করে, তাহা কেবল তাহার অন্যাভিলাষরূপ মূলপ্রয়োজন-সিদ্ধির উপায়মাত্র। অন্যাভিলাষী শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে যে নৃত্যগীত, নাটক-প্রভৃতি বা যে-কোনও হরিসেবার অভিনয় করে, তদ্দ্বারা তাহার শারীরিক ও মানসিক উদ্দেশ্য সফল করিবার চেষ্টা অন্তরে লুক্কায়িত থাকে। অন্যাভিলাষীর শ্রীমঠবাস, শ্রীধামবাস, সাধুসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, শ্রীমূর্ত্তি সেবার ছলনা—সকলই অন্য কোনও উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য কল্পিত হয়। অন্যাভিলাষীর হৃদয় প্যাটোয়ারী বা বণিগ্‌বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত। অন্যাভিলাষীতে চেতনের প্রতি প্রীতি নাই; দেহ ও মনই তাহার প্রভু।

অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভু যে নৃত্যসংকীর্ত্তনের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই তাঁহার যুগোপযোগী দান। এই যুগে লোক যেরূপ ব্যায়ামহারা হইয়া যাইতেছে, তাহাতে সঙ্গীত ও বাদ্যের মাদকতার ভিতর দিয়া এইরূপ ব্যায়ামের প্রথা প্রচলিত না থাকিলে বাঙ্গালীজাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। আধুনিক ব্রতচারী নৃত্যের ন্যায় মহাপ্রভুর আবিষ্কৃত নৃত্যগীতও স্বাস্থ্যরক্ষার একটি সুকৌশল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত গোস্বামিবৃন্দের কেহ কেহ যে সহস্র দণ্ডবৎপ্রণাম করিতেন, ইহাও উত্তম ব্যায়াম বা 'বুকডন'-বিশেষ। বৈষ্ণবদের আখড়ায় যে মালপুয়ের মহোৎসব, উহাও ঐরূপ ব্যায়ামের পর পুষ্টিকর ভোজনের দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতির উপায়-বিশেষ।" অন্যাভিলাষীর বিচারে বৈষ্ণবসাহিত্য, বৈষ্ণব-পদাবলী-সঙ্গীত—সকলই মানুষের ইন্দ্রিয়তর্পণের সাধন।

জনৈক ভক্ত ডাক্তার এক সময় বলিয়াছিলেন,—"পূর্ব্বকালে প্রাতে উঠিয়াই সূর্য্যদেবের দিকে তাকাইয়া সূর্য্যপ্রণামের যে ব্যবস্থা ছিল, তদ্দ্বারা Sun-bathএর কার্য্য হইত। ইহাতে বহু রোগের বীজাণু নষ্ট হয়। গঙ্গাস্নানে বহু দুরারোগ্য চর্ম্মরোগ ও ব্যাধি বিনষ্ট হয়।" উক্ত ভক্ত ডাক্তারের মতে 'তুলসীতলার হাওয়া ফুসফুসের ভিতরে গেলে অনায়াসে দেহের শোধন ও তৎফলে অনেক রোগের বীজাণু হইতে মুক্ত হওয়া যায়। নৈবেদ্যের মধ্যে তুলসী থাকিলে সেই তুলসী যদি কোনরূপে শরীরে প্রবেশ করে, তবে তাহা সহজপাচ্য নির্দ্দোষ রসায়নের কার্য্য করে। আহারের পর তুলসীমঞ্জরী একটি উৎকৃষ্ট মুখশুদ্ধি। ইহাতে হজমের বিশেষ সাহায্য করে। এইজন্যই বৈষ্ণবগণ তুলসীর এত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। বৈষ্ণবগণ যে সন্ধ্যাকালে তুলসী-তলায় প্রদীপ দেন, তাহাতে ধূপের গন্ধ ও ঘৃত-প্রদীপের শিখে তুলসীর হাওয়া অধিকতর বিশুদ্ধ হয়। বৈষ্ণবেরা যে তুলসীর মালা গলায় ধারণ করে, তাহাও স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অনেক পুরাতন দুশ্চিকিৎস্য রোগ ইহাতে ভাল হইতে দেখা গিয়াছে। তুলসীর পাতা জ্বরে, সর্দ্দিতে, কাশিতে, রক্তরোগে, অজীর্ণরোগে, প্রমেহে, ক্রিমিতে, কর্ণরোগে, হাঁপানিতে, সর্পাঘাতে, বৃশ্চিক-দংশনে, শৃগাল ও কুকুর-দংশনে, নেত্ররোগে, উদরাময় রোগে, ম্যালেরিয়া জ্বরে, মূত্ররোগে, চর্ম্মরোগে—আরও অসংখ্য-রোগে বিশেষ ফল

প্রদান করে। কার্ত্তিকমাসে হাওয়া বড়ই দূষিত থাকে; তখন ঋতু-পরিবর্ত্তনের সময় অনেক অসুখ হয়। এইজন্য এইমাসে তুলসীতলায় ঘৃতের প্রদীপ দেওয়ার ব্যবস্থা। ঘৃতের প্রদীপের শিখে তুলসীতলায় হাওয়া শুদ্ধ হয়। চাতুর্ম্মাস্যকালে বা ভিন্ন ভিন্ন মাসে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য-ভোজন নিষিদ্ধ; তাহাও স্বাস্থ্যেরই অনুকূল। শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিকে আমিষ বড়ই অপকারী। বৈষ্ণবেরা যে শিখা রাখে, ইহাদ্বারাও বৈদ্যুতিক-শক্তি-সঞ্চালনের খুব সুযোগ হওয়ায় স্বাস্থ্যোন্নতি হয়। তিলক-ধারণে শরীরের বিভিন্নস্থানে স্নিগ্ধতা সম্পাদন করে। একাদশী, গৌরপূর্ণিমা প্রভৃতি উপবাসের দ্বারা বাতরোগ ও অনেকপ্রকার ব্যাধির নিরাময় হয়। মৃদঙ্গ ও করতাল-বাদ্যদ্বারা হস্তের ব্যায়াম, নৃত্যের দ্বারা সমস্ত অঙ্গের ও পরিক্রমার দ্বারা পদদ্বয়ের ব্যায়াম হয়। তীর্থস্থানে বাসের দ্বারা স্বাস্থ্যনিবাসে বাসের কার্য্য হয়। এইজন্যই তীর্থ বা শ্রীধামসমূহ এক-একটি স্বাস্থ্যনিবাসবিশেষ। পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র, ভুবনেশ্বর, কটক, শ্রীমায়াপুর, মথুরা, অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, কাশী, প্রয়াগ—প্রত্যেকটি স্থানই স্বাস্থ্যনিবাসের উপযোগী হইয়া বিরাজ করিতেছে। বিভিন্ন তীর্থস্থানে যে-সকল 'দণ্ডবতী বাবাজী' (অর্থাৎ যাঁহারা সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ করিতে করিতে তীর্থ পরিক্রমা করেন) দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা ত' 'বুকডন' করিয়া স্বাস্থ্যচর্চ্চা করিতেছেন। সাধুরা যে ফলমূল, দুগ্ধ, আতপ-অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন, তাহা স্বাস্থ্যলাভের পক্ষে বিশেষ উপযোগী; কারণ, ঐসকল বস্তুতে অনেক ভাইটামিন্ আছে।" কাচকলানন্দ বলেন,—"বহুদিনে যেতনা 'কম্‌ফ্লাস্‌' কেলাবে অতনা 'কম্‌বখ্‌ত্‌'। মাসে মাসেতে যো কাম আগ্ বঢ়াবে অহি কাম।" বকানন্দ বলেন,—"সাধুদের গৈরিকবস্ত্র-পরিধান অর্থনীতি ও স্বাস্থ্যনীতি উভয়দিক্ হইতেই সুবিধাজনক। সাধুদের ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক মঠাদিতে বাস ও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ও বেকারসমস্যার দিনে আত্মরক্ষার একটি উৎকৃষ্ট উপায়। গরু দুগ্ধাদি দান করিয়া নানাভাবে মানবজাতির উপকার করে। এজন্য শাস্ত্রে গো-পূজার ব্যবস্থা।"

'কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ'—এই ন্যায়ানুসারে অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণ শুদ্ধভক্ত্যঙ্গসমূহেও নিজেদের নানা অন্যাভিলাষের প্রতিবিম্বসমূহ দর্শন করিয়া থাকে; অর্থাৎ ভক্তির অঙ্গসমূহ যেন তাহাদের তর্পণের জন্যই যেন সৃষ্ট হইয়াছে। তবে ইহারা স্পষ্ট অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায়। ইহারা তাহাদের হৃদয়ের কথা মুখে ব্যক্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু আমার ন্যায় কোন কোন প্রচ্ছন্ন অন্যাভিলাষী ব্যক্তি এইসকল কথা মুখে না বলিয়া, অথবা অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দান করিয়াও ভক্তি-যাজনের অভিনয়ে হৃদয়ে অন্যাভিলাষের হিমালয় পোষণ করিয়া রাখিয়াছে! কতপ্রকার প্রতারণা দেখাইয়া আমি যে শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবকে ছলনা করিতে চাহিতেছি, তাহা গণনা করা সম্ভবপর নহে। অনভিজ্ঞ লোকে আমার যে-সকল কার্য্যকে "পরমা ভক্তি" বলিয়া আখ্যা প্রদান করিতেছে, আমি সেইসকলকে বাহন করিয়া আমার অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিতেছি! তবে ইহাই মঙ্গলের কথা—ইহাই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অহৈতুকী কৃপা যে, অন্যাভিলাষকে কখনও পূর্ণ করা যায় না—তাহাতে তৃপ্তি আসে না—তদ্দ্বারা কখনও শান্তি পাওয়া যায় না; কেবল অশান্তির আগ্নেয়গিরির বিক্রম বৃদ্ধি হয়।

আমরা হয় ত' অনেক সময় "শ্রীধামের মজুর" হইয়া শ্রীশ্রীগুরুবর্গের আদেশ পালন করিতেছি, বাহিরে এরূপ দেখাইতে পারি; কিন্তু ভিতরে প্রতিষ্ঠাশারূপ অন্যাভিলাষ অথবা দেহের স্বাস্থ্যোন্নতি-কামনা প্রভৃতি অন্যাভিলাষ আমাদিগকে শ্রীধামসেবারূপ মূল-উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। অনেক সময় আমরা বৈদ্যুতিক বীজনযন্ত্রের বায়ু উপভোগ করিবার জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমীপস্থ হইয়া হরিকথা শুনিবার ছলনা দেখাইয়াছি। কেহ হয় ত' মোটর-যানে আরোহণ করিবার জন্য, কেহ বা বড় বড় লোকের সহিত পরিচিত হইবার জন্য, কেহ বা প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য, কেহ বা ছানার ডালনা, কালিয়া, রসগোল্লার পান্তোয়া ভোজন করিবার জন্য মঠের ভিক্ষা ও উৎসবাদিতে যোগদানের অভিনয় করিয়াছি। কেহ হয় ত' সংস্কৃতাভিজ্ঞ না হইয়াও পণ্ডিত, সিদ্ধান্ত উপলব্ধি না করিয়াও তত্ত্ববিদ্, বাগ্মী, লেখক, গায়ক প্রভৃতি খ্যাতি অর্জ্জন করিবার অন্যাভিলাষে আচরণহীন প্রচারক সাজিয়াছি। কেহ হয় ত' শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীমথুরা, শ্রীকাশী, শ্রীপ্রয়াগ প্রভৃতি স্বাস্থ্য-নিবাসে কিছুকাল বাস করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি বা ঐ সকল স্থানে

ক্ষমতাদি সুখ অনুভব করিবার জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গী হইবার অভিনয় করিয়াছি। দার্জ্জিলিং, শিলং, মুসৌরী, সিমলা, উতকামণ্ড প্রভৃতি শৈলাবাসে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের "অনুগত ভক্ত" সাজিয়া যাইবার জন্য আমাদের যে আগ্রহ, তন্মধ্যে কতটা অন্যাভিলাষ নিহিত ছিল, আমাদের পরবর্ত্তিকালের আচরণই তাহা প্রমাণ করিয়াছে। প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা পাইলে আমরা যে দারিদ্র্যের ভান গ্রহণ করিবার অভিনয় করি, উহার মধ্যে কতটা অন্যাভিলাষ আছে, তাহাও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী-তপন-রশ্মির সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

শান্তিকামনা বা স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজনের সহিত কলহ করিয়া তাহাদিগকে জব্দ করিবার জন্য অথবা অকর্ম্মণ্য, অলস হইয়া যাইবার পর শ্রীমঠে বাসের অভিনয়, "বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী"-নীতির অনুসরণ করিয়া অন্য অভিলাষ-সিদ্ধির জন্য ভোগবৃত্তিতে শ্রীধাম বা তীর্থাদিতে বাস, "উদরো বৈ গোবিন্দায় নমঃ"-নীতি অবলম্বন করিয়া অকর্ম্মণ্য বনজঙ্গলাদি বাস—সমস্তই অন্যাভিলাষের উদাহরণ।

হরিসেবার বাহ্য আকার, যথা ভক্তি-যাজনের অভিনয়, শ্রীতুলসী-সেবা, শ্রীমন্দির সেবা, মহাভাগবতগণের সেবা করিবার অভিনয়ের মধ্যে যদি অন্যাভিলাষের বীজাণু লুক্কায়িত থাকে, অর্থাৎ কোন-না-কোন প্রকার ঐহিক লাভ উঠাইবার জন্য ঐ সৎকার্য্যের অভিনয় করি ও অন্যাভিলাষের বীজাণুগুলিকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপায় সমূলে সবংশে বিতাড়িত না করি, তাহা হইলে শত শত সাধন-ভজনের অভিনয় করিয়াও প্রেমফল লাভ করিতে পারিব না। তৎপরিবর্ত্তে যে নামাপরাধ, সেবাপরাধ বা ভজনাপরাধ প্রভৃতি হইবে, তদ্দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম অথবা অধর্ম্ম, অনর্থ, কামের অনুবৃত্তি—লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি মাত্র লাভ হইবে। এইরূপ অন্তরে অন্যাভিলাষের বিষালয় পোষণ করিয়াও যখন আমি হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার অভিনয় করি, তখনও অজ্ঞ বহুলোক আমাকে যথেষ্ট লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি প্রদান করেন। লোকের নিকট হইতে দণ্ডবৎ-প্রণতি, জয়গান, নানাপ্রকার সম্মান, নানা-আকারে নানাপ্রকার উৎকোচ লাভ করিয়া 'প্রভু' সাজিয়া বসি। হরিকথা-কীর্ত্তনের অভিনয় করিলে লোকের উপর যে প্রভুত্ব করা যায় ও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি পাওয়া যায়, তাহাই আমার লাভ বলিয়া গণিত হয়। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তিবিধান করিবার কোন আন্তরিক চেষ্টা বা তাঁহাতে প্রীতির কোন লেশও আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে না। অন্যাভিলাষই পূর্ব্ব হইতে আমার সত্তাকে গ্রাস করিয়া রাখে। এই অন্যাভিলাষ-অজগরের গ্রাস হইতে উদ্ধার না পাইলে শ্রীরূপানুগ-ভক্তির লেশও আরম্ভ হইতে পারে না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'শ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'র প্রারম্ভে জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

"অন্য অভিলাষ ছাড়ি' জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি'
কায়-মনে করিব ভজন।"

শ্রীরূপানুগ হওয়ার প্রথম প্রতিজ্ঞাই—অন্যাভিলাষমুক্ত হওয়া। অন্যাভিলাষী ব্যক্তি কীর্ত্তন করিতে পারে না; লেখক, প্রচারক, উপদেষ্টা—কিছুই হইতে পারে না; শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ের কোন কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও পারে না, তথাপি করিয়া গায়ের জোরে উচ্চারণের অভিনয় করিলেও উহাতে তাহার নিজের হৃদয় বা অপরের হৃদয় স্পর্শ করে না। অন্যাভিলাষীর সরলতা নাই, কপটই তাহার মূলধন। সুতরাং গোস্বামিবৈষ্ণব-ভাগবতবর্গে তাহার রুচি হয় না। অন্যাভিলাষীর কীর্ত্তন, প্রচার—সব মায়াময়; অন্যাভিলাষী আত্মবঞ্চক ও লোকবঞ্চক। অন্যাভিলাষীর পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, ব্যাখ্যা, মন্ত্র, জপতপঃ, কীর্ত্তন—কোনটিই নিজের বা পরের মঙ্গলসাধন করিতে পারে না। **অন্যাভিলাষী শব্দ-শাস্ত্রে পারঙ্গত হইলেও পরব্রহ্মনিষ্ণাত নহে বলিয়া তাহার মধ্যে পতিতপাবনত্ব নাই**; তাহার শাস্ত্র-ব্যাখ্যাদি অপর দুর্ব্বলের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে পারে না।

জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীকৃত অপরাধ, সাধু ও বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে অমার্জ্জনীয় অপরাধ এবং শ্রীভক্তিদেবীর চরণে দুরন্ত অপরাধ থাকিলে হরিভজনের অভিনয় করিতে আসিয়াও অন্যাভিলাষ দূর হয় না। হরিভজনের অনেক কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিবার অভিনয় করিয়াও অন্যাভিলাষী 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবা'র নীতি অর্থাৎ অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ করিতে পারে না। সাধনভজনে বহুদূর অগ্রসর হইয়াও অনেকে অপরাধ ও দুর্দ্দৈবের ফলে অন্যাভিলাষের দ্বারা গ্রস্ত হইয়া পতিত হয়। দেহারামতা অন্যাভিলাষের

একটি চুরিবা। দেশ ও দেহের প্রতি আসক্তি অন্যাভিলাষেরই কথা। অন্যাভিলাষী আসক্তির নোঙর তুলিতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতস্বরূপ প্রদর্শন করিয়া শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপের কৃপার পাত্রও হইতে পারে না। অন্যাভিলাষীর প্রার্থনা শ্রীনন্দকুমারের শ্রীপাদান্তিকে পৌঁছে না। "ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার। তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার।"—ইহাই শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কথা।

অন্যাভিলাষ গৃহী ও বৈরাগী—উভয় সম্প্রদায়ের নিকটই নানারূপ ছদ্মবেশে আসিয়া বিমুগ্ধ করে। গৃহিগণের মধ্যে যে ভক্তি ও অভক্তির মধ্যে আপোষ করিবার প্রবৃত্তি, বহির্মুখ-সমাজের পীড়নে পীড়িত হইয়া বহির্মুখতা এবং মায়াকেও ভক্তির সহিত মিশ্রিত করিবার চেষ্টা, কিম্বা দেহধর্ম্মের সহিত যোগসূত্র-সংরক্ষণার্থ নববিধা ভক্তি-যাজনের মধ্যে নানাপ্রকার গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টা, সেবাপরাধ, নামাপরাধ প্রভৃতিকে শ্রীবিগ্রহ-সেবা ও শ্রীনাম-সেবা বলিয়া চালান, তাহা সমস্তই অন্যাভিলাষ হইতে উৎপন্ন। অন্যাভিলাষই দৈহিক স্বজনকে আত্মীয় ও প্রিয়বোধ করায়—সাধুকে অপ্রিয় বা অনাত্মীয় মনে করায়। অন্যাভিলাষ সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্যানুসারে শুদ্ধভক্তি-যাজনের জন্য সমগ্র জীবনীশক্তিকে আহুতি প্রদান করিতে বাধা প্রদান করে। অন্যাভিলাষ হইতেই হৃদয়-দৌর্ব্বল্যাদি নানাপ্রকার অনর্থ ও কাম হৃদয়ে রাজত্ব করে। অন্যাভিলাষ থাকিলে নিজের পুরুষকারকেই যোগ ও ক্ষেমের বিধাতা বলিয়া মনে হয়। অন্যাভিলাষ হৃদয় হইতে দূর না হইলে নিজের যোগ ও ক্ষেমের জন্য সম্পূর্ণ চিন্তাহীনতা, যাবন্নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ-বৃত্তি আসে না। অন্যাভিলাষ মহাভাগবতের আনুকরণিক করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ করায়। অন্যাভিলাষ শ্রীহরিধামে, শ্রীহরি-নামে ও শ্রীহরিকামে শরণাগত হইতে বাধা প্রদান করে। মোটকথা, পূর্ণ-অন্যাভিলাষহীন না হইলে শ্রীরূপের কথিত শুদ্ধা ভক্তি যাজন করা যায় না।

ভাক্তগৃহস্থগণের মধ্যে অন্যাভিলাষ মায়াময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রভুত্ব-কামনা, প্রতিষ্ঠাবাসনা, দাম্ভিকতা ও দৃঢ়তার নামে অবৈধ-গোঁড়ামি, বৈষ্ণবে অশ্রদ্ধা, পরচ্ছিদ্রানুসন্ধিৎসা, উত্তম ভাগবতের লোভ, মহাভাগবতের অনুকরণ, স্বতন্ত্রতা, অবৈধ-পক্ষপাতিত্ব, কাপট্য, নির্জ্জনতার স্পৃহা, বিরহের নামে ভোগপাত্রে বিরক্তিভাব, শ্রীহরিসেবায় বৈতনিক বিধান, সাধুকণ্ঠী-ঐক্য ও শ্রীধামোৎপন্ন অপ্রাকৃত বস্তুতে ভোগবুদ্ধিজনিত উপাদানবুদ্ধি, ভারবাহিত্ব, দল বা স্তাবকসম্প্রদায়-গঠনের দুর্ব্বুদ্ধি প্রভৃতি অসংখ্য-প্রকার সন্তানসন্ততি প্রসব করে। অন্যাভিলাষীর ব্যক্তিত্ব নাই; অন্যাভিলাষী কাহারও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপারূপ ডিনামাইট্ ব্যতীত অন্য কোন শক্তি অন্যাভিলাষ-দুর্গপ্রাচীরকে ভঙ্গ করিতে পারে না; অথবা 'নিতাই-চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য',—শ্রীরূপানুগবরের এই বিচার বরণ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-ভৃত্যগণের সঙ্গফলে যখন হৃদয় আর্ত্তিসিন্ধুর প্লাবনে প্লাবিত হয়, তখন সেই অন্যাভিলাষের দুর্গশিখর চিরতরে ডুবিয়া যায়। শ্রীরূপানুগ-বৈষ্ণবগণের সঙ্গফলে আত্মবিক্রয় ও আত্মদৈন্য যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে—যতই শ্রীনিত্যানন্দের "শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদারে"র ঝাড়ু দিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে হৃদয় শোধিত হইবে, ততই অন্যাভিলাষের মূল বিলুপ্ত হইয়া তৎস্থানে শরণাগতি-সুরধুনীর প্রবাহ প্রবাহিত হইবে। তখন অন্যাভিলাষের কোন চিহ্নও থাকিবে না।

শ্রীপুরুষোত্তম-মাস

অদ্য ২রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার হইতে শ্রীপুরুষোত্তমের পরম-প্রিয় ভক্তমনরম্য শ্রীপুরুষোত্তম-মাসের প্রবৃত্তি হইল। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ এই মাসটীকে 'মলমাস' নাম দিয়া সর্ব্ব-সৎকর্ম্মের অযোগ্য বলিয়াছেন। কিন্তু পরমার্থ-শাস্ত্র বলেন যে, সর্ব্বক্ষণ হরিভজনে থাকাই জীবের কর্ত্তব্য; সুতরাং কোন সময়ই বৃথা যাপন করা উচিত নহে। শ্রীমদ্গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীপুরুষোত্তম-মাসকে সর্ব্বোপরি স্থাপন করিয়াছেন; এমন কি, ইহা কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখাদি মহাপুণ্যময় মাস হইতেও শ্রেষ্ঠ। অন্যমাস সকাম; এই মাসটী নিষ্কাম। ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই মাসের অধিপতি। শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে নিয়ম করিয়া শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য ও ব্রতবিধি প্রভৃতি জানিতে হইলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদিত "সজ্জনতোষণী" ১০ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা অথবা "গৌড়ীয়" ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪১শ সংখ্যা অথবা গত ১২ই বৈশাখ (১৩৩৪) তারিখের "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ" দ্রষ্টব্য।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বিরহোৎসব

শ্রীধামে—গত ৫ই মে মঙ্গলবার শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ নিজজন নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল রায়-রামানন্দ প্রভুর বিরহোৎসব শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে এবং শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে ঐ দিবস প্রাতে ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া একটী নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা করেন। প্রাতে ও অপরাহ্ণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা আলোচিত হয়। রাত্রে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' হইতে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল যাবৎ শ্রীশ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ঐ দিবস মধ্যাহ্নে শ্রীধামবাসী ভক্তগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে—গত ৫ই মে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরায়-রামানন্দ প্রভুর বিরহোৎসব শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় ও আনুগত্যে হরিকীর্ত্তন-মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে ভক্তগণ প্রাতে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের কথা আলোচনা করেন। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা হইতে শ্রীসারস্বত-শ্রবণসদনে বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিরহসূচক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' হইতে শ্রীশ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে সমবেত সকলকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে—ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরায়-রামানন্দ প্রভুর বিরহোৎসব পরমারাধ্যতম পতিত-পাবনশিরোমণি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিবস প্রাতে ও মধ্যাহ্নে শ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিরহসূচক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন এবং বর্ত্তমান বর্ষের ৩৯শ-৪০শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়' হইতে শ্রীল রামানন্দপ্রভুর চরিত-গাথা ও উপদেশাবলী পাঠ হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' হইতে শ্রীশ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে সমবেত সকলকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পাটনায় প্রচার

গত ৪ঠা মে সোমবার শ্রীযুক্ত রঘুনাথ সহায় হেড্ ট্রেন-এক্‌জামিনার মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় বাসভবনে শ্রীপাদ কৃষ্ণগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ৫ই মে মঙ্গলবার শ্রীল রায়-রামানন্দ গোস্বামি-প্রভুর তিরোভাব-তিথিউপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিরহসূচক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। রাত্রে শ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠান্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে সমাগত শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীভাগবতজনানন্দমঠে বিরহোৎসব

গত ৫ই মে তারিখে গৌড়ীয়-মিশনের সভাধিপতির উদ্যোগে ও গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামি-ঠাকুরের আনুগত্যে এবার নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল ভাগবতজনানন্দ প্রভুর বিরহোৎসব তাঁহার পূতচরিত্রকথা-কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। বিরহতিথির পূর্ব্বদিবস শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। বিরহতিথি-দিবস উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ করিতে থাকেন। মধ্যাহ্ন-ভোগারাত্রিকান্তে সমাগত সকলকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু গৃহস্থ-ভক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ঐ দিবস অপরাহ্ণে 'গৌড়ীয়' ৩য় বর্ষ, ২৭শ সংখ্যা হইতে "অদ্ভুত কৃত্য"-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরসাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

২০শ খণ্ড { শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ ; ২৩শে মে, ১৯৪২ } ৪২শ সংখ্যা

শ্রীমহতের সঙ্গই শ্রীভগবৎ-কৃপা

সমগ্র জীব-জগতের মূলব্যাধি—হরিবিমুখতা। এই হরিবিমুখতা হইতেই জগতের যাবতীয় ক্লেশ, অশান্তি, তাপ, অভাব, অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। মূলরোগ বিনষ্ট না হইলে অন্যপ্রকার আনুষঙ্গিক উপসর্গরূপ ক্লেশের হস্ত হইতে কেহই মুক্ত হইতে পারিবেন না। কোন কোন উপসর্গের (তাপ ও ক্লেশের) সাময়িক নিবৃত্তির চেষ্টা নিত্যা পরা শান্তি প্রদান করিতে পারে না। এই মূলরোগের নিদান-বিচারে বিপরীত চিকিৎসার ন্যায় হরিবৈমুখ্যের বিপরীত ভগবৎসামুখ্যই সদ্বৈদ্য ও সজ্জনসমূহ উপদেশ করিয়াছেন। এই ভগবৎসামুখ্য বা উন্মুখতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি। বিধিবাধ্য হইয়া যে ভগবদুপাসনা, তাহা স্বাভাবিক অবস্থা নহে। শ্রীকৃষ্ণে বিশুদ্ধ আত্মার যে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা প্রীতি, তাহাই প্রকৃত উন্মুখতা। এই পরম দুর্লভ সাক্ষাদ্ভক্তিরূপ ভগবৎসামুখ্য কিরূপে লাভ হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৫১।৫৩) বলিয়াছেন,—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥

শ্রীমুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—হে অচ্যুত! সংসার-পথে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন শ্রীভগবৎকৃপায় সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই সাধুসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে; তখনই কার্য্য-কারণের অধিষ্ঠাতা ও একমাত্র সদ্গতিস্বরূপ আপনার শ্রীপাদপদ্মে রতি হইয়া থাকে।

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য॥

(শ্রীভাঃ ৩।৫।৩)

শ্রীবিদুর বলিলেন,—দৈববশতঃ অধর্ম্মহীন, কৃষ্ণবিমুখ, অত্যন্ত দুঃখিত জনগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য জনার্দ্দনের প্রিয় মহদাদি সাধুগণ এই জগতে নিশ্চয়ই বিচরণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৪৪,৪৭,৪৯,৫১) বলিয়াছেন,—

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তবে, কৃষ্ণে রতি উপজয়॥
কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥
মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥
(শ্রীভাঃ ৫।১২।১২)

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥
(শ্রীভাঃ ৭।৫।৩২)

হে রাজা রহূগণ! মহাজনের পদরজে অভিষেক ব্যতীত তপস্যাদ্বারা, বৈদিক কর্ম্মাদিদ্বারা, সন্ন্যাসধর্ম্মপালনদ্বারা, গার্হস্থ্য-ধর্ম্মপালনদ্বারা, বেদপাঠদ্বারা অথবা জলাগ্নি-সূর্য্যোপাসনাদ্বারা কখনই ভগবদ্ভক্তি লাভ হয় না।

যাবৎ মানবদিগের মতি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তদিগের পদধূলিদ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ তাহা অনর্থনাশক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৫৪)

শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র সৎসঙ্গের দ্বারাই বশীকৃত হন, ইহা তিনি স্বমুখে শ্রীউদ্ধবকে (শ্রীভাঃ ১১।১২।৩-৬) বলিতেছেন,—

সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ॥
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগে যুগে॥
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্ব্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ॥
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে॥

সৎসঙ্গ দ্বারা অসুর, দানব, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর, মনুষ্যমধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, অন্ত্যজ প্রভৃতি রজস্তমঃস্বভাব ব্যক্তিগণ, উদাহরণস্বরূপ—বৃত্রাসুর, অসুরকুলজাত প্রহ্লাদ, বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান্, ঋক্ষ, গজেন্দ্র, গৃধ্র, বণিক্‌পথ, ব্যাধ, কুব্জা, সাধারণ গোপীগণ, যজ্ঞপত্নীগণ ও এইরূপ অপর অনেকেই তত্তদ্যুগে আমার পদ লাভ করিয়াছিলেন।

বৃত্রাসুর তাহার পূর্ব্বজন্মে শ্রীনারদ, শ্রীঅঙ্গিরা ঋষি ও শ্রীসঙ্কর্ষণদেবের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। কয়াধুপুত্র শ্রীপ্রহ্লাদ গর্ভে অবস্থানকালে শ্রীনারদের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। 'বৃষপর্ব্বা'-নামক দানব জন্মগ্রহণমাত্রই মাতাপিতা পরিত্যক্ত হইয়া এক ভগবদ্ভক্ত মুনিকর্ত্তৃক পালিত হওয়ায় বিষ্ণুভক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীবলি শ্রীপ্রহ্লাদের সঙ্গ ও শ্রীবামনদেবের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। বাণ ও শ্রীবলি শ্রীমহাদেব ও শ্রীভগবানের সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'ময়'-নামক দানব পাণ্ডবগণের সভা-নির্ম্মাণকালে পাণ্ডবগণ ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করিয়া অন্তে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন। বিভীষণ শ্রীহনুমান্ ও শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। সুগ্রীব, হনুমান্, জাম্ববান্ ও গজেন্দ্র—ইঁহারা পশুকুলে আবির্ভূত হইলেও পূর্ব্বজন্মে সৎসঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। জটায়ু পক্ষী হইয়াও শ্রীগরুড়, শ্রীদশরথ প্রভৃতির সঙ্গ এবং শ্রীসীতাদেবী ও শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

বণিক্‌পথ অর্থাৎ 'তুলাধার'-নামক বৈশ্য কিরূপে সৎসঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা মহাভারতে জাজলিমুনি ও [illegible] প্রস্তাবপ্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে। ধর্ম্মব্যাধ সৎসঙ্গফলেই মঙ্গললাভ করিয়াছিলেন। কুব্জার পূর্ব্বজন্মে শ্রীনারদের সঙ্গপ্রাপ্তির কথা শ্রীমাথুরবিবরণে প্রসিদ্ধ আছে। উপরি-উক্ত শ্লোকে যে গোপীগণের বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহা বিবাহাদি-উপলক্ষে যে-সকল সাধারণগোপী ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই কথা। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-

গোপীগণের সঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদিরূপ ভগবানের সঙ্গ হইয়াছিল। যজ্ঞপত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণগুণবর্ণক জনগণের সঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,—এইসকল ব্যক্তির একমাত্র সৎসঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন সাধন-ভজন বা তপস্যাদি কিছুই ছিল না। সৎসঙ্গপ্রভাবেই ইঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিকী প্রীতির উদয় হইয়াছে।

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিত-মহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥

(শ্রীভাঃ ১১।১২।৭)

হে উদ্ধব! তাঁহারা শ্রুতিশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেন নাই, মহত্তম ব্যক্তিগণের উপাসনা করেন নাই, কোন ব্রত পালন করেন নাই কিংবা কোনরূপ তপস্যা করেন নাই।

বৃত্রাসুর প্রভৃতি কাহারও কাহারও যে পূর্বজন্মাদিতে সাধনের কথা শুনা যায়, তাহাও সৎসঙ্গেরই অনুষঙ্গিক বলিয়া সৎসঙ্গেরই ফলস্বরূপ। 'সৎসঙ্গ' বলিতে শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবানের নিজজনগণের সঙ্গ বুঝিতে হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে, যখন একমাত্র সৎসঙ্গই ভগবান্‌কে মুখ্যভাবে বশীভূত করে এবং শ্রীভগবানের উক্তিতেও দেখা যায়,—"সৎসঙ্গ যেরূপ আমাকে আবদ্ধ করে, সেরূপ যোগ, সাংখ্যজ্ঞান, ধর্ম, স্বাধ্যায়, তপস্যা, ত্যাগ; অগ্নিহোত্র, ধর্ম, পৌর্ণমাস-চাতুর্মাস্যাদি ইষ্ট; দেবালয়, উদ্যান, কূপ, বাপী, তড়াগ ও পানীয়সত্র প্রভৃতি পূর্ত; দক্ষিণা, ব্রত, যজ্ঞ, বেদপাঠ, তীর্থভ্রমণ, নিয়ম ও যমসমূহ আমাকে বদ্ধ করিতে পারে না", তাহা হইলে কি একাদশী প্রভৃতি বৈষ্ণবব্রতসমূহ পরিত্যাগ করিয়া কেবল সাধুসঙ্গেরই ভজনা করিতে হইবে? ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, সৎসঙ্গ একাদশী প্রভৃতি বৈষ্ণবব্রতসমূহের বাধক। সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের উক্তি—'আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভক্তের পূজা শ্রেষ্ঠ' শ্রবণ করিয়াও যেরূপ ভক্তির অধিকারিগণ দীক্ষালাভের পর নিত্যকর্তব্যরূপে প্রাপ্ত শ্রীভগবদর্চ্চন ত্যাগ করেন না, সেইরূপ এস্থলেও সাধুসঙ্গ সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইলেও অন্যান্য নিত্যব্রতসমূহের প্রতি অশ্রদ্ধান্বিত হন না।

একমাত্র সাধুসঙ্গের দ্বারা যদি শ্রীভগবানে প্রেমলাভ হয়, তাহা হইলে শ্রীনারদাদি মহাভাগবতগণের সর্বদা দর্শনলাভ ঘটিলেও দেবতাগণের ভোগবুদ্ধি দূর হয় নাই কেন? শ্রীকৃষ্ণ নলকূবর ও মণিগ্রীবকে শ্রীনারদের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—(শ্রীভাঃ ১০।১০।৪১) 'সূর্যের দর্শনে যেরূপ লোকের নেত্রবন্ধন বিনষ্ট হয়, সেইরূপ সমচিত্ত, বিশেষতঃ আমার প্রতি অর্পিতচিত্ত সাধুগণের দর্শনে জীবের ভববন্ধন বিনষ্ট হইয়া থাকে।'

শ্রীনারদের দর্শনে সমস্ত দেবতাগণেরই এইরূপ হইয়াছিল কি? ইহার উত্তরে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু বলিতেছেন,—

"যদ্যপ্যপরাধলক্ষণো বর্ত্ততে পুরুষে তর্হি তদ্দোষেণ সৎসু নিরাদরাৎ সাধারণ-পুণ্যাদিদৃষ্টীনাঞ্চ তদ্দোষশান্ত্যর্থং সৎসঙ্গস্য ভগবৎসাম্মুখ্যকারণস্যে তৎকৃপালাভোপায়স্যাপেক্ষ্যতে, নিরপরাধস্য সতি তৎসঙ্গে নৈব জাতপরমোত্তমদৃষ্টীনাং তু তেষাং তেষু মনোঽবধানাভাবেঽপি সৎসঙ্গমাত্রং তৎকারণমিতি। অতঃ সাপরাধানেবাভিপ্রেত্যোক্তম্ অজানদ্ভিরেবৈঃ।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৭৯ অনুচ্ছেদ)

তান্ বৈ হ্যসদ্বৃত্তিভিরক্ষিভির্যে পরাহৃতান্তর্মনসঃ পরেশঃ।
অথো ন পশ্যন্ত্যুরুগায় নূনং যে তে পদন্যাসবিলাসলক্ষ্ম্যাঃ॥

(শ্রীভাঃ ৩।৫।৪৫)

যদি অপরাধ থাকে, তাহা হইলে সেই অপরাধবশতঃ পুরুষগণ সজ্জনগণের বিষয়ে অনাদরযুক্ত ও সাধারণ পুণ্যাদিদৃষ্টিশীল অর্থাৎ সজ্জনগণে অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-বিচারের পরিবর্ত্তে সাধারণ পুণ্যবান্ ব্যক্তিরূপে দৃষ্টিযুক্ত হইয়া থাকে। এতস্থলে সেই অপরাধের মুক্তি ও সৎসঙ্গে ভগবৎসাম্মুখ্যজননবিষয়ে ভগবানের কৃপা-সাহায্য অপেক্ষণীয়। যদিও সৎসঙ্গই ভগবৎসাম্মুখ্যের কারণ বটে, তথাপি অপরাধ সেস্থলে প্রতিবন্ধক; ভগবৎ-কৃপাসাহায্যেই সেই প্রতিবন্ধক বিদূরিত হয়। যাঁহারা নিরপরাধ, তাঁহাদের সৎসঙ্গদ্বারাই পরমোত্তম দৃষ্টি লাভ করিবার পর চিত্ত সজ্জনগণের প্রতি সাবধান না থাকিলেও সৎসঙ্গমাত্রেই ভগবৎসাম্মুখ্য-বিষয়ে কারণ হইয়া থাকে। অপরাধযুক্ত পুরুষগণকে লক্ষ্য করিয়াই এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যাহাদের অসদ্বৃত্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়গণ অন্তর্মুখী চিত্তবৃত্তিকে বিদূরিত করিয়াছে, হে পরেশ! হে উরুগায়! আপনার পদবিন্যাসলক্ষ্মীসম্বন্ধীয় পুরুষগণ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে দর্শন করেন না। দেবতাগণ দেবর্ষি নারদকে পুণ্যবান্

সাধারণ ব্যক্তিগণেরই দর্শন করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাদের সংসার নাশ হয় নাই।

আর একটি প্রশ্ন হইতে পারে, যদি ভক্তের কৃপাতেই সংসারবন্ধন নাশ হইয়া ভগবৎপাদপদ্মে রতি হয়, তাহা হইলে মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের সঙ্গ-সত্ত্বেও সমস্ত সংসারী জীবের মুক্তি হয় নাই কেন? শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট (শ্রীভাঃ ৭।৯।৪৪) বলিয়াছিলেন,—

'হে দেব! সংসারে ভ্রমণশীল ইহাদের আপনি ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় নাই। সংসারবদ্ধ দীনগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একাকী মুক্ত হইতে চাহি না।'

এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর এই যে, জীব—অনন্ত। শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট তৎকালে সকল জীবের কথা স্মরণ করিয়া বলেন নাই। কেবল যাহাদিগকে দর্শন বা যাহাদিগের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, কেবল্ তাহাদের কথাই তৎকালে স্মরণ করিয়া ঐরূপ বলিয়াছিলেন। সেইসকল জীবের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী জানিতে হইবে।

পূর্ব্বে উক্ত হইল যে, অপরাধ থাকিলে মানবগণ মহাভাগবতগণের প্রতি অনাদরযুক্ত থাকে ও তাঁহাদিগকে সাধারণ পুণ্যবান্ জীব বলিয়া মনে করে। এরূপস্থলে ভগবানের কৃপাসাহায্যে প্রতিবন্ধক দূর হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলে ভগবৎ-কৃপাই ত' সর্ব্ববিষয়ের মূল হইল। মহদ্গণের প্রতি যে শ্রদ্ধার উদয় বা তৎসম্বন্ধে যে-সকল প্রতিবন্ধক, তাহা দূর করিতে হইলেও ভগবৎকৃপাই মূল। অতএব সাধুর কৃপার অপেক্ষা না করিয়া সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীভগবানের কৃপার জন্য চেষ্টান্বিত হওয়া উচিত নহে কি? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন,—

"অথ ভগবৎকৃপৈব তৎসাম্মুখ্যে প্রাথমিকং কারণমিতি চ গৌণম্; সা হি সংসারদুঃখানুভবসন্তাপদর্শনেঽপি তদ্বিমুখেষু স্বতন্ত্রা ন প্রবর্ত্ততে ভগবত্ত্বাৎ; কৃপাখ্যশ্চেতোবিকারো হি পরদুঃখেন স্বচেতসি স্পর্শে সত্যেব জায়তে; তত্তু সদা পরমানন্দৈকরসত্বেনাপহতকল্মষত্বেন চ প্রাক্তো জীববিলক্ষণত্বাৎ তেষামাদিনিত্যাবিদ্যোপহতত্বেনাপি ভবোদয়-দুঃখস্পর্শাসম্ভবেন, তত্র তস্যা অসম্ভবঃ। অতএব সর্ব্বদা বিরাজমানেঽপি সর্ব্ব সর্ব্ব সর্ব্বাকর্ষং সমর্থে তস্মিন্ তদ্বিমুখানাং ন সংসারোপশমনশক্তিঃ; অতঃ সৎকৃপৈবাবশিষ্যতে; সতোঽপি তদানীং যদ্যপি সংসারদুঃখৈর্ন স্পর্শস্ এব, তথাপি লব্ধাগমাঃ স্বদুঃখবত্তে কদাচিৎ স্মরেয়ুর্দীনতাং গতেষাং সাংসারিকেঽপি কৃপা ভবতি, যথা শ্রীনারদস্য নলকূবরমণিগ্রীবয়োঃ। তস্মাৎ প্রস্তুতেঽপি সাংসারিকদুঃখস্য অহেতুত্বাভাবাৎ, পরমেশ্বরকৃপা তু সদৈবাত্র যদ সম্পত্ত্যাদি-দৈন্যাদিকা ভক্তিসম্বন্ধেনৈব জায়তে, যথা গজেন্দ্রাদৌ, ব্যতিরেকে নারকাদৌ। ভক্তিহি ভগবৎকোটিপ্রবিষ্টত্বাদ্ভাববিষ্কৃতভক্তিবিশেষ ইতি বিবুধৈর্ বিবরিষ্যতে চ। ভক্ত-সম্বন্ধেন চ সাধিকমুচ্ছলিতা ভবতীতি তত্র তথাবিকারম্। তস্মাৎ যা কৃপা তত্র সংস্থ বর্ত্ততে, সা সংসর্গবাহনৈব বা সংকল্পবাহনৈব বা সতী জীবান্তরে সংক্রমতে ন স্বতন্ত্রেতি স্থিতম্। তদেব চাহুঃ—

স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্
ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে
নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্॥

(শ্রীভাঃ ১০।২।৩১)

হে দ্যুমন্, স্বপ্রকাশ, ভবৎপদাম্ভোরুহলক্ষণা যা নৌঃ ভবার্ণবতরণোপায়ঃ, তামত্র ভবার্ণবপারে নিধায় উত্তরোত্তরজনেষু প্রকাশ্যেত্যর্থঃ। ননু কথং তাং ন স্বয়ং প্রকাশয়ামি, কথমিব তেষামপেক্ষা, তত্রাহ, সদ্ভিরেব যাদৃচ্ছিকতয়ানুগৃহীতঃ সন্ সদনুগ্রহো ভবানিতি; যদ্বা, সৎসু এবানুগ্রহো যস্য সঃ। তদনুগ্রহো যঃ প্রাণিষ্বেব চরতি স তৎকারণত্বৈব চরতি নান্যকারণত্বেত্যর্থঃ। যথোক্তং রুদ্রগীতে (শ্রীভাঃ ৪।২৪।৫৮)—

অথানঘাঙ্ঘ্রেস্তব কীর্ত্তিতীর্থয়োরন্তর্বহিঃস্নানবিধূতপাপ্মনাম্।
ভূতেষ্বনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাং স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নস্তব॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৮০ অনুচ্ছেদ)

শ্রীভগবানের কৃপাই শ্রীভগবানের সন্মুখীন হইবার প্রথম কারণ হইলেও তাহা গৌণ-কারণ; যেহেতু শ্রীভগবানের প্রতি বিমুখ ব্যক্তিগণ অনন্ত-দুঃখ সংসারের সন্তাপে তপ্ত হইলেও তাহাদের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপা স্বতন্ত্ররূপে প্রবর্ত্তিত হয় না। কারণ, ঐরূপভাবে প্রবর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব। পরের দুঃখে কাহারও চিত্ত বিগলিত হইলেই তাহাতে কৃপারূপ চিত্তবিকার জন্মিয়া থাকে। ভগবান্ সর্ব্বদাই

পরমানন্দস্বরূপ ও নিষ্পাপ বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। জীবের ন্যায় তাঁহাতে চিত্তবিকার নাই। এখানেই তাঁহার জীব হইতে বৈশিষ্ট্য। অতএব তেজোরাশিবিশিষ্ট সূর্য্যে যেরূপ অন্ধকারসংযোগ সম্ভবপর নহে, সেইরূপ শ্রীভগবানের চিত্তেও তমোময় দুঃখের সংস্পর্শ সম্ভব হইতে পারে না বলিয়া শ্রীভগবানের চিত্তে কৃপার উদ্ভব হইতে পারে না। অতএব শ্রীভগবানের ভক্ত বা সাধুর কৃপাই ভগবৎসান্মুখ্য-বিষয়ে মূলকারণ।

এইরূপ সিদ্ধান্তে একটি পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে—তাহা হইলে কি সাধারণ জীবের ন্যায় সাধুগণের চিত্তবিকার উপস্থিত হয়? সাধুগণ কি সাংসারিক সুখদুঃখের দ্বারা অভিভূত হন? উত্তর এই যে, সাধুগণকেও সংসার-দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। তবে জাগ্রত ব্যক্তি যেরূপ স্বপ্নকালে অনুভূত দুঃখের স্মরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ সাধুগণও কোনও দুঃখাভাস স্মরণ করিয়াই সাংসারিকগণকে কৃপা করিয়া থাকেন; যেরূপ নলকূবর ও মণিগ্রীবের প্রতি শ্রীনারদের কৃপা হইয়াছিল। অতএব প্রস্তাবিত বিষয়েও সাংসারিক দুঃখ ভগবৎকৃপার কারণ নহে, পরন্তু যে স্থলে "তিনিই এ সংসারে আমার একমাত্র আশ্রয়"—এরূপ দৈন্যাত্মিকা ভক্তির সম্বন্ধ বর্ত্তমান, সেইস্থলেই ভগবৎকৃপা হইয়া থাকে। গজেন্দ্রাদির মোচনে ইহার অন্বয়-দৃষ্টান্ত ও নারকী প্রভৃতির উদ্ধারে ব্যতিরেক-দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শ্রীভগবানের যে শক্তিবিশেষ শ্রীভক্তহৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার আর্ত্তভাব সম্পাদন করে, তাহাই ভক্তি। এই শক্তি **দৈন্যসম্বন্ধবশতঃ অধিক উচ্ছলিতা হয় বলিয়া দৈন্যস্থলে কৃপাধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।** অতএব **শ্রীভগবানের যে কৃপা সাধুজনে বিদ্যমান, তাহাই সৎসঙ্গকে আশ্রয় করিয়াই হউক অথবা সৎকৃপাকে আশ্রয় করিয়াই হউক অপর জীবে সংক্রামিত হয়; পরন্তু স্বতন্ত্রভাবে হয় না, ইহাই চরম সিদ্ধান্ত।** শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—হে স্বপ্রকাশ ভগবন্! সর্ব্বসুহৃৎ শ্রীভক্তিসম্পন্ন সাধুগণ আপনার শ্রীপাদপদ্মতরণী আশ্রয়পূর্ব্বক অন্যের পক্ষে দুস্তর, ভয়ানক ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ভবার্ণব-তরণের উপযোগী ঐ নৌকাকে ভবসাগরের পারে সংস্থাপনপূর্ব্বক অর্থাৎ পরবর্ত্তিজনগণের মধ্যে (শ্রৌত-পরম্পরায় বা শ্রৌতপথে) প্রকাশ করিয়া স্ব-স্ব স্থানে গমন করিয়াছেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীভগবান্ উক্ত শ্রীচরণতরণী নিজেই প্রকাশ করিলেন না কেন? এ বিষয়ে তাঁহার ভক্তগণের অপেক্ষা তিনি করেন কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, শ্রীভগবান্ "সদনুগ্রহশীল" অর্থাৎ সজ্জনগণের দ্বারাই তিনি ক্ষুদ্র পুরুষগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। অথবা সাধুগণই শ্রীভগবানের মূর্ত্তিমান্ অনুগ্রহস্বরূপ অর্থাৎ **শ্রীভগবানের যে অনুগ্রহ এই জগতে বিচরণ করে, তাহা সাধুর আকার ধারণ করিয়াই বিচরণ করিয়া থাকে, অন্যরূপে নহে।** শ্রীরুদ্রগীতেও এরূপ উক্ত হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনার শ্রীচরণযুগল জীবসমূহের অমঙ্গল নাশ করিয়া থাকে। যাঁহারা আপনার কীর্ত্তি-সলিলে ও শ্রীপাদপদ্মজাত শ্রীগঙ্গা-সলিলে আভ্যন্তরিক ও বাহ্যস্নান করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছেন, তাঁহারাই প্রাণিগণের প্রতি দয়াশীল, রাগাদিরহিত ও সুশীল হইয়া থাকেন। আমাদের এইরূপ সাধুগণের সঙ্গ লাভ হউক। এরূপ সঙ্গলাভই আপনার অনুগ্রহ।'

শ্রীপদ্মপুরাণোক্ত শ্রীতুলসী-স্তব

মুনয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ পাতালে নাগরাট্ স্বয়ম্।
প্রভাবং তব দেবেশি গায়ন্তি সুরসত্তমাঃ॥
ন তে প্রভাবং জানন্তি দেবতাঃ কেশবাদৃতে।
গুণানাং পরিমাণন্তু কল্পকোটিশতৈরপি॥
কৃষ্ণানন্দাৎ সমুদ্ভূতা ক্ষীরোদমথনোদ্যমে।
উত্তমাঙ্গে পুরা যেন তুলসী বিষ্ণুনা ধৃতা॥

প্রাপ্যৈতানি ত্বয়া দেবি বিষ্ণোরঙ্গানি সর্ব্বশঃ।
পবিত্রতা ত্বয়া প্রাপ্তা তুলসীং ত্বাং নমাম্যহম্॥
ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্।
তথা কুরুষ্ব মেঽবিঘ্নং যতো যামি পরাং গতিম্॥
রোপিতা গোমতী-তীরে স্বয়ং কৃষ্ণেন পালিতা।
জগদ্ধিতায় তুলসী গোপীনাং হিতহেতবে॥

বৃন্দাবনে বিচরতা সেবিতা বিষ্ণুনা স্বয়ম্ ।
গোকুলস্য বিবৃদ্ধ্যর্থং কংসস্য নিধনায় চ ॥
বশিষ্ঠবচনাৎ পূর্ব্বং রামেণ সরযূতটে ।
রাক্ষসানাং বধার্থায় রোপিতা ত্বং জগৎপ্রিয়ে ।
রোপিতা তপসো বৃদ্ধ্যৈ তুলসীং ত্বাং নমাম্যহম্ ॥
বিয়োগে বাসুদেবস্য ধ্যাত্বা ত্বাং জনকাত্মজা ।
অশোকবনমধ্যে তু প্রিয়েণ সহ সঙ্গতা ॥
শঙ্করার্থং পুরা দেবি পার্ব্বত্যা ত্বং হিমালয়ে ।
রোপিতা সেবিতা সিদ্ধ্যৈ তুলসীং ত্বাং নমাম্যহম্ ॥
ধর্ম্মারণ্যে গয়ায়াঞ্চ সেবিতা পিতৃভিঃ স্বয়ম্ ।
সেবিতা তুলসী পুণ্যা আত্মনো হিতমিচ্ছতা ॥
রোপিতা রামচন্দ্রেণ সেবিতা লক্ষ্মণেন চ ।
সীতয়া পালিতা ভক্ত্যা তুলসী দণ্ডকে বনে ॥
ত্রৈলোক্যব্যাপিনী গঙ্গা যথা শাস্ত্রেষু গীয়তে ।
তথৈব তুলসী দেবী দৃশ্যতে সচরাচরে ॥
ঋষ্যমূকে চ বসতা কপিরাজেন সেবিতা ।
তুলসী বালিনাশায় তারাসঙ্গমহেতবে ॥
প্রণম্য তুলসীদেবীং সাগরোৎক্রমণং কৃতম্ ।
কৃতকার্য্যঃ প্রহৃষ্টশ্চ হনুমান্ পুনরাগতঃ ॥
তুলসীগ্রহণং কৃত্বা বিমুক্তো যাতি পাতকৈঃ ।
অথবা মুনিশার্দ্দূল ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥
তুলসীপত্রগলিতং যস্তোয়ং শিরসা বহেৎ ।
গঙ্গাস্নানমবাপ্নোতি দশধেনুফলপ্রদম্ ॥
প্রসীদ দেবি দেবেশি প্রসীদ হরিবল্লভে ।
ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতে তুলসি ত্বাং নমাম্যহম্ ॥
দ্বাদশ্যাং জাগরে রাত্রৌ যঃ পঠেত্তুলসীস্তবম্ ।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥

(শ্রীপদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ডম্)

অনুবাদ

হে সুরেশ্বরি! মুনিগণ, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ, পাতালস্থিত স্বয়ং নাগরাজ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবগণ আপনার মাহাত্ম্যকথা গান করেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যান্য দেবতাগণ আপনার প্রভাব অবগত নহেন এবং তাঁহারা শতকোটিবর্ষেও আপনার গুণের পরিমাণ করিতে সমর্থ নহেন। ক্ষীরসমুদ্র-মথনকালে পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণ হইতে আপনি সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীবিষ্ণু আপনাকে শিরোদেশে ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বাঙ্গে স্থান লাভ করিয়া আপনি পরমপাবনী হইয়াছেন। অতএব হে শ্রীতুলসীদেবি! আপনাকে আমি প্রণাম করিতেছি। যাহাতে আপনার অঙ্গসম্ভূত পত্রসমূহদ্বারা আমি নিত্য শ্রীহরির পূজা করিতে পারি এবং নির্ব্বিঘ্নে পরমা গতি লাভ করিতে পারি, তাহা বিধান করুন। শ্রীগোপীবৃন্দের হিতকামনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোমতী-তীরে আপনাকে রোপণ করিয়া পালন করিয়াছিলেন। শ্রীগোকুলের শ্রীবৃদ্ধির জন্য এবং কংসের নিধনের জন্য স্বয়ং শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ আপনার সেবা করিয়াছেন। পূর্ব্বে শ্রীবশিষ্ঠবচনানুসারে রাক্ষসগণের বধের নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্র সরযূনদীর তীরে আপনাকে রোপণ করিয়াছিলেন। হে জগৎপ্রিয়ে শ্রীতুলসীদেবি! তপস্যাবৃদ্ধির জন্য আমি আপনাকে নমস্কার করি। জনকাত্মজা শ্রীসীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের বিয়োগে আপনাকে ধ্যান করিয়া নিজ প্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। পুরাকালে শ্রীশঙ্করের নিমিত্ত শ্রীপার্ব্বতী হিমালয়ে তপস্যাসিদ্ধিমানসে শ্রীতুলসী রোপণ করিয়া সেবা করিয়াছিলেন। অতএব হে দেবি! আপনাকে আমি প্রণাম করি। ধর্ম্মারণ্য ও গয়াতে পিতৃপুরুষগণ স্বয়ং নিজ নিজ মঙ্গলকামনা করিয়া পরমপাবনী শ্রীতুলসীর সেবা করেন। দণ্ডকবনে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীতুলসীকে রোপণ করিয়াছিলেন, শ্রীসীতাদেবী শ্রীতুলসীকে পালন করিয়াছিলেন এবং শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীতুলসীর সেবা করিয়াছিলেন। ত্রৈলোক্য-ব্যাপিনী শ্রীগঙ্গার মহিমা যেরূপ শাস্ত্রে গীত হইয়াছে, সেইরূপ শ্রীতুলসীদেবীও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হন। ঋষ্যমূকপর্ব্বতে অবস্থানকালে কপিরাজ শ্রীসুগ্রীব বালির নাশের নিমিত্ত ও তারার সহিত মিলিত হইবার জন্য শ্রীতুলসীদেবীর সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীহনুমান্ শ্রীতুলসী-দেবীকে প্রণাম করিয়া সমুদ্রলঙ্ঘন করিয়াছিলেন এবং কৃতকার্য্য হইয়া পরমহৃষ্টচিত্তে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া পুনরায় (শ্রীরামচন্দ্রসমীপে) আসিয়াছিলেন। হে মুনিসত্তমগণ! শ্রীতুলসীচর্ব্বণ করিয়া জীবগণ সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হয় অথবা ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতেও পরিত্রাণ পায়। যিনি

শ্রীতুলসীপত্রযোগে জল দিয়ে গ্রহণ করেন, তিনি দশটি বেদ-পাঠের অথবা শ্রীশতযাগের ফল প্রাপ্ত হন। হে শ্রীহরি-বল্লভে! হে সুরেশ্বরি! হে ক্ষীরসমুদ্রমন্থনোদ্ভূতে শ্রীতুলসী-দেবি! আমি আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। দ্বাদশীর রাত্রিতে জাগরণ করিয়া যিনি শ্রীতুলসীর স্তব পাঠ করেন, শ্রীকেশব তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ প্রকার অপরাধ ক্ষমা করেন।

“ইঙ্গিত বুঝা” ও “ইঙ্গিতে বুঝা”

“ইঙ্গিত বুঝা” ও “ইঙ্গিতে বুঝা”—এই দুইটী কথাই ভজনপথের বিশেষ রহস্য। সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট নিজ নিজ শ্রীগুরুদেব-কথিত ভজনের গূঢ় রহস্যসমূহের ইঙ্গিত বুঝিতে পারেন এবং শ্রীগুরুদেবের সেই ইঙ্গিতের প্রকৃত রহস্য বুঝিয়া যাজন-ভজনে নিযুক্ত থাকেন। যাহাদের চিত্ত নানা প্রকার অন্যাভিলাষ ও দুরন্ত 'কৈতবাপস্মারব্যাধিদ্বারা' আক্রান্ত, তাহারা সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক ও বিহ্বল থাকায় শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগবর শ্রীগুরুবর্গের ইঙ্গিত বুঝিতে সমর্থ হয় না এবং অত্যন্ত দুর্দ্দৈববশতঃ তাহাদের নিকট শ্রীগুরুদেবের কোনপ্রকার ইঙ্গিতও প্রকাশিত হয় না। একমাত্র যাঁহারা অকৃত্রিম সেবা-যোগের দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সতত সংবদ্ধ, সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদাঙ্কানুসরণকারী, সমর্পিতাত্মা, সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট, তাঁহারাই শ্রীগুরুদেবের অভীষ্ট ইঙ্গিতে বুঝেন এবং শ্রীগুরুদেবের ইঙ্গিতরূপ রহস্য ধরিতে পারেন। বহু সৌভাগ্যের ফলে শ্রীশ্রীরূপানুগবরগণের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায় ও ইঙ্গিতে তাঁহাদের অভীষ্ট বুঝা যায়।

প্রেমের পথে বুদ্ধিচালনা নাই; তাহা স্বাভাবিকপ্রীতির পথ। তথায় আইন-কানুন, শাসন বা অন্য কোনরূপ আলোচনা নাই। তথায় সমস্ত কার্য্যই ইঙ্গিতের দ্বারা সম্পন্ন হয়।

যিনি যতটা ভজনে অগ্রসর হইবেন, যাঁহার হৃদয়বৃত্তি যতটা পরিমার্জ্জিত হইয়া সুনির্ম্মল ও সুশীতল হইবে, তিনি ততটা ইঙ্গিত বুঝিতে পারিবেন। বুদ্ধি, মেধা, চতুরতা, পাণ্ডিত্য, তর্ক ও বিচারশক্তি প্রভৃতিদ্বারা ভজনরাজ্যের ইঙ্গিত বুঝা যায় না। মনোধর্ম্মের দ্বারাও ইঙ্গিতের ধারণা হয় না। মনোধর্ম্মে বিহ্বলতা ও সমস্যার মধ্যে পতিত হইতে হয়।

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগগণ সর্ব্বদাই ইঙ্গিতে উপদেশ প্রদান করেন। আধ্যক্ষিক স্থূলবুদ্ধি যাহাকে 'স্পষ্টকথা' বা 'unequivocal language' প্রভৃতি বলে, তাহাদ্বারা শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগগণের ইঙ্গিত পরিমাপ করা যায় না। শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগবর শ্রীশ্রীগুরুবর্গ অপ্রাকৃত ব্যোমযানের বিদ্যুদ্গতিতে শ্রীব্রজের পথে অভিসার করিতেছেন। তাঁহারা সেই অভিসারের মুখে দুই-একটী অপাঙ্গদৃষ্টি কৃপাপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া যে ইঙ্গিত করিয়া যান, তাঁহাদের সহিত একান্ত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ও তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে প্রগতিশীল সেবোন্মুখ ব্যক্তি সেই কৃপাদৃষ্টি হইতে ইঙ্গিত বুঝিয়া ও ইঙ্গিতে বুঝিয়া বাস্তব সেবা-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। যাহারা সেই ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল না ও সেইসকল রহস্য ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিল না, সেইসকল ভারবাহী, স্থূলদৃষ্টি, দেহগেহাসক্ত গো-গর্দ্দভ দেবীধামেই পড়িয়া থাকিবে। তাহারা শ্রীগুরুবর্গের দ্রুততীব্রা গতির অনুসরণ করিতে পারিল না। শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীগুরুদেব মূঢ়, স্থূলবুদ্ধি, মন্দগতি, পঙ্গু, খঞ্জ, অন্ধ, পতিত জীবকে কৃপা করিয়া শ্রীগোলোকধামে লইয়া যাইবার জন্য দেবীধামে অবতীর্ণ হন বটে, কিন্তু যাহারা দেবীধামে অনাদি অনন্তকাল অজ্ঞানতার বোঝা পুঁজিয়া রাখিতে দৃঢ়সঙ্কল্প, তাহাদিগের জন্য তিনি চিরকাল বসিয়া থাকেন না। তিনি মূঢ় জীবগণকে চিরকালই "অ-আ" শিক্ষা দিবার জন্য "পাঠশালার গুরুমহাশয়" হইয়া বসিয়া 'গাধা পিটাইয়া ঘোড়া করিবার' ব্রত বরণ করেন না। তিনি পরব্যোমের অধিবাসী। তাঁহার এই ইতরলোক বা দেবীধামে অবতরণ লোকমঙ্গলের জন্য। অত্যন্ত ভারবাহী মূঢ় ব্যক্তিগণ যখন সেই অপ্রাকৃত চেতনের বিদ্যুদ্গতিতে ধাবিত হইতে না পারায় জড়ের অধোগতির স্রোতেই পতিত হয়, তখন শ্রীচৈতন্যের নিজজন স্বধামে আরোহণ করেন। এই আরোহণ বা অভিসার-কালে কোন কোন সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি ইঙ্গিতে তাঁহার অভীষ্ট বুঝিয়া সেবা-রাজ্যে অভিষিক্ত হন। মূঢ়জীবগণ অভিযোগ করিয়া থাকে,—'শ্রীগুরুদেব তাঁহাদের জন্য

চিরকালই দেবীধামে লোহের পুঁতিয়া পাচনবাড়িতে গো-গর্দভের রাখালগিরি করিলেন না কেন ? ইঙ্গিতের অস্পষ্ট ও অর্থসূচক বাক্য, বিশেষতঃ ঐরূপ বিরুদ্ধসঙ্গতির সহিত তাঁহারা আপনাদিগকে খাপ-খাওয়াইতে অত্যন্ত অপটু।' এইরূপ অভিযোগ জড়াসক্তির প্রতি প্রীতি হইতেই উদ্গমিত হইয়া থাকে; কিন্তু অপ্রাকৃত ব্যোমযানের গতি এই অভিযোগ শুনিবার জন্য একটুও অপেক্ষা করে না। যাহারা কোটী কোটী ইঙ্গিতময়ী কৃপা বরণ করিল না, সেই সকল মূঢ় জীবগণের ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য জানিয়া অর্থাৎ তাহারা জন্ম-জন্মান্তর সংসার-ক্লেশ ভোগ করিতে কৃতসঙ্কল্প জানিয়া শ্রীগুরুদেব শ্রীধামের পথে চলিয়া যান।

শ্রীভগবান্ এই দেবীধামে প্রতিমুহূর্ত্তে নানাপ্রকার বিপদ্-আপদ্, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, ভোগৈশ্বর্য্য প্রভৃতির মধ্য দিয়া নিত্য-রাজ্যের কোটী কোটী ইঙ্গিত প্রেরণ করিতেছেন। এই দেবীধামের অনিত্যতা ও শ্রীগোলোকের নিত্যানন্দময়তা জ্ঞাপন করিতেছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম অজ্ঞানতিমিরান্ধ জীবকে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাদ্বারা চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সেইসকল ইঙ্গিত কত করুণা ও স্নেহের সহিত বুঝাইয়া দিতেছেন। কতভাবেই না তিনি সতর্ক করিতেছেন। শত শত অতীত ও বর্ত্তমান উদাহরণের দ্বারা ভবিষ্যৎ জন্ম-মরণধারার ক্লেশের কথা জানাইয়া দিতেছেন। কিন্তু জীব এমনই স্থূলবুদ্ধি ও মন্দমতি যে, কিছুতেই সেই নিত্যরাজ্যের ইঙ্গিত বুঝিয়াও বুঝিতেছে না। ইহা জীবগণের দুর্দ্দৈব ও দুরন্ত অপরাধের ফল।

অধিকারিভেদে ইঙ্গিতের তারতম্য আছে। ভারবাহী বদ্ধজীব অত্যন্ত স্থূল ইঙ্গিতের রহস্য ভেদ করিতে পারে না। বস্তুতঃ বাস্তব-জগদ্রাজ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ স্থূল ও বাহ্যিক ইঙ্গিত নহে। রাগপথে অপ্রাকৃত রাজ্যের যে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত নির্ম্মল আলোক বিস্তার করে, তাহাই রাগানুগগণের উপজীব্য। রাগাত্মিক-জনের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়া রাগানুগগণ রাগের পথে অভিগমন করেন। সেই ইঙ্গিতই ভজনের রহস্য। এমন রাগাত্মিক-জন হইয়াও শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর মহাশয় 'রাগানুগ'-অভিমানে তাঁহার 'প্রার্থনা'য় গাহিয়াছেন,—

সখীর ইঙ্গিত হবে, এসব জানিয়া কবে,
যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তমদাস কয়, এই যেন মোর হয়,
দাঁড়াইয়া রহ সখীর পাছে।

আবার 'শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'য় গাহিয়াছেন,—

শ্রীরূপমঞ্জরী আর, শ্রীরতিমঞ্জরী সার,
লবঙ্গমঞ্জরী, মঞ্জুলালী।
শ্রীরসমঞ্জরী-সঙ্গে, কস্তুরিকা-আদি রঙ্গে,
প্রেমসেবা করে কুতূহলী।
এ-সবার অনুগা হঞা, প্রেমসেবা নিব চাঞা,
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজে।
রূপ-গুণে ডগমগি', সদা হব অনুরাগী,
বসতি করিব সখীমাঝে।

অতএব অপ্রাকৃত সেবারাজ্যে, চিদ্বিলাস ধামে, রাগাত্মিক শ্রীগুরুপাদপদ্মের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া, সেই ইঙ্গিত বুঝিতে পারা এবং সেই ইঙ্গিতে সমস্ত সেবা সমাধা করাই শ্রীরূপানুগ-ভজনের চরম কথা, পরম রহস্য।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রত্যেক শুদ্ধভক্তিমঠ ও প্রতিষ্ঠানে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর আচার্য্যবর্য্যের আনুগত্যে শ্রীহরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনমুখে যথাবিধি শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত পালিত হইতেছে।

শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রীপ্রভু কুচবিহার ও রংপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ ; ৩০শে মে, ১৯৪২ { ৪৩শ সংখ্যা

কৃপণ *

'কৃপণ'-শব্দে সাধারণতঃ 'ব্যয়কুণ্ঠ', 'অনুদার' ব্যক্তিকেই বুঝায়। কিন্তু শ্রুতিতে 'কৃপণ'-শব্দের একটী বিশেষ অর্থ দৃষ্ট হয়। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে ঋষি শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য শ্রীগার্গীকে বলিতেছেন,—

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ"। (বৃহদারণ্যক ৩।৮।১০)

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অক্ষর-পরব্রহ্মকে না জানিয়াই এই পৃথিবী হইতে চলিয়া যায়, সে ব্যক্তি কৃপণ।

শ্রুতির এই মন্ত্রের তাৎপর্য্যানুসারে যে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করে নাই, সে-ই 'কৃপণ'। যিনি ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, শ্রুতি তাঁহাকে 'ব্রাহ্মণ' বলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রে কৃপণের অত্যন্ত নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়। কৃপণগণ নিজের ভোগের জন্যও ব্যয় করে না, শ্রীভগবানের সেবার জন্যও ব্যয় করে না। ইহাদের ন্যায় দুর্ভাগা জীব আর নাই। ইহাদের কোনদিন মঙ্গল হইবে না। যাহারা ভোগের জন্য অর্থ ব্যয় করে, তাহারা কোন-না-কোনদিন হয় ত' শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা লাভ করিতে পারে। আর যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য অর্থ ব্যয় করেন, তাঁহাদের ভক্তিলাভ হয়। কিন্তু কৃপণগণ অদোষদর্শী পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে না, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে ভক্তিলাভ ত' দূরের কথা!

---

* শ্রীশ্রীগুরুবর্গের উপদেশের মর্ম্মাবলম্বনে লিখিত।

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কৃপণদিগকে 'অবাচ্য' বলিতেন। স্বপ্নেও তিনি তাহাদের নাম-উচ্চারণ করিতেন না। তিনি বলিতেন,—"উহাদের নাম করিলে পিত্তলের হাঁড়ি পর্য্যন্ত ফাটিয়া যায়, সারাদিন উপবাসী থাকিতে হয়, সে-দিন আর কোনও সৎকার্য্য হয় না।" যাহারা হরিভজন করে না, অথচ ব্যয়কুণ্ঠতানিবন্ধন বৈরাগ্যের পোষাক ধারণ করে, তাহারা শিশ্নোদরোপজীবী পাষণ্ডী; তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৈষ্ণব-বিরোধী, কুটিল ও জড়াসক্ত। ইহাদের জড়াসক্তির লোভের গোড়া রহিয়াছে; ইহারা কেবল ক্ষৌরকারের পয়সা বাঁচাইবার জন্য চাতুর্ম্মাস্যে দাড়ি রাখে—ব্যয়সঙ্কোচ করিবার জন্য আহার-সঙ্কোচ, পরিধেয়-সঙ্কোচ করিয়া থাকে। ইহাদের কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগের বিন্দুমাত্রও চেষ্টা হয় নাই। ইহাদের যে বৈরাগ্যের অভিনয়, তাহা অত্যন্ত জড়াসক্তি ও ব্যয়কুণ্ঠতারই প্রতীকবিশেষ। ইহাদের মুখদর্শন্ করিলে সচেল গঙ্গাস্নান করা কর্ত্তব্য। 'গৌড়ীয়' ও 'নদীয়া-প্রকাশে'র গ্রাহক হইবার সময় বা উৎসবে ভিক্ষা প্রদান করিবার সময় ইহাদের অর্থের অভাব দৃষ্ট হয়। ইহারা সেই অর্থ বাঁচাইয়া ও বৈরাগ্যের বেষ দেখাইয়া অর্থসঞ্চয় করে। এই প্রকার চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভক্তির বিরোধী। এক মায়াবাদী ভক্তির বিরোধী—অপ্রাকৃত-বস্তুর চরণে অপরাধী, আর কৃপণও ভক্তির বিরোধী। যাহারা অর্থলাভের আশায় সেই কৃপণদিগকে ভজনা করে, তাহাদিগকে তোষামোদ করে, তাহারা পশু হইতেও পশু; তাহাদেরও সমস্ত সুকৃতি বিনষ্ট হইবে। কৃপণের কাণাকড়ি গ্রহণ করিলে বহুকাল পূর্ব্বে উদরস্থ অন্নপ্রাশনের অন্নের লেশমাত্র থাকিলে তাহাও বমন হইয়া যায়।

ব্যয়কুণ্ঠতা অত্যন্ত অপরাধের কথা। এই বাস্তবসত্য-কথা যে বিশ্বাস করিবে না, সেইব্যক্তিও নিশ্চয়ই শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর বিরোধী। অতএব তাহাকে শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর বিরোধী বলিয়াই জানিতে হইবে। সুতরাং সে কোন জন্মেই শ্রীযুগল-সেবা পাইবে না।

কৃপণের প্রতি কোনদিনই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ও তাঁহার দাসগণের কৃপা হইবে না। কৃপণ হইতে চোর বরং ভাল। চোর বৈষ্ণবঠাকুর শ্রীল গদাধরদাস প্রভুর কৃপা পাইতে পারেন; কিন্তু কৃপণের প্রতি বৈষ্ণবঠাকুরগণ কখনও দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন না। হিমালয়ের ন্যায় বিরাট্ অপরাধের স্তূপ সঞ্চিত হইলে জীব কৃপণ হয়। শ্রীপ্রকাশানন্দ তত্ত্ববিষয়ে অপরাধ করিবার লীলা-প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু কৃপণ তদপেক্ষা অধিক অপরাধী। মহা-মহাপাতকীর প্রতিও পতিতপাবন বৈষ্ণবগণ সদয় হইয়াছেন; কিন্তু ব্যয়কুণ্ঠের প্রতি তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি পতিত হয় নাই। এজন্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু গৃহস্থগণের পক্ষে পরিচর্য্যামার্গের বিধি প্রদান করিয়াছেন। তাহারা যদি বিত্তশাঠ্য করে, তবে নিশ্চয়ই নরকগামী হইবে। পৃথিবীতে যত ভাল ভাল জিনিষ আছে, সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের ভোগে লাগাইয়া গৃহস্থগণ সেই প্রসাদ বৈষ্ণবগণকে প্রদান করিবেন, নিজে গ্রহণ করিবেন না; করিলে প্রসাদে ভোগবুদ্ধি হইবে, প্রসাদের কৃপালাভ করিতে পারিবেন না।

শ্রীগৌরপার্ষদ গৃহস্থগণ কিরূপ উদার ছিলেন! শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশিবানন্দ সেনকে [illegible] শ্রীল বাসুদেবদত্ত ঠাকুরের তত্ত্বাবধায়ক হইয়া তাঁহার ব্যয় সমাধান করিতে বলিয়াছিলেন,—

শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান।
বাসুদেব-দত্তের তুমি করিহ সমাধান॥
পরম উদার ইঁহো, যেদিন যে আইসে।
সেই দিনে ব্যয় করে, নাহি রাখে শেষে॥
ইঁহার ঘরের আয়-ব্যয়, সব—তোমার স্থানে।
'সরখেল' হঞা তুমি করিহ সমাধানে॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।৯৩-৯৪,৯৬)

শ্রীল বাসুদেব-দত্ত ঠাকুর এইরূপ 'পরম-উদার' ছিলেন বলিয়াই জীবের দুঃখে তাঁহার চিত্ত বিগলিত হইত। এইজন্যই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন,—

জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ।
সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাহ ভবরোগ॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৬২-১৬৩)

স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গৃহস্থ-লীলায় যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

প্রভু সে পরম-ব্যয়ী ঈশ্বর-ব্যভার।
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার॥
দুঃখীরে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি'।
অন্ন, বস্ত্র, কড়ি-পাতি দেন গৌরহরি॥
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।
যার যে যোগ্য, প্রভু দেন সবাকারে॥
কোনদিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ।
সবা' নিমন্ত্রেণ প্রভু হইয়া হরিষ॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৮-১৩)

কৃপণ অতিথিসেবা, তীর্থভ্রমণ প্রভৃতি দূরে থাকুক আত্মহত্যা পর্যন্ত করিয়া অর্থসঞ্চয় করে। যে-ব্যক্তি ব্যয়কুণ্ঠ, বিত্তশঠ, তাহার হৃদয় কখনও জীবের দুঃখে ব্যথিত হয় না। পশুর ব্যাধের হৃদয় হইতেও তাহার হৃদয় অধিকতর কঠিন। ব্যয়কুণ্ঠের হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তনের অভিনয় কেবল কাপট্যমাত্র। উহা আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার কৌশল-বিশেষ। তাহার হরিকথায় বিন্দুমাত্রও রুচি নাই। তাহার অর্থাসক্তির লোভ সপ্ত অধোলোক পর্যন্ত ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কাজেই সে দ্রবিণ বা কনককে নিজবস্তু হইতেও অধিক মূল্যবান্ মনে করে এবং নিজের পূর্ণমাত্রায় দেহাত্মবোধ থাকা সত্ত্বেও দেহারামতাকে উৎসর্গ করিয়া ব্যয়কুণ্ঠতারূপ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-সাধন করিয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তির শ্রীভগবানে প্রীতি হওয়া অসম্ভব। এইজন্যই শ্রুতিমন্ত্র যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করে নাই, তাহাকে 'কৃপণ' বা 'শূদ্র' বলিয়াছেন। ব্যয়কুণ্ঠ কখনও ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে না। পাছে একটি কাণাকড়ি নষ্ট হয়, এইজন্য কৃপণের চিত্ত সর্বদা সমাকুল; অতএব সে শূদ্রাধম।

শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীবৈষ্ণবঠাকুরগণ "দীনবন্ধু", "পতিতের বন্ধু" প্রভৃতি নামে খ্যাত। কিন্তু তাঁহারা কখনও 'কৃপণবন্ধু' বলিয়া পরিচিত নহেন। 'দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।' কিন্তু কৃপণকে দয়া করেন বলিয়া কোথায়ও নাই। বৈষ্ণব-পদকর্তা শ্রীগোবিন্দদাস গাহিয়াছেন,—

শীত আতপ বাত বরিষণ
এ দিন-যামিনী জাগি' রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখলব লাগি' রে॥

কৃপণ দুর্জনের সেবা করিলে ধন ত' লাভ হয়ই না, পরন্তু নিজের ধন, যৌবন, শক্তি, সামর্থ্য সমস্ত নিঃশেষিত হইয়া পরিণামে হতাশ হইতে হয়। অতএব হে সাধো, কৃপণ হইতে সাবধান! শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর কৃপা-কণাধারাতে যদি আমার ন্যায় কোন কৃপণ নির্বেদ-প্রাপ্ত হইয়া শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় আত্মনিয়োগ করে, তবেই মঙ্গল, নতুবা আর রক্ষা নাই।

শ্রীপদ্মপুরাণোক্ত শ্রীগঙ্গা-স্তব

গঙ্গে সমস্ত-জগদম্ব চলত্তরঙ্গে-
হনসারিচারুভ্রমরস্তবকপুষ্পমালে।
কংসারিচারুচরণাম্বুরেণুহর্ত্রি
ভক্ত্যা নমামি দুরিতক্ষয়কারিণি ত্বাম্॥

মাতঃ সমস্তভুবনে প্রবরে নদীনাং
ব্যাসাদিবিপ্রচয়গীতগুণে গুণাঢ্যে।
সংসারভৈরবমহার্ণবমধ্যলোকে
বন্দে ভবাঙ্ঘ্রি যুগলং দুরিতাপহারি॥

যস্যাস্তবাম্বুকণিকামপি জন্তু কণ্ঠে
সৌদাসনামনৃপতির্দ্বিজকোটিহন্তা।
সম্প্রাপ মুক্তিমগমত্ত্রিদশৈরলভ্যাং
তাং ত্বাং নমামি শিরসা বরদে প্রসীদ॥

নারায়ণাচ্যুত-জনার্দন-কৃষ্ণ-রাম-
গঙ্গাদিনাম বদতো মম দেবি মাতঃ।
সংসারপাতকনিবারিণি দেহপাত-
স্তারিণীহ ভবতু ত্বদনুগ্রহেণ॥

কিংবা তপোভিরখিলেশ্বরি কিং জপৈর্বা
দানৈশ্চ কিং তুরগমেধমুখৈর্মখৈর্বা ।
যন্নীরশীকরমবাপ্য সুরৈরলভ্যাং
মুক্তিং ব্রজন্তি মনুজা অপি পাপিনোঽপি ॥

স্বাহা ত্বমেব পরমেশ্বরি যা স্বধা চ
গীর্বাণবৃন্দপিতৃলোকসুতৃপ্তিহেতুঃ ।
সত্ত্বংরজস্তম ইতি ত্রিগুণস্বরূপা
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণি নৌমি তাং ত্বাম্ ॥

ধত্তে ললাটফলকে তব সৈকতং যঃ
পুণ্ড্রং চ দেবি তব তীর-মৃদা সদৈব ।
তন্নাম সর্ব্বরসধাম বদেচ্চ ভক্ত্যা
তৎপাদরেণুরখিলোঽস্তু মমৈব মূর্দ্ধি ॥

যত্তোধসি ত্রিপথগে বসতিং বিধায়
পীত্বা চ বারি তব পাতকনাশকারি ।
স্মৃত্বা চ নাম তব বীচিচয়ঞ্চ দৃষ্ট্বা
সংসারবন্ধনহরে মম যাতু জন্ম ॥

নাকং ভজন্তে সুমনস্তুচ্ছজনং মনুষ্যাঃ
কুর্ব্বন্তি তীর্থমভিতস্তুর্গমমস্য মন্ত্রা ।
সুখৈব সা কিল যতোঽমৃতদে তদীয়ং
সোপানভূতমুদকং ত্রিদিবপ্রয়াণে ॥

পাপানি যোগনিকরাশ্চ শরীরিদেহে
তিষ্ঠন্তি তাবদখিলেশ্বরি মুক্তিদাত্রি ।
কুর্ব্বন্তি যাবদুদকেষু তবামলেষু
স্নানং ন হি ত্রিপথগে সরিতাং প্রধানে ॥

যস্তাবদাচ্যুত-বিরিঞ্চি-শিবাদয়োঽপি
শক্তা ন দেবনিকরা অবজিতুং মহিম্নাম্ ।
পারং পরে পরমমোক্ষপদপ্রদাত্রি
তাং ত্বাং বদন্তি তটিনীমিব কেঽপি মোহাৎ ॥

গঙ্গে সমস্তসুখদায়িনি কিঞ্চিদেব
জানাতি তে পশুপতির্ভগবান্ মহত্ত্বম্ ।
যস্মাদসৌ সুমনসাং প্রবরোঽপি ভক্ত্যা
ধত্তে সদা স্বশিরসা জগদীশ্বরি ত্বাম্ ॥

গঙ্গে দেবি জগন্মাতঃ প্রসীদ পরমেশ্বরি ।
পরিত্রাহি নমস্তুভ্যং রক্ষ মাং সেবকং স্বকম্ ॥
পরব্রহ্মস্বরূপাং ত্বাং সর্ব্বলোকৈকমাতরম্ ।
শক্নোমি কিমহং স্তোতুং
ভ্রান্তচিত্তোঽত্র মোক্ষদে ॥

(শ্রীপদ্মপুরাণম্, ক্রিয়াযোগসার, চতুর্থোঽধ্যায়ঃ)

অনুবাদ

হে চঞ্চলতরঙ্গশালিনি শ্রীগঙ্গে! আপনি নিখিল জগতের জননী, আপনি সদাই শ্রীশিবের শিরোদেশের সুচারু পুষ্প-মাল্যস্বরূপা, আপনি কংসনিসূদন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণযুগলের নূপুরস্বনকারিণী এবং আপনি অশেষ পাপনাশিনী। আমি ভক্তির সহিত আপনাকে নমস্কার করি। হে মাতঃ! আপনি সর্ব্বসুখবিধায়িনী এবং সমস্ত নদীর মধ্যে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনার গুণ-কীর্ত্তন করেন। আপনি সর্ব্বগুণ-সমন্বিতা এবং সংসাররূপ ভয়সঙ্কুল মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার নৌকা-স্বরূপা। পাপ-হারকারী আপনার শ্রীচরণযুগলকে আমি বন্দনা করি। কোটিসংখ্যক-ব্রাহ্মণবধকারী 'সৌদাস'-নামক নৃপতি যে আপনার বারিবিন্দুমাত্র প্রাপ্ত হইয়া দেবগণেরও অলভ্য মুক্তিপদ লাভ করিয়াছিলেন, হে বরদে অদ্ভুতে! সেই আপনাকে আমি অবনতমস্তকে প্রণাম করিতেছি; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে মাতঃ শ্রীগঙ্গাদেবি! আপনার অনুগ্রহে 'নারায়ণ', 'অচ্যুত', 'জনার্দ্দন', 'কৃষ্ণ', 'রাম' ও 'গঙ্গা'দি নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সংসার-পাপনাশক আপনার সলিলমধ্যেই আমার দেহপাত হউক। হে অখিল জগতের ঈশ্বরি! বহু তপস্যা, জপ, দান ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ফল কি? অত্যন্ত পাপী নরগণও আপনার বারিবিন্দু লাভ করিয়া দেবতাগণেরও দুষ্প্রাপ্য মুক্তিপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। দেবতা ও পিতৃপুরুষগণের পরম তৃপ্তি-বিধানের হেতু সত্ত্ব-রজস্তমঃ—এই ত্রিগুণময়ী যে 'স্বাহা' ও 'স্বধা' সে সমস্তই আপনি। হে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণি শ্রীগঙ্গে! সেই আপনাকে আমি প্রণাম করি। যে-ব্যক্তি সর্ব্বদা ললাটদেশে আপনার মৃত্তিকাদ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন এবং সেই সেই 'নারায়ণা'দি সর্ব্বরসনিলয় শ্রীনাম

ভক্তিসহকারে কীর্ত্তন করেন, তাঁহার শ্রীচরণের সমস্ত রেণু আমার মস্তকে থাকুক। হে সংসারবন্ধহারিণি, ত্রিপথগামিনি শ্রীগঙ্গে! আপনার তীরদেশে বাস ও সর্ব্বপাপনাশক জলপান করিতে করিতে এবং আপনার শ্রীনাম-স্মরণ ও তরঙ্গসমূহ দর্শন করিতে করিতে আমার জীবন যাউক। হে অমৃতদায়িনি, মঙ্গলদাত্রি মাতঃ শ্রীগঙ্গে! মানবগণ যে স্বর্গকে অতিশয় দুর্লভ ও উচ্চস্থান মনে করিয়া তৎপ্রাপ্তিবিষয়ে জীবিতস্পৃহ হয়, তাহা সম্পূর্ণ বৃথা, যেহেতু, আপনার জলই সেই সুরলোকগমনের সোপানস্বরূপ। হে অখিলেশ্বরি, মুক্তিপ্রদায়িনি, ত্রিপথগামিনি শ্রীগঙ্গে! আপনি নদীসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। জীবসকল যে-কাল পর্য্যন্ত না আপনার নির্ম্মল জলে স্নান করে, সে-কাল পর্য্যন্তই তাহাদের দেহে পাপরাশি ও রোগসমূহ বর্ত্তমান থাকে। হে পরমমুক্তিপদ-প্রদায়িনি শ্রীগঙ্গে! শ্রীবিষ্ণু, শ্রীব্রহ্মা, শ্রীশিব ও দেবগণও যে আপনার মহিমার অন্ত পান না, সেই আপনাকে কোন কোন ব্যক্তি মোহবশতই সামান্য নদীমাত্র বলিয়া থাকে। হে জগদীশ্বরি, সমস্তসুখবিধায়িনি শ্রীগঙ্গে! পশুপতি ভগবান্ শ্রীশিব আপনার মহত্বের কিঞ্চিৎ অবগত আছেন, যেহেতু, তিনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াও ভক্তির সহিত সর্ব্বদা আপনাকে নিজ শিরোপরি ধারণ করিয়াছেন। হে জগজ্জননি, পরমেশ্বরি, দেবি শ্রীগঙ্গে! আমি আপনার কিঙ্কর, আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাকে পরিত্রাণ করুন, রক্ষা করুন। হে মোক্ষপ্রদায়িনি শ্রীগঙ্গে! আপনি পরব্রহ্মস্বরূপিণী এবং সর্ব্বলোকের একমাত্র জননী। ক্ষুদ্রমতি আমি, এইরূপ আপনার কি বা স্তব করিতে পারি!

"ব্যাধ ! মা জীব মা মর"

হে ব্যাধ! তুমি জীবিতও থাকিও না, মৃত্যুগ্রস্তও হইও না। ব্যাধের বাঁচিয়াও সুখ নাই, মরিয়াও সুখ নাই। কেহ কেহ জীবিতকালে সুখী হন, কেহ বা এজন্মে তপস্যাদি ক্লেশস্বীকার করিয়া জীবিতোত্তরকালে সুখভোগ করেন। কিন্তু পশুঘ্ন ব্যাধের জীবন ও মরণ—উভয় দশাতেই ক্লেশ।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।১।৪) "নিবৃত্ততর্ষৈঃ"-শ্লোকস্থ 'পশুঘ্ন' শব্দের ব্যাখ্যায় একটী প্রাচীন প্রসিদ্ধ শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন,—

রাজপুত্র চিরং জীব, মা জীব মুনিপুত্রক।
জীব বা মর বা সাধো, ব্যাধ মা জীব মা মর।

অর্থাৎ হে রাজপুত্র! তুমি পৃথিবীতে চিরকাল জীবিত থাক (যেহেতু তুমি সর্ব্বদা ভোগে প্রমত্ত হইয়া কোন পুণ্যানুষ্ঠান কর নাই, অতএব তোমার পরলোক সুখপ্রদ নহে, মৃত্যুগ্রস্ত হইলেই তোমাকে যম যাতনা ভোগ করিতে হইবে); হে মুনিপুত্র! তুমি আর ইহলোকে জীবিত থাকিও না (যেহেতু, ইহলোকে তোমার কেবল তপস্যাজনিত কষ্টই বর্ত্তমান, পরন্তু তপস্যাজনিত পুণ্যহেতু তোমার পরলোক সুখকর, অতএব তোমার সত্বর পরলোকপ্রাপ্তিই সঙ্গত; মৃত্যুর পর তুমি সুখভোগ করিতে পারিবে), হে সাধো! তোমার জীবিত থাকা অথবা এই জগৎ হইতে প্রয়াণ—উভয়ই সমান (কারণ, ইহলোকে তুমি শ্রীভগবানের সেবানন্দ-আস্বাদন করিতেছ, পরলোকেও সেই আনন্দেরই অধিকারী হইবে; তোমার উভয়লোকই সুখপ্রদ); হে ব্যাধ! তুমি জীবিতও থাকিও না, মৃত্যুগ্রস্তও হইও না (কারণ, তুমি নিরন্তর হিংসারত, অতএব ইহলোকেও তোমার সুখের অবসর নাই, পরন্তু হিংসার পরিণামস্বরূপে পরলোকও তোমার অশেষ ক্লেশপ্রদ হইবে)।

যাহারা উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির নিরবচ্ছিন্ন নিত্যসত্য ও অনন্ত-ঔদার্য্যময় বাৎসল্যাদি গুণসমূহের পুনঃ পুনঃ শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে বিরত থাকে, তাহারা পশুঘাতী ব্যাধ; তাহাদের ইহজীবনেও শান্তি নাই, পরকালেও অনন্তক্লেশ। ব্যাধ মৃগাদি প্রাণীর সৌন্দর্য্যাদি গুণের গণনা না করিয়াই কেবলমাত্র হিংসাতৎপর হইয়া থাকে; অতএব ইহাদের সৌন্দর্য্যবোধ, মমতা বা হৃদয়ে কোন প্রকার কোমলবৃত্তি নাই। পুঞ্জীভূত অপরাধফলে ইহাদের হৃদয় কঠিন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীহরিকথা-বিমুখকে পশুর সহিত তুলনা করিয়াছেন। যথা,—

শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥
(শ্রীভাঃ ২।৩।১৯)

যাহার কর্ণকুহরে 'শ্রীকৃষ্ণ' এই নাম কখনও প্রবেশ করে নাই, সেই মানব কুকুর, গ্রাম্য শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ-তুল্য 'পশু' বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ
পুরাকথানাং ভগবৎকথাসুধাম্।
আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহা-
মহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্॥
(শ্রীভাঃ ৩।১৩।৫২)

একমাত্র পশু ব্যতীত কোন্ ব্যক্তিই বা পুরাণ-কথার মধ্যে সংসার-বিনাশক ভগবৎ-কথামৃত কর্ণাঞ্জলিদ্বারা পান করিতে বিরত হয়?

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

সে-সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।

শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মের সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই, তাহার জন্ম বৃথাই গেল। সেই ব্যক্তি বহুশাস্ত্রপাঠী বা পরমনৈষ্ঠিক হইলেও অত্যন্ত দুরাচারী পশু।

"নিবৃত্ততর্ষৈঃ"-শ্লোকে উত্তমঃশ্লোকের গুণানুবাদ হইতে বিরত ব্যক্তিকে 'পশুঘ্ন' বলা হইয়াছে। পশু হইতেও পশুঘ্ন ভয়াবহ। পশুর চিত্ত কখনও-বা বিগলিত হয়। পশুর সৌন্দর্য্যবোধ আছে, রসবোধ আছে, কিন্তু পশুঘ্নের সেই বোধ নাই। পশুঘ্নের হৃদয় পাষাণ হইতেও পাষাণ। নিরন্তর হিংসা-প্রবৃত্তির দ্বারা তাহার চিত্ত ভীষণতম কঠিন হইয়াছে। তাহার চিত্ত এতটা অশ্মসার-কঠিন যে, ভবরোগের একমাত্র ঔষধ ও মনের আনন্দোৎ-তৃপ্তিকর শ্রীভগবদ্গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রতিও বিরাগ উপস্থিত হয়। মুক্ত ও মুমুক্ষুগণের কথা দূরে থাকুক, বিষয়িগণের চিত্তও ইহাতে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু যাহাদের চিত্ত অত্যন্ত অশ্মসার-কঠিন, একমাত্র সেইসকল ব্যাধতুল্য ব্যক্তির কখনই শ্রীহরিকীর্ত্তনামৃতের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। অতএব তাহারা এই জন্মেও হৃদয়ে কোন শান্তিলাভ করিতে পারে না, পরজন্মেও অনন্তক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে; তাহাদের জীবন ও মরণ উভয়ই ক্লেশদায়ক।

শ্রীগুণ্ডিচা বা শ্রীনামহট্ট-মার্জ্জনের শতমুখী

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৩৮শ সংখ্যার পর]

৬৯। শ্রীউগ্রসেন বা শ্রীভীমসেনের বিকৃত-প্রতিফলন হইও না।

ভাষ্য—যদুপতি শ্রীউগ্রসেন শ্রীমথুরার রাজা ছিলেন। ইঁহারই দুর্বৃত্ত পুত্র কংস পিতাকে নির্বীর্য্য ভাবিয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কংসবধের পর শ্রীউগ্রসেনকে পুনরায় রাজা করিয়াছিলেন। শ্রীউগ্রসেনের ন্যায় শ্রীভীমসেন নির্বীর্য্য ছিলেন না। তিনি শৌর্য্যে, বীর্য্যে, পরাক্রমে ও পৌরুষে প্রকৃতই ভীষণ বা ভয়ানক ছিলেন। শ্রীউগ্রসেন বাহ্যদৃষ্টিতে নির্বীর্য্য; অসমর্থ, অযোগ্য ও কাপুরুষ বলিয়া বিবেচিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীভীমসেনও তাঁহার সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য, বল, বীর্য্য ও পরাক্রম শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই ইঁহাদের সেবক। শ্রীউগ্রসেনের দাসানুদাস না হইয়া তাঁহার বিকৃত ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব অর্থাৎ কেবলমাত্র জাগতিক বিষয়ে অকর্ম্মণ্য, অপটু, অপদার্থ, বলবীর্য্যহীন হইয়া ভক্তিসদাচারের অভিনয়কারী আত্মাভিমানী কপটী হইলে এবং ঐ সকল বৃত্তি পরিপোষণের জন্য ভক্তি-প্রতিষ্ঠানের আশ্রয়-গ্রহণের অভিনয় করিলে কেবল কতকগুলি অকর্ম্মণ্য, মেধাহীন, অশিক্ষিত বা কুশিক্ষিত, অলস, জড়, সুতরাং নানাপ্রকার ব্যক্ত ও অব্যক্ত পাপের অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তির সংখ্যাই বৃদ্ধি হইবে। ঐ সকল ব্যক্তির সঙ্গ কখনও ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত মঙ্গল আনয়ন করিতে পারে না। যাহারা প্রারব্ধকর্ম্মবশতঃ অপটু দেহ,

অস্বাস্থ্য, মেধাহীনতা, অক্ষমতা, অযোগ্যতা প্রভৃতি লাভ করিয়াছে, যদি তাহাদের হৃদয়ে অকিঞ্চনতা না আসে, তবে শারীরিক দুর্দৈবের দ্বারা দেহাভিনিবেশজনিত বহির্মুখতা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। সকল যোগ্যতা ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও যে পূর্ণ শরণাগতি বা শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখানুসন্ধান-তাৎপর্যপরতা—তাহাই শ্রীজীবসেনের লাভ। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে রাবণ, হিরণ্যকশিপু, শিশুপাল, বিরোচন, জরাসন্ধ প্রভৃতি অসুরের লাভ হইয়া যাইবে।

৭০। কেবল 'উপায়-বিহীন' হইলে হইবে না, 'তা'তে দীন অকিঞ্চন' হওয়া চাই।

ভাষ্য—পৃথিবীর বহির্মুখ ব্যক্তিমাত্রই নানাভাবে উপায়-বিহীন হইয়াও অকপট, দীন ও অকিঞ্চন হইতে পারে না। ভক্তিধর্মযাজন করিতে আসিয়াও অনেকে দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্তরে দীন ও অকিঞ্চন হইতে পারে না, বরং নিজের প্রারব্ধজনিত দৈহিক ও মানসিক অযোগ্যতাকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ কেন প্রশ্রয় দিতেছেন না, কেনই বা উঁহাদের পরিচর্য্যা করিতেছেন না, এজন্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণকে দায়ী করিয়া থাকেন। 'যদি আমাদের দুষ্কর্মজনিত প্রারব্ধকর্মফল শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব আমাদের হইয়া ভোগ করিতেন ও আমরা ভোগবিলাসে দিন কাটাইতে পারিতাম, তবেই তাঁহাদের দয়ার পরিচয় পাওয়া যাইত'—আমাদের অন্তর্নিহিত এইরূপ মনোভাব কিছুতেই আমাদিগকে অন্তরে দীন হইতে দিতেছে না। অকিঞ্চন-ভক্তই শরণাগতির জন্য আর্ত্তি-বিশিষ্ট হইয়া প্রার্থনা করিয়া বলে,—

লভিয়া এ জন,
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তিবুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন,
কর মোরে আত্মসাথ॥
যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হৈলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর॥

(শরণাগতি)

৭১। বেশী নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিলে বঞ্চিত হইতে হইবে।

ভাষ্য—নিরপেক্ষতা ভক্তি নহে। সাপেক্ষতাই ভক্তি। শ্রীদামোদর পণ্ডিত নিরপেক্ষতার আদর্শের লীলা-প্রকাশ করিয়াছেন। সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীগৌরসুন্দরের চরিত্রেও তিনি কটাক্ষ করিবার লীলা করিয়াছিলেন, তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রীধাম-মায়াপুরে পাঠাইলেন—নিজের সাক্ষাৎ-সেবা হইতে বঞ্চিত করিলেন। কৃষ্ণ শাস্ত্রাধীন নহেন। "শাস্ত্রাধীন কৃষ্ণ ইহা ভণি' হাসি পায়।" শ্রীগৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীদামোদর পণ্ডিতকে গৌড়ে প্রেরণ শ্রীদামোদরের প্রতি প্রকৃত কৃপা-প্রদর্শন-লীলা নহে।" যাহারা এইরূপ অত্যধিক নিরপেক্ষতার পক্ষপাতী, তাহারা শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপা হইতে বঞ্চিত হয়।

৭২। পড়ত বেশী হইলে কৌতূহল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য—কৌতূহল বহির্মুখতার বৃত্তিবিশেষ। বহির্মুখ-গণের কৌতূহলচরিতার্থ করিবার জন্য যে প্রয়াস, তাহা তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণেরই চেষ্টাবিশেষ। কৌতূহলের বেগ কামক্রোধাদির বেগ হইতেও অধিক। যোষার কৌতূহল খুব বেশী। কৌতূহল-প্রবৃত্তি হইতে অনেক সময় পরছিদ্রানুসন্ধিৎসা ও সাধুগুরুবৈষ্ণব-নিন্দাদি অপরাধের উদ্ভব হয়। অনধিকারী ব্যক্তি অধিকারবহির্ভূত গূঢ় শ্রীভগবল্লীলাদি শ্রবণ করিবার জন্য কৌতূহলবিশিষ্ট হইয়া অপরাধ ও পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়। অপ্রাকৃত-বস্তু-কথা সর্বস্ব দক্ষিণা দিলে জানিতে পারা যায়, কৌতূহল-প্রবৃত্তি-দ্বারা জানা যায় না। অকুটিল না হইলে কেবল কৌতূহল-চরিতার্থ করিবার প্রবৃত্তি হয় ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রকার-বিশেষ।

৭৩। প্রীতি না থাকিলে Proper adjustment বা খাপে খাপে মিল হয় না।

ভাষ্য—প্রীতি থাকিলেই সব হয়। সেবার উদ্দেশ্য না থাকিলে সম্যক্ গমন বা অভিগমন হয় না। জাগতিক ব্যবধানের তারতম্য সখ্যের ব্যাঘাত করে না। যদি প্রীতি থাকে, তবে পরস্পর বহুদূর ব্যবধানে থাকিলেও সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট থাকা যায়। ভক্তি জড়পদার্থ নহে।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব চোখের আড়ালে গেলে ভাল লাগে না, ইহা সম্ভোগবাদ। প্রভু যাহাতে সুখ, তাহাতেই আমার সুখ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীশ্রীসনাতন-রূপ থাকিলেন শ্রীবৃন্দাবনে, আর শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত থাকিলেন শ্রীপুরীতে। কিন্তু ইঁহাদের চিত্তবৃত্তির মধ্যে খাপে খাপে মিল ছিল।

৭৪। সরলতা ও বোকামি এক নহে।

ভাষ্য—বোকা নিজের দেহ লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত। কিন্তু প্রারব্ধবশে সেই দেহকে কর্ম্মবীরের ন্যায় ভোগ করিবার কৌশলে অনভিজ্ঞ। এইজন্য লোকের নিকট 'বোকা' বলিয়া পরিচিত। ভোগ করিবার কৌশলে অনভিজ্ঞতা বা প্রারব্ধকৃত ঐরূপ কর্ম্মফল-ভোগ শুদ্ধভক্তের স্বভাবরূপ সরলতা হইতে পারে না। শুদ্ধভক্ত সর্ব্বদা অপ্রাকৃত, নির্দ্দোষ, আনন্দময়, কৃষ্ণনামে প্রীতিবিশিষ্ট, জড়ে উদাসীন, জীবের প্রতি দয়াময়, অভিমানহীন, বিষয়ে অনাসক্ত, অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বদা নিষ্কপট ও শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধানে সর্ব্বদা অনুরক্ত; কিন্তু বোকার মধ্যে ঠিক ইহার বিপরীত দোষসমূহ রহিয়াছে। বোকা প্রাকৃত দোষযুক্ত, সর্ব্বদা নিরানন্দময়; তাহার কৃষ্ণনামে প্রীতি নাই, সে সর্ব্বদা দেহে আসক্ত। নিজের মঙ্গলের চিন্তাই তাহার নাই, সুতরাং অপরের মঙ্গলের চিন্তা কি করিয়া থাকিবে? সে মঙ্গলামঙ্গলই বুঝিতে পারে না। তাহার দেহাত্মাভিমান প্রবল। তাহার ভজনের কোন চেষ্টা নাই। সে বিষয়ে আসক্ত; কেবল ইন্দ্রিয়ের অপটুতানিবন্ধন বিষয়ভোগ করিতে অসমর্থ। অসমর্থতাহেতু আসক্তিহীনতা প্রমাণিত হয় না। সেইই সমস্ত বিষয়ের ভাণ্ডার। বোকা অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বদাই কপটী। প্রারব্ধবশতঃ সে যে 'বোকামী-রোগ' ভোগ করিতেছে, তাহাতে তাহার অন্তর ও বাহির সর্ব্বদা গ্লানিযুক্ত। তাই সে সর্ব্বদা প্রাকৃত-কার্য্যে অর্থাৎ দেহের কার্য্যে অত্যন্ত অনুরক্ত। সময় সময় সে যে তাহার দেহের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে, তাহাও তাহার দেহাত্মবোধরূপ রোগের উপসর্গ-বিশেষ। উহা দেহে অনাসক্তি নহে, পরন্তু জড়ভোগানুসন্ধানের অভিযানের পথে একটা পদস্খলনবিশেষ।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে "বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি" বলিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু পাতড়া পর্ব্বতে ভূঞাদলপতির নিকট যে বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা একান্ত হরিভজনকারীতেই সম্ভব। অনর্থযুক্ত জীবের বুদ্ধি যতই প্রখর হউক না কেন, কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার প্রলোভনের নিকট তাহা খর্ব্ব হইয়া যায়। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষিগণও কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশার নিকট বুদ্ধিহারা হইয়া পড়েন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু মহতের চরণে গুরুতর অপরাধই ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীমথুরা-গৌড়ীয়মঠের ও শ্রীব্রজমণ্ডলের সেবকবৃন্দ শ্রীশ্রীমদ্গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামিঠাকুরের আনুগত্যে নিরন্তর বীর্য্যবতী হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনমুখে শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত পালন করিতেছেন।

শ্রীমথুরায় শ্রীপুরুষোত্তমব্রতপালনের বিশেষ মাহাত্ম্য শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

অভিন্ন-শ্রীমথুরা শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগান্ধর্ব্বার সরসী-তটে শ্রীগান্ধর্ব্বানিকেতন শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামি-মহারাজ শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-ব্রতের উদ্বোধন করিয়া তাঁহারই অনুজ্ঞায় শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমব্রত-উদ্‌যাপন ও শ্রীপুরুষোত্তমমঠের বার্ষিক উৎসব-সম্পাদনার্থ তথায় শুভবিজয় করিয়াছেন।

ইতঃপূর্ব্বে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীপুরুষোত্তমে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। শ্রীল তীর্থ গোস্বামি-মহারাজ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীপদাশ্রয়গণে শ্রীগরুড়ের পশ্চাতে থাকিয়া নিয়মিতভাবে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন ও তথায় "শ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গল-স্তোত্রম্" কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরসাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ ; ১৩ই জুন, ১৯৪২ { ৪৪শ-৪৫শ সংখ্যা

প্রার্থনা

অধোক্ষজ শ্রীভগবানের নিকট আর্ত্তির সহিত হৃদয়ের বেদনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার কৃপা বাঞ্ছা করাই 'প্রার্থনা'। প্রার্থনা বা বিজ্ঞপ্তি—(১) সংপ্রার্থনাত্মিকা, (২) দৈন্য-বোধিকা ও (৩) লালসাময়ী-ভেদে প্রধানতঃ তিন প্রকার। শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে যথাক্রমে এই তিন প্রকার বিজ্ঞপ্তির উদাহরণ শাস্ত্র হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। সংপ্রার্থনাত্মিকা, যথা শ্রীপদ্মপুরাণে—

যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনোঽভিরমতাং ত্বয়ি॥

যুবতিগণের যেরূপ যুবকের প্রতি এবং যুবকগণের যেরূপ যুবতীর প্রতি স্বাভাবিকভাবে মন অনুরক্ত হয়, হে ভগবন্! সেইরূপ তোমাতে আমার মন প্রকৃষ্টরূপে রমণ করুক।

দৈন্যবোধিকা, যথা শ্রীপদ্মপুরাণে—

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥

আমার ন্যায় পাপী নাই, আমার ন্যায় অপরাধীও নাই। হে পুরুষোত্তম! মৎকৃত পাপ ও অপরাধের উল্লেখ করিয়া তৎপরিহারের চেষ্টা করিতেও আমার লজ্জা হইতেছে।

লালসাময়ী, যথা,—

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ। রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! কবে আমি শ্রীযমুনার তীরে তোমার শ্রীনামাবলী গদ্গদ-স্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে উদ্দণ্ড-নৃত্য করিব?

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'প্রার্থনা'য় সংপ্রার্থনাত্মিকা প্রার্থনা বা বিজ্ঞপ্তি এইভাবে জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

রাধাকৃষ্ণ! নিবেদন এই জন করে।
দোঁহে অতি রসময়, সকরুণ-হৃদয়,
অবধান কর নাথ মোরে॥
হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র, গোপীজন-বল্লভ,
হে কৃষ্ণপ্রেয়সী-শিরোমণি।
হেমগৌরী শ্যাম গায়, শ্রবণে পরশ পায়,
গুণ শুনি' জুড়ায় পরাণী॥
অধম দুর্গতি জনে, কেবল করুণা মনে,
ত্রিভুবনে এ যশঃ-খেয়াতি।
শুনিয়া সাধুর মুখে, শরণ লইনু সুখে,
উপেখিলে নাহি মোর গতি॥
জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে।
অঞ্জলি মস্তকে করি' নরোত্তম ভূমে পড়ি'
কহে, দোঁহে পুরাও মনঃসাধে॥

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় এইভাবে দৈন্যবোধিকা প্রার্থনা করিয়াছেন,—

হরি হরি! কি মোর করমগতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-পদ, না ভজিনু তিল-আধ,
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ॥
স্বরূপ-সনাতন, রূপ, রঘুনাথ, ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ, শ্রীজীব, লোকনাথ।
ইঁহা-সভার পাদপদ্ম, না সেবিনু তিল-আধ,
আর কিসে পুরিবেক সাধ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক-ভকতমাঝ,
যেঁহো কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহাতে না হৈল মোর চিত॥
সে-সব ভকত-সঙ্গ, যে করিল তা'র সঙ্গ,
তা'র সঙ্গে কেনে নহিল বাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙা'নু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস॥

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় এইরূপ লালসাময়ী প্রার্থনা করিয়াছেন,—

'গৌরাঙ্গ' বলিতে হ'বে পুলক শরীর;
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদের করুণা হইবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পীরিতি॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥

বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে নানাপ্রকার প্রার্থনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্যদেশীয় ধর্মে 'প্রার্থনা' বা 'Prayer' তাঁহাদের উপাসনা-পদ্ধতির একটি বিশেষ অঙ্গ। পাশ্চাত্যধর্মের অনুকরণে যে-সকল ধর্মমতের উদ্ভব হইয়াছে, তন্মধ্যেও প্রার্থনা 'উপাসনা' প্রভৃতি নামে প্রচলিত রহিয়াছে।

এই জগতের সকলেই কোন-না-কোনপ্রকার প্রার্থী। প্রার্থিগণ উন্মুখ ও বিমুখভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। বিমুখ প্রার্থিগণ ধর্ম, অর্থ, কাম বা শান্তির প্রার্থনা করিয়া থাকে। উন্মুখ প্রার্থিগণ একমাত্র অধোক্ষজ শ্রীভগবানের প্রীতি প্রার্থনা করেন। প্রীতিভক্তির প্রতিকূল বিঘ্নসমূহ যাহাতে দূরীভূত হয়, তজ্জন্যও তত্তৎসাধক প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অধোক্ষজ-প্রীতিই তাঁহাদের প্রার্থনার মূল বিষয়।

জগতের প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, প্রত্যেকেই প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত কোন-না কোনও বিষয়ের প্রার্থী বা কামী। মানুষ এত ক্ষুদ্র ও অসমর্থ এবং তাহার ক্ষুদ্র অভাবপূরণের জন্য একটা সঙ্কট যে, প্রতিমুহূর্তেই কোন বৃহত্তর ব্যক্তির নিকট স্বতঃই তাহার হৃদয় জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছে। যাঁহারা 'পরকে দয়া দান করেন', এইরূপ রাষ্ট্রনায়ক, জননায়ক প্রভৃতিও আপনাকে অসমর্থ ভাবিয়া প্রার্থনা-জ্ঞাপন করেন। এইসকল প্রার্থীর প্রার্থনা শুদ্ধভক্তের প্রার্থনার বিরুদ্ধ

প্রতিবিম্ব-বিশেষ। উন্মুখ জীবাত্মা যে অধোক্ষজপ্রীতি-লাভের জন্ত চেতনের স্বাভাবিক-বৃত্তি হইতে আর্ত্তিজ্ঞাপন করেন, আত্মনিবেদনের সহিত প্রার্থনা করেন, তাহাই প্রকৃত প্রার্থনা। শ্রীধ্রুব শ্রীহরিকে বলিতেছেন,—

নূনং বিমুষ্টমতয়স্তব মায়য়া তে
যে ত্বাং ভবাপ্যয়বিমোক্ষণমন্যহেতোঃ।
অর্চ্চন্তি কল্পকতরুং কুণপোপভোগ্য-
মিচ্ছন্তি যৎ স্পর্শজং নিরয়েঽপি নৃণাম্॥

(শ্রীভাঃ ৪।৯।৯)

আপনি জীবকুলকে জন্মমরণমালা হইতে মুক্ত করিয়া আপনার নিত্যসেবা প্রদান করিয়া থাকেন। আপনি বাঞ্ছাকল্পতরু, যাহারা এতাদৃশ আপনাকে আপনার নিত্য-সেবাদান ব্যতীত অন্ত কিছু প্রাপ্তির জন্ত আপনার আরাধনা করিয়া থাকেন, তাহারা নিশ্চয়ই মায়ামুগ্ধ-চিত্ত; কারণ তাহারা শবতুল্য শরীরের ভোগ্যবিষয়ের উপভোগার্থ লালায়িত। ঐরূপ বিষয়ভোগজনিত সুখ প্রাণিগণের নরকেও লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা হইতে জীবের প্রকৃত প্রার্থনার বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়,—

যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্॥
আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ॥
অহং ত্বকামস্তদ্ভক্তস্ত্বঞ্চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ।
নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব॥
যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্॥

(শ্রীভাঃ ৭।১০।৪-৭)

আপনা হইতে যে ব্যক্তি বিষয়াদি ভোগ প্রার্থনা করে, সে আপনার ভৃত্য নহে, বণিক্। স্বামীর নিকট আত্মিক অভ্যুদয়-প্রার্থনাকারী ব্যক্তি ভৃত্য নহে এবং ভৃত্য হইতে স্বীয় প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী ঐশ্বর্য্যদাতা ব্যক্তিও প্রভু নহেন। আমি আপনার নিষ্কাম ভক্ত এবং আপনি আমার নিরুপাধিক স্বামী, অতএব রাজা ও ভৃত্যের ন্যায় আমাদের অন্যপ্রকার প্রয়োজন নাই। হে বরদর্ষভ! আপনি যদি আমাকে আমার অভীষ্ট বরই দান করেন, তবে আমি আপনার নিকট হৃদয়ে কাম-বাসনার অনুৎপত্তি প্রার্থনা করি।

সম্রাট্ শ্রীকুলশেখর এইরূপ শুদ্ধ প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছেন।

মুকুন্দ! মূর্দ্ধ্না প্রণিপত্য যাচে
ভবন্তমেকান্তমিয়ন্তমর্থম্।
অবিস্মৃতিস্ত্বচ্চরণারবিন্দে
ভবে ভবে মেঽস্তু ভবৎপ্রসাদাৎ॥
নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা-রামা-মৃদুতনুলতা-নন্দনে নাভিরন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥
নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥
মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয়-মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্ভৃত্যভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্যভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ॥

(মুকুন্দমালাস্তোত্রম্ ৩-৫, ২৫)

হে মুকুন্দ! আমি মস্তকদ্বারা প্রণামপূর্ব্বক আপনার নিকট একান্তভাবে এইটুকু বর প্রার্থনা করি যে, আপনার কৃপায় ভবে ভবে আপনার শ্রীপাদপদ্ম আমার নিত্য স্মরণের বিষয় হউক। হে হরে! আমি মুক্তির জন্ত আপনার শ্রীচরণযুগল বন্দনা করি না, গুরুতর কুম্ভীপাক নরক-যন্ত্রণা অপনয়ন করিবার জন্ত বন্দনা করি না, নন্দনকাননে মনোজ্ঞা রমণীর কোমল দেহলতাতে অভিরমণ করিবার জন্তও আপনাকে বন্দনা করি না; আমি ভাবের প্রতিস্তরে হৃদয়-মন্দিরে আপনাকে যেন ভাবনা বা সেবা করিতে পারি। হে মাধব! পুণ্যকর্ম্মে আমার বিশ্বাস নাই, ধনরত্নসমূহে আস্থা নাই, বিষয়ভোগে আস্থা-লেশও নাই। আমার প্রাক্তন কর্ম্মফলে যাহা যাহা হইবার, তাহা তাহা হউক। ইহা আমার অভিমত আদরের সহিত প্রার্থনীয়, যেন জন্ম-জন্মান্তরেও আপনার শ্রীপাদপদ্মযুগলাশ্রিতা অচঞ্চলা বা নৈষ্ঠিকী ভক্তি থাকে। হে মধুকৈটভশত্রো! হে লোকনাথ! আমার জন্মের এই ফল, আমার প্রার্থিত মৎপ্রতি অনুগ্রহও এই যে,

আপনি আপনার ভৃত্যের ভৃত্য, তাঁহার ভৃত্যের ভৃত্য, তাঁহার ভৃত্যানুভৃত্যের ভৃত্য বলিয়া আমাকে মনে করুন।

শ্রীপদ্মপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে—

বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ।
ইদন্তে বপুর্নাথ ! গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ॥

হে দেব ! আপনি বরদেশ্বর হইলেও আপনার নিকট হইতে একপক্ষে আমি মুক্তি অথবা মোক্ষের পরাকাষ্ঠা শ্রীবৈকুণ্ঠলোক কিম্বা অন্য কিছু বররূপে প্রার্থনা করি না। হে প্রভো ! আপনার এই গোপাল-বালরূপী শ্রীবিগ্রহ আমার হৃদয়ে নিরন্তর পরিস্ফূরিত হউক ; অন্য বরে আমার প্রয়োজন কি ?

সম্রাট্ কুলশেখর এইরূপ দৈন্যময়ী প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছেন—

তৃষ্ণাতোয়ে মদনপবনোদ্ধূতমোহোর্ম্মিমালে
দারাবর্ত্তে তনয়-সহজ-গ্রাহসঙ্ঘাকুলে চ।
সংসারাখ্যে মহতি জলধৌ মজ্জতাং নস্ত্রিধামন্
পাদাম্ভোজে বরদ ভবতো ভক্তিনাবং প্রযচ্ছ॥

হে ত্রিধামন্ ! হে বরদ ! যাহাতে তৃষ্ণারূপ জল, যাহাতে কামরূপ বায়ুবিক্ষেপ এবং মোহরূপ তরঙ্গমালা আছে, যাহাতে ভার্য্যারূপ আবর্ত্ত আছে এবং যাহাতে পুত্রকন্যাদি সহজ জলজন্তুসমূহ পরিব্যাপ্ত, সেই 'সংসার'-নামক মহাসমুদ্রে নিমজ্জমান আমাদিগকে রক্ষার জন্য আপনার শ্রীপাদপদ্মসেবা-নৌকা প্রদান করুন।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর এইরূপ প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছেন,—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরসুন্দরের এই শিক্ষার অনুসরণে লিখিয়াছেন,—

প্রভু ! তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি দেহ-সুখ, বিদ্যা, ধন, জন॥
নাহি মাগি স্বর্গ, আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি'॥
নিজকর্ম্মগুণদোষে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম-গুণ গাই॥
এইমাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে॥
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥
সম্পদে বিপদে তাহা থাকুক সমভাবে।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে॥
পশুপক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে।
তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ-হৃদয়ে॥

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ এইরূপ দৈন্যাত্মিকা প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছেন,—

সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
চৈতন্যচন্দ্র ! মম দেহি পদাবলম্বনম্॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ৫৪)

হে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ! আমি সংসার-দুঃখার্ণবে পতিত, দুর্ব্বাসনা-শৃঙ্খলে আমার হস্তপদাদি নিবদ্ধ, আমি অবলম্বনহীন ; কামক্রোধাদি নক্র-মকরসমূহ আমাকে গ্রাস করিয়াছে ; এরূপ সঙ্কটে আপনার শ্রীচরণ-তরণীতে আশ্রয় প্রদান করিয়া আমাকে রক্ষা করুন।

শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে অনুরাগিজনের একমাত্র প্রার্থনা এই,—

চৈতন্যেতি কৃপাময়েতি পরমোদারেতি নানাবিধ-
প্রেমাবেশিত-সর্ব্বভূতহৃদয়েত্যাশ্চর্য্যধামন্নিতি।
গৌরাঙ্গেতি গুণার্ণবেতি রসরূপেতি স্বনামপ্রিয়ে-
ত্যাশ্রান্তং মম জল্পতো জনিরিয়ং যায়াদিতি প্রার্থয়ে॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ৬৭)

'হে সর্ব্বভূতচিত্তাকর্ষক', 'হে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র', 'হে দয়ানিধে', 'হে মহাবদান্য', 'হে নানাবিধ-প্রেমাবেশিত-সর্ব্বভূতহৃদয়', (অর্থাৎ যিনি কীর্ত্তনাদি বিবিধ প্রেমে সর্ব্বভূতহৃদয়কে আবিষ্ট করেন), 'হে অদ্ভুতকাননের

তার পরম চমৎকারকারিতাবিহারিন্‌', 'হে গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ', 'হে কল্যাণগুণবারিধে', 'হে বিপ্রলম্ভরসের মূর্ত্ত-বিগ্রহ', 'হে বদান্যপ্রিয়',—এইরূপ নামকীর্ত্তন করিতে করিতে আমার এই জন্ম অতিবাহিত হউক, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

বেদে, পুরাণে সর্ব্বত্রই শ্রীভগবানের সমীপে প্রার্থনার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়। কারণ, মানবের স্বভাবই প্রার্থনা করা। কাম—জীবের জীবন বা সত্তা। কামকে উচ্ছেদ করা যায় না। কামকে উচ্ছেদ করিতে গেলে জীবের জীবত্বকে বিনাশ করিতে হয়। দেহ-মনের কাম অনিত্য বিষয়ে নিযুক্ত হয় বলিয়া তাহা অত্যন্ত হেয়। কিন্তু নির্ম্মল চেতনের কাম প্রত্যেক জীবেরই চরমকাম্য। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল অম্বরীষ মহারাজের প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি কামকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের দাস্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-সাধনে নিযুক্ত করেন নাই,—

"কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া"

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—"কাম কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে"।

বেদে কামনাকারী দেবতাগণের নিকট অভ্যুদয়-প্রার্থনা ও তৎসাথে পরব্রহ্মের সমীপে নিঃশ্রেয়স-প্রার্থনার মধ্যে তারতম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীযমরাজ নচিকেতাকে মর্ত্ত্যলোকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পৎ, যশঃ, সাম্রাজ্য, জনবল, দীর্ঘ ও নিরোগ জীবন প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু নচিকেতা একমাত্র আত্মতত্ত্বজ্ঞান-প্রার্থনা ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করিলেন না দেখিয়া বৈবস্বত শ্রীযমরাজ নচিকেতাকে বলিলেন,—

শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্‌ বৃণীতে।
(কঠোপনিষৎ ১।২।২)

বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃ প্রার্থনা করেন। আর মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি অন্নাদি আহরণ ও উহার সংরক্ষণের অভিলাষে প্রেয়কে গ্রহণ করে।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা ও বিজ্ঞপ্তির উদাহরণসমূহ দৃষ্ট হয়। "প্রার্থনা" চিত্তদর্পণকে পরিমার্জ্জিত করিয়া শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মের সহিত সংযুক্ত করে। প্রার্থনাদ্বারা চিত্তাকাশে জায়মান পুঞ্জীভূত অজ্ঞানঘনঘটা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ও প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে করিতে চিত্ত আশার আলোকে উদ্ভাসিত, পরিপুষ্ট ও শ্রীভগবদনুরাগে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে। মহাজনগণ যে-সকল প্রার্থনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কৃপাকাঙ্ক্ষা করিয়া তাঁহাদের আনুগত্যে সেইসকল প্রার্থনা-গীতি প্রত্যহ শ্রীভগবচ্চরণে জ্ঞাপন করিলে ভক্তিবল লাভ ও শ্রীভগবানে প্রীতিযোগ হয়। পাপী, তাপী, অপরাধী, পতিত, দুরাচার, সাধক, সিদ্ধ—সকলের পক্ষেই প্রার্থনা বিশেষ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ সাধন। অধোক্ষজ শ্রীভগবানের সহিত প্রার্থনাই যোগসূত্র স্থাপন করে।

সাধক ও সিদ্ধের প্রার্থনার মধ্যে তারতম্য আছে। শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামি-প্রভু, শ্রীল ঠাকুর মহাশয় প্রমুখ শ্রীগৌরজনগণ বিপ্রলম্ভবিভাবিতচিত্তে যে-সকল দৈন্য-বোধিকা প্রার্থনা করিয়াছেন, অনর্থযুক্ত সাধকজীব যখন সেই জাতীয় প্রার্থনা করেন, তখন তন্মধ্যে আন্তরিক ভেদ বর্ত্তমান থাকে। উভয়ের অন্তর-নিষ্ঠার মধ্যে পার্থক্য আছে। অতএব মহাজনগণের দৈন্যবোধিকা প্রার্থনা দেখিয়া আমরা যেন মনে না করি যে, তাঁহারাও আমাদের মত অনর্থরোগে পীড়িত হইয়া ঐরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় যে—"হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ" প্রভৃতি দৈন্যময়ী প্রার্থনা করিয়াছেন, অথবা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'কল্যাণকল্পতরু'তে যে শ্রীগোপীনাথের নিকট নানা দৈন্যময়ী বিজ্ঞপ্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের জীবের প্রতি করুণারই অভূতপূর্ব্ব পরিচয় পাওয়া যায়। নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌরজনগণ সংসারগ্রস্ত জীবকুলকে এইরূপ দৈন্যময়ী প্রার্থনা শিক্ষা না দিলে শ্রীভগবানের নিকট কিরূপ ভাবে হৃদয়ের দ্বার উন্মোচন করিয়া প্রার্থনা করিতে হয়, তাহাও আমরা জানিতাম না। তাঁহাদের সেইসকল প্রার্থনা ও দৈন্যময়ী বিজ্ঞপ্তির উক্তিসমূহ যখন আমাদের দুঃখ-দৈন্যের কথার সহিত খাপে খাপে মিলিয়া যায়, তখন আমাদের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। সেইসকল প্রার্থনা আমরাও সুসম্বদ্ধভাবে জ্ঞাপন করিয়া চিত্তাকাশের ঘনঘটাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারি এবং কোন-না-কোনদিন আমরা শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মের সহিত প্রীতিযোগের দ্বারা যোগযুক্ত হইতে পারিব, এইরূপ ভরসা করি।

পরম করুণাময় অবতার শ্রীশ্রীগৌরজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দৈন্যময়ী প্রার্থনার অনুসরণ করিয়া শ্রীশ্রীল ঠাকুরের কৃপামৃতাভিষেকে অভিষিক্ত হইয়া আমরাও প্রার্থনা করি,—

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণবপদছায়া॥
কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান॥
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে।
দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম॥
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণবঠাকুর।
আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর॥

• • •

নিতান্ত দুর্ব্বল আমি না জানি সাঁতার।
এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার॥
বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণ-দর্শন।
কামের তরঙ্গ সদা করে উত্তেজন॥
প্রাক্তন-বায়ুর বেগ সহিতে না পারি।
কাঁদিয়া অস্থির মন, না দেখি কাণ্ডারী॥
ওগো শ্রীজাহ্নবাদেবি, এ দাসে করুণা।
কর, আজি নিজগুণে ঘুচাও যন্ত্রণা॥

• • •

হরি হরি! কবে মোর হ'বে হেন দিন।
বিমল বৈষ্ণবে, রতি উপজিবে,
বাসনা হইবে ক্ষীণ॥

• • •

কবে হ'বে হেন দশা মোর।
ত্যজি' জড় আশা, বিবিধ বন্ধন,
ছাড়িব সংসার ঘোর॥
বৃন্দাবনাভেদে, নবদ্বীপধামে,
বাঁধিব কুটীরখানি।
শচীর নন্দন- চরণ-আশ্রয়
করিব সম্বন্ধ মানি'॥

• •

হা গৌর-নিতাই, তোরা দু'টি ভাই,
পতিতজনার বন্ধু।
অধম পতিত, আমি হে দুর্জ্জন,
হও মোরে কৃপাসিন্ধু॥

• • •

গোপীনাথ! আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি' আমারে লইলে,
সংসারে উদ্ধার পাই॥
গোপীনাথ! পড়েছি মায়ার ফেরে।
ধন, দারা, সুত, ঘিরেছে আমারে,
কামেতে রেখেছে জেরে॥
গোপীনাথ! মন যে পাগল মোর।
না মানে শাসন, সদা অচেতন,
বিষয়ে রয়েছে ভোর॥
গোপীনাথ! হার যে মেনেছি আমি।
অনেক যতন, হইল বিফল,
এখন ভরসা তুমি॥

—এইসকল প্রার্থনা যখন আমাদের হৃদয়ের দুঃখ ও দৈন্যের সহিত খাপে খাপে মিলিয়া যায়, তখন এইসকল পদের মধ্যে মহাজনের যে কৃপাশক্তি আহিত রহিয়াছে, তাহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া ঐসকল প্রার্থনাধারায় শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের চরণে আত্মনিবেদন করিলে হৃদয়ে অদ্ভুত বল পাওয়া যায় ও ভজনে অগ্রসর হওয়া যায়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে যে প্রার্থনাগীতি শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাও সাধকগণের সাধনপথের আলোক-স্তম্ভস্বরূপ।

গুরুদেব!
কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে,
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল সহনে, বল দিয়া কর,
নিজমানে স্পৃহাহীন॥

• • •

যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হৈলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর॥

আবার বৈষ্ণবঠাকুরের নিকট এইরূপ প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছেন,—

একাকী আমার, নাহি পায় বল,
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি' শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া,
দেহ কৃষ্ণনামধনে ॥
কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি'
ধাই তব পাছে পাছে ॥

শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপাদপদ্মের রেণুগণের রেণু হইয়া যখন আমরা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা-গীতিসমূহ হৃদয়ের খাপে খাপে মিলাইয়া গান করি, তখন আমাদের মঙ্গলোদয় হয় এবং আমরা বাস্তব-হরিভজনে অগ্রসর হই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ-সংসারে ॥

অথবা—

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি।
পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই ॥

• • •

কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার ॥

এইসকল প্রার্থনা কিরূপে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছিতে পারে অর্থাৎ প্রার্থনাটি কেবল সাময়িক উচ্ছ্বাস এবং অভিমানের ন্যায় সাময়িক অন্তরশুদ্ধি বা চিত্তপ্রসাদের কার্য্য না করিয়া বাস্তব হরিভজনের রাজ্যে আমাদিগকে কিরূপে উপনীত করাইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের সহিত আমাদিগকে কিভাবে গাঢ়-প্রীতিযোগে আবদ্ধ করিতে পারে, তাহার রহস্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এককথায় অতিশয় কৃপা পূর্ব্বক ব্যক্ত করিয়াছেন,—

বস্তুত শরণাগতি হইবে যাহার।
তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার ॥

যাঁহার ভক্ত্যনুকূল-বিষয়ে সঙ্কল্প, ভক্তিপ্রতিকূল-বর্জ্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও কার্য্যে তাহা পালন, কৃষ্ণকেই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস, একমাত্র তাঁহাকেই গোপ্তৃরূপে বরণ, আত্মনিক্ষেপ ও দৈন্যময়ী চিত্তবৃত্তি আছে, তাঁহার প্রার্থনাই শ্রীনন্দকুমার শ্রবণ করিয়া থাকেন। আমরা প্রার্থনা করিয়া ফল পাই না কেন? শ্রীরূপ-রঘুনাথাদি গোস্বামিবর্গ বা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র, তাঁহাদের বিভিন্ন প্রার্থনা ও বিজ্ঞপ্তির মধ্যে যে-সকল ফলশ্রুতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, শুকপক্ষীর ন্যায় সেইসকল প্রার্থনা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়াও ঐ সকল ফলের একটিও আমরা প্রাপ্ত হই না। ইহার মূলকারণ এই যে, আমাদের বস্তুত শরণাগতির লেশও নাই। এই বস্তুত শরণাগতি যাঁহার যতটা হইবে, তাঁহার প্রার্থনা শ্রীনন্দকুমারের শ্রীপাদপদ্মে ততটা পৌঁছিবে। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জীবের যাহাতে শরণাগতির শিক্ষালাভ হয়, তজ্জন্য শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা-লীলা করিয়া দেখাইয়াছেন,—

রূপ-সনাতন-পদে দন্তে তৃণ করি'।
ভকতিবিনোদ পড়ে দুই পদ ধরি' ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে, "আমি ত' অধম।
শিখায়ে শরণাগতি করহে উত্তম।"

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'স্তবাবলী'র বিভিন্ন স্তবগুচ্ছে একাধিক প্রার্থনা-স্তব গ্রথিত করিয়াছেন। (১) চতুঃশ্লোকীর আকারে শ্রীসখিগণের আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের মঙ্গলময়ী সেবাপ্রার্থনা; (২) "শ্রীগোবর্দ্ধনবাস প্রার্থনা-দশক"-নামক দশটী শ্লোকে গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনের সন্নিকটে বাসের প্রার্থনা; (৩) পুনরায় চারিটী শ্লোকে শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণ ও সখীকে আহ্বান করিয়া প্রার্থনা; (৪) "অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টক"-নামে শ্রীবিশাখার প্রিয়সখী নিকুঞ্জেশ্বরী শ্রীরাধার প্রতি অভীষ্ট-সেবার প্রার্থনা; (৫) "প্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দ্দশকে" চতুর্দ্দশ শ্লোকে নিজাভীষ্টসেবা-লাভের সুতীব্র উৎকণ্ঠাবশতঃ বিপ্রলম্ভকাতর আপনাকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য অতিমর্ত্ত্য ভাবাবেশে শ্রীরূপ-মঞ্জরীকে আহ্বানপূর্ব্বক লীলাবলী-কৌতুকসমূহ নিবেদন এবং শ্রীরূপমঞ্জরীর নিকট শ্রীঈশ্বরীর কুণ্ডে সর্ব্বদা বাস-

প্রার্থনা ; অথবা শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা'র শ্রীরূপ ও শ্রীরতিমঞ্জরীর নিকট বিজ্ঞপ্তি ; (৬) শ্রীসখী-যূথের নিকট বিজ্ঞপ্তি; (৭) সিদ্ধদেহে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ও শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সমীপে সাক্ষাৎ বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি সাক্ষাৎ সাধনভজন। এইরূপ প্রার্থনাবলি অন্তরে বা বিলাপছলেই সাধ্যভক্তি। অতএব 'প্রার্থনা' [illegible] সাধক ও নিত্যসিদ্ধ শ্রীশ্রীগৌরজন—উভয়প্রকার ভক্তকোটিরই সাধন ও সাধ্যভক্তি।

শ্রীশ্রীযমুনাষ্টকম্

[শ্রীশ্রীল-রূপগোস্বামিপ্রভু-কৃতম্]

ভ্রাতুরন্তকস্য পত্তনেঽভিপত্তিহারিণী
প্রেক্ষয়াতিপাপিনোঽপি পাপসিন্ধুতারিণী।
নীরমাধুরীভিরপ্যশেষচিত্তবন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥ ১ ॥

হারিবারিধারয়াঽভিমণ্ডিতোরুখাণ্ডবা
পুণ্ডরীকমণ্ডলোদ্যদণ্ডজালিতাণ্ডবা।
স্নানকামপামরোগ্রপাপসম্পদন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥ ২ ॥

শীকরাভিমৃষ্টজন্তুদুর্ব্বিপাকমর্দ্দিনী
নন্দনন্দনান্তরঙ্গভক্তিপূরবর্দ্ধিনী।
তীরসঙ্গমাভিলাষিমঙ্গলানুবন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥ ৩ ॥

দ্বীপচক্রবালজুষ্টসপ্তসিন্ধুভেদিনী
শ্রীমুকুন্দনির্ম্মিতোরুদিব্যকেলিবেদিনী।
কান্তিকন্দলীভিরিন্দ্রনীলবৃন্দনিন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥ ৪ ॥

মাথুরেণ মণ্ডলেন চারুণাভিমণ্ডিতা
প্রেমনদ্ধবৈষ্ণবাধ্ববর্দ্ধনায় পণ্ডিতা।
ঊর্ম্মিদোর্বিলাসপদ্মনাভপাদবন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥ ৫ ॥

রম্যতীররম্ভমাণগোকদম্বভূষিতা
দিব্যগন্ধভাক্কদম্বপুষ্পরাজিরূষিতা।
নন্দসূনুভক্তসংঘসঙ্গমাভিনন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥ ৬ ॥

ফুল্লপক্ষমল্লিকাক্ষহংসলক্ষকূজিতা
ভক্তিবিদ্ধদেবসিদ্ধকিন্নরালিপূজিতা।
তীরগন্ধবাহগন্ধজন্মবন্ধরন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥ ৭ ॥

চিদ্বিলাসবারিপূরভূর্ভুবঃস্বরাপিনী
কীর্ত্তিতাপি দুর্ম্মদোরু-পাপমর্ম্মতাপিনী।
বল্লবেন্দ্রনন্দনাঙ্গরাগভঙ্গগন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥ ৮ ॥

তুষ্টবুদ্ধিরষ্টকেন নির্ম্মলোর্ম্মিচেষ্টিতাং
ত্বামনেন ভানুপুত্রি সর্ব্বদেববেষ্টিতাম্।
যঃ স্তবীতি বর্দ্ধয়স্ব সর্ব্বপাপমোচনে
ভক্তিপূরমস্য দেবি পুণ্ডরীকলোচনে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ

যিনি নিজ ভ্রাতা যমরাজের নগরে (জীবগণের) পতন নিবারণ করেন, যিনি দর্শনমাত্রই পাপীদিগকে পাপসিন্ধু হইতে উদ্ধার করেন এবং স্বকীয় সলিলমাধুর্য্যদ্বারা অশেষ-জনের চিত্ত হরণ করেন, সেই তপনতনয়া শ্রীযমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ১ ॥

মনোহারিণী বারিধারা-দ্বারা যিনি বৃহৎ খাণ্ডবন সমূহ

মণ্ডিত করিয়াছেন, যাঁহার সৈকতকণরাজিতে খঞ্জনাদি পক্ষিগণ পরমহর্ষে নৃত্য করিতেছে এবং যিনি স্নানযাত্রাভিলাষী পাপিগণের উগ্র পাপরাশিকে ক্ষীণ করেন, সেই সূর্য্যকন্যা শ্রীযমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ২ ॥

যিনি স্বীয় অম্বুকণস্পৃষ্ট প্রাণীদিগের চতুর্ব্বর্গ-ফল বিনাশ করেন, যিনি নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত ভক্তিপ্রবাহকে বর্দ্ধিত করেন এবং তীরসঙ্গাভিলাষী জনগণের যিনি মঙ্গল বিধান করেন, সেই রবিনন্দিনী শ্রীযমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ৩ ॥

যিনি সপ্তদ্বীপবেষ্টিত সাগরে সঙ্গতা হইয়াছেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রকটিত প্রচুর দিব্যকেলিসমূহ অবগত আছেন এবং যিনি স্বীয় কান্তিরাশিদ্বারা ইন্দ্রনীলমণির কান্তিকে তিরস্কৃত করিয়াছেন, সেই রবিকন্যা শ্রীযমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ৪ ॥

মনোহর মথুরামণ্ডলদ্বারা যিনি মণ্ডিতা, ও প্রেমপরায়ণ বৈষ্ণবগণের যিনি রাগমার্গের সমৃদ্ধিকারিণী এবং যিনি স্বীয় তরঙ্গমালারূপ হস্তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল-তৎপরা, সেই ভানুসুতা শ্রীযমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ৫ ॥

রমণীয় উভয় তীরস্থিত 'হাম্বা'রবকারী গো-বৎসগণদ্বারা যাঁহার শোভা বৃদ্ধি পাইতেছে, কদম্বপুষ্পশ্রেণীর মনোহর গন্ধে যিনি সাতিশয় আমোদিত হইয়াছেন এবং যিনি শ্রীগোবিন্দ-ভক্তগণের সম্মেলনে উল্লসিত হইয়া থাকেন, সেই সূর্য্যকন্যা শ্রীযমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ৬ ॥

অসংখ্য আনন্দিত মল্লিকাক্ষ-হংসের মনোহর কলরবে যিনি প্রতিশব্দিতা হইয়াছেন, দেব-সিদ্ধ-কিন্নরগণও শ্রীহরিভক্তিতে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া যাঁহার পূজা করেন এবং স্বকীয় তীরের সমীরণদ্বারা যিনি জীবসমূহের ভববন্ধন বিমোচন করেন, সেই ভাস্করনন্দিনী শ্রীযমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ৭ ॥

যিনি চিদ্বিলাসরূপ বারিপ্রবাহদ্বারা ভূর্ভুবঃস্বরাখ্য লোকত্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়াছেন, কেবল উচ্চারিতা হইয়াও যিনি মদমত্ত ব্যক্তির মহাপাপরাশি খণ্ডন করেন এবং (জলক্রীড়াবশতঃ) শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগলিত কুঙ্কুমাদি অনুলেপনদ্বারা যিনি সৌরভবতী হইয়াছেন, সেই প্রভাকরদুহিতা শ্রীযমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ৮ ॥

হে ভানুপুত্রি! হে সর্ব্বপাপমোচনকারিণি! যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে এই অষ্টকপাঠ-দ্বারা বিমলতরঙ্গসঙ্কুলা ও সর্ব্বদেববেষ্টিতা আপনার স্তব করে, আপনি পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণে তাহার ভক্তিপ্রবাহ বর্দ্ধন করুন ॥ ৯ ॥

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ৩১শে মে, রবিবার, অপরাহ্ণ প্রায় ৪ ঘটিকার সময় চিরুলিয়া শ্রীভাগবতজনানন্দমঠে শ্রীশ্রীল [illegible]পাদের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত মঠবাসী সেবক শ্রীপাদ কৃষ্ণসুন্দর দাস অধিকারী প্রভু স্বধামে গমন করিয়াছেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে, অবধি শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও তৎপরে চিরুলিয়া শ্রীভাগবতজনানন্দমঠে অবস্থান করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিতেছিলেন।

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ২৮শে মে, বৃহস্পতিবার এলাহাবাদে প্রত্নতাত্ত্বিক রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় ৭০ বৎসর বয়সে স্বধামে গমন করিয়াছেন। ইনি ইং ১৯৩৪ সালের ৬ই মে শ্রীগৌড়ীয়মঠের 'সারস্বত'-নাট্যমন্দিরে "শ্রীচৈতন্যের সময় শ্রীনবদ্বীপের স্থিতিস্থান"-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ভাগবিধি এম্-এ, এম্-এল্-সি মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সন্দর্ভপাঠ ও ছায়াচিত্রে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক মহাশয়ের বক্তৃতার বিবরণ ১২শ বর্ষ 'গৌড়ীয়ে'র ৩১শ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মেদিনীপুর অঞ্চলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করিতেছেন। বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি তাঁহার বক্তৃতা ও পাঠ-কীর্ত্তনে যোগদান করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-মিশন

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ
চটক পর্ব্বত, পুরী
২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯

বিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১৩ই আষাঢ় (১৩৪৯), ২৮শে জুন (১৯৪২) রবিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দিবস হইতে ৩রা শ্রাবণ, ১৯শে জুলাই রবিবার শ্রীহেরাপঞ্চমী দিবস পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামিপ্রভুর আনুগত্যে ও গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিংবডির নিয়ামকত্বে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমমঠের বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ২৮শে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই, সোমবার দিবস শুদ্ধভক্তিসাম্রাজ্যের যুবরাজপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অষ্টাবিংশ বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব। এতদুপলক্ষে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বর্ষীয়ান্ প্রিয় শিষ্যবর, পাশ্চাত্য-প্রদেশে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-প্রচারের অগ্রদূত, গৌড়ীয়-মিশনের প্রবীণতম সভ্য ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবতধর্ম্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা ও শ্রীইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

দয়ালু মহোদয়গণ উক্ত শ্রীভাগবত-সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসবে যোগদান করিয়া শ্রীগুরু ও শ্রীভগবানের সেবা বরণ করুন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীহরিজন-কিঙ্কর—
শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদক, গৌড়ীয়-মিশন গভর্ণিংবডি।

উৎসব-পঞ্জী

১৩ই আষাঢ়, ২৮শে জুন, রবিবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুর ও শ্রীল শ্রীধর পণ্ডিতের বিরহ-উৎসব।

১৪ই আষাঢ়, ২৯শে জুন, সোমবার—শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাব, শ্রীআলালনাথ শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয়মঠে মহোৎসবারম্ভ।

১৮ই আষাঢ়, ৩রা জুলাই, শুক্রবার—শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব।

২৩শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই, বুধবার—শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর বিরহোৎসব।

২৪শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই, বৃহস্পতিবার—শ্রীযোগিনী একাদশীর উপবাস।

২৮শে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই, সোমবার—শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব।

২৯শে আষাঢ়, ১৪ই জুলাই, মঙ্গলবার—শ্রীশ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনোৎসব।

৩০শে আষাঢ়, ১৫ই জুলাই, বুধবার—শ্রীশ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুর বিরহোৎসব, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা।

৩রা শ্রাবণ, ১৯শে জুলাই, রবিবার—শ্রীহেরাপঞ্চমী, শ্রীলক্ষ্মীবিজয়, শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের মহোৎসবের পূর্ত্তি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৫ই আষাঢ়, ১৩৪৯ ; ২০শে জুন, ১৯৪২ { ৪৬শ সংখ্যা

অদোষদর্শিতা ও গুণগ্রাহিতা

শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় "বৈষ্ণব গোসাঞি"কে 'অদোষদর্শী' বলিয়াছেন। পরের 'অ-দোষ' অর্থাৎ গুণ দর্শন করাই প্রকৃত বৈষ্ণবের স্বভাব। বৈষ্ণব—গুণগ্রাহী; তিনি পরের দোষ পরিত্যাগ করিয়া অল্প সেবোন্মুখতাকেই বহু করিয়া দেখেন। আর নির্দ্দোষের দোষ দর্শন করা, অল্প দোষকেও বহু করিয়া দেখা ও তাহা লইয়া সমালোচনা করা অবৈষ্ণবের স্বভাব। বৈষ্ণব ঠাকুর কখনও কাহারও নিন্দাকর্ণে শ্রবণ করিয়া কর্ণের কণ্ডূয়ন পরিতৃপ্তি করেন না। কারণ, তাঁহার কর্ণাঞ্জলি সর্ব্বক্ষণ শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের পরম-পাবন শ্রীকথামৃতপানে নিযুক্ত।

বৈষ্ণব অদোষদর্শী হইলেও সর্ব্বদা স্বদোষদর্শী। যে ব্যক্তি স্বদোষদর্শী নহে, সে কখনও অদোষদর্শী বা গুণগ্রাহী হইতে পারে না; অর্থাৎ যে সর্ব্বক্ষণ নিজের দোষ দেখে না, সে ব্যক্তি পরের দোষ দেখিবেই দেখিবে। যাহার হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ আত্মবিচার-বৃত্তি নাই বা আত্মবিচারের অভিনয়ের মধ্যে কোনপ্রকার কপট প্রবেশ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি কখনই অদোষদর্শী বৈষ্ণব হইতে পারে না। স্বীয় প্রতিষ্ঠাকামনা, দাম্ভিকতা ও মাৎসর্য্য হইতেই পরের দোষ-দর্শন-বৃত্তি উদিত হয়। নির্ম্মৎসর বৈষ্ণব তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ এবং সর্ব্বদা স্মরণ শ্রীহরির যশঃকীর্ত্তনকারী। যিনি তৃণাদপি সুনীচ, তিনি পরদোষদর্শী হইতে পারেন না; তিনি অদোষদর্শী, স্বদোষদর্শী ও পর-গুণগ্রাহী। যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু—"বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। শুকাঞা মৈলেহ কা'রে পানী না মাগয়॥", তিনি অনিষ্টকের বা নিন্দের প্রতি উৎপীড়নকারীর, এমন কি, নিজের বিদ্বেষী ও প্রাণঘাতীর পর্য্যন্ত দোষ দর্শন না

করিয়া থাকেন অর্থাৎ গুণ ও অদোষই দর্শন করেন। শ্রীরামানুজাচার্য্যের শিষ্যবর শ্রীকুরেশাচার্য্যপাদ কৃমিকণ্ঠের ন্যায় নৃশংস, বিদ্বেষী, পাষণ্ডী, চক্ষুরুৎপাটনকারী, প্রাণঘাতীর অনুচরগণেরও দোষ দর্শন না করিয়া তাহাদের অদোষ অর্থাৎ গুণ এবং স্বদোষ অর্থাৎ নিজেরই দোষ দর্শনপূর্ব্বক কৃমিকণ্ঠের অনুচরদিগকে বলিয়াছিলেন,—"তোমরা আমার যথার্থ বান্ধব; যেহেতু যে চক্ষু-দুইটি সর্ব্বদা আমাকে জাগতিক-রূপজ-মোহে প্রবৃত্ত করিয়া শ্রীভগবদ্বস্তুর সৌন্দর্য্য-দর্শন হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিত, তোমরা আমার দোষ-দর্শনকারী সেই চক্ষু-দুইটিকে নষ্ট করিলে। পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণু তোমাদের মঙ্গলবিধান করুন।"

ইহা বক্তৃতা বা লেখনীর মধ্যে প্রদর্শিত লোকদেখান সাময়িক উচ্ছ্বাস নহে। বাস্তবতঃ চক্ষুঃ উৎপাটিত হইলে নির্য্যাতনকারীর প্রতি এইরূপ বিচার ও নিজেরই দোষ-দর্শন কতটা তৃণাদপি সুনীচতা ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতার পরিচায়ক, তাহা আমার ন্যায় সর্ব্বদা পরদোষদর্শীর কল্পনার অতীত। অমানি-মানদ হরিকীর্ত্তনকারী কখনও পরদোষ-দর্শন বা পশ্চাতে পরদোষালোচনা কিম্বা অপরকে স্বীয় দোষদর্শিকারিরূপে সন্দেহ করিয়া তৎপ্রতি দোষারোপ করেন না।

শ্রীহরিকীর্ত্তনকারীর পরের দোষ দেখিবার সময় কোথায়? অমানী ব্যক্তি নিজেরই দোষ দর্শন করেন। মানদ ব্যক্তি অপরের প্রকৃত দোষকেও গুণরূপে অর্থাৎ নিজের শিক্ষকরূপে দর্শন করেন। শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস তাঁহার দোষদর্শনকারী ও নির্য্যাতনকারী পাষণ্ডিগণের ব্যবহারকে নিজেরই দোষের (?) ফল বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। তিনি দোষদর্শনকারী ও নিজের নির্য্যাতনকারিগণের প্রতি বিন্দুমাত্রও দোষারোপ করেন নাই,—

"প্রভুনিন্দা আমি যে শুনিলুঁ অপার।
তা'র শাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার॥
ভাল হৈল, ইথে বড় পাইলুঁ সন্তোষ।
অল্প শাস্তি করি' ক্ষমিলেন বড় দোষ॥
কুম্ভীপাক হয় বিষ্ণুনিন্দন-শ্রবণে।
তাহা আমি বিস্তর শুনিলুঁ পাপ-কাণে॥
যোগ্য শাস্তি করিলেন ঈশ্বর তাহার।
হেন পাপ আর যেন নহে পুনর্ব্বার॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।১৬৬-১৬৯)

আমরা পরের বিন্দুসম দোষকে যেরূপ সিন্ধুতুল্য করিয়া দর্শন করি, তদ্রূপ নিজের সিন্ধুসম দোষকে উহার কোটাংশের এক অংশরূপেও দর্শন করি না। পরদোষদর্শন-ব্যাপারটী শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-নিন্দার প্রতিবাদ-স্বরূপ বা অসৎসঙ্গ-বর্জ্জনের নামে রঞ্জিত হইয়া আমাদের মাৎসর্য্যানলের ইন্ধন যোগাইয়া থাকে; অর্থাৎ আমরা মুখে বলি ও বিবেককে আশ্বস্ত করিয়া থাকি যে, অমুক ব্যক্তি যখন শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিন্দক, তখন তাহার দোষ দর্শন করাই কর্ত্তব্য ও তাহাই বৈষ্ণবধর্ম্ম। বস্তুতঃ, এখানে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবে নিষ্ঠাভক্তিকে 'শিখণ্ডী' করিয়া আমাদের কল্পিত বৈষ্ণবতারই ধ্বজা উড্ডীন করিতে চাহি; আমরা মনকে ফাঁকি দিই, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করি! যিনি স্বদোষদর্শী ও অদোষদর্শী বৈষ্ণবঠাকুর, তাঁহার চরিত্র কখনও এইরূপ নহে।

দোষদর্শন-বৃত্তি [illegible] দোষদর্শিগণের সঙ্গে ইন্ধনপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় অবিলম্বেই আকাশ-পাতাল আচ্ছন্ন করিয়া সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করিয়া ফেলে। আবার, অদোষদর্শী বৈষ্ণবগণের সঙ্গে যতই আত্মবিচারের বৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হয়, ততই অদোষদর্শনের বৃত্তি জাগিতে থাকে। যিনি সর্ব্বদা আত্মবিচার প্রদান করেন, তাঁহার অপরের দোষ দেখিবার অবসর কোথায়? আমরাই নিজদোষ-দর্শনকালে অন্ধ; কিন্তু পরের দোষদর্শনে সহস্রলোচন।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে জানাইয়াছেন যে, মধ্যম মহাভাগবত ও উত্তম মহাভাগবতগণ নিজের বিদ্বেষীর প্রতি উদাসীন। শ্রীভগবান্ ও শ্রীভাগবতের প্রতি বিদ্বেষীর ব্যবহারে চিত্ত ক্ষুব্ধ হইলেও তাহাতে তাঁহাদের অভিনিবেশ নাই। উত্তম মহাভাগবতের নিকটস্থ, এমন কি, ভক্ত ও ভগবদ্-বিদ্বেষীতেও ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি হয়। মধ্যভাগবতবর শ্রীল উদ্ধব মহারাজের পাণ্ডববিদ্বেষী ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনাদির বন্দনাই তাহার প্রমাণ। উত্তম-ভাগবতগণের ভক্ত ও ভগবদ্-বিদ্বেষীর প্রতি শাসনাদির মধ্যেও স্বীয় ইষ্টদেবেরই স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। তাঁহারা শ্রীভগবানের প্রতি অন্যের দুর্ব্যবহার-দর্শনে ক্ষুব্ধ হন এবং নিজের স্বভাবানুসারে এইরূপ বিচার করেন,—"এইরূপ চেতন কে আছে যে, সর্ব্বানন্দকন্দস্বরূপ, নিরুপাধিক প্রেমাস্পদ, সর্ব্বানুগ্রহকারী, সহজসম্পদ্-বিভূতি, সর্ব্বলোকের পরম হিতকারী ও ভজনানুকূল সেই পুরুষোত্তমের প্রতি অথবা তাঁহার প্রিয়জনের প্রতি প্রীতি

না করে ? পরন্ত, শ্রীভগবান্ ও শ্রীভাগবতগণের প্রতি দ্বেষের কারণ কি, তাহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর। অতএব ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত দুষ্ট বা অদুষ্ট সকলেই শ্রীপুরুষোত্তমে সত্যাসত্যাই অনুগত।"

যাঁহারা দোষদর্শী থাকিবার জন্ত কৃতসঙ্কল্প, তাঁহারা যুক্তি প্রদান করিয়া বলেন যে, মহাভাগবতবর শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর আচরণ—"বৈষ্ণবের নিন্দাকর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে। সবে কৃষ্ণভজন করে,—এইমাত্র জানে॥" (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৩।১৩৩) অথবা শ্রীল উদ্ধব, শ্রীল ঠাকুর হরিদাস, শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীকূরেশাচার্য্য প্রভৃতি মহাভাগবতগণের পাষণ্ডী অপরাধীতে পর্য্যন্ত অদোষদর্শন-বৃত্তির অনুকরণ করিলে 'অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার', হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে এবং মহাভাগবতগণের অনুকরণ করিতে গিয়া দুঃসঙ্গকেই বহুমানন করিতে হইবে।

যাঁহারা ঐরূপ যুক্তি প্রদান করেন, যদি বুকে হাত দিয়া তাঁহাদিগকে অকৈতব সত্যকথা বলিতে বলা হয়, তবে তাঁহারাও বলিতে বাধ্য হইবেন যে, যেখানে আত্মসংস্কার জন্ত দুঃসঙ্গের নিন্দা, তথায় অসদ্বৃত্তির গর্হণই হইবে; কিন্তু শতকরা প্রায় শতস্থানেই অসদ্বৃত্তির নিন্দা না হইয়া উহা যখন কোন ব্যক্তিত্বের মধ্যে মূলরূপ ধারণ করে, তখন সেই ব্যক্তিত্বের বিদ্বেষই প্রবল হইয়া উঠে, অর্থাৎ কু-বিষয় হইতে আত্মরক্ষার পরিবর্ত্তে বিষয়ীর বিদ্বেষ করিতে করিতে তাহাতে আনন্দবোধ ও মাৎসর্য্যানলের ইন্ধন সংগ্রহ করা হয়। গর্হণ ও বিদ্বেষ এক নহে। জড়-বিষয় ও জড়-বিষয়ীও অদ্বয়জ্ঞান নহে। বিষয়ের মল-পরিহার অধিকস্থানেই হয় না, বিষয়ীর বিদ্বেষই চরম প্রয়োজনরূপে পর্য্যবসিত হয় এবং তৎফলে নিন্দাকারী নিন্দিতের মধ্যে সাযুজ্য লাভ করিয়া নির্ব্বিশেষ-গতি প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ যে-ব্যক্তি দোষদর্শন করিতে করিতে বিষয়ীর বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছিল, সে-ব্যক্তিই চরমে অত্যন্ত বিষয়ী ও পাষণ্ডী হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ, মহাভাগবতের বা বৈষ্ণবোত্তমের আচরণ অনুকরণ করিতে হইবে না বলিয়া তাঁহার আদর্শ, বিচার ও চিত্তবৃত্তির অনুগমন, অনুসরণ ও তৎপ্রাপ্তির জন্ত আর্ত্তি ও সাধন করিতে হইবে না, উহা করিলেই 'আনুকরণিক পাষণ্ডী' হইয়া যাইতে হইবে,—এরূপ বিচার সম্পূর্ণ কাপট্যপূর্ণ-মতবাদ।

দোষদর্শন-বৃত্তিদ্বারা কাহারও উপকার করা যায় না। তাহা 'জীবে দয়া'-বৃত্তির অত্যন্ত বিরোধী। অত্যন্ত কৃপাময় অদোষদর্শী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আমার ন্যায় অনন্ত দোষে দোষী ব্যক্তিকে যদি নিজগুণে ক্ষমা করিয়া গ্রহণ না করেন, তবে আমার এমন কতটা সাধন-ভজন-বল থাকিতে পারে, যদ্দ্বারা আমি সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ ও মুক্ত হইয়া তাঁহার কৃপাকর্ষণ করিতে পারি। একমাত্র আমার অকৃত্রিম আর্ত্তি ও দৈন্য থাকিলেই তিনি জগাই-মাধাই হইতে পাপিষ্ঠ, পুরীষের কীট হইতেও লঘিষ্ঠ, অত্যন্ত নির্ঘৃণ পতিতাধম আমাকে নিজগুণে কৃপা করেন। অতএব, যে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অদোষদর্শী, সেই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা আমরা কখনও পরের দোষদর্শী হইয়া কোটিজন্মেও লাভ করিতে পারিব না; পরের দোষদর্শী হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীগুরুদেবের স্তুতিগান অহর্নিশ করিলেও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কখনও কৃপা করেন না। তিনি একমাত্র অদোষদর্শীকেই কৃপা করেন। তাই, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

> জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
> পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
> মোর নাম শুনে যেই, তা'র পুণ্য ক্ষয়।
> মোর নাম লয় যেই, তা'র পাপ হয়॥
> এমন নির্ঘৃণ-মোরে কেবা কৃপা করে।
> এক-নিত্যানন্দ বিনু জগৎ-ভিতরে॥
> প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
> উত্তম, অধম, কিছু না করে বিচার॥
> যে আগে পড়য়ে, তা'রে করয়ে নিস্তার।
> অতএব নিস্তারিল মো-হেন দুরাচার॥
> (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৫।২০৫-২০৯)

শ্রীনিত্যানন্দভৃত্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন,—

> যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র হয়।
> সর্ব্বধর্ম্ম থাকিলেও তবু হয় ক্ষয়॥
> সন্ন্যাসি-সভায় যদি হয় নিন্দা-কর্ম্ম।
> মত্তপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্ম॥

মৎসরের নিবৃত্তি নাহবে কোনকালে।
পরচর্চ্চকের গতি নহে কভু ভালে॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৪১-৪৩)

অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বলীয়সী মায়ার এমনি বিক্রম যে, দোষদর্শন-প্রবৃত্তি ঠিক এইসকল শাস্ত্র-মহাজনবাক্য উদ্ধার ও তাহার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াই পরিবর্দ্ধিত হয়। একপক্ষ যাহাকে 'বৈষ্ণবোত্তম' বলেন, আর একপক্ষ তাহাকে 'পাষণ্ডীর অগ্রণী' বলিয়াও তৃপ্তিলাভ করেন না। আবার, আর এক সম্প্রদায় যাহাকে 'মহাপাষণ্ডী' বলে, অপর সম্প্রদায় তাহাকে 'বৈষ্ণবদ্রোহী' বলিয়া থাকে এবং প্রকৃত পাষণ্ডী ও তাহার অনুচরগণও মনে করে যে, তাহারাও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরেরই ন্যায় অপর সম্প্রদায়ের নির্য্যাতন, উৎপীড়ন, ক্রোধ, দ্বেষ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করিতেছে! এইরূপভাবে দোষদর্শন-প্রবৃত্তি ধর্ম্মের ধ্বজা উড্ডীন করিয়া রক্তবীজ-দৈত্যের মত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইজন্যই মহাজনগণ পরের অদোষদর্শন ও নিজের দোষদর্শনকেই প্রকৃত বৈষ্ণবদর্শন বলিয়াছেন।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীবৈষ্ণবে এইরূপ বিজ্ঞপ্তি শিক্ষা দিয়াছেন,—

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করি এই নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ-সংসার-নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি' মোরে কর পার॥
বিধি বড় বলবান্, না শুনে ধরম-জ্ঞান,
সদাই করমপাশে বান্ধে।
না দেখি তারণ-লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ,
অনাথ, কাতরে তেঁই কান্দে॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অভিমান সহ,
আপন আপন স্থানে টানে।
ঐছন আমার মন, ফিরে যেন অন্ধজন,
সুপথ-বিপথ নাহি জানে॥
না লইনু সৎ মত, অসতে মজিল চিত,
তুয়া পায়ে না করিনু আশ।
নরোত্তমদাসে কয়, দেখি' শুনি' লাগে ভয়,
তরাইয়া লহ নিজপাশ॥

অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥
অদোষদরশি প্রভো, পতিত উদ্ধার'।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার॥

প্রীতির অভাব হইতেই দোষদর্শন-প্রবৃত্তি উদিত হয়। যাঁহার প্রতি যাহার স্বাভাবিক-প্রীতি নাই, তাহার শতশত গুণও দোষ বলিয়া প্রতিভাত হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই সম্পর্কে "ন্যাংটা পেঁচো"র একটি গল্প বলিতেন। পঞ্চানন বাবু জজ্ হইবার পরও গ্রামের মৎসর ব্যক্তিগণ বলিত,—"সেদিনকার হেঁড়ো পেঁচো যা'কে আমরা ন্যাংটা দেখেছি, সে আবার জজ্ সাহেব!" যখন পঞ্চানন বাবুর নাম গেজেটে প্রকাশিত হইল, তখনও তাহারা বলিত,—"ন্যাংটা পেঁচো জজ্ হইলেও মাহিনা পায় না।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আর একটি কথা বলিতেন যে, কোন এক ব্যক্তি তাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত লোকদিগকে জোর করিয়া তৃপ্তি-ভোজন করাইত এবং পরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের অসাক্ষাতে তাহাদিগকে "পেটুক" বলিয়া দোষারোপ করিত; অর্থাৎ লোকের দোষ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে হেয় করাই তাহার স্বভাব ছিল। তজ্জন্য সেই ব্যক্তি অর্থাদি ব্যয় করিতেও কৃপণতা করিত না। কাহারও পশ্চাতে বেহেদো সমালোচনা এবং সম্মুখে কপট করিয়া প্রীতি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অভিনয়ের ন্যায় নীচবৃত্তি আর নাই।

জড় সাম্প্রদায়িক ভেদ বা জড় প্রাদেশিকতার ভেদ হইতে যে পরস্পর দোষদর্শন-প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহা একমাত্র হরিবিমুখ-সমাজেই সম্ভব। অহিন্দু হিন্দুকে, হিন্দু অহিন্দুকে, অবাঙ্গালী বাঙ্গালীকে, বাঙ্গালী অবাঙ্গালীকে, শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গকে, কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গকে, এক সমধর্ম্মী ও সহকর্ম্মী আর এক সমধর্ম্মী ও সহকর্ম্মীকে যে দোষারোপ করিয়া থাকে এবং তাহা হইতে যে সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাহা সমস্তই মায়ার তাণ্ডব। ত্যাগীর প্রতি ভোগীর দোষারোপ, ভোগীর প্রতি ত্যাগীর দোষারোপ—সমস্তই প্রভুত্বকামনা, প্রতিষ্ঠাশা, মাৎসর্য্য, কৌটিল্য ও হরিভজনে শিথিলতা

হইতেই উত্থিত হইয়া থাকে। শ্রীগৌরসুন্দরের বাক্যে, শ্রীগৌর-জনগণের চরিত্রে উহার বিন্দু-বিসর্গও নাই।

প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক সীমারেখা প্রাকৃত ভেদ সৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশবাসী অঙ্গদেশবাসীকে বা পাশ্চাত্যদেশবাসী প্রাচ্যদেশবাসীকে যে বিদ্বেষ করিয়া থাকে, সেরূপ বৃত্তি অপ্রাকৃত রাজ্যের সেবকগণের মধ্যে নাই। শ্রীগৌড়মণ্ডলবাসী শ্রীগৌরজনগণ, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলবাসী বা শ্রীব্রজমণ্ডলবাসী শ্রীগৌরজনগণকে সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিক জড়ভেদবুদ্ধিতে দর্শন করেন না।

এই কৃষ্ণবিমুখ জড়জগতে পুরুষাভিমানিগণ প্রকৃতি-অভিমানকারী ব্যক্তিগণকে এবং প্রকৃতিগণ পুরুষগণকে পরস্পর দোষারোপ ও বিদ্বেষ করে এবং সমাজে পরস্পরের উপর পরস্পরের প্রভুত্ব, কখনও বা সমানাধিকার-লাভের জন্য কতই না আন্দোলন করিয়া থাকে! কিন্তু, শ্রীগৌরভক্তগণ সেইরূপ জড়ের পুরুষ ও প্রকৃতির জড়াভিমানের দ্বারা চালিত নহেন। ভগবদ্ভক্তগণ স্ত্রী-বিদ্বেষী বা বৈষ্ণবশক্তিগণ পুরুষ-বিদ্বেষী নহেন। অতএব, বৈষ্ণবগণের মধ্যে পরস্পর কোনরূপ প্রাকৃত-ভেদ-দর্শন না থাকায়, দোষদর্শন-প্রবৃত্তিও সম্ভবপর নহে; এজন্যই তাঁহারা অদোষদর্শী।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীবৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তির প্রত্যেকটী পদে অদোষদর্শী ও স্বদোষদর্শী হইবার শিক্ষা রহিয়াছে। বৈষ্ণবঠাকুর যখন অদোষদর্শী, তখন আমরা পরদোষদর্শী হইয়া বৈষ্ণবঠাকুরের কৃপা পাইতে পারিব না। শ্রীশ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীগৌরভক্তগণের স্বভাবের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

> তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌম্যমুগ্ধাকৃতিঃ
> সুধামধুরভাষিতা বিষয়গন্ধথূথূৎকৃতিঃ।
> হরিপ্রণয়বিহ্বলা কিমপি ধীরনালম্বিতা
> ভবন্তি কিল সদ্গুণা জগতি গৌরভাজামমী॥
>
> (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্—২৫)

তৃণ-অপেক্ষাও সুনীচতা অর্থাৎ প্রাকৃত অভিমানশূন্যতা, স্বাভাবিকী স্নিগ্ধ-কমনীয়-মূর্ত্তি, অমৃতের ন্যায় মধুরভাষিতা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্বন্ধরহিত-বিষয়গন্ধে থুৎকারিতা, শ্রীহরিপ্রেমে বিহ্বল হইয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা—এইসকল সদ্গুণ জগতে একমাত্র শ্রীগৌরভক্তগণেরই হইয়া থাকে।

যাহারা সর্ব্বদা পরদোষ দর্শন করে, অথচ বাহিরে কপট করিয়া ভাকুপাকুভাব দেখাইয়া থাকে—যাহার নিন্দা বা দোষদর্শন করে, তাহার প্রতিই আবার লোক-দেখান প্রচার অভিনয় করিয়া থাকে, তাহাদের হৃদয় পাষাণ হইতেও অশ্মসার-কঠিন এবং মাৎসর্য্যের ভাণ্ডার। তাহারা যতই আত্মগোপন করুক, তাহাদের হৃদয়স্থ মাৎসর্য্য-হলাহল মুখমণ্ডলে প্রকাশিত হয়। সুতরাং, তাহাদিগের সহজ-সৌম্যমুগ্ধাকৃতি নাই। "দর্শনে পবিত্র কর, এই তোমার গুণ,"—এই আদর্শ কেবল গুণগ্রাহী ও অদোষদর্শী বৈষ্ণবের মধ্যেই পরিস্ফুট হইয়া থাকে। তাঁহাদের অমৃতের ন্যায় মধুর ভাষণ, অথচ ভগবৎ-সম্বন্ধরহিত বিষয়ের গন্ধে অনাদর যুগপৎ দৃষ্ট হয়। তাঁহারা কৃষ্ণেতর-বিষয়ের গন্ধলেশও সহ্য করিতে পারেন না, বিষয়ীর বিদ্বেষও করেন না। কারণ, বিদ্বেষ অনুরাগেরই প্রচ্ছন্নমূর্ত্তি। বিষয়ীর একটি দল, আর বৈষ্ণবের আর একটি দল—এইরূপ বিচার নহে। বিষয়ীর দোষদর্শনই বৈষ্ণবের কৃত্য, ইহাও নহে।

শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'মনঃশিক্ষা'য়, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার "ভাব না ভাব না, মন, তুমি অতি দুষ্ট" প্রভৃতি মনঃশিক্ষাসূচক কীর্ত্তনে ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ 'নির্জ্জনে অনর্থ'-শীর্ষক সঙ্গীতে "দুষ্ট মন! তুমি কিসের বৈষ্ণব?" প্রভৃতি পদের দ্বারা অদোষদর্শী হইবার শিক্ষাই প্রদান করিয়াছেন। পরম-কারুণিক আচার্য্যবৃন্দ যে জীব-শিক্ষার জন্য শাসন-দণ্ডাদি প্রদান বা অসৎপথের স্বরূপ বর্ণন করিয়া থাকেন, তাহা দোষ-দর্শনবৃত্তি নহে; উহা তাঁহাদের পরদুঃখকাতরতা-প্রবৃত্তিরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেই পরদুঃখদুঃখী আচার্য্য শ্রীগুরুদেব বা বৈষ্ণবের অবৈধ অনুকরণ করিয়া পরের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতিহীন হইয়া কেবল মাৎসর্য্যের তৃপ্তি-সাধনোদ্দেশে অসৎসঙ্গ বর্জ্জন বা বৈষ্ণবের নিন্দার তীব্র প্রতিবাদ করিবার নামে পরদোষ-দর্শনের আবর্জ্জনাস্তূপ হৃদয়ে সংরক্ষণ করিলে তাহা হইতে যে দুর্গন্ধ উদ্ভূত হয়, তাহা আমাদিগের কোমল ভক্তিলতিকাকে অন্তরে অন্তরে ম্লান করিতে থাকে।

শুভানুধ্যায়ী ও অকৃত্রিম সহানুভূতিসম্পন্ন শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শাসন ও দণ্ডরূপ কৃপা কাহারও প্রতি প্রযুক্ত হইলে তাহা দেখিয়া যাহারা ঐরূপ দণ্ডরূপ কৃপা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে চির-

দ্রোহী ও নিত্য অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহার দোষের সমালোচনায় আনন্দবোধ করে এবং শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শাসন-বাক্যসমূহের প্রমাণ উদ্ধার করিয়া শ্রীগুরুদেবের শাসনযোগ্য শিষ্যকে অনন্ত নরকের পথের পথিক বিচার করিয়া তাহাকে আরও অধিকতর দ্রুতগতিতে নরকে প্রেরণ করিবার জন্য উৎসাহী হয়, তাহাদের চিত্তবৃত্তি কখনই আত্মমঙ্গলকামী বা পরের মঙ্গলবিধায়িনী হইতে পারে না। শ্রীশ্রীগুরুবর্গ যে শিষ্যের মঙ্গলের জন্য তাঁহার দোষ ও ত্রুটী প্রদর্শন করেন, তাহা হইতে ঐ শিষ্যকে দোষী বিচার না করিয়া আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তি নিজের প্রতি সেই মঙ্গলময়ী শিক্ষা গ্রহণ করিয়া লইয়া লাভবান্ হন। আর আত্মবঞ্চিত ব্যক্তি অপরকে দোষী মনে করিয়া আপনাকে নির্দোষজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীগুরুবর্গ যখন আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক শাসন করেন, তখন সেইসকল শাসনবাক্য অপরে শ্রবণ করিলে আমাদের সম্মান বা প্রতিষ্ঠার লাঘব হইবে,—এরূপ মনোভাব এবং শ্রীশ্রীগুরুবর্গ যখন অপরকে শাসন করেন, তখন সেই শাসনবাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণানন্দ উপভোগ করিবার চিত্তবৃত্তি—পরদোষদর্শী ও স্বদোষের প্রতি অন্ধ অসৎসঙ্গ ব্যক্তিগণেরই স্বাভাবিক। ঐরূপ চিত্তবৃত্তিকে সর্ব্বতোভাবে চিত্ত হইতে বিতাড়িত করিয়া অদোষদর্শী ও স্বদোষদর্শী হইতে হইবে।

যাহারা পরদোষদর্শী, তাহারা শাস্ত্রীয় উপদেশের অবতারণাকেও সন্দেহের চক্ষে দর্শন করে। কোন শাস্ত্রের কথা আলোচিত হইলে তাহারা মনে করে যে, তাহাদিগকেই আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রত্যেক পরদোষদর্শী সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র আপনাকে "আক্রান্ত" আশঙ্কা করিয়া শ্রৌতবাণীর কীর্ত্তনকে আক্রমণ করে। সর্ব্বত্র দোষদর্শনের দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি যাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহারা সেই সংক্রামক রোগ সর্ব্বত্র বিস্তারার্থ পরমোৎসাহী। দোষদর্শী অসৎসঙ্গ ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে "নিখুঁত" বা "ভাল আমি" কল্পনা করিয়া শ্রৌতবাণীকেও তাহাদের কল্পিত "ন্যায়-অন্যায়ে"র আসামী করিয়া থাকে অর্থাৎ শ্রৌতবাণীসমূহ যদি তাহাদের মতবাদকে ও মনোভাবকে সমর্থন না করে, তবে হয় শ্রৌতবাণীর কৃত্রিমতা প্রতিপাদন, না হয় উহার ব্যাখ্যান্তর করিয়া নিজেদের বা দলের কল্পিত বিচারই শ্রৌতসিদ্ধান্ত বলিয়া ঘোষণা করে। পরদোষদর্শন-প্রবৃত্তিকে সমর্থন করিবার মধ্যে যে গোঁড়ামি (?) আছে, তাহা ভজনশীল বৈষ্ণবের দৃঢ়তাকেও তিরস্কার করিতে পারে।

বস্তুতঃ, গুণগ্রাহিতা-দ্বারাই সাধক আপনাকে ও অপরকে জয় করিতে পারে। যে-ব্যক্তি সর্ব্বদা দোষদর্শন করে, সে-ব্যক্তি সর্ব্বদা অসৎসঙ্গ ও অসদ্বস্তুরই ধ্যান করিয়া থাকে। আর, যিনি অপরের দোষ পরিহার করিয়া গুণ গ্রহণ করেন, তিনি সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র অবাধ ও ব্যতিরেকভাবে সাধুশিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সেবাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীল হরিদাস পণ্ডিতের গুণকীর্ত্তনমুখে বলিয়াছেন,—

সেবার অধ্যক্ষ—শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁ'র যশঃগুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ॥
সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর।
মধুর-বচন, মধুর চেষ্টা, মহাধীর॥
সবার সম্মানকর্ত্তা, করেন সবার হিত।
কৌটিল্য-মাৎসর্য্য-হিংসা-শূন্য তাঁ'র চিত॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৮।৫৪-৫৬)

শ্রীল পণ্ডিত হরিদাসের শ্রীগুরুদেব শ্রীল অনন্তাচার্য্য—যিনি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য, তৎসম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণবে সন্তোষ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৮।৬২)

'বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ'—এই বাক্যের মধ্যে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বৈষ্ণবের প্রকৃত স্বভাব বর্ণন করিয়াছেন; অর্থাৎ বৈষ্ণব গুণগ্রাহী ও অদোষদর্শী। পরের দোষদর্শী কখনও 'বৈষ্ণব'-শব্দবাচ্য নহে।

কেহ কেহ "বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী" বাক্যের বলে বিচার করিয়া থাকেন যে, "বৈষ্ণবেরই গুণ-গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে; সুতরাং আমাদের বিচারে যিনি বা যাঁহারা বৈষ্ণব নহেন, তাঁহাদের দোষই দেখিতে হইবে। অথবা কৃষ্ণ-বহির্মুখ পৃথিবীতে বৈষ্ণবের অস্তিত্ব নাই, সকলেই অবৈষ্ণব, সুতরাং অবৈষ্ণবগণের দোষ দর্শন না করিলে অবৈষ্ণব-সঙ্গ ও অসৎসঙ্গ হইয়া যাইবে।" এইরূপ বিচার অবলম্বন করিয়া

কেহ কেহ অনুক্ষণ পরের দোষই শ্রবণকীর্তন-মুখে ধ্যান করিয়া থাকে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম-বন্দনামুখে প্রকৃত বৈষ্ণবের স্বভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

নিন্দেত্যক্ষরয়োর্দ্বয়ং পরিচয়ং প্রাপ্নোতি ন যৎকর্ণয়োঃ
সাধূনাং স্তুতিমেব যঃ স্বরসনামাস্বাদয়ত্যন্বহম্ ।
বিশ্বাক্তং জগদেব যস্য ন পুনঃ কুত্রাপি দোষগ্রহঃ
শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিশক্তাবনৌ ॥

(শ্রীস্তবামৃতলহরী, শ্রীগুরুচরণাষ্টকম্—৫)

'নিন্দা' এই অক্ষরদ্বয় যাঁহার কর্ণযুগলের সহিত পরিচয় লাভ করে নাই, যিনি প্রত্যহ স্বীয় রসনাকে সাধুসকলের স্তুতি আস্বাদন করাইয়া থাকেন, যিনি সমগ্র জগৎকেই বিশ্বাস করেন, যিনি কোনস্থলেই দোষ গ্রহণ করেন না, সেই গুরুবর শ্রীরাধারমণপ্রভুকে আমি পুলকিত হইয়া সানন্দে বন্দনা করিতেছি।

শ্রীগুরু ও শ্রীবৈষ্ণবের অজ্ঞাত শত শত গুণের কথা থাকিতে আমাদের পূর্ব্ব শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর অদোষদর্শিতা ও গুণগ্রাহিতাকে এরূপ প্রাধান্য প্রদান করিলেন কেন? শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর বলিলেন যে, তাঁহার গুরুদেবের কর্ণযুগলের সহিত 'নিন্দা' এই অক্ষরযুগলের পরিচয়ও নাই; তিনি কেবল সাধুগণের স্তুতি কীর্ত্তন, কোনস্থলেও দোষ গ্রহণ করেন না। ইহাদ্বারা কি শ্রীরূপানুগবর শ্রীআচার্য্যগণ পরদোষ-দর্শিতাকে সমৎসর ব্যক্তিগণের ধর্ম এবং অদোষদর্শিতাকে নির্ম্মৎসর সাধুগণেরই ধর্ম বলিয়া প্রতিপাদন করেন নাই?

অনেক সময় কুটিল ব্যক্তিগণ মাৎসর্য্যোত্থ পরনিন্দা-প্রবৃত্তিকে পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যগণের অকৃত্রিম অহৈতুক কৃপাপূর্ণ শাসনদণ্ডের সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করিয়া স্ব-স্ব দুষ্ট-বৃত্তিকে সমর্থন করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু উভয় বৃত্তির মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা ফলের দ্বারাই প্রমাণিত হয়; অর্থাৎ সাধুগণের দণ্ড ও কৃপার ফলে সংসার নাশ ও ভক্তি-বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু সমৎসর ব্যক্তিগণের পরদোষদর্শিতা ও পরনিন্দার ফলে পরস্পর ভেদ ও নানা-প্রকার কলির তাণ্ডবলীলা বৃদ্ধি হয়। একটির ফল মধুময় আর একটির ফল বিষময় হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ স্ব-স্ব অসচ্চেষ্টাসমূহ আবরণের জন্য 'অদোষদর্শিতা ও গুণগ্রাহিতা'-গুণের উৎকর্ষ কীর্তন করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহাদের মনোভাব এই যে, যদি অদোষদর্শিতা ও গুণ-গ্রাহিতা প্রচারিত হয়, তবে তাহাদের শত শত বাস্তব দোষও গুণ বলিয়া প্রচারিত থাকিবে এবং তাহারা সেই আবরণে দোষগুলিকে চালাইতে পারিবে।

মায়ার এমনি শক্তি যে, এই সকল সত্য-সিদ্ধান্তের মধ্যেও কুটিল ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার কূটনীতি প্রয়োগ করিয়া প্রকৃত সিদ্ধান্তের মধ্যে সংশয় ও সমস্যাবাদের অবতারণা করিয়া থাকে। বহুরূপিণী মায়ার অশেষ প্রকার তাণ্ডবের মধ্যে ইহা একটি তাণ্ডববিশেষ। এইজন্যই শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি গুরুবর্গ অনিন্দক হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন করিবার কথা পুনঃপুনঃ কীর্তন করিয়াছেন।

বাটোয়ারে সবে মাত্র এক জন্মে মারে।
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দকে সংহারে' ॥
আব্রহ্ম-স্তম্বাদি সব কৃষ্ণের বৈভব।
'নিন্দামাত্র কৃষ্ণ রুষ্ট', কহে শাস্ত্র সব ॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২০।১৩৫,১৩৭)

নিন্দায় নাহিক কার্য্য সবে পাপ-লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা মহা-মহা-ভাগ ॥
অনিন্দুক হই' যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তা'রে উদ্ধারিব হেলে ॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৩৫-৩৬)

কাহারে না করে নিন্দা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে।
অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে ॥
'নিন্দায় নাহিক সত্য'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
সবার সম্মানে ভাগবত-ধর্ম্ম হয় ॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৯।৩১৩-১৪)

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র আপামর সকলেরই পরম আদরণীয় ও পরমারাধ্য স্থান। অন্যাভিলাষী স্বাস্থ্যকামী ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনঃসংস্কার করিবার জন্য; বিলাসী সাগরকূলে বিলাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া সুশীতল বায়ু উপভোগার্থ এবং প্রাচ্যকবি, দার্শনিক, চিত্রকর, গায়ক প্রভৃতি স্ব-স্ব দেহ ও মনোধর্ম্মের তৃপ্তিসাধনমানসে এইস্থানে আগমন করিয়া থাকেন।

কর্ম্মী এইস্থানকে সপ্ত সিদ্ধক্ষেত্রের [*] অন্যতম জানিয়া এইস্থানে স্নান, দান ও পিতৃ-পুরুষের তর্পণাদিদ্বারা ইহলোকে প্রতিষ্ঠা ও পরলোকে স্বর্গাদিসুখ-প্রাপ্তির আশা করিয়া থাকেন। জ্ঞানী শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমন করিয়া জগদ্গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের চারিটী প্রধান মঠের অন্যতম 'ভোগবর্দ্ধন' বা 'গোবর্দ্ধনমঠে' অহংগ্রহোপাসনায় নিযুক্ত হন।

অন্যাভিলাষীর অন্যাভিলাষের পরমায়ু সর্ব্বদাই অস্থির ও অচিরস্থায়ী। তাই এ বৎসর স্বাস্থ্যকামী, বিলাসী, দেহারামিগণ সাগরকূলে মহাযুদ্ধের 'অস্ত্র'-গর্জ্জনাশঙ্কায় তাঁহাদের বিলাসক্ষেত্র (?) পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

পিতৃ-পিতামহের শ্রাদ্ধতর্পণকারী পুণ্যকামী কর্ম্মিগণও পৈতৃকপ্রাণ ও পিণ্ডাদিক্রিয়া অকালে লুপ্ত হইবার আশঙ্কা করিয়া সমুদ্রোপকূলে তর্পণাদিক্রিয়া একরূপ পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিশেষতঃ, 'মলমাস' তাঁহাদের পুণ্যক্রিয়ার বাধক হইয়াছিল।

নির্ভেদজ্ঞানানুসন্ধিৎসুগণ "অহং ব্রহ্মাস্মি"-মন্ত্র সর্ব্বদা জপ করিলেও এবং জগৎকে 'মিথ্যা' বলিয়া প্রচার করিলেও শত্রুর অপায়কে 'মিথ্যা' বা 'মায়াময়' কিম্বা রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় অলীক ব্যাপারবিশেষরূপে, বোধ হয়, ধারণা করিতে পারেন নাই।

এ বৎসর অন্যাভিলাষ ও জ্ঞানকর্ম্মাদি-শূন্য শ্রীশ্রীরূপানুগবরগণের আনুগত্যে নিত্যভজনক্ষেত্রে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-সম্প্রদায়ের অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের বিশেষ আনুকূল্য হইয়াছে। এই আনুকূল্য দ্রবিণের দ্বারা নহে; কারণ, এ বৎসর ধনাঢ্য লোকের একান্ত অভাব। দ্বিতীয়তঃ, মলমাস কর্ম্মিগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু যাহা অন্যাভিলাষী ও কর্ম্মি-জ্ঞানীর নিকট হেয়, শুদ্ধভক্তগণের সুদর্শনে সেই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র ও শ্রীপুরুষোত্তম-মাস সমস্ত ক্ষেত্রের রাজা ও সমস্ত মাসের শিরোভূষণ। শ্রীকপিলসংহিতা বলিয়াছেন,—

সর্ব্বেষাং চৈব ক্ষেত্রাণাং রাজা শ্রীপুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেবানাং রাজা শ্রীপুরুষোত্তমঃ॥

অর্থাৎ সমস্ত ক্ষেত্রের রাজা শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র এবং সমস্ত দেবতার রাজা শ্রীপুরুষোত্তম-বিষ্ণু। এইজন্যই শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম শ্রীক্ষেত্র; অর্থাৎ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর ভাবে বিভাবিত সাক্ষাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভময় ভজনক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত।

পুরুষোত্তম-মাসস্য দৈবতং পুরুষোত্তমঃ।
তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া পুরুষোত্তমম্॥

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রকট-লীলার প্রায় অর্দ্ধেক অভিনয় এই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রেই সম্পন্ন হইয়াছে। এই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে শ্রীগৌরসুন্দর দক্ষিণ-দেশের গ্রামে গ্রামে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়াছেন—শ্রীল রায়-রামানন্দের শ্রীমুখে স্বয়ং বক্তা হইয়া জগতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মে হরিতোষণ হইতে আরম্ভ করিয়া চরম সাধ্যসার পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়াছেন। এই শ্রীপুরুষোত্তমেই শ্রীশ্রীদাস-গৌড়ীয়ের শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুর সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের মিলন হয়। এই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রেই শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরচন্দ্র সম্ভোগবাদোপরি [illegible] সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণরূপ শ্রীহরি-ভজন শিক্ষা দান করাইবার জন্য বিপ্রলম্ভলীলার অভিনয় করেন; অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম-জ্ঞানাদি আবর্জ্জনা পরিত্যক্ত

---

[*] কাশী, কামরূপ, গয়া, নারায়ণক্ষেত্র, ভাস্করক্ষেত্র, গঙ্গাক্ষেত্র ও পুরুষোত্তমক্ষেত্র—এই সপ্তস্থান কর্ম্মিগণের নিকট "সিদ্ধক্ষেত্র"-নামে পরিচিত।

হইয়া হৃদয় ভক্তিনির্ম্মল না হইলে তাহা কখনও শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রামভবন হইতে পারে না—ইহা শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলা সম্পাদন করেন। এই শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রেই শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মায়াবাদ-মতান্ধকার বিনাশ করিবার লীলা প্রকট করিয়া তাঁহার হৃদয় ভক্তি-জ্যোতিতে আলোকিত করেন। এই শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রেই প্রতি বৎসর শ্রীগৌরপার্ষদগণের একত্র আনন্দ-সম্মেলন হইত। এই শ্রীপুরুষোত্তমেই শ্রীগৌরসুন্দর রথাগ্রে নৃত্য, সমকালে অষ্টসাত্ত্বিক-বিকার প্রকাশ, প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত-গীতি, শ্রীপ্রতাপরুদ্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা জগতে শিক্ষা প্রদান, ঠাকুর হরিদাসের চিন্ময়দেহ কোলে লইয়া নৃত্য ও তাঁহার নির্য্যাণ-মহোৎসব সম্পাদন করিয়া জগতে শ্রীগুরু-ভাগবত-পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা শিক্ষা-প্রদানরূপ অসংখ্য লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। এই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রেই শ্রীস্বরূপ-দামোদর 'শ্রীরঘুনাথের কণ্ঠে' শ্রীগৌর-কথামৃত সংরক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া আজ সমগ্র জগৎ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পান করিয়া ধন্য হইতেছেন। এই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রেই শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর আবির্ভাব-স্থান ও নামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীল হরিদাসের শ্রীনামপ্রচারের স্থান।

এই উৎকল-প্রদেশে মহানদীর দক্ষিণ ও নীলাদ্রির উত্তরকূল শ্রীনীলাচল পর্য্যন্ত দশ-যোজনের মধ্যে স্থানে স্থানে শ্রেষ্ঠতম তীর্থসমূহ বিরাজিত। রেমুণায় শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের ভক্তবৎসল 'ক্ষীরচোরা'-শ্রীগোপীনাথ, শ্রীসাক্ষি-গোপাল এবং শ্রীভুবনেশ্বর, শ্রীআলালনাথ প্রভৃতি পরম পবিত্র ক্ষেত্রসমূহ শ্রীভগবান্ ও ভক্তগণের বিচরণ ও লীলার পুণ্যস্মৃতি বহন করিয়া জীবকুলকে সেবাধর্ম্ম-শিক্ষা দিবার জন্য অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আবার শ্রীমহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের ন্যায় এরূপ আর কোথায়ই বা প্রচারিত রহিয়াছে? বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, মহাপ্রসাদে 'ভাতডাল'-বুদ্ধি যে নরকের হেতু, শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আজও সেই শাস্ত্রীয়-বাণী সগর্ব্বে ও উচ্চকণ্ঠে প্রচারিত থাকিয়া শাস্ত্রমর্য্যাদার নিদর্শন রক্ষা করিতেছে।

শ্রীগৌরজনবরেণ্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ঠাকুর ১২৮০ বঙ্গাব্দে মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী-দিবসে এই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের অতি সন্নিকটস্থানে আবির্ভূত হইলেন। বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও এই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বহুকাল অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীহরিকথা প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভজনস্থলী "শ্রীভক্তিকুটী"র দ্বারে শ্রীশ্রীল ঠাকুরের প্রকটকাল হইতে অদ্যাপি নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রস্তরফলকে খচিত রহিয়াছে,—

গৌরপ্রভোঃ প্রেমবিলাসভূমৌ
নিষ্কিঞ্চনো ভক্তিবিনোদ-নামা।
কোহপি স্থিতো ভক্তিকুটীর-কোষ্ঠে
স্মরন্নিশং নামগুণং মুরারেঃ ॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার একটী 'আর্ত্তি-নিবেদনে' (সজ্জনতোষণী ১৫।১) শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধির সন্নিকটে 'শ্রীভক্তিকুটী' বাঁধিবার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"আজ আমরা শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ভজনকুটীরে উপবিষ্ট। বিষয়তৃষ্ণী-পরিবেষ্টিত বহুজনাকীর্ণ মহানগরী কলিকাতা পরিত্যাগ করত কেনই-বা আমরা এই সুদূর প্রদেশে আছি? বহুদিবস পূর্ব্বে যখন আমরা এই 'সজ্জনতোষণী'-পত্রিকা প্রকাশ করি, তখন আমাদের হৃদয়ে একটি আশা ছিল যে, এই পত্রিকাদ্বারা জগতে যতই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইবে, ততই জগতের মঙ্গল সমৃদ্ধি হইতে থাকিবে। সরলভাবে আমরা কার্য্য আরম্ভ করিলাম। বঙ্গভূমির বহু প্রদেশ হইতে শিক্ষিত বহুতর গোস্বামী, বাবাজী প্রভৃতি আসিয়া আমাদিগের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন কোন বিদ্যাভিমানী কুতর্কি ব্যক্তি আমাদের সহিত যোগদান করত বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, সংসার-সেবিগণও বৈষ্ণবধর্ম্মের রমণীয় উপদেশাবলী শ্রবণ করত তাহাতে আকৃষ্টমনা হইলেন। বহির্ম্মুখ গীতবাদ্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ বিশুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের স্রোতে প্রাণমনঃ ভাসাইয়া দিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে ক্রমে-ক্রমে বহুতর হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এইরূপে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের মহিমা যখন প্রায় সমুদয় বঙ্গবাসীর হৃদয়ে প্রকটিত হইয়া নিজের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে সকলকেই মোহিত ও পুলকিত করিতে লাগিলেন, বঙ্গভূমির ঈদৃশ আধ্যাত্মিক ভাব-দর্শনে যখন

আমরা দিন দিন নবোৎসাহে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবতার প্রচার করিতে লাগিলাম, সেই সময়ে কালের গতিতে সহসা এক ভাবান্তর উপস্থিত হইল। বৈষ্ণবধর্ম্ম-জগতের প্রথমভাগে যে-সমুদয় [illegible] উপধর্ম্মসমূহ লুক্কায়িত হইয়াছিল, সহসা তাহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিধারণ করত উপস্থিত হইল। কিছুকালের জন্য বিস্মৃতির অতল-তলে নিমজ্জিত মায়াবাদরূপ আত্মবিনাশী কতকগুলি যুক্তি-বচনের আবরণে নৈয়ায়িক-স্মার্ত্ত-অধ্যাপক-ভক্তদের আশ্রয়ে বক্তৃতা-হ্রদে পুনরায় ভাসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় যোগীও তাহাদের সহযোগি-স্বরূপে উদিত হইয়া ধর্ম্মজগতে এক বিপ্লব উপস্থিত করিল। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়বিলাসী কতকগুলি জনসমাজ পুনরায় কতকগুলি উপধর্ম্ম আশ্রয় করত আপনাদিগকে সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি বিবিধ আকারে সজ্জিত করিয়া জনসমাজে গোলমাল আরম্ভ করিল। প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠার কতিপয় কীট স্বীয় কু-প্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করত আপনাদিগকে 'ভগবানের অবতার' (?) বলিয়া মূর্খ-সমাজে প্রচার করিতে লাগিল। কেহ-বা বৈষ্ণবোচিত কমনীয় নামে আপনা-আপনাকে নানারূপ আচার্য্যপদোচিত প্রতিষ্ঠা-ভূষায় ভূষিত করত বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী মত নিচয়কে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। এই সমুদয় অভাবনীয় অবস্থা দর্শনে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে আরম্ভ হইল। আমরা ঈদৃশ ভাবান্তরের কারণ [illegible] অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে সহসা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের এই শ্লোকটী আমাদের হৃদয়ে স্ফুরিত করিল,—

"কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥
কাল ঘোর কলি, বলী ইন্দ্রিয়নিচয়।
ভক্তিপথ এবে কোটি-কণ্টকাদিময়।
কোথা যাব, কি করিব, হইয়াছি বিকল।
না পাইলে গৌরচন্দ্র তব কৃপাবল॥"

এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর পর্য্যন্ত গিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। তখন প্রভুর অন্বেষণে দেশত্যাগী হইয়া প্রভুর অপ্রকটস্থান শ্রীক্ষেত্রে সমুদ্রবালুকার উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম। প্রভু স্বপ্নে জানাইলেন,—'আমার আজ্ঞা এই যে, আমি আমার প্রিয় হরিদাসকে যেখানে রাখিয়া উচ্চকীর্ত্তন করিয়াছি, তথায় অবস্থান করত দুর্গত জীবের কল্যাণকামী হইয়া তোমরা অনুক্ষণ শ্রীনাম-মহিমা কীর্ত্তন কর। সেই নাম-মহিমা-শ্রবণে তাহাদের যে সুকৃতি সমুদিত হইবে, নামের মাহাত্ম্যে যে বিশ্বাসের সঞ্চার হইবে, তাহারই ফলে জন্ম-জন্মান্তরে মৎকৃপাক্রমে তাহাদিগের শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্মে নিষ্কপট শ্রদ্ধা হইবে।' স্বপ্নের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এই সকল উপদেশ অবলম্বন করিয়া আমরা তখন উত্তালতরঙ্গমালা-পরিশোভিত বেলাভূমে ভজন-কুটীর বাঁধিলাম।"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীপদাঙ্কিত এই স্থানে অবস্থান করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের দ্বারে দ্বারে শুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচার এবং শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আদেশে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এইস্থান হইতেই শ্রীবৈষ্ণব-মঞ্জুষার সেবা আরম্ভ করেন এবং বিশুদ্ধ-বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহ প্রকাশ করিয়া শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী প্রচার করিতে থাকেন। তখনই শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিয়ামকত্বে শুদ্ধ-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সংকীর্ত্তন-ধর্ম্মের গৌরচন্দ্রিকা-গীতি প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার ধারাবাহিক ইতিহাস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার আত্ম-চরিতে কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের লীলা-পবিত্র সেই [illegible] ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামি-ঠাকুর এ বৎসর শুদ্ধ-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের পুনরুদ্বোধন করিয়াছেন। শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী-পূরীর শ্রীপাদপদ্ম-মহিমা-কীর্ত্তনৈক-ব্রত, অহৈতুক-জীবহিতকারক শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ-গোস্বামি-মহারাজ এ বৎসর শ্রীপুরুষোত্তমমঠে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীশ্রীহরিকথামৃতসিন্ধুর স্রোতধারা সজ্জন ও নিষ্কপট ব্যক্তিগণকে বিতরণ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১২ই আষাঢ়, ১৩৪৯ ; ২৭শে জুন, ১৯৪২ { ৪৭শ সংখ্যা

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম

কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের ধারণা এই যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরোধী। বস্তুতঃ এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত হইলেও ঐরূপ ধারণার উৎপত্তির হেতু আছে। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকাম বৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরোধী না হইলেও বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে অত্যাবশ্যক আত্মধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করেন না।

জীব কৃষ্ণবিমুখ হইয়া স্থূল ও লিঙ্গ-দেহে সাময়িকভাবে বদ্ধ হইয়াছে। এই বদ্ধদশায় তাহার স্বভাব ও অবস্থানুযায়ী একটি বর্ণ ও আশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। বদ্ধদশারূপ নিমিত্তকে অবলম্বন করিয়া যে ধর্ম্মের উদয় হইয়াছে, তাহা নৈমিত্তিকধর্ম্ম। নির্ম্মল আত্মা নিত্যবস্তু, দেহ ও মন অনিত্য বস্তু। সুতরাং দেহ ও মনকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, সেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মও অনিত্য। কিন্তু আত্মার যে নিত্যস্বভাব শ্রীভগবৎ-প্রীতি, তাহাই একমাত্র নিত্যধর্ম্ম। "শুদ্ধ চিদনুশীলনই কেবল জীবের নিত্যধর্ম্ম, আর যতপ্রকার ধর্ম্ম, সকলই নৈমিত্তিক, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য ও তপস্যা সমুদয়ই নৈমিত্তিক। জীব যদি বদ্ধ না হইত, তবে ঐসকল ধর্ম্মের আবশ্যকতা থাকিত না। জীব বদ্ধ হওয়ায় মায়াযুক্ত অবস্থাই এক 'নিমিত্ত', সেই নিমিত্ত-জনিত ঐসকল ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইয়াছে; অতএব তাত্ত্বিক-বিচারে সমস্তই নৈমিত্তিক ধর্ম্ম" (জৈঃ ধঃ ৩য় অঃ)। এইজন্য শ্রীভাগবত-ধর্ম্মাবলম্বিগণ বর্ণাশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠ নহেন, তাঁহারা একমাত্র শ্রীহরিধর্ম্মনিষ্ঠ। তাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠ নহেন বলিয়া উহার বিরোধী নহেন। বদ্ধদশায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের যে নৈমিত্তিক প্রয়োজন আছে, তাহা তাঁহারা স্বীকার করিয়া উহাকে বিষ্ণু-কৈঙ্কর্য্যের বা বিষ্ণুপ্রীতির অনুকূল করিয়া থাকেন; অর্থাৎ শ্রীহরিতোষণের জন্য যদি

বর্ণাশ্রমধর্ম নিযুক্ত হয়, তবেই তাহার মূল্য আছে ; নতুবা বর্ণাশ্রমধর্মের মূল্য অন্ধ-কপর্দ্দকও নহে।

অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্॥
(শ্রীভাঃ ১।২।১৩)

অতএব হে শৌনকাদি ঋষিগণ, বর্ণাশ্রম-বিভাগক্রমে মানবগণের উত্তমরূপে পালিত স্ববর্ণোচিত স্বধর্মের চরমফল শ্রীহরির সন্তোষ।

শ্রীশ্রীগৌর-রায়-রামানন্দ-সংবাদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—
"স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়"—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥
(শ্রীবিঃ পুঃ ৩।৮।৮)

পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণু বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্মের আচারযুক্ত পুরুষের দ্বারা আরাধিত হন ; বর্ণাশ্রমাচার ব্যতীত তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার অন্য কোন কারণ নাই। তাৎপর্য্য এই যে—ভগবান্‌কে পরিতুষ্ট করাই সাধ্যতত্ত্ব। বর্ণাশ্রমে শ্রীবিষ্ণুভজনকে শ্রীমন্মহাপ্রভু "বাহ্যসাধ্য" বলিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক আরও অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥
(শ্রীভাঃ ১।২।৮)

যখন মানবগণের বর্ণাশ্রম-পালনরূপ স্বধর্ম সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত হইয়াও শ্রীভগবান্ ও শ্রীভাগবতের মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তনে আসক্তিরূপা রুচির উদয় না করায়, তখন নিশ্চয়ই তাহা বৃথা শ্রমমাত্র।

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥
(শ্রীভাঃ ১১।৫।২-৩)

শ্রীচমস বলিলেন,—হে রাজন্! আদিপুরুষ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর মুখ হইতে সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে সত্ত্ব ও রজোগুণে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে রজঃ ও তমোগুণে বৈশ্য এবং পদ হইতে তমোগুণে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-চতুষ্টয়ও তাহাদের সহিতই উদ্ভূত হইয়াছে। এই চতুর্ব্বর্ণাদির যে সকল পুরুষ নিজের উৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণস্বরূপ ঈশ্বরকে অজ্ঞানতঃ আরাধনা না করে অথবা তাঁহার কথা জানিয়াও অবজ্ঞা করে, তাহারা স্থানভ্রষ্ট ও অধঃপতিত হইয়া থাকে।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু উক্ত শ্লোকের পদ্যানুবাদে বলিয়াছেন,—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।২৬)

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত "শ্রীসজ্জনতোষণী"-পত্রিকায় ১১শ বর্ষের ১০ম সংখ্যায় 'শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম'-শীর্ষক-প্রবন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—
"বর্ণাশ্রমাশ্রিত ব্যক্তিগণের ন্যায় শ্রীবৈষ্ণবের ব্যবহারের সাদৃশ্য থাকিলেও তাঁহারা সমাজকে পোষণ করা বা তাহার কল্যাণের জন্য সহায়তা করা উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের ক্রিয়াদ্বারা সমাজ পুষ্ট হউক বা সমাজের সর্ব্বনাশ হউক, এ চিন্তা হৃদয়াকাশকে পূর্ণ করে না। শ্রীবৈষ্ণব বর্ণচতুষ্টয় ও আশ্রম-চতুষ্টয়ের নিকট নিজ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত নহেন। তাঁহার ক্রিয়া বর্ণবিধি অতিক্রম করিল বা আশ্রমনিষেধ মানিল না, এজন্য তিনি কাহারও নিকট সঙ্কুচিত নহেন ; যেহেতু ভগবদ্ভক্তি-বৃদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্যেই তাঁহার ক্রিয়াসমূহ কৃত। শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হউন বা ম্লেচ্ছ-চণ্ডাল হউন, একই কথা। গৃহস্থ হউন বা ভিক্ষুক হউন, তাঁহার গৌরব বা অগৌরব নাই। ভগবদ্ভক্তির জন্য শ্রীবৈষ্ণব নরক লাভ করুন বা স্বর্গ লাভ করুন, একই কথা। ভগবৎপ্রাপ্তিতেও তাঁহার যে প্রেম, ভগবদ্বিরহেও সে-প্রেমের খর্ব্বতা নাই। শ্রীবৈষ্ণব কিছুই আশা করেন না। তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। ব্রজকামীর অভাববশেই তিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ের উৎকর্ষে মুগ্ধ। প্রাপ্তি হইলেই তাঁহার চিরবাঞ্ছিত ব্রজরূপ চমৎকারিতা বোধ লাভ করে। ব্রজকামী মায়িক নিগড়ে নিতান্ত' আবিষ্ট। শ্রীবৈষ্ণবের তাহাতে ধৈর্য্যচ্যুতি নাই। শ্রীবৈষ্ণবের আবির্ভাব, ক্রিয়া-কলাপ—সমস্তই মায়িক কামফলপ্রদ ক্রিয়াকারিগণের মত হইলেও বস্তুতঃ অত্যন্ত পৃথক্।

শ্রীবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবেতরের পার্থক্য নাই জানিয়া মধ্যে মধ্যে অনেক শ্রীবৈষ্ণবকে তাঁহার বর্ণ জিজ্ঞাসা করেন ও সামাজিকগণের ন্যায় তাঁহাকে চারি আশ্রমের একটির মধ্যে প্রোথিত করিবার চেষ্টা করেন। এ চেষ্টা নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত সামাজিক চেষ্টাবিশেষ। জগতের একমাত্র পরমগুরু পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গের চিন্ময় আবির্ভাব-লীলা দর্শন করিলে আমাদের সর্ব্ব-সংশয় বিদূরিত হয়। সদাচারপরায়ণ বর্ণ-সংস্কারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিলেও পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চিন্ময় চরিত্র অবলোকন করিবার পূর্ব্বে সংশয়হীন হইতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যচরিত্র পর্য্যন্ত যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে, শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহেন—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা ভিক্ষুও নহেন; তিনি ঐগুলি হইতে পৃথক্—গোপীজনবল্লভের দাসানুদাস। তাঁহার আর স্বতন্ত্র পরিচয় নাই। 'আমি ব্রহ্ম বা অণু' ইত্যাদি অনিত্য মায়িক বিচার তাঁহাকে স্পর্শ করে না। ঘটাকাশ, মহাকাশ, রজ্জু-সর্প, প্রতিবিম্ব প্রভৃতি অনিত্য যুক্তিগুলির স্বরূপপ্রাপ্তির পর আর কোন প্রয়োজন থাকে না।"

অনেকে বলেন,—'শ্রী'-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-নিষ্ঠ; কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রমের প্রতি উদাসীন। 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের কেহ কেহ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" শ্রীগীতার এই চরম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মে আসক্তি-পরিত্যাগই তাৎপর্য্য বলিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু প্রমুখ গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" বাক্যের দ্বারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের স্বরূপতঃ ত্যাগকেই লক্ষ্য করেন। ইহা শ্রীশ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদেও দৃষ্ট হয়। শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিতেও দৃষ্ট হয়,—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥
(শ্রীভাঃ ১১।১১।৩২)

ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি (ভগবান্) যাহা ধর্ম্ম বলিয়া আদেশ করিয়াছি, তাহার গুণদোষ বিচারপূর্ব্বক সেইসকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট (সাধু)।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুও তাঁহার 'মনঃশিক্ষা'য় বলিয়াছেন,—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।

হে মন, তুমি বেদবিহিত ধর্ম্ম বা বেদনিষিদ্ধ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না; পরন্তু ইহলোকে ব্রজধামে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর সেবা বিস্তার কর।

'শ্রী'-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বগুরু মহাত্মা শ্রীযামুনমুনি বলিয়াছেন,—

ন ধর্ম্মনিষ্ঠোঽস্মি ন চাত্মবেদী ন ভক্তিমাংস্ত্বচ্চরণারবিন্দে।
অকিঞ্চনোঽনন্যগতিঃ শরণ্য ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে।
তব দাস্যসুখৈকসঙ্গিনাং ভবনেষ্বস্ত্বপি কীটজন্ম মে।
ইতরাবসথেষু মাস্মভূদপি মে জন্ম চতুর্ম্মুখাত্মনা॥

হে শরণ্য! আমার বর্ণাশ্রমধর্ম্মে নিষ্ঠা নাই, আমি আত্মজ্ঞান লাভ করিতেও পারি নাই এবং আপনার পাদপদ্মে ভক্তিমান্ হইতেও সমর্থ হই নাই; সুতরাং কর্ম্ম-মাহাত্ম্য, জ্ঞান-মাহাত্ম্য বা ভক্তিলাভ আমার ভাগ্যে না ঘটায় আমি অকিঞ্চন এবং আপনা ব্যতীত আমার অন্য কোন গতি না থাকায় আপনার পাদমূলে শরণ গ্রহণ করিতেছি। হে ভগবন্! আপনার ভক্ত বৈষ্ণবগণের গৃহে আমার কীটজন্মও ভাল; পরন্তু অবৈষ্ণব-গৃহে সাক্ষাৎ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার ন্যায় শরীরেও অবস্থান করিতে আমি ইচ্ছুক নহি।

শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং শ্রীমুখে জীবের নিত্যস্বরূপের পরিচয় এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ॥
(পদ্যাবলী—৬০)

আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় রাজা নহি, বৈশ্য বা শূদ্র নহি, অথবা ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি, সন্ন্যাসীও নহি; কিন্তু উন্মীলিত (অর্থাৎ নিত্য স্বতঃপ্রকাশমান) নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃত-সমুদ্র-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদ-কমলের দাসের দাসানুদাস।

শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ এই,—

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৯০)

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের পরমগুরুদেবের লীলাভিনয়কারী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ বলিয়াছেন,—

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতো ভোঃ স্নান তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্ ।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে ॥

(পদ্যাবলী—৭৯)

হে সন্ধ্যাবন্দন! আপনার মঙ্গল হউক; হে (তীর্থ-) স্নান! আপনাকে নমস্কার করি; হে দেবগণ ও পিতৃগণ! আমি তর্পণাদি বিধিপালনে অসমর্থ, আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। আমি যেকোনস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক যাদব-কুলশিরোমণি কংসারি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে করিতে পাপসমূহ নাশ করিব এবং আমি তাহাই (শ্রীকৃষ্ণস্মরণই) পর্য্যাপ্ত (সর্ব্বশ্রেষ্ঠানুষ্ঠান) বলিয়া মনে করি। অতএব অন্যান্য (সন্ধ্যাবন্দনাদি) অনুষ্ঠানে আমার প্রয়োজন কি?

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'শ্রীপদ্যাবলী'তে কোন এক শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিমাত্রকাম শ্রীহরিজনের এইরূপ বিচার নিম্নলিখিত শ্লোকের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন,—

স্নানং ম্লানমভূৎ ক্রিয়া ন চ ক্রিয়া সন্ধ্যা চ বন্ধ্যাভব-
দ্বেদঃ খেদমবাপ শাস্ত্রপটলী সম্পুটিতাভূৎ স্ফুটং ।
বর্ণো মর্ম্মহতো হ্যধর্ম্মনিচয়ঃ প্রাপ্তঃ ক্ষয়ং প্রাপ্তবান্
চিত্তং চুম্বতি যাদবেন্দ্রচরণাম্ভোজে মমাহর্নিশম্ ॥

(পদ্যাবলী—৮০)

তীর্থস্নান মলিনতা প্রাপ্ত হউক (অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে আচরিত না হউক); অন্যান্য ক্রিয়া (সৎকর্ম্মাদি) অনুষ্ঠিত না হউক; সন্ধ্যা বন্ধ্যা হউক (সন্ধ্যাচরণ না করা হেতু বিফল হউক); বেদ (কর্ম্মজ্ঞানাদিমার্গ-প্রদর্শক শ্রুতি) খেদযুক্ত হউক (অর্থাৎ অনাস্থা-প্রদর্শন-হেতু বিষণ্ণ হউক); শাস্ত্রসমূহ (প্রচার না করা হেতু) অন্তরে সম্পুটিত থাকিয়া পরিস্ফুট থাকুক; বর্ণ (নিত্যনৈমিত্তিক ঔপাধিক ধর্ম্ম) মর্ম্মাহত হউক; অধর্ম্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হউক; কিন্তু আমার চিত্ত শ্রীযাদবেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিরন্তর সংলগ্ন-সংশ্লিষ্ট থাকুক।

শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিমাত্রকাম বৈষ্ণবগণের চিত্ত একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অনুসন্ধানেই অহর্নিশ ব্যস্ত। সুতরাং তাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বেশভূষাকেই সর্ব্বস্ব মনে করেন না; যজ্ঞসূত্র বা বেষবস্ত্র প্রভৃতির সহিত শ্রীহরিভজনের অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধ যোজনা করেন না। এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়ে' এইরূপ বিচার লিখিয়াছিলেন,—

"শ্রীসনাতন গোস্বামীর বেষে বর্ণাশ্রমের চিহ্ন নাই, আবার শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী-গোস্বামীর বেষে পরিধানে কাষায়বস্ত্র ও ত্রিদণ্ড দেখা যায়। শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীঈশ্বর পুরী প্রভৃতির বেষে একদণ্ড ও কাষায়বস্ত্র। ত্রিদণ্ডী ও একদণ্ডী বা নির্দণ্ড সকলেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব হইতে পারেন। তাঁহারা কর্ম্ম-ত্রিদণ্ড, জ্ঞান-ত্রিদণ্ড এবং ভক্তি-নির্দণ্ড প্রভৃতি আশ্রমচিহ্ন পরিত্যাগ করিবার বেষ লইতে পারেন। আবার বর্ণাশ্রমে অবস্থিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের অভাব নাই। তাঁহাদের বর্ণচিহ্ন, আশ্রম-বেষ রাখিয়াও তাঁহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব হইতে পারেন। আবার উভয়-চিহ্ন ধারণ করিয়া বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইতেও কেহ বাধা দিতে পারেন নাই। শাস্ত্রে কাষায়-বসন-মাহাত্ম্য, ত্রিদণ্ড-মাহাত্ম্য প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উল্লিখিত আছে। **চিহ্নদ্বারা বা বেষ-গ্রহণ-রীতি-দর্শনে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-নির্দ্দেশ হয় না। হরিভজনে নিষ্কপটতাই বৈষ্ণব-পরিচয়ের একমাত্র নিদর্শন**" (গৌঃ ২।২৩।১৪)।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভুকে রসময়ী উপাসনা প্রচার করিতে আজ্ঞা করেন। সেই আজ্ঞাক্রমে তিনি দুইভাগে কড়চা রচনা করেন—একভাগে রসোপাসনার অন্তঃপন্থা ও অন্যভাগে রসোপাসনার বহিঃপন্থা। অন্তঃপন্থা শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর কণ্ঠে অর্পণ করেন। তাহা শ্রীল শ্রীদাস-গোস্বামীর গ্রন্থে পর্য্যবসিত হইয়াছে; বহিঃপন্থা শ্রীমদ্ বক্রেশ্বর গোস্বামিপ্রভুকে অর্পণ করেন। শ্রীল বক্রেশ্বর গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভু। শ্রীল বক্রেশ্বর গোস্বামী হইতে শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামী যে পন্থা লাভ করেন, তাহাই তিনি নিজ শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্রকে প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর নিত্যারাধ্য শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'পদ্যাবলী'তে এবং শ্রীল বক্রেশ্বরের শিষ্য শ্রীল গোপালগুরু তাঁহার "স্মরণপদ্ধতি" ও শ্রীল ধ্যানচন্দ্র তাঁহার "পদ্ধতি" গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকটী

উদ্ধার করিয়াছেন। অতএব এই শ্লোকটি রসময়ী উপাসনায় কি অন্তঃপন্থা, কি বহিঃপন্থা—উভয় পন্থার আচার্য্যগণের দ্বারাই বহুমানিত হইয়াছে।

কাষায়ান্ বা ভোজনাদিনিয়মাদ্বা বনে বাসতো
ব্যাখ্যানাদথবা মুনিব্রতভরাচ্চিত্তোদ্ভবঃ ক্ষীয়তে।
কিন্তু স্ফীত-কলিন্দশৈলতনয়াতীরেষু বিক্রীড়তো
গোবিন্দস্য পদারবিন্দভজনারম্ভস্য লেশাদপি॥

কাষায় অর্থাৎ গৈরিক-বসন পরিধান অথবা ভোজনাদির নিয়ম বা সংযমাদি, কিম্বা বনে বাস, শাস্ত্রব্যাখ্যা অথবা মুনিগণের ব্রত-ধারণ হইতে কাম কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু শ্রীযমুনার বিস্তৃত-তটপ্রদেশে বিচরণশীল শ্রীগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্ম-ভজনারম্ভের লেশ হইতেই কাম আনুষঙ্গিকভাবে বিদূরিত হয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছাকাম না হইলে অন্যকাম কিছুতেই দূর হইতে পারে না।

অতএব নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছার জন্য যে অনুসন্ধান—অপ্রাকৃত শ্রীকামদেব শ্রীকৃষ্ণের কামযজ্ঞের সমিধ্ হইবার জন্য যে প্রবল-আর্ত্তি,-উৎকণ্ঠা, অভিনিবেশ, তাহাই বৈষ্ণবধর্ম্ম। কেবল বেশমাত্র-নিষ্ঠা বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে। শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি এই—

পরার্থনিষ্ঠামাত্র বেশ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ।
সেই বেশ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া।
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৩৮-৯)

“মন যে পাগল মোর”

সাধকমাত্রেই মনের ‘পাগলামি’ ন্যূনাধিক অনুভব করিয়া থাকেন। পরমহংসবর্য্য শ্রীগৌরনিজজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার ‘কল্যাণকল্পতরু’র ‘শ্রীগোপীনাথের প্রতি বিজ্ঞপ্তি’র মধ্যে সাধকজীবের চিত্তের অবস্থার কথা জানাইয়াছেন,—

“গোপীনাথ ! মন যে পাগল মোর।
না মানে শাসন,　　সদা অচেতন,
বিষয়ে র’য়েছে ভোর॥”

একদিন শ্রীঅর্জুন জীবশিক্ষার জন্য শ্রীভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ ! প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥
(শ্রীগীঃ ৬।৩৪)

হে কৃষ্ণ ! যেহেতু মন স্বভাবতঃ চঞ্চল ও প্রমাথি অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভকারক, বলবান্ ও দৃঢ়, সেইহেতু আমি বায়ুর নিরোধের ন্যায় মনের নিরোধ দুষ্কর মনে করি।

শ্রীউদ্ধব-গীতায়ও উক্ত হইয়াছে,—

মনোবশেহন্যে হ্যভবন্ স্ম দেবা
মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি।
ভীষ্মো হি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্
যুঞ্জ্যাদ্বশে তং স হি দেবদেবঃ॥
তং দুর্জ্জয়ং শত্রুমসহ্যবেগম্
অরুন্তুদং তন্ন বিজিত্য কেচিৎ।
কুর্ব্বন্ত্যসদ্বিগ্রহমত্র মর্ত্ত্যৈ-
র্মিত্রাণ্যুদাসীনরিপূন্ বিমূঢ়াঃ॥
(শ্রীভাঃ ১১।২৩।৪৭-৪৮)

অন্য দেবগণ এই মনের বশীভূত, কিন্তু মন কাহারও বশীভূত হয় না; যেহেতু এই মন বলবান্ হইতেও মহাবলশালী এবং যোগিগণেরও ভয়ঙ্কর; অতএব যিনি মনকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিজয়ী হইয়া থাকেন। অতএব যাহারা অসহনীয় রাগাদি-বেগযুক্ত, মর্ম্মপীড়ক মনোরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে পরাজিত না করিয়া তন্নিমিত্ত কোন কোন পুরুষের সহিত বৃথা কলহে প্রবৃত্ত হইয়া সে-বিষয়ে উদাসীন রিপুগণকে মিত্ররূপে গণ্য করেন, তাঁহারা অতিশয় মূর্খ।

শ্রীভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন,—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥
(শ্রীগীঃ ৬।৩৫)

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে মহাবাহো অর্জ্জুন! মন দুর্নিনীত ও চঞ্চল, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হে কুন্তীনন্দন! পরমাত্মসেবার অভ্যাস ও বিষয়বৈরাগ্যদ্বারা তাহা নিগৃহীত হয়।

শ্রীভগবান্ অভ্যাসযোগ ও বৈরাগ্যযোগের দ্বারা ক্রমশঃ মনোনিগ্রহের উপদেশ কীর্ত্তন করিয়া উপসংহারে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠযোগের কথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥
(শ্রীগীঃ ৬।৪৭)

যিনি আমাতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মদ্গতচিত্তে আমাকে ভজন করেন, তিনি সকলপ্রকার যোগিগণের মধ্যে যুক্ততম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার মত।

শ্রীউদ্ধবগীতায় শ্রীল উদ্ধব মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ! যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহ-কর্শিতাঃ॥
(শ্রীভাঃ ১১।২৯।২)

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! প্রায়ই দেখা যায় যে, যে-সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনোনিগ্রহ-বিষয়ে ব্যাকুল হইয়া ক্লেশই পাইয়া থাকেন; বস্তুতঃ তদ্দ্বারা তাঁহাদের মনোনিগ্রহ হয় না।

ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধব মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবের দুর্জ্জয় মন বা সংসার-জয়ের শ্রেষ্ঠ উপায় কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্ম্মান্ সুমঙ্গলান্।
যান্ শ্রদ্ধয়াচরন্ মর্ত্ত্যো মৃত্যুং জয়তি দুর্জ্জয়ম্॥
কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্।
ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতিঃ॥
দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্।
দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্তাচরিতানি চ॥
পৃথক্ সত্রেণ বা মহ্যং পর্ব্বযাত্রামহোৎসবান্।
কারয়েদ্গীত-নৃত্যাদ্যৈর্মহারাজবিভূতিভিঃ॥
নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ।
স্পর্দ্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারা বিয়ন্তি হি॥
বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্॥
যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ॥
অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ॥
(শ্রীভাঃ ১১।২৯।৮-১১,১৫-১৭,১৯)

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব! মর্ত্ত্যপুরুষ শ্রদ্ধাসহকারে যে-সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে দুর্জ্জয় সংসার জয় করিতে পারেন, আমি তোমার নিকট মদীয় সেই সুমঙ্গল ধর্ম্মসমূহ বর্ণন করিতেছি। আমার প্রতি মনঃ ও চিত্ত সমর্পণ করিয়া মদীয় ধর্ম্মসমূহে আত্মমনোরতিযুক্ত পুরুষ আমার স্মরণ-সহকারে আড়ম্বর-রহিত হইয়া মদীয় প্রীতির জন্য নিত্য-নৈমিত্তিকাদি যাবতীয় ধর্ম্মের অনুশীলন করিবেন। মদ্ভক্ত সাধুপুরুষগণের আশ্রিত পুণ্য-দেশসমূহে (শ্রীধামাদিতে) অবস্থান এবং দেব, অসুর এবং মনুষ্যমধ্যে যাঁহারা আমার ভক্ত, তাঁহাদের আচরণের অনুসরণ করিবেন। একাকী অথবা বহুলোক একত্র হইয়া নৃত্যগীত প্রভৃতি মহারাজ-বৈভবসমূহদ্বারা আমার পর্ব্ব, যাত্রা ও মহোৎসবাদি সম্পাদন করিবেন। যিনি মানবগণের মধ্যে সর্ব্বদা আমার অবস্থান চিন্তা করেন, সেরূপ ব্যক্তির অহঙ্কার, স্পর্দ্ধা, অসূয়া ও তিরস্কারাদি দুর্গুণ অচিরেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। উপহাসকারী সহচরগণ দেহবিষয়ে উচ্চনীচ দৃষ্টি এবং লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক কুক্কুর, চণ্ডাল, গো, গর্দ্দভ পর্য্যন্ত যাবতীয় জীবের সম্মুখেই ভূমিতে দণ্ডবৎ-প্রণত হইবে। যে-কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে মদ্ভাবদর্শন উৎপন্ন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যবৃত্তিদ্বারা এইরূপ উপাসনা করিবে। সর্ব্বপ্রকার উপায়ের মধ্যে কায়মনোবাক্যবৃত্তিদ্বারা সর্ব্বভূতে মদ্ভাবদর্শনই সমীচীন উপায় বলিয়া আমার সম্মত জানিবে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর করুণায় জড় চিত্ত আর্দ্র হইলে মনের সংসার-বাসনা বিনষ্ট হয় ও মন বিষয় ছাড়িয়া শুদ্ধ হয়। তখনই শ্রীধামের দর্শন এবং শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের শ্রীপাদপদ্মে আকৃতি ও শ্রীযুগলপ্রীতির তাৎপর্য্য উপলব্ধি হয়।

দুর্দান্ত মনের এমনই স্বভাব যে, সে বৈরাগ্য-যোগ বা অষ্টাঙ্গ-যোগের নিয়মবন্ধ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। মন প্রথম-মুখেই বিদ্রোহীর ন্যায় নিগ্রহের সর্বপ্রকার উপায়-সমূহের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করে। এইজন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অনর্থযুক্ত জীবের মনের অবস্থা-সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি করিয়াছেন,—

"গোপীনাথ! হার যে মেনেছি আমি।
অনেক যতন, হইল বিফল,
এখন ভরসা তুমি॥"

নিজের শত শত চেষ্টাদ্বারা দুষ্ট মনকে বশীভূত করা যায় না। জীব যখন ঐরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিতে করিতে 'হার মানিয়া' "এখন ভরসা তুমি"—এই বিচারে একমাত্র শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, অর্থাৎ শরণাপত্তিমূলক ভক্তিযোগ আশ্রয় করেন, তখনই তাঁহার চিত্ত অতি আনুষঙ্গিক ও স্বাভাবিক-ভাবে শমিত হয় এবং মনের মদন-দর্প বিদূরিত হইয়া তাহা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিচরণযোগ্য ক্ষেত্ররূপে প্রকাশিত হয়। ইহাই—

"ভক্তের হৃদয়—বন, মোর মন—বৃন্দাবন,
যারে বলে এক করি' জানি।"

শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীভগবন্নাম-, কৌমুদী ও শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতোক্ত পুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন,—

"নক্তং দিবা চ গতভীর্জিতনিদ্র একো
নির্বিণ্ণ ঈক্ষিতপথো মিতভুক্ প্রশান্তঃ।
যদ্যচ্যুতে ভগবতি স মনো ন সজ্জে-
ন্নামানি তদ্রতিকরাণি পঠেদ্বিলজ্জঃ॥ ইতি

অত্র গতভীত্বিত্যাদয়ো গুণা নামৈকতৎপরতা-সম্পাদনার্থা ন তু কীর্তনাঙ্গভূতাঃ।

যদি শ্রীভগবানে মন আসক্ত না হয়, তাহা হইলে পুরুষ নির্ভয়, জিতনিদ্র, একাকী, নির্বেদযুক্ত, যথার্থ-মার্গদর্শী, মিতাহারী, প্রশান্ত ও নির্লজ্জ হইয়া অহর্নিশ শ্রীভগবদ্বিষয়ে রতিজনক শ্রীনামসমূহ পাঠ করিবে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে—নির্ভয়ত্ব, জিতনিদ্রত্ব প্রভৃতি গুণসমূহ কি শ্রীনামকীর্তনের অঙ্গ? তদুত্তরে শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু বলিতেছেন যে, এস্থলে ঐসকল গুণ শ্রীনামকীর্তনের অঙ্গরূপে উক্ত হয় নাই; পরন্তু একমাত্র নাম-বিষয়ে তৎপরত্ব-সম্পাদকরূপেই উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীনামকীর্তন নির্ভয়ত্ব, জিতনিদ্রত্ব প্রভৃতি গুণের অপেক্ষা করে না, শ্রীনামকীর্তন সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, সর্বশক্তিমান্ ও সর্বনিরপেক্ষ। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু 'বিষ্ণুধর্মোত্তরে'র এক ক্ষত্রবন্ধুর উপাখ্যান উদ্ধার করিয়াছেন। এমন কোন অতিপাপ ও মহাপাপ নাই, যাহা সেই ব্যক্তি না করিয়াছিল। এক উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ উক্ত ক্ষত্রবন্ধুকে, তাহার পাপপ্রবণ মনকে দমন করিবার জন্য বহুবিধ ধর্মানুষ্ঠানের উপদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐসকল ধর্মের অনুষ্ঠান সমস্তই উক্ত ক্ষত্রবন্ধুর পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইল। ইহাতে ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"যদি তুমি পূর্বোক্ত সমস্ত ধর্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ না হও, তাহা হইলে তোমাকে একটী স্বল্প অনুষ্ঠান বলিতে পারি, যদি তুমি আমার সেই উপদেশ পালন কর।" ইহাতে ক্ষত্রবন্ধু বলিল,—

"অশক্যমুক্তং ভবতা চঞ্চলত্বাদ্ধি চেতসঃ।
বাক্শরীরবিনিষ্পাদ্যং যচ্ছক্যং তদুদীরয়॥

হে ব্রাহ্মণ! আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল, অতএব আপনার পূর্বোপদিষ্ট সমস্ত অনুষ্ঠানেই অসমর্থ। বাক্য ও দেহের দ্বারা সম্পাদন করা যায়, এরূপ কোন অনুষ্ঠানের উপদেশ করুন, যাহা আমার পক্ষে সাধ্য হয়।" তখন উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ বলিলেন,—

"উত্তিষ্ঠতা প্রস্বপতা প্রস্থিতেন গমিষ্যতা।
'গোবিন্দে'তি সদা বাচ্যং ক্ষুত্তৃট্‌প্রস্খলিতাদিষু॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৬৩ অনুচ্ছেদ)

তুমি উত্থান, নিদ্রা, প্রস্থান ও ভাবিগমন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে এবং ক্ষুধাতৃষ্ণা-প্রস্খলনাদি যে-কোন অবস্থায় 'গোবিন্দ' এই নাম উচ্চারণ করিবে। কারণ,—

ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভি-
স্তথা বিশুধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈ-
স্তদুত্তমশ্লোকগুণোপলম্ভকম্॥

(শ্রীভাঃ ৬।২।১১)

পাপ-পরায়ণ ব্যক্তির চিত্ত শ্রীহরিনামের উচ্চারণের দ্বারা যেরূপ বিশুদ্ধ হয়, মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণের উপদিষ্ট

ব্রতাদি-অনুষ্ঠানরূপ প্রায়শ্চিত্তাদিদ্বারা সেরূপ বিশুদ্ধ হয় না। বিশেষতঃ শ্রীহরিনামের উচ্চারণ কেবলমাত্র পাপবিনাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, পরন্তু শ্রীহরির গুণ-সমূহের অনুভবজনকও হইয়া থাকে।”

‘শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা’য় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় জীবশিক্ষার জন্য গাহিয়াছেন,—

দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ,
কেহ কা’র বাধ্য নাহি হয়।
শুনিলে না শুনে কাণ, জানিলে না জানে প্রাণ,
দড়াইতে না পারে নিশ্চয়॥

* * *

আপনি পলা’বে সব, শুনিয়া ‘গোবিন্দ’-রব,
সিংহরবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যা’বে, মহানন্দ সুখ পা’বে,
যা’র হয় একান্ত ভজন॥

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময় বলিতেন,—পাগল মন যতটা ইচ্ছা পাগলামি করুক না কেন, তাহা লইয়া ব্যস্ত হইবার কোন প্রয়োজন্ নাই। সর্বক্ষণ সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্তনে নিযুক্ত থাকিতে হইবে; তাহা হইতে একমুহূর্ত বিচ্যুত হইলেই মায়া প্রবেশ করিবে। মনের চাঞ্চল্যকে সেবাচাঞ্চল্যে নিযুক্ত করিয়া দাও। মনের দিকে দৃষ্টি রাখিবে না, সেবার দিকে দৃষ্টি রাখিবে; দেখিবে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপায় তাহা শ্রীকৃষ্ণের বিচরণস্থান হইয়াছে। দুষ্ট মনের চাঞ্চল্যে ভীত হইয়া যাহারা সাধুসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক নির্জনতার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদিগের উপরই দুষ্ট মন আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। যাঁহারা সাধুসঙ্গে থাকিয়া অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্তন করেন, তাঁহাদের মনের চঞ্চলতা কোন প্রতিকূল আচরণ করিতে পারে না, অনুকূলই হইয়া পড়ে।

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু ‘শ্রীপদ্যাবলী’তে কোন প্রাচীন মহাজনের একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া এই সিদ্ধান্তটী সুদৃঢ়-ভাবে হৃদয়ে অবধারণ করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন,—

দেবকীতনয়সেবকীভবন্
যো ভবানি স ভবানি কিন্ততঃ।
উৎপথে চলতু সৎপথেঽপি বা
মানসং ব্রজতু দৈবপ্রেরিতম্॥

(শ্রীপদ্যাবলী—৮১)

আমি শ্রীদেবকীনন্দনের সেবক হইয়া যে হই সে হই না কেন, আমার মন দৈবপ্রেরিত হইয়া কখনও বিপথে, কখনও বা সৎপথেই গমন করুক, তাহাতে আমার কি হইবে? অর্থাৎ মনোধর্মের তারতম্য—মনের চাঞ্চল্য। এইসকল লইয়া আমার মাথা ঘামাইবার বা সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। আমি শ্রীনন্দনন্দনের আনুগত্যে সর্বক্ষণ নববিধা ভক্তির অনুশীলন করিব। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

সংসার-বাটোয়ারে, কাম-ফাঁদে বাঁধি’ মারে,
ফুকারি’ কহয়ে হরিদাস।

করহ ভকতসঙ্গ, প্রেমকথা-রসরঙ্গ,
তবে হ’বে বিপদ্ বিনাশ॥

শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু ‘মনঃশিক্ষা’, শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের মনঃশিক্ষা-সূচক পদাবলী প্রভৃতিতে সকলেই একবাক্যে মনকে সর্বক্ষণ সাধু-সঙ্গে থাকিয়া শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগতিই শিক্ষা দিয়াছেন।

মন! তুমি ধর বাক্য মোর।
এই সব বাটপাড়, অভিমান দুর্নিবার,
যখন ঘেরিয়া করে জোর॥
আর কিছু না করিয়া, বৈষ্ণবের নাম লঞা,
ফুকারিয়া ডাক উচ্চরায়।
বৈষ্ণবচক্র-সেনাগণে, কৃপা করি’ নিজজনে,
যা’তে করে উদ্ধার তোমায়॥

* * *

সাধুসঙ্গ বিনা আর কোথা তব ইষ্ট।
বৈষ্ণবচরণে মন ঘুচিবে অনিষ্ট॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গদাধর-শ্রীবাস-বক্রেশ্বর-সংবাস

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরসাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
[illegible]
বিরাজতু [illegible]।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—[illegible]
'বিদ্যা' [illegible]॥

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৬শে আষাঢ়, ১৩৪৯ ; ১১ই জুলাই, ১৯৪২ { ৪৮শ-৪৯শ সংখ্যা

শ্রীল গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর সম্বন্ধে প্রাচীন পদ্যাবলী

আগামী ১৫ বামন, ২৮শে আষাঢ় সোমবার শ্রীশ্রীগৌর-শক্তি শ্রীশ্রীল গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর ভুবনমঙ্গলময়ী বিরহতিথি। ঐ তিথির সহিত শ্রীগৌরশক্তি শ্রীগৌরনিজ-জন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহতিথিও সম্মিলিতা হইয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরশক্তিগণের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-পরিকর ও লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে স্মরণই কৃষ্ণবিস্মৃত জীবের একমাত্র মঙ্গলের উপায়। শ্রীশ্রীগদাধর-গুণগাথার অনুকীর্ত্তন করিবার মানসে কয়েকটী প্রাচীন পদ্য প্রদত্ত হইল।

শ্রীশ্রীস্বরূপদামোদর-প্রভু, শ্রীশ্রীলোকনাথ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীশ্রীভূগর্ভ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু প্রভৃতি মহাজনের পুষ্পিকা-সংযুক্ত শ্রীশ্রীল গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর বন্দনাপূর্ণ পদ্যাবলী স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। আমরা মান্দ্রাজের Government Oriental Manuscript Library হইতে শ্রীল স্বরূপ-দামোদর, শ্রীল সনাতন, শ্রীল রূপ, শ্রীল লোকনাথ ও শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামিপ্রভুর নামের পুষ্পিকা-সংযুক্ত পাঁচটী অষ্টক প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ সকল পদ্য ব্যতীত ১২৭৯ বঙ্গাব্দের মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র-সংখ্যা (৩য় সাম্বৎসরিক, ৪র্থ ভাগ) "নিত্যানন্দ-দায়িনী পত্রিকা"র শ্রীল নয়নানন্দ মিশ্র গোস্বামি-বিনির্ম্মিত 'শ্রীশ্রীগৌরগদাধরাষ্টকম্', শ্রীপরমানন্দ গোস্বামি-বিরচিত 'শ্রীশ্রীরাধাগদাধরাখ্যম্ অষ্টকম্', শ্রীশিবানন্দ চক্রবর্ত্তী গোস্বামি-বিনির্ম্মিত 'শ্রীমদ্গদাধর-গোস্বাম্যষ্টকম্', শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীনরহরিদাস সরকার ঠাকুর-কৃত 'শ্রীগদাধর-পণ্ডিত গোস্বামীর জন্ম-কর্ম্মাদি-লীলা-গুণ-বর্ণনা', শ্রীযদুনাথ দাসকৃত 'শ্রীশ্রীমদ্গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শাখানির্ণয়ামৃত'-

নামে উক্ত পত্রসমূহ মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের রচিত বলিয়া 'শ্রীগদাধর-পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর জন্ম-কর্মাদি লীলা-গুণ-বর্ণনা'টি বঙ্গভাষায় রচিত পদ।

বর্তমান সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে' 'নিত্যানন্দদায়িনী পত্রিকা' ও Madras Government Oriental Manuscript Library-র পাণ্ডুলিপির সহিত পাঠ মিলাইয়া পাঠান্তরের উল্লেখ করিয়া শ্রীশ্রীগদাধর-পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর সম্বন্ধে সংস্কৃত একটি প্রাচীন পদ অন্বয়, প্রতিশব্দ ও বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশিত হইল।

শ্রীল গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর সম্বন্ধে শ্রীশিবানন্দ সেন ও শ্রীনরহরি প্রভৃতি পদকর্তৃগণের নামের ভণিতা-সংযুক্ত কতিপয় পদও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়।

"শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বাম্যষ্টকম্"

[শ্রীল-সনাতন-গোস্বামি-প্রভু-রচিতম্]

অখিলভুবনবন্দ্যং প্রস্ফুরৎপ্রেমসারং[১]
প্রবলকরুণয়াঢ্যং[২] প্রেমভক্তি-স্বতন্ত্রম্।
ব্রজবিপিন-বিরাজৎক্রীড়[৩]-বৃন্দাবনেন্দুং
মধুর-মধুর-রূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্ ॥ ১ ॥

অখিলভুবনবন্দ্যং (নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডের আরাধ্য), প্রস্ফুরৎ-প্রেমসারং (প্রেমরসসার যাঁহাতে প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত), প্রবল-করুণয়াঢ্যং (নিরতিশয় কৃপাময়), প্রেমভক্তি-স্বতন্ত্রং (প্রেমভক্তিধনে সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র), ব্রজবিপিন-বিরাজৎক্রীড়-বৃন্দাবনেন্দুং (শ্রীব্রজবনে শোভমান শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রস্বরূপ), মধুর-মধুর-রূপং (বিভূষিত মধুররূপবান্) রাধাস্বরূপম্ (শ্রীরাধিকাস্বরূপ শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে) নৌমি (আমি নমস্কার করি)॥ ১॥

নিখিলব্রহ্মাণ্ডের আরাধ্য, প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত প্রেমভক্তিরসসার-স্বরূপ, নিরতিশয় কৃপাময়, প্রেমভক্তিধনে সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র, শ্রীব্রজবনে শোভমান শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রস্বরূপ, বিভূষিত মধুররূপবান্ শ্রীরাধিকা-স্বরূপ শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে আমি নমস্কার করি॥ ১॥

নিখিলগুণগভীরং পূর্ণলাবণ্যধীরং
করুণজনবরসারং মাধবামোদকারম্।
নবরসচলচিত্তং নাগরী-প্রেমবিত্তং
প্রমদরসিকভূপং[৪] নৌমি রাধাস্বরূপম্ ॥ ২ ॥

নিখিলগুণগভীরং (অনন্ত-গুণমণ্ডিত ও গম্ভীরহৃদয়), পূর্ণলাবণ্যধীরং (পরিপূর্ণ সৌন্দর্যবান্ ও ধৈর্যশালী), করুণজনবরসারং (দয়ার্দ্রচিত্ত গৌরজনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ), মাধবামোদকারং (শ্রীকৃষ্ণের অথবা শ্রীমাধবমিশ্রের আনন্দপ্রদাতা), নবরসচলচিত্তং (নবনবায়মান রসোদয়হেতু চঞ্চলহৃদয়), নাগরী-প্রেমবিত্তং (শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়িনীর প্রেমধনে ধনী), প্রমদ-রসিকভূপং (প্রেমোন্মত্ত রসিকশ্রেষ্ঠ) রাধাস্বরূপং (শ্রীরাধিকাস্বরূপ শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে) নৌমি (আমি নমস্কার করি)॥ ২॥

অনন্তগুণমণ্ডিত ও গম্ভীরহৃদয়, পরিপূর্ণ সৌন্দর্যবান্ ও ধৈর্যশালী, দয়ার্দ্রচিত্ত গৌরজনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণের অথবা শ্রীমাধবমিশ্রের আনন্দপ্রদাতা, নবনবায়মান রসোদয়হেতু চঞ্চলহৃদয়, শ্রীকৃষ্ণ-প্রণয়িনীর প্রেমধনে ধনী, প্রেমোন্মত্ত রসিকশ্রেষ্ঠ শ্রীরাধিকা-স্বরূপ শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে আমি নমস্কার করি॥ ২॥

রসিক-মুকুট-মৌলীং কৌতুকারব্ধকেলীং[৫]
কলিত-ললিত-মালীং সর্বভক্তৈকশালীম্।
অতুলচতুরকেলীং সর্বসৌশীল্য-কেলীং
প্রকলমদনভূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্ ॥ ৩ ॥

রসিকমুকুটমৌলীং (রসজ্ঞশিরোমণি) কৌতুকারব্ধ-কেলীং (কৃষ্ণ-প্রীতি-কৌতুহল-পরবশ হইয়া নানাক্রীড়ারত)

---

(১) 'প্রস্ফুর-প্রেমসারম্'; (২) 'প্রবলকরুণয়াঢ্যম্'; (৩) 'বিরাজক্রীড়'; (৪) 'প্রমদরসিকরূপম্'; (৫) 'কাবনারব্ধ-কেলীম্' ইত্যেতানি পাঠান্তরাণি।

কলিত-কলিল-বাটীং (লতাকুঞ্জ-আশ্রয়কারী অর্থাৎ নিকুঞ্জ-বনাশ্রয়ী), সর্ব্বভক্তেশ-বাটীং (সমস্ত ভক্তবৃন্দের শিরোভূষণ-স্বরূপ), অতুলচতুরকেলীং (অসাধারণ কেলিকলা-চাতুর্য্যাভিজ্ঞ), সর্ব্বলৌণ্যাকেলীং (নিখিল-নম্রতাদি-গুণাধার), প্রবলমদনদুর্গং (মহাশক্তিশালী কন্দর্পের দুর্গ-কাষ্ঠ-স্বরূপ বা বিজেতা) রাধা-স্বরূপং (শ্রীরাধিকা-স্বরূপ শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে) নৌমি (আমি নমস্কার করি) ॥ ৩ ॥

রসজ্ঞশিরোমণি, শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-কৌতূহলবশতঃ নানা-ক্রীড়ারত, নিকুঞ্জবনাশ্রয়ী, সমস্ত-ভক্তমণ্ডলীর শিরোভূষণ-স্বরূপ, অসাধারণ কেলিকলাচাতুর্য্যাভিজ্ঞ, নিখিল-নম্রতাদি-গুণাকর, মহাশক্তিশালী কন্দর্প-দর্পহারী শ্রীরাধিকা-স্বরূপ শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে আমি নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

পরমরসবিভাসং সর্ব্বভক্তি-প্রকাশং
বিবিধরসবিলাঢ্যং প্রেমভক্ত্যৈকহৃদ্যম্ ।
নিরত-নিয়মাচারং সর্ব্ব-সর্ব্বার্থসারং
মদন-মথনরূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্ ॥ ৪ ॥

পরমরসবিভাসং (উজ্জ্বলরস যাঁহাতে সুপ্রকাশিত), সর্ব্বভক্তি-প্রকাশং (নববিধা ভক্তি যাঁহাতে প্রকাশিত), বিবিধরসবিলাঢ্যং (সর্ব্বপ্রকার রসজ্ঞভক্তগণদ্বারা পরিবৃত), প্রেমভক্ত্যৈকহৃদ্যং (একমাত্র প্রেমভক্তি-দ্বারা মনোজ্ঞ), নিরতনিয়মাচারং (সর্ব্বদা স্বনিয়মাচার-পরায়ণ), সর্ব্ব-সর্ব্বার্থ-সারং (সমগ্র-প্রতিপাদ্যাদির তাৎপর্য্যাধারস্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ), মদন-মথনরূপং (কামের গর্ব্বখর্ব্বকর-রূপ-বিশিষ্ট) রাধাস্বরূপং (শ্রীরাধিকা-স্বরূপ শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে) নৌমি (আমি নমস্কার করি) ॥ ৪ ॥

উজ্জ্বলরসময়মূর্ত্তি, নবধা ভক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ, সর্ব্বপ্রকার রসজ্ঞভক্তগণদ্বারা পরিবৃত, একমাত্র প্রেমভক্তি দ্বারা মনোজ্ঞ, কামের গর্ব্বখর্ব্বকর রূপবিশিষ্ট শ্রীরাধিকা-স্বরূপ শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে আমি নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

কলিতললিতসারং সখ্যবৈবশ্যপারং
কবলিত-রসচিত্তং সেব্য-সেবৈকমিত্রম্ ।
সততবিজয়রম্যং পদ্মদলায়তনেত্রং
নবনবরসকূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্ ॥ ৫ ॥

কলিত-ললিতসারং (সর্ব্বোত্তমবিলাসে অভিজ্ঞ), সখ্য-বৈবশ্যপারং (সৌহার্দ্দ ও বিবশতার অবধিস্বরূপ), কবলিত-রসচিত্তং (রসপরিপূরিতান্তঃকরণ), সেব্য-সেবৈকমিত্রং (সেব্যের সেবাদাসের একমাত্র আশ্রয়) সততবিজয়-রম্যং (সর্ব্বদা বিশেষভাবে জয়যুক্ত ও রমণীয়), পদ্মদলায়ত-নেত্রং (পদ্মপলাশলোচন), নবনবরসকূপং (নবনবায়মান রসের আকর) রাধাস্বরূপং (শ্রীরাধিকা-স্বরূপ শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে) নৌমি (আমি নমস্কার করি) ॥ ৫ ॥

সর্ব্বোত্তম-বিলাসে অভিজ্ঞ, সৌহার্দ্দ ও বিবশতার অবধি, রসপরিপূরিতান্তঃকরণ, সেব্যের সেবাদাসের একমাত্র আশ্রয়, সর্ব্বদা বিশেষভাবে জয়যুক্ত ও রমণীয়, পদ্মপলাশলোচন, নবনবায়মান রসের আকর শ্রীরাধিকা-স্বরূপ শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে আমি নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

পরমরসবিলাসং সর্ব্বপাণ্ডিত্যকাশং
বিমল-কমল-বাসং বন্দ্যবংশোজ্জ্বলাংশুম্ ।
কলিত-ললিত-রঙ্গং কীর্ত্তিদা-কীর্ত্তিচন্দ্রং
কুশল-গরিমরূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্ ॥ ৬ ॥

পরমরসবিলাসং (সর্ব্বোত্তম-রসে কেলি-পরায়ণ), সর্ব্বপাণ্ডিত্যকাশং (অশেষপাণ্ডিত্য-বিভূষিত), বিমল-কমল-বাসং (সুনির্ম্মল-পঙ্কজ-নিবাসিনী লক্ষ্মীস্বরূপ), বন্দ্যবংশোজ্জ্বলাংশুং (বন্দ্যবংশের উজ্জ্বল প্রভাস্বরূপ), কলিত-ললিত-রঙ্গং (নানা-বিলাস-কৌশলে বিজ্ঞ), কীর্ত্তিদা-কীর্ত্তিচন্দ্রং (শ্রীরাধিকা জননী শ্রীকীর্ত্তিদার যশোচন্দ্রস্বরূপ), কুশল-গরিমরূপং (মঙ্গলময়-মাহাত্ম্য-পূর্ণ) রাধাস্বরূপং (শ্রীরাধিকা-স্বরূপ শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে) নৌমি (আমি নমস্কার করি) ॥ ৬ ॥

সর্ব্বোত্তমরসে কেলি-পরায়ণ, অশেষপাণ্ডিত্য-বিভূষিত, পবিত্রকমল-নিবাসিনী লক্ষ্মীস্বরূপ, বন্দ্যবংশের উজ্জ্বল প্রভা-স্বরূপ, নানা-বিলাসকৌশলে অভিজ্ঞ, (শ্রীরাধিকা-জননী) শ্রীকীর্ত্তিদার যশোচন্দ্র-স্বরূপ, মঙ্গলময়-মাহাত্ম্যপূর্ণ শ্রীরাধিকা-স্বরূপ শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে আমি নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

শ্রবণরসদসারং মাধবানন্দকারং
করুণ-বরুণ-দৃষ্টিং প্রাবিতানন্দবৃষ্টিম্ ।
মধুর-মধুর-সারং প্রেমভক্ত্যৈকহারং
স্বগুণ-গরিমরূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্ ॥ ৭ ॥

শ্রবণ-রসদ-সারং (ভক্তবৃন্দের কর্ণে কৃষ্ণকথারস-প্রদ ভক্তশ্রেষ্ঠ), মাধবানন্দকারং (শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-বর্দ্ধক অথবা

শ্রীমাধবমিত্রের আনন্দ-দায়ক), করুণ-বর্ণমূর্ত্তিং (কারুণ্য-পূর্ণ সজলনেত্রবিশিষ্ট), প্রাথিকানন্দমূর্ত্তিং (আনন্দাশ্রুবর্ষণে পরিপ্লুততনু), মধুর-মধুর-সারং (বিগুণিত মাধুর্য্যময়-বিগ্রহ), প্রেমরত্নৈকসারং (প্রেম-মাণিক্য যাঁহার সারস্বরূপ অর্থাৎ প্রেমময়মূর্ত্তি), স্বগুণমহিমকূপং (নিজগুণ-মহিমার আকর-স্বরূপ অর্থাৎ অনন্ত-গুণ-মহিম-পরিপূর্ণ) রাধাস্বরূপং (শ্রীরাধিকা-স্বরূপ শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে) নৌমি (আমি বন্দনা করি) ॥ ৭ ॥

ভক্তবৃন্দের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকথামৃত-বিতরণকারী ভক্তগণের অগ্রগণ্য, শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-বর্দ্ধক অথবা শ্রীমাধবমিত্রের আনন্দ-দায়ক, কারুণ্যপূর্ণ সজলনেত্রবিশিষ্ট, আনন্দাশ্রু বর্ষণে পরিপ্লুত-তনু, বিগুণিত-মাধুর্য্যময়-বিগ্রহ, প্রেমময়মূর্ত্তি, অনন্ত-গুণ-মহিমপূর্ণ শ্রীরাধিকা-স্বরূপ শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে আমি বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

ব্রজসদসি সদা সংসক্তচিত্তং বিরাজদ্
ব্রজভুবি জয়-লক্ষ্মীবৃন্দবর্গাগ্রগণ্যম্[১] ।
নিখিল-নিগম-পান্থালভ্যপাদাব্জগন্ধং
কিমপি করুণরূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্ ॥ ৮ ॥

ব্রজসদসি (শ্রীব্রজমণ্ডলে) সদা (সর্ব্বদা) সংসক্তচিত্তং (আসক্তচিত্ত), বিরাজদ্ ব্রজভুবি (সর্ব্বাপেক্ষা অতিশোভন শ্রীবৃন্দাবনধামে) জয়লক্ষ্মীবৃন্দ-বর্গাগ্রগণ্যং (জয়যুক্তা লক্ষ্মীগণসমূহের অগ্রণী), নিখিল-নিগম-পান্থালভ্য-পাদাব্জ-গন্ধং (সমস্ত বেদাদিশাস্ত্রানুশীলনকারী ভক্তিপথের পথিকগণ যাঁহার পাদপদ্মগন্ধ একবারে অলভ্যবস্তু বলিয়া বিচার করেন), কিমপি করুণরূপং (অতিশয় কারুণ্য-পূর্ণমূর্ত্তি) রাধা-স্বরূপং (শ্রীরাধিকা-স্বরূপ শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে) নৌমি (আমি নমস্কার করি) ॥ ৮ ॥

শ্রীব্রজমণ্ডলে সর্ব্বদা আসক্তচিত্ত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠধাম শ্রীব্রজে জয়যুক্তা লক্ষ্মীগণসমূহের অগ্রণী, সর্ব্ববেদাদি-শাস্ত্রানুশীলনকারী ভক্তিপথের পথিকগণ যাঁহার শ্রীপাদপদ্মগন্ধ একবারে অলভ্যবস্তু বলিয়া বিচার করেন, অতিশয় কারুণ্য-পূর্ণমূর্ত্তি শ্রীরাধিকা-স্বরূপ শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে আমি নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

রাধাস্বরূপস্য গদাধরস্য
স্তোত্রং মুদাকারি সনাতনেন ।
প্রেম্ণা পঠন্ নিত্যবিলাসশালী
প্রাপ্নোতি সোঽভীষ্টপদং হি তস্য ॥ ৯ ॥

সনাতনেন (শ্রীসনাতন-কর্তৃক) রাধাস্বরূপস্য (শ্রীরাধিকা-স্বরূপ) গদাধরস্য (শ্রীল গদাধরপণ্ডিতের) স্তোত্রং (এই স্তোত্র) মুদা (আনন্দের সহিত) অকারি (রচিত হইল); প্রেম্ণা (ভক্তিসহকারে) পঠন্ (পাঠ করিয়া) [যঃ—যিনি] নিত্যবিলাসশালী (শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য-সেবা-সৌভাগ্য-বিশিষ্ট হন), সঃ (সেই ব্যক্তি) তস্য (শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতের) অভীষ্টপদং (অভীপ্সিত শ্রীপাদপদ্ম) প্রাপ্নোতি (লাভ করেন) ॥ ৯ ॥

শ্রীসনাতন-কর্তৃক শ্রীরাধিকাস্বরূপ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের এই স্তোত্র সানন্দে রচিত হইল, যিনি ভক্তিসহকারে ইহা পাঠ করেন, সেই ব্যক্তি শ্রীযুগলসেবা লাভ করিতে পারেন এবং অভীপ্সিত শ্রীল গদাধরের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করেন ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীসনাতন-গোস্বামি-বিনির্ম্মিতং শ্রীযুত-গদাধর-
পণ্ডিত-গোস্বাম্যষ্টকং সমাপ্তম্ ॥

গত ১০ই আষাঢ় রবিবার, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা হইতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে সংকীর্ত্তন-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে এবং ঐ দিবস শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দের প্রযত্নে ও শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল মুকুন্দদত্ত-ঠাকুর ও শ্রীশ্রীধর পণ্ডিতের বিরহ-উৎসব এবং ১৩ই আষাঢ় সোমবার, আসামনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে সংকীর্ত্তনোৎসবারম্ভ ও ঐ দিবস শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাব-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

---

(১) 'ব্রজভূ-বিলাসিনীবৃন্দবর্গাগ্রগণ্যম্' ইতি পাঠান্তরম্ ।

শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামি-দশকম্

[শ্রীল-রূপগোস্বামি-বিরচিতম্]

বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা প্রেমভক্তি-প্রদায়িনী ।
কলৌ শ্রীগৌর-দয়িতঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ * ॥ ১ ॥

বৃন্দাবনেশ্বরী (শ্রীরাধারাণী) প্রেমভক্তি-প্রদায়িনী (প্রকৃষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতিদানকারিণী) রাধা [এবং] (শ্রীরাধিকাই) কলৌ (কলিকালে) শ্রীগৌরদয়িতঃ (শ্রীগৌরপ্রিয়) শ্রীগদাধর-পণ্ডিতঃ (শ্রীল গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামী) ॥ ১ ॥

প্রেমভক্তিপ্রদায়িনী শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাই কলিকালে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত ॥ ১ ॥

সর্ব্ব-পাণ্ডিত্যসারাঢ্যং প্রেমরত্নবিভূষণম্ ।
মাধবাত্মজ-বন্দ্যাগ্র্যং বন্দে রাধা-গদাধরম্ ॥ ২ ॥

সর্বপাণ্ডিত্যসারাঢ্যং (সকল পাণ্ডিত্যের সারস্বরূপ বলিয়া অভিহিত) প্রেমরত্ন-বিভূষণং (প্রেমরত্নবিভূষিত) মাধবাত্মজ-বন্দ্যাগ্র্যং (শ্রীমাধবমিশ্র-নন্দন ও পূজ্যবর) রাধাগদাধরং (শ্রীশ্রীরাধা-অভিন্ন শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে) বন্দে (বন্দনা করি) ॥ ২ ॥

সর্বপাণ্ডিত্যের সারস্বরূপ বলিয়া কথিত, প্রেমরত্ন-বিভূষিত, শ্রীমাধবমিশ্রের আত্মজ ও পূজ্যবর, শ্রীশ্রীরাধা-অভিন্ন শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে আমি বন্দনা করি ॥ ২ ॥

অপার-করুণাপূর-পূরিতান্তর্মনোহরম্[১] ।
সদা রাসরসামোদং বন্দে রাধা-গদাধরম্ ॥ ৩ ॥

অপারকরুণাপূর-পূরিতান্তর্মনোহরং (অসীমকরুণাপরিপূর্ণান্তঃকরণ ও কমনীয়মূর্ত্তি) সদা (সর্ব্বদা) রাসরসামোদং (সংকীর্তনরাস-রসামোদী) রাধাগদাধরং (শ্রীরাধা-অভিন্ন শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে) বন্দে (বন্দনা করি) ॥ ৩ ॥

অসীমকরুণা-পরিপূর্ণান্তঃকরণ ও কমনীয়মূর্ত্তি, সর্ব্বদা সঙ্কীর্তন-রাসরসামোদী শ্রীরাধা-অভিন্ন শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

সখীগণগণাধ্যক্ষ-মধুমত্যাদি-সঙ্কুলম্ ।
বৃন্দাবনে রাসরতং বন্দে রাধা-গদাধরম্ ॥ ৪ ॥

সখীগণগণাধ্যক্ষ-মধুমত্যাদিসঙ্কুলং ('শ্রীমধুমতী'-আদি প্রাণসখী-পরিবৃত সখীবৃন্দের অধ্যক্ষ) বৃন্দাবনে রাসরতং (শ্রীবৃন্দাবনে রাসক্রীড়ারত) রাধাগদাধরং (শ্রীরাধিকার অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতকে) বন্দে (বন্দনা করি) ॥ ৪ ॥

'শ্রীমধুমতী'-আদি প্রাণসখীসকলপরিবৃত সখীবৃন্দের অধ্যক্ষ, শ্রীবৃন্দাবনে রাসক্রীড়ারত (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) নায়িকা শ্রীরাধা-অভিন্ন শ্রীল গদাধর পণ্ডিতকে আমি বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

দিব্য-সদ্গুণ-মাণিক্য-পেটিকাদি[২]-মনোহরম্ ।
বৃন্দাবন-কলানাথং বন্দে রাধা-গদাধরম্ ॥ ৫ ॥

দিব্য-সদ্গুণ-মাণিক্য-পেটিকাদি-মনোহরং (দিব্য-সদ্গুণরূপ মাণিক্য-মঞ্জুষাদিদ্বারা মনোহর) বৃন্দাবনকলানাথং (শ্রীবৃন্দাবনে কলাবিদ্যা অর্থাৎ নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি প্রকার বিদ্যার আচার্য্য) রাধাগদাধরং (শ্রীরাধা-অভিন্ন শ্রীল গদাধর পণ্ডিতকে) বন্দে (বন্দনা করি) ॥ ৫ ॥

দিব্যসদ্গুণমাণিক্য-মঞ্জুষা দ্বারা মনোহর, শ্রীবৃন্দাবনে নৃত্য-গীতাদি চতুঃষষ্টি-প্রকার কলাবিদ্যার আচার্য্য শ্রীরাধা-অভিন্ন শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে আমি বন্দনা করি ॥ ৫ ॥

গৌরাঙ্গ-গাঢ়তা-ভাব-ভার-নির্যাস-ভাবিতম্ ।
করুণা-বরুণাধারং বন্দে রাধা-গদাধরম্ ॥ ৬ ॥

গৌরাঙ্গ-গাঢ়তা-ভাব-ভার-নির্যাসভাবিতং (শ্রীগৌরসুন্দরের গাঢ়ভাব-সমূহের নির্যাসদ্বারা বিভাবিত) করুণা-বরুণাধারং (করুণাবারিধি) রাধা-গদাধরং (শ্রীরাধা-অভিন্ন শ্রীল গদাধর পণ্ডিতকে) বন্দে (বন্দনা করি) ॥ ৬ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের গাঢ়-ভাবসমূহের নির্যাসদ্বারা বিভাবিত, করুণাবারিধি শ্রীরাধা-অভিন্ন শ্রীল গদাধরপণ্ডিতকে আমি বন্দনা করি ॥ ৬ ॥

কীর্ত্তিদা-কীর্ত্তিদং নিত্যং নিত্যানন্দ-বিবর্দ্ধনম্ ।
রসালয়ং রসাধারং বন্দে রাধা-গদাধরম্ ॥ ৭ ॥

---

* এই শ্লোকটি পূর্বোক্ত 'Oriental Manuscript Library'র পাণ্ডুলিপিতে দৃষ্ট হয় না।

(১) 'মনোহরম্' ইত্যপি পাঠঃ । (২) 'পেটিকাদি' ইতি পাঠান্তরম্ ।

কীর্তিদাকীর্তিদং (শ্রীরাধিকার জননী শ্রীকীর্তিদার যশোবর্ধক) নিত্যং (নিত্যকাল) নিত্যানন্দ-বিবর্ধনং (নিত্যানন্দ-বর্ধনকারী) রসালয়ং (রসভাণ্ডার) রসাধারং (রসময়) রাধা-গদাধরং (শ্রীরাধা-অভিন্ন শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে) বন্দে (বন্দনা করি) ॥ ৭ ॥

(শ্রীরাধিকার জননী) শ্রীকীর্তিদার যশোবর্ধক, নিত্যকাল নিত্যানন্দবর্ধনকারী, রসভাণ্ডার, রসময় শ্রীরাধা-অভিন্ন শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে আমি বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

পুণ্ডরীক-প্রেম-বিদ্যা-বিদ্যাবিদ্যোতিতাশয়ম্[1] ।
অসীমগুণ-সম্পূর্ণং বন্দে রাধা-গদাধরম্ ॥ ৮ ॥

পুণ্ডরীকপ্রেমবিদ্যা-বিদ্যা-বিদ্যোতিতাশয়ং (পুণ্ডরীক প্রেমনিধি বা বিদ্যানিধির ন্যায় পরবিদ্যালোকোদ্ভাসিত-চিত্ত) অসীম-গুণসম্পূর্ণং (অনন্তগুণপরিপূর্ণ) রাধাগদাধরং (শ্রীরাধা-অভিন্ন শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে) বন্দে (বন্দনা করি) ॥ ৮ ॥

শ্রীল পুণ্ডরীক প্রেমনিধি বা বিদ্যানিধির ন্যায় পরবিদ্যালোকোদ্ভাসিতচিত্ত, অনন্তগুণপরিপূর্ণ শ্রীরাধা-অভিন্ন শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে আমি বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

শ্রীবাসাপ্ততমং গাঢ়ং[2] মুরারিগুপ্ত-গুপ্তকম্ ।
বন্দ্য-বংশোজ্জ্বলকরং বন্দে রাধা-গদাধরম্ ॥ ৯ ॥

গাঢ়ং শ্রীবাসাপ্ততমং (শ্রীল শ্রীবাস-পণ্ডিতের অতিশয় নিজজন), মুরারিগুপ্ত-গুপ্তকম্ (শ্রীমুরারিগুপ্তের চিত্তে গুপ্তভাবে অবস্থিত অর্থাৎ শ্রীমুরারিগুপ্তের জীবন) বন্দ্য-বংশোজ্জ্বলকরং (বন্দ্যবংশোজ্জ্বলকারী) রাধাগদাধরং (শ্রীরাধা-অভিন্ন শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে) বন্দে (বন্দনা করি) ॥ ৯ ॥

শ্রীল শ্রীবাস-পণ্ডিতের পরম নিজজন, শ্রীমুরারিগুপ্তের প্রাণধন, বন্দ্যবংশোজ্জ্বলকারী শ্রীরাধা-অভিন্ন শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে আমি বন্দনা করি ॥ ৯ ॥

শিবানন্দ-প্রিয়গুরুং নয়নানন্দ-বন্দিতম্ ।
শুদ্ধ-কাঞ্চন-গৌরাঙ্গং বন্দে রাধা-গদাধরম্ ॥ ১০ ॥

শিবানন্দ-প্রিয়গুরুং (শ্রীশিবানন্দসেনের প্রিয় শ্রীগুরুদেব) নয়নানন্দবন্দিতং (শ্রীনয়নানন্দ প্রভুর পূজনীয়) শুদ্ধকাঞ্চন-গৌরাঙ্গং (শুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ অঙ্গকান্তিবিশিষ্ট) রাধা-গদাধরং (শ্রীরাধা-অভিন্ন শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে) বন্দে (বন্দনা করি) ॥ ১০ ॥

শ্রীশিবানন্দসেনের প্রিয় শ্রীগুরুদেব, শ্রীনয়নানন্দ প্রভুর পূজনীয়, শুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ অঙ্গকান্তিবিশিষ্ট শ্রীরাধা-অভিন্ন শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে আমি বন্দনা করি ॥ ১০ ॥

গৌরাঙ্গ-ভক্তবৃন্দেন রাজিতং পরমোজ্জ্বলম্ ।
রামানন্দ-রসামোদং বন্দে রাধা-গদাধরম্ ॥ ১১ ॥

গৌরাঙ্গভক্তবৃন্দেন (শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তবৃন্দের সহিত) রাজিতং (পরিবেষ্টিত হইয়া শোভিত) পরমোজ্জ্বলং (পরম-উজ্জ্বলরূপধারী) রামানন্দ-রসামোদং (শ্রীল রায় রামানন্দের সহিত কৃষ্ণকথারসে আনন্দ-বিভোর) রাধাগদাধরং (শ্রীরাধা-অভিন্ন শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে) বন্দে (বন্দনা করি) ॥ ১১ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তবৃন্দ-কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া শোভিত, পরমোজ্জ্বলরূপধারী, শ্রীল রায়-রামানন্দের সহিত (কৃষ্ণকথা-) রসানন্দবিভোর শ্রীরাধা-অভিন্ন শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতকে আমি বন্দনা করি ॥ ১১ ॥

শ্রীল-গদাধরস্যেদং পদ্যং স্বচ্ছং মনোহরম্ ।
যঃ পঠেন্নিয়তং ভক্ত্যা স প্রেম্ণি প্রবিশেদ্ দ্রুতম্[3] ॥১২॥

স্বচ্ছং (স্বচ্ছপ্রাঞ্জল) মনোহরং (মনোহর) শ্রীল-গদাধরস্য (শ্রীল গদাধরপ্রভুর) ইদং পদ্যং (এই পদ্যটি) যঃ (যিনি) নিয়তং (সতত) ভক্ত্যা (ভক্তিসহকারে) পঠেৎ (পাঠ করেন), সঃ (তিনি) প্রেম্ণি (প্রেমসমুদ্রে) দ্রুতং (অবিলম্বে) প্রবিশেৎ (প্রবেশ করেন) ॥ ১২ ॥

স্বচ্ছপ্রাঞ্জল, মনোহর 'শ্রীল গদাধরপ্রভুর' এই পদ্যটি যিনি সর্বদা ভক্তিসহকারে পাঠ করেন, তিনি অবিলম্বে প্রেমসমুদ্রে প্রবেশ করেন ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীরূপ-গোস্বামি-বিনির্মিতং শ্রীযুক্ত-গদাধর-পণ্ডিত-
গোস্বামি-অষ্টকং সমাপ্তম্ ।

---

[1] 'বিদ্যোতিতাননম্' ইত্যপি পাঠঃ। [2] 'শ্রীবাসাপ্তকরাগাঢ়ম্' ইতি পাঠান্তরম্। [3] 'প্রবিশেদ্-ধ্রুবম্' ইত্যপি পাঠঃ।

শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বাম্যষ্টকম্

[শ্রীল-লোকনাথ-গোস্বামিপ্রভু-রচিতম্]

শ্রীলবৃন্দাবনাধীশাস্বরূপং সদ্গুণাশ্রয়ম্।
পণ্ডিতাখ্যং প্রভুবরং তং বন্দে রাধিকাভিধম্[1] ॥ ১ ॥

শ্রীল-বৃন্দাবনাধীশা-স্বরূপং (শ্রীল-বৃন্দাবনেশ্বরী-স্বরূপ) সদ্গুণাশ্রয়ং (সদ্গুণাকর) রাধিকাভিধং (রাধিকা-নামে অভিহিত) তং পণ্ডিতাখ্যং (সেই 'গদাধর-পণ্ডিত' নামক) প্রভুবরং (প্রভুবরকে) বন্দে (বন্দনা করি) ॥ ১ ॥

শ্রীল-বৃন্দাবনেশ্বরী-স্বরূপ, সদ্গুণাকর, 'শ্রীরাধিকা'-নামে অভিহিত, সেই 'শ্রীগদাধর-পণ্ডিত'-নামক প্রভুবরকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গমহাভাবকারকং প্রেমবর্দ্ধকম্।
মহাভাবস্বরূপকং তং বন্দে রাধিকাভিধম্[2] ॥ ২ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাভাব-কারকং (শ্রীগৌরসুন্দরের মহাভাব-পুষ্টিকারক) প্রেমবর্দ্ধকং (প্রেমবর্দ্ধক) মহাভাব-স্বরূপকং (মহাভাবস্বরূপ) রাধিকাভিধং (শ্রীরাধিকা-নামে অভিহিত) তং [প্রভুবরং] (সেই প্রভুবরকে) বন্দে (বন্দনা করি) ॥ ২ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের মহাভাবের পুষ্টিকারক, প্রেমবর্দ্ধক, মহাভাব-স্বরূপ, শ্রীরাধিকা-নামে অভিহিত সেই প্রভুবরকে আমি বন্দনা করি ॥ ২ ॥

যদাস্যপদ্মং সন্দৃশ্য শ্রীপ্রভোর্ব্রজভাবনা।
শ্রীমদ্রাসরসাধারং তং বন্দে রাধিকাভিধম্[3] ॥ ৩ ॥

যদাস্যপদ্মং (যাঁহার শ্রীমুখপদ্ম) সন্দৃশ্য (সন্দর্শন করিয়া) শ্রীপ্রভোঃ (শ্রীমহাপ্রভুর) ব্রজভাবনা (শ্রীব্রজের স্মৃতি) [সঞ্জাতা—স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইত], শ্রীমদ্রাসরসাধারং (পরমশোভনীয় রাসরসাশ্রয়) রাধিকাভিধং (শ্রীরাধিকা-নামে অভিহিত) তং [প্রভুবরং] (সেই প্রভুবরকে) বন্দে (বন্দনা করি) ॥ ৩ ॥

যাঁহার শ্রীমুখপদ্ম সন্দর্শন করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীব্রজ-স্মৃতি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইত, পরমশোভনীয় রাসরসাশ্রয় শ্রীরাধিকা-নামে অভিহিত সেই প্রভুবরকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেমসারং বিদ্যানিধি-দয়াস্পদম্।
মাধবানন্দনং ধীরং তং বন্দে রাধিকাভিধম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমসারং (শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-নির্য্যাস-স্বরূপ) বিদ্যানিধিদয়াস্পদং (শ্রীপুণ্ডরীক-বিদ্যানিধির কৃপাভাজন) মাধবানন্দনং (শ্রীকৃষ্ণের আনন্দপ্রদ অথবা শ্রীমাধব মিশ্রের আনন্দবর্দ্ধক অথবা শ্রীমাধবাচার্য্যের আনন্দদায়ক) ধীরং (বিজ্ঞ) শ্রীরাধিকাভিধং (শ্রীরাধিকা-নামে অভিহিত) তং [প্রভুবরং] (সেই প্রভুবরকে) বন্দে (বন্দনা করি) ॥ ৪ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-নির্য্যাস-স্বরূপ, শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির দয়ার পাত্র, শ্রীকৃষ্ণের আনন্দপ্রদ অথবা শ্রীমাধব মিশ্রের আনন্দবর্দ্ধক, বিজ্ঞ, শ্রীরাধিকা-নামে অভিহিত সেই প্রভুবরকে আমি বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

শ্রীশচী-হৃদয়ানন্দ-প্রাণসর্ব্বস্ব-সম্পুটম্।
শ্রীল-প্রেমস্বরূপাখ্যং তং বন্দে রাধিকাভিধম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীশচীহৃদয়ানন্দ-প্রাণসর্ব্বস্ব-সম্পুটং (শ্রীশচীনন্দনের প্রাণ-সর্ব্বস্বের সম্পুট বা আধার-স্বরূপ) শ্রীল-প্রেমস্বরূপাখ্যং ('শ্রীল-প্রেমস্বরূপ'-সংজ্ঞক) রাধিকাভিধং (শ্রীরাধিকা-নামে অভিহিত) তং [প্রভুবরং] (সেই প্রভুবরকে) বন্দে (বন্দনা করি) ॥ ৫ ॥

শ্রীশচীনন্দনের প্রাণসর্ব্বস্বের আধার-স্বরূপ, শ্রীল 'প্রেম-স্বরূপ'-সংজ্ঞক, শ্রীরাধিকা-নামে অভিহিত সেই প্রভুবরকে আমি বন্দনা করি ॥ ৫ ॥

শ্রীনবদ্বীপ-লীলাব্ধৌ শৈশবে চাপলং মহৎ।
কৃতং যেন মহাসৌখ্যাত্তং বন্দে রাধিকাভিধম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীনবদ্বীপ-লীলাব্ধৌ (শ্রীনবদ্বীপ-লীলাসমুদ্রে) শৈশবে (বাল্যকালে) মহাসৌখ্যাৎ (অতিশয় আনন্দে) যেন (যাঁহার দ্বারা) মহৎ চাপলং (মহাচাপল্য) কৃতং (প্রকাশিত হইয়াছিল), রাধিকাভিধং (শ্রীরাধিকা-নামে অভিহিত) তং [প্রভুবরং] (সেই প্রভুবরকে) বন্দে (বন্দনা করি) ॥ ৬ ॥

---

(১) 'বন্দে রাধাগদাধরম্'; (২) 'মহাভাবস্বরূপং তং বন্দে রাধাগদাধরম্'; (৩) 'বন্দে রাধাগদাধরম্' ইত্যেতানি পাঠান্তরাণি।

শ্রীনবদ্বীপ-লীলাসময়ে বাল্যকালে পরমানন্দে যিনি মহাচাপল্য প্রকাশ করিতেন, শ্রীরাধিকা-নামে অভিহিত সেই প্রভুবরকে আমি বন্দনা করি ॥ ৬ ॥

নীলাচল-বিহারি-শ্রীগৌরাঙ্গেণ সমং কৃতম্ ।
প্রেমামৃত-সুধা[1] যেন তং বন্দে রাধিকাভিধম্ ॥ ৭ ॥

নীলাচলবিহারি-শ্রীগৌরাঙ্গেণ (নীলাচলে বিচরণকারী শ্রীগৌরাঙ্গের) সমং (সহিত) যেন (যাঁহাকর্ত্তৃক) প্রেমামৃত-সুধা-[আস্বাদনং] কৃতং (প্রেমজলধরের অমৃত আস্বাদিত হইত), রাধিকাভিধং (শ্রীরাধিকা-নামে অভিহিত) তং [প্রভুবরং] (সেই প্রভুবরকে) বন্দে (বন্দনা করি) ॥ ৭ ॥

শ্রীনীলাচলে বিচরণকারী শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত যিনি প্রেমজলধর-নিঃসৃত অমৃত আস্বাদন করিতেন, শ্রীরাধিকা-নামে অভিহিত সেই প্রভুবরকে আমি বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

গৌরাঙ্গেণার্পিতং গোপীনাথ-পাদাব্জসেবনে ।
নীলশৈলে সদাবাসং তং বন্দে রাধিকাভিধম্[2] ॥ ৮ ॥

গৌরাঙ্গেণ (শ্রীমহাপ্রভু-কর্ত্তৃক) গোপীনাথ-পাদাব্জ-সেবনে (শ্রীগোপীনাথের শ্রীপাদপদ্ম-সেবনকার্য্যে) অর্পিতং (সমর্পিত) নীলশৈলে (নীলাচলে) সদাবাসং (সর্ব্বকাল অবস্থানকারী) রাধিকাভিধং (শ্রীরাধিকা-নামে অভিহিত) তং [প্রভুবরং] (সেই প্রভুবরকে) বন্দে (বন্দনা করি) ॥ ৮ ॥

শ্রীমহাপ্রভু-কর্ত্তৃক শ্রীগোপীনাথের শ্রীপাদপদ্ম-সেবন-কার্য্যে সমর্পিত, নীলাচলে নিখিলকাল অবস্থানকারী শ্রীরাধিকা-নামে অভিহিত সেই প্রভুবরকে আমি বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

শ্রীরাধাভিধেয়ং[3] গদাধর ইতি খ্যাতং মহীমণ্ডলে
যৎপ্রেমাব্ধিকণালবেন সকলং মগ্নং জগৎ সর্ব্বদা ।
যৎসর্ব্বস্ব-পদাম্বুজং প্রভুবরং তং লোকনাথস্য মে
কৃষ্ণপ্রেমসুধাশ্রয়াঙ্ঘ্রিযুগলং শ্রীপণ্ডিতাখ্যং ভজে ।

শ্রীরাধিকাভিধেয়ং (শ্রীরাধিকা-নামে অভিহিত) মহীমণ্ডলে (পৃথিবীতে) গদাধর ইতি খ্যাতং (শ্রীল-গদাধর-নামে বিখ্যাত), [চ—এবং] যৎপ্রেমাব্ধিকণালবেন (যাঁহার প্রেম-সমুদ্রের কণিকালেশের দ্বারা) সর্ব্বদা (নিরন্তর) সকলং জগৎ (পাপ-মলিন পৃথিবী) মগ্নং (নিমগ্ন হইয়াছিল), যৎসর্ব্বস্ব-পদাম্বুজং (যাঁহার শ্রীপাদপদ্মই আমার সর্ব্বস্ব) কৃষ্ণপ্রেম-সুধাশ্রয়াঙ্ঘ্রিযুগলং (যাঁহার শ্রীপাদপদ্মদ্বয় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসুধার আধার) লোকনাথস্য মে (আমি 'লোকনাথ'—আমার) শ্রীপণ্ডিতাখ্যং (শ্রীপণ্ডিত নামে খ্যাত) তং প্রভুবরং (সেই প্রভুবরকে) ভজে (ভজনা করি) ॥ ৯ ॥

শ্রীরাধিকা-নামে অভিহিত, পৃথিবীতে শ্রীল-গদাধর-নামে বিখ্যাত, যাঁহার প্রেমসমুদ্রের কণিকালেশ পাপ-মলিন মহীমণ্ডলকে নিরন্তর মগ্ন করিয়াছিল, যাঁহার শ্রীপাদপদ্মই আমার সর্ব্বস্ব, যাঁহার শ্রীপাদপদ্মদ্বয় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসুধার আধার, আমি 'লোকনাথ', 'শ্রীপণ্ডিত'-নামে খ্যাত আমার সেই প্রভুবরকে ভজনা করি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীলোকনাথগোস্বামি-বিনির্ম্মিতং শ্রীযুক্ত-
গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বাম্যষ্টকম্ সমাপ্তম্ ।

---

*শ্রীল শিবানন্দ সেনের রচিত বলিয়া কথিত শ্রীল গদাধর-সম্বন্ধে দুইটী পদ এই—

জয় জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত
মণ্ডিত ভাব-ভূষণ অনুপাম ।
শ্রীচৈতন্য-অভিন্ন শকতি গুণ
অন্ত-সুহৃদ্রূপম বন্ধু রস-ধাম ।
কিয়ে বিধি কমলজ-হৃদগতি জানি ।
শ্রীবৃন্দাবন-মধুর-ভজন-ধন
সম্পদ-সার মিলায়ল আনি ॥ ধ্রু ॥

গর গর গৌর-প্রেমভরে ঝর ঝর
অরুণ করুণ বরুণালয় আঁখি ।
খেণে খেণে স্তবধ শবদ খেণে গদগদ
আধ আধ পদ গোপীনাথ ভাখি ॥
নব অনুরাগি লাগি রহু অন্তর
উথলয়ে খেণে প্রেমজলধি-তরঙ্গ ।
দাস শিবাই আই থিন দীনজন
না পাওল সতত অসত-পথ-রঙ্গ ॥

---

(১) 'প্রেমাম্পদসুধা' ইতি পাঠান্তরম্ ; (২) 'বন্দে রাধাগদাধরম্' ইতি পাঠান্তরম্ ; (৩) 'শ্রীরাধাভেদম্' ইত্যপি পাঠঃ ।

[২]

জয় জয় পণ্ডিত-গোসাঞি।
যাঁ'র কৃপাবলে সে চৈতন্য-গুণ গাই॥
হেন সে গৌরাঙ্গচন্দ্রে যাহার পীরিতি।
'গদাধর-প্রাণনাথ' যাহে নাম খ্যাতি॥
গৌরগতপ্রাণ-প্রেম কে বুঝিতে পারে।
ক্ষেত্রবাস, কৃষ্ণ যেন যাঁ'র লাগি' ছাড়ে॥
গদাইর গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গের গদাধর।
শ্রীরাম-জানকী যেন এক-কলেবর॥
যেন এক প্রাণ রাধা-বৃন্দাবনচন্দ্র।
তেন গৌর-গদাধর প্রেমের তরঙ্গ॥
কহে শিবানন্দ পঁহু যাঁ'র অনুরাগে।
শ্যামতনু গৌর হইয়া প্রেম মাগে॥

শ্রীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিত গোস্বামী

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

বক্রেশ্বর পণ্ডিত চৈতন্যপ্রিয়পাত্র।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র যাঁ'র স্মরণেই মাত্র।
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৩।৩৬৯)

আষাঢ়ী কৃষ্ণা পঞ্চমী শ্রীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি। সেই পতিত-পাবনী তিথিতে আমরা শ্রীশ্রীরূপানুগগুরুবর্গের আনুগত্যে শ্রীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর শ্রীনাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা কীর্ত্তন-মুখে স্মরণ করিয়া পবিত্র হইবার আশা পোষণ করিতেছি।

শ্রীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু পতিতগণের প্রতি অহৈতুক-কৃপাময় বা স্বচ্ছন্দে মৈত্রী-লীলা-প্রকটকারী। জগাই-মাধাইএর প্রতি শ্রীমহাপ্রভুর কৃপাকালে, কাজী-দলনকালে নগর-কীর্ত্তনে এবং শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশ্রীধরের প্রতি ও রামকেলিতে শ্রীশ্রীরূপসনাতনের প্রতি শ্রীমহাপ্রভুর কৃপাপ্রকাশলীলাকালে শ্রীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিত একসময় অহৈতুকী কৃপা করিয়া কুলিয়ায় দেবানন্দ-পণ্ডিতের গৃহে গমন করেন। দেবানন্দ পণ্ডিত মুমুক্ষু হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। একদিন ইঁহার পাঠকালে শ্রীবাসপণ্ডিত প্রেমে আপ্লুত হইয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে দেবানন্দের পাষণ্ডী ছাত্রগণ শ্রীবাসকে সাধারণ-শ্রেণীর ভাবুক মনে করিয়া তাড়না করে। বহুদিন পরে একদিন শ্রীমহাপ্রভু ঐ পথে আসিয়া দেবানন্দকে ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে দেখিয়া বৈষ্ণবে অপরাধী দেবানন্দকে ক্রোধাবেশে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। দেবানন্দের মহাপ্রভুতেও বিশ্বাস ছিল না। এইরূপ দেবানন্দের প্রতিও অহৈতুকী কৃপা বিতরণপূর্ব্বক বৈষ্ণবের 'পতিতপাবন'-নামের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিবার জন্য শ্রীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু একদিন অকস্মাৎ দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহে গমনপূর্ব্বক তথায় নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। 'ত্রিভুবনে অতুলিত বিষ্ণু-ভক্তিধর' বৈষ্ণব-তেজঃপুঞ্জ-শরীরধারী শ্রীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিত গোস্বামীকে দর্শন করিয়া দেবানন্দের হৃদয় বিগলিত হইল। দেবানন্দ অকৈতব প্রীতির সহিত শ্রীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের সেবা করিতে লাগিলেন। যখন শ্রীল বক্রেশ্বর প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছিলেন, সেই সময় দেবানন্দ হস্তে একটী বেত্র গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে অভক্ত ব্যক্তিগণকে দূরে রাখিয়া শ্রীবক্রেশ্বরের প্রেম-নৃত্যের সহায়তা করিয়াছিলেন। যখন শ্রীল বক্রেশ্বর প্রেমাবেশে ভূতলে পতিত হইলেন, তখন দেবানন্দ শ্রীল বক্রেশ্বরকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীল বক্রেশ্বরের শ্রীঅঙ্গের ধূলি বিশেষ যত্নের সহিত দেবানন্দ স্বীয় অঙ্গে লেপন করিয়াছিলেন। শ্রীল বক্রেশ্বরের সঙ্গপ্রভাবে দেবানন্দের সমস্ত অপরাধ বিদূরিত হইল—শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুতে তাঁহার বিশ্বাস হইল। শ্রীল বক্রেশ্বরের সদ্গুণে দেবানন্দের শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনের জন্য অনুরাগ হইল। দেবানন্দ শ্রীমহাপ্রভুর নিকট উপনীত হইয়া অপরাধের ক্ষমাভিক্ষা করিলে শ্রীগৌরসুন্দর দেবানন্দের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিলেন।

পূর্বে তার যত কিছু ছিল অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া প্রভু করিলা প্রসাদ॥
প্রভু বলে,—"তুমি যে সেবিলা বক্রেশ্বর।
অতএব হৈলা তুমি আমার গোচর॥"
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত—প্রভুর পূর্ণশক্তি।
সেই কৃষ্ণ পায়, যে তাঁহারে করে ভক্তি॥
বক্রেশ্বর-হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ-ঘর।
কৃষ্ণ নৃত্য করেন, নাচিতে বক্রেশ্বর॥
যে তে স্থানে যদি বক্রেশ্বর-সঙ্গ হয়।
সেইস্থান সর্বতীর্থ-শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৪৩২-৪৩৬)

দেবানন্দের প্রতি শ্রীল বক্রেশ্বরের কৃপা-দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবানন্দকে শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিব্যাখ্যা করিবার জন্য কৃপোপদেশ করিয়াছিলেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-কৃপাতে।
ভাগবতের ভক্তি-অর্থ পাইল প্রভু হৈতে॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।৭৭)

শ্রীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিত পূর্বে শ্রীধাম-নবদ্বীপবাসী ছিলেন, পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষলীলায় তাঁহার সঙ্কীর্তনে নিত্য নৃত্য ও প্রভুর সেবা করিবার লোভে পুরীতে স্থায়িভাবে বাস করিয়াছিলেন।

পরমানন্দপুরী, আর স্বরূপ-দামোদর।
গদাধর, জগদানন্দ, শঙ্কর, বক্রেশ্বর॥
দামোদর পণ্ডিত, ঠাকুর হরিদাস।
রঘুনাথ বৈদ্য, আর রঘুনাথদাস॥
ইত্যাদিক প্রভুসঙ্গী বড় ভক্তগণ।
নীলাচলে রহি' প্রভুর করেন সেবন॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।১২৪-১২৭)

শ্রীল গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভু শ্রীক্ষেত্রসন্ন্যাসলীলা প্রকট করিয়াছিলেন। তৎসঙ্গে শ্রীল বক্রেশ্বর প্রমুখ যে-সকল ভক্ত নিত্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু অন্যত্র জানাইয়াছেন,—

পণ্ডিত-গোসাঞি কৈল নীলাচলে বাস।
বক্রেশ্বর, দামোদর, শঙ্কর, হরিদাস॥
জগদানন্দ, ভগবান, গোবিন্দ, কাশীশ্বর।
পরমানন্দপুরী, আর স্বরূপ-দামোদর॥
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি।
প্রভুসঙ্গে এই সব নিত্য কৈল স্থিতি॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১।২৫২-২৫৫)

নীলাচলে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের রাজপুরোহিত শ্রীকাশীমিশ্রের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবস্থান করিতেন। কথিত হয় যে, পরে সেইস্থান শ্রীবক্রেশ্বর-পণ্ডিত লাভ করেন এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর সময় তথায় "শ্রীশ্রীরাধাকান্ত-বিগ্রহ" স্থাপিত হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর নৃত্যের মাহাত্ম্য কীর্তন-প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

বক্রেশ্বর-পণ্ডিত—প্রভুর বড় প্রিয়ভৃত্য।
একভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁ'র নৃত্য॥
আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁ'র নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি' বক্রেশ্বর বলে॥
"দশসহস্র গন্ধর্ব মোরে দেহ, চন্দ্রমুখ।
তাঁ'রা গায়, মুঞি নাচি, তবে মোর সুখ॥"
প্রভু বলেন, "তুমি মোর পক্ষ—এক শাখা।
আকাশে উড়িয়া যাঙ, পাঙ আর পাখা॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।১৭-২০)

নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু সংকীর্তনের যে চারিটি সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন, সেই সম্প্রদায়ের চারিজন নৃত্যকারী মহান্তের অন্যতম ছিলেন—শ্রীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিত। অন্য তিনজন মহান্ত শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও পণ্ডিত শ্রীশ্রীবাস।

• • •

চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা॥
এক সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ-রায়ে।
অদ্বৈত-আচার্য নাচে আর সম্প্রদায়ে॥
আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত-বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস নাচে আর সম্প্রদায়-ভিতর॥
মধ্যে রহি' মহাপ্রভু করেন দর্শন।
তাহাঁ এক ঐশ্বর্য হইল প্রকটন॥
চারিদিকে নৃত্যগীত করে যত জন।
সবে কহে,—"প্রভু করে আমারে দর্শন॥"

চারিজনের নৃত্য দেখিতে প্রভুর অভিলাষ।
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১১।২২৮-২৩১)

রথযাত্রার সময় যে চারিটি কীর্ত্তন-সম্প্রদায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বিভাগ করিয়া দিতেন, তাহাতেও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবক্রেশ্বরকে এক সম্প্রদায়ের প্রধান নর্ত্তক করিতেন। শ্রীগোবিন্দঘোষ যে সম্প্রদায়ের মূল-গায়ক হইতেন, শ্রীল বক্রেশ্বর সেই সম্প্রদায়ে নৃত্য করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সপ্ত-সম্প্রদায়ে নিজগণকে বিভক্ত করিয়া 'বেড়া'-সংকীর্ত্তন করিতেন। উক্ত সাত সম্প্রদায়ে সাতজন নৃত্য করিতেন; তন্মধ্যে শ্রীল বক্রেশ্বর এক সম্প্রদায়ের প্রধান নর্ত্তক ছিলেন। যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের মনোভীষ্ট পূর্ণ করিবার জন্য নির্য্যাণলীলার প্রাক্কালে শ্রীহরিদাসের অঙ্গনে আসিয়া মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, সেইসময়ও শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত তথায় প্রধান নর্ত্তক ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন ঠাকুর হরিদাসকে সমুদ্রোপকূলে কীর্ত্তনমুখে সমাধিপ্রদান করিয়াছিলেন, তখনও শ্রীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিত নৃত্য করিয়াছিলেন। কখনও কখনও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল বক্রেশ্বরের নৃত্যে স্বয়ং কীর্ত্তন করিতেন এবং শ্রীল স্বরূপ-দামোদর-প্রমুখ গায়কগণ তাঁহার দোহার করিতেন।

তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিলা নাচিতে।
বক্রেশ্বর নাচে, প্রভু লাগিলা গাইতে॥
প্রভুসঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া গায়।
দিগ্‌বিদিক্ নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায়॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৪।১০০-১০১)

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, সেইসময় পণ্ডিত-বক্রেশ্বর মহাপ্রভুর সঙ্গিগণের অন্যতম ছিলেন। শ্রীবক্রেশ্বর নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজগৃহে ভিক্ষা করাইতেন।

শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামিপ্রভু শ্রীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুকে 'বিষ্ণুতত্ত্ব' বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন,—

ব্যূহস্তুর্য্যোঽনিরুদ্ধো যঃ স বক্রেশ্বর-পণ্ডিতঃ।
কৃষ্ণাবেশজ-নৃত্যেন প্রভোঃ সুখমদীদরৎ॥

* * *

স্বপ্রকাশ-বিভেদেন শশিরেখা তমাবিশৎ॥

(শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা—৭১, ৭৩)

যিনি চতুর্ব্যূহে-অনিরুদ্ধ, তিনিই শ্রীগৌরলীলায় শ্রীবক্রেশ্বর-পণ্ডিত। ইনি শ্রীকৃষ্ণাবেশজনিত নৃত্যের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুখোৎপাদন করিতেন। স্বপ্রকাশভেদে শশিরেখা ইহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামিপ্রভুকে রসময়ী উপাসনা প্রচার করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন; সেই আজ্ঞাক্রমে তিনি দুইভাগে কড়চা রচনা করেন। একভাগে রসোপাসনার অন্তঃপন্থা ও অন্যভাগে রসোপাসনার বহিঃপন্থা। শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভু শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর কণ্ঠে অন্তঃপন্থা সমর্পণ করিয়াছেন; তাহাই শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভু তাঁহার গ্রন্থে সংরক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামিপ্রভু 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' ও 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে' তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভু শ্রীমদ্ বক্রেশ্বর-পণ্ডিত প্রভুকে বহিঃপন্থা অর্পণ করেন। শ্রীল বক্রেশ্বর প্রভুর শিষ্য শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভু শিষ্য-পারম্পর্য্যে সেই ধন বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামিপ্রভু-রচিত 'স্মরণক্রমপদ্ধতি' বা 'সেবাস্মরণপদ্ধতি' এবং শ্রীগোপালগুরু গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্রের রচিত 'শ্রীধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতি' শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের নিকট পরিচিত। উক্ত 'পদ্ধতি'-গ্রন্থেই ভজন ও অর্চ্চনের পদ্ধতি মন্ত্রাদির সহিত লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া সাধারণে এই গ্রন্থ-প্রচার বিশেষ নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীধ্যানচন্দ্রের 'পদ্ধতি'-গ্রন্থ দৃষ্টে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে অর্চ্চনাদি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল ধ্যানচন্দ্র গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

রাধাকৃষ্ণরস-প্রকাশনপরং গানাবলীভূষিতং
বৃন্দারণ্যসুখ-প্রচারজনিতং ভক্তাদিকাবাসিতম্।
শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভো রসবিদং ত্যাগতোরাত্মকং
শ্রীবক্রেশ্বর-পণ্ডিতং বিধবরং চৈতন্যভক্তং ভজে॥
নিত্যং তিষ্ঠতি যস্যৈব তুঙ্গবিদ্যা সমুৎসুকা।
বিপ্রলম্ভাবমাপন্না শ্রীকৃষ্ণে রতিযুক্ সদা॥
* * * অসৌ গৌররসে পুনঃ।
বক্রেশ্বর ইতি খ্যাতিমাপন্না হি কলৌ যুগে॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর-রসের প্রচার-বিষয়ে সর্ব্বদা তৎপর, শ্রীগৌরবিহিত গীতবাদ্য (যাঁহার শ্রীবদন) অলঙ্কৃত, শ্রীবৃন্দা-

মনের বিপ্রলম্ভসেবাপ্রদ-আবেশহেতু স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক-ভাবাবিষ্ট, শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-রসাবেশে আদি-নৃত্যাবতার, বিপ্র-শ্রেষ্ঠ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতকে আমি বন্দনা করি। শ্রীব্রজে অতীব উল্লাসে নিত্য অবস্থিত হইয়া শ্রীতুঙ্গবিদ্যা বিপ্রলম্ভা-নায়িকার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা প্রীতিযুক্ত রাখেন। * * * ইনি কলিযুগে পুনরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় 'বক্রেশ্বর' এই নামে বিখ্যাত আছেন।

উৎকল-কবি শ্রীগোবিন্দদেব শ্রীবক্রেশ্বর-পণ্ডিতের পরিবার-ভুক্ত। ইনি সপ্তদশ শক-শতাব্দীর শেষভাগে 'শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়'-নামক এক শ্রীগৌরলীলাত্মক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র প্রারম্ভে গাহিয়াছেন,—

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

যিনি এই পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট স্থাপন করিয়াছেন, সেই স্বয়ং শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু কবে আমাকে তাঁহার নিজ শ্রীচরণের সমীপে স্থান প্রদান করিবেন?

শ্রীশ্রীগুরুবর্গের মনোঽভীষ্টের অনুসন্ধান ও তাহার অনুসরণই নিষ্কপট শিষ্য-প্রশিষ্য-সম্প্রদায়ের একমাত্র ব্রত। ইহারই নাম শ্রীব্যাসপূজা।

'শ্রীগৌরভক্তি-সাম্রাজ্যের যুবরাজশ্রী' ও বিভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোঽভীষ্টই ছিল—ভূতলে শ্রীরূপানুগ-ধারায় শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্টের সংস্থাপন। সেই মূল অভীষ্টকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার অখিল চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণনামপ্রভুর একচ্ছত্র সাম্রাজ্য-স্থাপনই শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট। শ্রীল ভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্ট সেই শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্টেরই অনুসরণ। সেই শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপনকারী গাহিয়াছেন,—

কৃষ্ণনাম-সুধা করিয়া পান,
জুড়াও ভকতিবিনোদ-প্রাণ,
নাম বিনা কিছু নাহিক আর,
চৌদ্দভুবন-মাঝে॥

আবার অন্যত্র গাহিয়াছেন,—

('রাধা-) কৃষ্ণ' বল, সঙ্গে চল,
এইমাত্র ভিক্ষা চাই।

শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায়ও আমরা পাই,—

"শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে লিখিত 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্'ই গৌড়ীয়মঠের একমাত্র উপাস্য।" (পত্রাবলী ৩৫৮)

স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীনামপ্রভুর সাম্রাজ্য বিস্তার করিবার জন্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নানাভাবে বিদ্ধ-মতবাদরূপ পাষণ্ড-দলন ও প্রেম-প্রচারণ-কার্য্য করিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অভিন্ন-বিগ্রহরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তিনি শ্রীনবদ্বীপের কীর্ত্তন-ভক্তিপীঠ শ্রীগোদ্রুমে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীনামহট্ট পুনরায় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই শ্রীনামহট্টের মূল-মহাজন—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, অংশী মহাজনগণের মধ্যে শ্রীগৌড়মণ্ডলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীরায়-রামানন্দ প্রভৃতি। 'শ্রীমদ্ভাগবত' মহাশাস্ত্র—এই শ্রীনামহট্টের ভাণ্ডার। শ্রীগৌড়মণ্ডলে ইহার ভাণ্ডারী—শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী, শ্রীমতী জাহ্নবা-ঠাকুরাণী; শ্রীব্রজমণ্ডলের ভাণ্ডারী—শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলের ভাণ্ডারী—শ্রীল পরমানন্দপুরী। ইহার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে—শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ, শ্রীল চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন; শ্রীব্রজমণ্ডলে—শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে—মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব।

এই শ্রীনামহট্টের পণ্যদ্রব্য—(১) শ্রীনাম, (২) রূপযুক্ত শ্রীনাম, (৩) গুণযুক্ত শ্রীনাম, (৪) লীলাযুক্ত শ্রীনাম, (৫) রসিক শ্রীনাম, (৬) সর্ব্বরস-সিক্ত শ্রীনাম। নাম—ইক্ষুরস, রূপযুক্ত নাম—গুড়, গুণযুক্ত নাম—খণ্ডসার,

লীলাযুক্ত নাম—সর্ব্বিৎ, রসিক নাম—সিদ্ধাসিদ্ধি, সর্ব্বানন্দ-সিক্ত-নাম—উত্তম-সিদ্ধি।

এই শ্রীনামহট্টের পণ্যদ্রব্য কিনিতে হইলে "প্রাকৃত পয়সা, সিকি, আধুলি, টাকা, মোহর চলে না। অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা প্রভৃতি মুদ্রা চলে। যিনি প্রাকৃত অর্থ দিয়া বা লইয়া দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার বিষম ভ্রম। তাঁহার পক্ষে এ ব্যাপারে প্রবেশ করা উচিত নয়।"

এইসকল অপ্রাকৃত মুদ্রার স্বরূপ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইরূপভাবে নির্ণয় করিয়াছেন,—

"(১) শ্রদ্ধা (পয়সা), তাহাতে নাম পাওয়া যায়। (২) নিষ্ঠা (দুয়ানি অর্থাৎ রজত-মুদ্রার অষ্টমাংশ), তাহাতে রূপযুক্ত নাম পাওয়া যায়। (৩) রুচি (সিকি অর্থাৎ রজত-মুদ্রার চতুর্থাংশ), তাহাতে রূপ ও গুণযুক্ত নাম পাওয়া যায়। (৪) আসক্তি (আধুলি অর্থাৎ রজত-মুদ্রার অর্দ্ধাংশ), তাহাতে রূপ, গুণ ও লীলাযুক্ত নাম পাওয়া যায়। (৫) ভাব বা রতি (টাকা অর্থাৎ রজত-মুদ্রা), তাহাতে রসিক নাম পাওয়া যায়। (৬) প্রেম (স্বর্ণমুদ্রা বা মোহর), তাহাতে সর্ব্বানন্দসিক্ত নাম পাওয়া যায়। যিনি যেমন মূল্য দিবেন, তিনি সেইরূপ দ্রব্য পাইবেন। ইহাতে রহস্য এই যে, ক্রেতা যে মূল্য দিয়া নাম লইবেন, মহাজনের কৃপায় সেই মূল্যও তাঁহার নিকটে নাম-সংখ্যায় গণিত হইয়া ফেরৎ আসিবে।"

এই শ্রীনামহট্টের প্রচার যতই প্রসারিত হইয়াছিল, ততই দুষ্ট-মতবাদসমূহ উহাদের বিপদ্ গণিয়াছিল; সে-সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ একটি বিবরণ দিয়াছেন,—"নামের হাট যত বল প্রকাশ করিতেছেন, হাটের প্রতিপক্ষ পাষণ্ড কলি ততই প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকাশ করিতেছে। সসৈন্য পাষণ্ড কলিকে দমন করিবার জন্য শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অপ্রাকৃত প্রেমপূর্ণ ভগবন্নাম-প্রচার-কার্য্যের সংরক্ষণার্থে একদল নূতন সেনা সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রধান সেনাপতি, প্রদেশপ সেনাপতি, চক্রপ সেনাপতি ও টহলদার পদাতিক প্রভৃতি অনেক প্রকার কর্ম্মচারিগণ উক্ত সেনার অঙ্গবিশেষ। টহলদার পদাতিকগণ প্রতি গ্রামে কার্য্য করিবেন। চক্রপ সেনাপতি, প্রদেশপ সেনাপতি ও প্রধান সেনাপতি মহোদয়গণ আবশ্যকমতে শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা পাষণ্ড-মত-নিরসনপূর্ব্বক ভগবন্নাম-মাহাত্ম্য স্থাপন করিবেন।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার ও প্রকাশ-বিষয়ে স্বয়ং বিশেষ যত্ন ও অপর সকলকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। শুদ্ধ ভক্তিশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার হউক,—ইহা তাঁহার একটী প্রধান মনোঽভীষ্ট ছিল। এজন্য তিনি "ভক্তিশাস্ত্রোদ্ধারিণী সভা"-স্থাপনে অভিলাষ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র প্রথমবর্ষেই তিনি এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন,—

"শাস্ত্রসমূহ তিনভাগে বিভক্ত—কর্ম্মশাস্ত্র, জ্ঞানশাস্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্র। কর্ম্মশাস্ত্র সমাজ ও শরীরের মঙ্গল-সাধনে নিয়োজিত আছে। স্মার্ত্ত ও তান্ত্রিকেরা ঐ কর্ম্মশাস্ত্রের বিবিধ আলোচনা করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ ও ব্রহ্মবাদীরা জ্ঞানশাস্ত্রের পর্য্যালোচনা করেন। অতএব কর্ম্মশাস্ত্র ও জ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা থাকায় তৎসম্বন্ধে অধিক চেষ্টার প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু, ইংরাজী বিদ্যার প্রাদুর্ভাবে আজকাল জ্ঞানশাস্ত্রের অনেক আলোচনা হইতেছে। 'এসিয়াটিক্ সোসাইটী' নামক সভা হইতে যে-সকল পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, সে-সমুদয় কর্ম্মপ্রতিপাদক বৈদিক-গ্রন্থ বা জ্ঞান-প্রতিপাদক শাস্ত্রীয় মতবাদ-পোষক গ্রন্থমাত্র। একটী উদাহরণ এই যে, শাঙ্করভাষ্য যোগ্য-ভাষ্যই ঐ সভা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। রামানুজীয়-ভাষ্য বা মাধ্বভাষ্য ও অনুভাষ্য, কিম্বা নিম্বাদিত্য-মতস্থ ভাষ্য এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। যদিও 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক' বা 'শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র' প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থদ্বয়ের কোন টীকা-টিপ্পনী প্রকাশিত হয় নাই। অতএব, সহজে বলা যাইতে পারে যে, বিশেষ শ্রদ্ধা-সহকারে ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। বিশেষতঃ 'শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে'র পাঠটী এত অশুদ্ধ যে, তাহার সম্পাদক মহাশয়ের কোন গুণই তাহাতে ব্যাখ্যাত হয় নাই। ফলকথা, ভক্তিশাস্ত্র-সম্বন্ধে ঐসকল সম্পাদকের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই।

অপিচ ভক্তিশাস্ত্র আজকাল সাধারণতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে। কোথাও কোনস্থলে কিছু কিছু আলোচনা হইয়া থাকে। অনেক গ্রন্থ অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। যদিও পাওয়া যায়, তথাপি আলোচনার অভাবে ঐসকল গ্রন্থ নিতান্ত হীনাবস্থায় আছে।

পরমার্থপিপাসু মহোদয়গণের বিশেষ কর্ত্তব্য যে, ঐ সমস্ত পরম উপাদেয় গ্রন্থ যত্ন-সহকারে

একত্রিত করেন এবং সময়ে সময়ে ঐসকল গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া সাধারণের উন্নতি-সাধনে যত্ন পা'ন। এই সমস্ত কার্য্য সাধন করিতে হইলে প্রথমে একটি সভার প্রয়োজন। পরে ঐ সভার কার্য্যোপযোগী একটী উৎকৃষ্ট স্থানের আবশ্যক। অবশেষে কিছু অর্থসংগ্রহ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি ভক্তিপ্রধান ভূমি হইতে ভক্তিশাস্ত্র সকল করা উচিত।" ('শ্রীসজ্জনতোষণী'—১ম বর্ষ, শ্রাবণ-কার্ত্তিক)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ শিক্ষিত-সমাজে শুদ্ধভক্তির কথা-প্রচারের জন্য কলিকাতা-মহানগরীতে 'বৈষ্ণবসভা' স্থাপন করিয়াছিলেন। এতৎ-সম্পর্কে তিনি তাঁহার ২য় বর্ষ 'সজ্জনতোষণী'তে (১ম সংখ্যা) লিখিয়াছেন,—

"গত ৩০শে বৈশাখ (১২৯২ বঙ্গাব্দ, ইং ১৮৮৫, চৈতন্যাব্দ ৪০০) কলিকাতা-নগরীতে 'বৈষ্ণবসভা' স্থাপিত হইয়াছিল। বিবিধ উপায়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতি করাই এই সভার উদ্দেশ্য। সভার উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী 'বিশ্ব-বৈষ্ণব-কল্পাটবী'তে লিখিত আছে। সভার জন্য ভগবল্লীলা-সম্বন্ধীয় নানা চিত্রপট প্রস্তুত হইতেছে এবং একটি 'বৈষ্ণব-ডিপজিটারী' সংস্থাপিত হইতেছে। অর্থাভাবে এ পর্য্যন্ত সভাগার, শ্রীচৈতন্যমন্দির ও পুস্তকালয়ের সংস্থাপিত হয় নাই বটে, কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু ত্বরায় তাহার সংযোগ করিয়া দিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি হরিনাম-প্রেমপ্রচারের জন্য সভা হইতে স্থানে স্থানে প্রচারক প্রেরিত হইলেন, ত্বরায় আরও প্রচারক প্রেরিত হইবেন।"

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে যে-সকল বিকৃত-মতবাদ প্রসারিত হইয়াছিল, তাহা দূরীভূত করিয়া শুদ্ধ-সিদ্ধান্ত প্রচার করা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রধান মনোঽভীষ্ট ছিল। তাই তিনি লিখিয়াছেন,—

"ভক্তির নাম করিয়া অনেক-স্থলে অবৈধ ও ভক্তিবিরোধী ক্রিয়াসমূহ আচরিত হয়; সেই-সকল বিষয় স্পষ্টরূপে না দেখাইয়া দিলে শুদ্ধভক্তির জয়লাভ হয় না। অতএব, আমরা বিশেষ যত্ন-সহকারে জীবের মঙ্গলের জন্য শুদ্ধভক্তি ও ছলধর্ম্মের পার্থক্য বিচার করিতে যত্ন পাইব।

আমাদের পবিত্র ভক্তসমাজে যে-সকল অনর্থ স্বার্থপরতাকে আশ্রয় করিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহার সংশোধন করিবার বিশেষ যত্ন পাইব। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট ও আচরিত পবিত্র ধর্ম্মপুষ্পে যে-সকল কীট প্রবেশ করিয়াছে, সেই সকল অনিষ্টকারী কীটদিগকেও ঐ ধর্ম্মপুষ্প হইতে দূরীভূত করিবার জন্য যত্ন করাও আমাদের উদ্দেশ্য। ঐ-সকল কীট ধর্ম্মপুষ্পের কেবল সৌগন্ধি হরণ করিতেছে, এমত নয়, উহারা উক্ত পুষ্পকে ক্রমশঃ কাটিয়া কাটিয়া নিঃশেষিত করিবারও চেষ্টা করিতেছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, প্রভু নিত্যানন্দ এবং তৎপুত্র প্রভু বীরচন্দ্র বৈষ্ণব-সংসার গঠন করিবার জন্য যে-সকল পবিত্র উপদেশ-বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা কোথাও বা ঊষরক্ষেত্রে পতিত হইয়া বিফল হইয়াছে, কোথাও বা অযথা ভূমিতে রোপিত হইয়া অযথাকৃত বৃক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।" ('শ্রীসজ্জনতোষণী' ২।১।৫০)

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কি জন্য রাজধানী কলিকাতায় 'বিশ্ববৈষ্ণব-সভা'র পুনরুদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি তাঁহার সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'তে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"সুপবিত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যে আর্য্য বৈদিক ধর্ম্মের সারভূত-তত্ত্ব, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কালে কালে এই ভারতবর্ষে যে নগরে সম্রাট্ বাস করিতেন, বৈষ্ণবধর্ম্ম সেই নগরের উচিত মর্য্যাদা প্রাপ্ত উজ্জ্বলভাবে দীপ্তি বিস্তার করিত। অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী ও দ্বারাবতী কালে কালে পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মপীঠ হইয়া 'মোক্ষদায়িকা পুরী' বলিয়া পরিগণিতা হইয়াছেন। অধুনাতন কলিকাতা-নগরী ভারতবর্ষের সম্রাট্-নিবাসরূপে শোভা লাভ করিতেছে; সুতরাং, পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মও এই নগরীমধ্যে তাঁহার পবিত্র জ্যোতিঃ বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অনেকদিন হইতে এই নগরীর বৈষ্ণবগণ নানাবিধ হরিসভা স্থাপন করিয়া যথাশক্ত পাশ্চাত্য-প্রপীড়িত যুবকবৃন্দের হৃদয় শোধন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু হরিসভাগুলি নানা বিরুদ্ধমতের প্রচারক হইয়া এতাবৎ কোন কার্য্য করিতে পারে নাই, বরং তাহারা হাস্যাস্পদ হইয়া গেল। শান্ত সাধুবৃন্দ তাহাতে দুঃখিত ও নিরুৎসাহ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন। পরম করুণাময় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপা-কটাক্ষদ্বারা তাঁহাদিগকে একত্র করিয়া 'বিশ্ববৈষ্ণব-সভা' নামে একটি সভা এই নগরী-মধ্যে উৎপন্ন করেন। সেই সভায় নিজ মন্দিরের অভাবে সাধু-বৈষ্ণবদিগের বিরাম অসুবিধা হইতেছিল। সেই অসুবিধা-দূরীকরণ-জন্য ভগবান্ কতিপয় সমর্থ বৈষ্ণবের দ্বারা জোড়াবাগানে 'সরকার' লেন'

নামক গলিতে ৬৮নং ভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এই 'বিশ্ববৈষ্ণব-সভা' জীবের কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হইয়া বহুতর বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই ত্রিবার্ষিকী পত্রিকা ('সজ্জনতোষণী') হরিভক্তি-প্রচারকার্য্যে কএক বৎসর হইতে চেষ্টাবতী ছিলেন। 'বিশ্ববৈষ্ণবসভা' সম্প্রতি তাঁহাকে সাদরে স্বীয় অধীনে গ্রহণ করিলেন। 'বিশ্ববৈষ্ণব-সভা'র জয় হউক।!" ('শ্রীসজ্জনতোষণী' ৩।১-২ সংখ্যা)

"এই মহানগরীর মধ্যে এবং পল্লীগ্রামসমূহে অনেকগুলি হরিসভা আছে। ঐ সভাগুলি ক্রমশঃ 'বিশ্ববৈষ্ণব-সভা'র শাখাস্বরূপ হইলে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম জগতে অনায়াসে প্রচারিত হইবে।" ('শ্রীসজ্জনতোষণী' ৩।৩)

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি প্রভু তাঁহার সম্পাদিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী-পত্রিকা'র (২১।৯) স্বরচিত একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,— **"শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর নামহট্ট বিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার একটি মূল অঙ্গ।"**

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে শ্রীনামহট্টের পুনঃপ্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে দেশে দেশে, দ্বারে দ্বারে প্রচারক প্রেরণ করিয়া শুদ্ধভক্তির কথা-প্রচারই তাঁহার মনোহভীষ্ট ছিল। তিনি স্বয়ং অনেকস্থলে বক্তৃতা, পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে প্রচার করিয়াছেন। 'শ্রীসজ্জনতোষণী' ৪র্থ বর্ষে "শ্রীনামহট্ট"-শীর্ষক বিবরণের মধ্যে দৃষ্ট হয় যে, ঘাটালে পাইকমাজিটা-গ্রামে শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে 'ভক্তিবিনোদ-আদর্শ পাইকমাজিটা নামহট্ট-প্রচার-ক্ষেত্র' নামক একটী গৃহ প্রস্তুত হইয়াছিল। ৩১শে জ্যৈষ্ঠ (১২৯৯ বঙ্গাব্দ) কলিকাতা-মহানগরীর অন্তর্গত নেড়াগীর্জ্জা-পল্লীতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "সাধুসঙ্গ-প্রসঙ্গে নিত্য বিগ্রহের পূজ্যতা, কল্পিত দেবগণের অপূজ্যতা, সাধু-মাহাত্ম্য, মানবজন্মের দুর্লভতা, কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ব্যতীত জীবনের বৈফল্য প্রভৃতি অনেক বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া অবশেষে নাম-কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।" ('শ্রীসজ্জনতোষণী', ৪।৭৮ পৃঃ)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও লিখিয়াছেন,— "শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জনগণের আর কোনও কৃত্য নাই—কেবল মহাবদান্যের কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানের পসরা লইয়া দ্বারে দ্বারে বিতরণ" ('পত্রাবলী'—২য় খণ্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা)।

শ্রীনাম হট্টের সেবকগণের চেষ্টায় বিভিন্নস্থানে 'প্রপন্নাশ্রম' প্রভৃতি সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। শ্রীনাম-হট্টের ঝাড়ুদার শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ ও বিপণিপতি শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভক্তিরত্নের যত্নে ২৮শে ফাল্গুন বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজের অনুজ্ঞানুসারে শ্রীশ্রীল ঠাকুর 'আমলাযোড়া-প্রপন্নাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। তথায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শ্রীনামহট্ট'-বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। ('শ্রীসজ্জনতোষণী', ৪।২৩ পৃঃ)

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের আদেশে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরজন্মস্থলীর ও শ্রীবাস-অঙ্গনের সেবা প্রকাশ করেন। এতৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

"সমস্ত ভক্তবৃন্দ যখন জন্মটোলার উপর উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন একটী আশ্চর্য্য শোভা সমস্ত নবদ্বীপ-মণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। বোধ হয়, এরূপ শোভা আর চারিশত বৎসরে হয় নাই। সকল বৈষ্ণব বসিয়া শেষে স্থির করিলেন যে, প্রভুর জন্মস্থানে একটি সেবা ও শ্রীবাস-অঙ্গন-ভূমিতে একটি সেবা স্থাপিত হউক। শ্রীযুক্ত জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় শেষে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, জন্মস্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচীদেবী এক গৃহে এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীলক্ষ্মীদেবী দুই পার্শ্বে, শ্রীমহাপ্রভুর কৈশোর-মূর্ত্তি অন্য ঘরে স্থাপিত হউক। শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীপঞ্চতত্ত্ব স্থাপিত হউক।" (শ্রীসঃ তোঃ ৪।২৩৫ পৃঃ)

ভক্তিশাস্ত্রের পরীক্ষাও শ্রীনামহট্টেরই অন্তর্গত অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি-প্রচারেরই অঙ্গরূপে প্রবর্ত্তিত ছিল। এতৎসম্বন্ধে 'শ্রীসজ্জনতোষণী'তে এইরূপ দৃষ্ট হয়,— .

"শ্রীশ্রীনাম-হট্ট"

"শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ মহাশয় ঘাটাল-চক্র হইতে লিখিয়াছেন,—শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মদিনের পূর্ব্বে রামজীবনপুর ও হাজীপুর পাঠশালায় ভক্তিগ্রন্থাধ্যায়ী ছাত্রগণের পরীক্ষা গৃহীত হয়। ৩৬ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিলেন; তন্মধ্যে ১০ জন প্রথম, ১০ জন দ্বিতীয় ও ১৬ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া পুরস্কার পাইয়াছেন। স্থানীয় চাঁদাদাতৃগণের সাহায্যে 'ভক্তমাল', 'ভক্তিতত্ত্বসার' ও 'মনঃশিক্ষা' পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

পরীক্ষার প্রবর্তনও সুন্দর হইয়াছিল। আমরা আশা করি, সর্বত্র এই প্রণালীতে বিদ্যালয়ে ভক্তিগ্রন্থ-পাঠের উৎসাহ দেওয়া হয়।" ('শ্রীসজ্জনতোষণী' ৫।১।১)

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই মনোঽভীষ্টানুসারেই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব-কালে ভক্তিশাস্ত্রী ও সার্বভৌম-পরীক্ষাদির প্রবর্তন করিয়াছিলেন। শুদ্ধভক্তি-প্রচারই এই সকলের মূল-উদ্দেশ্য।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্টের কথা তিনি স্ব-ভাষায় অন্যত্র এইরূপ বলিয়াছেন,—

"শ্রীশ্রীমায়াপুরের বিশেষ উন্নতি কর। ভগবদ্ভক্তিগ্রন্থ-সকল প্রকাশ কর। জগৎকে শ্রীহরিনামে পরিতৃপ্ত কর। জীবসকলকে এইরূপ প্রবৃত্তি দাও যে, তাহারা শুদ্ধভক্তি অবলম্বনপূর্বক শুদ্ধনাম-পরায়ণ হ'ন।" ('শ্রীসজ্জনতোষণী' ৮।১।১)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

"নগরে নগরে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন ও শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা প্রচার করুন। * * আপনারা হস্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লইয়া দ্বারে দ্বারে শ্রীমহাপ্রভুর নাম ও শিক্ষা প্রচার করুন। মহাপ্রভু যেরূপ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে আজ্ঞা-টহল প্রচার করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, আপনারাও সর্বদেশে শ্রীগৌরাঙ্গের দাস হইয়া শ্রীআজ্ঞা-টহল-প্রচারে সৎপাত্রগণকে নিযুক্ত করুন। প্রচার-কার্য্য অসৎপাত্রের দ্বারা হয় না। আমাদের বিবেচনায় আপনারা অবিলম্বে একটি **বৈষ্ণব-চতুষ্পাঠী** করুন। কতকগুলি নিঃস্বার্থ সচ্চরিত্র লোকদিগকে সেই চতুষ্পাঠীতে শিক্ষিত করিয়া নগরে নগরে ও পল্লীতে পল্লীতে শ্রীআজ্ঞাটহল-প্রচারের ভার অর্পণ করুন।" ('শ্রীসজ্জনতোষণী' ১১।৩)

"কলিযুগ-পাবনাবতার অপার কৃপা-পারাবার শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্র সন্ন্যাস করিয়া জগতে সর্বত্র হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। প্রভু স্বয়ং শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে থাকিয়া উৎকলবাসী ও দাক্ষিণাত্যবাসীদিগকে পরমার্থ বিতরণ করেন। বঙ্গদেশে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভুকে শ্রীনাম ও ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশ করিবার অধিকার প্রদান করেন। পাশ্চাত্য-ভূমিতে শুদ্ধভক্তি ও নাম-মহিমা প্রচার করিবার জন্য শ্রীমদ্ রূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবৃন্দকে প্রেরণ করেন। শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞা লাভ করিয়া শ্রীধাম-বৃন্দাবনে অবস্থিত হইয়া শুদ্ধনাম, শুদ্ধভক্তি ও শ্রীনাম-মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন।" (শ্রীবৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মালা, ৫ম গুটী)

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে বৈষ্ণব-চতুষ্পাঠী স্থাপন-পূর্বক শ্রীনামহট্টের প্রচারক-সঙ্ঘ গঠন করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন, সেই বৈষ্ণব-চতুষ্পাঠীই শ্রীল প্রভুপাদের প্রকাশিত ও বিস্তারিত মঠ। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"যেখানে শুদ্ধজ্ঞান-লাভের জন্য জীবগণ শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করেন, সেই স্থানকে মঠ বলে" ("গৌড়ীয়" ১০।২।১)। অন্যত্র বলিয়াছেন,— **"শিক্ষা-মন্দিরের নাম মঠ। মধ্যযুগে মঠাদি হইতে ধর্মশিক্ষা প্রদত্ত হইত"** ("গৌড়ীয়" ২।৭।১)।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে শ্রীবিগ্রহ-সেবাদি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারও মূল-উদ্দেশ্য ছিল—শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার শুদ্ধভক্তির কথা সর্বত্র প্রচার করা। এতৎসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—

"শ্রীপ্রয়াগক্ষেত্রে দশাশ্বমেধ-ঘাটে (যেখানে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেইখানে) ভক্তগণ একটি সেবা প্রকাশ করিবার যত্ন করিতেছেন ; এই কার্য্যটী যদি হইতে পারে, তাহা হইলে **শ্রীমহাপ্রভুকে ভালরূপে প্রচার করা হয়।** আবার শুনিলাম যে, শ্রীগয়াক্ষেত্রে যে-স্থলে মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কল্পতীর্থের উপকণ্ঠে একটি সেবা প্রকাশ করিবার জন্য অবশ্য কোন প্রভুসন্তান বিশেষ যত্ন করিতেছেন। * * এখন কাশীধামে চন্দ্রশেখরভবন (যেখানে মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন) কোথায় আছে, তাহা স্থির করিয়া কোন মহাত্মা তথায় একটি সেবা প্রকাশ করিবার যত্ন করুন।" (শ্রীসঃ তোঃ ৮।১ সংখ্যা)

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই মনোঽভীষ্ট প্রচার করিবার জন্যই অর্থাৎ শ্রীমহাপ্রভুকে ও তাঁহার বাণীকে ভালরূপে প্রচার করিবার জন্যই শ্রীপ্রয়াগক্ষেত্রে শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ, শ্রীগয়াক্ষেত্রে শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীকাশীধামে শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ স্থাপনপূর্বক তথায় শ্রীবিগ্রহ-সেবা স্থাপন করিয়াছিলেন।

যাঁহারা মনে করেন, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুরবাড়ী বা শ্রীবিগ্রহসেবাধাত্র-স্থাপনের জন্য শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দির, শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন, আমলাযোড়া-প্রপন্নাশ্রম, ভক্তিকুটি, শ্রীস্বানন্দসুখদ-কুঞ্জ বা শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্নস্থানে মঠাদি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৩০শে বৈশাখ শ্রীকাশীধামে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের-অভীষ্টানুসারে শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হন। তৎসম্বন্ধে সেই সময়ের গৌড়ীয়ের স্তম্ভে (গৌঃ ৪র্থ বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা, ৫ম পৃষ্ঠা) লিখিত হইয়াছে,—"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যা'র। জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥'—এই আদেশবাণী-প্রতিপালনের জন্যই এই শ্রীমঠ স্থাপিত হইয়াছেন। সনাতন-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম আচার-প্রচার করাই শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য।"

"এই সকল গৌরনিজজন প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী যাবৎ [illegible] অবতীর্ণ স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তির কথা জগতের সর্ব্বত্র প্রতি দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীগৌরসুন্দর কেবল বঙ্গবাসীর আরাধ্য ভগবান্ নহেন, শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত-ধর্ম্ম কোনও সাম্প্রদায়িক মতবাদমাত্র নহে, শ্রীগৌরসুন্দরের আচার ও প্রচার-লীলা নৈমিত্তিকমাত্র নহে; পরন্তু সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে ও সকল পাত্রে সমভাবে একমাত্র বরণীয়—ইহা বিশ্ববাসী জীবকে জানাইবার জন্য এবং—

'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥'

—শ্রীগৌরসুন্দরের এই শ্রীমুখবাণী-ব্যক্ত তদীয় মনোহভীষ্ট-সেবা করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্যই গৌরনিজজনগণ গৌর ও গৌরচরণপদাঙ্কিত-ভূমি কাশীপুরীতে আচার্য্যের আনুগত্যে '**শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ**'-নামে একটী শুদ্ধভক্তি বা সনাতনধর্ম্ম-প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গত ৩০শে বৈশাখ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৩ই মে, ১৯২৬ খৃঃ, ১৫ই মধুসূদন, গৌরপ্রকটাব্দ ৪৪০ তারিখে শ্রীগৌর ও শ্রীগৌরভক্তগণ পদাঙ্কিত বৈষ্ণবপুরী কাশীতে এই শ্রীমঠ প্রকটিত হইয়াছেন" (গৌঃ ৪।৩১।৫)।

ইহার প্রায় দেড় বৎসর পরে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ১৩ই আশ্বিন শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার উদ্যোগে **শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত** হন। তৎসম্বন্ধে সেই সময়ের গৌড়ীয়ের স্তম্ভে এইরূপ বিজ্ঞাপিত ছিল,—"দুই বৎসরকাল যাবৎ কাশীতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা-প্রচারার্থ 'শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ'-নামক একটী শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় স্থাপিত হইয়াছে। এইবার সেই ভক্তসম্প্রদায়ে শ্রীসনাতনশিক্ষাস্থলীতে শ্রীসঙ্কীর্ত্তনপিতা **শ্রীগৌরসুন্দর অর্চ্চাবতাররূপে** প্রকটিত হইয়া কাশীপুরীতে **মহা-সঙ্কীর্ত্তন-বন্যা** আনয়নপূর্ব্বক পুনরায় লোকলোচনের নিকট কৃষ্ণসেবানন্দের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবেন। শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার সেবকগণ সর্ব্বদিক্স্থ জীবগণকে এই সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসবে সানুনয়ে আহ্বান করিতেছেন" (গৌঃ ৬।৮।৭-৮)।

এই সকল ভক্তিসম্প্রদায় ও শুদ্ধভক্তিপ্রচার-কেন্দ্ররূপ মঠ স্থাপন করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিশ্বব্যাপী শ্রীনামহট্টের প্রচাররূপ মনোহভীষ্টই যে প্রচার করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে তিনি স্বয়ংই একপত্রে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদককে লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রটী 'শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী'র প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কিয়দংশ এই—"কুরুক্ষেত্রে [illegible], বৈশম্পায়ন, ব্রহ্মসরঃ, সন্নীকুণ্ড ও স্থানেশ্বরী মহাদেবের ভবনে মহাপ্রভুর গাদী দেখিতে পাইয়াছি। এইস্থানে মঠ হওয়া আবশ্যক। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বহুদিনের ইচ্ছা ছিল। * * এতৎ-প্রদেশের মধ্যে বালনগরীতে মঠ হইয়াছে, নৈমিষারণ্যে মঠ হইতেছে, কুরুক্ষেত্রে মঠ হইবে। মথুরা-প্রদেশেও একটী স্থান হইবার সম্ভাবনা আছে। পরে বোম্বাই-প্রদেশে এবং মাদ্রাজের কোনও স্থানে দুইটী মঠ হওয়া আবশ্যক। **Devotion and Love [illegible] Church (শুদ্ধভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমের প্রচার-কেন্দ্র) ভারতের সর্ব্বত্র হওয়া আবশ্যক।** * * আপনাদের বোধ হয় স্মরণ আছে, **মহাপ্রভুর বাণী—**

'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥'

মহাপ্রভুর নীতির মধ্যে ক্ষত্রনীতি, বৈশ্য, শূদ্র ও যবন-নীতি দেখিতে পাই না। তাঁহার প্রচারিত বাক্য হইতে বুঝিতে পারি, তিনি ঋষিনীতির সর্ব্বোচ্চ সূত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরাও সেই পদানুসরণে ব্রহ্মনীতি

ভাগবত-ধর্ম্ম অবলম্বন করিব" (পত্রাবলী—১ম খণ্ড, ২২, ২৬-২৭ পৃষ্ঠা)।

"শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ পূর্ব্বে শ্রীপ্রয়াগধামে সহর উপকণ্ঠে 'দারাগঞ্জ'-নামক পল্লীতে স্থাপিত হয়। পরে কুম্ভমেলায় সমাগত লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ব্যক্তির নিকট শ্রীমঠের প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের অহৈতুকী সেবার কথা-প্রচারের জন্য শ্রীকুম্ভমেলাস্থলীতেই শ্রীগৌর ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিলেন" (গৌড়ীয় ৮ম বর্ষ, ৩৭০ ও ৩৮৬ পৃঃ)। কেবল ঠাকুরবাড়ী বা ঠাকুরসেবা-স্থাপনের জন্য মঠস্থাপন বা শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্য হইলে কুম্ভমেলা-স্থলীতে শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা ছিল না। সাধারণে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দে অন্যাভিলাষ-রহিতা অহৈতুকী ভক্তির কথা-প্রচারের জন্যই এই মঠ স্থাপিত হইয়াছে। সেই সময়ে 'গৌড়ীয়'-পত্রের অঙ্কে এতৎসম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ প্রকাশিত ছিল,—

"শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের কৃপায় ইতঃপূর্ব্বেই প্রয়াগধামে শ্রীরূপশিক্ষাস্থলী দশাশ্বমেধঘাটের সন্নিকটে শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠস্বরূপ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ স্থাপিত হইয়াছে। কুম্ভমেলা-উপলক্ষে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকবৃন্দ যাহাতে পরমহংস-মহারাজের আনুগত্যে **শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিকথা** লক্ষ লক্ষ সাধু, বিরক্ত, পুণ্যকামী তীর্থযাত্রী নরনারীর নিকট সুষ্ঠুভাবে প্রচার করিতে পারেন, সেইজন্য এলাহাবাদ ষ্টেশনের দক্ষিণে, ত্রিবেণী রোডের পার্শ্বে এবং কেল্লার ঠিক উত্তরভাগে সদাশয় গবর্ণমেন্ট বাহাদুর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভাকে একটী বিশাল স্থান প্রদান করিয়াছেন। তথায় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বিরাট্ অধিবেশনের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ভজনসাধকদিগের শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহের চতুষ্পার্শ্বে বহু ভজনকুটীর এবং অতিথি-অভ্যাগতের জন্য বহু ছাউনী ও বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত চন্দ্রাতপের সমাবেশ হইয়াছে। প্রত্যহ হিন্দী, উর্দ্দু, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ নরনারীর নিকট পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, সংকীর্ত্তনাদি-দ্বারা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ভক্তি-বিজ্ঞানের কথা প্রচার করিতেছেন।

কুম্ভমেলাস্থলে শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের সুসজ্জিত মণ্ডপের মধ্যে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের অভিলাষানুসারে গত ১৩ই মাঘ (১৩৩৬), ২৭শে জানুয়ারী (১৯২৯) সোমবার কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীরূপ ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

বিভিন্নস্থানের বহু বহু সম্ভ্রান্ত দর্শনার্থী ব্যক্তি শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের বিচিত্র মণ্ডপে অবস্থান করিয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন।" (গৌঃ ৮।২৫।৩৮৬)

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীকুঞ্জবিহারীমঠে, গয়া গৌড়ীয়মঠে, দিল্লী গৌড়ীয়মঠে, ময়মনসিংহে শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে—সর্ব্বত্রই পূর্ব্বে শ্রীভক্তিপ্রচারকেন্দ্র ও শিক্ষাধিষ্ঠানরূপে 'মঠ' নামকরণ হইয়াছিল। পরে তথায় শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা হয়। অতএব শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একমাত্র মনোঽভীষ্ট যেরূপ শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টানুসারে সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌর-কাম-প্রচার, তদ্রূপ শ্রীল প্রভুপাদের সেই অভিলাষই ফলফুলে সুশোভিত হইয়া জগতে প্রকটিত হইয়াছিল। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

"শ্রীমূর্ত্তিসেবা, রসিকজনের সহিত ভাগবতের অর্থ আস্বাদন, সজাতীয়-বাসনাযুক্ত স্নিগ্ধ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তসঙ্গ, নামসংকীর্ত্তন ও মথুরাবাস—এই পাঁচটী অঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাকেও সংক্ষেপ করিতে গেলে **শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবাই সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়ে।**" (সজ্জনতোষণী ১১।৮।১৭)

"অন্য সকল অঙ্গ অপেক্ষা কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; বিশেষতঃ কলিযুগে কীর্ত্তনই সকল জীবের মঙ্গল-সম্পাদনে সমর্থ—ইহা শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ কথিত হইয়াছে।" (জৈবধর্ম্ম, ১১শ অঃ, ৩৫৩ পৃঃ)

"শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিনটী ভক্তির প্রধানাঙ্গ; অন্য সকল অঙ্গ ইহার অন্তর্ভূক্ত। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিন অঙ্গের মধ্যে কীর্ত্তন সর্ব্বপ্রধান; যেহেতু শ্রবণ ও স্মরণ কীর্ত্তনের অন্তর্ভূক্ত হইয়া থাকিতে পারে" (জৈবধর্ম্ম, ১১শ অঃ, ৩৫৪ পৃঃ)।

এই সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'র স্বকৃত গৌড়ীয়ভাষ্যে করিয়াছেন,—

"ভক্তিশাস্ত্রে **চতুঃষষ্টি** প্রকার সাধনাঙ্গের বিষয় বর্ণিত আছে। আবার সকল সাধনাঙ্গের মধ্যে পাঁচ প্রকার সাধনাঙ্গেরই শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে **সর্বশ্রেষ্ঠ** সাধনাঙ্গ **শ্রীনাম-সংকীর্তনই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রদর্শিত পথ।** ভক্তির কোন অঙ্গই সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতে পারে না,—যেকাল পর্যন্ত না এবং যদি না, শ্রীনাম-কীর্তনের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। • • কৃষ্ণপ্রীতিমূলক নামকীর্তনই একমাত্র সাধন।

ধর্মের অভ্যুত্থানে যুগধর্ম অর্চ্যবিগ্রহ অর্চনমূলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে দ্বিপাদধর্মের অধিষ্ঠান-হেতু উহা 'দ্বাপরযুগ'নামে অভিহিত হইত। তৎপর ক্রমশঃ দ্বিপাদধর্ম ক্ষীণ হইয়া কলির সমাজে একপাদমাত্র অবশিষ্ট হইল। কলিযুগে যখন একপাদধর্মও ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন **শ্রীনাম-সংকীর্তন ব্যতীত অন্যপ্রকার সাধন-প্রণালীর অধিষ্ঠান থাকিতে পারে না।** নাম-সংকীর্তনই কলিযুগের ধর্ম। যে-স্থানে **কৃষ্ণনামকথা-প্রচারের অভাব,** সেইস্থানেই **প্রচার-রহিত নির্জন-ভজনমুখে অর্চনাদি,** বাহ্যানুষ্ঠানমুখে যজ্ঞবিধি এবং পুনরায় নির্জনভজনচেষ্টামূলে ধ্যান-সমাধির প্রক্রিয়া। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুযুগলের সাধনপ্রণালীর অপেক্ষা নামসংকীর্তনেরই প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়াছেন। **যাঁহারা কৃষ্ণসংকীর্তনের মহিমা অস্বীকার করেন, তাঁহাদের নিকট শুদ্ধা ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচারিত নাই, জানিতে হইবে।"**

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ৩০৪-৩০৬ পৃঃ, গৌড়ীয়ভাষ্য)

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কীর্তনাখ্য-গোদ্রুমদ্বীপ আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন ভাষায় শতাধিক গ্রন্থ প্রচার, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামিপ্রভু প্রমুখ মহাভাগবতগণের সভায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি-গ্রন্থ নিত্য পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং স্বয়ং বক্তৃতাদিমুখে বিভিন্নস্থানে শ্রীনামহট্টের প্রচার, কলিকাতা-মহানগরীতে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-সভায় প্রত্যহ 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' প্রভৃতি ব্যাখ্যা ও একমাত্র হরিকীর্তন-প্রচারের জন্য 'শ্রীভক্তিশাস্ত্রোন্নায়িনী-সভা', 'বৈষ্ণবসভা', 'শ্রীনামহট্ট', 'শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভা', 'শ্রীযোগপীঠ', 'সংকীর্তনরাসস্থলী শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন', 'শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ', 'শ্রীভক্তিকুটি' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ এবং 'বিশ্ববৈষ্ণব-কল্পাটবী', 'গোদ্রুমকল্পাটবী', 'শ্রীনামহট্টবটিকা' ও 'সজ্জন-তোষণী', 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাসমূহ প্রচার করিয়াছেন। তিনি শ্রীপুরুষোত্তমধামে বহুকাল বহুভাবে হরিকথা প্রচার ও শ্রীব্রজমণ্ডলে হরিকথা কীর্তন করিয়াছেন। সেই শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূলপুরুষ এবং যিনি শ্রীগৌরবাণীর শ্রীমূর্তি বলিয়া নিত্য খ্যাত হন, সেই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ কোটিকণ্ঠে সমস্বরে কীর্তনেরই সর্বশ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদেরই স্বহস্তলিখিত পত্রে (পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা। "**শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভীষ্ট-পূরণ এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতোদ্দিষ্ট কীর্তনকার্যেই যেন চিরদিন ব্রতী থাকি।**"—এই উক্তিই একাধারে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুরের বিচারধারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করিতেছে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"সাধুভজনে যদি মতি নাহি ভেল।
কৃষ্ণভজন সব অকারণে গেল॥"
(গীতাবলী)

শ্রীল প্রভুপাদও ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া গাহিয়াছেন,—

রাধাদাস্যে রহি'　　ছাড়' ভোগ-অহি,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্তন-গৌরব।

•　　•　　•

ব্রজবাসিগণ,　　প্রচারক-ধন
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক, তা'রা নহে শব।
প্রাণ আছে তা'র,　　সে-হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব।
শ্রীদয়িতদাস,　　কীর্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-রব॥

জয়পুরে শীল্গড়ের জায়গীর্দার্, শ্রীমান্ ঠাকুরসাহেব কুশল সিংজীর সহিত শ্রীল প্রভুপাদের যে কথোপকথন হইয়াছিল (গৌঃ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা), তাহাতে কুশল সিংজী প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

"নববিধভক্তির প্রত্যেকটীই সমপর্য্যায়ে গণিত; সুতরাং স্ব-স্ব রুচি-অনুসারে কেহ অর্চ্চন-তৎপর, কেহ বা কীর্ত্তনাদি-তৎপর। কেবল কীর্ত্তনকেই শ্রেষ্ঠ বলা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?"

তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বলেন, অর্চ্চনাদি যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গই কীর্ত্তন-সংযোগে সাধিত হওয়া কর্ত্তব্য।" তিনি (শ্রীল প্রভুপাদ) সর্ব্বশেষে বলিলেন, "মহাজনগণ বলেন,—

অতঃ শ্রীমৎপদাম্ভোজ-সদা-সঙ্গত্যপেক্ষয়া।
নামসঙ্কীর্ত্তনপ্রায়াং বিশুদ্ধাং ভক্তিমাচর॥

(বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৪৪)

কিন্তু, তুমি যদি শ্রীমৎ কৃষ্ণপাদপদ্মের নিত্য-সান্নিধ্য অপেক্ষা কর, তবে নামসংকীর্ত্তনবহুলা, কর্ম্মজ্ঞানাদি-বিনির্ম্মুক্তা, বিশুদ্ধা ভক্তির আচরণ কর।

যে সর্ব্বনৈরপেক্ষ্যেণ রাধাদাস্যৈকবাঞ্ছকাঃ পরম্।
সংকীর্ত্তয়ন্তি তন্নাম তাদৃশপ্রিয়তামযাঃ॥

(বৃঃ ভাঃ ২।১।২০)

যাঁহারা সমস্ত সাধন ও সাধ্যে অপেক্ষারহিত, কেবলমাত্র শ্রীব্রজনবগোপালদেবের পরম-মহাপ্রিয়তমা শ্রীরাধিকাদেবীর দাস্যের অভিলাষী, তাঁহারাই সর্ব্বতোভাবানন্দী পরম-পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তা অনির্ব্বচনীয়া স্বাভাবিকী প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীভগবানের নাম উচ্চৈঃস্বরে সম্যক্ অর্থাৎ নিরন্তর কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা রাধা-পদাম্ভোজসেবাকাঙ্ক্ষাভিলাষিগণের লক্ষণ বলিলেন অর্থাৎ তাঁহারা নিরন্তর নামসংকীর্ত্তনপর।"

বোম্বাই শ্রীগৌড়ীয়মঠে ১১শে মে (১৯৩৩) 'অচ্যুতানন্দ'-নামক এক ব্যক্তির নিকট শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"জগতের নিকট ২৪ ঘণ্টা কৃষ্ণকথা বলিতে হইবে, ত্রৈকালী কীর্ত্তন করিতে হইবে। খাইতে শুইতে যথা-তথা নামকীর্ত্তন করাই মহাপ্রভুর উপদেশ। ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি চিন্তা করিতাম,—সর্ব্বক্ষণ কি করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করা যায়? তাহাতে লোকের সঙ্গে মেশামেশি হইয়া যাইবে। কিন্তু কৃষ্ণ বর্ত্তমানে আমার নিকট অনেক বন্ধু পাঠাইয়াছেন,—যাঁহারা নিজেদের অন্যান্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকথা শুনিতে ও বলিতে আসিয়াছেন। আমার গুরুপাদপদ্ম সর্ব্বদা বলিতেন,—'যেখানে কৃষ্ণকথা নাই, সেইস্থান বাবার ব্রহ্মাণ্ড, সেইস্থানে যাইবেন না।' আমি মনে করিলাম,—যে-স্থানে যাইব, সে-স্থানে যদি কৃষ্ণকথা অবতীর্ণ করা'তে পারি, তাহা হইলে তাহা যে-কোন স্থান হউক না কেন, সে-স্থানেই যাওয়া কর্ত্তব্য। আমার কাজ পিয়নের মত—আমার গুরুদেবের বাণী দ্বারে দ্বারে বিলি করা—পৃথিবীর সর্ব্বত্র broad-cast করা। আপনারা world extend করিতে পারেন ত' ভাল। অন্যান্য প্রাণীকেও কৃষ্ণকথা জানাইতে পারেন ত' ভাল। আপনারা নিরন্তর কৃষ্ণকথা বলিতে থাকুন। আমার অনন্ত বাসনা—অনন্ত প্রকারে নিরন্তর কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করুন; তাহা হইলেই আমার সব বাসনা পূর্ণ হইবে" (গৌঃ ১১।৩৮।৭৬২)।

শ্রীচৈতন্যমঠে (১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ১৯শে ফাল্গুন) শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-দিবস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত অভিভাষণ সহাস্য-মুখে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রকৃত উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়াছিলেন,—"গৌরজন্মস্থলী শ্রীমায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠের প্রধান সীমায় 'ভক্তিবিজয়তে' এই বাণীটি লিখিত থাকিবে। মধ্যে অভিজ্ঞানের সারস্বত-নাট্যমন্দিরের নিকট 'সংকীর্ত্তন বিজয়তেতরাম্' বাণী লিখিত থাকিবে, আর সেইস্থানে প্রতিপদে চেতোদর্পণ-মার্জ্জন, প্রতিপদে ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণ, প্রতিপদে শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণ, প্রতিপদে বিদ্যাবধূজীবন, প্রতিপদে আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধন, প্রতিপদে পূর্ণামৃতাস্বাদন, প্রতিপদে সর্ব্বাত্ম-স্নপন—এই সপ্তবিধাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনাদির একটী স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত থাকিবে, যেন শ্রীচৈতন্যমঠে মহাপ্রলয়েও সেই শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনাদি নির্ব্বাপিত না হয়, নিরন্তর যেন শ্রীচৈতন্য-মঠ সংকীর্ত্তনাদিতে প্রদীপ্ত থাকে, আর সেই সংকীর্ত্তনাদিমুখে হইতে কৃষ্ণনাম-মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের সংস্কার এবং বৈষ্ণব-গৃহস্থগণের যাবতীয় সংস্কার সাধিত হইতে পারে, তাহা হইলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণতা এবং গৃহমেধীর পরিবর্ত্তে মঠসেবা বা সংকীর্ত্তনসেবা সংরক্ষিত থাকিবে। সংকীর্ত্তনাদির চেতোদর্পণমার্জ্জনময়ী শিখা প্রজ্বলিত না থাকিলে আমাদের পরস্পর মনোমালিন্য, হিংসাদ্বেষ, মৎসরতা, কপটতা, বিদ্বেষ প্রভৃতি অনর্থ-ধূলি-কর্দ্দমসমূহ নির্ম্মল দর্পণ-সদৃশ

চিত্তকে আবরণ করিয়া রাখিবে এবং নানাপ্রকার উপধর্ম্ম প্রভৃতি বিস্তারে যে অনর্থ-আবর্জ্জনা সৃষ্ট হইবে, তন্মধ্যে কেবল ভবমহাদাবাগ্নিই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

বিশ্বের যেখানে যত সুমেধা হইয়াছেন ও হইবেন, সকলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্ত্তনের সর্ব্বোপরি বিজয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কুমেধোগণই অন্য সাধন ও সাধ্যের স্বীকার করেন; কিন্তু সুমেধোগণ সংকীর্ত্তনযজ্ঞে অকৃষ্ণবর্ণ, দৃষ্ট-সুবর্ণদ্যুতি, কৃষ্ণবর্ণ (কৃষ্ণবর্ণ) মহাপুরুষের আরাধনা করিয়া থাকেন। সুমেধোগণের সর্ব্বাভিলাষপূরক সংকীর্ত্তন-যজ্ঞাগ্নি শ্রীচৈতন্যমঠে নিরন্তর প্রজ্বলিত থাকুক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্ত্তন হইলেই সত্যযুগের ধ্যান, ত্রেতার যজ্ঞ, দ্বাপরের অর্চ্চন যুগপৎ সাধিত হইবে। সত্যযুগে চারিপাদ-ধর্ম্ম পূর্ণভাবে থাকিলেও ধ্যানমাত্র হইত, ত্রেতায় ত্রিপাদ-ধর্ম্মে যজ্ঞমাত্র হইত, দ্বাপরে দ্বিপাদধর্ম্মে অর্চ্চনমাত্র হইত; কিন্তু কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবে সংকীর্ত্তন আবিষ্কৃত হইলে যুগপৎ ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চন সাধিত হইবার সুযোগ প্রদত্ত হইয়াছে। সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিত-তনুর সেবা হয় না, অর্চ্চনের দ্বারা শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা হয় না; মহার্চ্চন সঙ্কীর্ত্তন আবশ্যক।

ধ্যানৈশ্বর্য্য, যজ্ঞৈশ্বর্য্য, অর্চ্চনৈশ্বর্য্যের আরও গৌণীয় বিভাগ। আচার্য্য শ্রীরামানুজ অর্চ্চনৈশ্বর্য্যের কথা জগতে প্রচার করিয়া বহু অর্চ্চনবিমুখ, অনর্থপীড়িত ব্যক্তির মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। যে আচার্য্য রামানুজ মায়াবাদমত্ত-হস্তীকে প্রবলবেগে দলিত করিয়া জগতে মহাবলী বৈষ্ণবাচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন—এরূপ মহাবৈষ্ণবও সংকীর্ত্তনৈকলভ্য কৃষ্ণপ্রেমের মধুরিমা বুঝিতে পারেন নাই।" (গৌঃ ৯।৩০।৫০৬-৫০৭)

তিনি আরও বলিয়াছেন,—"শ্রীশ্রীরাধামাধবমিলিত-তনুর আবির্ভাবের অধিবাসোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে সাধিত হউক, আর সমস্ত চিত্তস্রোত সংকীর্ত্তনাভিমুখে বশীভূত হইয়া যাউক, কৃষ্ণকথাদি, কৃষ্ণনামাদি, কৃষ্ণধামাদিতে বিশ্বের নিখিল চেতন উন্মুখ হউক। অখিল-রসামৃতসদন আবির্ভূত হওয়ার শ্রীযমুনার সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন যে গঙ্গাদেবী, তৎকূলে শ্রীশ্রীরাধামাধবমিলিত যুগলের মহদ্রূপ যে সংকীর্ত্তনধাম, তাহা জয়যুক্ত হউক" (গৌঃ ৯।৩০।৫০৮)।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সম্পাদিত 'Harmonist'-পত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"There is no other *dharma* of the *jiva* except *kirtan* (singing God). To the extent that one disbelieves '*bhakti*' 'devotion' as denoted by *kirtan* or the Holy Name—in other words those who think that all wants cannot be fulfilled by *kirtan*—to that extent are such people '*nastik*' 'atheistical'. The degree of help one gives in the propagation of *bhakti* as denoted by *kirtan*, is the sole measure of one's belief in God. On the other hand a man is a '*nastik*' 'disbeliever' to the extent that he obstructs *kirtan*.

The Gaudiya Math is the Missionary of this all-time *kirtan*."

(Harmonist Vol· XXV, p. 12.)

"Other forms to devotion of God are weak, the devotion denoted by *kirtan* is strong. Once the protection of the strong '*bhakti*' is secured, it gives to *Jivas* the highest good with little effort on their part. Therefore, by preaching *kirtan* at all times to induce, by right of the highest kinship, the whole of the *Jiva* to turn Homeward is true universal love, true help of others, true kindness and the true duty of life. The Gaudiya Math, embracing all without exception the inhabitants of the universe, in sadness calling upon all to turn their face towards God to be preachers of this '*bhakti*' denoted by *kirtan*, says—হে সাধবঃ। সকলমেব বিহায় দূরাৎ। চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥"

(Harmonist Vol. XXV, p. 15)

শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত

[১]

বামন-কৃষ্ণ-দশমী শ্রীল শ্রীবাস ঠাকুরের বিরহতিথি বলিয়া কথিত। শ্রীগৌরহরির ভক্তবৃন্দের মুখপাত্ররূপে শ্রীবাস পণ্ডিতের নাম কীর্তিত হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীশ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীশ্রীপতি ও শ্রীশ্রীনিধি—ইঁহারা চারি ভ্রাতা এবং ইঁহাদের দাসদাসী, পুত্র-পরিকর সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে চিরবিক্রীত। শ্রীগৌরসুন্দরই ইঁহাদের প্রাণসর্বস্ব। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

সবংশে করেন যাঁ'রা চৈতন্যের সেবা।
গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানেন দেবীদেবা॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।১১)

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের সহধর্মিণীর নাম—শ্রীমালিনী দেবী। শ্রীশ্রীবাসেরই কোন ভ্রাতার কন্যা—শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন-জননী শ্রীনারায়ণী দেবী। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীহট্টে আবির্ভূত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহের অনতিদূরে গঙ্গাতীরে বাসস্থান নির্মাণ করিয়া সজাতীয়াশয় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীগৌরহরির আবির্ভাবের ভিত্তি দান করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীবাস শ্রীগৌরসুন্দরের নবদ্বীপলীলা পর্যন্ত শ্রীধাম-মায়াপুরেই বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস-লীলার পর তিনি শ্রীনবদ্বীপের বাসস্থান ছাড়িয়া শ্রীকুমার-হট্টে গিয়া বাস করেন।

'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

শ্রীবাসপণ্ডিতো ধীমান্ যঃ পুরা নারদো মুনিঃ।
পর্বতাখ্যো মুনিবরো য আসীন্নারদ-প্রিয়ঃ।
স রামপণ্ডিতঃ শ্রীমাংস্তৎকনিষ্ঠসহোদরঃ॥
যাম্বিকা ব্রজে ধাত্রী স্তন্যদাত্রী স্থিতা পুরা।
সৈবেয়ং মালিনীনাম্নী শ্রীবাসগৃহিণী মতা॥
(শ্রীগৌঃ গঃ ৯০-৯২)

যিনি পূর্বে শ্রীনারদমুনি ছিলেন, তিনিই শ্রীগৌরাবতারে ধীমান্ শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত। শ্রীনারদের প্রিয় শ্রীপর্বতমুনিই শ্রীগৌরাবতারে শ্রীশ্রীবাসের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীশ্রীরাম পণ্ডিত। যিনি পুরাকালে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের স্তন্যদাত্রী শ্রীঅম্বিকা-নাম্নী ধাত্রী ছিলেন, তিনিই বর্তমানে শ্রীমালিনী-নাম্নী শ্রীশ্রীবাসের গৃহিণী হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাস তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে সর্বক্ষণ কৃষ্ণনামকীর্তন, ত্রিসন্ধ্যা শ্রীকৃষ্ণপূজা ও নিত্য শ্রীগঙ্গাস্নান করিতেন। সেই সময় সমস্ত পৃথিবী কৃষ্ণবহির্মুখতার ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দুর্ভিক্ষে উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কাহাকে 'বৈষ্ণব' বলে, কি উদ্দেশ্যেই বা শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্তন,—ইহা লোকে কিছুই বুঝিতে পারিত না। পুত্রৈষণা, ধনৈষণাদি ভোগে প্রমত্ত হইয়া দেহ-গেহারামী ইন্দ্রিয়দাস পাষণ্ডিগণ সর্বজীববান্ধব বৈষ্ণবগণের প্রতি উপহাস করিত। ইহা দেখিয়া দুঃখে মর্মাহত হইয়া শ্রীশ্রীবাসাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় নিজগৃহে বসিয়া রাত্রি-জাগরণ-পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতেন। সেই কীর্তনের ধ্বনি শুনিয়া পাষণ্ডি-হিন্দুগণ মনে করিত—শ্রীবাস পণ্ডিত গ্রামকে উজাড় করিয়া দিবে! সনাতন-ধর্মবিরোধী অহিন্দু-নৃপতি শ্রীবাসের কীর্তনের কথা শুনিতে পাইলে সমস্ত নবদ্বীপ-নগরের অধিবাসিগণের উপর অত্যাচার করিবে। অতএব ঐ ব্রাহ্মণকে অবিলম্বে নবদ্বীপ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য পাষণ্ডি-হিন্দুগণ শ্রীশ্রীবাসের ঘর-দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া পাষণ্ড-দলনের জন্য অচিরেই শ্রীকৃষ্ণকে নবদ্বীপে অবতীর্ণ করাইবার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করিলেন।

[২]

শ্রীঅদ্বৈত-আচার্যের প্রতিজ্ঞা সত্য করিয়া কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শ্রীশচী-দেবীর ক্রোড়ে যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন শ্রীশ্রীবাসের অন্তর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি সুখোল্লাসে

প্রমত্ত হইয়া গঙ্গাস্নান, হরিনামকীর্ত্তন ও নানাবস্ত্র দান করিলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের সহধর্মিণী শ্রীমালিনীদেবী শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের পত্নীর সহিত সিন্দূর, হরিদ্রা, তৈল, খৈ, কলা ও নানা কলাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য লইয়া শ্রীশচীগৃহে আগমনপূর্ব্বক মাঙ্গলিক-কৃত্যের সম্পাদন করিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর ক্রমে ক্রমে বিদ্যাবিলাস-লীলা প্রকাশ করিলেন। শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্তগণকে দেখিয়া নিমাই পণ্ডিত তাঁহাদের কূট-ছল জিজ্ঞাসা করিতেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত ভয়ে দূর হইতেই পলায়ন করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দরের উন্মুখমোহিনী মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া ভক্তবর শ্রীশ্রীবাস 'নিমাই পণ্ডিতের শ্রীকৃষ্ণে রতি হউক'—শ্রীকৃষ্ণের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতেন। ভক্তপতি মহাপ্রভু শ্রীবাসকে দেখিলে দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিয়া ভক্তের সম্মান করিতেন।

ভক্ত-আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি' লয়।
ভক্ত-আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১২।৩৮)

পণ্ডিত শ্রীশ্রীবাস নিমাই পণ্ডিতকে অনেক সময় বলিতেন যে, তিনি কেন বৃথা অস্থায়িবিদ্যা চর্চ্চা করিয়া সময় নষ্ট করিতেছেন। কৃষ্ণভজনই সমস্ত বিদ্যার সার। তদুত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেন যে, যখন বৈষ্ণবগণ তাঁহার শুভানুধ্যান করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি ভাগ্যবান্। আরও কিছুকাল তিনি অধ্যাপনা করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট অভিগমনপূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করিবেন।

একদিন নিমাই পণ্ডিত ছাত্রপরিবেষ্টিত হইয়া ভুবনমোহন বেশ ধারণপূর্ব্বক রাজপথ দিয়া চলিতেছিলেন। অকস্মাৎ শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। নিমাইর কপালে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, অধরে তাম্বূল-রাগ, হস্তে পুস্তক দেখিতে পাইয়া শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না এবং নিমাইকে বলিলেন,—

"কৃষ্ণ না ভজিয়া কাল কি কার্য্যে গোঙাও ?
রাত্রিদিন নিরবধি কেনে বা পড়াও ?
পড়ে কেন লোক ?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে ?
এতেকে সর্ব্বদা ব্যর্থ না গোঙাও কাল।
পড়িলা ত' এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১২।২৫০-২৫২)

ইহা শুনিয়া শ্রীনিমাই পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন,—"পণ্ডিত শ্রীবাস! তোমার কৃপায় আমার নিশ্চয়ই কৃষ্ণভজন হইবে।"

[৩]

ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ অচিরেই বায়ুব্যাধিচ্ছলে আত্ম-প্রকাশ করিলেন। শ্রীশচীমাতা অপ্রাকৃত পুত্রবাৎসল্যে মুগ্ধ হইয়া নিমাইর ঐ প্রকার অবস্থা-দর্শনে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং শ্রীশ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগণের নিকট লোক প্রেরণ করিয়া নিমাইর কথা জ্ঞাপন করিলেন। একদিন শ্রীশ্রীবাস শ্রীশচীগৃহে গমন করিলেন। তখন শ্রীনিমাই শ্রীতুলসী পরিক্রমা করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীবাসকে দেখিবামাত্র শ্রীনিমাইর শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি উদ্দীপ্ত হওয়ায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত বুঝিতে পারিলেন, ইহা বায়ুব্যাধি নহে—অপ্রাকৃত মহাভাব। এতদিনে শ্রীশ্রীবাসের মনের বাসনা পরিপূর্ণ হইল। তিনি শ্রীশচীদেবীকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দান করিয়া নিমাইর মহা-কৃষ্ণপ্রেম-প্রকাশের কথা সকলের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন।

শ্রীশচীনন্দন নিজগৃহে প্রত্যহ নিশাযোগে শ্রীহরিনামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রভুর উচ্চকীর্ত্তনধ্বনিশ্রবণে পাষণ্ডিগণের নিদ্রা-ভোগে বাধা হওয়ায় তাহারা নানাবিধ বিদ্বেষপূর্ণ কটূক্তি করিতে লাগিল। সর্ব্বোপরি ভক্তবর শ্রীশ্রীবাসের বিরুদ্ধেই পাষণ্ডিগণের ক্রোধ ও কটূক্তি অধিক বর্ষিত হইতে লাগিল,—

কেহ বলে,—"কিসের কীর্ত্তন কে বা জানে ?
এত পাক করে এই শ্রীবাসিয়া-বামনে॥
মাগিয়া খাইবার লাগি' মিলি' চারি ভাই।
'কৃষ্ণ' বলি' ডাক ছাড়ে—যেন মহা-বাই॥
মনে মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয় ?
বড় করি' ডাকিলে কি পুণ্য উপজয় ?"
কেহ বলে—"আরে ভাই! পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের লাগি' হৈল দেশের উৎসাদ॥
আজি মুঞি দেওয়ানে শুনিলুঁ সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা॥
শুনিলেক নদীয়ার কীর্ত্তন বিশেষ।
ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ॥

যে-তে দিকে পলাইবে শ্রীবাস পণ্ডিত।
আমা' সবা' হৈতে সর্ব্বনাশ উপস্থিত॥
তখনে বলিনু মুঞি হইয়া মুখর।
'শ্রীবাসের ঘর ফেলি' গঙ্গার ভিতর॥'
তখনে না কৈলে হৈল পরিহাস-জ্ঞানে।
সর্ব্বনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমানে॥"
কেহ বলে,—"আমরা সবার কোন্ দায়?
শ্রীবাসে বান্ধিয়া দিব, যেবা আসি' চায়॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২।২২৯-২৩৮)

ভগবদ্ভজনকারী কিরূপ বহির্ম্মুখ, সামাজিক, স্বদেশবাসী, স্বগ্রামবাসীর নানাপ্রকার কটূক্তি, অত্যাচার সহ্য করিয়া তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিবেন, তাহার আদর্শ স্থাপন করিবার জন্য ভক্তকুলাগ্রগণ্য শ্রীশ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত বহির্ম্মুখ পাষণ্ডিগণের দ্বারা ঐরূপ এক অভিনয় করাইয়াছিলেন। ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ শরণাগত ভক্তকে চিরকালই রক্ষা করেন। অন্তর্যামী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীবাসের ভয় জানিয়া একদিন শ্রীশ্রীবাসের গৃহে উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত সেই সময় দ্বার বন্ধ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা করিতেছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই দ্বারে পুনঃপুনঃ পদাঘাত করিয়া হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "শ্রীবাসিয়া কি করিতেছিস্।—

কাহারে পূজিস্, করিস্ কা'র ধ্যান?
যাহারে পূজিস্, তাঁ'রে দেখ্ বিদ্যমান্॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২।২৪৮)

শ্রীশ্রীবাসের সমাধি ভঙ্গ হইল; তিনি দেখিলেন, সম্মুখে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর শ্রীগৌরহরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং বামকক্ষে তালি দিয়া হুঙ্কার করিতেছেন। ইহা দেখিয়া শ্রীশ্রীবাস বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীবাসকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আরে শ্রীবাস! তুই এতদিনেও আমার প্রকাশ জানিতে পারিস্ নাই? তোর উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন ও অদ্বৈতের হুঙ্কারে আমি বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া সপরিকরে এখানে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমি সাধুজনের রক্ষা ও দুষ্টের বিনাশ সাধন করিব, তোর কোন চিন্তা নাই। তুই আমার স্তব পাঠ কর।" শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত প্রেমবিহ্বল-চিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া যুক্তকরে গদ্গদ স্বরে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ব্রহ্মস্তবের দ্বারা বিশ্বম্ভরের স্তুতি করিলেন। শ্রীবাসের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীবিশ্বম্ভর শ্রীশ্রীবাসের স্ত্রীপুত্রাদি সকলকে নিজরূপ-প্রদর্শনার্থ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং সস্ত্রীক শ্রীশ্রীবাসকে নিজ শ্রীচরণসেবা ও বর প্রার্থনা করিবার আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। সপরিকর শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতও শ্রীবিষ্ণুর পূজার নিমিত্ত আহৃত গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাদি যাবতীয় উপকরণের দ্বারা শ্রীবিশ্বম্ভরের শ্রীচরণার্চ্চন করিতে করিতে আত্মনিবেদন করিলেন। শ্রীবিশ্বম্ভর শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে সর্ব্বতোভাবে অভয় প্রদান করিয়া ভক্তিবিরোধী অবিদ্দুবাবাকেও গোষ্ঠীসহ কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত করাইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা শ্রীনারায়ণীদেবী তখন মাত্র চারি বৎসরের বালিকা। তাঁহাকেও শ্রীগৌরসুন্দর 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন করিতে বলিলে শ্রীনারায়ণীদেবী 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। মহাভক্ত শ্রীশ্রীবাস দুই বাহু উত্তোলন করিয়া নির্ভীকভাবে উক্তি করিলেন যে,—তিনি সৃষ্টি-সংহারক কালকেও ভয় করেন না, আর যে-ঘরে শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যাবস্থিতি, সেই ঘরে তাঁহার ভয় কিসের? এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন,—

চারিবেদে যাঁ'রে দেখিবারে অভিলাষ।
তাহা দেখে শ্রীবাসের যত দাসী-দাস॥
কি বলিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র।
যাঁহার চরণ-ধূলে সংসার পবিত্র॥
কৃষ্ণ-অবতার যেন বসুদেব-ঘরে।
যতেক বিহার সব—নন্দের মন্দিরে॥
জগন্নাথ-ঘরে হৈল এই অবতার।
শ্রীবাসপণ্ডিত-গৃহে যতেক বিহার॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২।৩৩১-৩৩৪)

একদিন শ্রীবিশ্বম্ভর শ্রীবলদেবাবেশে "মদ আন, মদ আন" বলিয়া হুঙ্কার করিতেছিলেন। শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া শ্রীনন্দন-আচার্য্যের গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সন্ধান করিতে বলিলে তাঁহারা বহু অনুসন্ধান করিয়াও শ্রীনিত্যানন্দকে পাইলেন না। তখন শ্রীগৌরসুন্দর "অচিন্ত্য শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব"কে স্বয়ং প্রদর্শন করিবার জন্য সকলকে লইয়া শ্রীনন্দন-আচার্য্যের গৃহে গমন করিলেন এবং সকলের

নিকট শ্রীনিত্যানন্দকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা-প্রকাশের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক পাঠ করিতে বলিলে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত ইঙ্গিত বুঝিয়া "বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ" (ভাঃ ১০।২১।৫) শ্লোকটী পাঠ করিলেন। ঐ শ্লোক পাঠ করিবামাত্র প্রেমময় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অদ্ভুত প্রেমবিকার প্রকাশিত হইল। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরসুন্দর উভয়ে উভয়ের স্তুতি এবং ইঙ্গিতে নানাবিধ সংলাপ করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন,—"যেরূপ শ্রীহরি ও শ্রীহরের পরস্পর পূজা সাধারণের বোধগম্য নহে, তদ্রূপ আমরাও শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের পরস্পর স্তুতি বুঝিতে অসমর্থ।"

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের নিকট শ্রীব্যাসপূজা করিবার প্রস্তাব জানাইলে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া শ্রীবাসের গৃহে শ্রীব্যাসপূজা-সম্পাদনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত অত্যন্ত আগ্রহের সহিত স্বীয় ভবনে শ্রীব্যাসপূজার সমস্ত আয়োজন ও 'শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি'-গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন। দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভক্তগণ-সঙ্গে শ্রীগৌরহরি শ্রীবাসভবনে শ্রীব্যাসপূজার অধিবাস-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীব্যাসপূজার আচার্য্যরূপে শ্রীনিত্যানন্দের হস্তে মালা প্রদান করিয়া শ্রীব্যাসদেবকে নমস্কারার্থ প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের মস্তকের উপর মালা প্রদান করিলে শ্রীগৌরহরি শ্রীনিত্যানন্দকে ষড়্ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। তৎপর শ্রীমহাপ্রভু শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট শ্রীব্যাসের নৈবেদ্য চাহিয়া লইয়া তাহা নিজহস্তে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহের দাসদাসী পর্য্যন্ত সকলকেই বিতরণ করিলেন।

[৪]

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীশ্রীবাসের গৃহে অবস্থান করিয়া শ্রীব্রজলীলার বাল্যভাবসমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীবাসগৃহিণী শ্রীমালিনীদেবী শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি নিজ পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করিতেন—স্বহস্তে শ্রীনিত্যানন্দকে ভোজনও করাইতেন।

শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি শ্রীশ্রীবাসের কিরূপ শ্রদ্ধা আছে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসকে বলিলেন,—"তুমি ব্রাহ্মণ হইয়া এই অবধূতকে কি জন্য নিজের গৃহে স্থান দিয়াছ? ইহার কি কিছু জাতিকুলের ঠিক আছে? যদি তুমি জাতিকুল রক্ষা করিতে চাও, তাহা হইলে শীঘ্রই এই অবধূতকে গৃহ হইতে বিতাড়িত কর।" ইহা শুনিয়া শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন,—"আমাকে এইরূপভাবে পরীক্ষা করা তোমার উচিত নহে। শ্রীনিত্যানন্দ তোমার দ্বিতীয়-দেহ। তোমাকে যিনি একদিনের জন্যও ভজন করেন, তিনি যে-ই হউন, তিনিই আমার প্রাণ। শ্রীনিত্যানন্দ যদি মদিরা পান ও যবনীর সঙ্গও করেন এবং আমার জাতি, প্রাণ, ধন—সমস্ত নাশও করেন, তথাপি তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা বিনষ্ট হইবে না।" শ্রীগৌরহরির পরম গোপ্যধন শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের এইরূপ অচলা শ্রদ্ধার কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমহাপ্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং শ্রীশ্রীবাসকে এইরূপ বর দিলেন,—

যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে।
তথাপি দারিদ্র্য তোর নহিবেক ঘরে॥
বিড়াল-কুকুর-আদি তোমার বাড়ীর।
সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির॥
নিত্যানন্দে সমর্পিনু আমি তোমা' স্থানে।
সর্ব্বমতে সম্বরণ করিবা আপনে॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৮।২০-২২)

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—"রাত্রিকালটা সকলের কেন বৃথা অতিবাহিত হয়? এখন হইতে প্রত্যেক রাত্রিতে নির্ব্বন্ধভাবে সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে এবং তৎপরে আমরা সকলে ভক্তিস্বরূপিণী শ্রীগঙ্গায় অবগাহন করিব। শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন শুনিয়া জগজ্জীবের মঙ্গল হউক।" শ্রীবাস-মন্দিরেই প্রতিনিশায় সংকীর্ত্তনের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। কোন কোন দিন শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্যভবনেও সংকীর্ত্তন হইত।

শ্রীগৌরসুন্দরের এই আদেশের অনুসরণ করিয়াই গৌরনিজজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের অভীষ্টানুসারে সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা-প্রকটমুখে শুদ্ধভক্তগণের

সংকীর্ত্তন-প্রচারকেন্দ্র উদ্বোধন এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভীষ্টানুসারে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবনে সংকীর্ত্তন-নৃত্যপর শ্রীগৌরমূর্ত্তি সংস্থাপন ও সংকীর্ত্তন-প্রচারের মূলকেন্দ্র শ্রীচৈতন্যমঠ প্রকাশ করিয়া তথায় অনুক্ষণ শাস্ত্র-বিহিত সংকীর্ত্তনাদি প্রবর্ত্তিত করিয়া রাখিবার আদেশ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীগৌরসুন্দর প্রতিনিশায় দ্বার রুদ্ধ করিয়া এইরূপ সংকীর্ত্তনযজ্ঞ আরম্ভ করিলে পাষণ্ডিগণ মাৎসর্য্যানলে দগ্ধীভূত হইয়া নানাকথা বলিতে লাগিল।

শ্রীহরিবাসর-দিবসে উষঃকাল হইতে শ্রীবিশ্বম্ভর শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তন-নৃত্য আরম্ভ করিলেন। 'গোপাল গোবিন্দ' এই পদ-কীর্ত্তনের ধ্বনি উত্থিত হইল। কখনও বা 'হরি ও রাম রাম'-যুক্ত কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমহাপ্রভু অদ্ভুত ভাবাবেশে বিহ্বল হইতেছেন। কখনও বা অতিশয় আনন্দভরে 'জিতং জিতং' ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলে ভক্তগণও সেই ধ্বনির অনুকীর্ত্তন করিতেছেন। একমাত্র অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিতই মহাপ্রভু দ্বার রুদ্ধ করিয়া এইরূপে কীর্ত্তন করিতেন; তথায় নদীয়ার কোনও অভক্ত লোকের প্রবেশাধিকার ছিল না। সহস্র সহস্র পাষণ্ডি-হিন্দু শ্রীবাস-অঙ্গনের বহির্দ্বারে উপনীত হইয়া সমালোচনা করিবার জন্য কলরব করিত। কিন্তু সংকীর্ত্তন-রসে মত্ত ভক্তগণ উঁহাদের কলরবে বধির থাকায় পাষণ্ডি-হিন্দুগণের ক্রোধ ও মাৎসর্য্যের মাত্রা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তাহারা নানা-প্রকার কুৎসা করিয়া শ্রীবিশ্বম্ভর ও শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্তগণকে ভয় প্রদর্শন করিত।

কেহ বলে,—"আরে ভাই, সব হেতু পাইল।
দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ জানিল॥
রাত্রি করি' মন্ত্র পড়ি' পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা' সবার সনে॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মালা, বিবিধ বসন।
খাইয়া তা' সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ॥
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তা'র সঙ্গ।
এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ॥"

কেহ বলে,—"কালি হউক যাইব দেয়ানে *।
কাঁকালে † বান্ধিয়া সব নিব জনে জনে॥
যে না ছিল রাজ্য-দেশে, আনিয়া কীর্ত্তন।
দুর্ভিক্ষ হইল—সব গেল চিরন্তন॥
দেবে হরিলেক বৃষ্টি, জানিহ নিশ্চয়।
ধান্য মরি' গেল, কড়ি উৎপন্ন না হয়॥
খানি থাক, শ্রীবাসের কালি করোঁ কার্য্য।
কালি বা কি করোঁ দেখো অদ্বৈত-আচার্য্য॥"

* * *

পাষণ্ডী পাষণ্ডী যেই দুই দেখা হয়।
গলাগলি করি' সব হাসিয়া পড়য়॥

* * *

কেহ বলে,—"ভাই! এই দেখিল শুনিল।
নিমাঞি লইয়া সব পাগল হইল॥
বর্গী উঠিয়া আছে শ্রীবাসের বাড়ী।
দুর্গোৎসবে যেন সাড়ি দেই হুড়াহুড়ি॥
'হরি হরি, হায় হায়'—এই মাত্র শুনি।
ইহা সবা হৈতে হৈল অপযশ-কাহিনী॥
মহা-মহা ভট্টাচার্য্য সহস্র যেথায়।
হেন ঢাঙ্গাইত-গুলা বসে নদীয়ায়॥
শ্রীবাস-বামনারে এই নদীয়া হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি' কালি নৈয়া ফেলাইব স্রোতে॥
ও ব্রাহ্মণ ঘুচাইলে গ্রামের কুশল।
অন্যথা যবনে গ্রামে করিবেক বল॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৮।২৩১-২৩৮ ; ২৫৪, ২৬৭-২৭২)

পণ্ডিত শ্রীবাস এইসকল বহির্ম্মুখ-বাক্যে বধির থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত শ্রীকৃষ্ণনামে অহর্নিশ "জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী" বলিয়া কীর্ত্তন করিতেন।

[৫]

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের সহিত শ্রীশ্রীবাসের গৃহে আগমন করিলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সেইদিন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নিজের ভক্তভাব

---

* দেয়ান—ধর্ম্মাধিকরণ, আদালত।

† কাঁকাল—কোমর

সংগোপনপূর্ব্বক তিনি যে স্বয়ং বিষ্ণুতত্ত্ব, তাহা অমায়ায় প্রকাশ করিয়া নিখিল আশ্রিত ভক্তগণের সেবাগ্রহণ-মানসে শ্রীশ্রীবাস-মন্দিরে শ্রীবিষ্ণুখট্টায় সপ্তপ্রহর ব্যাপিয়া উপবেশন করিয়াছিলেন। প্রভুর ইঙ্গিতে ভক্তগণ অভিষেক-গীত কীর্ত্তন করিয়া পুরুষসূক্ত-মন্ত্রে প্রভুকে স্নান করাইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবাসের দাসদাসীগণ শ্রীগৌরহরির স্নানাভিষেকের জল আনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহা শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের ন্যায় গুরু-ভক্তাশ্রয়ীর সেবার ফল। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহের এক পরম-ভাগ্যবতী পরিচারিকার নাম ছিল 'দুঃখী'। স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর সেই দাসীকে জল আনিতে দেখিয়া "আরও জল আন, জল আন" বলিয়া দুঃখীকে কৃপা করিয়াছিলেন এবং দুঃখীর ভক্তিযোগে তুষ্ট হইয়া তাহার 'দুঃখী' নাম মোচন করিয়া 'সুখী' নাম রাখিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত 'সুখী'র প্রতি দাসীবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে প্রতিদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্নানার্থ গঙ্গাজল-বহনের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রভুকে স্নানাভিষেক করাইবার পর ভক্তগণ দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে যথাবিধি পূজা ও স্তব করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে ডাকিয়া পণ্ডিতের পূর্ব্ব-ইতিহাস-কীর্ত্তনমুখে বলিলেন যে, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত দেবানন্দ পণ্ডিতের স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে গিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক-শ্রবণমাত্র শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের হৃদয় বিগলিত হইলে তিনি প্রেম-বিহ্বল হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দেবানন্দের নির্ব্বোধ পাষণ্ডী ছাত্রগণ মহাভাগবতবর শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের প্রেমবিকারের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে বহির্দ্বারে টানিয়া লইয়া আসিয়াছিল।

শ্রীগৌরসুন্দর সেইদিন প্রত্যেক ভক্তকে ডাকিয়া পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে কৃপা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিত্যপার্ষদ শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুরকে আহ্বান করিতেছেন না দেখিয়া শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিত শ্রীমুকুন্দের জন্য প্রভুর চরণে নিবেদন জানাইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,— "মুকুন্দ আমার দর্শন লাভের অনধিকারী। কারণ, মুকুন্দ সকল সম্প্রদায়েই মিশিয়া প্রত্যেকের মতবাদকে সমর্থন করে। যাহারা চিজ্জড়সমন্বয়বাদী, তাহারা 'খড়-জাঠিয়া বেটো'-সদৃশ অর্থাৎ তাহারা কখন দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া মৌখিক দৈন্য প্রকাশ করে, আবার পরমুহূর্ত্তেই যষ্টি ধারণ করিয়া আমাকে প্রহার করে। তাহারা 'এক হস্ত পূজ্যবস্তুর পাদদেশে, আর একহস্ত গলদেশে প্রদানে'র নীতি অবলম্বন করিয়াছে। তাহাদের ভক্তির স্থানে অপরাধ আছে। এইজন্য তাহারা আমার দর্শন পাইবে না।" শ্রীগৌরসুন্দরের এই কথা শুনিয়া তাঁহার নিত্যসিদ্ধ নিজ-জন শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুর জীবশিক্ষাকল্পে শ্রীগৌর-কৃপা-বিরহিত জীবন পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের দ্বারা অত্যন্ত আর্ত্তচিত্তে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, 'তিনি কি কোনও দিন শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করিতে পারিবেন?' তদুত্তরে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস পণ্ডিতকে জানাইলেন,—"কোটিজন্মের পর মুকুন্দের ভক্তি সত্য হইবে ও আমার দর্শন-লাভ ঘটিবে।" শ্রীমুকুন্দ 'কোটিজন্ম পরেও শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন-লাভ ঘটিবে' জানিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীগৌরসুন্দর অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া একমুহূর্ত্তেই শ্রীমুকুন্দের কোটিজন্ম বিগত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার নিত্য-নিজ-জনকে দর্শন দান করিলেন।

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে এই 'মহা-মহা-প্রকাশলীলা'-সমূহ প্রকটিত হইয়াছিল। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন,—"নবদ্বীপে শতশত তপস্বী, সন্ন্যাসী, যোগী, জ্ঞানী বৃথাই 'গীতা'- 'ভাগবত' অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেছেন। কেহ বা অযাচক-বৃত্তি, কেহ বা আকুমার ব্রহ্মচারী ও তপস্বী হইয়া বৃথা শরীরকে কর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত স্ত্রীপুত্রদাসদাসী-পরিবেষ্টিত হইয়া যে ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াছেন, এমন কি, শ্রীবাসের বাড়ীর দাসদাসী-কুক্কুর-বিড়াল পর্য্যন্ত যে সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, বহু শাস্ত্র পাঠ ও মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, তপস্বী—কেহই উহার কোট্যংশের একাংশও লাভ করিতে পারেন নাই।"

শ্রীশ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা চারি বৎসরের বালিকা শ্রীনারায়ণীদেবী শ্রীবাসভবনে অবস্থান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোজনের অবশেষ-প্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এজন্য এখনও বৈষ্ণবমণ্ডলে শ্রীনারায়ণী "শ্রীচৈতন্যাবশেষ-পাত্রী" বলিয়া বিখ্যাত।

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের বস্ত্রসীবনকারী যবন-কুলোদ্ভূত দরজীকে পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজরূপ দর্শন করাইয়া প্রেমাতুর ও বৈষ্ণবাগ্রগণ্য করিয়াছিলেন।

"শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে দরজী যবন।
প্রভু তা'রে করাইল নিজরূপ দর্শন॥
'দেখিনু' 'দেখিনু' বলি' হইল পাগল।
প্রেমে নৃত্য করে, হৈল বৈষ্ণব-আগল * ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৩১-৩২)

শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবালক-ভাবে শ্রীবাস-ভবনে অবস্থান করিতেন এবং শ্রীবাস পণ্ডিতকে 'পিতা' ও তৎপত্নী শ্রীমালিনীদেবীকে 'মাতা' জ্ঞান করিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীমালিনী দেবীর স্তন পান করিতেন। অপ্রাকৃত বাৎসল্য-ভাব-হেতু শ্রীনিত্যানন্দের দর্শনেই শ্রীমালিনীদেবীর দুগ্ধ স্রাব হইত। একদিন শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবালক-ভাবে দিগম্বর হইয়া শিরোদেশে বস্ত্র বন্ধন করিয়া সর্ব্ব-অঙ্গনে ঢুলিয়া ঢুলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে বস্ত্র পরিধান করাইয়া তিরস্কারচ্ছলে শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। একদিন একটি কাক শ্রীবাস-মন্দিরের শ্রীকৃষ্ণের সেবার একটি পিতলের বাটী লইয়া পলায়ন করিল। শ্রীমালিনীদেবী শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরস্কারের ভয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ কাককে শীঘ্র ঐ বাটী আনিয়া দিবার আদেশ করিলে কাকটী ঐ বাটী আনিয়া শ্রীমালিনীদেবীর নিকট রাখিল।

[৬]

যে-সময় শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিজজনগণ-সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দ আস্বাদন করিতেন, সেই সময় 'গোপাল চাপাল' নামক কোন ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্য্য ভবানী-পূজার সমস্ত উপকরণ, যথা—কলাপাত, জবাফুল, রক্তচন্দন ইত্যাদি মদ্যভাণ্ডের সহিত অঙ্গনের বাহিরে রাখিয়া গিয়াছিল। প্রাতঃকালে গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াই শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত ঐসকল দেখিতে পাইলেন এবং পরিহাস-চ্ছলে সকলের নিকট বলিলেন,—"দেখ, দেখ, আমি প্রত্যহ রাত্রিকালে ভবানীর পূজা করিয়া থাকি। আমার মহিমা দেখ।" নবদ্বীপের শিষ্ট-লোকসকল ইহা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং হাড়ি ডাকাইয়া সেই মদ্যাদি দ্রব্যসকল দূরে নিক্ষেপ ও জল-গোময়দ্বারা সেই স্থান পরিষ্কৃত করাইলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের শ্রীচরণে এইরূপ অপরাধ-ফলে গোপাল চাপালের সর্ব্বাঙ্গে গলৎকুষ্ঠ-রোগ হইল। 'গোপাল' গঙ্গাতীরে এক বৃক্ষের তলে থাকিয়া থাকিতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করিল। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন সহকারে বলিলেন,—

"আরে পাপি, ভক্তদ্বেষি, তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটিজন্ম এইমতে কীড়ায় খাওয়াইমু॥
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন।
কোটিজন্ম হ'বে তোর রৌরবে পতন॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১৭।৫১-৫২)

শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসলীলা প্রকাশ করিবার পরে শ্রীনীলাচলাভিমুখে গমনকালে যখন কুলিয়াগ্রামে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় পুনরায় কুষ্ঠরোগী গোপাল চাপাল মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষমাভিক্ষা করিল। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু গোপালকে শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। শ্রীবাসের কৃপায় গোপালের অপরাধ-মোচন হইল।

একদিন শ্রীবাসের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভু নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতাদি সকলেরই অজ্ঞাতসারে শ্রীবাসের শাশুড়ী সেই ঘরের এক কোণে একটী ডোল মুড়িয়া দিয়া লুকাইয়াছিলেন। নৃত্য করিতে করিতে শ্রীগৌরসুন্দর পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন,—"অদ্য আমার উল্লাস হইতেছে না কেন? কোন বহির্ম্মুখ ব্যক্তি কি এখানে লুকাইয়া রহিয়াছে?" শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত সমস্ত ঘর অনুসন্ধান করিয়াও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না এবং প্রভুকে আবার নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর নৃত্য করিতে করিতে পুনরায় বলিলেন যে, তিনি কিছুতেই আনন্দ পাইতেছেন না। তখন ভক্তগণের মধ্যেই কেহ কেহ নিজদিগকে অপরাধী জ্ঞান করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত পুনরায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া লুক্কায়িত-অবস্থায় তাঁহার শাশুড়ীকে দেখিতে পাইলেন এবং তখনই তাঁহাকে অপরের দ্বারা কেশাকর্ষণপূর্ব্বক প্রভুর অগোচরে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। তখন মহাপ্রভু উল্লাসভরে নৃত্য-কীর্ত্তন

---

* আগল—অগ্রগণ্য

করিতে লাগিলেন। এই লীলাদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, অকপট হইলেই শ্রীভগবান্ তাঁহাকে কৃপা করেন। শ্রীশ্রীবাসের পত্নী, পুত্র ও দাসদাসীকে, এমন কি, তাঁহার গৃহের কুকুর-বিড়ালকে পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু উপযাচক হইয়া নিজপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীবাসের শাশুড়ীর সরলতার অভাব থাকায় তিনি ভক্ত ও শ্রীভগবানের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কন্যা যে প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, মাতা তাহা লাভ করিতে পারেন নাই। মহাভাগবতবরের শাশুড়ী হইলেই যে তিনি ভক্ত-গোষ্ঠীমধ্যে গণ্য হইবেন, তাহা নহে। ভক্তিরাজ্যে দৈহিক বা সামাজিক কোন সম্বন্ধ লইয়া বিচার হয় না।

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর ব্রজলীলাভিনয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া কোন্ ভক্ত কোন্ বেষ গ্রহণ করিবেন, তাহা বলিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর নিজের শ্রীমহালক্ষ্মীবেষের কথা প্রকাশ করিলেন এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও সেই নৃত্য-দর্শনের অধিকার নাই, ইহা বলিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন,—"আমরা অজিতেন্দ্রিয়, সুতরাং আমাদের কিরূপে সেই নৃত্য-দর্শনের অধিকার হইবে?" শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন যে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীবাস পণ্ডিত যোগদান না করিলে তাঁহার নৃত্যই হইবে না। শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্যের গৃহে সেই অভিনয় আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীনারদের বেশে ও শ্রীরামাই-পণ্ডিত তাঁহার অনুগ-শিষ্যরূপে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া অভিনয় করিবার ছলে স্ব-স্ব পূর্ব্বপরিচয় ও শ্রীগৌরভক্তের স্বরূপ প্রকাশ করিলেন।

[৭]

একদিন শ্রীবিশ্বম্ভর নগর-ভ্রমণ করিতে করিতে কোন এক মদ্যপের গৃহে মদ্যের গন্ধ পাইয়া শ্রীবলদেবের ভাবে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং শ্রীশ্রীবাসকে ডাকিয়া সেই মদ্যপের গৃহে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে শ্রীশ্রীবাস শ্রীমহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া নিষেধ করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—"আমার পক্ষেও কি বিধি-নিষেধ আছে?" তথাপি শ্রীশ্রীবাস নিষেধ করিয়া বলিলেন,—"আপনি জগতের পিতা, আপনি লোক-শিক্ষার জন্য বিধিরক্ষা না করিলে কে রক্ষা করিবে? আপনার লীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া যাহারা আপনার নিন্দা করিবে, তাহাদের জন্মে জন্মে দুঃখ পাইতে হইবে। এইজন্য জীবের প্রতি সদয় হইয়া আপনি আমার প্রার্থনা রক্ষা করুন। যদি আপনি মদ্যপের ঘরে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।" ভক্ত-বাঞ্ছা-পূর্ণকারী ভগবান্ শ্রীশ্রীবাসের কথা রক্ষা করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর একদিন নগর-ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধী দেবানন্দ-পণ্ডিতকে বিশেষভাবে শাসন করিয়াছিলেন। দেবানন্দ-পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের মহা-অধ্যাপক, জ্ঞানবৃদ্ধ, তপস্বী ও আজন্ম উদাসীন হইলেও শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের প্রতি বহির্ম্মুখ ছাত্রগণের অপরাধের প্রশ্রয় দেওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠের অনধিকারী হইয়াছিল। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাকে শাসন করিয়াছিলেন,—

মুঞি, মোর দাস, আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যা'র ভেদ আছে, তা'র নাশ ভালমতে॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২১।১৮)

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসমন্দিরে শ্রীবিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিয়া নিজ-মুখে নিজতত্ত্ব বর্ণন ও সকলকে অভীপ্সিত বর প্রদান করিলেন। তখন শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীশচীদেবীকে প্রেম প্রদান করিবার জন্য শ্রীগৌরহরির নিকট প্রার্থনা করিলে শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন যে, শ্রীশচীদেবীর বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ আছে; সুতরাং তিনি প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারিবেন না। ইহা শুনিয়া মহাবক্তা শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন যে, যদি ঐ কথা পুনরায় তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভক্তগণের প্রাণ বহির্গত হইবে। শ্রীবাসের প্রার্থনানুসারে শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণবাপরাধ-খণ্ডনের উপায় বর্ণন করিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর প্রতিনিশায় শ্রীশ্রীবাসের গৃহে সংকীর্ত্তন করিয়া জগতের চিত্তবৃত্তি শোধন করিতেন। একজন নবদ্বীপবাসী তপস্বী ও পরম সাধুচরিত্র কেবলমাত্র দুগ্ধপায়ী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরসুন্দরের নৃত্য দর্শন করিবার জন্য শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট সানুনয়-প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত উক্ত ব্রহ্মচারীকে নিষ্পাপ জানিয়া গোপনে নিজগৃহের মধ্যে রাখিলেন।

কিন্তু সর্বজ্ঞ শ্রীগৌরসুন্দর ইহা জানিতে পারিয়া নৃত্য-কীর্তনকালে বলিলেন যে, তাঁহার হৃদয়ে উল্লাস হইতেছে না; নিশ্চয়ই বাড়ীর ভিতর কোন বিজাতীয় ব্যক্তি অবস্থান করিতেছে। তখন ভয়ে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুকে জানাইলেন যে, কোন পাষণ্ডি-ব্যক্তি গৃহে নাই; একজন নিষ্পাপ পয়ঃপায়ী সুব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী মাত্র শ্রদ্ধাপূর্ণ-হৃদয়ে নৃত্য দর্শন করিবার জন্য নিভৃতে অবস্থান করিতেছেন। ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু ক্রোধাবেশে শ্রীশ্রীবাসকে বলিলেন,—"অবিলম্বে উহাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দাও। দুগ্ধপায়ী হইলেই আমার সংকীর্তন-নৃত্য-দর্শনের অধিকারী হয় না। যদি চণ্ডালেও আমার শরণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে অশরণাগত সন্ন্যাসী অপেক্ষা সেই চণ্ডাল আমার অধিক কৃপাভাজন হইতে পারে। তপস্যা, ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য—এই সকল, অসুরগণও প্রদর্শন করিতে পারে। অতএব একমাত্র শরণাগতিই আমার প্রাপ্তির উপায়।"

মহাপ্রভুর এই শাসন-তাড়নে উক্ত ব্রহ্মচারীর জ্ঞানোদয় হইল; তিনি নিজের ভাগ্যের প্রশংসা করিলেন। ইহাতে শ্রীগৌরসুন্দর সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মচারীর মস্তকে পদ-স্থাপন করিয়াছিলেন।

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে 'শ্রীবিষ্ণু-সহস্র-নাম' পাঠ করিবার আজ্ঞা করিলে শ্রীশ্রীবাস যখন প্রসঙ্গক্রমে শ্রীনৃসিংহদেবের নাম পাঠ করিলেন, তখন তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু শ্রীনৃসিংহাবেশে আবিষ্ট হইয়া হস্তে গদা ধারণপূর্বক নগরের মধ্যে পাষণ্ডিগণকে প্রহার করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। ইহা দেখিয়া নগরবাসী জন-সাধারণের ভীষণ ত্রাস উপস্থিত হইল। প্রভুও লোকের ভয়-ভাব দেখিয়া ক্রোধলীলার সম্বরণ করিলেন এবং শ্রীশ্রীবাস-গৃহেতেই প্রত্যাবর্তন করিয়া গদাটী ফেলিয়া দিলেন।

[৮]

কলিযুগপাবনাবতারী মহাবদান্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আদেশক্রমে তাঁহার শ্রীমুখপ্রকট—

"(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"

—এই পদ নবদ্বীপে স্ত্রী, পুত্র, মাতা, পিতা—প্রভৃতি সকলে একত্রিত হইয়া হাতে তালি দিয়া সন্ধ্যাকালে স্ব-স্ব গৃহে কীর্তন করিতে লাগিলেন। দুর্গোৎসবার্থ ব্যবহৃত মৃদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র-সহযোগে সকলে—

"হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম রাম।"

—এই 'ব্রহ্মনাম'-সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। দৈবক্রমে একদিন কাজি সেই পথ দিয়া গমন-কালে চতুর্দিকে মৃদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খ প্রভৃতির ধ্বনির সহিত শ্রীহরিনামের কোলাহল শ্রবণ করিতে পাইল। ইহা শুনিয়া কাজি যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকেই প্রহার করিতে লাগিল এবং মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিয়া ঘরে ঘরে নানাপ্রকার অনাচার করাইল। কাজির অত্যাচারের ভয়ে নবদ্বীপের অধিবাসিগণ কীর্তন-বাদ্যাদি বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। কেবলমাত্র গোপনে ঐ সকল কার্য্য চলিতে লাগিল। কিন্তু কাজি দুষ্ট ও বিদ্বেষী অধিবাসিগণের সহযোগে কীর্তনকারিদিগকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কাজির পক্ষ সমর্থন করিয়া 'হিন্দু'-নামধারী পাষণ্ডী ব্যক্তিগণ উক্ত হরিকীর্তনের বিধি কোন শাস্ত্রে নাই,—এইরূপ নানা-কথা বলিতে লাগিল। সজ্জনগণ মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া কাজির ভয়ে তাঁহাদের কীর্তনবিরতি এবং নবদ্বীপ-পরিত্যাগের সঙ্কল্প জানাইলেন। ঐরূপ কীর্তন-বিরোধের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ক্রোধে রুদ্রমূর্ত্তি হইয়া এক বিরাট্ সংকীর্তন-শোভাযাত্রা করিয়া ভক্তগণকে বিভিন্ন-সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া কীর্তন করিবার আদেশ করিলেন। সেই নগর-সংকীর্তনে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত মনের আনন্দে শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে নৃত্য করিয়াছিলেন।

প্রকৃত বৈষ্ণব-গৃহস্থ বা শুদ্ধ-ভক্তের আদর্শ-স্থাপন-কল্পে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসভবনে একটি লীলা প্রকট করিলেন। একদিন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস-মন্দিরে শ্রীবাসাদি-ভক্তবৃন্দের সহিত সংকীর্তনে নৃত্য করিতেছিলেন। অকস্মাৎ কোন ব্যাধিতে শ্রীবাসের পুত্র পরলোকগমন করেন। ইহাতে শ্রীবাসের অন্তঃপুর হইতে ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হইল। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পুত্র পরলোকগত হইয়াছে দেখিতে পাইলেন এবং পরম-গম্ভীর ভক্ত ও মহাতত্ত্বজ্ঞানী শ্রীশ্রীবাস গৃহের স্ত্রীগণকে এইরূপে বিশেষভাবে প্রবোধ দান করিতে লাগিলেন,—"যাঁহার নাম অন্তিমকালে একবার মাত্র শ্রবণ করিলেই মহাপাতকী পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণধামে গমন করে, সেই ভগবান্

সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার ব্রহ্মাদি-পরিকরগণের সহিত নৃত্য করিতেছেন; সুতরাং এ সময় যাহার পরলোকগমন হইয়াছে, তাহার জন্য শোক করা দূরে থাকুক, তাহার ন্যায় ভাগ্য প্রাপ্ত হইলে আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করা উচিত।" শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত আরও বলিলেন,—"যদি বা তোমরা সংসার-ধর্ম্মে যুক্ত হইয়া ক্রন্দন-সম্বরণ করিতে না পার, তবে পরে ক্রন্দন করিও। যদি তোমাদের ক্রন্দন-কলরবে মহাপ্রভু কোনরূপে বাহ্যদশায় উপনীত হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি গঙ্গার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেহ-বিসর্জ্জন করিব।"

শ্রীবাস পণ্ডিতের এই বাক্যে সকলে স্থির হইলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতও সানন্দে প্রভুর সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীবাস-পুত্রের পরলোক-গমনের কথা জানিতে পারিয়া বলিলেন,—"আজ আমার চিত্তের অবস্থা যেন কিরূপ হইয়াছে। বোধ হয়, পণ্ডিতের ঘরে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।" অন্যান্য বৈষ্ণবগণ পণ্ডিতের পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তির কথা জ্ঞাপন করিলে শ্রীগৌরসুন্দর 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ'-নাম স্মরণ করিয়া বলিলেন,—

"পুত্রশোক না জানিল যে মোহার প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িব কেমনে?"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২৫।৫২)

—এই বাক্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একাধারে ভক্ত-বিরহ ও সন্ন্যাসলীলার ইঙ্গিত, মর্ম্মী ভক্তগণ বুঝিতে পারিলেন। সকলে মৃতের সৎকারার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসের মৃতশিশুকে ডাকিয়া বলিলেন,—"শ্রীবাসের ঘর ছাড়িয়া তুমি কি জন্য চলিয়া যাইতেছ?" সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া মৃতশিশু উত্তর করিল,—"প্রভো! আপনার নির্ব্বন্ধ অন্যথা করিবার কাহারও শক্তি নাই। কে কাহার পিতা? কে কাহার পুত্র? সকলেই স্ব-স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য তদনুযায়ী দেহ লাভ করিয়া থাকে। আমার যতদিন ভাগ্য ছিল, ততদিন শ্রীবাসপ্রভুর ঘরে ছিলাম; এখন অন্য পুরীতে গমন করিতেছি। এইরূপ কৃপা কর, যেন তোমার শ্রীপাদপদ্ম কখনও বিস্মৃত না হই। সপার্ষদ তোমার শ্রীচরণে আমার নমস্কার।" ইহা বলিয়া শিশু নীরব হইলে তাঁহার মুখে ঐরূপ তত্ত্বকথা-শ্রবণে শ্রীবাস-গোষ্ঠীর সমস্ত শোক বিদূরিত হইল। শ্রীবাস-গোষ্ঠী শোক-ক্রন্দন করিবার পরিবর্ত্তে প্রেমক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণ ধরিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"জন্ম জন্ম তুমি পিতা, মাতা, পুত্র, প্রভু।
তোমার চরণ যেন না পাসরি কভু॥
যেখানে সেখানে, প্রভু, কেনে জন্ম নহে।
তোমার চরণে যেন প্রেমভক্তি রহে॥"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২৫।৭০-৭১)

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন,—"শ্রীবাস! তুমি ত' সংসারের রীতি জান। এই সকল অনিবার্য্য সংসার-দুঃখ, তোমার কথা কি, যে ব্যক্তি তোমাকে দর্শন করিবে, তাহারও কখনও অনুভবের বিষয় হইবে না। আমি ও শ্রীনিত্যানন্দ তোমার নিত্যপুত্র। তোমার কোনও দুঃখের কারণ নাই।"

শ্রীগৌরসুন্দর সকল ভক্তের সহিত শ্রীবাসের পরলোকগত পুত্রকে লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগঙ্গাতীরে গমন করিয়া মৃতের সৎকার করাইলেন।

[৯]

সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কার করিবার পর শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীনীলাচল-গমনের পথে শান্তিপুরে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় কুষ্ঠব্যাধির ভীষণ যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত কোন এক ব্যক্তি মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া নিজের দুর্দ্দশার কথা জ্ঞাপন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন যে, সে শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধ করিয়াছে; সুতরাং তাহাকে অনন্তকাল কুম্ভীপাক-নরকে যন্ত্রণা পাইতে হইবে। সেই 'কুষ্ঠরোগী'নিজের কার্য্যের জন্য অনুশোচনা করিয়া মহাপ্রভুর শরণ গ্রহণ করিলে তিনি বৈষ্ণবাপরাধ-মোচনের একমাত্র উপায়-স্বরূপ শ্রীশ্রীবাসের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার পরামর্শ দিলেন। কুষ্ঠরোগী শ্রীশ্রীবাসের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিয়া তাঁহার কৃপায় অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

শান্তিপুরে শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহ হইতে শ্রীগৌরসুন্দর কুমারহট্টে আগমন করিলেন; তখন শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত "শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহে কাতর হইয়া শ্রীনবদ্বীপ হইতে কুমারহট্টে আসিয়া তাঁহার চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। অকস্মাৎ নিজ ধ্যানের বস্তু সম্মুখে আবির্ভূত দেখিয়া শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত সাষ্টাঙ্গ-প্রণত হইয়া প্রভুর পদযুগল বক্ষে ধারণপূর্ব্বক

উচ্চৈঃস্বরে দীর্ঘশ্বাসে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীগৌরসুন্দরের আগমন-সংবাদ-শ্রবণে ক্রমে ক্রমে শ্রীআচার্য্য-পুঙ্গব, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীগৌরভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীবাসের গৃহে কিছুদিন অবস্থান করিলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও বিদুরের লীলা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্তোষ-বিধান করিলেন। শ্রীরামাই-পণ্ডিতও শ্রীবাসের অঙ্গনে শ্রীমহাপ্রভুর গুণগান করিয়াছিলেন।

একদিন মহাপ্রভু শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত কিছু ব্যবহারিক কথোপকথনচ্ছলে বলিলেন,—"পণ্ডিত! আমি দেখিতেছি, তুমি অর্থাদি-সংগ্রহের জন্য কোথাও গমন কর না। কিরূপে তোমার সংসারব্যয় নির্ব্বাহ হয়? তোমার ত' বৃহৎ পরিবার! ইঁহাদিগের ভরণ-পোষণে অর্থের প্রয়োজন।" শ্রীবাস পণ্ডিত তদুত্তরে বলিলেন,—"প্রভো! অর্থের চেষ্টা করিবার জন্য কোথাও যাইতে আমার চিত্ত অগ্রসর হয় না। যাহার অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহাই হইবে। যাহা আসিবার, তাহা যে-কোন প্রকারে আসিয়া জুটিবেই।" মহাপ্রভু পুনরায় বলিলেন,—"পণ্ডিত! তাহা হইলে তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ কর।" পণ্ডিত বলিলেন,—"তাহা আমি পারিব না।" প্রভু বলিলেন,—"সন্ন্যাসগ্রহণ করিবে না, অর্থের জন্যও কাহারও দ্বারস্থ হইবে না, তোমার পরিবার-পোষণ কিরূপে হইবে? তোমার কথা ত' কিছুই বুঝিতে পারি না। যে দিন পড়িয়াছে, তাহাতে কোথায়ও না গেলে কিছিমাত্রও দ্রব্য পাওয়া যায় না। তোমার ঘরে যদি কোন দ্রব্য স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে তুমি কি করিবে, আমাকে বল।" মহাপ্রভুর এই কথার উপর শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত নিজহস্তে 'এক', 'দুই', 'তিন' বলিয়া ক্রমে ক্রমে তিনটী তালি দিলেন। প্রভু ইহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলে পণ্ডিত বলিলেন,—"আমার এই দৃঢ়তা যে, যদি তিন উপবাসেও আহার না মিলে, তবে গলায় ঘট বাঁধিয়া গঙ্গায় প্রবেশ করিব।" এই কথা বলিবামাত্রই মহাপ্রভু হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন ও বলিলেন,—"কি বলিলি, পণ্ডিত শ্রীবাস! তোর কি অর্থের জন্য উপবাস করিতে হইবে? কদাচিৎ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর ভিক্ষা করা সম্ভব হইলেও একান্ত শরণাগত তোর অর্থাভাব হইবে না। তুই কি শ্রীগীতাশাস্ত্রে কথিত আমার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়াছিস্? যিনি শরণাগত হইয়া আমার সেবা করেন, আমি মাথায় করিয়া তাঁহার সমস্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও তাঁহাকে পোষণ করিয়া থাকি। যিনি আমার চিন্তায় সর্ব্বক্ষণ ব্যাপৃত থাকিয়া দেহ-গেহ-বিস্মৃত হইয়া কাহারও দ্বারে গমন করেন না, তাঁহার নিকট সমস্ত সিদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—আমার শরণাগত সেবকের সেবা করিবার জন্য তৎসমীপে উপস্থিত হইলেও আমার দাস তাহা প্রার্থনা করেন না। আমার সুদর্শনচক্র আমার দাসকে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা রক্ষা করে। মহাপ্রলয়েও আমার দাসের বিনাশ নাই। অধিক কি, যে ব্যক্তি আমার দাসের স্মরণ করেন, তাঁহাকেও আমি পোষণ ও পালন করিয়া থাকি। আমি যাহার পোষণকর্ত্তা, আমার সেই শরণাগত সেবকের গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা কি? তুই ঘরে বসিয়া আমার গুণগান কর। সকল দ্রব্যসম্ভার স্বতঃই তোর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে।" তখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরামাই পণ্ডিতকে ডাকিয়া সর্ব্বতোভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবা করিবার আদেশ করিলেন।

[১০]

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনীলাচলে অবস্থান করিলে প্রতি বৎসরই শ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীমালিনীদেবী প্রভৃতি পত্নী ও পরিবারবর্গের সহিত শ্রীনীলাচলে গমন করিয়া মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনে নৃত্য, রথাগ্রে নৃত্য, গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনোৎসবে যোগদান, নরেন্দ্রসরোবরে জলকেলি ও বিবিধভাবে সেবা করিতেন। সময় সময় ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি শ্রীনীলাচলে শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্ত-গৃহস্থগণের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মনের বাসনা পূর্ণ করিতেন।

শ্রীনীলাচলে শ্রীরথযাত্রাদিবস রথাগ্রে শ্রীগৌরসুন্দর উদ্দণ্ড-নৃত্য করিতেছিলেন। মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া যখন আবিষ্টভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করিতেছিলেন, তখন শ্রীবাস-পণ্ডিতও প্রেমাবিষ্ট-চিত্তে রাজার অগ্রভাগে থাকিয়া মহাপ্রভুর নর্ত্তনলীলা অনুদর্শন করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে শ্রীপ্রতাপ-

কক্ষের অন্তরালে দেখিতে পাইয়া হরিচন্দন শ্রীশ্রীবাসকে হস্তের দ্বারা স্পর্শ করিয়া একপার্শ্বে হইবার জন্য বলিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীবাস নৃত্যাবেশে তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তথাপি পুনঃপুনঃ হরিচন্দন শ্রীশ্রীবাসকে ঠেলিতেছেন দেখিয়া শ্রীশ্রীবাসের নৃত্য-সেবায় বিঘ্নহেতু ক্রোধ হইল। শ্রীশ্রীবাস হরিচন্দনকে চপেটাঘাত করিয়া ঐরূপ করিতে নিবারণ করিলেন। হরিচন্দন ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীশ্রীবাসকে কিছু বলিবার জন্য উদ্যত হইলে মহারাজ প্রতাপরুদ্র হরিচন্দনকে নিবারণ করিয়া বলিলেন,—"তুমি পরম ভাগ্যবান্। যেহেতু শ্রীগৌরহরির নিজজন শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের হস্তস্পর্শ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছ। আমার এইরূপ ভাগ্য নাই। বৈষ্ণবের দ্বারা অপমান বা আঘাতও সৌভাগ্যসূচক। তাহা অপমান নহে, উহাই প্রকৃত গৌরব-লাভ।"

শ্রীরথযাত্রার পরের পঞ্চমী তিথিতে শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অদর্শনে শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে গমন করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে 'হেরিয়া' অর্থাৎ দেখিয়া আসেন। এজন্য উহাকে "হেরাপঞ্চমী" বলে। শ্রীজগন্নাথদেব যখন রথে যাত্রা করেন, সেই সময় তিনি শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে বলিয়া যান,—"আমি কল্যই ফিরিয়া আসিব।" দুই তিন দিন বিলম্ব হইলেও শ্রীজগন্নাথদেবের প্রত্যাবর্তন না করায় প্রেমবতী শ্রীলক্ষ্মীর ক্রোধোদয় হয়। তিনি নিজের দাসীগণের সহিত বিমানে সজ্জিতা হইয়া শ্রীমন্দির হইতে বহির্গত হন। শ্রীলক্ষ্মীর পরিচারিকাগণ শ্রীজগন্নাথদেবের প্রধান প্রধান পরিচারকগণকে বন্ধন করেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবীর এই প্রাগল্ভ্য দর্শন করিয়া শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু ব্রজজনের প্রেমসম্পত্তির উৎকর্ষ জানাইবার জন্য মহাপ্রভুকে বলিলেন,—"প্রভো! শ্রীলক্ষ্মীর এইরূপ মানের প্রকার আমি কখনও ত্রিজগতে শুনি নাই। প্রিয়া মানিনী হইলে তিনি উৎসাহহীন হইয়া ভূষণাদি পরিত্যাগপূর্বক মলিন-বসনে ভূমিতে বসিয়া নখে যাহা-তাহা লিখিয়া থাকেন। ব্রজে শ্রীগোপীগণের এইপ্রকার মান এবং পুরবাসিনী শ্রীসত্যভামারও এইপ্রকার মানের কথাই শুনা গিয়াছে। কিন্তু শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মানের প্রকার ইহার বিপরীত দেখিতেছি। ইনি নিজের সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য প্রকট করিয়া সৈন্য সাজাইয়া প্রিয়ের উপর আক্রমণ করিতে যাইতেছেন।"

শ্রীরাধার সেবক শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের সেবক শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতের এই ব্যাপারের প্রসঙ্গ লইয়া পরস্পর সংলাপ হয়। শ্রীবাস-পণ্ডিত হাস্য করিয়া বলেন,—"দামোদর! দেখ, আমার শ্রীলক্ষ্মীর কত সম্পত্তি! আর শ্রীবৃন্দাবনের সম্পদ্ মাত্র পুষ্প, কিশলয়, গিরিধাতু, শিখিপিচ্ছ, গুঞ্জাফল—এইসব। এইরূপ শ্রীবৃন্দাবন দেখিবার জন্য শ্রীজগন্নাথ নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া সুন্দরাচলে গিয়াছেন; ইহাতেই শ্রীলক্ষ্মীর ক্রোধাভিমান হইয়াছে এবং শ্রীলক্ষ্মীর দাসীগণ শ্রীজগন্নাথের সেবাভাগী সেবকগণকে বন্ধন ও শাস্তিপ্রদান করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ শ্রীজগন্নাথদেবকে শীঘ্রই প্রত্যর্পণার্থ প্রতিজ্ঞা করিলে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর ক্রোধোপশম হইয়াছে। তোমার ঈশ্বরী ও তাঁহার অনুচরীগণ গোয়ালিনীর কার্য করে। দুগ্ধ আবর্তনপূর্বক দধিমন্থন করিয়া জীবনধারণ করে। আর আমার ঠাকুরাণী রত্নসিংহাসনে বসিয়া কত দাস-দাসীগণের দ্বারা নিত্য সেবিত হন।"

শ্রীনারদপ্রকৃতি শ্রীবাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাগ-মার্গীয় শ্রীগৌরভক্তগণ হাস্য-সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীবাস ও শ্রীস্বরূপদামোদরের ভজন-বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—"শ্রীশ্রীবাস! তোমার শ্রীনারদের স্বভাব; তোমাতে ঐশ্বর্য-ভাব রহিয়াছে। আর শ্রীস্বরূপ-দামোদর শুদ্ধ-ব্রজবাসী; ইনি ঐশ্বর্য জানেন না। শুদ্ধ-প্রেমই ইহার জীবন।" তখন শ্রীস্বরূপ-দামোদরও শ্রীশ্রীবাসের নিকট শ্রীব্রজের মাধুর্য-মহিমা বর্ণন করিয়া শ্রীব্রহ্মসংহিতার শ্লোক-কীর্তনমুখে শ্রীবৃন্দাবনের বৈভব স্বরূপ ও বিচিত্র স্বভাব বর্ণন করিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীশ্রীবাস করতালি বাজাইয়া অট্ট-অট্ট হাস্য ও প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

একদিন শ্রীনীলাচলে শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্তগণ শ্রীগৌরসুন্দরের গুণগান করিয়া সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীমহাপ্রভু ক্রোধলীলা প্রকাশ-পূর্বক ভক্তগণকে বলিলেন,—"তোমরা শ্রীকৃষ্ণনাম-গুণগান পরিত্যাগ করিয়া কি কীর্তন করিতেছ? তোমাদের সকলের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। তোমরা স্বতন্ত্র হইয়া জগতের বিনাশ-সাধনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছ।"

শ্রীমহাপ্রভু যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখন চতুর্দিক্ হইতে কোটি কোটি লোক 'জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলিয়া কোলাহল আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ বা,—

"জয় জয় মহাপ্রভু—ব্রজেন্দ্রকুমার।
জগৎ তারিতে, প্রভু, তোমার অবতার॥
বহুদূর হৈতে আইনু হঞা বড় আর্ত্ত।
দরশন দিয়া, প্রভু, করহ কৃতার্থ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১।২১৩-২১৪)

—এইরূপ বলিতে বলিতে অত্যন্ত দৈন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। লোকের দৈন্যে শ্রীগৌরসুন্দরের চিত্ত দ্রবীভূত হইল। দয়ার সাগর শ্রীগৌরসুন্দর বাহিরে আসিয়া সকলকে দর্শন দান করিলেন। তখন কোটিকণ্ঠে সকলে শ্রীগৌরসুন্দরকে 'ভগবান্' বলিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। এই স্তব শুনিয়া, সুযোগ বুঝিয়া শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিত মহাপ্রভুর প্রতি অনুযোগ করিয়া বলিলেন,—"এখন কেন ঘরে লুকাইয়া থাকিতে পারিলে না? এই বিশাল জনতাকে কে তোমার স্তব শিখাইয়াছে? এখন তোমার হস্তদ্বারা ইহাদের সকলের মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাখ। সূর্য্যের উদয়কে কি হস্তের দ্বারা গোপন করিয়া রাখা যায়?" ভক্তমান-বৃদ্ধিকারী শ্রীভগবান্ এইবার ভক্তের নিকট পরাজিত হইলেন। তাই আমরাও উপসংহারে ভক্তকুলের অগ্রণী শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতের জয়গান করিয়া শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর পদাঙ্কসরণে বলি,—

"ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান।
তাঁহার চরণপদ্মে সহস্র প্রণাম॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।৮)

বিবিধ-প্রসঙ্গ

পরলোকগমন

নদীয়া কৃষ্ণনগর-নিবাসী পণ্ডিত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় গত ৬ই আষাঢ় (১৩৪২) ৭৮ বৎসর বয়সে শ্রীকাশীধামে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ যখন কলিকাতায় সারস্বত-চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া গণিত-জ্যোতিষের অধ্যাপন-লীলা করিতেছিলেন, তখন সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট জ্যোতিষ অধ্যয়ন করেন। ইহা প্রায় ইং ১৮৯৭ হইতে ১৯০৩ সালের কথা। শুনিয়াছি, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সারস্বত-চতুষ্পাঠী হইতেই 'সিদ্ধান্তভূষণ'-উপাধি লাভ করেন এবং তিনি পরবর্ত্তিকালে ১৪নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট্ সারস্বত-চতুষ্পাঠীর সম্পাদক হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার অন্যতম আয়ব্যয়-পরীক্ষক, সার্ব্বভৌম-উপাধি-পরীক্ষা প্রবৃত্তির উৎসাহ-দাতা, কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহসভায় উদ্যোক্তা ও বক্তা, শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার বিশিষ্ট সভ্য ও নানাভাবে শ্রীধাম-মায়াপুরের প্রচারের সহিত কিছুকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশে ও সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের চেষ্টায় পি, এম্, বাক্‌চির ডাইরেক্টরী পঞ্জিকার মধ্যে সঠিকভাবে সৌরাব্দের প্রচলন হয়। শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি গণিত-জ্যোতিষ-সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ভ্রম-সংশোধন

গত ৩৩শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে'র ৫১১ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভে ১৮শ পঙ্‌ক্তিতে "আবির্ভাবস্থান" স্থলে "ভজনপ্রচার-লীলাস্থান" হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-দামোদর-বিরহ-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

২০শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২রা শ্রাবণ, ১৩৪৯ ; ১৮ই জুলাই, ১৯৪২ { ৫০শ সংখ্যা

বিংশ বর্ষকাল 'গৌড়ীয়ে'র কীর্ত্তন

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মূলপুরুষ, 'শ্রীগৌরভক্তিসাম্রাজ্যের ধুরন্ধরাগ্রণী', 'শ্রীভক্ত্যাচার্য্যমণি' ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীগৌরশক্তি শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভু ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়েশ্বর শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভুর বিরহ-সংকীর্ত্তনোৎসব তথা শ্রীগুণ্ডিচামার্জ্জন-উৎসবের সংকীর্ত্তনের মধ্যে গৌড়ীয়ের বিংশ বর্ষকাল কীর্ত্তন-ব্রতের উদ্‌যাপন হইল। "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মহাবাক্যের অধিবেত্তা সাবরণ শ্রীগৌরসুন্দরের আরতি করিবার জন্যই 'গৌড়ীয়ে'র কীর্ত্তন শ্রীগৌর-নিজজনের দ্বারা ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং বিংশ বর্ষ কেন, অনন্তকালেও 'পদে পদে পীযূষ-স্বাদ-প্রদাতৃ' কৃষ্ণকীর্ত্তন-ব্রতের বিশ্রাম নাই। ইহাই নামাচার্য্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর হরিদাস আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীসংকীর্ত্তন-পিতার দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভুর অধীন সকল গৌড়ীয়-বৈষ্ণব; ইহা শ্রীগৌরসুন্দর গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলায় মধ্যে "তোমার গৌড়ীয়া" এই বাক্যের দ্বারা জ্ঞাপন করিয়াছেন। অতএব 'গৌড়ীয়' শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়েশ্বর শ্রীস্বরূপ-দামোদরের কীর্ত্তনের যন্ত্র বা বাহন। শ্রীদামোদর-স্বরূপ যেখানে মূল-গায়ক এবং তদনুগত শ্রীগৌরজনগণ যে-স্থানে দোহার, তথায়ই গৌড়ীয়ের কীর্ত্তনের আবির্ভাব। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়েশ্বর শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য যে পুরুষোত্তম-সিদ্ধান্তের সর্ব্বোত্তম মহত্ত্ব প্রকট করিয়া

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীভক্তিবিনোদ ধারার গৌরব-গীতি গান করিয়াছিলেন এবং শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীভক্তিবিনোদ ধারায় মূর্ত্তবিগ্রহরূপে যে শ্রীচৈতন্য-বাণী অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাই 'গৌড়ীয়ে'র কীর্ত্তনের বিষয়-বস্তু। বিংশ বর্ষকাল যাবৎ 'গৌড়ীয়' সেই শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনব্রতে অভিনিবিষ্ট আছেন। পঞ্চদশ বর্ষের গৌড়ীয়ের পূর্ব্বার্দ্ধ পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রকটলীলায় প্রকাশিত থাকিয়া গৌড়ীয়ের বাণীর নিয়ামকত্ব করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে কোন কোন অপস্বার্থপর ব্যক্তি 'গৌড়ীয়ে'র শুদ্ধ কীর্ত্তন-ব্রতকে যে অন্যাভিলাষ-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা-কুটিনাটি-জীবহিংসা-নিষিদ্ধাচার প্রভৃতি অনর্থের দ্বারা আবরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা গৌড়ীয়ের মালিক শ্রীশ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভু ও শ্রীশ্রীরূপ-রূপানুগবর শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর ও গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-রহস্য বক্তা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী মহারাজের আচার্য্যলীলার প্রাকট্যদ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবৃন্দাবনস্বরূপ শ্রীনীলাচলে সুদীর্ঘকালের সঞ্চিত কঙ্কর-তৃণ-ধূলিরাশি প্রভৃতি নিজবহির্ব্বাসে নিষ্কাশিত করিয়া দিয়া দুই-দুইবার করিয়া শ্রীমন্দিরের সমগ্রাংশ মার্জ্জন ও জলধারা প্রক্ষালন করিবার পর, যদি কোথাও কোন সূক্ষ্ম রেণুমাত্রও থাকে, তজ্জন্য তিনি স্বীয় পরিকরের ভক্ত বর্গের দ্বারা পুনঃপুনঃ ঘর্ষণপূর্ব্বক শ্রীমন্দির ও ভগবৎ-পীঠাসনরূপ সিংহাসন মার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে যিনি গুণ্ডিচামার্জ্জনকালে যত বেশী পরিমাণ আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাকে তিনি তত অধিক প্রশংসা করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছিলেন অর্থাৎ যিনি যত বেশী পরিমাণ অন্যাভিলাষ বিদূরিত করিতে বা অপসারণ-সাধনে সমর্থ, তিনিই তত প্রভু-প্রিয় হইয়াছেন। প্রভু-প্রেষ্ঠতার ইহাই একমাত্র লক্ষণ বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গুণ্ডিচামার্জ্জনলীলার মধ্যে স্বীয় আচরণে প্রকট করিয়াছেন। জীবের অন্যাভিলাষ যিনি যত অধিক নষ্ট করিবার জন্য সাহায্য করিতে পারেন, তিনি তত 'প্রভুপ্রেষ্ঠ' হয়েন,—ইহা শ্রীগুণ্ডিচামার্জ্জনলীলা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়াছে। 'শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদারে'র লীলাভিনয়কারী শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের লেখনী ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণীর মধ্যেও ইহারই প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। 'গৌড়ীয়ে' (১০ম বর্ষ, ২৬শ সংখ্যা) প্রকাশিত "সেবার অভিমান"-প্রবন্ধের মধ্যে এই সকল ইঙ্গিত আছে।

কেহ কেহ বলেন যে, 'গৌড়ীয়ে'র কোন কোন প্রবন্ধে কোন কোন অন্যাভিলাষীকে উচ্চতর আসন প্রদান করিয়া তৎপ্রতি প্রশংসার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা একচক্ষু লইয়া 'গৌড়ীয়' পাঠ করিবেন, তাঁহারা ঐসকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বঞ্চিত হইয়া যাইবেন। শ্রীহরিকীর্ত্তনকারী গৌড়ীয়—মানদ। মানদগণ কাককেও গরুড়ের সম্মান প্রদান করেন। কিন্তু কাক যদি নিজেকে 'ভগবৎপার্ষদ-গরুড়' মনে করিয়া ঐ সকল প্রশংসা-সূত্র আত্মসাৎ ও প্রচার করিতে উদ্যত হয়, তখনই কাকের বিষ্ঠা-ভোজন অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠার প্রতি যে স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং তখন আর উহাকে 'গরুড়ের অনুগ' বলা যায় না। কাক নিজেকে যখন 'গরুড়' মনে করে, তখন তাহা অহং-গ্রহোপাসনা হইয়া যায়। "'আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে, অমানী না হ'ব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি', হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়-গামী॥"—অমানী মানদ কীর্ত্তনৈকব্রত শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, এমন কি, প্রকট-লীলাকারী শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ জীবের সামান্যমাত্র প্রাথমিক সেবা প্রবৃত্তি দেখিয়া এমন অনেক লোককে একটা মানের পরাকাষ্ঠা প্রদান করিয়াছেন ও করেন যে, তাহারা পরবর্ত্তিকালে সেই [illegible] আশীর্ব্বাদকে 'আশীর্ব্বাদ' ও 'শ্রীহরিজনের অনুকম্পা'রূপে বহন করিতে না পারিয়া দৈবী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া জীবনতঃ পাষণ্ডী ও অসুরশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ বহু ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—যিনি সর্ব্বতোভাবে যাবতীয় অন্যাভিলাষকে শতমুখে গর্হণ ও তাঁহার শ্রীহস্তধৃত লেখনীরূপ শতমুখীর দ্বারা শ্রীনামহট্টের প্রাঙ্গণ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন, তিনিই কোন কোন পাষণ্ডী ব্যক্তিকে ভগবৎ সম্মান করিয়া তাহাকে বন্দনা করিয়াছেন,—ইহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যলীলা-প্রকটকালে পরিব্যক্ত হইয়াছিল। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যত শ্রীধামভোগী, শ্রীনামভোগী ও শ্রীগৌরনামভোগী প্রভৃতি অন্যাভিলাষীকেও তাহাদের মঙ্গলের জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'-পত্রিকা প্রভৃতি আলোচনা করিলেই

দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল ব্যক্তির নাম, প্রশংসা, উপাধি প্রভৃতি 'সজ্জনতোষণী'র অঙ্গে মুদ্রিত রহিয়াছে; কিন্তু তাহাদের পরবর্তী চরিত্র অন্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া যদি শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিচারকে কেহ স্বপ্নেও ভ্রান্ত মনে করে, অথবা ভক্তজীবের শরণোন্মুখতাকে অস্বীকার করে, তবে সে-ব্যক্তিও পাষণ্ডীর মধ্যে পরিগণিত হইবে; শুদ্ধভক্তিরাজ্যে তাঁহার প্রবেশাধিকার হইবে না। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যাহাদিগকে 'গুরু', 'প্রধান-শিষ্য', 'একান্ত আশ্রিত' ও 'বিশেষ দয়ার পাত্র' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাহাদিগের বহির্মুখতাকে আদৌ সমর্থন করেন নাই; সুতরাং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিচার শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্,—যদি কেহ এইরূপ মনে করে, তবে সেরূপ ব্যক্তি নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইয়া শুদ্ধভক্তিধারা হইতে চিরতরে বহিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রশংসা-পত্র প্রভৃতি দেখাইয়া যাহারা নিজেদের বৈষ্ণবতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে অথবা 'গৌড়ীয়ে'র কোন কোন প্রবন্ধের প্রমাণ দেখাইয়া এবং বা তাবক-সম্প্রদায়ের দ্বারা ঢোল বহিয়া প্রচার ও জয়াঢ্য প্রভুত্ব স্থাপন করিতে উৎসুক হয়, তাহারাও যে-মুহূর্ত্তে সেইরূপ সমবায় করিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই বৈষ্ণবতার আকাশ হইতেও বিচ্যুত হইয়া প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠাক্রিমি নারকী হইয়া পড়িয়াছে। সেই নারকিদের সহিত যখন অপরাধের সংযোগ হয়, তখন তাহা পাষণ্ডিত্ব-গ্রস্ত হইয়া পড়ে। এজন্যই সপার্ষদ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনলীলা—এজন্যই শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জক-লীলাভিনয়; এজন্যই 'গৌড়ীয়কণ্ঠহারে'র ভূমিকায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এইরূপ উক্তি,—

"শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদার-পরিচয়ে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যে অপ্রাকৃত লীলার প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহার প্রপঞ্চ-মার্জ্জন-সেবার উপকরণরূপ সম্মার্জ্জনীগ্রহে আমাদের মত শত জনের মহাজনাভিমান এবং স্বরূপ-আবরণ-বর্দ্ধন-কার্য্য জগতের অপ্রিয় হইলেও উহাই আমাদের চরমকল্যাণ উৎপন্ন করিবে।"

'গৌড়ীয়' বিংশ বর্ষকাল যাবৎ যে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমরা সেই কীর্ত্তনের অনুসরণ করিয়া কতটা ভজনে অগ্রসর হইতে পারিয়াছি বা পারিব, তাহা অনুধাবন করিলে আত্মপর্য্যালোচনা ও আত্মবিচার-বৃত্তি আমাদের বৃদ্ধি হইবে। 'গৌড়ীয়ে'র মধ্যে আত্মপ্রশংসার অভিমান অনুসন্ধান না করিয়া "সেবার অভিমান" অনুসন্ধান করিলে শ্রীচৈতন্য-বাণীর কীর্ত্তন শ্রবণ করা হইবে। আত্মপ্রশংসার অনুসন্ধান শ্রীচৈতন্যবাণীর কীর্ত্তনের প্রতি বধির হইবারই আদর্শ। এজন্য "সেবার অভিমান" প্রবন্ধের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"যে তত্ত্ব সরস্বতীতে কোন প্রকার তটস্থ অন্যাভিলাষের প্রশ্রয় নাই, কোন প্রকার বঞ্চনার সম্ভব নাই, সেই সরস্বতীবাণী ব্যাখ্যাতাভিমানী সাজিয়া আমি কি অন্যাভিলাষের বিন্দুবিসর্গও রক্ষা করিতে পারি? আমি হয় ত' বলিতে পারি, 'আমার অধিকার এত উচ্চ যে, লোকের নিকট অকপটভাবে যাহা অসামঞ্জস্যকর, তাহা আমাতে দোষ আনয়ন করিতে পারে না। আমি তেজীয়ান্, সাপ লইয়া খেলিতে পারি, তাহা সকলের অনুকরণীয় নহে, তাহা আমারই একচেটিয়া।' হৃদয়ের ভাব আচার ও প্রচারের মধ্যে অসামঞ্জস্য আমাতে একচেটিয়া করিতে গেলে আমি শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্যময়ী আচার্য্যলীলার সেবা হইতে—শ্রীচৈতন্যবাণী হইতে কি আমাকে দূরে রাখিবে না?"

শ্রীগুরুদেবের 'অন্তর-সেবা' করিবার ফলে যদি ভোগাকাঙ্ক্ষা বা অন্যাকাঙ্ক্ষার বর্দ্ধন হয়, তবে তাহা নিশ্চয়ই আত্মবঞ্চনা; ইহাই মহাভাগবতগণের সেবার অভিনয়কারী ব্যক্তিগণের চরিত্র প্রমাণ করিয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে "সেবার অভিমানে" প্রদর্শিত হইয়াছে,—

"বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি মহাজনগণের বপুঃসেবায় (?) যে-সকল ব্যক্তি বিপুল-চেষ্টা দেখাইয়াছেন, অথচ কদাপি অকপটে তাঁহাদের বাণীর পরিচর্য্যা করেন নাই, তাঁহারা ভবিষ্যৎ জীবনে বাহ্য-বিষয়ে কে কতটা জড়-বিষয়ে আসক্ত, অভিভূত, এমন কি, পাষণ্ডের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন বা হইয়াছেন, তাহা কি সরস্বতী আমাদিগকে অনন্তকোটিবার বলিয়া দেন নাই?"

কেহ কেহ বলিবেন,—"আমরা theoretical নহি, আমরা practical. চেতনের বৃত্তির পরিবর্ত্তন, চেতনের

বৃত্তির উদ্বুদ্ধতা,—এইসকল মানসিক ব্যাপারমাত্র। মানসিক ব্যাপারের দ্বারা চিঁড়া ভিজিবে না; চাই—practical work বা কাজ।" তৎসম্বন্ধে "সেবার অভিযান" এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছে,—

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায়, ভাগবতধর্ম্মের নৈষ্কর্ম্যবাদে 'কাজ' বলিতে এক অনাবিল হরিকথা শ্রবণ ও তদ্বিষয়ের অনুকীর্ত্তন। ভাগবতধর্ম্মে অন্য কোন কাজ নাই। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগে—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে শ্রবণ ও কীর্ত্তনই মুখ্য কাজ। শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়িয়া অথবা শ্রবণ-কীর্ত্তনকে কার্য্যতঃ আচ্ছাদিত করিয়া, সরস্বতী-সূর্য্যের প্রগতি স্তম্ভিত বা আবৃত করিয়া কার্য্যের বিপুল আড়ম্বর সেবা নহে—তাহা ভাগবতধর্ম্মের নৈষ্কর্ম্যবাদ নহে; তাহা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লাভের সাধক কর্ম্মবাদমাত্র। শ্রবণ-কীর্ত্তনের ছদ্মবেশ বা 'নামাবলী' গায় দিয়া অন্তরে অন্যাভিলাষের আগ্নেয়গিরি হইতে যে কর্ম্মাড়ম্বরের উদ্দাম সক্রিয়তার (?) অগ্নিবৃষ্টি করে, তাহা কিছুদিন পরেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যবাণী সেইরূপ সাময়িক উত্তেজনার কথা বলেন না। সারস্বত-শ্রবণ-সদনে যে শ্রবণ-কীর্ত্তনের অবিশ্রান্ত প্রবাহ ও প্রতিষ্ঠা, তাহাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠান—ইহা ইট-পাটকেলের বাহ্য বপু নহে। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীগোবিন্দ-মদনমোহনের মন্দিরের যে বিপুল বপু শ্রেষ্ঠি-সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, বিধর্ম্মীর তাহাতে ঈর্ষা হইয়াছিল, সেই বাহ্য বপুর চূড়া তাঁহারা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীরূপের 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', শ্রীসনাতনের 'শ্রীভাগবতামৃত', 'শ্রীবৈষ্ণবতোষণী' প্রভৃতি যাহাতে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, শত শত বিধর্ম্মীর দল, অসংখ্য কালাপাহাড় ঐ সকল উন্নততম চূড়া ভাঙ্গিতে পারিবে না। ইট-পাটকেলের স্থূল বপুর মধ্যে চর্ম্মচটিকার বাসস্থান বা পথিক-সেবকগণের বিশ্রামস্থান বা অক্ষক্রীড়াগার হইতে পারে বা হইয়াছে; কিন্তু 'শ্রীরসামৃতসিন্ধু'র বাণীতে—'শ্রীবৈষ্ণবতোষণী'র সরস্বতীতে কলি বা মায়ার কোন স্থান নাই। তাহাতে আছে—এক অদ্বিতীয় ভোক্তা, এক নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়, এক সম্রাট্ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার জন্য অকৃত্রিম শ্রবণ-কীর্ত্তনের উৎসাহ ও উদ্যম।"

শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর সেবকত্ব ও প্রিয়ত্বের লক্ষণ কি, তদ্বিষয়ে "সেবার অভিযান" বলিয়াছেন,—

'সব প্রতিষ্ঠা আমার চাই', 'সব কনক আমারই প্রয়োজন'—এইরূপ বুদ্ধি লইয়া সেবার উদ্যম বা সেবার উৎসাহ-প্রকাশ কি সেবা, না গুরুর অভিনয়ের পাঠ-গ্রহণের আন্তরিক পিপাসা? বাহ্য উদ্যম ও উৎসাহ দেখিয়াই বৈষ্ণবগণ আমার সেবার বিপুলত্ব সিদ্ধান্ত করিয়া লইবেন না। কতটা নিষ্কপটে সরস্বতীর কীর্ত্তন করি, সেই শ্রবণ-কীর্ত্তনের জন্য কতটা আন্তরিক ব্যাকুল ও প্রয়াসী হই, শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফলে আমার হৃদয়ে চেতনবিলাসের নূতন নূতন কতটা স্ফূর্ত্তি কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়, তাহা দেখিয়াই বৈষ্ণবগণ আমাকে সরস্বতী-সেবক বিচার করিবেন। সরস্বতীর মর্য্যাদায় কতটা বঞ্চিত হইয়া তাঁহার দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া লইয়াছি ও লইতেছি, কত বৃত্তি প্রশংসাপত্র ভেট পাইয়াছি, কতগুলি উপাধি ও উপায়ন পাইয়াছি, কতটা লোক-পূজা, সাদর সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছি, কতটা জাগতিক সিদ্ধি বা অসিদ্ধি লাভ করিয়াছি, তাহা দেখিয়া বৈষ্ণবগণ আমাকে সরস্বতীর সেবক বিচার করিবেন না। ধনী হই, দুঃস্থ হই, জাগতিক হিসাবে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হই বা কর্ম্মনিপুণ হই, মূর্খ হই বা পণ্ডিত হই—"সরস্বতী" বলিতে যাহা, সেই বৃন্দাবন-বিলাসিনী, বাণীশা—সেই শ্রীচৈতন্যবাণী, তাহা কতটা নিষ্কপটভাবে শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিব, তজ্জন্য যত আন্তরিক উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য ও তত্তৎকর্ম্মপ্রবৃত্ত হইব, ততটাই আমি সরস্বতীর প্রকৃত সেবক। যে সরস্বতী আমার কর্ণে এই মন্ত্রবীর্য্য দান করিয়াছেন, তাঁহাকে যেন কর্ণ হইতে তাড়াইয়া না ফেলি।"

আদেশের বন্দোবস্ত করিবার জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়নরূপ প্রয়াসই বা কোথায়—আর যোগক্ষেমাদির জন্য সম্পূর্ণ ভগবন্নির্ভর, অহরহ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনরত শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের শরণাগতির আদর্শই বা কোথায়? শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীদামোদর-স্বরূপ, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন—ইঁহারা শ্রীগৌর-প্রেষ্ঠ, না আদেশের বন্দোবস্ত করিবার জন্য যে-কোনও উপায়-অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ শ্রীগৌর-প্রেষ্ঠ? এতৎসম্বন্ধে "সেবার অভিযানে" এইরূপ বিচার প্রকাশিত হইয়াছিল,—

"আমাদের যতই পাকা বন্দোবস্ত করিয়া থাকি না কেন, চালাকিবাজী কি চেতনরাজ্য জয় করিতে পারিব—সরস্বতীকে বোকা বানাইতে পারিব? আমার বিমুখতা ও তাঁহাকে বঞ্চনা করিবার জন্য আমার অতি চালাকি দেখিয়া শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী যেন ক্রমে ক্রমে জড়ভাব ও মূকভাব অবলম্বন করিতেছেন। শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু একদিন এই লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন,—

'শ্রীগৌরবিমুখ-জন, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমাভাব,
ভক্তিবিনোদ দেখে যবে।
সংসারের দেখি' গতি, কৃষ্ণভক্তিহীন মতি,
বাক্যব্যাধি-ছলে মৌনী তবে॥
অবলম্বি' জড়তায়, জড়ত্যাগে ক্রমশায়,
অনুক্ষণ এই কথা মুখে।
কৃষ্ণভক্তিপূর্ণ ধরা, দেখি' প্রকাশিল ত্বরা,
অন্তর্দ্দশায় ভজে সুখে॥'

আমি চাল-কলার গন্ধ, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার সন্দেশ চাই দেখিয়া তিনি সেই সকল কথা ও তদনুরূপ উপায় ও উপেক্ষাদ্বারাই আমাকে বঞ্চনা করিয়া স্বীয় বীর্য্যবতী চেতনবতী বাণীকে সংগোপন করিতেছেন। আমি যখন মুক্তপ্রাণ ও মুক্ত-পিপাসা লইয়া প্রথমে আসিয়াছিলাম, তখন আমার নিকট তাঁহার এই আত্মগোপন-ভাব প্রকাশিত হয় নাই—আমার 'মন-রাখা' কথা, দুনিয়ার সহিত আপোষ করিয়া চলিবার কথা কোনদিনই তাঁহার অনবদ্য বাণীতে শ্রবণ করি নাই।"

"সেবার অভিমানে" আমাদিগকে সতর্ক করিয়া ভবিষ্যৎ দুর্দ্দিনের চিত্র সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় পূর্ব্বেই ভবিষ্যদ্বাণীরূপে বলা হইয়াছিল,—

"সাবধান! অমানিশা ঘনাইয়া আসিতেছে! সূর্য্য অস্তমিত হইলেই দস্যু, তস্কর, পকেটমার, বাটপার, যাহারা আমার অতি নিকটে চক্ষুপার্শ্বেই লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহারা মুহূর্ত্তমধ্যে আসিয়া গলা টিপিবে। কত পাষণ্ড, কতপ্রকার নাস্তিকতা, কতপ্রকার কপট, কতপ্রকার কুটিনাটি, কত অসংখ্য প্রকারের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার মূর্ত্তি, কতপ্রকার দাম্ভিকী-মতবাদ কেবল আচার্য্য-ভাস্করের অস্তাচল-গমনের প্রতীক্ষা করিয়া যেন পিপাসিত-প্রাণে মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। গোলোকের যে কৃপারবি আমার ন্যায় কুলাঙ্গারের ভাগ্যদোষে অস্তাচলে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার সেই সতর্ক-সঙ্কেত দিবালোকেও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে কি? কেবল ত' কাজে ব্যস্ত, না হয় আলস্যে প্রমত্ত। এ কাজই বা কেন, আর আলস্যই বা কেন? কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার প্রেরণায় কর্ম্মতৎপরতা ও কর্ম্ম-জড়ত্ব—উভয়েই এক নহে কি? শ্রীচৈতন্যবাণীর সেই 'মনঃশিক্ষা'র বড় আদরের গানটী—যাহা আমারই জন্য রচিত হইয়াছিল, তাহা কি এত অল্প সময়ের মধ্যে ভুলিয়া গেলাম? শ্রীল রঘুনাথের শিক্ষাষ্টক ত' বহু আগেই জলে ভাসাইয়া দিয়াছি!

'প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাধম, চণ্ডালিনী হয়ে মম,
বহুকাল করিবে নর্ত্তন।
কাপটী তস্করপতি, না ছাড়িবে মম মতি,
শ্বপচিনী যাহে হয় দূর।
অনর্থে যতন করি' প্রভুশ্রেষ্ঠ-পদ ধরি'
সেবা তুমি করহ প্রচুর॥
তেঁহ প্রভু-সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি,
শ্বপচিনী-সঙ্গ ছাড়াইবা।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে,
বলে ভক্তিবিনোদ কাঁদিয়া॥'

'অনর্থে যতন'কে 'কৃষ্ণার্থে যত্ন' না বুঝিয়া যদি 'শ্বপচিনীর অর্থে যত্ন' বুঝি, তাহা হইলে প্রভুশ্রেষ্ঠের পদ ধারণ করিতে পারিব না। প্রভু-সেনাপতির বিপুল বাহ্য সেবার ছলে তাঁহার বাণীতে উদাসীন হইলে তাঁহার বিক্রম আমার অনর্থযোগ বিদূরিত করিবে না। আমাকে অকপটে ক্রন্দন করিতে হইবে—কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর নিকট আমার মঙ্গল বাঞ্ছা করিতে হইবে—বাণী শ্রবণ করিতে হইবে।"

(গৌড়ীয়—১৩শ বর্ষ, ২৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত
"সেবার অভিমান"-প্রবন্ধ)

'পরবিধি বলবান্'—এই শিরোনামে ১২শ বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে' 'গৌড়ীয়-সম্পাদকের বক্তৃতা'র নাম দিয়া তদানীন্তন সম্পাদক-সঙ্ঘের মধ্যে কোন অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি যে সকল কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার পরিণাম ১৩শ বর্ষের ২৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত "সেবার অভিমান"-প্রবন্ধে 'গৌড়ীয়'ই শ্রীল প্রভুপাদের নিয়ামকরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

গৌড়ীয়ে প্রকাশিত সংবাদ ও প্রত্যেকের সেবার পরিমাণ "সেবার অভিধানে"র কষ্টিপাথরে কষিয়া লইতে হইবে।

বিংশ বর্ষকাল যাবৎ শ্রীচৈতন্যবাণীর কীর্ত্তন, শ্রবণ ও অনুকীর্ত্তন করিবার অভিনয় করিলাম, কিন্তু জড়াসক্তির স্রোতঃ ক্রমশঃ দ্রুতবেগে অধিক প্রবাহিত হইতে চলিয়াছে! এই বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, শারীরিক ও মানসিক যে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু আমার অপক্বচিত্তের ও দুষ্ট অন্তরের একটুকুও মঙ্গলময় পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। অন্যাভিলাষ, জড়াসক্তি, হরিসেবায় ঔদাসীন্য, জাড্য, দেহারামতা, সেবায় নিরুৎসাহ, প্রতিষ্ঠাশা, কাপুরুষতা, ক্রোধ, পরচ্ছিদ্রান্বেষণ-হিংসা—এই সমস্ত আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে!

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পঞ্চদশ বর্ষের 'গৌড়ীয়ে'র প্রথম সংখ্যায় স্বহস্তলিখিত একটী প্রবন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"চতুর্দ্দশবর্ষ যাবৎ গোলোকের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কীর্ত্তন শ্রীরামসেবায় লক্ষ্মণের চতুর্দ্দশ বর্ষ ব্রত-পালনের ন্যায় উদ্‌যাপিত হইয়াছে। পঞ্চদশ-বর্ষ গৌড়ীয়-ভক্তের শুভ-কথাস্বাদনে পাঠকগণ ও শ্রোতৃবর্গ নিত্যানন্দ লাভ করুন।"

গৌড়ীয়-ভক্তের কথাস্বাদনের দ্বারাই নিত্যানন্দ লাভ হইতে পারে। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা, মাৎসর্য্য, দম্ভ, সংঘর্ষ, বাদ, পরনিন্দা, বৈষ্ণবনিন্দা, কাপট্য, কূটনীতি প্রভৃতি গৌড়ীয়-ভক্তের লক্ষণ নহে। গৌড়ীয়-ভক্তের শুভকথাস্বাদনে রত ব্যক্তিগণের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদ এই,—

"সকল আশ্রমের গৌড়ীয়গণ শ্রীচৈতন্য-সেবায় দৃঢ়তা লাভ করুন। তাঁহারা নিরপেক্ষ-ধর্ম্মের বিজয়পতাকা বহন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীহরিনাম ও শ্রীভাগবতগ্রন্থকে একই বস্তু জানুন। অনুক্ষণ ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও ভক্তিসার-পরা বৃত্তি গৌড়ীয়গণের ও বিশ্ববাসীর অনুশীলনীয় হউন। যাবতীয় দ্বন্দ্ব-বিচারের কুজ্ঝটিকা আপনা হইতেই ভাগবতার্ক-মরীচিমালা-সম্পাতে মানব-হৃদয় হইতে বিদূরিত হইবে।"

বিংশবর্ষ যাবৎ 'গৌড়ীয়ে'র সেবাভিনয়ের অভিমান অনুসন্ধান করিয়া যদি আত্মবিক্রয়-বৃত্তিটিও জাগরিত হয়, তবেই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার অধিকারী হওয়া যাইবে; কিন্তু অপরাধ-কঠিন হৃদয়ে সে বৃত্তিটীও আত্যন্তিকভাবে উদিত হয় না।

শুদ্ধভক্তগণের অগ্রণী ও শ্রীব্যাসপূজার আচার্য্য শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের সংকীর্ত্তনময়-চরিত, শ্রীগৌরপাদপদ্মে সপরিকরে আত্মবিক্রয় ও শরণাগতির আদর্শ, শোক ও মোহের হস্ত সম্পূর্ণ [illegible] ও অষ্টপ্রহর শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-যজ্ঞে আত্মাহুতি তথা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়-স্বরূপ, শ্রীচৈতন্যলীলারত্নের ভাণ্ডারী, শ্রীগৌরসুন্দরের অমন্দোদয়া ভক্তিবিনোদ রস-বিতরণকারী, নিত্যসিদ্ধ শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণকেলি-ভোক্তৃগণের সঙ্গীত-সম্রাট্ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-পরীক্ষক-শিরোমণি শ্রীগৌড়ীয়েশ শ্রীশ্রীদামোদর-স্বরূপ গোস্বামিপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মরেণুগণের কৃপাকটাক্ষ গৌড়ীয়ের সেবক-সম্প্রদায়কে নিত্য রক্ষা করুন,—ইহাই 'গৌড়ীয়ে'র বিংশবর্ষকাল কীর্ত্তন-ব্রতের পূর্ণাহুতিকালে প্রার্থনার বিষয়।

শ্রীশ্রীল দামোদর-স্বরূপ গোস্বামি-প্রভু

[১]

আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা। সেই তিথিই শ্রীশ্রীগৌড়ীয়েশের শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য বা শ্রীল দামোদর-স্বরূপ গোস্বামি-প্রভুর তিরোভাব-তিথি বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীগৌরসুন্দরের অত্যন্ত মর্ম্মী, তাঁহার দ্বিতীয়স্বরূপ, প্রেমরসের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীশ্রীল দামোদর-স্বরূপ গোস্বামিপ্রভু পূর্ব্বাশ্রমে 'শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য'-নামে বিদিত ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীনবদ্বীপ-লীলা করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য শ্রীনবদ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণান্তিকে অবস্থান করিতেন। শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কার করিলে শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য বিরহোন্মত্ত হইয়া শ্রীকাশীধামে গমন-

পূর্ব্বক 'শ্রীচৈতন্যানন্দ ভারতী' নামক সন্ন্যাস-গুরুর নিকট হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণের লীলা প্রকট করেন। শ্রীচৈতন্যানন্দ শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্যকে বেদান্ত অধ্যয়ন করাইলেন এবং তাহা সমস্ত লোককে অধ্যয়ন করাইবার জন্য আদেশ করিলেন। বস্তুতঃ শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা দর্শন করিয়াই শিখা-সূত্রত্যাগ-রূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন; কোন প্রকার আশ্রমাহঙ্কার বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। কেবল 'নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করিব'—এই উদ্দেশ্যেই তিনি বিগলদ্-বিত্তাবিত্ত-চিত্তে সন্ন্যাস-গ্রহণের লীলা প্রকাশ করেন। এইজন্যই তিনি বৈদিক দণ্ডধারী সন্ন্যাসিগণের বিধি-অনুসারে কেবল শিখা-সূত্র ত্যাগ করিলেন, কিন্তু উক্ত সন্ন্যাস-বিধির অনুযায়ী যে যোগপট্ট-গ্রহণের প্রকরণ, তাহা স্বীকার করিলেন না। সন্ন্যাসের যোগপট্ট-প্রাপ্তি ঘটিলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর 'স্বরূপ'-উপাধির পরিবর্ত্তে সন্ন্যাসোপাধি 'তীর্থ' হয়। 'স্বরূপ'-উপাধিটি ব্রহ্মচারীর নাম। অষ্টশ্রাদ্ধ, বিরজাহোম, শিখামুণ্ডন, সূত্রত্যাগ প্রভৃতি সন্ন্যাস-কৃত্য সমাপন করিয়া [illegible], যোগপট্ট, সন্ন্যাস-নাম ও দণ্ডাদির গ্রহণ অপেক্ষা না করায় শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্যের নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য-সূচক নাম 'স্বরূপ' রহিয়া গেল। শ্রীল স্বরূপগোস্বামি-প্রভু গীতশাস্ত্রে ও সাধারণ শাস্ত্রে নিত্যসিদ্ধ অসমোর্দ্ধ দক্ষ ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপের সঙ্গীত-বিদ্যায় ঐরূপ অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়া পূর্ব্বেই তাঁহাকে 'দামোদর'-নাম দিয়াছিলেন।" 'দামোদর'-নামসহ সন্ন্যাস-গুরুর প্রদত্ত 'স্বরূপ'-নাম সংযুক্ত হইয়া তাঁহার নাম 'শ্রীদামোদর-স্বরূপ' হইয়াছিল। 'সঙ্গীত-দামোদর' নামক সঙ্গীত-শাস্ত্রের একটী মৌলিক গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুর গুণবর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন,—

“প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্মী, রসের সাগর॥
'পুরুষোত্তম আচার্য্য' তাঁ'র নাম পূর্ব্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিলা তেঁহ প্রভুর চরণে॥
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি' উন্মত্ত হঞা।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া॥
'চৈতন্যানন্দ' গুরু তাঁ'র আজ্ঞা দিলেন তাঁ'রে।
বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকেরে॥
পরম বিরক্ত তেঁহ পরম পণ্ডিত।
কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত॥
'নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব' এই ত' কারণে।
উন্মাদে করিল তেঁহ সন্ন্যাস-গ্রহণে॥
সন্ন্যাস করিলা শিখা-সূত্রত্যাগ-রূপ।
যোগপট্ট না নিল, নাম হৈল 'স্বরূপ'॥
গুরু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগি' আইলা নীলাচলে।
রাত্রিদিনে কৃষ্ণপ্রেম-আনন্দে বিহ্বলে॥
পাণ্ডিত্যের অবধি, বাক্য নাহি কারো সনে।
নির্জ্জনে রহয়ে, লোক সব নাহি জানে॥
কৃষ্ণরস-তত্ত্ব-বেত্তা, দেহ—প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-স্বরূপ॥
গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহ প্রভু-পাশে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে, প্রভু তাহা শুনে॥
ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, আর রসাভাস।
শুনিতে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস।
অতএব স্বরূপ-গোসাঞি করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি, প্রভুরে করা'ন শ্রবণ।
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করা'ন প্রভুর আনন্দ॥
সঙ্গীতে—গন্ধর্ব্ব-সম, শাস্ত্রে—বৃহস্পতি।
দামোদর-সম আর নাহি মহামতি॥
অদ্বৈত-নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণ-সম॥”

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১০।১০২-১১৭)

শ্রীচৈতন্যানন্দ ভারতীর অনুমতি প্রার্থনা করিয়া শ্রীল দামোদর-স্বরূপ শ্রীকাশীধাম হইতে শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে আগমন করিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ ধারণপূর্ব্বক এই শ্লোকটী পাঠ করিতে লাগিলেন,—

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য ! যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া) প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহা রসবর্ষণদ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তিবিনোদন-ক্রিয়া সর্বদা মত্ততা দান করে, মাধুর্য্য-মর্য্যাদাদ্বারা তোমার অতি বিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিত হউক।

শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিত্যসিদ্ধ দ্বিতীয়-স্বরূপকে ভূমি হইতে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন ও দুইজনেই দুইজনের অঙ্গ-স্পর্শে প্রেমাবেশে অচেতন হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে স্থির হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর গাঢ় প্রীতিভরে শ্রীদামোদর-স্বরূপকে বলিলেন,—"তুমি যে নীলাচলে আগমন করিবে, ইহা আমি আজ স্বপ্নে দর্শন করিয়াছি। ভালই হইয়াছে; আমি অন্ধ ছিলাম, তোমার আগমনে যেন দুইটি নয়ন পাইলাম।" শ্রীল স্বরূপ বলিলেন,—"প্রভো! আমি তোমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছিলাম, ইহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে। আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর। তোমার শ্রীচরণে আমার প্রীতির লেশমাত্রও নাই, তাই তোমাকে ছাড়িয়া এই পাপী দেশান্তরে গমন করিয়াছিল। আমি তোমাকে ছাড়িয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর নাই বলিয়াই আমার গলায় কৃপাপাশ বন্ধন করিয়া তোমার শ্রীচরণতলে পুনরায় লইয়া আসিয়াছ।"

শ্রীস্বরূপ-দামোদর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করিলে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীস্বরূপকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। শ্রীস্বরূপ শ্রীপরমানন্দপুরীরও শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন এবং শ্রীজগদানন্দ, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীশঙ্কর, শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রমুখ শ্রীগৌরপার্ষদবৃন্দের সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীমহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুকে নির্জনে একটি বাসাঘর প্রদান করিলেন এবং জলাদি-পরিচর্য্যার জন্য একজন সেবক দিলেন।

[২]

শ্রীল রামানন্দ রায় শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছানুসারে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভুর নিকট আগমন করিলে শ্রীল স্বরূপের সহিত শ্রীরায়রামের মিলন হইল। রথযাত্রার পূর্ব্বে গৌড়দেশ হইতে শ্রীগৌরপার্ষদগণ যখন নীলাচলে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন শ্রীমহাপ্রভু শ্রীল দামোদর-স্বরূপ ও নিজসেবক শ্রীগোবিন্দকে মালা-প্রসাদ সহ ভক্তগণের অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। শ্রীরথযাত্রার প্রাক্কালে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীভারতী, শ্রীপুরী ও শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে সঙ্গে লইয়া স্বহস্তে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনলীলা প্রকট করিলেন। অন্যান্য ভক্তগণ জল আনয়ন করিয়া ইঁহাদের সেবায় সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনকালে একটি ঘটনা হইল। এক গৌড়ীয়-ভক্ত স্বহস্তস্থিত ঘটের জল শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণযুগলে নিক্ষেপ করিয়া সেই শ্রীচরণধৌত জল স্বয়ং পান করিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীমহাপ্রভু বাহ্যে ক্রোধলীলা প্রকাশ করিলেন। যদিও সেই সুবুদ্ধি সরল গৌড়ীয়ভক্তের শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীচরণামৃত পান করিবার লালসা দেখিয়া শ্রীমহাপ্রভু অন্তরে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি জগদ্‌গুরু আচার্য্যের লীলা-প্রদর্শনকারী শ্রীগৌরসুন্দর ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য বাহ্যে মহারোষ প্রদর্শন করিলেন এবং শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে ডাকিয়া বলিলেন,—"এই দেখ, তোমার গৌড়ীয়-ভক্তের ব্যবহার। শ্রীভগবন্মন্দিরে আমার পাদপ্রক্ষালন করিয়া সেই জল লইয়া পান করিয়াছে। এই সেবাপরাধে (?) আমার কোথায় গতি হইবে! 'তোমার গৌড়ীয়া' আমার এইরূপ দুর্গতি করিল।" তখন শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপ্রভু সেই গৌড়ীয়-ভক্তের ঘাড়ে হাত দিয়া গুণ্ডিচা হইতে বাহির করিয়া দিলেন। সেই ভক্ত পুনরায় গুণ্ডিচায় প্রবেশ করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্মে অত্যন্ত বিনীতভাবে ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীমহাপ্রভু ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন। 'তোমার গৌড়ীয়া' বাক্যের দ্বারা মহাপ্রভু নিখিল বৈষ্ণব-সমাজকে ইহাই জানাইলেন যে, সকল গৌড়ীয়-বৈষ্ণবই শ্রীদামোদর-স্বরূপের অধীন; শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু গৌড়ীয়গণের নেতা। এজন্য তিনি 'শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়েশ্বর' বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে বিখ্যাত। গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনের পর শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণকে লইয়া মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। শ্রীস্বরূপের উচ্চকীর্ত্তনে মহাপ্রভুর প্রেমানন্দ আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন।

স্বরূপের উচ্চ-গান প্রভুরে সদা ভায়।
আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করে গৌররায়॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৩।১৩১)

শ্রীরথযাত্রার কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান কীর্ত্তনীয়াই ছিলেন—শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও শ্রীবাস পণ্ডিত। শ্রীস্বরূপের গানে শ্রীমন্মহাপ্রভু রথযাত্রাকালে 'তাণ্ডবনৃত্য' করিতেন এবং শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু মহাপ্রভুর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিত্তের ভাবানুযায়ী সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীরথযাত্রাকালে শ্রীস্বরূপ-দামোদরপ্রভুর নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমানন্দ বিধান করিত,—

"সেই ত' পরাণ-নাথ পাইনু।
যাহা লাগি' মদন-দহনে ঝুরি' গেনু॥"

শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভু যখন এই ধুয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দর আনন্দে মধুর নৃত্য করিতেন। শ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রে শ্রীগৌরসুন্দর নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছেন, আর সকল ভক্তই শ্রীজগন্নাথাভিমুখী হইয়া নর্ত্তন-কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীমহাপ্রভুর নয়ন ও মন শ্রীজগন্নাথে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। তিনি শ্রীহস্তযুগলে গীতের অভিনয় করিতেছেন। শ্রীগৌর যখন পশ্চাতে চলিতেছেন, শ্রীজগন্নাথ তখন স্থির হইয়া অবস্থান করিতেছেন। আবার শ্রীগৌর যখন অগ্রভাগে চলিতেছেন, তখন শ্রীজগন্নাথ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগন্নাথদেবকে স্বীয় মনোরথে স্থাপন করিয়াছেন। এই সময় শ্রীগৌরসুন্দর নৃত্য করিতে করিতে হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে এই শ্লোকটী পুনঃপুনঃ পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিত-মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবা-রোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

(কাব্যপ্রকাশে ১ম উঃ, ৪র্থ অঙ্ক-ধৃত, সাহিত্য-দর্পণে ১ম পঃ ও পদ্যাবলীতে ৩৮০ অঙ্ক-ধৃত বচন)

একমাত্র শ্রীস্বরূপ-দামোদর ব্যতীত এই শ্লোকের অর্থ আর কেহই জানেন না। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীস্বরূপের সহিত নিরালায় একত্রে বসিয়া এই শ্লোকের অর্থ আস্বাদন করেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

"স্বরূপ-গোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন।
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁ'র কায়, বাক্য, মন॥
স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ।
আবিষ্ট হঞা করে গান আস্বাদন॥
ভাবের আবেশে কভু ভূমিতে বসিয়া।
তর্জনীতে ভূমে লিখে অধোমুখ হঞা॥
অঙ্গুলিতে ক্ষত হ'বে জানি' দামোদর।
ভয়ে নিজ-করে নিবারয়ে প্রভু-কর॥
প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের গান।
যবে যেই রস, তাহা করে মূর্ত্তিমান্॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৩।১৬৩-৬৭)

শ্রীস্বরূপের কীর্ত্তনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণবিরহ-বিধুরা শ্রীরাধার ভাববৈচিত্র্যসমূহ মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হইত।

[৩]

শ্রীরথযাত্রার পরে হেরা-পঞ্চমীর দিন শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজগণ-সঙ্গে গুণ্ডিচায় শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে গেলেন এবং তথা হইতে পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর রসবিশেষ শ্রবণের জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইলে তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া শ্রীল স্বরূপদামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"স্বরূপ! শ্রীজগন্নাথদেব যদিও দ্বারকায় বিহার করেন, তথাপি বৎসরের মধ্যে একবার তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনের জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা হইয়া থাকে। শ্রীসুন্দরাচলের উপবনসমূহ শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায়। এজন্যই শ্রীজগন্নাথদেব বাহ্যে রথযাত্রার ছল করিয়া নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে গমন করেন ও তথায় বিবিধ পুষ্পোদ্যানে অহর্নিশ নানাপ্রকার লীলাবিলাস করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি কি জন্য শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে লইয়া যান না?" শ্রীস্বরূপ বলিলেন,—"প্রভো! ইহার কারণ শ্রবণ করুন। শ্রীবৃন্দাবন-লীলায় শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অধিকার নাই। এই লীলায় একমাত্র শ্রীব্রজগোপীগণই শ্রীকৃষ্ণের সহায়। গোপী ব্যতীত আর কেহই শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করিতে পারেন না।" তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় শ্রীস্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যদি লক্ষ্মীদেবীর সেই লীলায় অধিকার না থাকে, তবে তিনি এত রোষ প্রকাশ করেন কেন?" শ্রীস্বরূপ বলিলেন,—"প্রেমবতীর ইহাই স্বভাব যে, তিনি কান্তের ঔদাসীন্যলেশও সহ্য করিতে পারেন না। তাহাতে তাঁহার ক্রোধাভিমান হয়।"

শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীল স্বরূপ-দামোদরের মধ্যে যখন এইরূপ সংলাপ হইতেছিল, তখন স্বর্ণের চতুর্দ্দোলায়

আরোহণ করিয়া ছত্র, চামর, ধ্বজা, পতাকা, তাম্বূলসম্পুট, ঝারি, নানাবিধ বাদ্য ও দেবদাসীগণের নৃত্য, শত শত দাসী, বহু পরিবার ও ঐশ্বর্য্য একত্র করিয়া ক্রোধাভিমানিনী শ্রীলক্ষ্মীদেবী অন্তঃপুর হইতে সিংহদ্বারে বিজয় করিলেন। শ্রীলক্ষ্মীর দাসীগণ শ্রীজগন্নাথের প্রধান প্রধান সেবককে বলপূর্ব্বক ঈশ্বরীর সমীপে আনয়ন করিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীর দাসীগণের ঐরূপ ঔদ্ধত্য দর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণ মুখে হস্ত প্রদান করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের অগ্রণীরূপে শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু বলিলেন,—"এইরূপ মানের প্রকার আমরা ত্রিজগতে আর কোথাও শুনি নাই বা দেখি নাই। প্রিয়া মানিনী হইলে উৎসাহহীনা হন, তিনি ভূষণাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক মলিনবসনে ভূমিতে বসিয়া নখে যাহা-তাহা লিখিয়া থাকেন। ব্রজে গোপীগণের এই প্রকার মান এবং পুরবাসিনী সত্যভামারও এইরূপই মানের প্রকার শুনিতে পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর মানে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি। ইনি নিজসম্পত্তি একত্র করিয়া সৈন্য সাজাইয়া প্রিয়ের উপর আক্রমণ চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।" শ্রীমহাপ্রভু শ্রীস্বরূপদামোদরকে ব্রজের মানের প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীস্বরূপের মুখে ব্রজের নিগূঢ় প্রেমতত্ত্বসমূহ-শ্রবণের লীলা করিলেন। শ্রীরাধার ভাব-ব্যাখ্যা-শ্রবণে শ্রীগৌরসুন্দর আনন্দাবেশে শ্রীস্বরূপকে আলিঙ্গন ও পুনরায় প্রশ্ন করিয়া শ্রীরাধার বিলাসাদি ভাবের বিষয় শ্রবণ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠত্ব খর্ব্ব করিয়া শ্রীস্বরূপদামোদরকে বলিলেন,—"শুন দামোদর, আমার লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্য-সম্পত্তি দেখ; ইহা কত বিপুল। আর বৃন্দাবনের সম্পত্তি দেখ; তাহা অতি যৎসামান্য। কেবল পুষ্প, কিসলয়, গিরিধাতু, ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জাফল—এই সব। শ্রীজগন্নাথ ঐরূপ বৃন্দাবন দর্শন করিবার জন্য গিয়াছেন শুনিয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মনে অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে; এত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া তিনি কেন বৃন্দাবন গেলেন! শ্রীজগন্নাথদেবকে উপহাস করিবার জন্যই লক্ষ্মীদেবী এত ঐশ্বর্য্যের সজ্জা প্রকট করিয়াছেন। শ্রীলক্ষ্মীর দাসীগণও জগন্নাথদেবের সেবকগণকে বলিতেছেন,—'তোমাদের ঠাকুরের নির্বুদ্ধিতা দেখ। তিনি এত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া পত্রফলপুষ্পের লোভে পুষ্পোদ্যানে গিয়াছেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রভুকে শীঘ্র আমাদের ঈশ্বরীর নিকট আনিয়া দেও।' এই বলিয়া শ্রীলক্ষ্মীর দাসীগণ শ্রীজগন্নাথের সেবকগণকে বন্ধন ও তাঁহাদিগকে লক্ষ্মীর নিকট আনিয়া দণ্ডবতি, মিনতি ও ধনদণ্ডাদি করাইতেছেন।" শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীস্বরূপদামোদরকে পরিহাস করিয়া আরও বলিলেন,—"তোমার ঈশ্বরী ও তাঁহার অনুগতা গোপীগণ দুগ্ধ আবর্ত্তন ও দধিমন্থন করে, আর আমার ঈশ্বরী রত্নসিংহাসনে বসিয়া শত শত দাসদাসীদ্বারা সেবিত হন।" শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস ও শ্রীস্বরূপের স্ব-স্ব ভজন-বৈশিষ্ট্যের কথা জ্ঞাপন করিলে শ্রীশ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু শ্রীশ্রীবাসকে বলিলেন,—"শ্রীবাস, তুমি মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর; শ্রীবৃন্দাবনের সম্পত্তি তোমার মনে পড়িতেছে না। মহা-বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য শ্রীবৃন্দাবনের স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যের কণামাত্র। শ্রীকৃষ্ণ যেখানে ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পত্র-পুষ্পাদির মাধুর্য্যে আপনাকে ধনী মনে করেন, তাহারই নাম 'শ্রীবৃন্দাবনধাম'। সেই শ্রীবৃন্দাবনে চিন্তামণিময় ভূমি, চিন্ময় [illegible], চিন্ময় জলাশয়, চিন্ময় পরিচারিকাগণ, চিন্ময় কল্পবৃক্ষলতাকীর্ণ সহস্রদিক্ বন নিত্য বিরাজিত; তথায় কাহারও ফল-পুষ্প ব্যতীত অন্য কোন ধন-বাঞ্ছার অভিলাষই নাই। ঐশ্বর্য্যবতী লক্ষ্মীকে পরাজয় করিয়া তথায় অনন্তকোটি মাধুর্য্যবতী লক্ষ্মী বিরাজমানা; সেই বৃন্দাবনে কান্তা—শ্রীব্রজসুন্দরী শ্রীগোপীগণ, কান্ত—পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, বৃক্ষগণ সকলেই কল্পতরু, সমস্ত ভূমিই চিন্ময়, জল—অমৃত, কথা—সঙ্গীত, গমন—নাট্য, কৃষ্ণ-বংশী প্রিয়সখী এবং সর্ব্বত্র চিদানন্দজ্যোতিঃ আস্বাদ্য। অতএব শ্রীবৃন্দাবনই পরম আস্বাদ্য।"

শ্রীস্বরূপের মুখে শ্রীরাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীস্বরূপপ্রভুও ব্রজরস-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতে থাকিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'বল, বল' বলিয়া শ্রীস্বরূপের শ্রীমুখের সম্মুখে কাণ পাতিয়া রাখিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম প্রেম-বন্যায় প্লাবিত হইল।

[৪]

শ্রীশ্রীস্বরূপ-দামোদর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিবার জন্য নীলাচলে নিত্য বসতি করিলেন। [illegible] শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগোপীনাথের

সেবা প্রদান করিয়াছিলেন এবং শ্রীপুরীগোস্বামী, শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীদামোদর পণ্ডিত, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীকাশীশ্বর—এই সকল ভক্তের সহিত প্রভু শ্রীনীলাচলে বাস করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে শ্রীজগন্নাথ-দেবকে দর্শন করিতেন। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রতি শ্রীস্বরূপ-দামোদরের সখ্য-প্রীতি ছিল। শ্রীবিদ্যানিধি নীলাচলে আগমন করিলে শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামীর সহিত কৃষ্ণ-কথারঙ্গে একত্র অবস্থান করিতেন।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবিজয়া দশমী তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার প্রধান সঙ্গী হইলেন—শ্রীপুরী গোস্বামী ও শ্রীস্বরূপ-দামোদরপ্রভু। কিন্তু সে-বৎসর প্রভুর আর বৃন্দাবনে যাওয়া হইল না, পুনরায় তিনি নীলাচলে আসিয়া একাকী শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরের বৎসর শ্রীরথ-যাত্রার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। শ্রীরামানন্দ ও শ্রীস্বরূপ-দামোদরপ্রভু অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া প্রভুর সঙ্গে শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার একজন সঙ্গী এক ভৃত্যকে প্রদান করিলেন। প্রাতঃকালে ভক্তগণ যখন প্রভুকে দেখিতে না পাইয়া বিরহ-ব্যাকুল-চিত্তে প্রভুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীস্বরূপ-গোস্বামি-প্রভু সকলকে নিবারণ করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীনীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলে শ্রীদামোদর-স্বরূপ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ প্রভুকে শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরের নিকট আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন এবং শ্রীস্বরূপ-গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন হইতে পুরীতে আগমন-বার্ত্তা গৌড়ে প্রেরণ করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উচ্চারিত 'যঃ কৌমারহরঃ' শ্লোকটির গূঢ় মর্মার্থ একমাত্র শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুই অবগত ছিলেন। সেই শ্লোকের অনুরূপ ভাব-দ্যোতক পদাবলী গান করিয়া শ্রীল স্বরূপ-দামোদর শ্রীগৌরসুন্দরের সন্তোষ-বিধান করিতেন। শ্রীরূপ-গোস্বামি-প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই মনোগত ভাব অবলম্বন করিয়া 'যঃ কৌমারহরঃ'-শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য-জ্ঞাপক একটি শ্লোক তালপত্রে লিখিয়া তাহা স্বীয় ভজন-কুটীরের চালাতে রাখিয়া দিলেন। একদিন শ্রীরূপ সমুদ্র-স্নান করিতে গমন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আগমন করিলেন এবং কুটীরের চালায় শ্রীরূপ-কৃত শ্লোকটি দেখিয়া পাঠ করিতে করিতে প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু স্নান করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দেখিতে পাইয়া মাটিতে প্রণত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপকে চাপড় মারিয়া বলিলেন,—

"গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলা কেমনে?"

অতঃপর সেই শ্লোক লইয়া শ্রীস্বরূপকে দেখাইলেন এবং অজ্ঞতার ভাবে ছলপূর্ব্বক শ্রীস্বরূপকে শ্রীরূপ-কর্তৃক নিজ মনোভাব-অবগতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীস্বরূপ বলিলেন,—"তুমি শ্রীরূপকে কৃপা করিয়াছ, নতুবা তোমার হৃদয়ের ভাব-দ্যোতক 'যঃ কৌমারহরঃ'-শ্লোকের এই অর্থ কিছুতেই অনুভূতির বিষয় হইতে পারে না। যখন এই শ্লোক দেখিতে পাইলাম, তখনই মনে করিয়াছি—শ্রীরূপ নিশ্চয়ই তোমার কৃপায় অভিষিক্ত হইয়াছে। ফলদ্বারাই ফলের কারণ অনুমিত হয়।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভুকে স্বরচিত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" শ্লোক পাঠ করিবার জন্য আদেশ করিলেন; কিন্তু শ্রীরূপ লজ্জা-বশতঃ মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপ-কৃত এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া সকলের চিত্তকে চমৎকৃত করিলেন,—

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র-মিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দী-পুলিন-বিপিনায় স্পৃহয়তি॥"

(শ্রীচৈঃচঃ অঃ ১।১১৪)

[৫]

শ্রীপুরুষোত্তমে পরম-বৈষ্ণব সুপণ্ডিত শ্রীভগবান্ আচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমীপে অবস্থান করিতেন। তিনি অত্যন্ত সরল, গোপাবতার ও সখ্যভাবাক্রান্ত-চিত্ত ছিলেন। শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর সহিত তাঁহার সখ্য-ব্যবহার ছিল। তিনি একান্তভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা দিতেন; কিন্তু তাঁহার পিতা শতানন্দ খাঁন অত্যন্ত বিষয়ী ছিলেন। শ্রীভগবান্ আচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপাল ভট্টাচার্য্য কাশীতে বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া শ্রীভগবান্

আচার্য্যের নিকট আগমন করিলে শ্রীভগবান্ আচার্য্য শ্রীল স্বরূপ-দামোদর-প্রভুকে বলিলেন,—"গোপাল কাশী হইতে বেদান্ত পড়িয়া আসিয়াছে। আইস, আমরা সকলে মিলিয়া তাহার নিকট শারীরক-ভাষ্য শ্রবণ করি।" ইহাতে আচার্য্যের প্রতি প্রেম-ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া শ্রীস্বরূপ বলিলেন,—

"বুদ্ধি ভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥
বৈষ্ণব হঞা যেবা শারীরক-ভাষ্য শুনে।
সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি' আপনারে 'ঈশ্বর' মানে॥
মহাভাগবত, কৃষ্ণ প্রাণধন যাঁ'র।
মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁ'র॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ২।৯৪-৯৬)

নিখিল-বৈষ্ণব-জন-গুরু শ্রীদামোদর-স্বরূপ-প্রভু এইরূপ তীব্রভাবে মায়াবাদ-মতবাদ গর্হণ করিয়াছিলেন এবং শুদ্ধ কৃষ্ণভজনেচ্ছু ব্যক্তি অসুরমোহনাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ-ভাষ্যকে কিরূপ দৃষ্টিতে দর্শন করিবে, তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। মায়াবাদ-হলাহল অতিশয় তীব্র। তাহা কোনরূপে কর্ণপুটে প্রবেশ করিলে জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীভগবান্ আচার্য্য বলিলেন,—"আমাদের কৃষ্ণ-নিষ্ঠ চিত্তকে মায়াবাদ-ভাষ্য কিছুতেই ফিরাইতে পারিবে না।" তাহা শুনিয়া শ্রীস্বরূপ-দামোদর-প্রভু বলিলেন,—

* * "তথাপি মায়াবাদ-শ্রবণে।
'চিৎ ব্রহ্ম, মায়া মিথ্যা'—এইমাত্র শুনে॥
জীবজ্ঞান—কল্পিত, ঈশ্বরে—সকল অজ্ঞান।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মনঃপ্রাণ॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ২।৯৮-৯৯)

শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপ্রভুর এই কথা শুনিয়া শ্রীভগবান্ আচার্য্য লজ্জা ও ভয় পাইয়া মৌন হইলেন এবং গোপালকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

[৬]

যখন শ্রীগৌরসুন্দর জীব-শিক্ষার জন্য নিজ-ভক্ত ছোট হরিদাসের প্রতি দণ্ডলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং ছোট হরিদাস গভীর দুঃখে তিনদিন উপবাসী ছিলেন, সেই সময়ে শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপ্রভু শ্রীহরিদাসকে পুনরায় প্রভুর শ্রীচরণ-দর্শন-প্রাপ্তির আশা ও সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন। ছোট হরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন না পাইয়া ত্রিবেণীর জলে প্রবেশ করিলে শ্রীস্বরূপ-দামোদরপ্রভু ত্রিবেণীর প্রভাবে ছোট হরিদাসের শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ-প্রাপ্তির সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল স্বরূপ-দামোদর-প্রভুকে তাঁহার অন্তরঙ্গ-নিজজন জানিয়া সমস্ত ভক্তি-সিদ্ধান্তের পরীক্ষক-রূপে নির্দেশ করিয়াছিলেন। গীত, শ্লোক, গ্রন্থ, কাব্য—যাহা কিছু কেহ রচনা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শুনাইতে আসিতেন, তাহা প্রথমেই সকলকে শ্রীস্বরূপ-দামোদরের নিকট শুনাইতে হইত। শ্রীস্বরূপের অনুমোদন ও তাঁহার নিকট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা শুনিতেন। কারণ, কোনপ্রকার রসাভাস বা সিদ্ধান্ত-বিরোধ শ্রীমন্মহাপ্রভু সহ্য করিতে পারিতেন না; তাহাতে তাঁহার ক্রোধের উদয় হইত; এইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে, সমস্ত বিষয়ই পূর্ব্বে শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে শুনাইতে হইবে।

শ্রীভগবান্ আচার্য্যের পরিচিত পূর্ব্ববঙ্গবাসী এক ব্রাহ্মণ-কবি একটি নাটক রচনা করিয়া প্রথমে সেই নাটক শ্রীভগবান্ আচার্য্যকে শুনাইলেন। আচার্য্যের সঙ্গে অনেক বৈষ্ণবও সেই নাটক শুনিয়াছিলেন। সকলেই সেই নাটককে 'সর্ব্বোত্তম' বলিয়া প্রশংসা করিলেন ও তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শুনাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। ইহাতে শ্রীভগবান্ আচার্য্য শ্রীস্বরূপ-গোস্বামীর নিকট ঐ কবির কাব্যের প্রশংসা করিয়া প্রথমে শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে ঐ নাটক শ্রবণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ইহাতে শ্রীস্বরূপ-দামোদর বলিলেন,—

* * "তুমি 'গোপ' পরম-উদার।
যে-সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার॥
'যদ্বা-তদ্বা' কবির বাক্যে হয় 'রসাভাস'।
সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
'রস', 'রসাভাস' যা'র নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার॥
'ব্যাকরণ' নাহি জানে, না জানে 'অলঙ্কার'।
'নাটকালঙ্কার'-জ্ঞান নাহিক যাহার॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্য-বিহার॥

কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌর-পাদপদ্ম যা'র হয় প্রাণ-ধন॥
গ্রাম্যকবির কবিত্ব শুনিতে হয় 'দুঃখ'।
বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য শুনিতে হয় 'সুখ'॥
রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভে।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যা'র মুখবন্ধে॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।১০১-১০৮)

তথাপি শ্রীভগবান্ আচার্য্য শ্রীস্বরূপ-দামোদর-প্রভুকে ঐ নাটক শ্রবণ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। দুই-তিনদিন অনুরোধ করিবার পর শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু নাটক-শ্রবণে সম্মত হইলেন। সমস্ত বৈষ্ণবের সহিত ঐ নাটক-শ্রবণ-কালে কবি যখন নিম্নলিখিত নান্দী-শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন, তখন শ্রীস্বরূপ-দামোদর কবিকে উহা ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন।

"বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।১১২)

কবি উক্ত শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,—"শ্রীজগন্নাথদেব সুন্দর-দেহ, আর শ্রীচৈতন্যদেব সেই দেহের দেহী; অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ দারুময়ী প্রতিমা, আর শ্রীচৈতন্যদেব সেই প্রতিমার প্রাণ-স্বরূপ। সহজ জড়ময় দারুময়ী শ্রীজগন্নাথ-প্রতিমাকে চেতন করিবার জন্য শ্রীমহাপ্রভু নীলাচলে আবির্ভূত হইয়াছেন।"

এই সিদ্ধান্ত (?) শ্রবণ করিয়া সকল শ্রোতার হৃদয়ই আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু একমাত্র শ্রীস্বরূপ-দামোদর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ক্রোধের সহিত বলিতে লাগিলেন,—

"আরে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।
দুই ত' ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস॥
পূর্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ জগন্নাথ-রায়।
তাঁ'রে কৈলি জড়-নশ্বর-প্রাকৃত-কায়॥
পূর্ণ-ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য—স্বয়ং ভগবান্।
তাঁ'রে কৈলি ক্ষুদ্রজীব-স্ফুলিঙ্গ-সমান॥
দুই-ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ 'তত্ত্ব'বর্ণে তা'র এই গতি!
আর এক করিয়াছ পরম 'প্রমাদ'।
দেহ-দেহি-ভেদ ঈশ্বরে কৈলা 'অপরাধ'॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ।
স্বরূপ, দেহ,—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ॥
কাহাঁ 'পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য' কৃষ্ণ 'মহেশ্বর'।
কাহাঁ 'ক্ষুদ্র' জীব 'দুঃখী', 'মায়ার কিঙ্কর'!"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।১১৭-১২২, ১২৬)

তত্ত্বভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্রাট্ শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুর এইরূপ কৃপাশাসনপূর্ণ সুসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া সভাসদ্‌গণ স্তম্ভিত হইলেন এবং উক্ত প্রাকৃত কবিরও ইহাতে লজ্জা, ভয় ও বিস্ময় উপস্থিত হইল। তিনি যেন 'হংসের মধ্যে বকে'র ন্যায় মৌনী হইয়া রহিলেন। কবির দুঃখ দেখিয়া শ্রীস্বরূপপ্রভু পরম সদয় হইয়া উক্ত কবির মঙ্গলের জন্য পুনরায় উপদেশ করিলেন,—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র তরঙ্গ॥
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবা নির্ম্মল॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।১৩১-১৩৩)

শ্রীস্বরূপ-দামোদরপ্রভু কবির সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ-বিচার নির্দ্দেশ করিয়া পরে মূর্খ ও বিদ্বেষীর কৃষ্ণ-নিন্দোক্তি প্রভৃতি দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণসেবিকা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীরূপিণী শুদ্ধা সরস্বতী কিরূপে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন, তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইন্দ্রের নিন্দোক্তি হইতে প্রদর্শন করিলেন। ঐশ্বর্য্যমদমত্ত বৃত্রারি ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে নিন্দা করিয়া যে-সকল শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, শুদ্ধা সরস্বতী সেই-সকল শব্দেরও শ্রীকৃষ্ণের বন্দনাপর তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিদ্বেষী জরাসন্ধ ও শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে-সকল নিন্দোক্তিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাও শুদ্ধা সরস্বতী কৃষ্ণস্তুতিপর-রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহা বলিয়া শ্রীস্বরূপ-দামোদর উক্ত কবির রচিত নাটকের নান্দীশ্লোকে ব্যবহৃত শব্দসমূহের দ্বারা শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের স্তুতিপর ব্যাখ্যা করিলেন এবং কবিকে বলিলেন,—"তোমার পঠিত অর্থে নিন্দা ও

জগন্নাথ উপস্থিত হয়, কিন্তু তথা সরস্বতীর অর্থ শ্রবণ কর। তাহা শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীচৈতন্যদেবের স্তুতিপর ব্যাখ্যাই করিয়াছেন,—

জগন্নাথ হন কৃষ্ণের 'আত্মস্বরূপ'।
কিন্তু ইঁহা দারুব্রহ্ম—স্থাবর-স্বরূপ॥
তাঁহা-সহ আত্মতা একরূপ হঞা।
কৃষ্ণ একতত্ত্বরূপ দুইরূপ হঞা॥
সংসারতারণ-হেতু যেই ইচ্ছা-শক্তি।
তাহার মিলন করি একতা যৈছে প্রাপ্তি॥
সকল সংসারী লোকের করিতে উদ্ধার।
গৌর জঙ্গম-রূপে কৈলা অবতার॥
জগন্নাথের দর্শনে খণ্ডায় সংসার।
সব-দেশের সব-লোক নারে আসিবার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু দেশে দেশে যাঞা।
সব-লোকে নিস্তারিলা জঙ্গম-ব্রহ্ম হঞা॥
সরস্বতীর অর্থ এই কহিলুঁ বিবরণ।
এহো ভাগ্য,—তোমার ঐছে কবিতা-বর্ণন॥
কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ।
সেই নাম হয় তা'র 'মুক্তি'র কারণ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।১৪৮-১৫৫)

শ্রীশ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুর কৃপাদৃষ্টি যাঁহার প্রতি বর্ষিত হয় এবং যে-ব্যক্তি তাঁহার সেই কৃপাশাসনকে অবনতমস্তকে বরণ করেন, তাঁহার মঙ্গললাভ অবশ্যম্ভাবী, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কবি শ্রীবাঙ্গগৌড়ীয়ের প্রভুর কৃপাশাসন বরণ করিয়া বৈষ্ণবকুলের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের কৃপায় শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম-দর্শন ও কৃপা লাভ করিলেন। তদবধি কবি সমস্ত ত্যাগ করিয়া নীলাচলে ভক্তসঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন।

[৭]

শ্রীল রঘুনাথদাস প্রভু যখন তাঁহার বিষয়ী পিতা ও পিতৃব্যের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগের লীলা প্রদর্শন করিয়া নীলাচলে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইলেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরঘুনাথের উৎকণ্ঠা-দর্শনে কৃপার্দ্রচিত্ত হইয়া শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে বলিলেন,—

"এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র-ভৃত্য-রূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥
তিন 'রঘুনাথ'-নাম হয় মোর স্থানে।
'স্বরূপের রঘু'—আজি হৈতে ইহার নামে॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।২০২-২০৩)

শ্রীল রঘুনাথ সেই হইতে বৈষ্ণবমণ্ডলে "স্বরূপের রঘু" বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। শ্রীরঘুনাথ শ্রীস্বরূপের শ্রীপাদপদ্মে একদিন নিজ কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরঘুনাথ অনেক সময়ই শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া শ্রীস্বরূপ ও শ্রীগোবিন্দের দ্বারা শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণে নিজ বক্তব্য নিবেদন করিতেন। শ্রীস্বরূপপ্রভু শ্রীমহাপ্রভুর নিকট "শ্রীরঘুনাথের কি কর্ত্তব্য"-বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রীদামোদর-স্বরূপকেই শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করিবার জন্য শ্রীরঘুনাথকে আজ্ঞা করিলেন এবং বলিলেন,—

'সাধ্য'-'সাধন'-তত্ত্ব শিখ' ইঁহার স্থানে।
আমি যত নাহি জানি, ইঁহো তত জানে॥

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।২৩৪)

এই উক্তিদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীদামোদর-স্বরূপ-প্রভুকেই শ্রীবাঙ্গগৌড়ীয়গণের নিত্যপ্রভু বা গুরু এবং সমস্ত সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের আচার্য্য বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীরঘুনাথ শ্রীল দামোদর-স্বরূপের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-সেবা প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"মনে মনে স্বীয় স্বরূপদেহে যে ব্রজসেবা, তাহাই 'অন্তরঙ্গ-সেবা'। শ্রীস্বরূপ-গোস্বামী প্রভু শ্রীব্রজলীলায় শ্রীললিতা-দেবী। তাঁহার গণ-মধ্যে প্রবেশ করত শ্রীদাসগোস্বামী স্বীয় অন্তরঙ্গ ব্রজসেবা করিতেন।"

শ্রীল রঘুনাথদাস প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত শ্রীগুঞ্জা-মালা ও শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারিরূপে অনুভব করিয়া তাঁহাদের শুদ্ধ সাত্ত্বিক-সেবা করিতেন। শ্রীস্বরূপের অনুরোধক্রমে শ্রীরঘুনাথ সেই শ্রীবিগ্রহকে শ্রীগোবিন্দ-প্রদত্ত সন্দেশ সমর্পণ করিলেন। যে-সকল মহাপ্রসাদান্ন অবিক্রীত-অবস্থায় থাকিয়া পর্য্যুষিত হইয়া যাইত, পসারিগণ সেই প্রসাদান্ন সিংহদ্বারে গাভীগণকে ভক্ষণার্থ প্রদান করিত। তৈলঙ্গী গাভীগণও দুর্গন্ধে যাহা ভক্ষণ করিতে

পারিত না, সেই পর্য্যুষিত ও কর্দ্দমাক্ত অন্নপ্রসাদার রাত্রিকালে ঘরে আনয়ন করিয়া প্রক্ষালনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-উচ্ছিষ্ট চিদ্বস্তুজ্ঞানে শ্রীরঘুনাথ প্রত্যহ গ্রহণ করিতেন। একদিন শ্রীস্বরূপ-দামোদর-প্রভু শ্রীরঘুনাথকে উহা ভোজন করিতে দেখিয়া তাহা যাচ্ঞা করিয়া লইয়া ভোজন করিলেন,—

স্বরূপ কহে,—"ঐছে অমৃত খাও নিতি-নিতি।
আমা-সবায় নাহি দেহ',—কি তোমার প্রকৃতি?"
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।৩২০)

শ্রীগোবিন্দের মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুও একদিন—

"খাসা বস্তু খাও সবে, মোরে না দেহ' কেনে?"

—এই বলিয়া এক গ্রাস গ্রহণ করিলেন; তখন শ্রীস্বরূপ-দামোদর-প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর হস্ত ধারণ করত নিবারণপূর্ব্বক "তোমার ইহা যোগ্য নহে" বলিয়া দ্বিতীয় গ্রাস প্রভুর হস্ত হইতে কাড়িয়া লইলেন। এই আদর্শের দ্বারা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়েশ্বর শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, সাধকের স্বয়ং কৃষ্ণ-প্রীতির জন্য বৈরাগ্য-আচরণের অভ্যাস থাকিলেও শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে একমাত্র প্রভু-জ্ঞানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিদ্-উপকরণের দ্বারাই সেবা করা কর্ত্তব্য। শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে বৈরাগ্য অভ্যাস করাইতে হইবে না কিংবা শ্রীএকাদশী তিথিতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিগ্রহকে উপবাসী রাখিতে হইবে না অথবা তাঁহারা প্রকট-লীলায় লোক-শিক্ষাকল্পে যে-সকল বৈরাগ্যের অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন, সেইরূপভাবে তাঁহাদের পূজা করিতে হইবে না; তাহা করিলে মহা-পাষণ্ডিত্ব ও অপরাধের উদ্ভব হইবে,—ইহাই শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভুর শিক্ষার তাৎপর্য্য।

শ্রীনীলাচলে শ্রীবল্লভ-ভট্ট শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বন্দনা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মগোপনপূর্ব্বক ভক্তগণেরই প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং শ্রীদামোদর-স্বরূপের গুণ বর্ণনা করিয়া বলিলেন,—

"দামোদর-স্বরূপ—প্রেমরস-মূর্ত্তিমান্।
যাঁ'র সঙ্গে হৈল ব্রজ-মধুর-রস-জ্ঞান॥
'শুদ্ধপ্রেম' ব্রজদেবীর—কামগন্ধহীন।
'কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য',—এই তা'র চিহ্ন॥
সার্ব্বোত্তম ভজন এই সর্ব্বভক্তি জিনি'।
অতএব কৃষ্ণ কহে,—'আমি তোমার ঋণী'॥
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান হৈতে কেবল-ভাব—প্রধান।
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব-সমান॥
তেঁহ যাঁ'র পদধূলি করেন প্রার্থন।
স্বরূপের সঙ্গে পাইলুঁ এ-সব শিক্ষণ॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৭।৩৮-৩৯,৪২,৪৩-৪৪)

শ্রীবল্লভভট্টের প্রতি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের প্রীতি উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বাহ্যে কৃত্রিম ক্রোধলীলা প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীগদাধরের প্রেম পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে শ্রীগদাধর ভীত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপাদি ভক্তগণের দ্বারা সত্বর শ্রীগদাধরকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। শ্রীস্বরূপ শ্রীগদাধরকে বলিলেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভু পরীক্ষা করিবার জন্য তোমাকে ঐরূপ উপেক্ষা-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তুমি কেন প্রভুর নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা বল নাই, ভীতপ্রায় হইয়া সকল সহ্য করিয়াছ?" শ্রীগদাধর-পণ্ডিত প্রিয়তম প্রভুর সর্ব্ববিধ স্নেহ-অত্যাচার সহ্য করাই কর্ত্তব্য বলিয়া শ্রীস্বরূপকে জানাইলেন।

[৮]

শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভু ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ ও কোনরূপ অপরাধজনক বিচার ও আচার সহ্য করিতে পারিতেন না, কিন্তু সর্ব্বত্রই ভক্তের সাময়িক ত্রুটী-বিচ্যুতির প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাকর্ষণ বা ভক্তগণের আবদার রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট যত্নাগ্রহের আদর্শ তাঁহাতে দৃষ্ট হইত। ছোট হরিদাসের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাকর্ষণের জন্য চেষ্টা তথা শ্রীল রামরায়ের রক্ষণকার্য্যে শ্রীমহাপ্রভুর ঔদাসীন্য-পরিত্যাগের জন্য অনুরোধ, শ্রীজগদানন্দের হৃদয়ে দুঃখ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা জ্ঞাপন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীল জগদানন্দ-প্রদত্ত শয্যায় শয়ন করাইবার চেষ্টা প্রভৃতি শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়েশ্বরের মহোদার হৃদয় ও ভক্ত-পক্ষপাতিত্বের সাক্ষ্য দান করে।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরে সাত-সম্প্রদায়ে 'বেড়া'-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া মহৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রভুর স্বয়ং নৃত্য করিবার অভিলাষ হইলে

শ্রীল স্বরূপ-দামোদরকে শ্রীমন্মহাপ্রভু একটী উৎকল-সঙ্গীতের পদ-গান করিতে আজ্ঞা করিলেন।

"জগমোহন পরি মুণ্ডা যাউ"

—এই কীর্ত্তন-শ্রবণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত সাত্ত্বিক-বিকারসমূহ প্রকটিত হইয়াছিল।

শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস শ্রীগৌরসুন্দরের সাক্ষাতে নির্য্যাণলীলা প্রকট করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় সেবকগণের অগ্রগণ্য শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভু শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীনির্য্যাণোৎসব সম্পন্ন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীল হরিদাসের নির্য্যাণোৎসবের জন্য পসারিগণের নিকট 'আঁচল পাতিয়া' শ্রীমহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিতেছিলেন, তখন পসারিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মুষ্টিসমেত সমস্ত প্রসাদ-প্রদানে উদ্যত হইলে তাহা বহন করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কষ্ট হইবে জানিয়া শ্রীস্বরূপগোস্বামি-প্রভু পসারিগণকে নিষেধ করিলেন এবং প্রভুকে গৃহে পাঠাইয়া ঐ মহোৎসব-কার্য্যের ভার স্বয়ং স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। বিরহোৎসবে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বৈষ্ণবগণকে স্বহস্তে শ্রীমহাপ্রসাদ পরিবেশন করিতে উদ্যত হইলে প্রভুকে বিরত করিয়া শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু শ্রীজগদানন্দ, শ্রীকাশীশ্বর ও শ্রীশঙ্করকে লইয়া প্রসাদ পরিবেশন করিলেন।

শ্রীজগদানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য 'গেরুয়া কাপড়' দিয়া তোষক ও বালিশ নির্ম্মাণ করিয়া উহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যবহারের জন্য শ্রীগোবিন্দকে প্রদান করিলেন এবং শ্রীস্বরূপকেও তজ্জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন। শ্রীস্বরূপ ও শ্রীগোবিন্দ তদ্দ্বারা প্রভুর শয্যা রচনা করিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রোধলীলা প্রকাশপূর্ব্বক ঐরূপ তোষক ও বালিশ-নির্ম্মাণকারীর নাম জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই শয্যা দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক কদলী-পত্রে শয়ন করিলেন। শ্রীস্বরূপ গোস্বামি-প্রভু শ্রীজগদানন্দের মন ব্যথিত হইবে বলিয়া প্রভুকে জানাইলে প্রভু আপনাকে 'বিরক্ত যতি'-অভিমানে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। অবশেষে সেবা-চতুর শ্রীস্বরূপ গোস্বামিপ্রভু কদলীর বহু শুষ্কপত্র আনয়ন করিয়া নখে চিরিয়া চিরিয়া তাহা অতি সূক্ষ্ম করিলেন এবং তাহা প্রভুর বহির্ব্বাসে ভরিয়া তোষক নির্ম্মাণ করিলেন। শ্রীস্বরূপ-দামোদরের অনেক চেষ্টা ও অনুরোধের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীজগদানন্দ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবন চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইলেন এবং শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর নিকট ইহা জানাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইলেন। শ্রীস্বরূপের অনুরোধে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগদানন্দকে ডাকিয়া শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার কর্ত্তব্যোপদেশ জানাইলেন।

[৯]

একদিন শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনে তিন দ্বার বন্ধ করিয়া রাত্রিকালে শ্রীস্বরূপ, শ্রীগোবিন্দ প্রভৃতি বিশ্রামার্থ শয়ন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গম্ভীরার মধ্যে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন। কিন্তু প্রভুর শ্রীনামসংকীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিতে না পাইয়া শ্রীস্বরূপ মহাপ্রভুর গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন; দেখিলেন, তিন দ্বার পূর্ব্বের ন্যায়ই বন্ধ আছে, কিন্তু প্রকোষ্ঠ হইতে শ্রীমহাপ্রভু অদৃশ্য হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া শ্রীস্বরূপ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য ব্যাকুলচিত্তে সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে সিংহদ্বারের উত্তরদিকে একস্থানে অচেতনাবস্থায় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দেখিতে পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহে প্রভুর সন্ধিসকল শ্লথ হইয়া হস্তপদের দৈর্ঘ্য অধিক হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভূমিতে বিকলভাবে গদ্গদবচনে লুণ্ঠন করিতে করিতে রোদন করিতেছিলেন; তখন শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপ্রভু ভক্তগণসহ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কর্ণমূলে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে থাকিলে বহুক্ষণ পরে প্রভু বাহ্যদশায় অবতরণ করিলেন এবং প্রভুকে গৃহে আনয়ন করিলেন।

আর একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু অকস্মাৎ সমুদ্রতীরে চটকপর্ব্বত দর্শন করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন-জ্ঞানে পর্ব্বতাভিমুখে মহাভাবাবেশে শ্রীমদ্ভাগবতের "হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাস-বর্য্যো" (শ্রীভাঃ ১০।২১।১৮) শ্লোকটী পাঠ করিতে করিতে ধাবিত হইলেন এবং অষ্টসাত্ত্বিক বিকার প্রকট করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। শ্রীস্বরূপাদি ভক্তগণ উচ্চসংকীর্ত্তন ও প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে জল সেচন করিলেন। প্রভু অর্দ্ধ-বাহ্যদশা লাভ করিয়া

শ্রীস্বরূপ গোস্বামি-প্রভুর নিকট স্বীয় ভাবসমূহ ব্যক্ত করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে শ্রীরাস-রাত্রিতে গোপীগণ যেরূপ বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিয়াছিলেন, প্রভুরও সেই সকল ভাব উদিত হইতে লাগিল। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ গোস্বামি-প্রভুকে সেই সেই ভাবানুকূল এক সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতে বলিলে শ্রীস্বরূপ—

"রাসে হরিমিহ বিহিত-বিলাসম্।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্॥"

(শ্রীগীতগোবিন্দ ২।২)

—পদটী কীর্ত্তন করিলেন। ঐ গান-শ্রবণে মহাপ্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে থাকিলেন, প্রভুর শ্রীঅঙ্গে যুগপৎ অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের উদয় হইল। প্রভুর অত্যন্ত ভাববিহ্বলতা দেখিয়া শ্রীস্বরূপ ঐ গান হইতে বিরত হইলেন।

একদিন শ্রীল শিবানন্দ সেন শ্রীপরমানন্দ-পুরীদাস-পুত্রসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর বালকটিকে 'শ্রীকৃষ্ণ'-নাম উচ্চারণ করিবার জন্য পুনঃপুনঃ আদেশ প্রদান এবং শ্রীশিবানন্দও তজ্জন্য বহুবার যত্ন করিলেও বালক কিছুতেই 'শ্রীকৃষ্ণ'-নাম উচ্চারণ করিলেন না। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত বলিলেন,—"আমি স্থাবর-জঙ্গম পর্য্যন্ত সমগ্র জগৎকে শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করাইলাম, কিন্তু এই ক্ষুদ্র বালককে গ্রহণ করাইতে পারিলাম না,—ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়!" তখন শ্রীল স্বরূপ শ্রীপুরীদাসের মৌনাবলম্বনের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া প্রভুকে বলিলেন,—"তুমি ইহাকে শ্রীকৃষ্ণনামমন্ত্র উপদেশ করিয়াছ; সেই মন্ত্র বালক অপরের সমুখে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহে। বালক মনে মনে ঐ মন্ত্র নিশ্চয়ই জপ করিতেছে, মুখে উচ্চারণ করিতেছে না,—ইহাই ইহার মনঃকথা বলিয়া আমি অনুমান করি।" শ্রীস্বরূপের অনুমান যে সত্য, তাহা আর একদিনের ঘটনায়ই প্রকাশিত হইল। একদিন সেই সপ্তবর্ষ-বয়স্ক বালক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জয়সূচক একটী শ্লোক রচনা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রবণ করাইলেন।

[১০]

দিবারাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরহোন্মাদে প্রমত্ত থাকিতেন এবং প্রেমাবেশে নানাপ্রকার প্রলাপ করিতেন। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ-রামানন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণকথায় অর্দ্ধরাত্র অতিবাহিত করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবোপযোগী সঙ্গীতের দ্বারা শ্রীল স্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিয়াছিলেন। প্রভুকে শয়ন করাইয়া শ্রীস্বরূপ, ও শ্রীরামরায় স্ব-স্ব স্থানে গমন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অর্দ্ধরাত্রে উচ্চনাম-সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় অকস্মাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কর্ণমূলে শ্রীকৃষ্ণবেণুগান প্রবিষ্ট হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু দ্বারোদ্ঘাটন না করিয়াই তিনটী প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ভাবাবেশে বাহিরে আসিয়া সিংহদ্বারের দক্ষিণে—যে-স্থানে তৈলঙ্গী গাভীগণ থাকে, তথায় আসিয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন। শ্রীগোবিন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শব্দ না পাইয়া শ্রীস্বরূপকে ডাকিলেন। শ্রীস্বরূপ প্রদীপ জ্বালিয়া ভক্তগণের সহিত প্রভুর অন্বেষণ করিতে করিতে সিংহদ্বারে আসিয়া গাভীগণের মধ্যে কূর্ম্মাকারে অচেতনাবস্থায় প্রভুকে দেখিতে পাইলেন। শ্রীস্বরূপ অনেক চেষ্টা করিয়া প্রভুকে গৃহে লইয়া আসিলেন এবং উচ্চ-সংকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর চৈতন্য বিধান করিলেন। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু অর্দ্ধবাহ্যদশায় শ্রীস্বরূপের নিকট নিজের অবস্থা বর্ণন করিলেন এবং কৃষ্ণধ্বনি-শ্রবণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীস্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাব বুঝিতে পারিয়া সেই ভাবানুরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিলেন,—

"কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥"

(শ্রীভাঃ ১০।২৯।৪০)

শ্রীস্বরূপের শ্রীমুখে এই শ্লোক শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু গোপী-ভাবাবিষ্ট হইয়া চিত্রজল্পোক্তিসমূহ আরম্ভ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সকল লীলা-বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এইরূপ লিখিয়াছেন,—

কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমা, ভক্তেরে নাচায়।
আপনে নাচয়ে,—তিনে নাচে একঠাঞি॥
প্রেমার বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন।
চাঁদ ধরিতে চাহে, যেন হঞা 'বামন'॥
বায়ু যৈছে সিন্ধু-জলের হরে এক 'কণ'।
কৃষ্ণপ্রেম-কণ তৈছে জীবের স্পর্শন॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত।
জীব ছার কাহাঁ তা'র পাইবেক অন্ত?
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করেন আস্বাদন।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদি 'গণ'॥
জীব হঞা করে যেই তাহার বর্ণন।
আপনা শোধিতে তা'র ছোঁয়ে এক 'কণ'॥

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৮।১৮-২৩)

একদিন শারদীয়া জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে শ্রীমহাপ্রভু আই-টোটা হইতে সমুদ্র দেখিতে পাইলেন এবং উহাকে শ্রীযমুনা মনে করিয়া সমুদ্রের মধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন। ভাসিতে ভাসিতে প্রভু কোণারকের দিকে চলিলেন। কোন ধীবর একটী বৃহৎ মৎস্য ভাবিয়া প্রভুকে জালের দ্বারা টানিয়া দেখিতে পাইল যে, এক মহাপুরুষ অচেতনাবস্থায় তাহার জালের মধ্যে বদ্ধ হইয়াছেন। প্রভুকে স্পর্শ করিবামাত্র সেই ধীবরের প্রেমাবেশ হইল। ধীবর ইহাতে ভীত হইয়া মনে করিল যে, তাহাকে ভূতে পাইয়াছে। ইহা মনে করিয়া সে যখন ওঝার অনুসন্ধানে যাইতেছিল, তখন শ্রীমহাপ্রভুকে নানাভাবে অন্বেষণ করিয়া শ্রীস্বরূপগোস্বামি-প্রমুখ ভক্তগণ সমুদ্রের তীরে তীরে আসিতে আসিতে ধীবরকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। জালিয়াকে জিজ্ঞাসাক্রমে তাহার নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শ্রীস্বরূপ-গোস্বামি-প্রভু বুঝিতে পারিলেন যে, সেই জালিয়াই শ্রীমহাপ্রভুকে জল হইতে তীরে তুলিয়াছে। শ্রীস্বরূপ ভীত ধীবরকে বলিলেন,—"আমি বড় ওঝা, আমি ভূত ছাড়াইতে জানি।" ইহা বলিয়া মন্ত্র পড়িয়া ধীবরের মস্তকে শ্রীস্বরূপ-প্রভু তাঁহার শ্রীহস্ত প্রদান করিলেন এবং তিন চাপড় মারিয়া বলিলেন,—"তোমার ভূত পলাইয়াছে।" জালিয়া কিছু স্থির হইলে শ্রীস্বরূপ বলিলেন,—"তুমি যাঁহাকে ভূত জ্ঞান করিয়াছ, তিনি ভূত নহেন; তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। প্রেমাবেশে তিনি সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। তাঁহার স্পর্শমাত্র তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয় হইয়াছে।" অতঃপর শ্রীস্বরূপপ্রভু শ্রীমহাপ্রভুর চৈতন্য-সম্পাদনার্থ যত্ন ও নানাভাবে তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহাকে অর্দ্ধবাহ্যদশায় আনয়ন করিলেন এবং সেই দশায় প্রভু নানা প্রকার চিত্র-জল্পোক্তি করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে বাহ্যদশায় আসিয়া শ্রীমহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কেন আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছ?" তখন শ্রীস্বরূপ মহাপ্রভুর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন এবং প্রভুও স্বীয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তৎপরে শ্রীস্বরূপ গোস্বামী শ্রীমহাপ্রভুকে স্নান করাইয়া গৃহে লইয়া আসিলেন।

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীশান্তিপুর হইয়া শ্রীনীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের দ্বারা শ্রীমহাপ্রভুর নিকট একটী প্রহেলিকা প্রেরণ করিলেন। শ্রীস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরকে ঐ প্রহেলিকার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমহাপ্রভু স্বীয় অবতারের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি ও লীলা-সঙ্গোপনের আভাস ইঙ্গিতে প্রদান করিলেন। শ্রীস্বরূপের হৃদয় বিষাদ-ভারাক্রান্ত হইল এবং সেইদিন হইতে শ্রীমহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিরহদশাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। শ্রীমহাপ্রভু অহর্নিশ কৃষ্ণ-বিরহবিধুর হইয়া পরম-শ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ-নিজজন শ্রীস্বরূপ ও শ্রীরায়-রামানন্দ প্রভুর সহিত কখন শ্রীজয়দেব-কৃত 'শ্রীগীতগোবিন্দ', কখনও 'শ্রীমদ্ভাগবত', কখন শ্রীরায়-রামানন্দ-কৃত 'শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ-নাটক', কখন শ্রীবিল্বমঙ্গল-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' হইতে শ্লোক শ্রবণ করিয়া ভাবাবিষ্ট হইতেন। শ্রীস্বরূপ-রামরায়ের কণ্ঠ ধারণ করিয়া শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের অলৌকিক মহিমা ও বিপ্রলম্ভ-প্রেম-পরাকাষ্ঠার গীতি-সমূহ কীর্ত্তন করিতেন।

[১১]

শ্রীমহাপ্রভুর সমগ্র ভক্তগণের মধ্যে কেবলমাত্র সাড়ে তিনজন 'শ্রীরাধার গণ' বলিয়া খ্যাত—

প্রভু লেখা করে যাঁ'রে রাধিকার 'গণ'।
জগতের মধ্যে 'পাত্র'—সাড়ে তিন জন॥
স্বরূপ-গোসাঞি, আর রায়-রামানন্দ।
শিখি-মাহিতি—তিন, তাঁ'র ভগিনী—অর্দ্ধজন॥

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ২।১০৫-১০৬)

শ্রীমুরারি গুপ্ত ও শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু স্ব-স্ব-কৃত সূত্রে যথাক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদি ও শেষ লীলা গ্রথন করিয়াছেন। শ্রীল মুরারি গুপ্ত ঠাকুরের কড়চা-অনুসারে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ও শ্রীল লোচনদাস প্রভৃতি শ্রীগৌরভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে বিপ্রলম্ভময়ী অন্ত্যলীলা শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু ও 'শ্রীস্বরূপের শ্রীরঘুনাথ' কড়চা-আকারে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-সম্প্রদায়ের ভজন-রাজ্যের উপজীব্য-স্বরূপ হইয়াছে। এইজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

'স্বরূপ-গোসাঞি', আর রঘুনাথ-দাস।
এই দুইর কড়চাতে এ লীলা-প্রকাশ॥
সেকালে এ দুই রহেন মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চা-কর্ত্তা রহেন দূরদেশে॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি' এই দুইজন।
সংক্ষেপে বাহুল্যে করেন কড়চা গ্রন্থন॥
স্বরূপ—'সূত্রকর্ত্তা', রঘুনাথ—'বৃত্তিকার'।
তা'র বাহুল্য বর্ণি পাঁজি-টীকা-ব্যবহার॥

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১৩।৭-১০)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বৈষ্ণবর্ণে লিখিয়াছেন,—"শ্রীমহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে রসময়ী উপাসনা প্রচার করিতে আজ্ঞা করেন; সেই আজ্ঞাক্রমে তিনি দুইভাগে কড়চা রচনা করেন—এক ভাগে রসোপাসনার অন্তঃপন্থা ও অন্যভাগে রসোপাসনার বহিঃপন্থা লিখিয়াছেন। অন্তঃপন্থা শ্রীরূপ-গোস্বামীর কণ্ঠে অর্পণ করেন, তাহা শ্রীরূপ-গোস্বামীর গ্রন্থে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বহিঃপন্থা শ্রীমদ্-বক্রেশ্বর গোস্বামীকে অর্পণ করেন" (শ্রীচৈঃ শিঃ ৩য় অঃ)।

শ্রীশ্রীল স্বরূপ-গোস্বামি-প্রভুর কৃপাতেই শ্রীগৌরসুন্দরের অবতারের মূল-প্রয়োজন ও গূঢ়-কারণ জগতে প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার কৃপাতেই শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব, শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব ও পঞ্চতত্ত্ব স্বরূপ গৌড়ীয়-সজ্জন অবগত হইয়াছেন। শ্রীস্বরূপ-দামোদরের কৃপাতেই জীব-স্বরূপ নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপ অবগত হইয়া শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের কথায় প্রবিষ্ট হইতে পারেন। শ্রীল স্বরূপের কৃপাতেই শ্রীগৌরসুন্দরের চিত্তবৃত্তি ও হৃদয়ের গূঢ়ভাব সমগ্র গৌড়ীয়-সমাজের উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে ও হইতে পারে। শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু শ্রীল রঘুনাথের কণ্ঠে শ্রীগৌরসুন্দরের গূঢ় অন্ত্যলীলা কড়চার আকারে সংরক্ষণ না করিলে জগতে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের মূল-প্রয়োজনের বিষয় কেহই জানিতে পারিতেন না। যদিও শ্রীল মুরারিগুপ্তের কড়চা, শ্রীল বৃন্দাবনের 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত', শ্রীল লোচনদাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণের অবিমর্ত্ত্য চরিত-কাহিনী প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছি, তথাপি শ্রীস্বরূপের কড়চা—যাহা শ্রীরঘুনাথের কণ্ঠস্থ ছিল, তাহা শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর কৃপায় গ্রন্থমধ্যে বিধৃত হইয়া শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ-মনোহরচরিত-পূর্ণ ভজন-ধারার বৈশিষ্ট্য প্রকট করিয়াছে। শ্রীস্বরূপ ও 'শ্রীস্বরূপের রঘু'র এই কৃপা ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ-চরিত জীবের অবগতির বিষয় হইত না। শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ যে-সকল সিদ্ধান্ত জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়ের গূঢ় সিদ্ধান্ত। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরামানন্দের শ্রীমুখে যে-সকল নিগূঢ় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীরামানন্দের অভিন্ন মিত্রস্বরূপ শ্রীস্বরূপ গোস্বামিপ্রভু সেই সকল সিদ্ধান্ত শ্রীগৌরসুন্দরের অন্ত্যলীলার কড়চার মধ্যে প্রকাশ করিয়া সিদ্ধান্তকে লীলাদ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইজন্যই শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথের কিঙ্কর শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ।
রসিক-শেখর কৃষ্ণের, সেই কার্য্য নিজ॥
অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর-স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার॥
স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ॥
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
সেইভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি-দিনে॥
রাত্রে প্রলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি'।
আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘাড়ি'॥
যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।
সেই গীত-শ্লোকে সুখ দেন দামোদর॥

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৪।১০৩-১০৫, ১০৮-১১০)

শ্রীল স্বরূপগোস্বামি-প্রভুর কড়চা-ধৃত নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোক শ্রীলকবিরাজ গোস্বামি-প্রভু 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র প্রারম্ভে উদ্ধার করিয়াছেন,—

রাধা-কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু॥
মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥
মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেবস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥
যস্যাংশাংশঃ শ্রীল-গর্ভোদশায়ী যন্নাভ্যব্জং লোকসঙ্ঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতুস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥
যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্তস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥
মহাবিষ্ণুর্জ্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥

যিনি শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ-দামোদর, তিনিই শ্রীব্রজলীলায় শ্রীরাধিকার দ্বিতীয়-স্বরূপিণী শ্রীললিতা-দেবী। শ্রীল কবিকর্ণপূর-কৃত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা-মতে ইনি শ্রীবিশাখাদেবী; যথা,—

কলামশিক্ষয়দ্রাধাং যা বিশাখা ব্রজে পুরা।
সাদ্য স্বরূপগোস্বামী তত্তদ্ভাববিলাসবান্॥
(শ্রীগৌঃ গঃ, ১৬০ শ্লোক)

যিনি পূর্ব্বে শ্রীব্রজে 'শ্রীবিশাখাদেবী'-নামে প্রসিদ্ধ হইয়া শ্রীরাধিকাকে সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তিনিই শ্রীগৌরলীলায় তত্তদ্ভাব-বিলাসী 'শ্রীস্বরূপগোস্বামী' নামে পরিচিত।

আমাদের পূর্ব্বগুরুবর্গ সকলেই আপনাদিগকে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপের অনুগত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথের গণে যাঁহারা গণিত, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ-ভজনে প্রবিষ্ট।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

বার্ষিক-মহোৎসব

শ্রীপুরুষোত্তমে—গত ১৩ই আষাঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-দিবস হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়মিশনের সভাপতিবর্য্যের নিয়ামকত্বে শ্রীপুরুষোত্তমমঠের বার্ষিক মহা-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ উৎসবের কয়েক দিবস পূর্ব্বে শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বদা পাঠ ও হরিকথা-কীর্ত্তনদ্বারা শ্রীমঠ মুখরিত করিতেছেন। এই উৎসব-উপলক্ষে শ্রীমদ্-ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু, শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশর্ম্মা প্রভু, শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীল গোস্বামী মহারাজের কৃপানির্দ্দেশে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, উপস্থিত সজ্জনগণের যাবতীয় পরিপ্রশ্নের শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ সদুত্তর-প্রদানাদি দ্বারা সকল সংশয় ছেদন করিতেছেন। ভাগ্যবান্ সজ্জনগণ উৎসবে যোগদান করত নিজদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করিতেছেন।

আলালনাথে—গত [illegible] আষাঢ়, শ্রীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের আবির্ভাববাসরে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়-মঠের বার্ষিক শ্রীবিগ্রহ-মহোৎসব শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তি-

প্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ অনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্বস্ব প্রভু ও অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দ উক্ত উৎসবের ২।৩ দিন পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত হইয়া সর্বক্ষণ হরিকথা, পাঠ ও কীর্ত্তনদ্বারা শ্রীমঠ মুখরিত করত শ্রীমঠবাসী ভক্তবর্গের এবং শ্রীমঠে উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের নিত্যমঙ্গল-লাভের পরম সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। উৎসব-দিবস শ্রীল তীর্থ-গোস্বামী মহারাজ পাঠ ও হরিকথা কীর্ত্তন-দ্বারা উপস্থিত সজ্জনব্যক্তিগণের পরম-মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। ঐ দিবস মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ হইতে তথায় উপস্থিত হইয়া মঠবাসী ভক্তগণকে হরিকীর্ত্তন ও হরিসেবায় পরমোৎসাহিত করেন। বেলা ১১টার সময় শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিকের পর সমবেত ভক্তবৃন্দ, সজ্জন-মণ্ডলী ও তত্রস্থ গ্রামবাসী সকলকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের কৃপানির্দ্দেশে ও নিয়ামকত্বে উৎসবটি সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে—আগামী ৭ই শ্রাবণ (১৩৪৯), ২৩শে জুলাই (১৯৪২) বৃহস্পতিবার হইতে ২৩শে শ্রাবণ, ৮ই আগষ্ট শনিবার পর্য্যন্ত পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে গৌড়ীয়-মিশনের সভাপতি-পাদের নিয়ামকত্বে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীমদ্ভাগবত-সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবতধর্ম্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দের যাবতীয় প্রশ্নের সদুত্তর প্রদত্ত হইবে।

বিরহোৎসব

শ্রীগোদ্রুমে—শ্রীবিরহ-তিথি অধিবাসদিবসে শ্রীচৈতন্যমঠ এবং অন্যান্য মঠের সেবকগণ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে সমবেত হইলে অপরাহ্ণ হইতে রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত বন্দনা, কীর্ত্তন, পাঠ ইত্যাদি হইয়াছিল। শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিক শ্রীমন্দির পরিক্রমার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা-স্মরণমঙ্গল-স্তোত্রম্'-গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীল ঠাকুরের বিরহবাসরে ঊষঃকাল হইতে শ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা, পাঠ ইত্যাদি হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীল ঠাকুরের সমাধি-মন্দির ও শ্রীতুলসীমঞ্চ পরিক্রমা হয়। তৎপর বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবমাহাত্ম্য-সূচক গীতি কীর্ত্তন হয়। অতঃপর শ্রীপাদ ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপার কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ১১শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণপ্রসঙ্গ-পাঠ করেন। পাঠের পর ৮ ঘটিকা হইতে বেলা প্রায় ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা করা হয়। অনন্তর শ্রীল ঠাকুরের সমাধি-মন্দিরের সম্মুখে সমবেত সজ্জনমণ্ডলীর সভায় শ্রীল ঠাকুরের রচিত 'শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রভজনোপদেশঃ' সংস্কৃত পদ্যটী সমস্বরে গীত হইলে বৈষ্ণবগণের আদেশে বিরহ-সংখ্যা 'গৌড়ীয়' হইতে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ-দাস ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-ব্যাসতীর্থ প্রভু এবং শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব প্রভু যথাক্রমে শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু-বিরচিত 'শ্রীশ্রীগদাধরগোস্বাম্যষ্টকম্' ও 'শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ' প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিলে পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ হইতে 'শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর' প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে সমাগত প্রায় তিনশত সুকৃতিশালী শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণ ৩। ঘটিকা হইতে পুনরায় সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 'গৌড়ীয়' হইতে 'শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু', 'শ্রীল শ্রীবাসপণ্ডিত' প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ হইতে 'শ্রীভক্তিবিনোদ উপদেশামৃত' ও 'মহাজনোপদেশ' পাঠ হইলে শ্রীপাদ ঔড়ুলোমি মহারাজ 'শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণী-বৈভব'-গ্রন্থ হইতে শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন-বাণী এবং শ্রীহরিনামকারীর যোগ্যতা-বিষয়ে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পর বিরহসূচক মহাজনগীতি কীর্ত্তন হয়।

শ্রীপুরুষোত্তমে—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীভক্তিবিনোদগোস্বামী-শ্রেষ্ঠ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীগৌর-

শক্তি শ্রীল গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামী ও নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অষ্টাত্রিংশ বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব বিগত ২৮শে আষাঢ় (১৩৫৯), ১৩ই জুলাই (১৯৫২) রবিবার দিবস শ্রীপুরুষোত্তমমঠে যথাবিধি সাফল্যমণ্ডিত হইয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে পরমারাধ্য শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও নির্দ্দেশানুসারে ঐ দিবস প্রত্যূষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদ-রাধারমণজীউর মঙ্গল-আরাত্রিকান্তে বেলা ৭টা পর্য্যন্ত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমাদি হয়। অতঃপর শ্রীমঠ হইতে বেলা ৮টায় সময় শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল ও পতাকাদি-সহ একটি বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীল সাগর মহারাজকে অগ্রণী করিয়া বহির্গত হন। এই সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা যথাক্রমে শ্রীটোটাগোপীনাথ, শ্রীযমেশ্বর মহাদেব, শ্রীপরমানন্দ পুরী গোস্বামীর কূপ, পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-স্থলী, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির, শ্রীগঙ্গামাতা-মঠ, শ্রীকাশীমিশ্রের ভবন, শ্রীরাধাকান্ত-মঠ, শ্রীসিদ্ধবকুল শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী, শ্রীভক্তিকুটী ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-মন্দির দর্শন, দণ্ডবৎপ্রণাম ও পরিক্রমা করত বেলা ১১টার সময় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দ্বিপ্রহরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরাধারমণজীউর মধ্যাহ্ন ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্ত ও সজ্জনমণ্ডলী এবং স্থানীয় বহু সজ্জনকে বেলা ৪টা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ন ৫টায় সময় সাধু-নিবাসে সমাগত সজ্জন ও ভক্তমণ্ডলীর সভায় "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত শরণাগতির পদাবলী কীর্ত্তিত হইবার পর শ্রীল সাগর মহারাজ সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। 'শরণাগতি' ও 'কল্যাণ-কল্পতরু' হইতে বহু গৌরবিহিত কীর্ত্তন হইবার পর পরমারাধ্য শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গদাধর-শ্রীবাস-বক্রেশ্বর-সংখ্যা 'গৌড়ীয়' হইতে "শ্রীভক্তিবিনোদ-বনাহ্‌তীর্থ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ" প্রবন্ধ প্রায় ১ ঘণ্টার উপর পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর সভা ভঙ্গ হইলে সকলকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বার্ষিক উৎসবারম্ভের পূর্ব্ব হইতে পরমারাধ্য শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত ব্যক্তিগণের নিকট অবিরাম হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমঠকে সর্ব্বক্ষণ হরিকথামুখরিত করিয়াছেন। কয়েক দিবস হইতে পরমারাধ্য শ্রীল সাগর মহারাজ ও অন্যান্য প্রচারকগণ উৎসবে যোগদান করিয়া অনর্গল শ্রীহরিকথা ও পাঠ-কীর্ত্তনদ্বারা উৎসবকে সর্ব্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

শ্রীব্রজ-স্বানন্দসুখদকুঞ্জে— শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পুষ্প-সমাধিক্ষেত্রে তদীয় বিরহ-মহামহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ও কৃপা-নির্দ্দেশে অষ্টপ্রহর হরিকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-মহোৎসব

গত ২৯শে আষাঢ় (১৩৫৯) সোমবার মঙ্গলারাত্রিক, পাঠ, কীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমান্তে পরমারাধ্য শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থগোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও নির্দ্দেশে শ্রীমৎ সাগর মহারাজের নেতৃত্বে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বেলা ১০টার সময় শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ হইতে বাহির হইয়া গৌরবিহিত-কীর্ত্তন-মুখে শ্রীটোটাগোপীনাথ, শ্রীযমেশ্বর মহাদেব, শ্রীজগন্নাথ-মন্দির, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-স্থলী ও শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ-উদ্যান দর্শন, দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করত শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে উপস্থিত হন। তথায় বহুক্ষণ সংকীর্ত্তনের পর শ্রীমৎ সাগর মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার এবং শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-লীলা-রহস্য—যাহা শ্রীল প্রভুপাদ অনুভাষ্যে বর্ণন করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য সরল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে প্রবেশ করত প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বোক্ত কীর্ত্তন-মুখে শ্রীমন্দির-পরিক্রমা করেন। সকলে শ্রীমন্দির সম্মার্জ্জন ও ধৌত করিয়া শ্রীনৃসিংহ-মন্দির পরিক্রমা ও মার্জ্জন করেন। অনন্তর শ্রীনামকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর দর্শন, দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিয়া শ্রীগৌর-বিহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে বেলা ৩টায় সময় শ্রীপুরুষোত্তমমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিকান্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্তির জন্য দৈন্য-আর্ত্তি বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।